শিব ত্রয়ী কাহিনী ৩

বায়ুপুত্রদের শপথ

২০ লক্ষেরও বেশি বই বিক্রি হয়েছে

'অমীশ ভারতের টলকেইন।'
- *বিজ্‌নেস্ স্ট্যান্ডার্ড*

'অমীশ ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম পপ্‌স্টার।'
- *শেখর কাপুর*

অমীশ

w

অমীশের জন্ম ১৯৭৪ সালে। পড়াশোনা করেছেন কলকাতার আই.আই.এম.-এ। একঘেয়ে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে লেখকের জীবন বেছে নিয়ে সুখী হয়েছেন। তাঁর প্রথম বই *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ* (শিব ত্রয়ী কাহিনীর প্রথম গ্রন্থ)-এর বিপুল জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে চোদ্দো বছরের অর্থকরী চাকরী ছেড়ে লেখালিখিতে মনোনিবেশ করেছেন। ইতিহাস, দর্শন ও পুরাণ-শাস্ত্রের প্রতি তাঁর আবেগ তাঁকে বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও তাৎপর্য্যের সন্ধান দিয়েছে।

অমীশ তাঁর স্ত্রী প্রীতি ও ছেলে নীলকে নিয়ে মুম্বাইতে থাকেন।

www.authoramish.com
www.facebook.com/authoramish
www.twitter.com/@authoramish

www.authoramish.com

ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর অভিষেক রথ একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুবাদ কর্মশালা ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পি.এইচ.ডি গবেষণারত—বিষয় হলো অনুবাদ। কর্মসূত্রে তিনি সাহিত্য অকাদেমির সাথে যুক্ত।

অনিন্দ্য মুখার্জীর জন্ম কোলকাতার এক প্রাচীন বনেদী বংশে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীতের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠে আনদ্ধবাদ্যে স্নাতকোত্তর করেছেন। পেশায় তবলাবাদক, নেশায় সাহিত্য। শিব ত্রয়ী কাহিনী ওঁর প্রথম বড়ো অনুবাদের কাজ।

অর্পিতা চ্যাটার্জী একজন অনুবাদিকা, সংগীত গবেষিকা ও শিক্ষিকা। বিভিন্ন প্রকাশনার সঙ্গে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা তিন দশকেরও বেশি। তিনি শিশু ও কিশোরদের সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসেন এবং নিয়মিত সংগীত সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন।
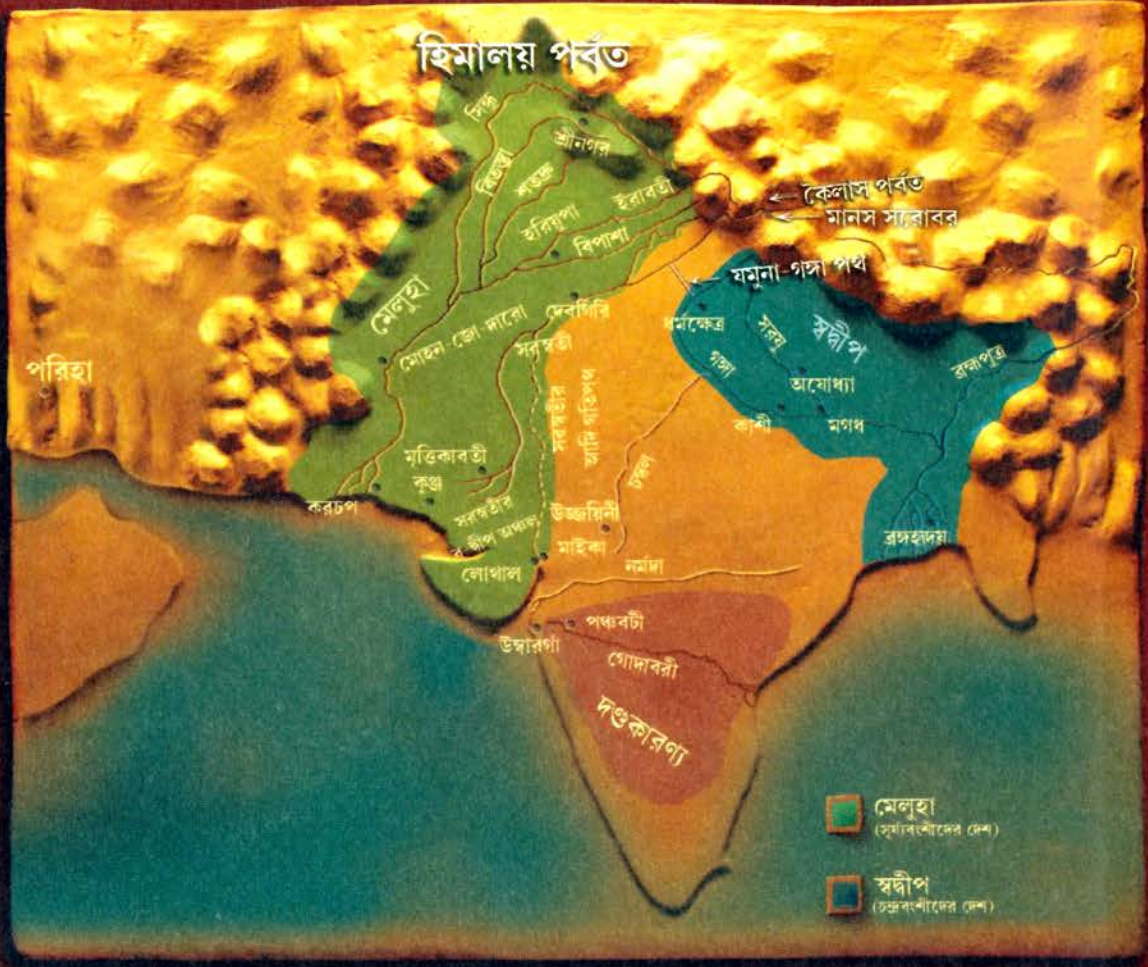
ভারতবর্ষ, ১৯০০ — ১৮৫০ খৃঃ পূঃ

প্রাচীনকালে ভারতকে প্রধানত দুটি নামে
অভিহিত করা হতো ভারতবর্ষ বা জম্বুদ্বীপ।
পশ্চিমে ছিল পরিহা বর্তমানে যা ইরান।

'অমীশ . . . প্রাচ্যের পাওলো কোয়েলহো।'
—*বিজনেশ ওয়ার্ল্ড্*

জেগে উঠেছে অশুভশক্তি।
শুধুমাত্র একজন দেবতার পক্ষেই একে থামানো সম্ভব।

শিব তাঁর বাহিনীকে একত্র করছেন। নাগ রাজধানী পঞ্চবটীতে পৌঁছলেন তিনি আর অবশেষে উন্মোচিত হল অশুভশক্তি। নীলকণ্ঠ তাঁর প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। যিনি এমনই একজন মানুষ যে তাঁর নাম ভয়ংকর যোদ্ধাদের মধ্যেও আতঙ্কের সঞ্চার করে।

একের পর এক পাশবিক লড়াইয়ের হত্যালীলায় ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে ভারতবর্ষ। এ যুদ্ধ দেশের আত্মার সঙ্গে জড়িত। অনেকেই মৃত্যুবরণ করবেন। কোনোভাবেই শিবের হারা চলবে না—তা সে মূল্য যাই হোক না কেন। মরীয়া হয়ে শিব সেই তাঁদের দোরগোড়াতেই এসে পৌঁছলেন যাঁরা কোনোদিন তাঁকে কোনোরকম সাহায্য করেননি—বায়ুপুত্ররা।

তিনি কি সফল হবেন? অশুভশক্তির সঙ্গে সংগ্রামের কী প্রকৃত মূল্য বহন করতে হবে? ভারতবর্ষকে? আর শিবের আত্মাকে?

সর্বাধিক বিক্রীত শিব ত্রয়ী কাহিনীর অন্তিম ভাগে খুঁজে পান এইসব রহস্যের উত্তর।

'আদিরূপাত্মক ও চাঞ্চল্যকর . . . অমীশের বইগুলি আত্মার গভীরতম মর্মস্থল উন্মোচিত করে তোলে।'—দীপক চোপড়া

অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও উত্তেজক বর্ণনাশৈলী—শশী থারুর

'তীব্র গতিময়তা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে প্রতিটা পাতা থেকে।'—অনিল ধাড়কর

Westland Ltd
westlandbooks.in

978-93-85152-57-3
Fiction
₹395

Cover Design by
Pusalkar

Also available
as an ebook

শিব ত্রয়ী কাহিনীর প্রশংসা

'আশা করি অনেকেই অমীশ ত্রিপাঠীর দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করবেন . '

- অমিতাভ বচ্চন, ভারতীয় প্রবাদ প্রতীম চিত্রাভিনেতা

'এটা এক আনন্দদায়ক সৃষ্টি . . এ ছাড়াও অমীশ তার কাহিনীর চরিত্রগুলিকে মানবত্ব দিয়েছেন, যেখানে বেশিরভাগ জনপ্রিয় ভারতীয় লেখকেরা বিফল হন।'

- মিন্ট্

'শিব ত্রয়ী কাহিনী এক প্রাণবন্ত ও রোমাঞ্চকর পৌরাণিক সৃষ্টি, যাতে মশলাদার উপকরণ রয়েছে, *অমর চিত্র কথা*-কে স্টেরয়েড্ দিলে যেমন হবে।'

- রশ্মি বন্‌সল্, 'স্টে হাংরী স্টে ফুলিশ'
সর্বাধিক বিক্রী হওয়া এই বইটির লেখিকা

'মেলুহার জগৎ আমায় অভিভূত করল ও অমীশের সৃষ্টি আমার মন কেড়ে নিয়েছে।'

- করণ জোহর, বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা

'শিব নাচিয়ে দিয়েছেন। কল্পনাকে ঠিক কতটা সুবিপুলভাবে নাচিয়েছেন, তা *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ* কাহিনীতেই সুস্পষ্ট . . একজন সাধারণ মানুষ থেকে রূপান্তরের ফলে মহাদেব হয়ে ওঠা শিবের এই যাত্রা কাহিনী পাঠকের কাছে গভীর আনন্দদায়ক . যা অত্যন্তভাবে আকৃষ্ট করে তা হল বালক-সুলভ আনন্দের সাথে লেখকের শিল্প কুশলতায় শিবের রূপায়ণ।'

- দ্য টাইম্‌স্ অফ্ ইন্ডিয়া

'*মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ* কাহিনী একটি নতুন আঙ্গিকে শিবের কৌতুহল জাগানো জীবনকে তুলে ধরেছে . সুন্দরভাবে লিখিত সৃষ্টি . ভারতীয় ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনী প্রেমিকরা একবার পড়তে শুরু করলে থামতে পারবেন না।'

- সোসাইটি

' . একটি মন কেড়ে নেওয়া কাহিনী যাতে একই সঙ্গে রয়েছে প্রচুর গতিময়তা এবং গভীর অথচ গ্রহণযোগ্য দর্শন। অমীশ হতাশ করেন নি। . *নাগ রহস্য* প্রচণ্ড সংঘাতময় ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে ভরপুর যা পাঠকের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।'

- আউট্‌লুক্‌

'*নাগ রহস্য*-এর কাহিনীসূত্র চিত্তাকর্ষক . ত্রিপাঠী অনবদ্ধ কাহিনীকার।'

- ডি-এন্‌-এ

'অমীশ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনায় উৎকৃষ্ট, যা বারবার পড়তে ভালো লাগে। এই ত্রয়ী কাহিনীর নির্মম ও পাশবিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ চিত্রনির্মাতা হিসেবে মেল গিব্‌সন-কে গর্বিত করবে।'

- নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

'সমগ্র কাহিনী জুড়েই লেখকের নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে . . পাঠকের অখণ্ড মনোযোগ রয়েছে যুদ্ধে, যার মাধ্যমে এই ত্রয়ী কাহিনীর এক উপযুক্ত সমাপন হয়েছে।'

- মিড-ডে

বায়ুপুত্রদের শপথ

শিব ত্রয়ী কাহিনীর
তৃতীয় খণ্ড

অমীশ

বাংলা অনুবাদ:
অনিন্দ্য মুখার্জী, অভিষেক রথ ও অর্পিতা চ্যাটার্জী

আমার শ্বশুরমশাই প্রয়াত ডাঃ মনোজ ব্যাস-এর প্রতি

মহান মানবদের মৃত্যু হয় না

তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন

হর হর মহাদেব

আমরা সবাই মহাদেব, আমরা সবাই দেবতা
যেহেতু তাঁর সুন্দরতম মন্দির, অপরূপ মসজিদ
ও মহত্তম গির্জা আমাদের স্বত্তাতেই বিরাজমান

সূচীপত্র

শিব ত্রয়ী কাহিনী

অনুবাদকদের কথা

অধ্যায়	১	বন্ধুর প্রত্যাবর্তন	১
অধ্যায়	২	অশুভ কি?	১৩
অধ্যায়	৩	রাজাদের নির্বাচন	৩৫
অধ্যায়	৪	ব্যাঙের নীতিগল্প	৫৪
অধ্যায়	৫	সংক্ষিপ্ততর পথ	৭২
অধ্যায়	৬	যে নগর অহঙ্কারকে জয় করে	৮৬
অধ্যায়	৭	এক চিরন্তন সখ্যতা	৯৬
অধ্যায়	৮	কে এই শিব?	১১০
অধ্যায়	৯	প্রেমাহত বর্বর	১২৪
অধ্যায়	১০	কেবল তাঁর নামেই ভয়	১৩৯
অধ্যায়	১১	জোটসঙ্গী ব্রঙ্গ	১৪৯
অধ্যায়	১২	অশান্ত জলপথ	১৬০
অধ্যায়	১৩	গুণদের নিষ্ক্রমন	১৭০

অধ্যায়	১৪	অন্তর্দ্রষ্টা	১৮২
অধ্যায়	১৫	মগধ সমস্যা	১৯৩
অধ্যায়	১৬	গোপন উদঘাটিত	২০৫
অধ্যায়	১৭	বন্দী হওয়া সম্মান	২১৪
অধ্যায়	১৮	সম্মান না বিজয়?	২২৫
অধ্যায়	১৯	নীলকণ্ঠের ঘোষণাপত্র	২৩৭
অধ্যায়	২০	অগ্নিগীত	২৪৬
অধ্যায়	২১	অযোধ্যা অবরোধ	২৫৫
অধ্যায়	২২	মগধ যুদ্ধের প্রস্তুতি	২৬৭
অধ্যায়	২৩	বল-অতিবল কুণ্ডের যুদ্ধ	২৭৭
অধ্যায়	২৪	সংঘাতের যুগ	২৮৯
অধ্যায়	২৫	ঈশ্বর না মাতৃভূমি?	২৯৯
অধ্যায়	২৬	মৃত্তিকাবতীর যুদ্ধ	৩০৯
অধ্যায়	২৭	নীলকণ্ঠ বললেন	৩২০
অধ্যায়	২৮	স্তম্ভিত মেলুহা	৩৩৪
অধ্যায়	২৯	প্রত্যেক সেনাবাহিনীতেই বিশ্বাসঘাতক রয়েছে	৩৪৫
অধ্যায়	৩০	দেবগিরির যুদ্ধ	৩৫৫
অধ্যায়	৩১	চাল মাত	৩৬৭
অধ্যায়	৩২	শেষ সম্বল	৩৭৮
অধ্যায়	৩৩	ষড়যন্ত্র ঘণীভূত	৩৮৮
অধ্যায়	৩৪	উস্বারগাঁ এর সাহায্যে	৩৯৫

অধ্যায়	৩৫	পরিহা যাত্রা	৪০৭
অধ্যায়	৩৬	পরির দেশ	৪১৪
অধ্যায়	৩৭	অপ্রত্যাশিত সাহায্য	৪২৩
অধ্যায়	৩৮	ঈশ্বরের বন্ধু	৪৩৭
অধ্যায়	৩৯	উনি আমাদেরই একজন	৪৪৯
অধ্যায়	৪০	নর্মদায় গুপ্ত প্রতীক্ষা	৪৬০
অধ্যায়	৪১	শান্তি প্রস্তাব	৪৬৮
অধ্যায়	৪২	কনখলার নির্বাচন	৪৭৯
অধ্যায়	৪৩	নাগরিক বিদ্রোহ	৪৮৮
অধ্যায়	৪৪	সম্রাটকন্যার প্রত্যাবর্তন	৪৯৭
অধ্যায়	৪৫	অন্তিম বধ্য	৫১২
অধ্যায়	৪৬	প্রভু নীলকণ্ঠর পরিতাপ	৫৩১
অধ্যায়	৪৭	মায়ের উপদেশ	৫৩৯
অধ্যায়	৪৮	বিরাট বিতর্ক	৫৪৫
অধ্যায়	৪৯	নীলকণ্ঠের কাছে ঋণ	৫৫৯
অধ্যায়	৫০	জ্ঞান ও সম্পদ রক্ষণ	৫৭০
অধ্যায়	৫১	বেঁচে থাকুন, নিজের কর্ম করুন	৫৭৮
অধ্যায়	৫২	বটবৃক্ষ	৫৮৬
অধ্যায়	৫৩	অশুভের বিনাশকর্তা	৫৯৬
অধ্যায়	৫৪	পবিত্র সরোবরের কাছে	৬০৭
		পরিভাষা	৬২৩
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৬৩৭

শিব ত্রয়ী কাহিনী

শিব। মহাদেব। দেবতাদের দেবতা। দুষ্টের বিনাশকারী। আবেগ প্রবণ প্রেমিক। ভয়ংকর যোদ্ধা। অনবদ্য নর্তক। সহজাত দক্ষতাসম্পন্ন নায়ক। সর্বশক্তিমান, তবুও সততায় অবিচল। তৎপর বোধশক্তির সঙ্গে মানানসই মানসিকতা।

ভারতে আসা বিজেতা, ব্যবসায়ী, বিদ্বান, শাসক, পর্যটক। কোনো বিদেশীই বিশ্বাস করেনি যে বাস্তবে কোনকালে এমন কোন মহান ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে। তারা ধরেই নিয়েছিলো তিনি নিশ্চয়ই কোনো পৌরাণিক দেবতা। মানুষের মনোরাজ্যের কল্পনাপ্রসূত। আর সময়ের সাথে সাথে দুঃখকরভাবে, এই বিশ্বাস আমাদের লব্ধ জ্ঞান হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু যদি আমাদের ভুল হয়? যদি শিব অলীক কল্পনাপ্রসূত না হয়ে কোনো রক্তমাংসের মানুষ হন আপনার আমার মতো? একজন মানুষ যিনি তাঁর কর্মের ফলে দেবত্বে উপনীত হয়েছেন। এটাই শিব ত্রয়ী কাহিনীর ভিত্তি যা কল্পনা ও ঐতিহাসিক ঘটনার সংমিশ্রণের সাথে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ পৌরাণিক ঐতিহ্য ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছে।

এই অসাধারণ নায়কের যাত্রার লিপিবদ্ধ করা এই ত্রয়ী কাহিনীর প্রথমটি হল *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ*। দ্বিতীয় গ্রন্থ *নাগ রহস্য*-তে ঘটনাপ্রবাহ আরও এগিয়েছে। আপনার হাতে ধরা *বায়ুপুত্রদের শপথ*-এই বইটিতে এসবের সমাপ্তি।

এই কল্পিত ঘটনাবিন্যাস ঈশ্বরের কাছে আমার শ্রদ্ধার্ঘ। বহুকাল নাস্তিকতার উন্মত্ততার মধ্যে কাটানোর পর অবশেষে আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি। আশা রাখি আপনারাও আপনাদের ঈশ্বরকে খুঁজে পাবেন। শেষ পর্যন্ত ওনাকে যখন খুঁজে

পাবো, তখন কি রূপে তাঁকে পাবো তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি তাঁর অসংখ্য রূপে যেমন শিব, বিষ্ণু, শক্তি মা, আল্লা, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা যে কোনো রূপে আমাদের কাছে আসেন। তিনি আমাদের সাহায্য করতে চান। সে সুযোগ দিন তাঁকে।

যদৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলম্ শম্ভু তব আরাধনম্

হে আমার প্রভু শম্ভু, হে আমার প্রভু শিব, আমার সকল কর্মই তোমার আরাধনা।

অনুবাদকের কথা

ভারতীয় ইংরাজী সাহিত্যে পৌরাণিক উপকথার ব্যবহার লেখক রাজা রাও থেকে বর্তমান সাহিত্যিকদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। অশোক ব্যাঙ্কার, অমীশ ত্রিপাঠী ও অশ্বীন সাংভি কিন্তু এই পৌরাণিক উপকথা-ভিত্তিক সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে বর্তমান পাঠককূলের কাছে এর প্রায়োগিক মূল্যকে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় পূরাণকে নতুন রূপে আমাদের কাছে উপভোগ্য করে তোলার মাধ্যমে এঁরা যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তা টল্‌কেইন, রাউলিং ও লিউইস-এর তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়।

শিব ত্রয়ী কাহিনীর মূল ভাষা বেশ আগ্রহের সঞ্চার করে। এর চরিত্রগুলির বলা কথায় হিন্দী বাগধারার ছোঁয়া লেগেছে। ক্ষেত্রবিশেষে কাশ্মীর ও কোটদ্বারের বাগধারার দেখাও পাওয়া গেছে। শুধু ভাষাতেই বা বলি কেন? প্রভু মনুর নীতি মেনে গড়ে ওঠা মেলূহায় প্লেটোর রিপাবলিক-এর ছায়া কি খুবই অস্পষ্ট। সংক্ষেপে বলতে গেলে সব দিক থেকেই শিব ত্রয়ী কাহিনীতে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটেছে।

শিব ত্রয়ী কাহিনীর তিনটি খণ্ডই অনুবাদ করতে পেরে আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত।

অনুবাদ করার সময় আমরা যাদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের সকলের কথা এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব হলো না। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে, বিভিন্ন ভাষাগত সমস্যার ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীনির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সদা হাস্যময়

অমায়িক ও একদা লিটল ম্যাগাজিনের কবি এই মানুষটি আমাদের এই অনুবাদের কাজে জটিল সমস্যা ও শক্ত বাক্য গঠনে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সবশেষে বলি প্রকাশক ও সাহিত্যিক অমীশের আগ্রহ ও নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তা ছাড়া একাজ আমাদের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়তো।

জয় বাবা ভোলানাথ

অনিন্দ্য মুখার্জী, অভিষেক রথ ও অর্পিতা চ্যাটার্জী

অধ্যায় ১

বন্ধুর প্রত্যাবর্তন

শুরুর আগে।

জলে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে। তাতে করে মৃদমন্দ তরঙ্গ উঠেছে জলে—আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে জলাধারের কিনারায় পৌঁছে যাচ্ছে সেই তরঙ্গ। শিব পাত্রটার উপর ঝুঁকে ছিলেন—দেখছিলেন জলের তরঙ্গে বেঁকেচুরে যাওয়া তাঁর প্রতিবিম্ব। জলে হাত ডুবিয়ে মুখে ঝাপটা দিলেন। জমাট বাঁধা চাপ চাপ রক্ত ধুয়ে ফেললেন তিনি। সম্প্রতি তাঁকে গুণদের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আর এখন তিনি মানসসরোবরের সুখ থেকে বহু দূরে এক পাহাড়ি গ্রামে। তার নেওয়া খুব দ্রুতগতি সত্ত্বেও তাঁর উপজাতির সেখানে পৌঁছোতে তিন-তিনটে সপ্তাহ লেগে গিয়েছিল। হাড়-কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা—কিন্তু শিবের তাতে কোনো হুঁশই নেই। এটা সেই উষ্ণতার ফলে নয় যা লেলিহান আগুনের শিখার কবলে থাকা পাক্রাতিদের কুঁড়েগুলোর থেকে আসছে। এ উত্তাপ আসছে তাঁর ভেতরের আগুন থেকে।

শিব তাঁর চোখ মুছে ফেলে আবার জলে পড়া তাঁর প্রতিবিম্বের দিকে চাইলেন। আদিম ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ছিলেন তিনি। পাক্রাতি প্রধান যক্ষ পালিয়েছে। শিব নিঃশ্বাসের ঘন ঘন ওঠাপড়া সামলালেন। তখনও যুদ্ধের ক্লান্তি তাঁকে পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি।

তাঁর মনে হল যেন তাঁর খুড়ো মনোভূর রক্তাক্ত দেহ জলে ফুটে উঠতে দেখলেন তিনি। শিব জলের মধ্যে হাত ডোবালেন। 'খুড়ো!'

মরীচিকা মিলিয়ে গেল। চোখ বন্ধ করলেন শিব।

তাঁর খুড়োর দেহ খুঁজে পাওয়ার সেই ভয়ানক মুহুর্তটা তাঁর মনে ঘুরে ফিরে আসছিল। মনোভূ যক্ষের সাথে একটা শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে হয়তো পাক্রাতি ও গুণরা এই ক্রমাগত যুদ্ধলোলুপতা থেকে বিরত হবে। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি না ফিরতে শিব অনুসন্ধানকারী দল পাঠিয়েছিলেন। পাক্রাতিদের গ্রামে যাওয়ার সরু পায়ে চলা পথের পাশেই মনোভূ ও তার দেহরক্ষীদের ছিন্নভিন্ন দেহ পাওয়া গিয়েছিল।

মনোভূ যেখানে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তার ঠিক পাশেই রক্ত দিয়ে একটা বার্তা লেখা ছিল।

'শিব। ওদের ক্ষমা কোরো। ওদের ভুলে যাও। অশুভই তোমার একমাত্র আসল শত্রু।'

তাঁর খুড়ো শুধু শান্তিটুকু চেয়েছিলেন আর ওরা তার প্রতিদান এইভাবে দিয়েছিল।

'যক্ষ কোথায়?' ভদ্রের হুঙ্কারে শিবের চিন্তাধারা কেটে গেল।

শিব ঘুরলেন। পুরো পাক্রাতি গ্রামটা দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছে। খোলা স্থানটাতে খান তিরিশেক মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। প্রাক্তন প্রধানের মৃত্যুতে প্রতিশোধোন্মুখ ক্রোধোন্মত্ত গুণরা সেগুলো নৃশংসভাবে কুপিয়েছে। পাঁচজন পাক্রাতি পুরুষ হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে। তাদের একসাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। কবজি আর পাগুলো একটা লম্বা দড়িতে বাঁধা যেটার দুই প্রান্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। কুড়িজন গুণরক্ষীর নেতৃত্বে রয়েছে ভয়ংকর ভদ্র। হাতে তার রক্তাক্ত তলোয়ার। পাক্রাতিদের পক্ষে পালানো অসম্ভব।

খানিকটা দূরে, আরেকদল গুণযোদ্ধার পাহারায় রয়েছে পাক্রাতি মহিলা ও শিশুরা। তাঁদের হাতে পায়ে বেড়ী থাকলেও এখনো পর্য্যন্ত কোনোরকম আঘাত করা হয়নি। গুণরা কখনোই মহিলা বা শিশুদের আঘাত করে না, হত্যা করা তো দূরের কথা।

'কোথায় যক্ষ?' আবার জানতে চাইলেন ভদ্র। এক পাক্রাতির দিকে ভীতিপ্রদভাবে তলোয়ার উঁচানো তাঁর।

'আমরা জানি না। শপথ করে বলছি আমরা জানি না,' পাক্রাতি বলে উঠলো।

ভদ্র ওই লোকটির বুকে তলোয়ার ঠেকিয়ে চাপ দিল। রক্ত বেরিয়ে এল। 'উত্তর দিলে ক্ষমা পাবি। আমাদের শুধু যক্ষকেই চাই। মনোভূকে হত্যার মূল্য ওকে দিতে হবে।'

'আমরা মনোভূকে মারিনি। সকল পর্বতের দেবতাদের নামে শপথ করে বলছি। আমরা ওকে মারিনি।'

ভদ্র সজোরে পাক্রাতিকে লাথি মারলো। 'আমায় মিথ্যা বলিস নারে শালা চমরীর বাচ্চা।'

খোলা মাঠ ছাড়িয়ে যে জঙ্গল, মাথা ঘুরিয়ে সেটাকে আঁতিপাতি করে দেখলেন শিব। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তখনও খুড়ো মনোভূর শব্দগুলো তার কানে প্রতিধ্বনির মতো ঘুরে ঘুরে আসছিল। 'রাগই তোমার শত্রু। ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করো। নিয়ন্ত্রণ করো ওটাকে।'

তাঁর উন্মত্ত হৃদয়ের ওঠাপড়ার গতি কমাতে শিব গভীর শ্বাস টানছিলেন।

'আমাদের মারলে, যক্ষ ফিরে এসে তোমাদের সব্বাইকে মেরে ফেলবে,' দড়ির শেষ প্রান্তে বাঁধা থাকা এক পাক্রাতি চেঁচিয়ে উঠলো। 'তোমরা কখনোই শান্তি পাবে না। অন্তিম প্রতিশোধটা আমরাই নেবো।'

'চুপ কর কায়না,' অন্য এক পাক্রাতি চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর সে ভদ্রের দিকে ফিরে বললো, 'আমাদের ছেড়ে দাও। আমাদের এই ব্যাপারটার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই।'

কিন্তু সেই পাক্রাতির যেন কোনো হেলদোলই নেই। কায়না আবারও চেঁচিয়ে উঠলো, 'শিব!'

শিব ঘুরলেন।

'মনোভূকে খুড়ো বলো, তাতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,' চেঁচিয়ে উঠলো কায়না।

'চুপ কর কায়না!' অন্য সব পাক্রাতিরা আর্তনাদ করে উঠলো।

কিন্তু কায়না কারোর কথাতেই কান দিল না। গুণদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় কায়নার আত্মসংযমের অনুভূতিটাও চলে গিয়েছিল। 'ওই কাপুরুষটা!' সে থুতু ফেললো।

'আমরা যখন ওর নাড়িভুঁড়ি আর ওর শান্তিচুক্তি ঠেসে ওর গলায় ঢোকাচ্ছিলাম তখন মনোভূ ছাগলের মতো ব্যা ব্যা করছিল।'

ভেতরের টগবগিয়ে ফুটতে থাকা ক্রোধ ছিটকে বেরোল। ক্রোধে শিবের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। যত জোরে পারেন চেঁচিয়ে উঠে তলোয়ার টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। পাক্রাতিদের কাছাকাছি পৌঁছে ছোটা না থামিয়েই সাঁ করে তলোয়ার চালালেন তিনি। এক ভয়ানক কোপেই কায়নার মাথা কেটে ফেললেন। কাটা মাথাটা ছিটকে গিয়ে পাশের পাক্রাতির গায়ে লেগে অনেকটা দূরে গড়াতে গড়াতে চলে গেল।

'শিব!' ভদ্র চিৎকার করে উঠলো।

যক্ষকে খুঁজে পেতে হলে পাক্রাতিদের জ্যান্ত চাই তাদের। কিন্তু স্পষ্ট কথা পষ্টাপষ্টি বলার পক্ষে উপজাতীয় লোক হিসাবে ভদ্র অনেকটাই সংযত। সে আর কিছুই বললো না। তাছাড়া সেই মুহূর্তে শিবও শুনতেন না। তিনি মসৃণভাবে তলোয়ার বারবার ঘুরিয়েই চলেছিলেন। একের পর এক পাক্রাতির শিরচ্ছেদ করলেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাঁচটা মুণ্ডহীন পাক্রাতির দেহ কাদার উপর লুটিয়ে পড়লো। হাঁ করে থাকা কাটা গলাগুলো থেকে হৃদপিণ্ডের রক্ত তখনও দমকে দমকে বেরিয়ে আসছিল। শরীরগুলোর চারপাশে এত রক্ত জমা হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল ওরা যেন রক্তের হ্রদের মধ্যে শুয়ে আছে।

শিবের নিঃশ্বাস দ্রুত ওঠাপড়া করছিল। মৃতদেহগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় তাঁর কানে খুড়োর গলা জোরে বেজে উঠলো।

'রাগই তোমার শত্রু। ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করো। নিয়ন্ত্রণ করো ওটাকে।'

শিক্ষক বলে উঠলেন, 'তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম বন্ধু।' হাসছিলেন তিনি, চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। 'তোমায় তো আমি বলেইছিলাম যে তোমার জন্য আমি যে কোন স্থানে যাব—যদি তোমার উপকার হয় তো *পাতাললোকেও*।'

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষটির এই কথাগুলো শিবের কতবারই না মনে পড়েছে। কিন্তু *দানবদের স্থান* এই ব্যাপারটা তিনি এর আগে কোনোদিনই

পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি।

এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। দাড়ি কামানো। তার জায়গায় এসেছে তুলির মতো সরু গোঁফ। চওড়া কাঁধ আর পিপের মতো বুক আরও সুদৃঢ় হয়েছে। মানুষটি নিশ্চয়ই ব্যায়াম করেন—প্রতিদিন। ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন হিসাবে পবিত্র পৈতে সুগঠিত মাংসপেশীর উপর দিয়ে আলগাভাবে ঝুলছে। মাথা কামানো। চুলের পেছনে টিকি আরও লম্বা ও সুললিত হয়েছে। চোখের গভীরে সেই একই পবিত্রতা যা শিবকে আগেও তাঁর প্রতি আকর্ষিত করেছিল। এ তাঁর সেই বহু আগের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু—তাঁর চলার পথের সাথী—তাঁর ভাই।

'বৃহস্পতি!'

বৃহস্পতি কাছে এগিয়ে এসে শিবকে জড়িয়ে ধরলেন। 'আমাকে খুঁজে বার করতে তোমার অনেকটা সময় লেগে গেল। আমি তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে শিব আনন্দের সাথে বৃহস্পতিকে জড়িয়ে ধরলেন। নিজের আবেগের উচ্ছলতা থামার জন্য কিছুটা সময় নিলেন তিনি। কিন্তু নিজেকে সামলানোর সাথে সাথেই তাঁর মনে সন্দেহ উঁকি দিতে শুরু করলো।

বৃহস্পতি নিজের মৃত্যুর সংবাদ রটিয়েছিল। ও নাগদের সাথে যোগ দিয়েছে। নিজের জীবনের সাধনার স্থান মহান মন্দার পর্বতকে ধুলিসাৎ করেছে। ওই তাহলে সূর্যবংশীদের গোপন সংবাদ ফাঁস করেছে!

আমার ভাই-ই আমাকে মিথ্যে বলেছিল!

শিব নিঃশব্দে পিছু হটলেন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর কাঁধে সতীর হাতের ছোঁয়া—সহানুভূতির শব্দহীন স্পর্শ।

বৃহস্পতি তাঁর ছাত্রদের দিকে ঘুরলেন। 'বাছারা, তোমরা এখন যেতে পারো'।

ছাত্রেরা তক্ষুণি উঠে বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে রইলেন শুধু শিব, বৃহস্পতি, সতী, গণেশ ও কালী।

বৃহস্পতি প্রশ্নের অপেক্ষায় বন্ধুর দিকে চেয়েছিলেন। শিবের চোখে ফুটে ওঠা যন্ত্রণা ও ক্রোধ তিনি আঁচ করতে পারছিলেন।

'কেন?' শিব জানতে চাইলেন।

'ভেবেছিলাম যে কেবল মহাদেবদের উপরে যে ভয়ানক দুর্ভাগ্য নেমে আসে তা থেকে তোমায় বাঁচাতে পারবো। তোমার কাজ আমি করার চেষ্টা করেছিলাম। অশুভ শক্তির সাথে যারা লড়ে তাদের আত্মার উপর এসে পড়া অশুভর থাবার ক্ষত তারা এড়াতে পারে না। আমি তোমায় রক্ষা করতে চেয়েছিলাম।'

শিব চোখ কুঁচকে বললেন, 'তুমি একা একাই অশুভের সাথে লড়ছিলে? পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে?'

বৃহস্পতি যুক্তি দর্শালেন। 'পাপ কখনো তাড়াহুড়ো করে না। সে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে। সে লুকোয় তো নাই, উপরন্তু দিনের আলোয় তোমার মুখোমুখি হয়। দশকের পর দশক ধরে সে তোমায় সতর্কবার্তা দিয়ে চলে। এমন কী কখনো কখনো কয়েকশ বছর ধরেও। অশুভ যখন তোমার প্রতিপক্ষ তখন সময়টা কখনই এমন কিছু বড় কথা নয়। তার সাথে লড়ার মানসিকতাটাই মূল গণ্ডগোলের বিষয়।'

'তুমি তো বলছিলে যে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে। আর নিজেই কিনা নিজের সমস্ত চিহ্ন লুকিয়ে ফেললে। কেন?'

'শিব, আমি সব সময়েই তোমায় বিশ্বাস করে এসেছি,' বললেন বৃহস্পতি। 'কিন্তু তোমার চারপাশে যারা থাকে তাদের সবাইকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তারা আমাকে আমার লক্ষ্য পূরণে বাধা দিতো। তারা আমার পরিকল্পনার কথা আঁচ করতে পারলে আমি খুনও হয়ে যেতে পারতাম। হ্যাঁ আমি এটা মানছি যে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার চেয়েও আমার লক্ষ্য বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। একমাত্র যদি তুমি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে তখনি আমি নিরাপদভাবে তোমার সাথে দেখা করতে পারতাম।'

'এ মিথ্যে। তুমি আমার সাথে দেখা করতে চাইছিলে এইজন্যে যে তোমার পরিকল্পনার সফলতার জন্য আমাকে তোমার প্রয়োজন ছিল। কারণ তুমি এখন জান যে তুমি নিজে নিজে সে লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না।'

ফ্যাকাসে মৃদু হাসির সাথে বৃহস্পতি বললেন, 'হে মহান নীলকণ্ঠ, এটা কখনই আমার লক্ষ্য হবার কথা নয়। এতো সব সময়েই তোমারই ছিল।'

শিব বৃহস্পতির দিকে চাইলেন। অনুভূতিহীন সে চাউনি।

বৃহস্পতি বলে চললেন, 'তুমি অবশ্য খানিকটা ঠিকই ধরেছ। আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাইছিলাম . . . উহুঁ, তোমার সাথে আমার দেখা হওয়াটার দরকার ছিল এইজন্যে যে আমি বিফল হয়েছি। শুভ অশুভের মুদ্রাটা উলটে যাচ্ছে আর নীলকণ্ঠকে ভারতের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তোমাকেই প্রয়োজন, শিব। নয়তো অশুভ শক্তি আমাদের এই অপূর্ব স্থানকে ধ্বংস করে দেবে।'

শিব বৃহস্পতির দিকে অবিচলিত ভাবে চেয়ে থাকতে থাকতেই বললেন, 'মুদ্রা উলটাচ্ছে বলছো?'

বৃহস্পতি মাথা নাড়লেন।

মনুর কথা শিবের মনে পড়লো। *শুভ আর অশুভ একই মুদ্রার দুই পিঠ।*

নীলকণ্ঠের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। *অশুভ কী—সেটা তাহলে মূল প্রশ্ন নয়? মূল প্রশ্নটা হল 'শুভ কখন অশুভ হয়ে ওঠে? মুদ্রা কখন উলটোয়?'*

বৃহস্পতি সতর্কভাবে শিবকে লক্ষ্য করছিলেন। প্রভু মনুর নীতি তো পরিষ্কার: তাঁর পক্ষে কোনরকম পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়। মহাদেবকেই সেটা আবিষ্কার করতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বও তাঁরই।

শিব বড় করে একটা শ্বাস টেনে তাঁরা নীল গলায় হাত বোলালেন। সেটা এখনও অসহ্য রকমের ঠাণ্ডা। বোধহয় যাত্রা যেখানে শুরু হয়েছিল সেখানেই তার সমাপ্তি।

কোন শুভশক্তি শ্রেষ্ঠ? সেই শুভ যা এই যুগের সৃষ্টিকর্তা? উত্তর পরিষ্কার। কাজেই চরম অশুভই একেবারে সেই শক্তি—আর তখনই যখন সে ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে শুরু করে।

শিব বৃহস্পতির দিকে চেয়েছিলেন। 'কিন্তু আমায় এটাতো বল যে কেন . . .'

বৃহস্পতি চুপ করেছিলেন। তিনি অপেক্ষা করছিলেন . . . প্রশ্ন আরও সুনির্দিষ্ট হওয়ার জন্য।

''আমায় বলো তো যে কেন তুমি ভাবছো যে সোমরস শ্রেষ্ঠ শুভশক্তি থেকে চরম অশুভশক্তিতে পরিণত হয়েছে।'

সৈনিকেরা ধ্বংসাবশেষের খণ্ডাবশেষ বয়ে নিয়ে কিছুটা দূরে উবু হয়ে বসে থাকা পর্বতেশ্বর ও ভগীরথের কাছে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসছিল। শিব মেলুহী সেনাপতি ও অযোধ্যার সম্রাটপুত্রকে ধ্বংসাবশেষের তদন্তের জন্য বলেছিলেন। যারা শিবের বাহিনীকে পঞ্চবটীর পথে আক্রমণ করেছিল তাদের উৎস নির্ণয়ের দায়িত্ব পড়েছে পর্বতেশ্বর ও ভগীরথের উপর। তাঁরা শখানেক সৈন্যসমেত পেছনে থেকে গিয়েছেন ও শিবের বাহিনীর বাকিরা পঞ্চবটীতে চলে গিয়েছেন।

পর্বতেশ্বর ভগীরথের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার কাঠের তক্তাগুলোর দিকে ফিরলেন। তিনি যেটাকে সবচাইতে ভয় পাচ্ছিলেন সেটাই ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে সত্যি হয়ে উঠছিল।

নির্দেশমতো বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়ানো শতখানেক সূর্যবংশী সৈনিকের দিকে তিনি ফিরে দেখলেন। তারপর তিনি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেন। যা বেরিয়ে পড়েছে সেটা তাদের চোখে না পড়াটাই সবচাইতে ভালো। তক্তার উপরে মারা গোঁজগুলো মেলুহার।

'সম্রাট দক্ষ, প্রার্থনা করি প্রভু রাম যেন আপনার আত্মার উপর করুণা করেন।' পর্বতেশ্বর মাথা ঝাঁকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

ভগীরথ ভুরু কুঁচকে পর্বতেশ্বরের দিকে চাইলেন। 'কি হল?'

পর্বতেশ্বরও ভগীরথের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে ক্রোধের চিহ্ন স্পষ্ট। 'মেলুহার পতন হয়েছে। তার সুনামে চিরকালের মতো দাগ পড়ে গেছে—আর দাগ ফেলেছেন সেইজন যিনি তাকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।'

ভগীরথ চুপ করে রইলেন।

'এই রণতরীগুলো সম্রাট দক্ষের পাঠানো,' পর্বতেশ্বর মৃদুস্বরে বললেন।

ভগীরথ আরও কাছে সরে এলেন। তাঁর চোখে অবিশ্বাস। 'কি? এরকম কেন বলছেন?'

'এই গোঁজগুলো নিঃসন্দেহে মেলুহার। এইসব রণতরী আমার অঞ্চলে বানানো হয়েছে।'

ভগীরথের চোখ সরু হয়ে এলো। তিনি সম্পূর্ণ অন্যরকমের কিছু একটা দেখেছিলেন আর সেনাপ্রধানের কথায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। 'পর্বতেশ্বর, এই কাঠটার দিকে দেখুন। এটার ধারের আস্তরণটা দেখছেন।'

পর্বতেশ্বর ভুরু কোঁচকালেন। তিনি আস্তরণটা চিনতে পারেননি।

'এটা জোড়গুলোকে জল-নিরোধক করে তোলে,' জানালেন ভগীরথ।

পর্বতেশ্বর কৌতূহলী হয়ে তাঁর শ্যালকের দিকে চাইলেন।

'এই প্রযুক্তি এসেছে অযোধ্যা থেকে।'

'প্রভু রাম, করুণা করুন!'

'হ্যাঁ। দেখে মনে হচ্ছে সম্রাট দক্ষ ও আমার দুর্বল পিতা প্রভু নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে জোট তৈরি করেছেন।'

— ⅄Ⓞ𝖀⅍⊛ —
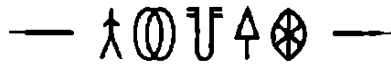
দেবগিরিতে মেলুহী সম্রাটের ব্যক্তিগত কক্ষে ভৃগু, দক্ষ ও দিলীপ বসেছিলেন। দিলীপ ও ভৃগু আগের দিনই এসে পৌঁছেছেন।

'প্রভু, আপনার কি মনে হয় যে ওরা লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছে?' দিলীপ জানতে চাইলেন।

দক্ষকে অনাগ্রহী মনে হচ্ছিল। তিনি যেন বহু দূরে রয়েছেন। তিনি তাঁর আদরের মেয়ে সতীর থেকে দূরে থাকার জন্য তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। প্রায় এক বছরেরও আগে ঘটে যাওয়া কাশীর সেই ভয়ংকর ঘটনাটি আজও তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সেই ঘটনার সাথে সাথেই তিনি তাঁর সন্তান আর তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা হারিয়েছেন।

কয়েকমাস আগে ভৃগু পঞ্চবটীর পথে চলা শিবকে তাঁর পুরো বাহিনীসমেত হত্যা করার পরিকল্পনা কষেছিলেন। তাঁরা পাঁচখানা রণতরীও পাঠিয়েছিলেন যারা গোদাবরী ধরে গিয়ে প্রথমে নীলকণ্ঠের বাহিনীকে আক্রমণ করবে আর তারপর পঞ্চবটীর পথে এগোবে তাকেও ধ্বংস করার জন্য। সত্যিকারের কি ঘটেছিল তা জানানোর জন্য কোন প্রত্যক্ষদর্শী বেঁচে থাকবে না। অপ্রস্তুত শত্রুকে

আক্রমণ করা নীতি বহির্ভূত নয়। এক ঝটকায় তাঁদের সমস্ত শত্রু ধ্বংস হবে। তবে এটা তখনই সম্ভব যদি দক্ষ ও দিলীপ হাত মেলান। কারণ উপায় ও প্রযুক্তি রয়েছে তাঁদের দুজনের কাছে।

ভারতবাসীকে জানানো হবে যে ঘৃণ্য নাগরা সরল বিশ্বাসী নীলকণ্ঠকে তাদের নগরে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। এই মতের প্রচারে সরলতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভৃগু শিবের জন্য এক নতুন নামও ফেঁদে ফেলেছেন: *ভোলানাথ*, যাঁকে সহজেই ভুল পথে চালনা করা যায়। ভোলানাথের সরলতা ও নাগদের বিশ্বাসঘাতকতার উপর দোষ চাপালে দক্ষ ও দিলীপ প্রতিক্রিয়ার ঝাঁঝ থেকে রেহাই পাবেন। আর অন্যদিকে নাগদের উপর ঘৃণাও বহুগুণ বর্ধিত হবে।

ভৃগু চকিতে দক্ষের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার দিলীপের দিকে মনোযোগ দিলেন। সপ্তর্ষি উত্তরাধিকারী এখন মেলুহীদের থেকে দিলীপের উপরেই বেশি ভরসা রাখছেন। 'ওরা নিশ্চয়ই সফল হয়েছে। শীঘ্রই আমরা সেনানায়কের থেকে খবর পাব।'

দিলীপের মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো। তিনি নিজের স্নায়ুকে শান্ত রাখতে একটা বড় করে শ্বাস টানলেন। 'আশা করি আমাদের এই কীর্তি কখনই প্রকাশ পাবে না। আমার লোকেদের ক্রোধ ভয়ংকর হয়ে উঠবে। এইভাবে কৌশল করে নীলকণ্ঠকে হত্যা .?

ভৃগু দিলীপের কথায় বাধা দিলেন। তাঁর গলার স্বর শান্ত। 'উনি নীলকণ্ঠ ছিলেন না। উনি ভন্ড। বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদ ওকে তৈরি করেন নি। এমনকী ওঁরা ওকে চেনেন না পর্যন্ত।'

দিলীপ অবাক হলেন। গুজব বরাবরই তাঁর কানে এসেছে। কিন্তু কখনই তিনি বায়ুপুত্রদের অস্তিত্বের বাস্তবতায় নিশ্চিত ছিলেন না—উপকথার সেই গোষ্ঠী যাঁদের পূর্ববর্তী মহাদেব প্রভু রুদ্র রেখে গিয়েছিল।

'তাহলে কি করে ওঁর গলা নীল হল?' দিলীপ জানতে চাইলেন।

ভৃগু দক্ষের দিকে চেয়ে বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকালেন।

'আমার জানা নেই। এটাই রহস্য। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদ ওঁকে সৃষ্টি করেনি। কেননা অশুভের উত্থান হয়েছে কিনা সেই

নিয়েই ওঁরা এখনও তর্কবিতর্ক চালাচ্ছেন। কাজেই মেলুহার সম্রাট নীলকণ্ঠের খোঁজ চালানোয় আমি আপত্তি করিনি। আমি জানতাম যে প্রকৃতপক্ষে নীলকণ্ঠের আবিষ্কারের কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

দিলীপ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

'আমার বিস্ময়টা ভেবে দেখুন,' ভৃগু বলে চললেন, 'যখন এই সন্ধানের ফলে ওঁরা সত্যি করেই এক নীলকণ্ঠের কাছে পৌঁছালেন। কিন্তু একটা নীল গলার মানে এই নয় যে তিনিই মুক্তিদাতা হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখেন। উনি প্রশিক্ষণ পাননি। এই কাজের জন্য কোনো শিক্ষা পাননি। বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদ তাঁকে এই কাজের জন্য নিয়োগও করেনি। কিন্তু সম্রাট দক্ষ ভেবে বসলেন যে তিব্বতের এই সাদাসিদে আদিবাসীকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ও মেলুহার জন্যে তাঁর উচ্চাশা পরিপূরণে সফল হবেন। মাননীয় সম্রাটের উপর ভরসা করাটাই আমার ভুল হয়েছে।'

দিলীপ দক্ষের দিকে চাইলেন। দক্ষ কিন্তু এই বক্রোক্তিতে কোনও প্রতিক্রিয়া জানালেন না। স্বদ্বীপের সম্রাট মহর্ষির দিকে ঘুরে বললেন, 'সে যাই হোক না কেন, নাগরা ধ্বংস হলেই অশুভেরও ধ্বংস হবে।'

ভৃগু ভুরু কোঁচকালেন। 'নাগরা অশুভ একথা কে বলেছে?'

দিলীপ থতমত খেয়ে ভৃগুর দিকে চাইলেন, 'তাহলে? কি বলছেন প্রভু? তাহলে নাগরাও আমাদের জোটে আসতে পারে?'

ভৃগু হাসলেন। 'মাননীয় সম্রাট শুভ আর অশুভের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান তাতে অনেকেই তার মধ্যে থাকতে পারে। যারা শুভও নয় আবার অশুভও নয়।

দিলীপ ভদ্রতায় মাথা নাড়লেন। যদিও ভৃগুর এই প্রজ্ঞাভরা ভাবের কথা কিছুই তাঁর মাথায় ঢোকেনি। কাজেই তিনি চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন।

'কিন্তু নাগরা ভুল পক্ষে রয়েছে। কেন জানেন?' ভৃগু আবার বললেন।

দিলীপ সম্পূর্ণ হতভম্বের মতো মাথা নাড়লেন।

'কেননা তারা শ্রেষ্ঠতম শুভশক্তির বিরুদ্ধে। তারা প্রভু ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের বিরুদ্ধে—যা আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূল উৎস। এই আবিষ্কারকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।'

দিলীপ সম্মতিতে মাথা নাড়লেন। যদিও এবারও তিনি ভৃগুর কথার কিছুই বোঝেননি। কিন্তু প্রবল ক্ষমতাবান মহর্ষির সঙ্গে তর্কে যে কাজ নেই তা তিনি ভালোই বুঝেছিলেন। ভৃগুর জোগানো ওষুধ তাঁর চাই। সেগুলো তাকে স্বাস্থ্যবান করবে ও বাঁচিয়েও রাখবে।

ভৃগু বলে চললেন, 'ভারতবর্ষের জন্য লড়াই আমরা চালিয়ে যাব। আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূলে যে শুভশক্তি রয়েছে কাউকে আমি তা ধ্বংস করতে দেব না।'

অধ্যায় ২

অশুভ কি?

'সোমরস যে আমাদের কালে সবচেয়ে শুভশক্তি সেটা খুবই স্পষ্ট,' বৃহস্পতি বললেন। 'এই সোমরস আমাদের কালকে গঠন করেছে। যদিও একইভাবে এটাও সুস্পষ্ট যে, কোন একদিন এটা সবচেয়ে অশুভ রূপে প্রতীয়মান হবে। মূল প্রশ্ন হল এই পরিবর্তনটা কখন ঘটবে।'

শিব, সতী, কালী ও গণেশ পঞ্চবটিতে বৃহস্পতির বিদ্যালয়ের পড়ানোর ঘরে ছিলেন। বৃহস্পতি বাকি দিনের জন্য বিদ্যালয়ের ছুটি দিয়েছিলেন যাতে অবাধে কথাবার্তা চলতে পারে। যে পাঁচটি বিখ্যাত বটগাছের জন্য পঞ্চবটী নাম, এই পড়ানোর ঘরের জানলা থেকে তাদের পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

'আমি যতদূর জানি সোমরস যখন আবিষ্কার করা হয়েছিল সেই মুহূর্ত থেকেই এটা অশুভ,' ঘৃণার সঙ্গে কালী হঠাৎই বলে উঠলেন।

শিব ভুরু কুঁচকে কালীর দিকে একবার তাকিয়ে তারপর বৃহস্পতিকে বললেন, 'বলে যাও .   '

'কোন মহান আবিষ্কারের শুভ ও অশুভ দুটো দিকই থাকে। যতদিন অশুভর চেয়ে শুভর প্রভাবটা বেশি থাকে ততদিন নিরাপদে আবিষ্কৃত বস্তুকে ব্যবহার করা যায়। সোমরস আমাদের জীবনধারা গড়ে দিয়েছে এবং সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন কাটাতে সাহায্য করেছে। এর ফলে মহান মানুষেরা সমাজের উন্নতির জন্য দীর্ঘদিন ধরে সহায়তা করতে পেরেছেন, যা আগে কোনভাবেই সম্ভব হয়নি। প্রথমদিকে সোমরসের ব্যবহার কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আশা করা হত যে তারা তাদের দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন—প্রায় দ্বিতীয় একটা জীবন সমাজের উন্নতির জন্য উৎসর্গ করবেন।'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তিনি এই গল্প অনেক বছর আগে দক্ষের মুখে শুনেছিলেন।

'পরে প্রভু রাম বিধান দিলেন যাতে সোমরসের উপকারিতা সবাই পায়। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বিশেষ অধিকার থাকবে কেন? তারপর থেকে সমগ্র জনগণকেই সোমরস দেওয়া হল, যার ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজের এক বিশাল উন্নতি ঘটলো।'

'আমি এসবই জানি,' শিব বললেন। 'কিন্তু অশুভ লক্ষণ কবে থেকে স্পষ্ট হল?'

'প্রথম লক্ষণ হল নাগরা,' বৃহস্পতি বললেন। 'ভারতবর্ষে নাগদের অস্তিত্ব বরাবরই ছিল। কিন্তু তারা সাধারণত সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। যেমন রাবণ। প্রভু রামের সবচেয়ে বড় শত্রু। তিনি একজন নাগ ও ব্রাহ্মণ ছিলেন।'

'রাবণ ব্রাহ্মণ ছিলেন?!' আশ্চর্য্য হয়ে সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন,' কালী উত্তর দিলেন। 'সব নাগই তাঁর কাহিনী জানে। মহান ঋষি বিশ্রবার পুত্র। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক, সুপণ্ডিত, একজন ভয়ংকর যোদ্ধা এবং প্রভু রুদ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। নিঃসন্দেহে তাঁর কিছু দোষ ছিল কিন্তু তিনি অশুভ শক্তির প্রতীক ছিলেন না যা সপ্তসিন্ধু মানুষেরা আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়।'

'তাহলে কি প্রভু রামকে তোরা ছোট চোখে দেখিস?' সতী জানতে চাইলেন।

'অবশ্যই নয়, প্রভু রাম ছিলেন চিরকালীন এক মহান সম্রাট। আমরা তাঁকে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রূপে পুজা করি। তাঁর ধ্যান-ধারণা, দর্শন এবং নিয়মনীতি হল নাগ জীবনধারার ভিত্তি স্বরূপ। তাঁর শাসনকাল—*রামরাজ্য*—সারা ভারতে সাম্রাজ্য পরিচালনা করার উদাহরণ হিসেবে চিরকাল স্বীকৃত থাকবে। তবে তোমার জানা উচিত যে অনেকে ভাবে প্রভু রামও রাবণকে অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখতেন না। তিনি তার শত্রুকে সমীহ করতেন। কোনো কোনো সময় যুদ্ধের দুই পক্ষেই ভাল মানুষ থাকতে পারে।'

সবাইকে চুপ করানোর জন্য শিব হাত তুললেন এবং ঘুরে মেলুহার মুখ্য বিজ্ঞানীর দিকে মনোযোগ দিলেন।

'বৃহস্পতি '

'তো, নাগরা প্রথমদিকে সংখ্যায় কম হলেও তারা সাধারণত ব্রাহ্মণ ছিলেন,' বৃহস্পতি বলে চললেন, 'কিন্তু ততদিন, যতদিন পর্যন্ত সোমরস কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই ব্যবহার করতেন। আজ এই যোগসূত্রটা স্পষ্ট, কিন্তু আগে তেমনটা মনে হয়নি।'

'সোমরসের কারণেই নাগের উদ্ভব?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, এটা নাগরাই আবিষ্কার করেছে কয়েক শতাব্দী আগে। আমি ওদের থেকে জেনেছি।'

'আমরা এটা আবিষ্কার করিনি,' কালী বললেন। 'বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদ আমাদের বলেছিল।'

'বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদ?' শিব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ।' কালী বলতে থাকলেন, 'আগের মহাদেব, প্রভু রুদ্র তাঁর গোষ্ঠী রেখে গেছেন যাদের বায়ুপুত্র বলা হয়। পশ্চিম সীমারও ওপারে তারা বাস করে। *পরিহা* বলে একটা দেশে। এর মানে পরিদের দেশ।'

আমি সেটা জানি, শিব বললেন। বাসুদেব পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা মনে করলেন তিনি। 'কিন্তু এই পরিষদের কথা তো শুনিনি।'

'আসলে কোন জাতিকে পরিচালনা করার জন্য কাউকে চাই। আর বায়ুপুত্ররা তাদের এই পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই পরিষদের প্রধানকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করা হয়। তাঁকে মিত্র বলে অভিহিত করা হয়। তাঁকে ছজন জ্ঞানী মানুষ একযোগে পরামর্শ দেন। তাঁদের বলা হয় অমর্ত্য স্পন্দ। এই পরিষদ বায়ুপুত্রদের দুটো উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমটা হল পরবর্তী বিষ্ণু অবতারকে সাহায্য করা, যখনই তিনি আবির্ভূত হন না কেন। আর দ্বিতীয়টা হল যখন সময় আসবে তখন পরবর্তী মহাদেব হওয়ার জন্য বায়ুপুত্রদের একজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করে তোলা।'

শিব বিস্ময়ে ভুরু তুললেন।

'আপনি অবশ্যই সেই নিয়ম ভেঙেছেন, শিব,' কালী বললেন। 'আমি নিশ্চিত

যে বায়ুপুত্ররা ভীষণভাবে মানসিক আঘাত পেয়েছেন যখন না জানি কোথা থেকে আপনি এসে আবির্ভূত হলেন। কারণ, এটা খুবই পরিষ্কার যে তাঁরা আপনাকে সৃষ্টি করেনি।'

'তুমি বলতে চাইছো যে এটা একটা নিয়ন্ত্রিত কার্য্যপ্রণালী?'

'আমি জানি না,' কালী বললেন। 'কিন্তু আপনার বন্ধুরা অনেক বেশি জানে'।

'বাসুদেবরা?'

'হ্যাঁ।'

শিব ভুরু কুঁচকে সতীর হাত ধরলেন তারপর কালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কেমন করে তুমি খুঁজে বার করলে যে সোমরস নাগদের সৃষ্টি করেছে? বায়ুপুত্ররা কি তোমার কাছে এসেছিল না তুমি তাদের খুঁজে বার করেছিলে?'

'আমি তাদের খুঁজে বার করিনি, নাগরাজ বাসুকীর কাছে তারা কয়েক শতাব্দী আগে এসেছিল। তারা হঠাৎই না জানি কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয়েছিল। সঙ্গে প্রচুর সোনা। আর বাৎসরিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমাদের তা দিতে চেয়েছিল। রাজা বাসুকী খুবই সংগত কারণে কোন ব্যাখ্যা ছাড়া এই ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।'

'তারপর?'

'তারপর তাঁকে বলা হয়েছিল যে সোমরসের কারণেই নাগরা বিকৃতি নিয়ে জন্মেছে। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কিছু শিশুর ওপর সোমরসের এই এলোমেলো প্রভাব পড়ছিল, যখন তাদের পিতামাতা দীর্ঘদিন ধরে সোমরস গ্রহণ করছিল।'

'সব শিশুর ওপর নয়?'

'না। অধিকাংশ শিশুই বিকৃতি ছাড়াই জন্ম নিয়ে থাকে। কিন্তু অল্প কয়েকজন দুর্ভাগা নাগ হয়ে জন্মায়—এই যেমন আমি।'

'কেন?'

'আমি একে পোড়া কপাল বলি,' কালী বললেন। 'কিন্তু রাজা বাসুকী বিশ্বাস করতেন যে সোমরসের প্রভাবে হওয়া বিকৃতি হল সেইসব আত্মার প্রতি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি। যারা পূর্বজন্মে পাপ করেছিল। সেই কারণে তিনি বায়ুপুত্রদের

ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেছিলেন।'

'মাসী যে মুহূর্তে রাজ্য লাভ করেছিল তখন থেকেই বায়ুপুত্রদের সঙ্গে হওয়া চুক্তির শর্ত বাতিল করে দিয়েছিল,' গণেশ বললেন।

'কেন? আমি নিশ্চিত যে এই সোনা তোমাদের প্রজাদের মঙ্গলের কাজে লাগতো,' শিব বললেন।

কালী শীতল হাসি হাসলেন। 'ওই সোনা মানসিক শান্তি দেওয়ার এক অক্ষম প্রচেষ্টামাত্র। আর সেটা আমাদের জন্য নয় কিন্তু বায়ুপুত্রদের জন্য। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল "মহান আবিষ্কারের" ফলে যে মৃত্যুর প্রভাব আমাদের ওপর পড়েছে এর জন্য তাদের নিজেদের কম দোষী হিসেবে উপলব্ধি করা—সেই মহান আবিষ্কারের জন্য যা তারা আগলে রাখে।'

শিব মাথা নাড়লেন। ওঁর রাগের কারণটা বুঝতে পারলেন। বৃহস্পতির দিকে ঘুরে বললেন, 'কিন্তু ঠিক কি ভাবে এর জন্য সোমরস দায়ী?'

বৃহস্পতি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে সোমরসের আশীর্বাদে বিষাক্ত জারক পদার্থ শরীর থেকে বার হয়ে গিয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। কিন্তু এটা কেবলমাত্র এইভাবেই কাজ করে না।'

শিব ও সতী কাছে এগিয়ে এলেন।

'এটা আরও মৌলিক স্তরে কাজ করে। আমাদের শরীর লক্ষ লক্ষ অতি ছোট জীবিত অংশ দিয়ে গঠিত, যাদের জীবকোষ বা প্রাণীকোষ বলা হয়। এগুলি দেহ মন্দিরের এক একটা ইট।'

'হ্যাঁ। মেলুহাতে তোমাদের একজন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এগুলো শুনেছিলাম'। শিব বললেন।

'তাহলে এও শুনে থাকবে যে এই প্রাণীকোষগুলি হল ক্ষুদ্রতম জীবিত অংশ। তারা একত্রিতভাবে যুক্ত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—আসলে পুরো শরীরটাকেই গঠন করে।'

'ঠিক।'

'এই প্রাণীকোষগুলির বিভাজিত হওয়ার ও বর্ধিত হওয়ার ক্ষমতা আছে।

আর প্রত্যেক বিভাজনই হল নতুন কোষ এর জন্ম হওয়ার মতো। একটা অসুস্থ পুরানো কোষ বিভাজিত হয়ে ভোজবাজির মতো দুটো নতুন সুস্থ প্রাণীকোষে রূপান্তরিত হয়। যতদিন পর্যন্ত তারা বিভাজিত হতে থাকে ততদিন তারা সুস্থ থাকে। তাহলে তোমার যাত্রা শুরু হয় মায়ের গর্ভে একটি মাত্র প্রাণীকোষ হিসেবে। সেই কোষ বিভাজিত ও বড় হতে থাকে যতদিন না সম্পূর্ণ শরীর গঠিত হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' সতী বললেন। তিনি মেলুহার গুরুকুলে এই সবই জেনেছিলেন।

'নিশ্চিতভাবেই,' বৃহস্পতি বললেন। 'এই বিভাজন ও বেড়ে ওঠার একটা শেষ আছে। তা না হলে শরীর এক নাগাড়ে বেড়ে উঠতেই থাকবে আর খুবই ভয়ংকর পরিণতি হবে। তাই একটা কোষ কতবার বিভাজিত হতে পারে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার একটা সীমা বেধে দিয়েছেন। এই সীমায় পৌঁছলে বিভাজন আর না হয়ে কোষগুলো থেমে যায় আর তার ফলে কোষ অসুস্থ হতে থাকে।'

'আর এই পুরানো প্রাণীকোষগুলো কি প্রত্যেকের শরীরকে বয়স্ক করে তোলে আর তার মৃত্যু ঘটায়?' শিব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, প্রত্যেক কোষই কোন না কোনভাবে বিভাজিত হওয়ার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। যত বেশি সংখ্যক শরীরের প্রাণীকোষ শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, একজন মানুষ ততই বুড়ো হতে থাকে আর শেষে মারা যায়।'

'সোমরস কি এই কোষ বিভাজনের বন্ধ হওয়ার সীমারেখাটা মুছে দেয়?'

'হ্যাঁ। সেই কারণে, দেহকোষ সুস্থ থাকাকালীনই কোষ অনবরত বিভাজিত হয়ে চলে। বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে এই চলতে থাকা বিভাজন নিয়ন্ত্রিত ভাবে হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন দেহকোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার এই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে আর প্রচণ্ড মাত্রায় বেড়ে উঠতে থাকে।'

'এটাই কর্কট রোগ, তাই না?' সতী জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ।' বৃহস্পতি বললেন, 'এই কর্কট রোগ কখনো কখনো যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আবার সময়ে সময়ে দেহকোষের এই বৃদ্ধির ফলে শারীরিক বিকৃতির সৃষ্টি হয়—যেমন অতিরিক্ত হাত বা খুব লম্বা নাক।'

'আহা—কি মার্জিত আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,' ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে কালী বললেন। 'কিন্তু কেউই ধারণাই করতে পারবে না যে যখন ছোটবেলায় অতিরিক্ত অঙ্গের

সৃষ্টি হয়, তখন কি নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।'

সতী সহানুভূতিতে কালীর হাত ধরলেন।

'নাগরা জন্মায় ছোট অতিরিক্ত অঙ্গসহ যা শুরুতে খুব একটা কিছু বলে মনে হয় না। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে হওয়া কষ্টের ইঙ্গিত বহন করে সেটা,' কালী বললেন। 'এমনই মনে যেন একটা দানব তোমার শরীরে বাসা বেঁধেছে। আর বছরের পর বছর ধরে সে ধীরে ধীরে ফেটে বেরোচ্ছে। তার ফলে প্রাণান্তকর যন্ত্রণা সব সময় তোমার সঙ্গী হয়ে থাকে। আমাদের শরীর মুচড়ে এমনই বিকৃত হয়ে যায় যাতে চেনা যায় না। বয়ঃসন্ধিকালে এসে এই অতিরিক্ত অঙ্গের বৃদ্ধি পুরোপুরি থেমে যায়। আর বৃহস্পতি নরমভাবে যাকে "বিকৃতি" বললেন আমরা তার শিকার হয়ে পড়ি। আমার মতে যে পাপ আমরা করিইনি তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। সোমরস গ্রহণ করে অন্যরা যে পাপ করছে আমরা তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

শিব নাগরাণীর দিকে তাকিয়ে বিষাদের হাসি হাসলেন। কালীর এই রাগ খুবই যুক্তিপূর্ণ।

'তাহলে নাগরা শত শত বছর ধরে ভুগে চলেছে?' শিব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ,' বৃহস্পতি বললেন। 'সোমরস গ্রহণ করা মানুষের সংখ্যা যত বেড়েছে, নাগদের সংখ্যাও ততই বেড়েছে। যে কেউই খুঁজলে জানতে পারবে যে বেশিরভাগ নাগই মেলুহা থেকে আসা। সেটা এই কারণে যে সেখানে সোমরসের ব্যবহার সবচাইতে বেশি।'

'আর বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদ এ বিষয়ে কি বলে?'

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই, কিন্তু যতটুকু জানি, বায়ুপুত্ররা মনে করে বেশিরভাগ স্থানে যেখানে সোমরস ব্যবহার করা হয় সেখানে ভালোই হয়। নাগদের ভোগান্তি যেটা সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিকর সেটা অনেক বড় লাভের জন্য সহ্য করে নেওয়া উচিত।'

'যত্তো সব বাজে কথা,' কালী খিঁচিয়ে উঠলেন।

কালীর এই রাগ যে যথাযথ সেটা শিব উপলব্ধি করলেও বহু সহস্র বছর ধরে

চলা সোমরসের এই বিশাল লাভজনক প্রভাবকেও জানতেন। তুলনামূলকভাবে *এটা কি এখনও ভালো ?*

তিনি বৃহস্পতির দিকে ঘুরলেন, 'আর কি কোন কারণ আছে যাতে বিশ্বাস করা যায় যে সোমরস অশুভ?'

'বিবেচনা করলে দেখা যাবে আমরা মেলুহীরা বিশ্বাস করে নিয়েছি যে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রবংশীদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের জন্য। এটা সত্যি নয়। আসলে আমরা নিজেরাই মাতৃসম নদীকে মেরে ফেলছি। সোমরস উৎপাদন করার জন্য আমরা প্রচুর পরিমাণে সরস্বতী নদীর জল ব্যবহার করি। এই জল সোমরসের প্রক্রিয়াকরণকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। সঞ্জীবনী বৃক্ষের শাখা পেষাই করার জন্যও এই জল ব্যবহার করা হয়। অন্য কোন উৎসের জল যদি ব্যবহার করা যায় সে জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি। কিন্তু তাতে সফলতা আসেনি'।

'সত্যিই কি অতোটা জলের প্রয়োজন হয়?'

'হ্যাঁ শিব। মাত্র কয়েক সহস্র লোকের জন্য যদি সোমরস উৎপাদন করতে হয়, ব্যবহার করা সরস্বতীর জলের পরিমাণ তখন ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু যখন আমরা আশি লক্ষ জনসাধারণের জন্য বিশালভাবে সোমরস উৎপাদন শুরু করলাম তখন পরিসংখ্যান পাল্টে গেল। মন্দার পর্বতের দৈত্যাকার উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রয়োজনের জন্য নদীর জলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে লাগলো। ইতিমধ্যে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে মেশার আগেই সরস্বতী নদী থেমে গিয়েছিল। এখন সে রাজস্থানের দক্ষিণে এক ব-দ্বীপে তার যাত্রা শেষ করেছে। এই ব-দ্বীপের দক্ষিণের অঞ্চল ইতিমধ্যেই মরুভূমি হয়ে গেছে। পুরো নদীটার ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা কেবল কিছু সময়ের ব্যাপার। ধারণা করতে পারো এর প্রভাব কি হবে মেলুহার ওপর? ভারতের ওপর?'

'আমাদের সমগ্র সপ্তসিন্ধু সভ্যতায় সরস্বতী হলেন নদীমাতা,' সতী বললেন।

'ঠিক। এমনকি আমাদের বিশিষ্টতম ধর্মগ্রন্থ ঋক্‌বেদেও সরস্বতীর বন্দনা করা হয়েছে। সভ্যতার শৈশব অবস্থাতেই শুধু যে সরস্বতী সাহায্য করেছে তাই নয় আসলে সে হল সভ্যতার প্রাণরস স্বরূপ। এই নদী না থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কি হবে? জীবনের বৈদিক ধারা নিজেই সংকটে রয়েছে।

আমরা যা করছি তা হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছ থেকে প্রাণরস কেড়ে নিচ্ছি যাতে করে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম দুইশত বা তারও বেশি বছর ধরে বেঁচে থাকার বিলাসিতা উপভোগ করতে পারে। আমরা যদি কেবল একশ বছর বাঁচতাম তাতে কি খুব ভীষণ ক্ষতি হতো?'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। সোমরসের কারণেই শোচনীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং প্রকৃতির বিনাশের সম্ভাব্য চিত্র শিবের যেন চোখের সামনে ফুটে উঠলো। কিন্তু এখনও তিনি একে অশুভ শক্তি রূপে দেখতে পাচ্ছিলেন না। এক অশুভ শক্তি যে কেবল একটাই উপায় রেখে যায়। এক ধর্মযুদ্ধ, যা দিয়ে তাকে ধ্বংস করা যাবে।

'আর কিছু?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'অন্য আরেকটার সঙ্গে তুলনা করলে সরস্বতীর বিনাশ খুবই তুচ্ছ বলে মনে হবে। এটা সোমরসের অনেক বেশি রকম গুপ্ত ও প্রতারণামূলক প্রভাব।'

'সেটা কি?'

'ব্রঙ্গদেশের সংক্রামক মহামারী।'

'ব্রঙ্গদেশের সংক্রামক মহামারী?' বিস্মিত শিব জিজ্ঞাসা করলেন। 'সোমরসের সঙ্গে সেটার কতটা সম্পর্ক?'

ব্রঙ্গদেশ বহু বছর ধরে সংক্রামক মহামারীতে ক্রমাগত ভুগে চলেছে। এই মহামারী অসংখ্য মানুষের প্রাণ নিয়েছে—বিশেষ করে শিশুদের। প্রাথমিক উপশমকারী ওযুধটা এতদিন পর্যন্ত তারা নাগদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। অন্যথায় উদ্ভট ওষুধ পাওয়া সম্ভব পবিত্র ময়ূর মারার পর। যার ফলে শান্তিকামী কাশী থেকেও ব্রঙ্গদের বহিস্কৃত হবার উপক্রম হয়েছে।

'সবটাই সোমরসের জন্য!' বৃহস্পতি বললেন। 'সোমরস প্রস্তুত করা শুধুমাত্র যে কঠিন তা নয়, এছাড়াও এতে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এটা এমন একটা সমস্যা, আমরা সঠিকভাবে যার সমাধান করতে পারিনি। এই বর্জ্য পদার্থ ভূমিতে ফেলা যায় না, কারণ ভূগর্ভস্থ জলের দূষণের মাধ্যমে পুরো অঞ্চলটা বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। এটা সমুদ্রেও ফেলা যায় না। সোমরস বর্জ্য পদার্থ সমুদ্রের নোনা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিপজ্জনকভাবে দ্রুততার সঙ্গে বিভাবিত হয়।'

একটা চিন্তা শিবের মনে এল। *বৃহস্পতি কি প্রথমবার করচপতে আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল সমুদ্রের জল সংগ্রহ করার জন্য? সেটা কি মন্দার পর্বত ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয়েছিল?*

বৃহস্পতি বলতে লাগলেন, 'মনে হয় যে নদীর টাটকা জল কাজ দেয় যখন বহু বছর ধরে সোমরসের বর্জ্য ধোওয়ার দরকার হয়। তখন নদীর টাটকা জল এর বিষের শক্তিকে কমিয়ে ফেলে। মন্দার পর্বতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছিল। বিশেষ করে মনে হয়েছে যে শীতল জলে ভালো ভাবে কাজ হয়। তুষার হলে তো আরো ভালো। এটা সুস্পষ্ট যে প্রচুর পরিমাণে সোমরস বর্জ্য পদার্থ নষ্ট করার জন্য ভারতবর্ষের নদীকে আমরা ব্যবহার করতে পারতাম না। তা করলে নিজেদের লোকদেরই আমরা বিষগ্রস্ত করে ফেলতাম। সেই কারণে বহু দশক আগে তিব্বতের সুউচ্চ পার্বত্য নদী ব্যবহার করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেই নদীগুলি বসতিহীন অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলে আর তাদের জলও প্রায় তুষার শীতল। নদীগুলি সেই কারণে সোমরস বর্জ্যকে পরিষ্কার করার কাজ সঠিকভাবে করতে পারবে। হিমালয়ের অনেক উঁচুতে একটা নদী রয়েছে যার নাম সাংপো, সেখানে মেলুহা বিশাল শোধনাগার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।'

'তুমি বলছো যে মেলুহীরা আমার দেশে এর আগে এসেছে?'

'হ্যাঁ, তবে গোপনে।'

'কিন্তু কেমন ভাবে গোপনে এত কিছু পাঠানো গেল?'

'এক বছর ধরে একটা পুরো নগরের প্রয়োজনীয় সোমরসচূর্ণর পরিমাণ তুমি দেখেছ। দশটা ছোট থলেতে তা ধরে যাবে। সমগ্র মেলুহার নির্দিষ্ট মন্দিরগুলোতে এগুলোকে সোমরস পানীয়তে পরিবর্তিত করা হয় জল এবং অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত করে।'

'তাহলে বর্জ্য পদার্থর পরিমাণও বেশি হয় না?'

'না, তা হয় না। পরিমাণটা সামান্য, সহজেই সেটা অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু পরিমাণে কম হলেও তাতে থাকে প্রচুর বিষ।'

'হুমম্ . তাহলে এই বর্জ্য তিব্বতে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়?'

'হ্যাঁ, সাংপোর ধারে ধারে সম্পূর্ণ নির্জন স্থানে ফেলা হয়। এই নদী পূর্বদিকে বয়ে চলে তাই ভারতের থেকে দূরে প্রায় জনবিরল অঞ্চলে এই বর্জ্য পদার্থ চলে যায়। অতএব সোমরসের ক্ষতিকর প্রভাবে আমাদের দেশ ভুগতো না।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন, 'কিন্তু সাংপো দূরবর্তী যে দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে সেই দেশগুলোর কি হবে? স্বদ্বীপের পূর্বদিকে যে দেশ অবস্থিত? আর সাংপোর চার ধারে অবস্থিত তিব্বতের অঞ্চল? বিষাক্ত বর্জ্যর কারণে সেইসব অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?'

'হয়তো হবে', বৃহস্পতি বললেন। 'কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য ক্ষতি বলে গণ্য করা হয়েছিল। সাংপোর আশেপাশে বাস করা মানুষদের ওপর মেলুহীরা লক্ষ্য রেখেছিল। কোন কোষ বা অঙ্গ বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়নি। তুষার শীতল নদীর জল মনে হয় বিষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদ এই সংবাদগুলো দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই পরিষদ ব্রঙ্গদেশের জনবিরল স্থানেও বিজ্ঞানীদের পাঠিয়েছিল, যা স্বদ্বীপের পূর্বে অবস্থিত। মনে করা হয় যে ওই সব অঞ্চল দিয়ে সাংপো বয়ে গিয়েছে আর সেখানে সে ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী হয়ে গেছে যার নাম ইরাবতী। আর রোগ বেড়ে ওঠার কোনো খবরও আমাদের কানে আসেনি। পরিশেষে কারুর ক্ষতি না করে আমরা সোমরস বর্জ্য থেকে পরিত্রান পাওয়ার একটা পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। যখন আবিষ্কার করা গেল যে স্থানীয় তিব্বতী ভাষায় সাংপো মানে পরিশোধক তখন এটাকে একটা দৈব বার্তা বলে গণ্য করা হল। মন্দার পর্বতের বৈজ্ঞানিকরা এই জ্ঞানটাই গ্রহণ করলো।'

'এর সঙ্গে ব্রঙ্গদের কি সম্পর্ক?'

'দেখ, ব্রহ্মপুত্রের উত্তরের অঞ্চলের মানচিত্রকরণ কোন দিনই ঠিক মতো করা হয়নি। কেবল মনে মনে ধারণা করে নেওয়া হয়েছিল যে এই নদী পূর্বদিক থেকে এসেছে। কারণ পশ্চিম দিকে বয়ে গিয়ে ব্রঙ্গতে ঢুকেছে। শেষে নাগরা পরশুরামের সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর দিকের গতিপথের সঠিক মানচিত্র করলো। সুউচ্চ হিমালয়ের গিরিসংকট থেকে এই নদ প্রচণ্ড বেগে প্রায় চার সহস্র হাত ওপর থেকে ব্রঙ্গের সমতল ভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

'চার সহস্র হাত!' শিব হাঁ হয়ে গেলেন।

'ভালভাবেই অনুমান করতে পারো যে ব্রহ্মপুত্রের মতো নদের গতিপথ অনুসন্ধান করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু পরশুরাম সফল হয়েছিল। আর নাগদের সেই পথ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বোঝাই যায় পরশুরাম নদীর এই গতিপথ আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। রাণী কালী ও গণেশ পেরেছিল।'

'তুমিও কি ব্রহ্মপুত্র ধরে শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলে?' শিব জানতে চাইলেন। এই নদ কোথা থেকে এসেছে? সাংপোর সঙ্গে কি কোনভাবে এর সংযোগ রয়েছে?'

বৃহস্পতি বিষাদের সঙ্গে হেসে বললেন, 'এটাই সাংপো।'

'সে কি?'

'সাংপো কেবল তিব্বতের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় পূর্বদিক ধরে বয়ে চলে। হিমালয় পর্বতমালার একেবারে পূর্ব সীমায় গিয়ে হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁক নেয়। প্রায় বিপরীত দিকে গতিপথ পাল্টায়। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করে বিশাল এক গিরিসংকট দিয়ে এসে ব্রহ্মপুত্র নাম নিয়ে ব্রঙ্গদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

'পবিত্র সরোবরের দিব্যি,' শিব বললেন। 'সোমরস বর্জ্যতে ব্রঙ্গরা বিষগ্রস্ত হচ্ছে।'

'ঠিক তাই। সাংপোর শীতল জল বিষের প্রভাবকে তরল করে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় কমিয়ে রাখে। তারপর ব্রহ্মপুত্র রূপে যখন সে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন জলের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে জলে মিশে থাকা সক্রিয় বিষ আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও নাগদের মতো ব্রঙ্গশিশুরাও শরীর মুচড়ে যাওয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ভোগে তবে শারীরিক বিকৃতি থেকে তারা মুক্ত। দুঃখের বিষয় ব্রঙ্গদেশে কর্কট রোগ খুবই হয়। জনবহুল দেশ হওয়ার দরুণ মৃত্যুর সংখ্যা এতো বেশি, সেটা মেনে নেওয়া যায় না।'

শিব এইবার ঘটনাগুলো জোড়া লাগাতে থাকলেন। 'দিবোদাস বলেছিল প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে ব্রঙ্গের সংক্রামক মহামারীর প্রকোপ বেড়ে যায়। ওটাই সেই সময় যখন হিমালয়ের তুষার দ্রুত গলে যায়, নদীর স্রোতে বেশি পরিমাণ বিষ আসে।'

'হ্যাঁ', বৃহস্পতি বললেন, 'ঠিক সেই ঘটনাই ঘটে।'

'এটা সুস্পষ্ট যে যেহেতু নাগ ও ব্রঙ্গ দুই জাতিরাই একই রকম ক্ষতিকর প্রভাবে বিষগ্রস্ত হয়েছে। কাজেই, আমাদের ওষুধ ব্রঙ্গদের ওপরে কাজ দেয়,' কালী বলে উঠলেন। 'তাই ওদের কষ্ট একটু কমানোর জন্য আমরা ওষুধ পাঠাই। যদিও আমরা রাজা চন্দ্রকেতুকে জানিয়েছি যে তাঁর রাজ্য কেমন করে বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। তাও ব্রঙ্গের কিছু মানুষ এটাই বিশ্বাস করতে চান যে নাগেদের দেওয়া অভিশাপের ফলেই ওদের এই সংক্রামক মহামারী হয়। ইস্ আমরা যদি সত্যিই অত শক্তিশালী হতাম! মনে হয় অন্তত চন্দ্রকেতু আমাদের বিশ্বাস করেন। সেই কারণেই তিনি নিয়মিত আমাদের মানুষ এবং সোনা পাঠান যাতে আমরা সোমরস উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে চুপিসাড়ে আক্রমণ করতে পারি। এই গুলোই তো আমাদের সমস্যার মূলে রয়েছে।'

'অশুভ শক্তির সঙ্গে কখনো গোপনে লড়াই করা যায় না, কালী,' শিব বললেন। 'একে প্রকাশ্যে সরাসরি আক্রমণ করতে হয়।'

কালী প্রত্যুত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শিব বৃহস্পতির দিকে আবার ঘুরে গেলেন।

'তুমি কিছু বললে না কেন? মেলুহা বা বায়ুপুত্রদের কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করনি কেন?'

'করেছিলাম,' বৃহস্পতি বললেন। 'বিষয়টা সম্রাট দক্ষর কাছে তুলেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে তিনি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত খুটিনাটির বিষয়ে খুব একটা বোঝেন না আর তার মধ্যে ঢুকতেও চান না। তখন তিনি যাকে বিশ্বাস করেন সেই জ্ঞানী শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভৃগুর শরণাপন্ন হলেন। মহর্ষি ভৃগু বিষয়টাকে খুবই গুরুত্ব দিলেন এবং আমাকে বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদের কাছে নিয়ে গেলেন যাতে এই বিষয়টা তাদের উপদেষ্টার সামনে তুলে ধরতে পারি। কিন্তু তারা মোটেও সাহায্য করতে রাজি ছিলেন না। ওখানে বিষয়টাকে কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হল। ব্রহ্মপুত্রর উৎস সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কেউ বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। যখন শুনলেন যে আমি নাগদের কাছ থেকে এটা শুনেছি তখন তারা হাসতেও লাগলেন। তাদের মতে, নাগরা এখন এক চরমপন্থী ডাইনির দ্বারা শাসিত হচ্ছে যার নিজ কর্মের কারণে হওয়া হতাশার ফলে বাকি সকলেই তার রাগের পাত্র হয়ে উঠেছে'।

'আমি একে প্রশংসা হিসেবেই গ্রহণ করবো,' কালী বললেন।

বৃহস্পতির দিকে ঘোরার আগে শিব কালীর দিকে চেয়ে হাসলেন।

'কিন্তু ব্রঙ্গতে যা হচ্ছে বায়ুপুত্ররা সে সম্পর্কে যুক্তিসহ কিভাবে ব্যাখ্যা করলো'।

'তাদের বিচারে,' বৃহস্পতি বললেন, 'ব্রঙ্গরা ধনী কিন্তু খুবই অসভ্য। অদ্ভুত সব খাওয়ার অভ্যাস আর নিদারুণ বিরক্তিকর সব প্রথা মেনে চলে। তাই সোমরস না হয়ে এইসব খারাপ আচার অনুষ্ঠান তার কর্মের কারণেও হয়তো মহামারীর উত্থান। মনে রাখার ব্যাপার যে ব্রঙ্গদের প্রতি বায়ুপুত্রদের খুবই কম সহানুভূতি রয়েছে। কারণ এ কথা ভালো করেই জানা আছে যে তারা ময়ূরের রক্ত পান করে—যে পাখী প্রভু রুদ্রের যে কোন অনুগামীর কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত।'

'আর তুমি তাতেই হাল ছেড়ে দিলে?' তক্ষুনি শিব বলে উঠলেন। 'তোমার চাপ দেওয়া উচিত ছিল না? সম্রাট দক্ষ নরম স্বভাবের আর তাঁকে সহজেই প্রভাবিত করা যায়। তিনি মেলুহাতে অনেক পরিবর্তন আনতে পারতেন। বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদ তোমাদের দেশকে শাসন করে না।'

'আসলে, এক গুরুত্বপূর্ণ কারণের জন্য আমি তর্ক চালিয়ে যেতে পারিনি।'

'কি কারণ?'

'তারা নামে আমি যে মহিলাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম হঠাৎই সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল,' বৃহস্পতি বলতে লাগলেন। 'শেষ যখন তাকে দেখেছিলাম, সে ছিল পরিহাতে। মেলুহাতে ফিরে তার কাছ থেকে একটা পত্র পেয়েছিলাম যাতে সে লিখেছিল সোমরসের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্যে সে হতাশ হয়েছিল। মহর্ষি ভৃগুকে বলেছিলাম যে পরিহাতে তার বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিতে। আমায় বলা হল যে সে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে গেছে'।

শিব ভুরু কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

'যদিও জানি যে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় তবুও আমার মনের গভীরে কোথাও একটা মনে হয়েছিল যে তারাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এটা আমার প্রতি একটা সতর্কবার্তা। চুপচাপ থাকো না হলে . ?'

'আর তুমি হাল ছেড়ে দিলে,' শিব আবার বললেন, 'তুমি যদি বিশ্বাস করতে

যে তুমি ঠিক, তাহলে এমন করলে কেন?'

'আমি তা করিনি,' বৃহস্পতি যুক্তি দিয়ে বলতে লাগলেন। 'কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের অভিজ্ঞ বড় বড় বিজ্ঞানীদের কাছে আমি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছিলাম। বিষয়টাকে আরো বড়ো করে যদি মেলুহাতে তুলে ধরতাম তাহলে সূর্য্যবংশীদের মধ্যে একইভাবে আমার বিশ্বাসযোগ্যতা চলে যেত। সামান্য কিছু করবার যে ক্ষমতা আমার ছিল তাও হারাতাম। যদিও জানতাম যে আমার কিছু করা উচিত তবে এটাও বুঝেছিলাম খোলাখুলি ভাবে সেটা করলে ফল বিপরীত হত। সোমরসের সঙ্গে অনেকেরেই স্বার্থ জড়িত ছিল। একমাত্র বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদেরই নৈতিক ক্ষমতা ছিল নীলকণ্ঠের সাহায্যে এটাকে খোলাখুলিভাবে থামানোর। কিন্তু সোমরস যে অশুভ শক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সেটা তারা বিশ্বাস করতে চাইলো না।'

'তারপর কি হল,' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি ঠিক করলাম যে চুপ করে থাকবো,' বৃহস্পতি বললেন।' 'অন্তত ওপর ওপর। কিন্তু আমাকে তো কিছু একটা করতেই হত। মহর্ষি ভৃগু গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে সোমরস বর্জ্য পদার্থ থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাই সোমরস উৎপাদন একইভাবে উন্মত্ত গতিতে চলতে লাগলো। সরস্বতী বিস্ময়কর ভাবে শুকিয়ে যেতে লাগলো। সোমরস বর্জ্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে লাগলো। সাম্রাজ্য যখন বিশ্বাস করতে লাগলো যে শীতল টাটকা জল বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নষ্ট করতে কাজ দেয় তখন অন্য নদীগুলোকে ব্যবহার করার নতুন পরিকল্পনা করা হল। এইবার সিন্ধু বা গঙ্গার উৎসের দিকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।'

'প্রভু রাম সদয় হোন,' ফিসফিস করে শিব বললেন।

'লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন সংকটের মধ্যে পড়তো। ভারতের হৃদয় স্বরূপ নদীকে ব্যবহার করে আমরা বিষাক্ত বর্জ্য মুক্ত করতে যাচ্ছিলাম। প্রায় পরমাত্মার বার্তাবাহক হিসাবে এই সময়ে গণেশ আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি একটা পরিকল্পনার ছক কষেছিলেন। এটা মানতেই হবে যে তাঁর কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি ছিল। একটাই কার্য্যকর সমাধান ছিল—সেটা হল মন্দার পর্বতের

ধ্বংস সাধন। মন্দার পর্বত ছাড়া সোমরস থাকবে না। আর সোমরস না থাকলে এইসব সমস্যাও চলে যাবে।’

শিব চট করে একবার সতীর দিকে তাকালেন।

‘নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আমার মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল তা দূর হয়ে গেল।’ বৃহস্পতি বললেন, ‘তা যখন হল, আমি মনে মনে বুঝলাম যে অশুভ শক্তির ধ্বংসের সময় হয়েছে।’

‘নতুন পরিস্থিতিটা কি?’ শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

‘তোমার আবির্ভাব ঘটলো,’ বৃহস্পতি বললেন।

‘বায়ুপুত্র উপদেষ্টা পরিষদের অনুমতি ছাড়া এবং হয়তো তাদের অজান্তে নীলকণ্ঠ আবির্ভূত হলেন। এটা আমার কাছে এল চরম সংকেত রূপে—অশুভ শক্তি নাশের সময় এসে গেছে।’

বিশ্বদ্যুম্ন তার ব্রঙ্গ সৈনিকদের তাড়াতাড়ি হাতের ইশারা করলো। শিকারী দলটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

কার্তিক, বিশ্বদ্যুম্নর ঠিক ডান পাশে ছিলেন। উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠতেই তিনি আস্তে শিস্ দিয়ে বললেন, ‘চমৎকার!’

বিশ্বদ্যুম্ন কার্তিকের দিকে ঘুরলো। শিবের বাহিনীর বেশির ভাগই পঞ্চবটীর বাইরে অতিথিশালায় উঠেছিল। কয়েকটা শিকারের দলকে পাঠানো হয়েছিল বিশাল এই বাহিনীর খাবারের মাংস জোগাড় করার জন্য। পঞ্চবটীতে আসার সময় পুরো যাত্রাপথ ধরেই কার্তিক কুশলী শিকারী এবং দলের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে করতে এসেছিল। বিশ্বদ্যুম্ন নীলকণ্ঠের পুত্রের সঙ্গে ছিল। কার্তিকের প্রচণ্ড যোদ্ধাসুলভ দক্ষতাকে সে প্রগাঢ় ভাবে শ্রদ্ধা করতো।

‘এটা একটা গণ্ডার, প্রভু,’ বিশ্বদ্যুম্ন মৃদুস্বরে বললো।

গণ্ডারটা ছিল প্রকাণ্ড, প্রায় আট হাতের মতো দীর্ঘ, ফুলে ফুলে ওঠা বাদামী রঙের চামড়া শরীর থেকে কয়েক স্তরে বর্মের মতো ঝুলে পড়ছিল। তার সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল নাকের ওপর খড়্গা, যেটা একহাত লম্বা ছুঁচলো ভয়ংকর অস্ত্রের মতো খাড়া ভাবে বেরিয়ে রয়েছে।

'আমি জানি,' ফিসফিস করে কার্তিক বললো। 'ওরা কাশীর আশেপাশেও বাস করে। প্রায় ছোটোখাটো হাতির মতো বড়ো তারা। এই জানোয়ারগুলোর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি অসাধারণ।'

বিশ্বদ্যুম্ন খুবই প্রভাবিত হয়ে কার্তিকের দিকে মাথা নাড়লো। 'আপনি কি প্রস্তাব করেন প্রভু?'

গণ্ডার শিকার কঠিন। তারা শান্ত স্বভাবের, নিজেদের মধ্যেই মগ্ন থাকে। কিন্তু যদি ভয় দেখানো হয় তবে ভয়ংকর ভাবে আক্রমণ করতে পারে। এদের বিশাল শরীর আর ভয়ানক খড়্গের সরাসরি আঘাত থেকে খুব অল্প লোকই বাঁচতে পারে।

কার্তিক কাঁধের পেছনে হাত বাড়িয়ে পিঠে আটকানো দুটো তলোয়ার বার করলেন। বাঁ হাতেরটা দুটো ফলাওয়ালা, যেমন তার দাদা গণেশ পছন্দ করেন। ডান হাতেরটা অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাঁকানো ফলাওয়ালা, যা বিঁধিয়ে দিয়ে আঘাত করার পক্ষে ঠিকঠাক নয়। এই ধরণের তলোয়ার ঘুরিয়ে কোপ মেরে কেটে ফেলার পক্ষে যথাযথ—কার্তিক যে ধরনের লড়াইতে অপেক্ষাকৃত বেশি পটু। কার্তিক আস্তে করে বললেন, 'এর পেছন দিকে তীর ছোঁড়ো, যতটা পারা যায় হইচই করো। আমি চাই যে তুমি একে সামনের দিকে তাড়িয়ে আনো।' বিশ্বদ্যুম্নের চোখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠলো। 'সেটা বিচক্ষণতার কাজ হবে না প্রভু।'

'জন্তুটা বিশাল, খুব বেশি সংখ্যক সৈনিক তেড়ে গেলে আমরা ওকে আঘাত করার স্থান পাবো না। ও খড়্গাটা ঘোরালেই আমাদের অনেক ক্ষতি করে দেবে।'

'কিন্তু আমরা তো দূর থেকে ওকে তীর মারতে পারি।'

কার্তিক ভুরু উঁচিয়ে বললেন, 'বিশ্বদ্যুম্ন এটা তো জানা উচিত। তোমার কি সত্যি মনে হয় যে আমাদের তীর ভেতরে ঢুকে কোন গুরুতর ক্ষতি করতে পারবে? তীরের জন্য আসলে নয়—যে হই হট্টগোল হবে তার ফলে ও আক্রমণ করবে।'

বিশ্বদ্যুম্ন ইতস্তত বিচলিত ভাবে তাকিয়ে থাকলো।

'এছাড়াও গণ্ডারটার দিকেই বাতাস বইছে কাজেই তোমরা ওর পেছনে সঠিক স্থানেই দাঁড়িয়ে আছো। কোলাহলের সঙ্গে সৈনিকদের গায়ের দুর্গন্ধটাও জন্তুটাকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে। ভালোই হল যে ওরা দুদিন চান করেনি,' নিজের রসিকতায় না হেসেই কার্তিক বললেন।

অন্যান্য বীরদের মতো বিপদের মুখে রসিকতা করার স্বভাবকে বিশ্বদ্যুম্ন পছন্দ করতো কিন্তু কার্তিক সত্যিই রসিকতা করছে কিনা সেটা সঠিকভাবে না জানার জন্য সে হাসি চেপে রইলো। 'আপনি কি করবেন প্রভু?'

'আমি জন্তুটাকে মারবো।' ফিসফিস করে কার্তিক বললেন।

এই কথা বলে তিনি ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন বিশ্বদ্যুম্নর সৈন্যরা তেড়ে গেলে পুরুষ গণ্ডারটা যে পথে আক্রমণ করবে সেই দিকে। এর মধ্যে সৈন্যরা বাতাসের দিক থেকে গণ্ডারটার পিছনের দিকে এগোলো। সঠিক স্থানে পৌঁছে কার্তিক মৃদু শিস্ দিলেন।

বিশ্বদ্যুম্ন জোরে চেঁচিয়ে উঠলো '**এইবার**'।

সৈনিকদের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক তীর জন্তুটার গায়ে গিয়ে পড়লো। তীরগুলো তার গায়ে লেগে ঠিকরে পড়তে লাগলো কোন রকম ক্ষতি না করেই। গণ্ডারটা এবার মাথাটা তুললো। তার কান নড়ছিল। সৈনিকরা আরও কাছাকাছি এসে পড়তে কয়েকটা তীর গণ্ডারটার গায়ে বিঁধলো এবং জন্তুটাকে ক্ষেপিয়ে তোলার পক্ষে তা যথেষ্টই কার্য্যকর হল। সে প্রবলভাবে নাক দিয়ে ভোঁস ভোঁস শব্দ করে উঠলো, প্রচণ্ড ক্রোধে মাটিতে পা ঠুকতে লাগলো। শরীর থেকে প্রবল শক্তির প্রকাশ হতে লাগলো। ছোটো ছোটো কালো চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এরপর সে মাথা নিচু করলো আর প্রবল বেগে আক্রমণ করে বসলো। পায়ের শব্দে মেদিনী কেঁপে উঠলো।

কার্তিক ঠিকভাবে নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জন্তুটার দৃষ্টি কেবল দুধারে ছিল। সোজাসুজি সে দেখতে পাচ্ছিলো না। ফলে সামনের দিক ঝুলে থাকা একটা ডালের সঙ্গে ও যে ধাক্কা খেলো সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেইজন্য ওর গতিপথও একটু বদলে গেল। সেই কারণে সে দেখতে পেল যে কার্তিক ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। রাগী গণ্ডারটা ঘড়ঘড় করে উঠলো আর আগের গতিপথে

ফিরে সোজা তেড়ে গেল শিবের ক্ষুদে ছেলের দিকে।

কার্তিক অনড় ভাবে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জন্তুটার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে। তার শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত ও গভীর ভাবে হচ্ছিলো। জানতেন, যেহেতু সোজাসুজি দাঁড়িয়ে, তাই গণ্ডারটা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। ও আগে যেখানে কার্তিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সেটা মাথায় রেখে দৌড়ে আসছে।

বিশ্বদ্যুম্ন পরপর তীর ছুঁড়ে চলেছিল জন্তুটার গতি কমাবার আশায়, কিন্তু জন্তুটার মোটা চামড়ার দরুন কোন প্রভাব পড়ছিল না। কার্তিকের দিকেই তেড়ে আসছিল সেটা। তা সত্ত্বেও কার্তিক একটুও নড়লো না বা পেছোলো না। বিশ্বদ্যুম্ন দেখতে পেল যেভাবে কার্তিক আলগাভাবে তার তলোয়ার ধরে রয়েছে, সেটা সোজাসুজি ঢুকিয়ে আঘাত করার ক্ষেত্রে ভুল। তা যদি সে করে তা হলে হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যাবে।

যখন পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ালো যেন সে পায়ের তলায় পিষে যাবে, তখনই কার্তিক নিচু হয়ে বিদ্যুৎগতিতে বাঁ পাশে গড়িয়ে গেলেন। গণ্ডারটা ছুটে যাচ্ছিলো। কার্তিক প্রথমে তার বাঁ হাতের তলোয়ারটা সাঁই করে চালালেন আর চালানোর সময়ে বাঁটের হাতলে চাপ দিলেন। দুটো ফলার একটা অন্যটার থেকে লম্বা হয়ে বেড়ে গেল, জন্তুটার ডানদিকের সামনের পায়ের উরু ফালা হয়ে চিরে গেল ও মাংসপেশী ও শিরাগুলো কেটে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটিয়ে পড়তেই জন্তুটার আঘাতপ্রাপ্ত পা ঝুলে পড়লো। সে ঘোঁত ঘোঁত করতে লাগলো। কি করবে ভেবে পেল না, চেষ্টা করতে লাগলো ওই পায়ের ওপর ভর দিতে। পা টা অকেজো হয়ে পেটের তলায় লগবগ করতে লাগলো। বিস্ময়কর ভাবে তখনও সে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলো। সে তখন অন্য তিনটে সুস্থ পায়ের সাহায্যে কষ্ট করে ঘুরে তার আক্রমণকারীর মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। কার্তিক দৌড়ে সামনে এগিয়ে জন্তুটার গতিবিধি লক্ষ্য করে পিছনে গিয়ে ডানহাতে ধরা বাঁকানো তলোয়ার দিয়ে এক কোপ মারলেন। মোটা ও চওড়া বাঁকা ফলার জন্য তলোয়ারটা পিছনের পায়ের উরু ভেদ করে হাড় কেটে দিল। ডানদিকের দুটো পা অকেজো হয়ে যেতে গণ্ডারটা হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল। অন্য দুটো পায়ের সাহায্যে দাঁড়ানোর চেষ্টায় এক পাশে ঘষটাতে লাগলো আর যন্ত্রনায় সারা শরীর মোচড়াতে লাগলো। ধুলোর সঙ্গে রক্ত মিশে গাঢ় লালচে-বাদামী কাদা তৈরি

হয়ে সেটা গায়ে মাখামাখি হয়ে গেল। আতঙ্কে সে হাঁফাতে লাগলো। কার্তিক একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে জন্তুটার অন্তিম যন্ত্রণা লক্ষ করছিলেন।

বিশ্বদ্যুম্ন পেছন থেকে দেখছিল। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছিলো। একটা জন্তুকে এত দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে পরাস্ত করে মাটিতে ফেলে দিতে কখনো সে দেখেনি, কার্তিক গণ্ডারটার কাছে শান্তভাবে এগিয়ে এল। যদিও অচল হয়ে গেছিল, তাও জন্তুটা মাথা তুলে ভয়ানক ভাবে তার দিকে নাড়াচ্ছিলো, ঘোঁত ঘোঁত করছিল আর যন্ত্রণায় চড়া সুরে আর্তনাদ করছিল। কার্তিক জন্তুটার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছিলেন। অন্যান্য সৈনিকরা তাড়াতাড়ি তার দিকে দৌড়ে আসছিল।

নীলকণ্ঠের পুত্র জন্তুটার দিকে ঝুঁকে সম্মান জানিয়ে বললেন, 'হে বিশাল পশু আমায় ক্ষমা করো। আমি কেবল কর্তব্য পালন করছি। তাড়াতাড়ি তোমায় এবার মুক্তি দিচ্ছি।'

হঠাৎ কার্তিক এগিয়ে গিয়ে এবং গণ্ডারটার চামড়ার ভাঁজের মধ্য দিয়ে জোরে তলোয়ার বিঁধিয়ে দিলেন। হৃদয়ের গভীরে; জন্তুটার অন্তিম কাঁপুনি অনুভব করতে থাকলো যতক্ষণ না সব স্থির হয়ে গেল।

— ⅄Ⓞ Ũ ↑ ⊛ —
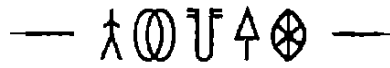
'প্রভু, একটি পক্ষীদূত এই মাত্র এসে পৌঁছেছে—কেবলমাত্র আপনার জন্য এক গোপন বার্তা নিয়ে,' মেলুহীর প্রধানমন্ত্রী কনখলা বললেন। 'তাই আমি নিজেই সেটা নিয়ে এসেছি।'

দক্ষ তাঁর নিজের ঘরে ছিলেন, উদ্বিগ্ন বীরিনি পাশে বসেছিলেন। দক্ষ পত্রটা কনখলার থেকে নিয়ে তাকে চলে যেতে বললেন।

তাঁর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে বিনম্র নমস্কার করে কনখলা চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন। পেছনের দিকে এক ঝলক তাকালেন, ওনাদের এক দুর্লভ মুহূর্তের দৃশ্য দেখতে পেলেন—একে অন্যের হাত ধরে আছেন তাঁরা। গত কয়েকমাস যাবৎ মেলুহাতে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত সব ঘটনা তাঁর সয়ে গিয়েছিল। সতীর প্রথম অন্তসত্ত্বা হওয়ার সময় দক্ষের প্রতারণার ঘটনা কনখলার মনে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। সম্রাটের প্রতি সমস্ত সম্মান তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। নিজের কাজ করে

যাচ্ছিলেন কারণ মেলুহার প্রতি তিনি অনুগত। প্রভুর অদ্ভুত সব আদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন—যেমন গতকাল আদেশ দিয়েছিলেন যে মন্দার পর্বতের ধ্বংসস্তূপে ভৃগু ও দিলীপের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে। বুঝতে পেরেছিলেন যে মহর্ষি ভৃগুর ওখানকার ব্যাপারে কৌতূহল আছে। কিন্তু স্বদ্বীপের সম্রাটের ওখানকার ব্যাপারে কি এমন পার্থিব কারণ থাকতে পারে? কনখলা দেখলেন দক্ষ বীরিনীর হাত ছেড়ে দিলেন এবং পত্রের নামমুদ্রা ভাঙলেন আর বীরিনী তার পেছনে নিঃশব্দে দ্বার বন্ধ করলেন।

দক্ষ কাঁদতে শুরু করলেন। বীরিনি সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে পত্রটা কেড়ে নিলেন। আর তাড়াতাড়ি সেটা পড়ে নিতেই এক দীর্ঘ শান্তির শ্বাস ফেললেন আর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। 'ও নিরাপদে আছে, ওরা সকলে নিরাপদে . ।'

ওপর থেকে দেখলে নীলকণ্ঠকে গোপনে হত্যা করার মূল পরিকল্পনা করা হয়েছিল তিনজন মূল ষড়যন্ত্রকারী—মহর্ষি ভৃগু, সম্রাট দক্ষ ও সম্রাট দিলীপের স্বার্থের কারণে। ভৃগুর স্বার্থ ছিল সোমরস যাতে নীলকণ্ঠের মূল লক্ষ্য না হয়ে দাঁড়ায়। নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যের প্রতি জনগণের বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ছিল। নীলকণ্ঠ যদি ঘোষণা করতেন যে সোমরস অশুভ শক্তি এবং নাগদের মতে সায় দিতেন তাহলে ওনার অনুগামীরাও তাই করতো। দিলীপের স্বার্থ ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারার। তিনি কেবলমাত্র যে ভৃগুর থেকে জীবনদায়ী ওষুধ গ্রহণ করেছিলেন তাই নয় উপরন্তু ভগীরথকেও দুরে ভাগাতে চাইছিলেন। ভগীরথ যে তার উত্তরাধিকারী ও পথের কাঁটা। দক্ষ অসুবিধে সৃষ্টিকারী নীলকণ্ঠের থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছিলেন এবং আরও একবার তিনি এই পরিকল্পনার ফলে সমস্ত দোষ নাগদের ঘাড়ে চাপাতে সমর্থ হতেন। পরিকল্পনাটা একেবারে যথাযথ ছিল। দক্ষ কেবলমাত্র তাঁর মেয়ের হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গে একমত হতে পারছিলেন না। তিনি চাইছিলেন সবকিছু এমনভাবে ঘটুক যাতে সতী অক্ষতভাবে বেরিয়ে আসতে পারেন। ভৃগু আর দিলীপ আশা করেছিলেন যে দক্ষের ও তার মেয়ের সম্পর্কে চিড় ধরায় মেলুহী সম্রাট এই পরিকল্পনাতে পুরোপুরি সমর্থন করবেন। কিন্তু তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন। শিবের প্রতি দক্ষের ঘৃণার তুলনায় সতীর প্রতি তাঁর স্নেহ অনেক গভীর ছিল।

বীরিনির পরামর্শে দক্ষ অরিষ্টনেমী সেনানায়ক মায়াশ্রেণীকের এক গোপন

দল পাঠিয়েছিলেন। মায়াশ্রেণীক মেলুহার প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য বিখ্যাত ছিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি তার ছিল একান্ত ভক্তি। মায়াশ্রেণীককে পাঁচটা রণতরীর সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল শিবের নৌবহরকে আক্রমণ করার জন্য। এতগুলো দুঃখের বছর ধরে বীরিনি তার মেয়ে কালীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং দক্ষকে নাগদের নদীর গোপন সতর্কতামূলক ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। কেবল যেটা করার ছিল সেটা হল বিপদ সংকেতটা সঠিক সময়ে বাজিয়ে দেওয়া। মায়াশ্রেণীকের দায়িত্ব ছিল যেন বিপদ সংকেত নিশ্চিত ভাবে বেজে ওঠে। তারপর তাঁর একমাত্র কাজ ওখান থেকে চম্পট দিয়ে মেলুহায় ফিরে আসা। অরিষ্টনেমী সেনানায়ক ও মেলুহার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি পায়রা নিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তী যুদ্ধের বার্তা দক্ষকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। মেলুহার সম্রাটের কাছে আনন্দের বার্তা ছিল যে—দক্ষর বংশধর—যাদের তিনি স্নেহ করতেন—সতী ও কার্তিক—তাঁরা জীবিত ও নিরাপদে আছে।

বীরিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যদি আরো একটু আমার কথা শুনতে।'

দক্ষ গভীর শ্বাস নিয়ে বললেন, 'মহর্ষি ভৃগু যদি কোনদিন জানতে পারেন .।'

'তুমি কি চাইবে যে তোমার সন্তানরা মরে যাক?'

দক্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি সতীর নিরাপত্তার জন্য সবকিছু করতে পারেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

'তাহলে পরমাত্মাকে ধন্যবাদ দাও যে আমাদের পরিকল্পনা কার্য্যকর হয়েছে। আর কোনদিন এই বিষয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করবে না। কোনদিনও না।'

দক্ষ মাথা নেড়ে সায় দিলেন। বীরিনির হাত থেকে পত্রটা নিয়ে আগুনের শিখায় ধরে পুড়িয়ে দিলেন—যতটা সম্ভব ধারে ধরেছিলেন যাতে সবটা পুড়ে যায় এবং যাতে চেনার কোন উপায় না থাকে।

অধ্যায় ৩

রাজাদের নির্বাচন

'বৃহস্পতিকে কি তুমি বিশ্বাস কর?' জানতে চাইলেন শিব।

মূল নগরের বাইরেই থাকা পঞ্চবটীর অতিথিশালায় রাত নেমে এসেছে। আহত, ক্লান্ত শিবের বাহিনীর লোকেরা যে যার শিবিরে চলে গিয়েছেন। একটা ভালোমতো বিশ্রাম তো তাঁদের প্রাপ্যই।

সতী ও শিব তাঁদের কক্ষে রয়েছেন। তাঁরা সবেমাত্র নগর থেকে ফিরেছেন। পঞ্চবটীর পাঠশালায় যা তাঁরা জেনেছেন সে ব্যাপারে কারোর কাছে টুঁ শব্দটিও করেননি। এমনকী সেইসব সূর্যবংশীদেরও বলেননি যে তাঁদের প্রিয় মুখ্য বৈজ্ঞানিক বৃহস্পতি এখনও জীবিত। পরের দিনই আবার বৃহস্পতির সঙ্গে তাঁদের দেখা করার কথা।

'সত্যি বলতে কি বৃহস্পতিজী মিথ্যা বলছেন বলে তো মনে হয় না। প্রায় বিশ বছর আগে প্রভু ভৃগু যে দেবগিরিতে বেশ কতকগুলো মাস কাটিয়েছিলেন তা আমার বেশ ভালোভাবেই মনে আছে। রাজগুরুর পক্ষে ব্যাপারটা রীতিমতো চোখে লাগার মতো। মেলুহাতে তো তাঁর দেখা পাওয়া যায়না বললেই চলে। কেননা সাধারণত তিনি তাঁর হিমালয়ের গুহায় তপস্যার মধ্যে সময় কাটানোটাই পছন্দ করেন।'

'রাজগুরুর কি রাজপ্রাসাদে থেকে সম্রাটকে পথ দেখানোর কথা নয়?'

'প্রভু ভৃগুর মতো কারোর পক্ষে নয়। মেলুহার সম্রাট হিসাবে আমার বাবাকে ভালো মানাবে সে বিশ্বাস ওনার ছিল। আর সেই কারণেই সম্রাট হিসাবে আমার বাবার নির্বাচিত হওয়ার জন্য উনি সাহায্য করেছিলেন। এর বাইরে মেলুহার

প্রাত্যহিক রাজকার্য পরিচালনায় প্রভু ভৃগুর কোনো আগ্রহই নেই। উনি সাদাসিধে ভাগে জীবন কাটানো মানুষ। তথাকথিত ক্ষমতার বৃত্তের মধ্যে ওনাকে দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে।'

'তাহলে, দেবগিরিতে উনি অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন। সেটা না হয় অস্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু বৃহস্পতি অন্য যে কথাগুলো বললো সেগুলো?'

'আসলে, প্রভু ভৃগু, বাবা আর বৃহস্পতিজী বেশ কতগুলো মাসই বাইরে ছিলেন। ওটাকে গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যযাত্রা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু আমার তো মনে হয় না যে প্রভু ভৃগু বা বৃহস্পতিজী বাণিজ্যে এতটুকুও আগ্রহী। হয়তো সে সময়ে ওনারা পরিহাতে ছিলেন। আর হ্যাঁ, সুন্দরী ও প্রতিভাশালী তারাজী হঠাৎই উধাও হয়ে যান। তিনি মন্দার পর্বতেই কাজ করতেন ও তাকে পরিহাতে একটা পরিকল্পনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সামাজিক জীবন ত্যাগ করাটা মেলুহায় খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ বৃহস্পতিজী যা প্রকাশ করলেন তা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।'

'তাহলে বৃহস্পতি সত্যি বলছে বলে তুমি বিশ্বাস কর?'

'আমি শুধু এটাই বলছি যে হয়তো এটাকেই সত্যি বলে বৃহস্পতিজী মনে করেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই, না ওনার ভুল হয়েছে? তোমার এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের ধারা বদলে দিতে পারে। এখন তুমি যা করবে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর উপর তার প্রভাব পড়বে। এটা একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত—বিশাল লড়াই। তোমাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে হবে।'

'আমাকে বাসুদেবদের সাথে কথা বলতেই হবে।'

'হ্যাঁ। তা তো তোমায় করতেই হবে।'

'কিন্তু তুমি আমাকে যা বলতে চাইছিলে এটাই তো তার সব নয়। তাই না?'

'আমার মনে হয় আরও একটা দিক ভেবে দেখা দরকার। কী জন্যে বৃহস্পতিজী পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। এই এতদিন ধরে পঞ্চবটীতে উনি কি করছিলেন? আমার তো মনে হয় এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ—হয়তো বাবা আমাকে সোমরস উৎপাদনের যে সহায়ক ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন এটার সাথে তার যোগ রয়েছে।'

'হ্যাঁ। তখন আমি ওটায় অতটা গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু সোমরস যদি অশুভ হয় তো তার চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে ওই উৎপাদন ব্যবস্থাটার মধ্যে।'

'আসলে, মূল চাবিকাঠি সরস্বতী। উৎপাদক ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ তো সবসময়েই সম্ভব। কিন্তু যেখানেই তা তৈরি করা হোক না কেন, সরস্বতীর জল তার সব সময় প্রয়োজন হবে। কালী আমাকে ইছাওয়ারে বলেছিল যে তার লোকেরা কেবলমাত্র তখনই মেলুহার মন্দির ও ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করে যখন তারা সরাসরি নাগদের ক্ষতি করে। হয়তো ওই মন্দিরগুলোই উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। সেগুলো মন্দার পর্বত থেকে আসা চূর্ণ ব্যবহার করে স্থানীয়দের জন্য সোমরস প্রস্তুত করতো। কালী এও বলেছিল যে চূড়ান্ত সমাধান সরস্বতী থেকেই উঠে আসবে। আর নাগরা এর উপরে কাজ করছে। এই রহস্যময় বক্তব্যের অর্থ আমার জানা নেই। আমাদের এর মানে খুঁজে বার করতে হবে।'

'কালীর সাথে তোমার আলোচনার কথা তো তুমি আমায় বলোনি।'

'শিব, কালী ও গণেশকে নিয়ে এই প্রথম আমরা পরিষ্কারভাবে আলোচনা করছি। কাশীতে আমার ছেলের সাথে তোমার দেখা হওয়ার পর এই প্রথম।'

শিব চুপ করে ছিলেন।

'আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না,' বলে চললেন সতী। 'তোমার ক্রোধ আমি বুঝি। তুমি ভেবেছিলে যে গণেশই বৃহস্পতিজীকে হত্যা করেছে। এখন যখন সত্যিটা বেরিয়ে পড়েছে, তুমি শুনতে রাজী হয়েছ।'

শিব হেসে সতীকে জড়িয়ে ধরলেন।
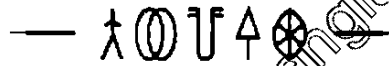
'তুমি কি নিশ্চিত?' শিব জানতে চাইলেন।

পরদিন সকাল। দ্বিতীয় প্রহরের চার ঘন্টা কেটে গেছে। বেলা হয়েছে। শিব সতীকে পাশে নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কক্ষে বসেছিলেন। পর্বতেশ্বর ও ভগীরথ সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁদের হাতে ধরা একটা তক্তা। ধ্বংসপ্রাপ্ত রণতরীর পর্যবেক্ষণ সেরে মেলুহী সেনাপতি ও অযোধ্যার সম্রাটপুত্র সবেমাত্র ফিরেছেন।

'হ্যাঁ। প্রভু। এই প্রমাণ কোনো তর্কের অপেক্ষা রাখে না,' ভগীরথ বললেন।

'দেখাও আমাকে।'

ভগীরথ সামনে এগিয়ে এলেন। 'এই তক্তাগুলোর উপরে মারা গোঁজগুলো নিঃসন্দেহে মেলুহার। পর্বতেশ্বর এগুলোকে চিনতে পেরেছেন।'

পর্বতেশ্বর সম্মতিতে মাথা নাড়লেন।

ভগীরথ বলে চললেন, 'আর এই যে আস্তরণ যা জল-নিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে—নিঃসন্দেহে অযোধ্যার।'

'তুমি কি বলতে চাইছো সম্রাট দক্ষ ও সম্রাট দিলীপ আমাদের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছেন?' শিব মৃদুস্বরে জানতে চাইলেন।

'আমাদের দুজনেরই দেশে পাওয়া সম্ভব এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন ওঁরা। রণতরীগুলোর গায়ে লেগে থাকা গেঁড়ি-গুগলি থেকে বোঝা যায় সেগুলো অনেক সমুদ্রজল ঠেলে এসেছে। এই যাত্রা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য রণতরীগুলোর সেরা প্রযুক্তির দরকার হয়েছিল।'

শিব গভীর নিঃশ্বাস ফেলে চিন্তায় ডুবে গেলেন।

ভগীরথ বললেন, 'প্রভু, আমার বাবার সমস্ত দোষ সত্ত্বেও আমি মনে করি না যে তিনি ঐ ধরনের একটা ষড়যন্ত্র পরিচালনায় সক্ষম। সত্যি বলতে কি, ওঁর সে ক্ষমতাই নাই। এই পরিকল্পনায় উনি সামিল হয়েছেন এই যা। অবশ্যই আপনি ওকে নিশানায় রাখবেন। কিন্তু উনিই যে মূল ষড়যন্ত্রী এটা ভাবার মতো ভুল করবেন না। উনি নন।'

সতী শিবের দিকে সরে এসে বললেন, 'তুমি কি ভাবো যে বাবা এটা করতে পারেন।'

শিব মাথা ঝাঁকালেন। 'নাঃ। সম্রাট দক্ষও এই ষড়যন্ত্র পরিচালনার ক্ষমতা রাখেন না।'

পর্বতেশ্বর তখনও তাঁর সাম্রাজ্যের উপর নেমে আসা দুর্নামে লজ্জিত হয়ে ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'মেলুহার নীতি আমাদের উপর আইন মেনে চলার দায়িত্ব অর্পন করে, প্রভু। আমাদের আইন আমাদের সম্রাটের নির্দেশ পালনে

বাধ্য করে। দুর্বল সম্রাটের হাতে দেশের নীতি পরিচালিত হলে বহু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।'

'সম্রাট দক্ষ হয়তো নির্দেশ জারী করেছেন, পর্বতেশ্বর,' জানালেন শিব। 'কিন্তু তিনি সেগুলো ভেবে ওঠেননি। মেলুহা ও স্বদ্বীপের রাজবংশকে একত্র করার পেছনে কোন সুনিপুণ মাথা কাজ করছে। এমন একজন যে ভয়ানক দৈবী অস্ত্র যোগাড় করতে সক্ষম। ভগবান জানেন যে ওঁর হাতে আরও দৈবী অস্ত্র আছে কিনা। ছকটা চমৎকার ছিল। প্রভু রামের কৃপাতেই আমরা একচুলের জন্য বেঁচে গিয়েছি। সম্রাট দক্ষ বা সম্রাট দিলীপ নন। তাঁদের চেয়েও বেশি গুরুত্ব, বুদ্ধি আর সংস্থানের অধিকারী কেউ। আর এমন কেউ, যে নিজের পরিচয় গোপন রাখার মতো বুদ্ধির অধিকারী।
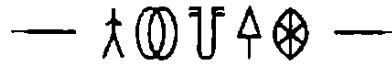
'মেলুহায় ফিরবো?' বীরভদ্র জানতে চাইলো।

বীরভদ্র ও কৃত্তিকা শিবের ব্যক্তিগত কক্ষে ছিলেন। কালী ও সতীও উপস্থিত ছিলেন।

'হ্যাঁ, ভদ্র। মেলুহী ও অযোধ্যাবাসীরাই একত্রে আমাদের আক্রমণ করেছিল,' শিব জানালেন।

'তুমি কি নিশ্চিত যে মেলুহাও এতে জড়িত?' বীরভদ্র বলে উঠলো।

'পর্বতেশ্বর নিজে তা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন।'

'আর এখন তুমি আমাদের দেশের লোকেদের ব্যাপারে চিন্তিত।'

'হ্যাঁ,' জানালেন শিব। 'আমি এই জন্য চিন্তিত যে গুণদের বন্দী করে আমাদের উপর প্রভাব খাটানোর উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হবে। আমি চাই যে ওরা সেটা করার আগেই তুই চুপচাপ মেলুহাতে সেঁধিয়ে গিয়ে আমাদের লোকেদের নিয়ে কাশী চলে যা। আমি ওখানেই তোর সাথে দেখা করবো।'

'আমার পথপ্রদর্শকেরা তোমাকে ও কৃত্তিকাকে একটা গোপন পথ ধরে নিয়ে যাবে,' জানালেন কালী। 'দ্রুততম ঘোড়া আর নৌকা কাজে লাগিয়ে আমার

লোকেরা সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই তোমাদের মাইকার কাছাকাছি পৌঁছিয়ে দেবে। তারপর তোমাদের মত করে যেও।'

কৃত্তিকা বললো, 'যাতায়াত করার পক্ষে মেলুহা নিরাপদ। আমরা দ্রুতগামী ঘোড়া ভাড়া করে সরস্বতীর মুখ অবধি পৌঁছে যেতে পারি। তারপর নদী ধরে নৌকা করে যেতে পারি। পথতো সোজা। ভাগ্য ভালো থাকলে আর দুসপ্তাহের মধ্যেই দেবগিরি পৌঁছে যাব। গুণরা যে ছোট্ট গ্রামটায় থাকে সেটা ওখান থেকে খুব একটা দূরে নয়।'

'একদম ঠিক। সময়টাই গুরুত্বপূর্ণ। এখুনি বেরিয়ে পড়,' শিব বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, শিব, বলেই বীরভদ্র তার স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।'

'আর ভদ্র ' শিব আবার বলে উঠলেন।

কৃত্তিকা ও বীরভদ্র আবার ঘুরলো।

'অযথা সাহস দেখানোর চেষ্টা করিস না,' বললেন শিব। 'যদি গুণরা ইতিমধ্যেই বন্দী হয়ে গিয়ে থাকে, দ্রুত মেলুহা ত্যাগ করে কাশীতে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করিস।'

বীরভদ্রের মাও গুণদের সাথে ছিলেন। শিব জানতেন যে বীরভদ্র সহজে তার মাকে ভাগ্যের হাতে ফেলে রেখে যাবে না।

'শিব . ' বীরভদ্র অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করলো।

শিব উঠে দাঁড়িয়ে বীরভদ্রের কাঁধে হাত রাখলেন।

'ভদ্র, আমাকে কথা দে।'

বীরভদ্র চুপ করে রইলো।

'তুই নিজে নিজেই ওদেরকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে মারা পড়বি। মারা পড়লে তো আর তোর মায়ের কোনো কাজে আসতে পারবি না, ভদ্র।'

বীরভদ্র চুপ করে রইলো।

'আমি তোকে কথা দিচ্ছি যে গুণদের কিছু হবে না। তুই ওদের বের করে নিয়ে আসতে না পারলেও আমি পারবো। কিন্তু কোনো গোঁয়ার্তুমি করে বসিস না। আমাকে কথা দে।'

বীরভদ্রও শিবের কাঁধে হাত রাখলো। 'কিছু একটা ঘটেছে যেটা তুমি আমায় বলছো না। এখানে কি আবিষ্কার করলে? হঠাৎ এত ভয় খেয়ে গেলে কেন? যুদ্ধ বাধতে চলেছে নাকি? মেলুহা কি আমাদের শত্রু হতে চলেছে।'

'আমি নিশ্চিত নই, ভদ্র। আমি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি,' শিব জানালেন।

'তাহলে কি জেনেছো সেটা আমায় বলো।'

এবারে শিবের চুপ করে থাকার পালা।

'শিব আমি মেলুহায় ফিরে যাচ্ছি। মাসখানেক আগেও যদি আমায় বলতে তাহলে আমি বলতাম যে এর থেকে নিরাপদ যাত্রা হওয়া সম্ভব নয়। তারপর থেকে অনেক কিছু পালটে গেছে। তোমাকে আমায় সত্যিটা বলতেই হবে। আমার জানার অধিকার আছে।'

শিব তাঁদেরকে বসিয়ে এই কদিনে যা আবিষ্কার করেছেন তা সব খুলে বললেন।

— ⅄⓪Ʊ⍏⊛ —

'তুমি একা একাই গণ্ডারটাকে মেরেছো?' আনন্দময়ী প্রভাবিত হয়ে বলে উঠলেন। তার মুখজোড়া হাসি।

'হ্যাঁ, দেবী,' কার্তিক জানালেন। তাঁর মুখ সেইরকম গম্ভীর আর অনুভূতিহীন।

কার্তিক, আনন্দময়ী ও আয়ুর্বতী খাওয়ার ঘরে পশম আসনের উপর ভালোভাবে করে বসেছিলেন। কথায় ও কাজে ক্ষত্রিয় আনন্দময়ী ও কার্তিক গণ্ডারের চমৎকার মাংস তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিলেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ আয়ুর্বতী রুটি ডাল ও সবজিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন।

'তুমি কি হাসা একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছ?' আনন্দময়ী বলে উঠলেন। 'নাকি এটা সাময়িক মাত্র?'

কার্তিক আনন্দময়ীর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। মুখে তার হালকা হাসির আভাস। 'হাসার যা মূল্য তার থেকে পরিশ্রম বেশি হয়, দেবী।'

আয়ুর্বতী মাথা ঝাঁকালেন। 'কার্তিক, তুমি নেহাতই বাচ্চা। নিজের উপর এতটা চাপ নিয়ে ফেলো না। ছেলেবেলাটা তোমার উপভোগ করা দরকার।'

কার্তিক মেলুহার প্রধান চিকিৎসকের দিকে ঘুরে বললেন, 'আয়ুর্বতীজী, আমার দাদা গণেশ মহান পুরুষ। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি ওঁর অনেক কিছু করার আছে। আর তা সত্ত্বেও ওকে ওই হিংস্র জন্তুগুলো প্রায় জ্যান্তই খেয়ে ফেলছিল। কারণ ও আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল।'

আয়ুর্বতী এগিয়ে এসে কার্তিকের পিঠ চাপড়ালেন।

'অতখানি অসহায় আমি আর কখনোও হবো না,' কার্তিক শপথ করে বললেন। 'আমি আমার পরিবারের দুর্ভাগ্যের কারণ হবো না।'

ধড়াম্ করে দরজাটা খুলে গেল। পর্বতেশ্বর ও ভগীরথ ঘরে ঢুকলেন।

তাঁদের দিকে তাকিয়েই আনন্দময়ী বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি যেটার ভয় পাচ্ছিলেন সেটাই ওঁরা আবিষ্কার করেছেন। 'তাহলে কি মেলুহা?'

আয়ুর্বতী শিউরে উঠলেন। তিনি তার মহান দেশের নাম এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে টেনে আনার কথা ভাবতেও পারছিলেন না—যে ষড়যন্ত্রে পঞ্চবটীর কাছে স্বয়ং নীলকণ্ঠের বাহিনীর উপর আক্রমণ হয়। আবার, মাইকায় গর্ভবতী সতী থাকাকালীন দক্ষের যে শঠতাপূর্ণ আচরণ তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাতে মেলুহার রণতরী এই বিভৎস কাজে লিপ্ত থাকলে তিনি অবাক হবেন না।

'সংবাদ আরও খারাপ,' ভগীরথ বসতে বসতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

পর্বতেশ্বর আনন্দময়ীর পাশে বসে তাঁর হাতে মুঠোর মধ্যে নিলেন। আয়ুর্বতীর দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ ভঙ্গীতে তাঁর ভেতরের কষ্ট পরিস্ফুট। সেনাপ্রধান তাঁর দেশকে মহার্ঘ বলে মনে করতেন, তাঁর মেলুহা, যা প্রভু রামের নীতি মেনে চলা দেশের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। এই দেশ রাম রাজ্যের আদর্শস্বরূপ। কি করে এমন মহান দেশের সম্রাট এ ধরনের ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত থাকতে পারেন?

'আরও খারাপ?' আনন্দময়ী প্রসঙ্গটা ধরিয়ে দিলেন।

'হুঁ। মনে হয় স্বদ্বীপও ষড়যন্ত্রে জড়িত আছে।'

আনন্দময়ী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 'কি?'

'হয় শুধু অযোধ্যা নয়তো পুরো স্বদ্বীপ। স্বদ্বীপের অন্যান্য রাজ্য অযোধ্যার নির্দেশমতো চলছে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু অযোধ্যা যে জড়িত সে ব্যাপারে নিশ্চিত।'

আনন্দময়ী পর্বতেশ্বরের দিকে তাকালেন। তিনিও মাথা নেড়ে ভগীরথের কথায় সায় দিলেন।

'প্রভু রুদ্র কৃপা করুন। বাবা এমন করছেন কেন?' আনন্দময়ী বলে উঠলেন।

'আমি অবশ্য অবাক হইনি। উনি দুর্বল আর সহজেই বিপথে চালিত হন। নুইয়ে পড়তে ওঁর বেশি সময় লাগে না', ভগীরথ তাঁর বাবার প্রতি অসম্মানজনক ভাব চাপার কোনো রকম চেষ্টা না করে বলে উঠলেন।

এই প্রথম আনন্দময়ী তার ভাইকে তাঁদের বাবাকে হেয় করার জন্য ধমক দিলেন না। তিনি পর্বতেশ্বরের দিকে চাইলেন। তিনি যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। সন্দেহের দোলাচলে। যারা অপরিবর্তনীয় নিয়ম ও নিষ্ঠুর ভবিতব্যের সাথে অভ্যস্ত। সেইসব সূর্যবংশীদের পক্ষে পরিবর্তন ভয়াবহ। আনন্দময়ী তাঁর স্বামীর মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে চুম্বন করলেন—সান্ত্বনার জন্য। সাথে উষ্ণ হাসি। পর্বতেশ্বর মৃদুমন্দ হাসলেন।

কার্তিক নিঃশব্দে থালা নামিয়ে রেখে হাত ধুলেন। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।
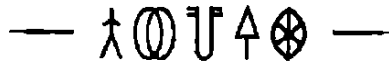
তখন গোধুলি বেলা। পঞ্চবটির নাম যে পাঁচখানা বটের অস্তিত্ব থেকে এসেছে তার চারপাশে গণেশ ও কার্তিক পায়চারি করছিলেন। নগরের ভেতরে অ-নাগদের প্রবেশাধিকার নেই। সত্যি বলতে কি, ব্রঙ্গবাসী সমেত তাঁদের অনেকেই ঢুকতেই চায়নি। তাঁদের কুসংস্কার বলে যে, ঢুকলে দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। কিন্তু নীলকণ্ঠের পরিবারের এতে বিশ্বাস নেই। আর তাছাড়া তাঁদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর ইচ্ছাও কারোর নেই।

'দাদা, এই গাছগুলোয় শুধু প্রভু রামের মূর্তি আঁকা কেন?' কার্তিক তাঁর বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'তুমি কি জানতে চাইছো যে কেন ওঁর স্ত্রী সীতাদেবী ও ভাই প্রভু লক্ষ্মণের ছবি নেই?'

'শুধু ওনারাই নন। এমনকী ওঁর মহান ভক্ত প্রভু হনুমানকেও দেখা যাচ্ছে না।'

পাঁচখানা বটগাছের মূল কাণ্ডে খোদাই করা প্রভু রামের অপূর্ব মূর্তির প্রশংসা করছিলেন গণেশ ও কার্তিক। পাঁচখানা মূর্তিতে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসাবে শ্রদ্ধেয় প্রাচীন রাজাকে তাঁর জীবনের সর্বজনবিদিত পাঁচ ভূমিকায় দেখা যাচ্ছিলো—পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, পিতা ও দেবসুলভ রাজা হিসাবে। এক একটা বটের গুঁড়িতে তাঁকে এক একটা রূপে দেখা যাচ্ছিলো। প্রত্যেক রূপেই খোদাইকাররা মূর্তিগুলো যেন চৌকোণা চত্বরের এক কোণে থাকা প্রভু রুদ্র ও দেবী মোহিনীর দিকে স্বাভাবিকভাবেই তাকিয়ে আছেন এইভাবেই খোদাই করেছিল। অন্যদিকে, তাঁদের মূর্তিগুলো আবার মন্দিরের সামনের দিকে বসানো ছিল যেখানে অধিকাংশ মন্দিরেই মূর্তি পেছনের দিকে বসানো হয়। এইজন্যেই সামনের দিকে বসানো হয়েছিল যাতে এই দুই দেবমূর্তিও পাঁচখানা গাছে খোদিতো মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। মনে হয় যে স্থপতিরা এটাই দেখাতে চাইছিলেন যে মহান মহাদেব ও পরম করুণাময় বিষ্ণুর সপ্তম অবতার পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

'এটা ভূমিদেবীর নির্দেশ মেনে করা,' গণেশ উত্তর দিলেন। 'আমি জানি যে সপ্তসিন্ধুতে সাধারণত ওনাকে এই পৃথিবীর তিনজন যাঁরা ওঁর সবচাইতে প্রিয় ছিলেন তাঁদের সাথেই দেখানো হয়—সীতাদেবী, প্রভু লক্ষ্মণ ও প্রভু হনুমানের সাথে। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠাতা দেবী ভূমিদেবীর নির্দেশ ছিল যে পঞ্চবটীতে প্রভু রামকেই শুধু দেখানো হবে। বিশেষত এই পাঁচটা বটগাছে।'

'কেন?'

'আমি জানি না। হয়তো তিনি চেয়েছিলেন যে আমরা যে সব সময় মনে রাখি যে বিষ্ণু ও মহাদেবদের মতো মহান নেতাদের লক্ষ লক্ষ অনুগামী থাকতে পারে। কিন্তু দিনের শেষে তাঁদের লক্ষ্যের দায়িত্ব তাঁদের নিজেদের কাঁধেই তুলে নিতে হয়।'

'বাবার মতো?' কার্তিক জানতে চাইলেন। তাঁদের বাবার প্রসঙ্গ তুললো সে।

'হ্যাঁ। বাবার মতো। তিনি সেই জন যিনি ভারতবর্ষ ও অশুভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি বিফল হলে অশুভ শক্তি এই উপমহাদেশে প্রাণীকূল ধ্বংস করে দেবে।'

'বাবা বিফল হবেন না।'

কার্তিকের প্রতিক্রিয়ায় হাসলেন গণেশ।

'কেন জানো?' কার্তিক বললেন।

গণেশ মাথা ঝাঁকালেন। 'নাঃ। কেন?'

কার্তিক অতীতের ভাতৃসম যোদ্ধাদের মত গণেশের ডান হাত আঁকড়ে ধরে নিজের বুকে ঠেকালেন। 'কেননা উনি একা নন।'

গণেশ হেসে কার্তিককে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাঁরা চুপচাপ বটবৃক্ষের খোদাই করা প্রভু রামের মূর্তির চারধারে পবিত্র পরিক্রমা শুরু করলেন—

'দাদা, কি চলছে বলো তো?' তাঁদের ঘোরার মধ্যেই কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন।

গণেশ ভুরু কোঁচকালেন।

'বাবার বিরুদ্ধে কেন দুই সম্রাটই জোট বেঁধেছেন?'

গণেশ গভীর শ্বাস টানলেন। তিনি কখনো কার্তিককে মিথ্যা বলেন নি। তার ভাইকে পূর্ণবয়স্ক বলে মনে করে ও সেইরকম ব্যবহারও করেন। 'কারণ বাবা ওঁদের ভয় দেখাচ্ছেন, কার্তিক। ওঁরা অভিজাত। অশুভের থেকে আসা সুযোগ সুবিধায় আসক্ত। বাবার লক্ষ্য নিপীড়িতদের জন্য লড়াই করা—বাক্যহারাদের ভাষা হয়ে ওঠা। এটাই তো স্বাভাবিক যে অভিজাতরা ওনাকে আটকানোর চেষ্টা করবে।'

'বাবা কোন অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন? কি করে সে তার নখ এত গভীরে ঢুকিয়ে দেয়?'

গণেশ কার্তিকের হাত ধরে তাকে একটা বট গাছের তলায় বসালেন। 'কার্তিক, শুধু তোমার জন্যেই বলা। আর কাউকে বোলো না যেন। কারণ বাকিদের কখন কিভাবে জানানো হবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র বাবারই আছে।'

কার্তিক সম্মতিতে মাথা নাড়লো।

গণেশ কার্তিকের পাশে বসে আগের দিন বৃহস্পতি ও শিব যা আলোচনা করেছেন তা বুঝিয়ে বললেন।

— ⅄ⓄƱ⇞⊗ —

'এই গত পাঁচ বছর ধরে তুমি কি করছিলে বৃহস্পতি?' শিব জানতে চাইলেন।

নাগরাণীর কক্ষে সতী ও শিব মুখ্য বৈজ্ঞানিকের সাথে যোগ দিয়েছেন। বৃহস্পতি যেন জেরার মুখে পড়েছেন এমনটাই মনে করছিলেন। কিন্তু শিবের যে এই ব্যাপারটার গভীরে যাওয়া প্রয়োজন তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন।

'সোমরস সমস্যার একটা স্থায়ী প্রতিকার খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম,' উত্তর দিলেন বৃহস্পতি।

'স্থায়ী প্রতিকার?'

'মন্দার পর্বত ধ্বংস তো সাময়িক প্রতিকার। আমরা জানি যে ওটা পূর্নর্নির্মিত হবে। নাগরা আমায় জানিয়েছে যে পূর্নর্নির্মাণ বিস্ময়করভাবে অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। এতে পাঁচ বছর লাগার কথা তো নয়। অন্তত মেলুহী দক্ষতার কাছে। কিন্তু এর পূর্নর্নির্মাণ শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

শিব সতীর দিকে তাকালেও সতী চুপ করে রইলেন।

'মন্দার পর্বত আবার পুরো উৎপাদন ক্ষমতায় ফিরলেই সরস্বতীর বিনাশ ও বিপুল পরিমাণে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের উৎপাদন আবার শুরু হবে। কাজেই আমাদের কোনো স্থায়ী প্রতিকার খুঁজে বের করতে হবে। সেটা করার সেরা উপায় সোমরসের উপাদানগুলো পরীক্ষা করে দেখা। আমরা যদি কোনোভাবে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে হয়তো সোমরসের বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। অনেকগুলো উপাদানেরই সহজ বিকল্প রয়েছে। কিন্তু দুটোর নয়। প্রথমটা হল সঞ্জীবনী গাছের ছাল ও ডাল আর দ্বিতীয়টা হল সরস্বতীর জল। সঞ্জীবনী গাছ পাওয়াটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। মেলুহা তার উত্তর সীমানা বরাবর এর প্রচুর চাষ করেছে। একজনের পক্ষে কতগুলো ক্ষেত ধ্বংস করা সম্ভব? আর তাছাড়া গাছ তো আবার লাগানো যায়। এর পরে আসি সরস্বতীর কথায়। তার জলকে কোনোভাবে কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?'

যখন প্রথম দেবগিরিতে এসেছিলেন তখন দক্ষের সাথে যে আলোচনা হয়েছিল তার কিছু কিছু অংশ শিবের মনে পড়লো। আমাকে সম্রাট দক্ষ বলেছিলেন যে চন্দ্রবংশীরা একশ বছরেরও বেশি আগে সরস্বতীকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছিল। সরস্বতীতে এসে পড়া প্রধান নদীগুলোর অন্যতম যমুনাকে তার

থেকে সরিয়ে যমুনার জলধারাকে গঙ্গার দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল তারা। মেলুহীরা এটা বিশ্বাস করলেও আমার কাছে এটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য ঠেকেনি।'

বৃহস্পতি ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন। 'হুঁঃ। চন্দ্রবংশী শাসকেরা নিজেদের সাম্রাজ্যে যাতায়াতের পথই বানাতে পারে না। কি করে কারও ভাবা সম্ভব যে তারা কোনো নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে? একশ বছর আগে যা ঘটেছিল তা হলো একটা ভূমিকম্পে যমুনার গতিপথ ঘুরে যায়। মেলুহীরা চন্দ্রবংশীদের হারায় আর সন্ধিচুক্তিতে স্থির হয় যে যমুনার উৎসমুখে লোকবসতি নিষিদ্ধ হবে। আর মেলুহীদের নদীর গতিপথ পরিবর্তনের প্রযুক্তি তো ছিলই। তারা বিশাল বিশাল বাঁধ তুলে যমুনার যাত্রাপথ ঘুরিয়ে তাকে আবার সরস্বতীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে।'

'তাহলে এই ছিল তোমার পরিকল্পনা? যমুনার বাঁধগুলো ধ্বংস করা?'

'উঁহু। এটা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু ওটাও অসম্ভব। নিরাপত্তার জন্য ওদের হাতে অনেক বিকল্প। ওইসব বাঁধ ধ্বংস করতে গেলে পাঁচটা বাহিনীর মাসের পর মাস ধরে খোলাখুলি কাজ চালাতে হবে। আর আমাদের তো নিশ্চিতভাবেই সামান্য কিছু লোককে নিয়ে গোপনে কাজ করতে হবে।'

'তাহলে তোমার পরিকল্পনাটা কি?'

'বিকল্পের সন্ধান। আমরা সরস্বতীকে সরাতে পারবো না। কিন্তু সরস্বতীর সোমরস উৎপাদনের যে ক্ষমতা তাকে কি আমরা কিছুটা দুর্বল করতে পারি না? যমুনার উৎসে কি এমন কিছু মেশানো সম্ভব নয় যা বয়ে গিয়ে সরস্বতীতে মিশে উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করবে? আমি ভেবেছিলাম যে আমরা এই রকমই একটা উপাদান খুঁজে পেয়েছি।'

'কি?'

'এক ধরনের জীবাণু যে সঞ্জীবনী গাছের সাথে প্রতিক্রিয়া করে তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট করে ফেলে।'

'আমি ভেবেছিলাম যে সঞ্জীবনী গাছ তো এমনিতেই স্থিতিশীল নয় আর নষ্টও হয় খুব তাড়াতাড়ি। আয়ুর্বতী আমাকে বলেছিলেন যে সঞ্জীবনীর ছালকে

স্থিতিশীল করার জন্য তার সাথে অন্য আর একটা গাছের ছাল থেঁতলে মেশানো হয় আর এইভাবেই তৈরি হয় নাগ ঔষধ। সঞ্জীবনী যদি এমনিতেই দ্রুত নষ্ট হয় তো সেটাকে ত্বরান্বিত করতে অন্য জীবাণুর কি প্রয়োজন? ওটা কি এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে না?'

'সঞ্জীবনীর ছাল তখনই নষ্ট হয় যখন তাকে ডাল থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়। পুরো ডালটাই যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে কিন্তু নষ্ট হবে না। ছোটখাটো মাত্রায় উৎপাদনের পক্ষে ছাল ব্যবহার সহজ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সোমরস উৎপাদনে আমাদের থেঁতলানো ডাল ব্যবহার করতে হয়। মন্দার পর্বতে আমরা সেটাই করতাম। কিন্তু সে পদ্ধতি আমার বৈজ্ঞানিকদের অল্প কয়েকজনের জানা।'

'তাহলে তুমি সঞ্জীবনীর ডালকে দ্রুত ক্ষয়প্রবণ করে তুলতে চাও?'

'হ্যাঁ। এটা যে ওই জীবাণুর সাহায্যে করা সম্ভব তা আমি আবিষ্কার করি। কিন্তু ওই জীবাণু শুধুমাত্র মেসোপটেমিয়াতেই পাওয়া যায়।'

'আমরা যখন প্রথম প্রথম মেলুহা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন কি তুমি এটাই করচপ বন্দর থেকে সংগ্রহ করেছিলে? তুমি বলেছিলে যে তুমি মেসোপটেমিয়া থেকে আসা কিছু একটা আশা করছো।'

'হ্যাঁ,' জানালেন বৃহস্পতি। 'এবং ওটা একদম ঠিকঠাকই কাজ করতো। সঞ্জীবনী গাছ ও সরস্বতীর জল ছাড়া সোমরস বানানো অসম্ভব। সরস্বতীর জলে জীবাণু উপস্থিতি সঞ্জীবনী গাছকে পদ্ধতির শুরুতেই অব্যবহার্য করে তুলবে। আর যাই হোক না কেন, সরস্বতীর জল ছাড়া তো আর সোমরস বানানো সম্ভব হবে না। সঞ্জীবনীর ক্ষমতা ছাড়া সোমরস অতটা শক্তিশালী হবে না। সেটা মানুষের আয়ু তিনগুণ বা চারগুণ না বাড়িয়ে মাত্র কুড়ি বা তিরিশ বছর বাড়াতে পারবে মাত্র। আর তাছাড়া এটা সোমরসের বর্জ্য পদার্থ উৎপাদনকেও প্রায় নিশ্চিতভাবে শূন্যের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাবে। সোমরসের ক্ষমতার কিছুটা ত্যাগ করে আমরা তার বর্জ্য পদার্থের পুরোটাই ত্যাগ করতে পারবো। আবার, ওই জীবাণু জলে মিশে গিয়ে বহুগুণে বেড়ে উঠবে। আমাদের শুধু ওটাকে যমুনার জলে ছেড়ে দিতে হবে বাকী যা হবার নিজে নিজেই হবে।'

'শুনতে তো একদম ঠিকঠাকই লাগছে। তা করলে না কেন?'

'কোনো কিছুই সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নয় হে,' বৃহস্পতি জানালেন। 'জীবাণু তার নিজের সমস্যা নিয়ে এলো। ওটা নিজেই কিছুটা বিষাক্ত। সরস্বতীতে যতটা মেশানো প্রয়োজন আমরা যদি সেই রকম প্রচুর পরিমাণে তাকে মেশাই তাহলে সরস্বতী ও যমুনা উভয়ের জলের উপরেই যারা নির্ভরশীল তাদের উপর নতুন এক গুচ্ছ রোগ নেমে আসবে। আমরা একটা সমস্যার বিকল্প হিসাবে আরেকটা সমস্যা নিয়ে আসবো।'

'তাহলে তুমি কি এই চেষ্টায় ছিলে যাতে করে ওই জীবাণুর বিষাক্ত প্রভাব কমানো যায় বা একেবারে নষ্ট করে ফেলা যায়? অবশ্য তার সঞ্জীবনী গাছকে নষ্ট করার ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে?'

'হ্যাঁ। গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল। যারা সোমরসকে সমর্থন করে তারা যদি এই জীবাণুর কথা জানতে পারে তো গোড়াতেই একে নষ্ট করার চেষ্টা চালাবে। তারা যদি জানতে পারে যে আমি এরকম এক পরীক্ষা চালাচ্ছি তো তারা আমাকেও মেরে ফেলবে।'

'তোমার কি এখন মরার ভয় নেই?' শিব বলে উঠলেন। 'মেলুহীদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যখন তারা জানতে পারবে যে তুমি শিকার হওনি—উল্টে তুমিই মন্দার পর্বত আক্রমণের মূল লোক।'

বৃহস্পতি একটা বড় করে শ্বাস টেনে বললেন, 'আগে আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল কারণ আমি একাই এই পরীক্ষা চালাতে পারতাম। কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। আর সোমরস সমস্যার প্রতিকারও আর আমার হাতে নেই। ওটা তোমার হাতে। আমার আর বেঁচে থাকায় কিছু যায় আসে না। মন্দার পর্বত আবার তৈরি হবে। এ শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর সোমরস উৎপাদনও আবার শুরু হবে। শিব, তোমাকে এটা থামাতেই হবে। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য সোমরসকে তোমায় থামাতেই হবে।'

'বৃহস্পতিজী, পুনর্নির্মাণ একটা ছল মাত্র। ওটা শত্রুদের ভুল ভাবানোর জন্য করা যাতে তারা ভাবে যে সোমরস উৎপাদন আগের অবস্থায় আসতে সময় লাগবে। তাদেরকে এটাই বিশ্বাস করাতে হবে যে মেলুহা নিশ্চয়ই কম পরিমাণে সোমরসের উপরে টিকে রয়েছে,' জানালেন সতী।

'সে কি? আরেকটা উৎপাদনের স্থান আছে নাকি?' কালীর দিকে চকিতে তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন বৃহস্পতি। 'কিন্তু তা তো হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, পারে,' উত্তরে জানালেন সতী। 'বাবা নিজে আমাকে বলেছিলেন। মনে হয় ওটা বহু বছর আগেই তৈরি হয়েছিল। মন্দার পর্বতের বিকল্প সহায়ক ব্যবস্থা হিসাবে। যদি কোনোভাবে . '

'কোথায়?' কালী জানতে চাইলেন।

'তা জানি না,' সতী উত্তর দিলেন।

'দুচ্ছাই,' কালী গর্জে উঠে বৃহস্পতির দিকে ফিরলেন। 'আপনি বলেছিলেন যে এটা সম্ভব নয়। পেষাই যন্ত্রগুলোর মিশর থেকে আসা উপাদানের প্রয়োজন। ভারতীয় উপাদান থেকে সেগুলো তৈরি করা সম্ভব নয়। আমাদের জোটসঙ্গীরা মিশরীয় খনির উপর সর্বক্ষণ লক্ষ রেখে চলেছে। মেলুহায় কোনো উপাদান যায়নি।'

এর গুঢ়ার্থ মাথায় ঢুকতেই বৃহস্পতির মুখ সাদা হয়ে গেল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করে উঠলেন, 'প্রভু রাম কৃপা করুন—কি করে ওরা এমনটা করতে পারে?'

'কি করতে পারে?' শিব জানতে চাইলেন।

'আরেকটা উপায়ে সরস্বতীর জলকে থেঁতলানো সঞ্জীবনীর ডালের সাথে মেশানো যেতে পারে। কিন্তু সেটাকে অপচয়কারী ও আপত্তিকর বলে ধরা হয়।'

'কেন?'

'প্রথমত, ওতে আরও বেশি পরিমাণে সরস্বতীর জল লাগে। আর দ্বিতীয়ত, ওতে মানুষ বা অন্য প্রাণীর চামড়ার কোষ লাগে।'

'সেকি?' শিব ও সতী আঁতকে উঠলেন।

'এর মানে ওটা নয় যে জীবন্ত মানুষ বা অন্য প্রাণীর ছাল ছাড়ানো হয়,' বৃহস্পতি যেন তাঁদের আশ্বস্ত করলেন। 'আমরা জীবিত থাকাকালীন প্রতি মুহূর্তে যে পুরনো ও মৃত চামড়ার কোষ ত্যাগ করি সেটাই দরকার। এইসব কোষ সরস্বতীর জলকে সাহায্য করে যাতে সে আণবিক স্তরে সঞ্জীবনীর ডালে ঘর্ষণ উৎপাদন

করে। মৃত চামড়ার কোষ মেশানো জল একটা কুঠরিতে রাখা থেঁতলানো ডালের উপর ঢালা হয়। ওই পদ্ধতিতে কোনো চূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু, বুঝতেই পারছো যে এতে প্রচুর জলের প্রয়োজন। আর দ্বিতীয়ত, কি করে থেঁতলানো সঞ্জীবনীর ডাল রাখা কুঠরীতে বহুদূর থেকে জন্তু ও মানুষ এসে বিশালাকার জলের পাত্রে প্রবেশ করবে? এটা তো বিপদজনক।'

'কেন?'

'চান করার সময়েই মানুষ বা জন্তুর চামড়ার মৃত কোষ সবচাইতে বেশি ঝরে পড়ে। একজন মানুষ প্রতি বছর গড়ে দুই থেকে তিন কিলোগ্রাম চামড়ার কোষ খসায়। চানের ফলে পদ্ধতিটা দ্রুততর হয়।'

'কিন্তু এটা বিপজ্জনক কেন?'

'কেননা সোমরস উৎপাদন আপনা থেকেই স্থিতিশীল নয়। চামড়ার কোষ তাকে আরও অস্থির করে তোলে। সোমরস উৎপাদন ব্যবস্থার কাছাকাছি কোথাও কেউ ঘন জনবসতি চায় না। কোন কিছু ভুল হলেই যে বিস্ফোরণ হবে তাতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হতে পারে। এমনকী সাধারণ পদ্ধতিতেও—যাতে নড়াচড়ার সময় বিপদ কম থাকে—আমরা কাছাকাছি সোমরস উৎপাদক কেন্দ্র গড়ে তুলি না। নগরের লাগোয়া সোমরস উৎপাদক কেন্দ্র, যেখানে এইরকম বিপজ্জনক চামড়ার কোষ নিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে সেইখানে যদি তার ঠিক উপরেই বহু সংখ্যক মানুষ স্নান করে তাহলে কি হবে ভাবতে পারো?'

শিবের মুখ হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। 'মেলুহার নগরের জনস্নানাগার ’ ফিসফিস করে বললেন তিনি।

'ঠিক তাই। নগরের মধ্যে, স্নানাগারের তলাতেই কেন্দ্র বানাও। যত মৃত চামড়ার কোষ দরকার তা পাওয়া যাবে,' বৃহস্পতি জানালেন।

'কিন্তু যদি কোনো গোলমাল হয়—যদি বিস্ফোরণ হয় ’

'দৈবী অস্ত্র বা নাগদের ঘাড়ে দোষ চাপাও। চাইলে চন্দ্রবংশীদেরও দায়ী করতে পারো,' বৃহস্পতি ফুঁসছিলেন। 'চারদিকে এত বিপদ আপদের আংকা থাকায় যাকে খুশি বেছে নিতে পারো!'

‘কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে,’ ভৃগু বলে উঠলেন।

তিনি দিলীপের সাথে মন্দার পর্বতের ধ্বংসাবশেষ খুঁটিয়ে দেখছিলেন। যদিও পুনর্নির্মাণ চলছে তবুও সোমরস উৎপাদক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার ধারে কাছেও নেই।

‘দিলীপ মহর্ষির দিকে ঘুরলেন। ‘মহর্ষিজী, আমারও সেই মত। নাগদের মন্দার ধ্বংসের পর পাঁচ বছরের বেশি সময় চলে গেছে। এটা হাস্যকর যে এখনও পুনর্নির্মাণ শেষ হয়নি।’

ভৃগু দিলীপের দিকে ঘুরে বিরক্তিতে হাত ঝাঁকালেন।

‘মন্দার পর্বত আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা একটা প্রতীক মাত্র। আমি পঞ্চবটী আক্রমণের কথা বলছি।’

দিলীপ বড় বড় চোখে মহর্ষির দিকে তাকালেন। *মন্দার পর্বত গুরুত্বপূর্ণ নয়? তার মানে গুজবটা সত্যি। আরেকটা সোমরস উৎপাদক কেন্দ্র রয়েছে।*

দিলীপের হতভম্ব মুখভঙ্গী উপেক্ষা করে ভৃগু বলে চললেন, ‘আমি আক্রমণকারীদের পুরো এক ঝাঁক পায়রা দিয়েছি। সেগুলোর সব কটাকেই এইখানে ফিরে আসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শেষ পায়রাটা আসার পর দুসপ্তাহ কেটে গেছে।’

দিলীপ ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি আমার লোকেদের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। ওরা ব্যর্থ হবে না।’

ভৃগু দিলীপের সেনাবাহিনী থেকে একজন আধিকারিককে পঞ্চবটীতে শিবের বাহিনীর উপর আক্রমণের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। কন্যাস্নেহের জন্য নিজেকে বিষয়টার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখায় দক্ষের ক্ষমতার উপর তাঁর আস্থা ছিল না। ‘সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ও যেভাবে আমার নির্দেশমতো নিখুঁতভাবে প্রতি সপ্তাহে বার্তা পাঠিয়েছে তাতেই ও নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। এই যে সংবাদ যোগানোতে বাধা পড়েছে তার অর্থ হয় সে বন্দী হয়েছে অথবা মারা পড়েছে।’

‘আমি নিশ্চিত যে বার্তা আসার পথে রয়েছে। আমাদের চিন্তার কারণ নেই।’

ভৃগু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চাইলেন। ‘আপনি কি এইভাবেই নিজের

সাম্রাজ্য চালান, মহান সম্রাট? আপনার পুত্রের সিংহাসনের উপর যে দাবী তা যে রীতিমতো ন্যায্য তাতে কি সন্দেহ আছে?'

দিলীপের মৌনতায় অনেক কিছুই প্রকাশ পেল।

ভৃগু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন, তখন আপনি সেরাটা আশা করলেও চরম খারাপের জন্যও তো আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। শেষ বার্তায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে তারা পঞ্চবটীর থেকে আর ছয় দিনের দূরত্বে রয়েছে। আর কোনো খবর না পাওয়ায় আমি সবচাইতে খারাপটা ভাবতেই বাধ্য হচ্ছি। আক্রমণ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়েছে। আর আমি এটাও মনে করছি যে শিব আক্রমণকারীদের পরিচয় জানেন।'

দিলীপ কিছু না বলে হাঁ করে ভৃগুর দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি ভাবলেন মহর্ষি বাড়াবাড়ি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন।

'মাননীয় সম্রাট, আমি বাড়াবাড়ি করছি না,' বললেন ভৃগু।

স্তম্ভিত দিলীপ চুপ করে রইলেন।

'বিষয়টাকে এলেবেলে ভাববেন না,' ভৃগু আবার বললেন। 'এটা আপনার বা আমার বিষয় নয়। এ সারা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-এর কথা। এটা শ্রেষ্ঠতম শুভশক্তি রক্ষার কথা। আমরা ব্যর্থ হতে পারি না। এটা প্রভু ব্রহ্মার প্রতি আমাদের কর্তব্য। আমাদের এই মহান জন্মভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য।'

দিলীপ চুপ করে রইলেও একটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরে ফিরে আসছিল। *'এখানে আমি আমার ক্ষমতার থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। এমন সব শক্তির সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি যারা সামান্য সম্রাটের আওতার বাইরে।'*

অধ্যায় ৪

ব্যাঙের নীতিগল্প

শিবের থাকার স্থানটা রান্না করা টাটকা খাবারের গন্ধে ভুরভুর করছিল। সেখানে তাঁর পরিবার সান্ধ্য ভোজনের জন্য জড়ো হয়েছিল। নিজের পরিবারকে একসঙ্গে নিয়ে এই প্রথম ভোজের আয়োজনটা ছিল সতীর কাছে রান্নার দক্ষতা দেখানোরও সুযোগ। শিব গণেশ আর কার্তিক খাওয়া শুরু করার আগে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

রীতি অনুসারে শিবের পরিবারের প্রত্যেকে জল পান করার পাত্র থেকে সামান্য জল নিয়ে নিজেদের থালার চারদিকে ছিটিয়ে দিলেন—প্রতীকীভাবে ধন্যবাদ জানালেন মা অন্নপূর্ণাকে, আশীর্বাদস্বরূপ খাদ্য ও পুষ্টি দেওয়ার জন্য। এরপর তারা অল্প পরিমাণ খাদ্য প্রথমে দেবতাকে উৎসর্গ করলেন। প্রাচীন রীতি ভেঙে শিব সব সময়ে তাঁর খাবারের অংশ নিজের স্ত্রীকে উৎসর্গ করতেন। তাঁর কাছে স্ত্রী ছিলেন দেবোপম-পবিত্র। প্রতিদানে সতীও তাঁর প্রথম খাবারের টুকরো শিবকে উৎসর্গ করতেন।

এইভাবেই খাওয়া শুরু হত।

'গণেশ তোমার জন্য আজ কিছু আম নিয়ে এসেছে,' স্নেহের দৃষ্টিতে কার্তিকের দিকে তাকিয়ে সতী বললেন।

কার্তিক একগাল হাসলো, 'দারুণ! ধন্যবাদ দাদা!'

গণেশ হেসে কার্তিকের পিঠ চাপড়ে দিল।

'তোমার আরো বেশি করে হাসা উচিত কার্তিক,' শিব বললেন 'জীবন অতটা কঠিন নয়।'

কার্তিক তার পিতার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'চেষ্টা করবো বাবা।'

তাঁর অন্য সন্তানের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বড় করে শ্বাস টেনে শিব বললেন, 'গণেশ?'

'হ্যাঁ . বাবা,' গণেশ বললেন। শিবকে 'বাবা' সম্বোধন করলে শিবের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা নিয়ে গণেশ দ্বিধায় ছিলেন।

'আমার বাছা।' ফিসফিস করে শিব বললেন, 'তোমার প্রতি ভুল বিচার করেছি।' গণেশের চোখ জলে ভরে গেল।

'আমায় ক্ষমা কোরো,' শিব বললেন।

'না বাবা,' অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন গণেশ। বললো 'কেমন করে আপনি আমায় ক্ষমার কথা বলেন? আপনি যে আমার পিতা।'

বৃহস্পতি শিবকে বলেছিলেন যে তিনি গণেশকে দিয়ে এক গোপন শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন—কেউ যেন জানতে না পারে যে মেলুহার মুখ্য বৈজ্ঞানিক বেঁচে আছে। বৃহস্পতি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেন নি এবং মেসোপটেমীয়ার জীবাণু নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। গণেশ তার শপথ বজায় রাখতে গিয়ে তার অতি প্রিয় মাকে প্রায় হারাতে বসেছিল এবং দুঃখজনকভাবে শিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

'তুমি কথা দিলে কথা রাখো,' শিব বললেন। 'বৃহস্পতির কাছে করা প্রতিজ্ঞা তুমি পালন করেছিলে এবং তার ফলে যে মুল্য দিতে হবে সে ব্যাপারে কোন রকম চিন্তা না করেই।'

গণেশ চুপ করে রইলেন।

'আমি তোমার জন্য গর্ব অনুভব করি বাছা,' শিব বললেন।

গণেশের মুখে হাসির ভাব ফুটে উঠলো।

সতী প্রথমে শিব, কার্তিক এবং তারপর গণেশের দিকে দেখলেন। তাঁর জগৎ পরিপূর্ণ হয়েছিল। জীবন যতটা পরিপূর্ণ হতে পারে ততটাই হয়েছিল। তিনি এর চেয়ে বেশি আর কিছু চাননি। ইচ্ছে করলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পঞ্চবটীতে থাকতে পারতেন। কিন্তু জানতেন যে তা হওয়ার নয়, একটা যুদ্ধ এগিয়ে আসছিল।

এই লড়াইতে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তিনি জানতেন যে এই ভালো লাগার মুহূর্তটা যতক্ষণ বজায় রাখা যায় তত ভালো।

'এবার কি করবো বাবা?' কার্তিক গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন।

'এখন আমরা খাবো!' শিব হেসে বললেন। 'আর তারপর আশা করি আমরা শুতে যাবো।'

'না, না,' কার্তিক হেসে উঠলেন। 'আমি যা বলতে চাইছি আপনি তা জানেন। আমরা কি সোমরসকে চরম অশুভ শক্তি রূপে ঘোষণা করবো? যারা সোমরস ব্যবহার করে এবং রক্ষা করে তাদের সকলের বিরুদ্ধে কি আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করবো?'

শিব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কার্তিকের দিকে তাকালেন। 'এর মধ্যে অনেক লড়াই হয়ে গেছে কার্তিক। আমরা তাড়াহুড়ো করে কিছু করবো না।'

গণেশের দিকে শিব ঘুরে বললেন, 'কিছু মনে করো না, বাছা। আমার তো অনেক কিছু জানার প্রয়োজন। আমায় জানতেই হবে।'

'বুঝতে পারছি বাবা। শুধুমাত্র দুটো গোষ্ঠীর লোকেরাই আছে যারা এই সম্পর্কে সব কিছু জানে।'

'বাসুদেবরা ও বায়ুপুত্ররা?'

'হ্যাঁ।'

'বায়ুপুত্র পরিষদ যে আমাকে সাহায্য করবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু জানি যে বাসুদেবরা করবে।'

'আমি তোমায় উজ্জয়িনীতে নিয়ে যাবো বাবা। তুমি তাঁদের মুখ্য পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারবে।'

'উজ্জয়িনী কোথায়?'

'উত্তরে। নর্মদা পেরিয়ে।'

শিব একটু ভাবলেন, 'সোজা পথে স্বদ্বীপ ও মেলুহা যাওয়ার পথের মধ্যে এটা পড়বে, ঠিক তো?'

পঞ্চবটীর সুরক্ষার স্বার্থে কালী, শিব ও তাঁর বাহিনীকে অনেক ঘুরপথে কাশী

থেকে পঞ্চবটীতে নিয়ে এসেছিলেন যাতে বছর খানেক লেগেছিল। বাহিনী প্রথমে পূর্বদিকে স্বদ্বীপের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করে ব্রঙ্গতে গিয়ে, তারপর সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল। তারপর তারা পশ্চিমে কলিঙ্গ থেকে আরও পশ্চিমে যাত্রা করে ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যের ভেতর দিয়ে গোদাবরীর উৎসে পৌঁছে ছিল, যেখানে পঞ্চবটী অবস্থিত। শিব বুঝতে পারলেন মেলুহা ও স্বদ্বীপ যাওয়ার কম দূরত্বের সোজাপথ অবশ্যই আছে, যা নাগ পথপ্রদর্শক ছাড়া যাওয়া অসম্ভব। কারণ, অভেদ্য জঙ্গল এই পথের মধ্যে বাধা হয়ে রয়েছে।

'হ্যাঁ বাবা, যদিও এই পথের ব্যাপারটা মাসী খুবই গোপন রাখেন তাও আপনাদের তিনজনকে এই পথে নিয়ে যেতে তিনি আনন্দের সঙ্গেই রাজি হবেন।'

'আমি বুঝতে পারছি।' সতী বললেন। 'নাগদের অনেক শক্তিমান শত্রু বর্তমান।'

'ঠিক, মা,' গণেশ শিবের দিকে ঘোরার আগে বললেন।

'কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, যদিও যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি আমরা তো জানিই যে দেশের সবচেয়ে শক্তিমান সম্রাটরা আমাদের বিরুদ্ধে। ওই সম্রাটদের সঙ্গে পঞ্চবটীর অতিথি নিবাসে যারা রয়েছে তাদের কারা কারা যোগ দেবে সেটা কয়েক মাসের ভেতরেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। পঞ্চবটী হল নিরাপদ আশ্রয় স্থান। এর গোপনীয়তা এখনই প্রকাশ করে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'আমার বাহিনীকে নিয়ে আমি কি করবো সেই ব্যাপারে একটু চিন্তাভাবনা করে নিতে দাও। সপ্তসিন্ধুতে খুব বেশি রাজা নেই যাদের আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বাস করতে পারি। একবার মনস্থির করে নিই, তারপর উজ্জয়িনী যাত্রার পরিকল্পনা করা যাবে।'

কার্তিক গণেশের দিকে ঘুরে বললেন, 'দাদা, একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বায়ুপুত্ররা হলেন প্রভু রুদ্রের রেখে যাওয়া গোষ্ঠী। তাঁরা বিষ্ণুর সপ্তম অবতার প্রভু রামকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর কাজ শেষ করার জন্য। তাহলে সোমরস যে এখন অশুভ শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে এইটা এই ভালো

লোকেরা দেখতে পারছে না, সেটা কেমন করে সম্ভব?'

গণেশ মৃদু হাসলেন, 'আমার একটা ব্যাখ্যা আছে।'

খেতে খেতে শিব ও সতী গণেশের দিকে তাকালেন।

'তুই ব্যাঙ দেখেছিস, ঠিক তো?' গণেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ,' কার্তিক বললেন। 'মজার প্রাণী, বিশেষ করে তাদের জিবটা।'

গণেশ মৃদু হাসলেন, 'শোনা যায় অনেক কাল আগে এক অজানা ব্রাহ্মণ বৈজ্ঞানিক ব্যাঙের ওপর কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। একপাত্র ফুটন্ত জলে ব্যাঙ ফেলে দিয়েছিলেন। তক্ষুণি ব্যাঙটা লাফিয়ে বেরিয়ে এল। এরপর পাত্র ভর্তি ঠাণ্ডা জলে ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিলেন। ব্যাঙটা ভালোভাবেই পাত্রের ভেতর রইলো। এরপর ব্রাহ্মণ ওই জলের তাপমাত্রা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ধীরে ধীরে বাড়াতে লাগলেন। ব্যাঙটা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া তাপকে সইয়ে নিতে থাকলো আর অবশেষে অতিরিক্ত গরম জলের কারণে সে মারাই গেল—বেরোনোর কোন চেষ্টা না করেই।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে শিব, সতী আর কার্তিক শুনছিলেন। 'নাগ ছাত্রছাত্রীদের এই গল্প শেখানো হয় জীবনের নীতিশিক্ষা হিসেবে,' গণেশ বললো। 'অনেক সময়ই হঠাৎ কোন সংকটজনক পরিস্থিতিতে হওয়া তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আমাদের বাঁচাতে সাহায্য করে। ক্রমশ বেড়ে ওঠা সংকটজনক পরিস্থিতিকে আমরা এতটাই মানিয়ে নিতে চেষ্টা করি যে শেষে নিজেরাই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাই।'

'তুমি বলতে চাইছো যে বায়ুপুত্ররা সোমরসের ক্রমশ বেড়ে ওঠা অশুভ প্রভাবকে মানিয়ে নিচ্ছে?' কার্তিক বললেন। 'এই দুঃসংবাদটা কি যথেষ্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে না?'

'হতে পারে,' গণেশ বললেন। 'আমি কখনই মানতে পারছি না যে প্রভু রুদ্রের বংশধর বায়ুপুত্ররা সচেতনভাবে অশুভ শক্তিকে বেঁচে থাকতে দেবে। এর এটাই ব্যাখ্যা যে তারা নিশ্চিতভাবে মনে করে সোমরস অশুভ শক্তি নয়।'

'ভেবে দেখার বিষয়,' শিব বললেন। 'আর হয়তো তুমি ঠিকই বলছো।'

পরিবেশটা হাল্কা করার জন্য সতী হেসে বললেন 'তুমি কি সত্যিই ব্যাঙকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাটা বিশ্বাস করো?'

গণেশ মৃদু হাসলেন। 'গল্পটা এখানে এতই জনপ্রিয় যে আমি এটা ছোটবেলায় করে দেখেছি।'

'সত্যিই তুমি একটা ব্যাঙকে ফুটিয়ে মেরেছিলে আর ওটা সারাক্ষণ চুপ করে বসে ছিল।'

গণেশ হাসলেন। 'মা যাই কর না কেন, ব্যাঙ কখনই চুপ করে বসে থাকে না! ফুটন্ত জল, ঠাণ্ডা জল, উষ্ণ জল সবেতেই ব্যাঙ লাফিয়ে বেরিয়ে আসে।'

মহাদেবের পরিবারের সকলেই প্রাণখুলে হাসতে লাগলেন।

— ⅄OUᛏ⊗ —
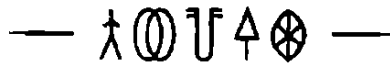
নাগদের অভিজাত সম্প্রদায়দের সঙ্গে দেখা করে শিব ও সতী সবে পঞ্চবটী রাজ্যসভা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। রানী কালীর সঙ্গে অনেক অভিজাতরাই একমত ছিলেন যে মেলুহায় এক্ষুণি আক্রমণ করে অশুভ সোমরসকে ধ্বংস করা দরকার। কিন্তু বাসুকী আর অস্তিকের মত কয়েকজন যুদ্ধ এড়াতে চাইছিলেন।

'বাসুকী ও অস্তিক সত্যিই শান্তি চায়। কিন্তু ভুল কারণে,' শিব মাথা নেড়ে বললেন। 'তাঁরা উচ্চ বংশের নাগ হতে পারেন কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস যে তাঁরা নিজেরাই নিষ্ঠুর ভাগ্যের শিকার। কারণ তাঁরা পূর্বজন্মের পাপের শাস্তি ভোগ করছেন। এটা অর্থহীন!'

সতী বহুজন্মের কর্মফলের ধারণাকে বিশ্বাস করতেন, আপত্তি না করে থাকতে পারলেন না। 'আমরা কোন কিছু বুঝতে না পারলে শুধুমাত্র সেই কারণে কোন ধারণাকে অর্থহীন বলা উচিত নয়, শিব।'

'আরে সতী, জীবন তো একটাই। এই মুহূর্তটাই একমাত্র বাস্তব যাতে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। বাকি সবই তত্ত্বকথা।'

'তাহলে নাগরা বিকৃতি নিয়ে জন্মায় কেন। আমি কেন বিকর্ম হয়ে এতদিন জীবন যাপন করলাম? নিশ্চয় কোনও কারণে এটা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আমরা পূর্বজন্মের পাপের মূল্য চোকাচ্ছি।'

'হাস্যকর! কেমন করে কেউ পূর্বজন্মের পাপের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে?

বিকর্ম রীতি অথবা অন্য সব রীতির মতোই যে গুলো মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে—তা আমাদেরই সৃষ্টি। তুমি বিকর্ম রীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলে আর নিজেকে তার থেকে মুক্ত করেছ।'

'কিন্তু আমি নিজেকে মুক্ত করিনি শিব। তুমি করেছিলে। এটা তোমার শক্তি। আমি সমেত সকল বিকর্মর মুক্তি হয়েছিল তোমার কর্মের কারণে।'

'তাহলে কি করে এটা কাজ করে?' একমত না হয়ে শিব বললেন। 'সমগ্র বিকর্ম মানুষদের সবার পূর্বজন্মের সংযুক্ত পাপ আমার কলমের এক আঁচড়ের আদেশে বাতিল হয়ে গেল? ওই শুভ দিনে এক ঝলকে প্রত্যেক বিকর্মর বহুজন্মের পাপ ধুয়ে মুছে গেল? ওটা তো দেখছি সত্যিই একটা দৈব ক্ষমা করার দিন ছিল।'

'শিব তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?'

'আমি কি কখনো তা করেছি, প্রিয়তমা?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তাঁর হাসিতে মনের কথা বেরিয়ে পড়লো। 'তুমি কি দেখতে পাওনি পুরো ধারণাটা কতটা অযৌক্তিক। কেউ কেন বিশ্বাস করবে যে এক নিরীহ শিশু পাপ নিয়ে জন্মাবে? এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। একজন শিশু জন্মে কোন ভুল কাজ করেনি। সে এমনকি কোন ঠিক কাজও করেনি। তার শুধুমাত্র জন্ম হয়েছে। সে তো কিছুই করতে পারে না!'

'হয়তো এ জন্মে নয় শিব। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে গত জন্মে সে কোনও পাপ করেছিল? হয়তো শিশুটির পূর্বপুরুষরা কোনও পাপ করেছিল যার ফলে ফলটা শিশুটির ঘাড়ে এসে পড়েছে।'

এটা শুনে শিবের মত পাল্টানো না। 'তুমি বুঝতে পারছো না? জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার এটা একটা পদ্ধতি মাত্র। এর ফলে যারা ভুগছে অথবা নির্যাতিত হচ্ছে তারা দুঃখের জন্য নিজেদেরই দোষী ভাবছে। কারণ, তোমরা বিশ্বাস করো যে তোমাদের পাপের অথবা পূর্বপুরুষদের পাপের অথবা সমাজের পাপের মূল্য তোমরা দিচ্ছো। হয়তো সর্বপ্রথম যে মানুষ জন্মেছিল তারও! ভোগান্তিটাকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত রূপে রূপান্তরিত করা হয়। একই সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ যাতে না প্রশ্ন তুলতে পারে তার ব্যবস্থাও হল।'

'তাহলে কিছু মানুষ কেন পাপের ফল ভোগ করে? তাদের যা প্রাপ্য তার থেকে কেউ কেউ কেন অনেক কম পায়?'

'সেই একই কারণে যার ফলে অনেকে প্রাপ্যর চেয়ে অনেক বেশি পায়। ব্যাপারটা এলোমেলো।'

মহিলাদের প্রতি সৌজন্যবোধে শিব সতীকে ঘোড়া চড়তে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি সাহায্য না নিয়ে নিজেই সুন্দরভাবে ঘোড়ায় চড়লেন। তাঁর স্বামী মৃদু হাসলেন। সতীর এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এবং গর্বিত বোধের চাইতে অন্য কোন গুণকেই শিব বেশি ভালবাসতেন না। তিনি নিজের ঘোড়ায় উঠলেন এবং এক ঝটকায় চলতে থাকা সতীর পাশে পৌঁছে গেলেন।

'সত্যি শিব,' শিবের দিকে তাকিয়ে সতী বললেন। 'পরমাত্মা বিশ্বকে নিয়ে পাশা খেলেন এটা কি তুমি বিশ্বাস করো? এটাও কি বিশ্বাস করো যে আমাদের ভাগ্য এলোমেলো ভাবে নির্ধারিত হয়?'

পথে থাকা নাগরা শিবকে চিনতে পারছিল এবং ঝুঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল। তারা নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যতে বিশ্বাস করতো না, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তাদের রাণী মহাদেবকে শ্রদ্ধা করেন। এবং তার ফলে বেশিরভাগ নাগই শিবকে বিশ্বাস করতো। শিব নম্রভাবে প্রত্যেকের শ্রদ্ধা গ্রহণ করছিলেন ও সতীর দিকে না ঘুরেই উত্তর দিচ্ছিলেন। 'আমার মনে হয় পরমাত্মা আমাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি যে নিয়ম করেছেন তার ফলে এই বিশ্বজগৎ বিদ্যমান। তারপর তিনি কিছু করেছেন যা খুবই দুঃসাধ্য।'

'কি?'

'আমাদের তিনি একা ছেড়ে দেন। তিনি স্বাভাবিক ভাবে সবকিছু যা হওয়ার তা হতে দেন। তাঁর সৃষ্ট প্রাণীরা নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেয়। যাঁর হাতে শাসন করার শক্তি রয়েছে তাঁর এমন প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকা সহজ নয়। এটা মহত্তম ঈশ্বরের পক্ষেই করা সম্ভব। তিনি জানেন এটা আমাদের কর্মভূমি।' চারদিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে শিব বললেন।

'তোমার কি মনে হয় না যে এটা মেনে নেওয়া কঠিন?' যদি মানুষ বিশ্বাস করে নেয় যে তাদের ভাগ্য সম্পূর্ণই এলোমেলো কোন কিছু বোঝার বোধ, উদ্দেশ্য

অথবা অনুপ্রেরণাই আর তাদের থাকবে না। অথবা যেখানে যেভাবে রয়েছে তা কেন রয়েছে তার বোধও থাকবে না।'

'এর উল্টোটাই ঠিক। এটা এক মানবিক ক্ষমতা প্রদানকারী তত্ত্ব। যখন তুমি জানো যে তোমার ভাগ্য এলোমেলো, তখন তোমার স্বাধীনতা রয়েছে নিজেকে এমন তত্ত্বে নিবদ্ধ বা অর্পণ করার যা তোমাকে ক্ষমতা জোগাবে। যদি তুমি সৌভাগ্যের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হও তবে বিনম্রভাবে বদ্ধমূল ধারণা রূপে গ্রহণ করো। কিন্তু যদি তুমি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হও, তোমার জানা উচিত যে কোনও মহান শক্তি তোমায় শাস্তি দেওয়ার জন্য খুঁজছে না। তোমার পরিস্থিতিটা একদম এলোমেলো পারিপার্শ্বিকতার ফল। বিশ্বের এক বাছবিচারহীন খেলা। অতএব তুমি যদি নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নাও, তোমায় প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হবেন না যিনি তোমায় শাস্তি দেবেন। তোমার নিজের মনের সীমাবদ্ধতাই তোমার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। ওটাই তোমাকে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা জোগাবে।'

সতী মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'কোন কোন সময় তুমি খুবই বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা করো।'

শিব চোখ নাচিয়ে বললেন, 'হয়তো এটা আমার পূর্ব জন্মের পাপের ফল!'

তাঁরা একসঙ্গে হাসতে হাসতে দুলকি চালে ঘোড়ায় চেপে নগরদ্বারের বাইরে এলেন।

দূরে পঞ্চবটীর অতিথি উপনিবেশ দেখতে পেয়ে শিব খাদে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'কিন্তু একজনকে এই জন্মের কর্মের হিসেব, তার বন্ধুকে দিতে হবে।'

'বৃহস্পতিজী?'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'তুমি মনে মনে কি ভাবছো?'

'বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যদি সে পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা করতে চায়, আর সে কিভাবে বেঁচে আছে সেই ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে চায়।'

'তারপর?'

'সে ভালোভাবেই তাতে সায় দিয়েছে।'

'আমি এমনটাই আশা করেছিলাম।'

— —
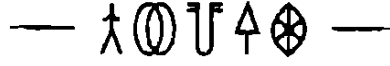
'তুমি ঠিক আছো?' আনন্দময়ী জানতে চাইলেন।

পর্বতেশ্বর আর আনন্দময়ী পঞ্চবটীর অতিথি উপনিবেশে নিজেদের ঘরে ছিলেন।

'আমি পুরোপুরি ধাঁধায় পড়ে গেছি,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'আমাদের জীবনধারার যে সত্য, কর্তব্য, সম্মান মেলুহার শাসনকর্তার সেগুলিকে তো সবচেয়ে বেশি করে মেনে চলা উচিত। যদি আমাদের সম্রাট অভ্যাসগতভাবে আইন ভঙ্গকারী হন তবে আমাদের সম্পর্কে মেলুহার কি বলার থাকতে পারে? সতীর সন্তানের জন্মের সময় তিনি নিজেই তো আইন ভেঙে ছিলেন।'

'জানি সম্রাট দক্ষ যা করেছিলেন তা পুরোপুরি অন্যায়। কিন্তু কেউ তর্কের খাতিরে বলতে পারে যে তিনি কেবলমাত্র একজন পিতা যিনি তাঁর সন্তানকে রক্ষা করছেন। যদিও সেটা তাঁর নিজস্ব বোকার মতো আচরণ।'

'আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে তিনি যা করেছিলেন সেটা অত্যন্ত অন্যায়, আনন্দময়ী। তিনি আইন ভেঙেছিলেন। আর এখন, দৈবী অস্ত্র প্রয়োগ করে তিনি প্রভু রুদ্রের আইন ভঙ্গ করেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ মেলুহাতে তাঁর মতো সম্রাট রয়েছে কেন? কোথাও কোন গণ্ডগোল হচ্ছে না কি?'

আনন্দময়ী তাঁর স্বামীর হাতদুটো ধরলেন। 'তোমাদের সম্রাট কখনই ভালো মানুষ ছিলেন না। আমি তোমায় বহুবছর আগে সেটা বলতে পারতাম কিন্তু তাঁর অপকর্মের জন্য তুমি সব মেলুহীদের দোষ দিতে পারো না।'

'ওইভাবে হয় না জিনিসগুলো। একজন নেতার এমন হওয়া উচিত নয় যে তিনি শুধুমাত্র আদেশ দিতে পারেন। যে সমাজকে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারও তিনি প্রতিভু। নেতাই যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হন, তাহলে সেই সমাজটাও অবশ্যই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'

'তোমার মাথায় এইসব উল্টোপাল্টা ধারণা কে ঢোকাচ্ছে প্রিয়তম? একজন নেতা আর সকলের মতো একজন মানুষ মাত্র। তিনি কোন কিছুর প্রতীকস্বরূপ নন।'

পর্বতেশ্বর মাথা নেড়ে সে কথা নাকচ করলেন। 'কিছু কিছু সত্য আছে যেগুলো অস্বীকার করা যায় না। একজন নেতার কর্ম তার সমগ্র দেশের ওপর প্রভাব ফেলে। তার উচিত জনগণের আদর্শ হওয়া। সেটা চিরসত্য।'

আনন্দময়ী পর্বতেশ্বরের দিকে একটু ঝুঁকলেন, চোখে কোমল দৃষ্টি। 'পর্বতেশ্বর, তোমার কাছে সত্য তোমার মতো, আমার কাছে সত্য আমার মতো। তাহলে চিরসত্য কোথায়? তার কোন অস্তিত্ব নেই।'

পর্বতেশ্বর মৃদু হাসলেন আর আনন্দময়ীর মুখে এসে পড়া দু-চারটে চুল সরিয়ে দিয়ে বললেন 'তোমরা চন্দ্রবংশীরা কথাবার্তা ভালোই বলতে পারো।'

'কেমন চিন্তা ভাবনা তারা যোগাচ্ছে সেই অনুযায়ী কথার ভালো অথবা মন্দ হতে পারে।'

পর্বতেশ্বরের মুখের হাসি আরও বাড়লো। 'তাহলে আমার কি করা উচিত সেই ব্যাপারে তোমার ভাবনা কি? আমার সম্রাটের কার্যকলাপ এমন পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে যেখানে আমার দেবতা নীলকণ্ঠ হয়তো আমার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। আমি তখন কি করবো? কোন পথ নিতে হবে তা জানবো কেমন করে?

'তোমার দেবতার পক্ষেই তোমার থাকা উচিত,' আনন্দময়ী বক্তব্যের মধ্যে কোন দ্বিধা না রেখেই বললেন। 'কিন্তু এটা একটা প্রকল্পিত প্রশ্ন তাই এ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ো না।'

'হে প্রভু, আপনি ডেকেছেন।' আয়ুর্বতী বললেন।

পর্বতেশ্বরের মতো তিনিও আশ্চর্য হয়েছিলেন যখন তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে শিবের কক্ষে আসতে বলা হয়েছিল। পঞ্চবটীতে উপস্থিত হওয়ার পর থেকে

শিব বেশিরভাগ সময়ই নাগদের কাছে কাটাচ্ছিলেন। আয়ুর্বতী খুব জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে শিবের নৌবহর আক্রমণ করার দুষ্কর্মে কোন না কোন ভাবে নাগরা যুক্ত। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে শিব হয়তো পঞ্চবটীতে নাগদের এই বিশ্বাসঘাতকতার সূত্র খোঁজার অনুসন্ধান করছিলেন।

'সুস্বাগতম, পর্বতেশ্বর, আয়ুর্বতী,' শিব বললেন।

'আপনাদের এখানে ডেকেছি কারণ এখন আপনাদের নাগদের রহস্য জানার সময় হয়েছে। পর্বতেশ্বর আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। 'কিন্তু কেবল আমরা দুজন কেন প্রভু?'

'কারণ আপনারা দুজন মেলুহী। আমার সন্দেহ করার কারণ আছে যে গোদাবরী নদীতে আমাদের ওপর আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে অনেক ব্যাপার সংযুক্ত। ব্রঙ্গের মহামারী, নাগদের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা এবং সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়া।'

পর্বতেশ্বর ও আয়ুর্বতী বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

'কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' শিব বললেন। 'মন্দার পর্বতের ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে যুক্ত আছে এই আক্রমণের ব্যাপারটা।'

'কি! কেমন করে?'

'একজনই কেবল এর ব্যাখ্যা দিতে পারে। তোমরা যাকে মৃত বলে বিশ্বাস করো।'

দরজা খোলার শব্দ পেয়েই আয়ুর্বতী ও পর্বতেশ্বর চকিতে ঘুরে সেদিকে তাকালেন।

বৃহস্পতি চুপচাপ ভেতরে ঢুকলেন।

'সোমরস অশুভ?' আনন্দময়ী অবিশ্বাসীর মন নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। 'নীলকণ্ঠ কি এটাই ভেবেছেন?'

পঞ্চবটীর অতিথি উপনিবেশে নিজেদের ঘরে পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ী ছিলেন। এইমাত্র ভগীরথ তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

'তিনি কি ভাবছেন সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই,' কিন্তু বৃহস্পতি তাই ভেবে নিয়েছেন।

'কিন্তু অশুভ শক্তি তো সবার কাছেই অশুভ,' ভগীরথ বললেন। 'স্বদেশ ও স্বধর্মত্যাগী একজন সূর্য্যবংশী কেন সিদ্ধান্ত নেবে যে অশুভ শক্তি কি? আমরা কেন তার কথা শুনবো? নীলকণ্ঠ কেন তার কথা শুনবেন?'

'ভগীরথ, আপনি কি আমার কাছ থেকে আশা করেন, যে মানুষটা আমাদের আত্মস্বরূপ অপরিহার্য্য অংশকে ধ্বংস করেছে সেই বৃহস্পতির সমর্থনে আমি দাঁড়াবো?' পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

'একটু থামো,' হাত তুলে থামিয়ে আনন্দময়ী বললেন। 'বিষয়গুলো একটু ভাবা উচিত . . . যদি ব্রঙ্গের সংক্রামক মহামারীর সাথে সোমরসের কোন যোগসূত্র থাকে, যদি সরস্বতী নদীর ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সোমরসের কোন যোগসূত্র থাকে, যদি নাগদের জন্মগত বিকৃতির সঙ্গে সোমরসের কোন যোগসূত্র থাকে তাহলে এটা কি ভেবে নেওয়া ঠিক নয় যে সোমরস অশুভ?'

'তাহলে নীলকণ্ঠ কি করার পরিকল্পনা করছেন? তিনি কি সোমরসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চাইছেন?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি জানি না ভগীরথ,' বিরক্ত হয়ে পর্বতেশ্বর বললেন। প্রথমে দক্ষ আর এখন বৃহস্পতির জন্য তাঁর চারপাশটা কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিলো। 'যেগুলোর উত্তর আমার জানা নেই, সেই প্রশ্নগুলো আপনি করে যাচ্ছেন?'

আনন্দময়ী পর্বতেশ্বরের কাঁধে হাত রাখলেন। 'হয়তো নীলকণ্ঠও আমাদের মতো মানসিক আঘাত পেয়ে থাকবেন। বিষয়গুলো নিয়ে তাঁর ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন না।'

'কিন্তু এর মধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তিনি,' পর্বতেশ্বর বললেন।

ভগীরথ ও আনন্দময়ী উদগ্রীব হয়ে পর্বতেশ্বরের দিকে তাকালেন।

'সবাই আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠলে আমরা স্বদ্বীপে যাত্রা করতাম। প্রভু আমাদের কাশীতে অপেক্ষা করতে বললেন যতক্ষণ না তিনি পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে গোদাবরীতে আমাদের হত্যা করার যে

ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে রাজা অতিথিগ্ব অযোধ্যার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেন নি।'

'কিন্তু আমরা যদি কাশীতে যাই তাহলে পিতা জানতে পারবেন যে আমরা বেঁচে আছি,' ভগীরথ বললেন। 'তিনি জেনে যাবেন যে তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে।'

'আমাদের এই ব্যাপারে মুখবন্ধ রাখতে হবে। ভান করতে হবে যেন কিছুই ঘটেনি। যেন আমরা আক্রান্তই হইনি। যেন আমরা পঞ্চবটীতে নির্বিঘ্নে যাত্রা করেছি এবং ফিরেও এসেছি।'

'তারা তাদের রণতরীগুলো খুঁজবে না?'

'প্রভু বলেছেন যে সব ঠিক আছে। দীর্ঘ সমুদ্র ও নদীযাত্রায় অনেক কিছুই ঘটতে পারে। ওরা হয়তো বিশ্বাস করবে যে আমাদের ওপর আক্রমণ করার আগেই ওদের রণতরীগুলো দুর্ঘটনায় পড়েছে।'

ভগীরথের ভুরু উঁচু হয়ে উঠলো। 'এই গল্প পিতা বোকার মতো বিশ্বাস করে নিতেনও। কিন্তু তিনি তো নেতা নন। যে এই স্তরের ষড়যন্ত্র সংগঠিত করেছে সে নিশ্চিত ভাবেই অনুসন্ধান করে জেনে যাবে যে ভুলটা কোথায়।'

'কিন্তু অনুসন্ধানে সময় লাগবে আর তার মধ্যে নীলকণ্ঠ যা করতে চান সেটা হয়ে যাবে।'

'প্রভু আমাদের সঙ্গে আসবেন না?' আশ্চর্য হয়ে আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

পর্বতেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আর প্রভু বলেছেন আমরা যেন জানিয়ে দিই তাঁর পরিবারের সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে কোথাও তিনি নেই। প্রচার করতে হবে যে তিনি পঞ্চবটীতে রয়েছেন। প্রভুর বিশ্বাস যে তাঁকে লক্ষ্য করে আক্রমণ হলে আমরা নিরাপদে থাকবো।'

'এর একটাই মানে হতে পারে।' ভগীরথ বললো 'বৃহস্পতির মত তিনি মেনে নিয়েছেন কিন্তু মনস্থির করে নেওয়ার আগে আরো কিছু বিষয় ভালোভাবে বিবেচনা করে নিতে চান।'

আনন্দময়ী উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন। তিনি জানতেন যে একটা যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। হয়তো সবচেয়ে বড়ো এক যুদ্ধ যা ভারতবর্ষ আগে দেখেনি। আর সমগ্র সম্ভাবনা বিচার করলে, মেলুহা আর শিব একে অপরের বিপক্ষে থাকবে। তাঁর স্বামী কোন পক্ষ বেছে নেবেন?

'যাই ঘটুক না কেন,' দুহাতে পর্বতেশ্বরের মুখটা ধরে আনন্দময়ী বললেন 'নীলকণ্ঠর প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতেই হবে।'

পর্বতেশ্বর চুপচাপ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।
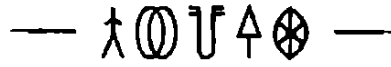
শিব, পরশুরাম ও নন্দী গোদাবরীর তীরে বসেছিলেন। গাঁজার কল্কেতে বড় একটা টান দিয়ে শিব নদীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। চিন্তায় মগ্ন তিনি। বড় করে শ্বাস ছেড়ে বন্ধুদের দিকে ঘুরে তাকালেন, 'তুমি নিশ্চিত, পরশুরাম?'

'হ্যাঁ, প্রভু,' পরশুরাম উত্তর দিলেন। আমি এমনকি আপনাকে বিশাল ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থলে নিয়ে যেতে পারি, যেখানে সে সাংপো নামে পরিচিত। কিন্তু আমি তা করার পরামর্শ দেবো না, কারণ ওই দুর্গম ও পিচ্ছিল পথ খুবই বিপজ্জনক।'

শিবের চুপ করে থাকায় পরশুরাম আরো উত্তেজিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন 'এই নদীটার ব্যাপারটা কি প্রভু?' ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ নিয়ে নাগদেরও অত্যাধিক কৌতূহল তাকে বিহ্বল করে দিয়েছিল।

'প্রথমে নাগেরা, এখন আপনি—এই ব্যাপারে সকলের এত কৌতূহল কেন?'

'এটা হয়তো অশুভ শক্তির বাহক, পরশুরাম।'

নন্দী আশ্চর্য হয়ে তাকালো, 'সাংপোর উৎসটা তিব্বতে আপনার বাড়ির কাছেই না প্রভু?'

'হ্যাঁ নন্দী,' শিব বললেন। 'তার মানে অশুভ শক্তি আমার খুব কাছেই ছিল যা আগে আমি বুঝতে পারিনি।'

নন্দী চুপ করে রইলো। সে ছিল অল্প কয়েক জনের মধ্যে একজন যারা

জানতো শিবের নৌবহরের ওপর আক্রমণকারী রণতরীগুলো মেলুহা থেকে আসা। সে জানতে যে তাকে কি করতে হবে। শিব আর তার দেশকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন উঠলে সে শিবকেই বেছে নেবে। কিন্তু তাও ঘটনাটা তাকে দুঃখ দিয়েছে। সে জানতো হয়তো তাকে এমন একটা সৈন্যদলে অংশ নিতে হবে যারা তার প্রিয় মাতৃভূমি মেলুহার ওপর আক্রমণ করবে। এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়ার জন্য সে নিজের ভাগ্যকে ঘৃণা করতো।

'মনে হচ্ছে আমি জানি কেমন করে ষড়যন্ত্রের আসল মাথাকে খুঁজে বার করতে হবে,' ভগীরথ বললেন।

পর্বতেশ্বরের ঘর থেকে বেরোনোর পরই ভগীরথ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিবের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে তার পিতা নীলকণ্ঠের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে ভগীরথের মনে হয়েছে যে খুব তাড়াতাড়ি শিবের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার প্রয়োজন। তিনি চান না যে শিব হেরে যান। সম্রাটদের মত ছেড়ে দিলে, জনগণ নীলকণ্ঠের সঙ্গেই থাকবে।

'কেমন করে?' শিব জানতে চাইলেন।

'আপনি নিশ্চয়ই একমত হবেন যে এমন একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আমার পিতার করার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। আমার বক্তব্য এই যে তাঁর স্বার্থপরতাই তাঁকে অন্য কারুর অশুভ ষড়যন্ত্রে সামিল করেছে।'

শিব কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে বসলেন। 'তুমি কি ভাবছো যে তাঁকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে? তোমার পিতার তো অর্থের প্রয়োজন নেই।'

'নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান ঘুষ আর কি থাকতে পারে প্রভু? কয়েক বছর আগে যদি আমার পিতাকে দেখতেন, আপনার মনে হতো যে তিনি চিতার থেকে কয়েক পা দূরে আছেন। ব্যভিচার ও মদের নেশার ফলে তাঁর শরীর খুব ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আজ, তাঁকে অনেক অল্পবয়স্ক দেখতে লাগছে। এমন তো আগে দেখিনি।'

'সোমরস?'

'আমি তা মনে করিনা। আমি জানি যে তিনি সোমরস ব্যবহার করেছিলেন। তা কাজ করেনি। কেউ তাঁকে আরও ভালো কোন ওষুধ সরবরাহ করেছে। এমন কিছু যা রাজার পক্ষেও অন্য কোনও ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।'

শিব চোখ বড় বড় করে ভাবতে লাগলেন। *সম্রাটের চেয়েও আরও বেশি ক্ষমতাশালী, আরও বেশি জ্ঞানী কে থাকতে পারে?*

'তো, তুমি কি ভাবছো, যে কোনও মহর্ষি ওনাকে সাহায্য করছেন?'

মাথা নেড়ে ভগীরথ বললেন 'না প্রভু, আমার মনে হচ্ছে একজন মহর্ষিই তাঁকে চালনা করছেন।'

'কিন্তু ওই মহর্ষি কে হতে পারেন?'

'আমি জানি না। কিন্তু যখন অযোধ্যায় ফিরে যাবো . '

'অযোধ্যায়?'

'প্রভু, যদি আমরা আমাদের বক্তব্য বজায় রেখে চলি যে গোদাবরীতে কোন রণতরী আমাদের আক্রমণ করেনি, তাহলে অযোধ্যাতে আমার না ফেরার কি কারণ থাকতে পারে? না ফিরলে সন্দেহ বাড়বে। আরো গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হলো অযোধ্যায় থাকলে তবেই আমি ষড়যন্ত্র করার যে আসল মাথা তার পরিচয় উন্মোচন করতে পারবো। পিতার শত বাধা সত্ত্বেও অযোধ্যায় আমার অনেক গুপ্তচর রয়েছে।'

শিব মনোযোগ দিয়ে কয়েক মুহূর্ত কিছুক্ষণ ভাবলেন। ভাবনার সূত্রগুলোতে সহমত হলেন তিনি। এছাড়া যে দিলীপ নিজেই এখন শিবের বিরুদ্ধে জোটকে বেছে নেওয়ার ফলে, ভগীরথ শিবের প্রতি আরও বেশি করে আনুগত্য দেখানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।

শিব মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, অযোধ্যায় যাও।'

'কিন্তু প্রভু, যখন সময় আসবে আশা করি অযোধ্যা আর স্বদ্বীপের প্রতি যেন একটু দয়া দেখানো হয়।'

'দয়া।'

'আমরা সোমরস বেশি ব্যবহার করিনি, প্রভু। কেবল কিছু অভিজাত

চন্দ্রবংশীরাই এর ব্যবহার করে—তাও খুব সংযত হয়ে। যারা এর অপব্যবহার করেছে তারা হল মেলুহী। সেটাই অশুভ শক্তি জেগে ওঠার কারণ। সেই কারণে সেটাই ভাল হবে যে যখন সোমরস নিষিদ্ধ করা হবে তখন তা যেন মেলুহার ওপরেই আরোপিত হয়। দেবতাদের পানীয় থেকে স্বদ্বীপ কোন লাভ ওঠাতে পারেনি। আশা করি আমাদের যেন তা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।'

'সোমরসকে কম করে ব্যবহার করার ব্যাপারটা বেছে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ভগীরথ,' শিব বললেন। 'সেটা করার সুযোগই তোমরা পাওনি। যদি তা পেতে, পরিস্থিতিটা তাহলে অনেকই আলাদা হতো।

'কিন্তু মেলুহা . . .?'

'হ্যাঁ, মেলুহা বেশি ব্যবহার করেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তারা বেশি ভুগবে। কিন্তু আমাকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিতে দাও। যদি আমি সিদ্ধান্ত নিই যে সোমরস অশুভ, তখন আর কেউ তা ব্যবহার করতে পারবে না। কেউই না।'

ভগীরথ চুপ করে রইলেন।

'সব পরিষ্কার হলো?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'অবশ্যই, হে প্রভু।'

অধ্যায় ৫

সংক্ষিপ্ততর পথ

পাঁচশো লোকের এক যাত্রীদল পঞ্চবটীর উত্তর দিকের রাস্তা ধরে উজ্জয়িনীর বাসুদেব নগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। দলের ঠিক মাঝখানে শিব ও তাঁর পরিবার ও তাঁদের ঘিরে রয়েছে নাগ ও ব্রঙ্গ সৈনিকদের মিলিত বাহিনীর প্রায় অর্ধেক। তারা এক উন্নতমানের সৈন্যব্যূহ গঠন করেছেন। শিবের মূল বাহিনীর কারোর কাছেই কালী এই যাত্রাপথ প্রকাশ করতে চাননি। কাজেই সেই বাহিনীর কাউকে নেওয়া হয়নি—ব্যতিক্রম শুধু নন্দী আর পরশুরাম। বৃহস্পতিকেও সাথে নেওয়া হয়েছে পাছে বাসুদেবদের সোমরসের ব্যাপারে যা বলার আছে তা বুঝতে শিবের ওনার পরামর্শের দরকার পড়ে।

তবে শিব বৃহস্পতির সঙ্গে তাঁর লক্ষ্য ও প্রশ্নের ব্যাপারে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেও তাদের মধ্যেকার সেই ভাতৃসুলভ ভালোবাসার রেশ যেন মুছে গিয়েছিল।

পর্বতেশ্বর, আয়ুর্বতী, আনন্দময়ী ও ভগীরথ মূল বাহিনীর সাথে পঞ্চবটীতেই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদের আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাশীর দিকে রওনা দেওয়ার কথা। তাঁরা যাবেন পূর্বদিকের পথ ধরে দণ্ডকারণ্যের আর ব্রঙ্গের মধ্য দিয়ে। বিশ্বদ্যুম্ন তাঁদের ব্রঙ্গ অবধি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

'আচ্ছা, গণেশ, উজ্জয়িনী কি পঞ্চবটী থেকে মেলুহা যাওয়ার পথে পড়ে নাকি আমরা ঘুরপথ ধরবো?' জানতে চাইলেন শিব। জঙ্গলের মধ্যে তৈরি করা পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার মুখ ঘোরাচ্ছিলেন তিনি। পথ দুইসারি ঝোপের দ্বারা সুরক্ষিত। ভেতরেরটায় রয়েছে নিরাপদ নাগবল্লী লতার ঝোপ আর বাইরেরটায় অন্যান্য বিষাক্ত লতানো গাছ যাতে বন্যজন্তু ঢুকতে না পারে।

'বাবা, আসলে উজ্জয়িনী স্বদ্বীপের পথে পড়ে। উত্তর-পূর্বের দিকটায়। আর মেলুহা রয়েছে উত্তর পশ্চিমে।'

সতী সরস্বতীর শুকনো মুখটায় দাঁড়িয়ে মেলুহার আর মাইকার দিকটা বুঝে নিতে চেষ্টা করলেন। নর্মদার মুখ থেকে মেলুহার জন্মের নগর তো খুব একটা দূরে নয়। 'তোমরা কি নর্মদাকেই জলপথ হিসাবে ব্যবহার কর? কাউকে মেলুহা যেতে হলে পশ্চিমে পাড়ি দিতে হবে আর উজ্জয়িনী ও স্বদ্বীপ যেতে হলে পূর্বে।'

'হ্যাঁ, মা', গণেশ সায় দিলেন।

শিব গণেশের দিকে ফিরলেন। 'কখনো মাইকাতে গিয়েছ নাকি? পরিত্যক্ত নাগ শিশুদের কিভাবে দত্তক নেওয়া হয়?'

'বাবা, মাইকা এমনই একটা জায়গা যেখানে নাগদের বিরুদ্ধে কোনো পক্ষপাতিত্ব কাজ করে না। হয়তো যন্ত্রণাকাতর দুর্ভাগা নাগ শিশুদের দেখে কর্তৃপক্ষের হৃদয় গলে যায়—বিশেষত যখন তাদের দেহ ফুঁড়ে তীব্র ক্ষতিকারক অংশ বেরিয়ে আসে। নাগশিশুদের জন্মের পর সংকটময় প্রথম মাসটা মাইকার অধিকর্তা নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা করেন—চেষ্টা করেন যাতে তাঁর সাধ্যমত যত বেশি সম্ভব নাগশিশুকে বাঁচাতে পারেন। প্রতিমাসে একখানা নাগতরী নর্মদা বেয়ে গিয়ে গভীর রাতে মাইকাতে নোঙর ফেলে আর সেই মাসে জন্মানো শিশুদের মাইকার নথি-সংরক্ষক আমাদের হাতে তুলে দেন। কিছু অ-নাগ বাবা-মা তাদের সন্তানের স্বার্থে পঞ্চবটীর পথ বেছে নেন।'

'মাইকা কর্তৃপক্ষ তাঁদের আটকায় না?'

'সত্যি বলতে কি, মাইকার মেলুহী আইন তো নাগশিশুদের সাথে তাদের বাবা-মাকেও পঞ্চবটীতে যাওয়ার কথা বলে। ওনারা সেইমতো চলে তাঁদের আইনকেই মেনে নেন। কিন্তু অন্যরা তা করতে চায় না। তাঁরা তাঁদের শিশুদের ছেড়ে মেলুহার আরামদায়ক জীবনে ফিরে যান। এইসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নাগশিশুকেই হস্তান্তরিত করা হয়। মাইকার অধিকর্তা ভান করেন যেন এই আইন ভাঙা তার চোখেই পড়েনি।'

সতী মাথা নাড়লেন। তিনি শখানেক বছরের বেশি মেলুহায় কাটিয়েছেন যার

খানিকটা কেটেছে মাইকায় শিশু হিসাবে। এসবের কিছুই তাঁর জানা ছিল না। এ যেন তিনি তাঁর তথাকথিত নীতিবাগীশ দেশকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছিলেন। তার বাবাই তাহলে একমাত্র আইন-ভঙ্গকারী নন। দেখে তো মনে হচ্ছে যে বহু মেলুহীই সন্তানের প্রতি তাঁদের কর্তব্য বা প্রভু রামের নীতি মেনে চলার থেকে নিজেদের ঘরের সন্তুষ্টিকে সুখকর বলে মনে করেন।

শিব সামনে তাকাতে প্রকাণ্ড হ্রদে নোঙর ফেলা এক বিশাল রণতরী দেখতে পেলেন। জলধারা দূরে ঘন জঙ্গলে ঢেকে রয়েছে। ব্রঙ্গের ভাসমান সুন্দরী গাছের ঝোপ আগেই দেখার ফলে শিব ধরে নিলেন যে এই গাছগুলোর শিকড় নিশ্চয় জলে ভেসে থাকে। সামনের রাস্তা একদম পরিষ্কার। 'মনে হয় যে তোমার গোপন হ্রদে এসে পড়েছি। মনে হচ্ছে ওই জঙ্গলের ওপারেই নর্মদা।'

'বাবা, ওই ঘন জঙ্গলের ওপারে এক সুবিস্তৃত নদী রয়েছে,' বললেন গণেশ। 'কিন্তু সেটা নর্মদা নয়। ওটা হল তাপ্তী। আমাদের ওপারে যেতে হবে। তারপর নর্মদা আর দিন কয়েকের পথ।'

শিব হাসলেন। 'পরম প্রভুর আশীর্বাদে আমাদের এ দেশে অনেক নদী। ভারতে কোনোদিন জলের অভাব হবে না!'

'যদি না আমরা আমাদের নদীকে সরস্বতীর মতো খারাপভাবে ব্যবহার করি।'

গণেশের কথায় সায় দিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন শিব।

— ★ —
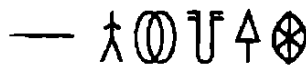
ভৃগু এক টানে মোড়ক ছিঁড়ে ফেলে পত্রটা বের করলেন। তিনি যা আশা করেছিলেন, ঠিক তাই হয়েছে। বায়ুপুত্ররা তাঁকে বহিষ্কার করেছেন।

প্রভু ভৃগু,

আমাদের দৃষ্টি গোচর করানো হয়েছে যে করচপের এক নৌবহরে দৈবী অস্ত্র চাপানো হয়ে ছিল। তদন্তের ফলে এই দুঃখজনক সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে আপনিই সেগুলো বানিয়েছেন। আমরা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য যে সব

উপাদান আপনাকে দেওয়া হয়েছিলো তার ব্যবহার করেছেন আপনি। যদিও আমরা এটা বুঝতে পারছি যে আমাদের ঈশ্বর প্রভু রুদ্রের প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ করা অস্ত্রের অপব্যবহার আপনার দ্বারা হবে না, তা সত্ত্বেও আমরা বিনা শাস্তিতে এইসব অস্ত্রের অবৈধ পরিবহন চলতে দিতে পারি না। কাজেই, আপনার প্রতি পরিহায় প্রবেশের উপর বা কোনো বায়ুপুত্রের সাথে যোগযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টার উপর চিরতরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। যে কোনও বায়ুপুত্রের বন্ধু প্রভু রুদ্রের সামনে দৈবী অস্ত্র আর কখনো ব্যবহার না করার যে মহত্তর প্রতিজ্ঞা করেন, তাকে আপনি সম্মান করে চলবেন বলেই আমরা আশা করি। পর্ষদ চান যে আপনি এই মুহূর্তে বায়ুপুত্র নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করুন।

তবে ভৃগু যাতে অবাক হয়েছিলেন তা হল চিঠির তলায় থাকা পর্ষদ প্রধান মিত্রের সাক্ষর। মিত্র নিজে নির্দেশাবলীতে সাক্ষর করেন না বললেই চলে। সাধারণত, সাক্ষর করে থাকেন ছয় প্রতিনিধির পর্ষদ অমর্ত্য স্পন্দ-এর একজন। বায়ুপুত্রেরা যে ব্যাপারটাতে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়েছে তা একেবারে স্পষ্ট।

কিন্তু ভৃগু মনে করেন না যে তিনি নিয়ম ভেঙেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই বায়ুপুত্রদের লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে স্ব-নিযুক্ত এই ভণ্ডের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা না নিয়ে তাঁরা নীলকণ্ঠের প্রথাকে ঠাট্টার পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু হায়, বায়ুপুত্রেরা নড়েও বসেনি। সে যাইহোক, বায়ুপুত্রেরা যে গবেষণার জন্য তাঁদের দেওয়া কাঁচামালের অপপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে করেছেন সেটা ভৃগু বুঝতেই পারছিলেন। শ্লেষ তো এখানেই—ভৃগু অপপ্রয়োগ করেননি। ওই কাঁচামালের প্রয়োগ নিয়ে উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারলেও ওই পরিমাণ দৈবী অস্ত্রের জন্য যতটা কাঁচামালের প্রয়োজন তা যে মোটেই ছিল না—তা ভৃগুর জানা ছিল। ওই অস্ত্রভাণ্ডার তিনি নিজেই গড়ে তুলেছিলেন—আর গড়ে তুলেছিলেন তাঁর এতগুলো বছর ধরে মজুত করা কাঁচামালের সাহায্যে। বায়ুপুত্রদের দেওয়া কাঁচামালের বিস্ফোরক ক্ষমতা ওইসব অস্ত্রের না থাকার কারণ হয়তো এইটেই। ওঁদের যেখানে পুরো গবেষণাগার রয়েছে সেখানে ভৃগুকে তো একাই কাজ করতে হয়েছে।

ভৃগু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর তৈরি অস্ত্রের সবটাই তিনি ব্যবহার করে ফেলেছেন। সেগুলো লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে কিনা সেটাই রহস্য—নীলকণ্ঠ

কি মারা পড়েছেন? দক্ষের সাথে অযথা বাক্যব্যায়ে কোনো লাভ নেই। মেয়ের সাথে সম্পর্কের সেই ভাঙনের পর থেকেই তিনি যেন মানসিক বৈকল্যের মধ্যে রয়েছেন। ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার জন্য ভৃগু দিলীপের সেনাবাহিনী থেকে লোক নিয়ে আরেকটা রণতরী গোদাবরীর উৎসের দিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কি ঘটেছিল তা জানতে আরও কয়েক মাস লেগে যাবে।

'কিছু লাগবে প্রভু?' পরিচারিকা জানতে চাইলো।

অন্যমনস্ক ভাবে হাত নেড়ে না জানালেন ভৃগু। হয়তো কাজটা হয়েই গেছে। হয়তো নীলকণ্ঠ আর নেই। কিন্তু এটাও তো সম্ভব যে ভৃগুর রণতরীগুলো ব্যর্থ হয়েছে।

হয়তো বিষয়টা আরও খারাপ দিকেও মোড় নিতে পারে। হয়তো নাগরা নীলকণ্ঠকে রাজী করিয়ে ফেলেছে আর তিনিও লোকেদের সোমরসের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে ছক কষছেন। নীলকণ্ঠের বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য তিনি আগে যে পাঁচটা রণতরী পাঠিয়েছিলেন সেগুলোর সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না। কাজেই তিনি দেবগিরিতে থাকাটা অপছন্দ করলেও এখন তার এখানেই অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। সোমরস নিরাপদ না জানা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে। ভারতের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন এটার যে তাঁর বিশ্বাস।

ভৃগু একটা গভীর শ্বাস নিয়ে ধ্যানস্থ হলেন।
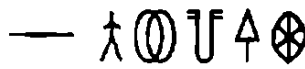
তাপ্তী পেরোনোর পর শিবের বাহিনী দ্রুত স্থলভূমি অতিক্রম করে আরেকটা গোপন হ্রদের কিনারায় এসে অপেক্ষা করছে আর নাগরা জলপথে রওনা দেওয়ার তোড়জোড় করছে।

হ্রদকে ঘিরে থাকা ভাসমান গাছগাছালির ওপারে বিশাল নর্মদা বয়ে চলেছে। প্রভু মনু এই স্থানকেই সপ্তসিন্ধুর দক্ষিণ সীমানা বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

'দাদা আর কতদূর?'

'বেশী নয়, কার্তিক। আর কয়েক সপ্তাহ মোটে,' গণেশ জানালেন।' কয়েকদিন নর্মদা ধরে পূর্বদিকে যাওয়ার পর পায়ে হেঁটে বিখ্যাত বিন্ধ্যপর্বতের গিরিপথ অতিক্রম করলে আমরা চম্বল নদীর কাছে পৌঁছাবো। সেখান থেকে চম্বল ধরে দিন কয়েক চললেই উজ্জয়িনী।'

নাবিকেরা রণতরীর পাশ থেকে কাঠের তক্তা ঠেলে কাঁচা ঘাটে লাগাচ্ছিলো যাতে করে রণতরীতে মাল তোলা যায়। সতী তাই দেখছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যাতে তাঁর বোন কালীও এই যাত্রায় তাঁদের সাথী হন। কিন্তু এটাও তাঁর লক্ষ ছিল যে রাণী হওয়ার দরুন পঞ্চবটীতে কালীর অনেক দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে।

রণতরীর তক্তাটা শব্দ করে ঘাটের উপর আছড়ে পড়ায় তাঁর চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেল।

— — —

বেলা পড়ে এসেছে। পর্বতেশ্বর, আনন্দময়ী, ভগীরথ ও আয়ুর্বতী একসাথে খাচ্ছিলেন। দণ্ডকারণ্য থেকে পঞ্চবটীর পথে যে পাঁচখানা খোলা মাঠ পড়ে তার প্রথমটায় সবে ঢুকেছেন তাঁরা। পথটা ব্রঙ্গের মধুমতী নদীর গোপন হ্রদে গিয়ে পড়েছে। এক বছরেরও বেশি আগে যে ষোলোশো সৈন্যের বাহিনী নিয়ে শিবের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাঁদের সাথে পর্বতেশ্বরের কাশীতে ফিরে যাচ্ছেন। শিবের না ফেরা পর্য্যন্ত তাঁরা সেখানেই অপেক্ষা করবেন।

ভগীরথ অবাক চোখে পাঁচটা পথের দিকে তাকিয়েছিলেন। কেবলমাত্র একটা পথই সঠিক আর বাকীগুলো অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের টোপ দেখিয়ে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। 'নাগরা নিরাপত্তার ব্যাপারে বড্ড বেশি ভাবে।'

আনন্দময়ী মুখ তুললেন। 'আমরা ওদেরকে দোষ দিতে পারি কি? ভুলিস না, ওদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই কিন্তু আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে—যখন ওই রণতরীগুলো আমাদের গোদাবরীর পথে আক্রমণ করেছিল।'

'তা ঠিক!' ভগীরথ সায় দিলেন। 'নাগরা যে জোটসঙ্গী হিসাবে বেশ ভালোই হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নীলকণ্ঠের প্রতি ওদের আনুগত্যে সন্দেহ না থাকলেও কারণটা সন্দেহজনক। সত্য প্রকাশের মুহূর্ত আমাদের সামনে এলে

আমাদের সকলকেই একটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: তাঁরা কি নীলকণ্ঠের জন্য সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? আমি জানি আমি করবো।'

আনন্দময়ী দ্রুত পর্বতেশ্বরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার ভগীরথের দিকে তাকালেন। ধমকে বললেন, 'ভাই তুই খাওয়ায় মন দে।'

পর্বতেশ্বর যন্ত্রণাকাতর চোখে আনন্দময়ীর দিকে তাকালেন। 'মনে হয় না পরমাত্মা আমার প্রতি অতটা নির্দয় হবেন বলে। আমার জীবনদেবতাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমায় একশ বছর অপেক্ষা করানোর পর আর মনে হয় না যে তিনি আমাকে আমার মাতৃভূমি ও তাঁর মধ্যে বেছে নিতে জোর করবেন। আমি নিশ্চিত যে সর্বশক্তিমান এমন পথ খুঁজে বার করবেন যাতে মেলুহা ও নীলকণ্ঠের বিপরীত পথে না থাকাটা নিশ্চিত করা যায়।'

পর্বতেশ্বরের বিষণ্ণ হাসিতেই আনন্দময়ী বুঝতে পারছিলেন যে পর্বতেশ্বর নিজেই এটা বিশ্বাস করেন না। আনন্দময়ী আলতোভাবে স্বামীর কাঁধ ছুঁলেন।

ভগীরথ অন্যমনস্কভাবে তাঁর রুটিটা নাড়াচাড়া করছিলেন। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে তাঁরা পর্বতেশ্বরের উপর ভরসা রাখতে পারেন না। নীলকণ্ঠের সেনাবাহিনীর পক্ষে এটা রীতিমতো ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। পর্বতেশ্বরের প্রয়োগকুশলতা যে কোনো যুদ্ধের হাল ঘোরানোর ক্ষমতা রাখে।

আয়ুর্বতী সহানুভূতির সাথে পর্বতেশ্বরের দিকে তাকালেন। তিনি পর্বতেশ্বরের অন্তর্দ্বন্দ্ব বুঝতে পারছিলেন। যদিও তাঁর নিজের ক্ষেত্রে একটা সহজ সিদ্ধান্ত তাঁর হৃদয়ে জমিয়ে বসেছে। তাঁর সম্রাটের ঘৃণ্য কর্মে মেলুহা কলঙ্কিত হয়েছে। মেলুহা আর সেই দেশ নেই যাঁকে তিনি আজন্মকাল ভালোবেসে এসে শ্রদ্ধা করে এসেছেন। তিনি মনে মনে বুঝতে পারছিলেন যে দক্ষের আমলে মেলুহা যে অসততায় নেমে গিয়েছে তা প্রভু রামও ক্ষমা করতেন না। তার পথ পরিষ্কার: মেলুহা ও শিবের মধ্যে যুদ্ধে তিনি নীলকণ্ঠকেই বেছে নেবেন। কারণ তিনি মেলুহাতেও সবকিছু ঠিক করে দেবেন।

— ⋏◎⊍↑⊛ —

নাগ রণতরী চম্বলের তীর ঘেঁষে নোঙর ফেলেছে। রণতরীর নোঙরের সাথে

যে বিশাল নৌকাটা বাঁধা তার মধ্যে দড়ির মই বেয়ে নেমে এসেছেন শিব, সতী, গণেশ ও কার্তিক। পেছন পেছন এসেছেন বৃহস্পতি, নন্দী ও পরশুরাম। সাথে দশজন নাগসৈনিক।

সকলে নেমে আসার পর তাঁরা তীরের দিকে নৌকা বাইতে শুরু করলেন। যেহেতু বাসুদেবরা নাগদের চেয়েও বেশি গোপনীয়তা বজায় রাখে শিব নদীর কাছাকাছি তাঁদের আবাসস্থল আশা করেন নি।

নদীর একদম তীর থেকেই ঘন জঙ্গলের প্রাচীর শুরু হয়েছে। তার ওপারে কিছু দেখা অসম্ভব। চম্বলের শান্ত জলে ছড়িয়ে আছে পানার জঙ্গল। নৌকা বাইতে প্রায় পিঠ ভাঙার জোগাড়। দুখানা প্রকাণ্ড তাল গাছের মাঝের সরু ফালি দিয়ে নৌকা চালাচ্ছিলেন গণেশ। এই খোলা অঞ্চলটা নিয়ে কিছু গণ্ডগোল আছে মনে হচ্ছিলো শিবের। কিন্তু গণ্ডগোলটা কোথায় সেটা তিনি ধরতে পারছিলেন না। তিনি কার্তিকের দিকে তাকালেন। কার্তিকও সেই দিকে তাকিয়ে।

'বাবা, এই খোলা অঞ্চলের পেছনের গাছগুলো দেখো,' বললেন কার্তিক। 'তোমাকে আমার মতো নীচু হয়ে দেখতে হবে।'

শিব ঝুঁকতেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। খোলা অঞ্চলের পেছনের গাছগুলো অস্বাভাবিক ভাবে সাজানো। তার চারপাশের ঘন অনিয়ন্ত্রিত জঙ্গল দেখলেই তা বোঝা যায়। সমান দূরত্বে বসানো গাছগুলো যেন দূরে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। কারণ জমিটা নিজেই ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটা স্বাভাবিক পাহাড় নয়। খোলা অঞ্চলের পেছনের গাছগুলোর অধিকাংসই গুলমোহর। তাদের কমলা জ্বলজ্বলে ফুলগুলো ঠিক আগুনের মতো। চোখে ধাঁধা লাগানোর মতো ব্যাপার। শিব চোখ পিট পিট করলেন। তারপর আচমকাই উঠে দাঁড়ালেন। নৌকা দুলে উঠতেই সতী ও গণেশ তাঁকে সামলাতে হাত বাড়ালো। গুলমোহর গাছগুলো একটা নির্দিষ্ট নকশায় বসানো। তবে সেটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকেই দেখা সম্ভব। জোড়া তাল গাছের ঠিক মাঝখানে খোলা অঞ্চলের সামনে কেউ দাঁড়ালেই এটা ধরতে পারেন। এটা ঠিক আগুনের শিখার আকৃতির এই বিশেষ চিহ্নটাকে শিব চিনতে পারলেন।

'ফ্রবশি,' ফিসফিস করে বললেন শিব।

'এই শব্দটা তুমি কি করে জানলে বাবা?'

গণেশ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

শিব গণেশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার গুলমোহর গাছগুলোর দিকে ফিরলেন। নকশাটা মিলিয়ে গেছে। শিব বসে পড়ে গণেশের দিকে ঘুরলেন। 'তুমি কি করে শব্দটা জানলে?'

'এটা বায়ুপুত্রদের শব্দ। প্রভু রুদ্রের স্ত্রীশক্তির প্রতীক এটা। সঠিক কাজ করতে আমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা আছে এই স্ত্রীশক্তির। এটাকে আমরা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারি। কিন্তু এই শক্তি কখনোই সাহায্যে বিমুখ হয় না। কক্ষনো না।'

শিব হাসলেন। পুরোনো স্মৃতিগুলোর অর্থ তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন।

'তোমাকে ফ্রবশির ব্যাপারে কে বললো বাবা?' গণেশ আবার জানতে চাইলেন।

'খুড়ো মনোভূ। আমাকে উনি যে সমস্ত চিহ্ন আর ধারণা শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে এটাও ছিল। তিনি বলেছিলেন সময় এলে এটা আমাকে সাহায্য করবে,' বললেন শিব।

'কে ছিলেন তিনি?'

'ভাবতাম জানি। কিন্তু এখন যেন ক্রমশ মনে হচ্ছে ওনাকে যথেষ্ট ভালোভাবে জানতাম না,' বললেন শিব।

নৌকাটা তীরে ধাক্কা খেতেই তাঁদের কথাবার্তায় বাধা পড়লো। দুজন নাগসৈনিক লাফিয়ে নেমে নৌকাটাকে আরও টেনে শুকনো মাটিতে তুলে ফেললো। কাছিতে জোর টান দিয়ে তারা নৌকাটাকে একটা গাছের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললো। দলটা দ্রুত তীরে নেমে পড়লো। কার্তিক তীরে থাকা তাল গাছগুলো খুঁটিয়ে দেখে খোলা অঞ্চলটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা গণেশের দিকে ফিরলেন।

'সব্বাই দয়া করে আমার পিছনে দাঁড়ান,' অনুরোধ জানালেন গণেশ। 'আমি চাইনা কেউ আমার আর তাল গাছগুলোর মাঝখানে থাকুক।'

সবাই সরে গেল। গণেশ চোখ বন্ধ করে চারপাশের সবকিছু থেকে মন সরিয়ে মনঃসংযোগ করলেন।

বড় করে দম নিয়ে একটা অনিয়মিত তালে জোরে জোরে ক্রমাগত হাততালি

দিতে শুরু করলেন গণেশ। বাসুদেবদের গোপন সংকেতে বাঁধা হাততালির ছন্দ উজ্জয়িনীর দ্বাররক্ষকের কাছে সঞ্চারিত হল। *আমি গণেশ—নাগ মানবপ্রভু—আপনাদের মহান নগরে বাহিনীসমেত প্রবেশের অনুমতি চাইছি।*

উত্তর হিসেবে আসা মৃদু হাততালির শব্দ কানে পৌঁছালো শিবের। উজ্জয়িনীর দ্বাররক্ষক সাড়া দিয়েছেন। *সুস্বাগতম, প্রভু গণেশ। এই সম্মান আমাদের আশাতীত। আপনি কি স্বদ্বীপের পথে চলেছেন?'*

না। আমরা বাসুদেব প্রধান মহান প্রভু গোপালের সাথে দেখা করতে এসেছি।

প্রভু গণেশ, আপনি কি বিশেষ কিছু আলোচনা করতে চান?

কার্তিকের জন্মের সময় বাসুদেবরা গণেশের কাছে নাগ ঔষধ পৌঁছে দিলেও তারা যে নাগদের সাথে এখনোও পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ নয়, সেটা স্পষ্ট। উজ্জয়িনীর দ্বাররক্ষক গণেশের অনুরোধ এড়াতে চাইছেন—তবে কোনরকম অপমান না করে।

গণেশ আবার নির্দিষ্ট ছন্দে হাততালি দিলেন। *সম্মানীয় প্রভু গোপালের সাথে যিনি দেখা করতে চান তিনি প্রভু নীলকণ্ঠ। আমি নই।*

কয়েক মুহূর্তের জন্য সব চুপচাপ। তারপরেই দ্রুতলয়ে হাততালির আওয়াজ শোনা গেল। *প্রভু নীলকণ্ঠ কি খোলা অঞ্চলটায় আপনার সাথেই আছেন?*

উনি আমার সাথেই দাঁড়িয়ে। আপনার তালির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

আবার সব চুপচাপ। তারপরই দ্বাররক্ষকের বার্তা ভেসে এলো। *প্রভু গণেশ, প্রভু গোপাল নিজে খোলা অঞ্চলটায় যাচ্ছেন। আপনার বাহিনীকে আতিথ্য দেওয়ার জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করবো। ওখানে পৌঁছাতে আমাদের একদিন সময় লাগবে। দয়া করে ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরুন।*

ধন্যবাদ।

গণেশ হাতের তালু ঘষে নিয়ে শিবের দিকে তাকালেন। 'বাবা এখানে পৌঁছাতে ওদের একদিন লেগে যাবে। ওঁরা পৌঁছানো অবধি আমরা রণতরীতে অপেক্ষা করতে পারি।'

'তুমি কখনো উজ্জয়িনীতে গিয়েছো?' শিব জানতে চাইলেন।

'না। একবার শুধু এই খোলা অঞ্চলেতেই বাসুদেবদের সাথে দেখা হয়েছিল।'

'ঠিক আছে। রণতরীতে ফেরা যাক।'

— ⚘ —
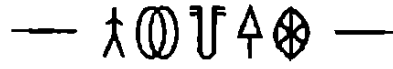
'গত বছর প্রভু ভৃগু আটবার অযোধ্যায় গিয়েছেন এটাই বলতে চাইছো তো?' বিস্মিত সুরপদ্মন জানতে চাইলেন।

মগধের যুবরাজের নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনী রয়েছে যারা মগধের চরম অপদার্থ গুপ্তচর বাহিনীর অধীনে কাজ করে না। তাঁর লোক তাঁকে সবেমাত্র অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের ভেতরের খবর জানিয়েছিল।

'হ্যাঁ, প্রভু,' গুপ্তচর সায় দিল। 'আবার, সম্রাট দিলীপ নিজেও এই সময়েই দু-দুবার মেলুহায় গিয়েছেন।'

'সেটা আমার জানা আছে,' সুরপদ্মন বললেন। 'কিন্তু তুমি যে খবরটা আনলে তার ফলে ওটাকে নতুনভাবে দেখতে হচ্ছে। হয়তো দিলীপ আদপেই ওই হাঁদা দক্ষটার সাথে দেখা করতে যাননি। হয়তো তিনি প্রভু ভৃগুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মহর্ষি কেন দিলীপের প্রতি এত আগ্রহী হয়ে পড়লেন?'

'তা তো জানি না প্রভু। তবে আমি নিশ্চিত যে সম্রাট দিলীপের এই সদ্য পাওয়া যৌবনভরা চালচলনের খবর আপনার কানে এসেছে। হয়তো ভৃগু ওঁকে সোমরস যোগাচ্ছেন।'

সুরপদ্মন নেতিবাচকভাবে হাত ঝাঁকালেন। 'স্বদ্বীপের সম্রাট পরিবারের কাছে সোমরস সহজলভ্য। দিলীপের তার জন্য মহর্ষির কাছে কাকুতি-মিনতি জানানোর প্রয়োজন নেই। আমি জানি দিলীপ বহুদিন ধরেই সোমরস ব্যবহার করছেন। কিন্তু কেউ যখন ওঁর মতো শরীরের অতখানি অপব্যবহার করে তখন সোমরসও জরার আগমন ঠেকাতে হিমসিম খেয়ে যায়। আমার সন্দেহ যে প্রভু ভৃগু ওঁকে এমন কিছু ওষুধ দিচ্ছেন যা সোমরসের চাইতেও বেশি শক্তিশালী।'

'কিন্তু প্রভু ভৃগু তা করবেন কেন?'

'সেটাই রহস্য। জানার চেষ্টা চালাও। আর নীলকণ্ঠের কোনও সংবাদ?'

'না, প্রভু। উনি নাগদের অঞ্চলেই রয়েছেন।'

সুরপদ্মন থুতনিতে হাত বুলিয়ে তাঁর প্রাসাদের জানলার বাইরে তাকালেন। গঙ্গার ধারেই তাঁর প্রাসাদ। তাঁর দৃষ্টি যেন সামনের নদী ছাড়িয়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়েছিল। সেই জঙ্গল দক্ষিণের দিকে চলে গেছে যেখানে তার ভাই উগ্রসেন নাগদের হাতে মারা পড়েছিল। তিনি মনে মনে উগ্রসেনকে শাপ-শাপান্ত করলেন। তাঁর ভাই মারা পড়ার পেছনের আসল ঘটনা তাঁর জানা ছিল। ষাঁড়-দৌড়-এ নেশাগ্রস্ত উগ্রসেনের বাজি ধরা ভয়ানক ভাবে বেড়ে চলেছিলো। তার ষাঁড়েদের পিঠে চড়ানোর শিশুর খোঁজে মরিয়া হয়ে উগ্রসেন আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গল তছনছ করে ফেলতেন—ইচ্ছামতো শিশুদের অপহরণ করতেন। এই রকম একটা অভিযান চালানোর সময় এক নাগের হাতে তার মৃত্যু হয়। সেই নাগ এক দুর্ভাগা মা ও তার বাচ্চাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিল। তবে কোন নাগ কেন তার জীবন বিপন্ন করে এক জংলী মেয়ে ও তার বাচ্চাকে বাঁচাতে চাইবে এটাই উগ্রসেনের মাথায় ঢুকছিল না।

কিন্তু এই মৃত্যু সুরপদ্মনের পছন্দের তালিকা ছোট করে দিয়েছে। নীলকণ্ঠ যেটাকেই অশুভশক্তি হিসাবে চিহ্নিত করবেন সেটার বিরুদ্ধে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর বিরোধিতা করার মতো লোকেরাও রয়েছে। এইসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে সুরপদ্মন খুব একটা মাথা ঘামান না। তিনি শুধু এটাই নিশ্চিত করতে চান যে মগধ যেন অযোধ্যার বিপরীত দিকে থাকে। তাঁর ইচ্ছা যে যুদ্ধের এই হইহট্টগোলের মধ্যে যদি কোনোভাবে মগধকে স্বদ্বীপের প্রধান হিসাবে স্থাপন করা যায় আর নিজেকে সম্রাট বানানো যায়। কিন্তু উগ্রসেনের হত্যা নাগদের প্রতি তাঁর বাবা রাজা মহেন্দ্রের অবিশ্বাসকে তীব্র ঘৃণার পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গেছে। সুরপদ্মন জানতেন যে নাগরা যে পক্ষে রয়েছে তার বিপরীত পক্ষেই লড়বার জন্য তাঁর বাবা তাঁকে জোর করবেন। তাঁর আশা একটাই—যেন নাগ আর অযোধ্যার সম্রাট একই পক্ষ বেছে নেন।

দক্ষের প্রাসাদে মহর্ষি ভৃগুর কক্ষে কনখলা ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করছিলেন।

মহর্ষি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। যদিও তাঁর কক্ষটা প্রাসাদের মধ্যে তাও সেটা তাঁর আসল বাসস্থান হিমালয়ের গুহার মত সাদাসিধে আর তীব্র ঠাণ্ডা। ঘরের ভেতরে একটাই আসবাব—একটা পাথরের বিছানা। আর সেটার উপরে ভৃগু বসে আছেন। কাজেই দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কনখলার আর কোন উপায় নেই। মেঝেতে আর দেওয়ালে তুষার শীতল জল ছেটানো হয়েছে। ফলস্বরূপ উৎপন্ন হওয়া ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ভাবটাতে কনখলা সামান্য কাঁপছিলেন। ঘরের এক প্রান্তে রাখা ছোট একটা ধারকের উপরে রাখা ফলের বাটিটার দিকে তাকালেন কনখলা। মনে হয় গত তিনদিনে মহর্ষি একটা মাত্র ফল খেয়েছেন। কনখলা মনে মনে তাজা ফল আনাবার কথা ভাবছিলেন। দেওয়ালের এক খুপরিতে প্রভু ব্রহ্মার একটা মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। কনখলা সেই মূর্তির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভৃগুর উচ্চারিত মন্ত্র মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করতে শুরু করলেন।

ওঁ ব্রহ্মায়ে নমঃ। ওঁ ব্রহ্মায়ে নমঃ।

ভৃগু চোখ খুলে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে কনখলার দিকে চাইলেন। 'কিছু বলবে, মা?'

'প্রভু, পক্ষীদূত আপনার জন্যে এক গোপন বার্তা নিয়ে এসেছে। একান্ত ভাবে গোপনীয় বলে ওটা চিহ্নিত করা রয়েছে। কাজেই, ভাবলাম আমারই ওটাকে আপনার কাছে নিয়ে আসা উচিত হবে।'

ভৃগু সামান্য মাথা নাড়লেন। তারপরে কোনো কথা না বলে কনখলার থেকে পত্রটা নিলেন।

নির্দেশমতো আমরাও পায়রাটা আমাদের কাছে রেখে দিয়েছি। ওটা যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যেতে পারে। অবশ্য রণতরী যদি না সরে যায় তবেই ওটা সম্ভব। দয়া করে বলুন যে আপনি কি পায়রার সাথে কোনো বার্তা পাঠাতে চান?'

'হুমমম্ .।'

আমি তাহলে আসি, প্রভু?' কনখলা বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

কনখলা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যেতে, ভৃগু নাম মুদ্রার বন্ধন ভেঙে চিঠি খুললেন। চিঠির বক্তব্য হতাশাজনক।

প্রভু, আমরা গোদাবরীর মুখে আমাদের রণতরীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছি। নিঃসন্দেহে ওগুলো বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছে। তবে সেগুলো অন্তর্ঘাতের ফলে ধ্বংস হয়েছে না ওদের বয়ে নিয়ে যাওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে সংঘাতের ফলে হয়েছে তা বিচার করা কঠিন। সমস্ত রণতরী ধ্বংস হয়েছে কিনা আর কেউ বেঁচে রয়েছে কিনা সেটা বলাও কঠিন। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি।

ভৃগু অবস্থা যা বুঝেছিলেন, শব্দগুলো তার থেকে বেশি কোনো তথ্যের যোগান দিল না। নীলকণ্ঠকে হত্যা করতে আর পঞ্চবটীকে ধ্বংস করতে তিনি যে পাঁচখানা রণতরী পাঠিয়েছিলেন তার একখানাও ফেরেনি বা কোনো বার্তাও পাঠায়নি। গোদাবরী বেয়ে ভেসে আসা কিছু রণতরীর ধ্বংসাবশেষ অন্তত খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু এর ফলে যে সিদ্ধান্তগুলো উঠে আসছে সেগুলো অস্বস্তিকর: হয় রণতরীগুলো ধ্বংস হয়েছে নয়তো তাদের কয়েকটা ধরা পড়েছে। ভৃগু আর কোনো রণতরীকে গোদাবরীতে পাঠিয়ে আরও গভীরে খোঁজখবর নেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারেন না। তাতে চূড়ান্ত যুদ্ধের ঠিক আগে তিনি একটা সুসজ্জিত রণতরী শত্রুপক্ষকে উপহার দিয়ে ফেলতে পারেন। অবশ্য এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে রণতরীগুলো তাদের লক্ষ্যপূরণে সফল হয়েছে আর তারপরেই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু ভৃগু নিশ্চিত নন। ভৃগুকে অপেক্ষা করতে হবে। হয়তো ক্ষিপ্ত নীলকণ্ঠের দণ্ডকারণ্য থেকে উদয় হবে। সে তার অনুগামীদের নিয়ে তার বিরুদ্ধপক্ষকে আক্রমণ করবে। আর তা যদি না হয় তো তপস্বী ধরে নেবেন যে নীলকণ্ঠ সমস্যার ইতি হয়েছে।

ভৃগু ঘন্টা বাজিয়ে বাইরে অপেক্ষামান প্রহরীকে ডাকলেন। তিনি গোদাবরীর মুখে থাকা রণতরীকে ফিরে আসার বার্তা পাঠাবেন। তাঁকে মেলুহা ও অযোধ্যার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। যদি দরকার পড়ে যায়।

অধ্যায় ৬

যে নগর অহঙ্কারকে জয় করে

এটা ছিল পূর্ণিমার রাত। চম্বল নদীতে নোঙর করা রণতরীর মুখের দিকে শিব দাঁড়িয়ে নদীতীরে বিস্তৃত অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। দূরে মনে হচ্ছিল একটা কালো পাথরের পাহাড় রয়েছে। সারা সন্ধ্যে ধরে উনি পাহাড়টাকে নিরীক্ষণ করেছিলেন। প্রাকৃতিক পাহাড়ের থেকে যেন একটু বেশি মসৃণ। আরো অস্বাভাবিক যে এর চূড়োর কাছটা উল্টোনো বাটির মতো, নিশ্চিতভাবে ওটা গম্বুজ। পাহাড়টার বাকি অংশের থেকে চূড়োর কালো রঙটা আরো বেশি গাঢ়। নিশ্চিতভাবে ওটা পাহাড়ের প্রাকৃতিক অংশ নয়।

'ওটা মানুষের তৈরি, বাবা,' কার্তিক বললেন।'

শিব, গণেশ আর বৃহস্পতি ঘুরে কার্তিকের দিকে তাকালেন। তিনি গুঁড়ি মেরে বসেছিলেন, নিচু থেকে নদীর তীরের দিকে দেখছিলেন। শিবও কার্তিকের মতো একই ভাবে নিচু হলেন। তালগাছের সারির পিছনে খোলা অঞ্চলটার পিছনে তাকালেন। সেখানে পরিষ্কার ভাবে বায়ুপুত্রদের প্রাচীন প্রতীক ফ্রবশি দেখতে পেলেন। যখন তাঁর দৃষ্টি পাহাড়ের ঢালে পথ খুঁজছিল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন উত্‌রাইটা শুরু হয়ে বোধহয় দূরে সোজা কালো পাহাড়ের চূড়োয় গম্বুজে গিয়ে শেষ হয়েছে।

বৃহস্পতি বলে উঠলেন, 'গাছে ভরা উত্‌রাইটা হয়তো খুব লম্বা এক পথের অংশ যেটা পাথরের ওই গম্বুজটাকে পাহাড়ের চূড়োয় তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।'

বাসুদেবদের এই নিখুঁত প্রযুক্তিবিদ্যা দেখে শিবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল।

তিনি বহু বছর ধরে তাঁর রহস্যময় পরামর্শদাতাদের জানতেন। অবশেষে তাঁদের প্রধানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় রইলেন তিনি।
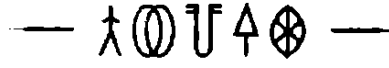
সরস্বতীর জলে পূর্ণিমার চাঁদের কাঁপা কাঁপা প্রতিবিম্বের দিকে দক্ষ চেয়েছিলেন। প্রাসাদে নিজের ঘরের বড় জানলায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ কয়েক মাস ধরে স্বতন্ত্র হয়ে থাকাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারে তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। ভেবে নিয়েছিলেন যে মহর্ষি মনের কথা পড়ে ফেলবেন আর বুঝে যাবেন যে দক্ষই হল আসল লোক যিনি তাঁর প্রিয় কন্যা সতীকে রক্ষা করার জন্যই পঞ্চবটী আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

কিন্তু সবকিছু এড়িয়ে এই স্বতন্ত্র থাকাটা দক্ষ আর বীরিনির সম্পর্কটাকে গাঢ় করে দিয়েছিল। তাঁরা অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলছিলেন। এমনকি বিয়ের পরের কয়েক বছরের মতো আবার একে অপরের প্রতি আস্থা রাখছিলেন—মেলুহার শাসক হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা দক্ষর মধ্যে প্রকাশ পাওয়ায় আগের সময়ের মতো।

বীরিনি তাঁর স্বামীর কাছে গেলেন আর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কি ভাবছো?'

দক্ষ স্ত্রীর কাছ থেকে সরে গেলেন। বীরিনি আশ্চর্য হলেন। তারপর দক্ষর হাতের দিকে লক্ষ করলেন। তিনি একটা তাবিজ ধরে আছেন। যে তাবিজ তাঁর চয়নিত জাতি-বর্গ বোঝায়। জাতি বর্গের স্বঘোষিত শ্রেণী যা যুবক-যুবতীরা গ্রহণ করে। স্বামীর তাবিজটা ছিল নিম্নতর শ্রেণীর—ছাগলের চিহ্ন আঁকা। বহু ক্ষত্রিয়রাই মনে করতেন যে ছাগল শ্রেণীর চরিত্ররা এতই নিম্ন শ্রেণীর যে তাদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষত্রিয় বিবেচিত করা কঠিন। দক্ষর বেলায় তাঁর পিতা ব্রহ্মনায়ক তার চয়নিত শ্রেণী মনোনিত করেছিলেন, যা পরিষ্কার ভাবে তাঁর সন্তানের প্রতি তাচ্ছিল্যের প্রতিফলন।

'ব্যাপারটা কি, দক্ষ?'

'কেন ও ভাবছে যে আমি নিষ্ঠুর? ওর নিজের ভালোর জন্যই সন্তানকে আলাদা করে দিয়েছিলাম। আর গণেশকে তো আমরা পরিত্যাগ করিনি।

পঞ্চবটীতে তাকে ভালোভাবেই লালন পালন করা হয়েছিল। আর কেমন করে সে ভাবছে আমি যে তার স্বামীকে মেরে ফেলার কথা চিন্তা করবো? আমি সেটা করিনি।'

বীরিনি চুপ করে রইলেন। স্বামীর সঙ্গে সত্য নিয়ে বিবাদ করার সময় এখন নয়। যদি দক্ষ চাইতেন তবে হয়তো সতীর প্রথম স্বামী চন্দনধ্বজকে রক্ষা করতে পারতেন। দক্ষ হয়তো কাউকে দিয়ে হত্যা করেননি, কিন্তু তাকে রক্ষাও করেননি। দুর্বল লোকেরা কখনই স্বীকার করে না যে নিজেদের অবস্থার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তারা সব সময়ই পরিস্থিতি বা অন্য কিছুর ঘাড়ে দোষ চাপায়।

'আমি আরো একবার বলছি, দক্ষ। সবকিছু ভুলে যাও,' বীরিনি বললেন। 'তুমি যা চেয়েছো তাই অর্জন করেছো। তুমি ভারতের সম্রাট। আমরা আর পঞ্চবটীতে থাকতে পারি না। অনেক আগেই সে সুযোগ হারিয়েছি। কালী আর গণেশ আমাদের ঘৃণা করে। আর আমি এতে তাদের দোষ দিই না। চলো আমরা সন্ন্যাস নিই—হিমালয়ে চলে যাই আর বাকি জীবনটা চলো ধ্যান করে শান্তিতে কাটিয়ে দিই। ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমরা মরবো।'

'আমি পালাবো না!'

'দক্ষ.   '

'আমার কাছে সবকিছুই এখন পরিষ্কার। স্বদ্বীপ জয় করার জন্য আমায় নীলকণ্ঠকে প্রয়োজন ছিল। ওর এখন নিজের কর্তব্য পালন করা হয়ে গেছে। ও চলে গেলে সতী ফিরে আসবে আর আমরা আবার সুখী হবো।'

বীরিনি আতঙ্কিত হয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন, 'দক্ষ, প্রভু রামের দিব্বি, কি ভাবছো তুমি?'

'আমি সব কিছুই ঠিকঠাক স্থির করে ফেলতে পারি যদি   '

'আমার কথা শোন। এসব ছেড়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। কোনোদিনই তোমার সম্রাট হওয়ার চেষ্টা করা উচিত হয়নি। তুমি তাও সুখী হতে পারবে যদি
'

'সম্রাট হওয়ার চেষ্টা করা উচিত ছিল না? কি সব আজেবাজে বলছো!

আমিই তো সম্রাট। কেবল মেলুহার নই, ভারতেরও। তুমি মনে করেছো যে নীল গলা নিয়ে একজন বর্বর লোক আমাকে হারাতে পারবে? একজন গাঁজাখোর অজানা অকৃতজ্ঞ লোক আমার পরিবারকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবে?'

বীরিনি হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিলেন।

'আমি ওকে সৃষ্টি করেছি,' দক্ষ বললেন। 'আর আমিই ওকে শেষ করে ফেলবো।'

— ⁂ —
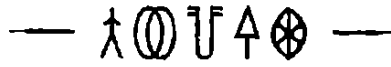
'হে প্রভু?' পরশুরাম বলে উঠলেন, 'দেখুন।'

শিব ঘুরে গিয়ে তালগাছের সারির পিছনের খোলা অঞ্চলের পরে ঘন অরণ্যের দিতে তাকালেন। তাঁরা দেখলেন দূরে এক ঝাঁক পাখী হঠাৎ করে জঙ্গল থেকে আকাশে উড়ে পালাচ্ছে। নিশ্চয় কোন বিরাট আলোড়নের জন্য ওখানে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে. বিশাল কিছু অনায়াসে গাছপালা ঠেলে অরণ্য ভেদ করে এগিয়ে আসছে।

'ওনারা এসে পড়েছেন,' নন্দী বললো।

শিব ঘুরে জোরে বলে উঠলেন, 'গণেশ, নৌকোগুলো জলে নামাও।'

— ⁂ —
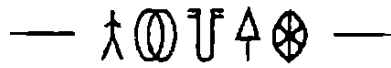
বেশিরভাগ সৈন্যদের রণতরীতে রেখে শিব তাঁর দুশোজন সৈন্যকে নিয়ে ইতিমধ্যেই খোলা স্থানে পৌছেছিলেন। তারপরই বিশাল হাতিরা জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। তারা কপালে সুন্দর খোদাই করা সোনার অলংকার দিয়ে সজ্জিত ছিল। মাথার ঠিক পেছনেই বসেছিল মাহুতরা। তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বেতের বর্ম ঢাকা। হাতিরা অনায়াসে গাছের ডালগুলো সরানোর পরে সেগুলো ফিরে এসে চাবুকের মতো আঘাত করে, সেই আঘাতের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এই বর্ম পড়েছিল। পায়ের ঠেলা আর অঙ্কুশ দিয়ে তারা হাতিগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে খোলা স্থানে নিয়ে এল। হাতিগুলোর পিঠে ছিল কাঠের তৈরি বড়

শক্তপোক্ত হাওদা, যার দুপাশ হাতির পিঠের দুপাশে বেরিয়ে ছিল। চারদিক সম্পূর্ণ ঢাকা যা ভেতরের মানুষকে সুরক্ষা দান করে। তাতে ছিল বাতাস ঢোকার জন্য ঝিলমিল আর পাশে ছিল একটা দরজা যাতে সহজে হাওদাতে ঢোকা যায়।

সারির প্রথম হাতিতে শিবের দৃষ্টি আটকে ছিল। হাতিটা থামতে হাওদার পাশের দরজাটা খুলে গেল আর দড়ির মই নেমে এল। গেরুয়া রঙের ধুতি আর অঙ্গবস্ত্র পরা লম্বা রোগা এক পণ্ডিত মই বেয়ে নেমে এলেন। তিনি মাটিতে পা দিয়েই শিবের দিকে ঘুরলেন, নমস্কারের ভঙ্গিতে তার হাত জোড় করা। তাঁর লম্বা সাদা দাড়ি আর লম্বা রুপোলি চুল। তাঁর কোঁচকানো মুখের চামড়া, শান্ত দৃষ্টি আর সৌম্য হাসিতে ফুটে উঠছিল সত্যিকারের জ্ঞানের গভীর বোধ। সৎ-চিৎ-আনন্দকে লাভ করার আধ্যাত্মিক অনুভূতি। চৈতন্যে আর সত্যে নিমগ্ন মনের অন্তহীন সুখানুভূতি হল সৎ-চিৎ-আনন্দ। 'নমস্কার পণ্ডিতজী,' শিব বললেন। 'অবশেষে বাসুদেব প্রধানের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।'

'নমস্কার মহান মহাদেব,' নম্রভাবে গোপাল বললেন।

'আমিই সম্মানিত হলাম, বিশ্বাস করুন। এই মুহূর্তটার জন্য আমি বেঁচে আছি।'

শিব এগিয়ে এসে গোপালকে জড়িয়ে ধরলেন। বাসুদেব প্রধান প্রথমে একটু আশ্চর্য হলেন। পরে নীলকণ্ঠের মুক্ত হৃদয়কে উপলব্ধি করে হেসে তিনিও জড়িয়ে ধরলেন শিবকে।

শিব পিছিয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে থাকা অত লোকজন ও হাতিদের দিকে দেখলেন। 'একটু ভিড় হয়ে গেছে, তাই না?'

গোপাল মৃদু হেসে বললেন 'হে মহাদেব, স্থানটা ছোট। আমরা সত্যিই বেশি লোকের সঙ্গে দেখা করি না।'

'ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের হাতিতে ওঠা যাক আর উজ্জয়িনীর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাক?'

'অবশ্যই,' নিজের লোকদের দিকে ইঙ্গিত করে গোপাল বললেন।

— ⅄ⵔⵡ↑⊛ —

হাওদাগুলো বেশ প্রশস্ত ছিল আর আটজন মানুষ তাতে ভালোভাবে বসতে পারতো। গোপাল আর শিবের সঙ্গে হাওয়াদাটাতে সতী, গণেশ, কার্তিক, বৃহস্পতি, নন্দী আর পরশুরামও ছিলেন।

আশা করি যাত্রাটা স্বাচ্ছন্দেই হয়েছিল,' গোপাল বললেন।

'হ্যাঁ, বেশ ভালোভাবেই হয়েছিল,' গণেশকে দেখিয়ে শিব বললেন। 'আমার পুত্র ভালোভাবেই আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছে।'

'বুদ্ধিমান হিসেবে মানবপ্রভুর খ্যাতি আছে,' সায় দিয়ে গোপাল বললেন। 'আর যোদ্ধা হিসেবে আপনার অন্য পুত্র কার্তিকের খ্যাতিও আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে।'

প্রশংসা গ্রহণ করে কার্তিক হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানালেন।

'পণ্ডিতজী, দূরত্বের কারণে কি উজ্জয়িনী পৌঁছতে সারাদিন লেগে যাবে? নাকি ঘন অরণ্যের কারণে?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'দুটোর জন্যই লাগবে, মহান নীলকণ্ঠ। চম্বলের খোলা অঞ্চল থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত আমরা কোন পথ তৈরি করিনি। বেশি লোকজনের সঙ্গে আমরা মুখোমুখি হতে চাই না। কিন্তু যদি আমরা যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করি, তখন আমাদের সুশিক্ষিত হাতিরা রয়েছে যারা সেটা সম্ভব করে তোলে।'

— ⅄ⓞ⋃⍏⊛ —
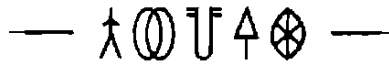
বন্ধ হাওদার ভেতর বসে থাকা যাত্রীরা ডালপালা ভাঙা ও পাতা ছেঁড়ার শব্দ শুনতে শুনতে অভ্যস্থ হয়ে গেছিলেন। এটা ছিল এক নাগাড়ে চলা দীর্ঘ যাত্রা। তাই শব্দগুলো থেমে যেতেই তারা সজাগ হয়ে গেলেন।

কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই গোপাল বললেন, 'আমরা এসে গেছি।'

এই কথা বলে গোপাল তার বাঁদিকের একটা হাতলে চাপ দিলেন। জলের শক্তিতে চলা যন্ত্রের সাহায্যে হাওদার ডানদিক, বাঁদিক আর পিছনদিকের দেওয়াল ধীরে ধীরে বাইরের দিকে খুলে গেল। চারদিকের থাম শক্তভাবে হাওদার ছাদকে ধরে ছিল। কোন যাত্রী যাতে না পড়ে যায় সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য ধাতুর

বেষ্টনী ছিল। কিন্তু হাওদার এই যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে কেউ তেমন মন দিলেন না। যে নগর অহঙ্কারকে জয় করে—সেই উজ্জয়িনীর দিকে সকলে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

ঘন অরণ্যের মধ্যে নিখুঁত চৌকোনা বিশাল এক খোলা অঞ্চলের মধ্যে চাকার মতো গোলাকার এই নগর স্থাপন করা হয়েছিল। পনেরো হাত উঁচু আর পাঁচ হাত চওড়া বৃত্তাকার শক্ত পাথর দিয়ে নগরটি ঘেরা ছিল। এটা শক্ত ও কার্যকরী দূর্গ প্রাচীর। শিপ্রা নদী চম্বলের একটি উপনদী। সে উজ্জয়িনীর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। খাল কেটে প্রাচীরের বাইরের পরিখায় তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। পরিখা খোলা অঞ্চলের আকারের। সেই কারণে বৃত্তাকার নগরটি ছিল চৌকো পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখাটা ছিল কুমীরে ভর্তি। হাতিগুলো স্বচ্ছন্দে ধীরে ধীরে পরিখার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে কোন সেতুর দেখা পাওয়া গেল না।

শিব সারা ভারতে অনেক দূর্গ দেখেছিলেন যাদের পরিখাতে টানা সেতু ছিল। পাথর ছোঁড়া যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুরা নগরের দূর্গ প্রাচীর আক্রমণ করে। এই পরিখা তাতে কার্যকরী প্রতিরোধের ভূমিকা নেয়। তিনি আশা করেছিলেন হাতিরা থেমে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না টানা সেতু নামানো হয়। কিন্তু হাতিরাও থামলো না আর কোন নেমে আসা সেতুর চিহ্নও দেখা গেল না। তার বদলে দেখা গেল কুড়িজন সশস্ত্র লোক পরিখার বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাঁধের মেঝেটা ছিল বড় বড় পাথরে বাঁধানো। হাতিরা কাছাকাছি আসতেই দুজন লোক পিছিয়ে গেল আর সেই মেঝেতে একটা বড়ো পাথরের চাঁইতে জোরে চাপ দিলো। মৃদু হিস শব্দ তুলে পাথরটা মাটির ভেতর ঢুকে গেল। এর ফলে বাঁধের ঠিক আগে মাটির একটা চওড়া অংশ পাশের দিকে সরে গেল, দেখতে পাওয়া গেল সুন্দর সিঁড়ির ধাপ মাটির তলায় নেমে গেছে। ধাপগুলো সুড়ঙ্গে চলে গেছে। যেখানে হাতিরা প্রবেশ করলো। বাসুদেব প্রহরীরা হাঁটু গেড়ে নীলকণ্ঠকে নমস্কার জানালো।

গণেশের দিকে তাকিয়ে হেসে কার্তিক বললেন, 'কি উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা দাদা।'

'হ্যাঁ, পরিখার ওপর সেতু তৈরির পরিবর্তে ওনারা তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ বানিয়েছেন,

আর সুড়ঙ্গের দরজা পাথুরে মেঝেতে সম্পূর্ণ ভাবে মিশে গেছে। সুড়ঙ্গটাকে লুকিয়ে রাখার একটা কার্যকরী ব্যবস্থা।'

'পরিখার চারপাশের পুরো স্থানটাই পাথর বাঁধানো। সুড়ঙ্গে ঢোকার পথকে সেটা জন্তু-জানোয়ারের থেকে রক্ষা করে।'

'যদি না শত্রু জানতে পারে যে একেবারে সঠিক কোনখানে ঢোকার পথটা রয়েছে, সে কখনোই পরিখা পেরিয়ে নগরে ঢোকার উপায় খুঁজে পাবে না।'

নন্দী গোপালের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনারা এক অসাধারণ গোষ্ঠী, পণ্ডিতজী।'

গোপাল নম্রভাবে একটু হাসলেন।

হাতিরা নগরের দিকে এগোতে যাত্রীরা নগরের পুরো দেওয়াল জুড়ে একই রকমের বড়ো জ্যামিতিক নকশা লক্ষ করলেন। একটা বর্গক্ষেত্রের মধ্যে অনেকগুলো সমকেন্দ্রীক বৃত্ত রয়েছে। বাইরের বৃত্তের সীমা বর্গক্ষেত্রের বাহুগুলোকে ছুঁয়ে রয়েছে। যেন শূন্য থেকে দেখা উজ্জয়িনী নগরের বিন্যাসের অনুরূপ। গোলাকার দূর্গ প্রাচীরটা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনও ব্যাপার ছিল না। বরং এটা ছিল বাসুদেবদের বিশ্বাস অনুযায়ী নিখুঁত জ্যামিতিক নকশার এক চরম নিদর্শন।

'পুরো নগরটাকে আমরা *মণ্ডল* এর আকারে তৈরি করেছি,' গোপাল বললেন।

'*মণ্ডল* কি পণ্ডিতজী?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'এটা আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কল্পিত চিহ্ন।'

'সেটা কেমন?'

'পরিখার বর্গাকার দেওয়ালটা পৃথিবীর প্রতীক—মানে যে ক্ষেত্রের ওপর আমরা বাস করছি। একটা বর্গক্ষেত্রের দ্বারা একে প্রকাশ করা হয়েছে যা চারটি বাহু দ্বারা গঠিত। আমাদের পৃথিবীর যেমন চারটি দিক আছে সেই রকম। বর্গক্ষেত্রের খালি স্থানটা প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছে। আমরা যেমন অসাংস্কৃতিক ও আদিম অরণ্যে বাস করি তেমন। আর এরপর চেতনার পথ যা পরমাত্মার কাছে যাওয়ার পথ—সেটা বৃত্তের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

'বৃত্ত কেন?'

'পরমাত্মা হলেন পরম আত্মা। তিনি অসীম। আর যদি অসীমকে কোন জ্যামিতিক আকারে প্রকাশ করতে চান তবে বৃত্তের চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। এর কোন আদি নেই, এর কোন অন্তও নেই। এতে কোন বাহু যুক্ত করতে পারবেন না। এর থেকে কোন বাহু বিযুক্ত করতে পারবেন না। এ হল সম্পূর্ণ। অসীমত্বর বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান।'

শিব মৃদু হাসলেন।

অনেক উঁচু থেকে উজ্জয়িনীকে দেখলে বোঝা যেত যে দূর্গ-প্রাচীরের মধ্যে সেখানে রয়েছে সমকেন্দ্রীক গাছে ছাওয়া পাঁচটি রাজপথ। সবচেয়ে বাইরের পথটা রয়েছে দূর্গ-প্রাচীরের গায়েই। বাকি চারটি রাজপথ সমকেন্দ্রীকভাবে রয়েছে আর তাদের ব্যাসও ক্রমশ কমেছে। সবচেয়ে ছোট বৃত্তাকার রাজপথটা নগরের কেন্দ্রের বিশাল বিষ্ণু মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে। বৃত্তের ব্যাসার্ধের মতো কুড়িটা রাজপথ ভেতরের বৃত্তাকার রাজপথ থেকে বাইরের বৃত্তাকার পথ পর্যন্ত সরলরেখার মতো সোজা চলে গেছে। এই পথগুলোতে পথচারীদের চলার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। এই বৃত্তাকার পথগুলো কার্যোপযোগীভাবে উজ্জয়িনীকে বলয়ের মতো পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছিল। সবচেয়ে বাইরের অঞ্চল, পঞ্চম ও চতুর্থ পথের মধ্যে অঞ্চলটায় গৃহপালিত পশুদের থাকার জন্য কাঠের তৈরি বিশাল এক পশুশালা ছিল—যেমন গরু, ঘোড়া ইত্যাদি রাখার জন্য আর কি। তবে বেশিরভাগ স্থান নিয়ে ছিল সুশিক্ষিত কয়েক সহস্র হাতি। তার পরের অঞ্চলটায় একেবারে নতুন ছাত্র আর একটু অভিজ্ঞ ছাত্রদের জন্য চতুর্থ ও তৃতীয় পথের মধ্যে বাসস্থান ছিল। এছাড়াও তাদের বিদ্যালয়, পণ্যশালা ও মনোরঞ্জনের স্থানও ছিল। তৃতীয় ও দ্বিতীয় পথের মধ্যের অঞ্চলে ছিল বাসুদেবগোষ্ঠীদের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রদের বাসভবন। দ্বিতীয় আর প্রথম পথের মধ্যের অঞ্চল ছিল ব্রাহ্মণদের—যে বর্গের মানুষেরা বাসুদেবদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন, তাদের বাসস্থান। আর প্রথম রাজপথের মধ্যে নগরের মর্মস্থলে ছিল উজ্জয়িনীর পবিত্রতম স্থান। তাদের কেন্দ্রীয় মন্দির।

মন্দিরটি ছিল কালো ইঁটের তৈরি। চম্বল নদী থেকে যেটাকে দেখে শিবের

মনে হয়েছিল ছোট পাহাড়। মানুষের তৈরি এই মন্দিরটা পুরোটাই ছিল নিখুঁত এক উল্টোনো শঙ্কুর আকারের। গোল এই মন্দিরের মাটির কাছে এক সহস্র স্তম্ভ ছিল যেগুলোর ওপরে এই মন্দির গড়ে উঠেছিল। শঙ্কুর আকারের মন্দিরের চূড়োর ভেতরটা ছিল পুরো ফাঁপা। চূড়োর দিকটা ক্রমশ সরু হতে হতে একেবারে মাথার দিকে চারশো হাত উঠে গেছে। ছাদের বিশাল ভার ধরে রাখার জন্য মন্দিরের মধ্যিখানে চূড়ো বরাবর ছিল কঠিনতম গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি একটা স্তম্ভ। মন্দিরের একদম মাথায় বসানো ছিল বিশাল এক গম্বুজ—কালো বেলে পাথরে তৈরি। প্রায় পঁচিশ মন ভারি এই গম্বুজ গড়িয়ে গড়িয়ে মন্দিরের মাথায় তুলতে হাতিদের প্রায় সাত ক্রোশ লম্বা ক্রমশ ওপরে উঠে যাওয়া সমান জমি বেয়ে টেনে তা আনতে হয়েছিল। চম্বল নদী থেকে শিব এই উত্‌রাই পথটার অবশিষ্ট অংশটাই দেখেছিলেন।

অবশ্যই শিব ও তাঁর দলের লোকেদের এই বিশাল ব্যাপার দেখা বাকি ছিল। যেই হাতিরা সুড়ঙ্গ থেকে দূর্গ প্রাচীরের ভেতরে সবচেয়ে বাইরের বৃত্তাকার পথে বেরিয়ে এল, সবার চোখ সেই দৃশ্যে আটকে গেল যা উজ্জয়িনীর কোন অংশ থেকেই না দেখে থাকা যায় না। সেই দৃশ্য হল কেন্দ্রের বিষ্ণু মন্দির। পুরো যাত্রীদল হাঁ করে সম্ভ্রম ও বিস্ময় জাগানো এই দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইলো। কেবল বৃহস্পতির গলা দিয়ে শোনা গেল সেই অভিব্যক্তিটা যা প্রত্যেকেরই হয়েছিলো।

'বাঃ!'

অধ্যায় ৭

এক চিরন্তন সখ্যতা

উজ্জয়িনীর কেন্দ্রীয় বিষ্ণু মন্দিরের লাগোয়া ব্রাহ্মণদের অঞ্চলের মধ্যেই শিবের বাহিনীকে রাখা হয়েছিল। একরাত সুখে কাটানোর পর শিব যখন সবেমাত্র পরিবারের সাথে প্রাতঃরাশ সেরে উঠেছেন, হঠাৎ এক বাসুদেব পণ্ডিত এসে হাজির। তিনি শিবকে পথ দেখিয়ে বিষ্ণু মন্দিরের দিকে নিয়ে গেলেন। সকালেই শিব গোপালের সাথে সাক্ষাৎ সেরে নিয়েছিলেন।

শিব এগোতে সুবিশাল বিষ্ণু মন্দিরের সরল অথচ বিশালত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। একটা গোল চত্বরের উপর তৈরি সেটা। ধাতুর সাহায্যে আঁটা পালিশ করা গ্রানাইট পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি সে মন্দির। পাথরে পাশাপাশি কাটা ফুটো আর খাঁজে গলিত ধাতু ঢালার ফলে সেগুলো জমে শক্ত হয়ে পাথরগুলোকে অবিচ্ছেদ্দ বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। চুন-সুরকিতে গাঁথা পাথরের তুলনায় এই পদ্ধতির গাঁথনি অনেক শক্তপোক্ত—খরচটা যদিও বেশি। মন্দিরে সরলতার সাথে তাল মেলানোর জন্য চত্বরে কোনো রকম কারুকার্য্য করা হয়নি। আসলে মন্দিরের স্থাপত্যকীর্তি এতটাই চমৎকার যে অন্য মূর্তি বা কারুকার্য্যকে অপ্রয়োজনীয় বলে ধরা যায়।

গ্রানাইটের তৈরি অনেকগুলো নলের মতো থাম চত্বরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গোড়াটা অনেকটাই গভীরে। হাতির সাহায্যে চালানো ফুটো করার যন্ত্রে নিখুঁত ও সমানভাবে থামগুলো গড়ে উঠেছে। তারা একদম ঠিকঠাকভাবেই উপরের শঙ্কু আকৃতির চূড়োকে ধরে আছে। বিশাল কালো পাথরের শঙ্কু আকৃতির চূড়োটা দূর থেকেও কাছের মতই মসৃণ লাগছে। প্রত্যেকটা পাথরের চাঁই একই মাপের এবং মসৃণভাবে পালিস করা। সেগুলো নিখুঁতভাবে খাপে খাপে বসে

গেছে। চূড়োর একেবারে উপরে বসানো হয়েছে কালো বেলেপাথরের তৈরি একটা বিশাল গোলাকার সুদৃশ্য গম্বুজ। শিবকে অবাক হয়ে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখে বাসুদেব পণ্ডিত চুপ করে ছিলেন।

তিনি মূল মন্দিরের ঢুকতেই দেখলেন যে চূড়োটা ভেতরে পুরোপুরি ফাঁপা। এতে করে দৈত্যাকৃতি শঙ্কু আকৃতির ছাদটাকে ভেতর থেকে দেখতে চমৎকার লাগছে আর ভেতরের সভা ঘরটাকে বিশাল বাঁকা গুহার মতো দেখাচ্ছে। শিব ভারতের অন্যান্য মন্দিরের যেরকম আলাদা নিভৃত দেবস্থান বা গর্ভগৃহ দেখেছিলেন এটার কিন্তু সেরকম আলাদা করে কিছু ছিল না। মন্দিরের ভেতরটা খোলা-- সবার প্রার্থনার জন্য উন্মুক্ত। ছাদটা উজ্জ্বল রঙচঙে ছবিতে জ্বলজ্বল করছে। ছবিগুলোতে প্রভু রামের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে: তাঁর জন্ম, পড়াশোনা, নির্বাসন ও শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত পুনরাবর্তন। বড়সড় দেওয়ালে বিশালাকার এক দেওয়াল চিত্রতে প্রভু রামের অযোধ্যায় সিংহাসনে বসার পরবর্তী জীবন বর্ণিত হয়েছে: তাঁর প্রকৃত শত্রুরা, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, তাঁর প্রেরণাদায়ী পত্নী সীতাদেবীর সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও তাঁর মেলূহা স্থাপনের ইতিবৃত্ত।

সভাঘরের ঠিক মাঝখানে সাদা গ্রানাইট পাথরের এক বিশাল থাম দাঁড়িয়ে আছে। উচ্চতায় সেটা প্রায় চারশো হাত আর সবকিছু ছাড়িয়ে শঙ্কু আকৃতির চূড়োর শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শিবের জানা ছিল যে মানুষের জানা পাথরগুলোর গ্রানাইটটাই সবচাইতে কঠিন এবং তাতে খোদাই করাও খুবই কষ্টসাধ্য। কাজেই থামের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোদাই করা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সেখানে প্রভু রাম ও সীতাদেবী বিশাল প্রতিকৃতি রয়েছে। সাদাসিদে পোষাকে কোনোরকম রাজকীয় অলঙ্কার বা মুকুট ছাড়াই সাধারণ হাতে বোনা সুতীবস্ত্র পরে আছেন তাঁরা—যা খুবই গরীবরা পরে থাকে। ধর্মনিষ্ঠ দম্পতি তাঁদের চোদ্দো বছরের নির্বাসনে এই পোষাকই পরেছিলেন। নির্বাসনের বেশির ভাগটাই তাঁদের ঘন জঙ্গলে কেটেছিল। তবে সবচাইতে যেটা গোলমেলে ঠেকছিল সেটা হল প্রভু লক্ষ্মণ ও প্রভু হনুমানের অনুপস্থিতি। তাঁদের সাধারণত বিষ্ণুর সপ্তম অবতারের সমস্ত প্রতিকৃতিতেই অন্তর্ভুক্ত করা হত। ছবিতে সীতাদেবী নীচ থেকে প্রভু রামের ডান হাত ধরেছিলেন—ঠিক যেন তাঁকে সমর্থন যোগাচ্ছিলেন।

'ওঁদের জীবনের সবচাইতে কষ্টকর সময়টাই আঁকবার জন্য বাছা হয়েছে

কেন?' শিব জানতে চাইলেন। 'এটা সেই সময়কার যখন তাঁরা অযোধ্যা থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন ও যখন রাক্ষসরাজ সীতাদেবীকে অপহরণ করে ও পরে প্রভু রামকে সীতাদেবীকে উদ্ধারের জন্য ভয়ংকর যুদ্ধ করতে হয়।'

বাসুদেব পণ্ডিত হাসলেন। 'প্রভু রাম বলেছিলেন যে লোকে তাঁর সমগ্র জীবন ভুলে গেলেও এই পর্বটা ভুলবে না—যখন তিনি তাঁর স্ত্রী, ভাই ও অনুগামী হনুমানকে নিয়ে নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছিলেন। কারণ, তিনি ভাবতেন যে এই পর্বটাকে তাকে তাঁর মতো করে গড়ে তুলেছে।'

গোপাল মাঝখানের থামটার গোড়া ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পাশেই দুখানা কারুকাজ করা সিংহাসন। একটা সীতাদেবীর পায়ের কাছে ও অন্যটা প্রভু রামের পায়ের কাছে। দুটো সিংহাসনের মাঝখানে একটা ছোট হোমের আগুন জ্বলছে। আগুনের দেবতা প্রভু অগ্নির পবিত্র উপস্থিতির তাৎপর্য হল এটাই যে দুপাশে যাঁরা বসবেন তাঁদের মধ্যে কোনো মিথ্যা চালাচালি হতে পারে না। গোপালের পাশে বহু বাসুদেব পণ্ডিত চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন।

গোপাল শিবের সামনে ঝুঁকে শ্রদ্ধায় হাত জড়ো করে নমস্কার জানালেন। 'একজন বাসুদেব শুধু দুটো উদ্দেশ্যের কাজে লাগতে পারার জন্য বেঁচে থাকেন। পরবর্তী বিষ্ণু আমাদের মধ্যে থেকেই উঠে আসবেন আর যখনই মহাদেব আবির্ভূত হবেন আমরা তাঁর সেবায় লাগবো।'

শিবও প্রতিনমস্কারে গোপালের সামনে মাথা ঝোঁকালেন।

'আমরা এখানে উপস্থিত সকলেই সম্মানিত বোধ করছি,' গোপাল বলে চললেন। 'এইজন্যে যে আমাদের জীবনকালের একটা লক্ষ্য পূরণ হল। প্রভু নীলকণ্ঠ, আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।'

'আপনি আমার অনুগামী নন, প্রভু গোপাল,' শিব বলে উঠলেন। 'আমি এখানে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি কেননা আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

গোপাল হেসে সিংহাসনগুলোর দিকে দেখালেন।

শিব ও গোপাল তাঁদের আসন গ্রহণ করতে অন্য বাসুদেব পণ্ডিতরাও তাঁদের ঘিরে মেঝেতে সার বেঁধে বসে পড়লেন।

গণেশ, কার্তিক ও বৃহস্পতি উজ্জয়িনীতে একটা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে একজন বাসুদেব ক্ষত্রিয় রয়েছেন। একদম বাইরের দিকে থাকা জন্তুর খাঁচাগুলোর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন গণেশ। বিশেষত হাতিশালের প্রতি।

গণেশের ঘোড়ার কাছাকাছি ঘোড়া নিয়ে এসে বাসুদেব ক্ষত্রিয় জানতে চাইলেন, 'প্রভু, আপনি হাতিতে এত আগ্রহী কেন?'

'আগামী যুদ্ধে ওরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওরা যদি আমার আশা মতন ভালো ভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে থাকে তাহলে একটা বড় ভূমিকা নেবে।'

বাসুদেব হেসে তাঁর ঘোড়াকে সামনে থাকা অন্যান্য খাঁচার দিকে ছোটালেন। নীলকণ্ঠের ছেলেকে তাঁদের যুদ্ধের হাতির প্রতি আগ্রহী দেখে তিনি খুশী হয়েছিলেন। বাসুদেবদের ক্ষত্রিয়েরা এইসব হাতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া কলাকৌশলের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন—যদিও শাসক বাসুদেব পণ্ডিতদের তাতে একেবারেই মত ছিল না। এই চমৎকার জন্তুগুলো একসময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রধান স্থান দখল করে থাকতো। তবে, বর্তমানে তাদের ভয়াবহ ক্ষমতাকে প্রতিহত করে বিভিন্ন প্রতিআক্রমণের কৌশল উদ্ভাবন হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল এক বিশেষ ধরণের ঢাক পেটানো। এতে করে হাতিরা বিচলিত হয়ে এলোমেলো দৌড়োতে শুরু করে আর নিজের পক্ষেরই রীতিমতো ক্ষতি সাধন করে। অধিকাংশ সেনাবাহিনীই তাদের ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে সুপ্রশিক্ষিত হাতি যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। গণেশ বাসুদেব সেনাবাহিনীর সুপ্রশিক্ষিত হাতিদের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তাদের বিখ্যাত মিত ভাষিতার জন্য কথাটা ঠিক না গুজবমাত্র তা বুঝতে পারা যাচ্ছিলো না। কার্তিক তাঁর দাদার কাছে সরে এসে বললেন, 'কিন্তু দাদা, চম্বল থেকে ওদের পিঠে চড়ে আসার সময়েই তো আমরা হাতিগুলোকে দেখেছি। ওরা অসাধারণ সুপ্রশিক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত।'

'তা ঠিক কার্তিক,' গণেশ উত্তর দিলেন। 'কিন্তু ওগুলো মাদী হাতি যাদের

যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় না। ওদের ঘরোয়া কাজকম্মে লাগানো হয়—এই যেমন লোক বা মালপত্র বহন করা। যুদ্ধের সময়ে মদ্দা হাতির প্রয়োজন পড়ে।’

‘ওরা আরও আগ্রাসী বলে কি?’

‘এমনিতে ওরা শান্ত স্বভাবের হলেও হাতিকে উত্তেজিত করে বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও আরও আগ্রাসী করে তোলা যায়। তবে কিনা মাদী হাতিকে আগ্রাসী করে প্রশিক্ষিত করে তোলা আরো কঠিন। কেননা, মাদী হাতি শুধুমাত্র ভালোরকম কারণ থাকলেই হত্যা করে—এই যেমন ধর যখন তার ছানা আক্রান্ত হয় তখন। একটা মদ্দা হাতিকে কিন্তু অতি সহজেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিংস্র করে তোলা যায়।’

‘এরকমটা কেন?’ কার্তিক জানতে চাইলেন। ‘তুলনায় কি ওরা কম বুদ্ধিমান?’

‘আমি তো শুনেছি যে গড় ধরলে মাদীরাই বেশি চালাকচতুর। তবে ব্যাপারটা আরেকটু জটিল। হাতির পাল মাতৃতান্ত্রিক আর সাধারণত জঙ্গলের সমস্ত সিদ্ধান্ত সবচাইতে বয়স্ক মাদী হাতিই নেয়—কখন তারা চলতে শুরু করবে, কখন খাবে, কে দলে থাকবে আর কাকে তাড়ানো হবে এইসব আর কি।’

‘তাড়ানো হবে?’

‘হ্যাঁ। মদ্দা হাতিরা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই তাদের দল থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারা হয় নিজেরাই চরে খায় নয়তো ভ্রাম্যমান মদ্দা হাতির পালে যোগ দেয়।’

‘এটাতো ঠিক নয়।’

‘প্রকৃতি ঠিক-বেঠিক নিয়ে মাথা ঘামায় না, কার্তিক। সে শুধু যোগ্যতার কথা মাথায় রাখে। মদ্দা হাতি দলের খুব একটা কাজে আসে না। মাদীরা নিজেরাই আত্মরক্ষায় রীতিমতো সক্ষম আর নিজেদের ছানাপোনাদের তারাই দেখাশোনা করতে পারে। শুধুমাত্র যখন কোনো মাদী বাচ্চা চায় তখনই মদ্দার প্রয়োজন হয়।’

‘তাহলে কি করে ওরা . ’

‘প্রজননের মাসটায় মাদী হাতির দল কয়েকটা ভ্রাম্যমান মদ্দা হাতিকে কিছুকালের জন্য দলে ঢোকায় যাতে করে মাদীরা গর্ভবতী হতে পারে। তারপর

তাদের আবার বের করে দেওয়া হয়।'

কার্তিক মাথা ঝাঁকালেন। 'ভারী বিচ্ছিরি তো।'

'তা, ব্যাপারটা এইরকমই। বন্য মাদী হাতিরা সুনির্দিষ্ট সামাজিক আচরণ মেনে চলে ও দলে মাতৃতান্ত্রিক প্রথা মেনে চলে। অন্যদিকে মদ্দা হাতি হল তার জাতের কারোর সাথেই গাঁটছড়া না বাঁধা যাযাবর। স্বভাবতই একাকী থাকার ফলে বাঁচার জন্য তাকে আরো আগ্রাসী হয়ে উঠতে হয়। কাজেই ওকে বাগে আনা বেশ কঠিন আর এইজন্যেই ওকে বাচ্চা অবস্থাতেই পাকড়াতে হয়। তবে একবার বাগ মানলে ওকে নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃতভাবে সোজা আর ও নিজের মাহুতের অনুগত থাকে। আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল শুধুমাত্র মাহুতের নির্দেশ পেলেই সে যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই হত্যা করবে—যেটা মাদী হাতি করবে না।'

বাসুদেব পণ্ডিত তাঁদের আলোচনায় বাধা দিয়ে সামনের দিকে দেখালেন, 'প্রভু, হাতিশাল।'

'আমার ধারণা যে আমি যাকে অশুভশক্তি বলে সন্দেহ করছি আপনি ইতিমধ্যেই তাকে জানেন, 'শিব ছোট্ট হোমের আগুনের বিপরীতে বসে থাকা গোপালের দিকে চেয়ে বললেন।

'না জানলে তো আর মনের কথা পড়তেই পারতাম না,' হেসে বললেন গোপাল। 'তবে, আমার মনে হয় যে আমার সম্মতি আছে কিনা সেটা জানতেই আপনি বেশি আগ্রহী।'

'হ্যাঁ। আর যদি তাই হয় তো আপনার যুক্তিগুলো কি?'

'ঠিক আছে, আগে প্রথমটার উত্তর দিই। অবশ্যই আমাদেরও একই মত। প্রত্যেক বাসুদেবের আপনার মতের প্রতি সম্মতি আছে।'

'কেন?'

'কেন না আমরা মহাদেব প্রাতিষ্ঠানিকতার বিশ্বস্ত অনুগামী। আপনি ঠিক

উত্তরটা খুঁজে পেলে আপনার মতের প্রতি আমাদের সম্মতি দিতেই হবে।'

শিব কিছু একটা ধরতে পারছিলেন। 'আমি ঠিক উত্তরটা খুঁজে পেলে?'

'হ্যাঁ। এতরকমের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আপনি সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের কাছে পৌঁছে গেছেন যে প্রশ্নটা প্রত্যেক মহাদেবের সামনে আসে: কোনটা অশুভশক্তি।'

'আপনি কি বলতে চান যে আপনি ইতিমধ্যেই সঠিক উত্তরটা জানেন?'

'নিশ্চয়ই। যেটা আমি জানি না সেটা হল আমার কাছে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলোর উত্তর কি। বিষ্ণু প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নগুলো একদম আলাদা। মহাদেবের মূল প্রশ্ন যেখানে: অশুভশক্তি কি; বিষ্ণুর কাছে মূল প্রশ্ন দুটো: পরবর্তী মহা শুভশক্তি কোনটা? আর কখন শুভশক্তি অশুভশক্তিতে রূপান্তরিত হয়?'

'কখন?'

'হ্যাঁ। মহাদেব বাইরের লোক হলে, বিষ্ণুকে ভেতরের লোক হতেই হবে। তাঁর কাজ হল এক মহা শুভশক্তিকে ব্যবহার করে জীবনের নতুন পথ সৃষ্টি করা আর তারপর মানুষকে সেই পথে চালনা করা। মহা শুভশক্তি যেকোন কিছু হতে পারে: দৈবী অস্ত্রের মতো কোন প্রযুক্তি বা সোমরসের সৃষ্টি; এমনকী এটা কোনো দর্শনও হতে পারে। অধিকাংশ দলপতিরাই শুধুমাত্র আগের বিষ্ণুর নির্দেশগুলি মেনে চলেন। কিন্তু কখনো কখনো কোন বিষ্ণু আবির্ভূত হন যিনি কোনো মহা শুভশক্তিকে জীবনের নতুন ধারা সৃষ্টি করার তৈরির কাজে লাগান। প্রভু রাম এরকম একাধিক পথ ব্যবহার করেছিলেন। যেমন, এই ধারণা যে আমরা যে গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নিয়েছি তাতে বাঁধা না পড়ে অন্য গোষ্ঠী বেছে নিতে পারি। তিনি সোমরসের বহুল ব্যবহারকে মেনে নেন যাতে করে শুধুমাত্র ধনীরা ছাড়াও প্রত্যেকে এর উপকারীতায় লাভবান হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন যে মহা শুভশক্তি কিন্তু কখনো কখনো ভয়ংকরতম অশুভশক্তি হয়ে উঠতে পারে।'

'সেটা আমি প্রভু মনুর বাণী থেকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এরকমটা কেন হয় তার কারণগুলো আপনার থেকে জানতে চাই।'

'আমাদের গোষ্ঠীতে একটা দার্শনিক গ্রন্থ আছে যাতে এই প্রশ্নের উত্তর

চমৎকারভাবে দেওয়া আছে। প্রভু হরি ও প্রভু মোহনের মত মহান দার্শনিকদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেওয়া শিক্ষা সে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রভু বাসুদেবের থেকে শুরু করে বাসুদেব গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রধানদের নির্দেশাবলীও রয়েছে সেখানে। এই বইকে বলা হয় ''প্রভুবন্দনা''।'

'প্রভুবন্দনা?'

'হ্যাঁ। প্রাচীন সংস্কৃতে এর নাম *ভাগবত্‌গীতা*। আমি যা কিছু বলতে চাই তা গীতায় একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে বলা হয়েছে: *অতি সর্বত্র বর্জয়েৎ*। এর অর্থ অতিরিক্ত সবসময়েই বর্জনীয়। যেকোনো কিছুরই অতিরিক্তটা খারাপ। আমাদের কেউ কেউ শুভশক্তির প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু জগৎ সবসময় ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টায় থাকে। কাজেই কারও কারও কাছে যা ভালো অন্যের কাছে তা খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানবজাতির পক্ষে কৃষি ভাল। কারণ, তাতে আমাদের খাদ্যের যোগান হয়। কিন্তু পশুদের পক্ষে সেটা খারাপ। কারণ, তাতে অরণ্যভূমি ও চারণভূমি কমে যায়। প্রাণবায়ু আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রাণবায়ু বিনা জীবিত প্রাণীরা বাস করতো, এই প্রাণবায়ু তাদের কাছে বিষরূপে অবতীর্ণ হয়ে তাদের পৃথিবী থেকে মুছে দিয়েছিল। কাজেই জগতের ভারসাম্য রাখতে হলে আমাদের শুভশক্তির অত্যধিক ভোগ বর্জন করতে হবে। নাহলে জগৎ শুভশক্তির পাল্টা অশুভশক্তির উৎপন্ন করে তার ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রয়াসী হবে। এটাই অশুভশক্তির লক্ষ্য—শুভশক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা।'

'অশুভশক্তি উৎপন্ন করে না এমন কোনো শুভশক্তি নেই কি? কেনই বা আমরা এমন কোনো জীবনধারার প্রতিষ্ঠা করতে পারি না যা জগৎ-এর ভারসাম্য বজায় রাখে?'

'ওটা সম্ভব নয়। আমাদের এই বেঁচে থাকাটাতেই ভারসাম্য নষ্ট হয়। বাঁচারজন্য শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর সময় আমরা প্রাণবায়ু গ্রহণ করি আর অপ্রাণবায়ু বর্জন করি। এটা করে কি আমরা ভারসাম্য নষ্ট করছি না? অপ্রাণবায়ু কি কারোর কারোর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়? অশুভশক্তি জন্ম হওয়া আমরা তখনই আটকাতে পারবো যখন আমরা ভাল কাজ করাও ছেড়ে দেব—

আর যদি আমরা বাঁচাটাই বন্ধ করি তো তবেই। কিন্তু জন্মালে তো জীবনযাপন করাটাই কর্তব্য হয়ে পড়ে। আচ্ছা, এটাকে মহাবিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। জগৎ একমাত্র তখনই নিখুঁত ভারসাম্যে ছিল যখন তার সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই সৃষ্টির ঠিক আগের মুহূর্তেই তার ধ্বংসও হয়েছিল। কারণ সে সেই ধ্বংসের মুহূর্তে তার ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আসলে, সৃষ্টি ও ধ্বংস তো একই মুহূর্তের দুই সীমা। আর, সৃষ্টি ও তার পরবর্তী ধ্বংসের মাঝের পুরো সময়টা ধরে চলে জীবনযাত্রা। এই জগতের ধর্মই হল: জন্মাও, অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস অব্দি পুরোমাত্রায় জীবনযাপন কর ও ধ্বংসের পরে আবারও জন্মগ্রহণ কর। জগৎ-এর এই নিয়মে এখন আমরা নিচের দিকে চলার পথে রয়েছি।'

'পণ্ডিতজী, এসবই শুধু তত্ত্ব।'

'তা তো বটেই। তবে এগুলোর দ্বারা আপাতভাবে দুর্বোধ্য অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা সম্ভব।'

'সেটা বা ঠিক। তবে কিনা, এই জগৎ আমাদের মধ্যেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপে বিরাজমান। আমাদের সৃষ্টি ও ধ্বংস ঘটে শুভশক্তি ও অশুভশক্তির মাধ্যমে; ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে। আর এটা জীবজন্তু, গাছপালা, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুর ক্ষেত্রেই সত্যি। আমাদের মানুষদের যে জিনিসটা বিশেষত্ব দান করেছে সেটা হল এই যে আমরা শুভশক্তি ও অশুভশক্তি নিয়ন্ত্রণের পথকে বেছে নিতে পারি। অধিকাংশ জীব-এরই এ সুযোগ নেই। কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে দৈত্যাকার জীবজন্তু বসবাস করতো। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেল। এটা ভাবাই যুক্তিযুক্ত যে তারা কিন্তু এই বিলুপ্তির জন্য নিজেরা দায়ী ছিল। তারা "অশুভশক্তি"র শিকার হয়ে পড়েছিল, সে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তবে, মানুষ মহত্তম উপহার হিসাবে বুদ্ধিকে পেয়ে ধন্য হয়েছে। এর ফলে আমাদের বাছাবাছির সুযোগ ঘটেছে। সচেতনতার সাথে শুভশক্তিকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে এবং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনযাপনকে আরও উন্নত করে তুলতে পারি। অশুভশক্তি আমাদের পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলার আগেই তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। অন্যান্য জীবিত প্রাণীকূলের সাথে প্রকৃতির যে সম্পর্ক, আমাদের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক কিন্তু তার থেকে আলাদা। ক্ষেত্রবিশেষে, প্রকৃতির উপর আমাদের

ইচ্ছাশক্তি চাপিয়ে দেওয়ার বাড়তি সুবিধা আমাদের আছে। শুভশক্তি তৈরি করে ও তাকে ব্যবহার করে আমরা এটা করতে পারি—এই যেভাবে আমরা কৃষিকার্যের সৃষ্টি করলাম সেইভাবেই আর কি। তবে যেটা আমরা ভুলে যাই সেটা হল এই যে অনেক সময়ের শুভশক্তিও কিন্তু অশুভশক্তির জন্ম দেয় যা আমাদের ভবিষ্যতে ধ্বংস করবে।'

'আর, তখনই কি মহাদেবের আবির্ভাব হয়?'

'হ্যাঁ। প্রভু ব্রহ্মার মতো সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের থেকে শুভশক্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু মানবতার অগ্রগতির কাজে শুভশক্তিকে পরিচালিত করার জন্য একজন বিষ্ণুর প্রয়োজন। এটাই ধাঁধা লাগানো ব্যাপার যে অগ্রগতিতেও কিন্তু ভারসাম্যের অনৈক্যের প্রয়োজন। অন্য সময়ে বিষ্ণু এসে সমাজকে অশুভশক্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। তিনি বিকল্প শুভশক্তি সৃষ্টি করেন। সোমরস বর্জ্য পদার্থের বিষাক্ত ক্ষতিকারক প্রভাব কমানোর চেষ্টার মাধ্যমে বৃহস্পতি সে চেষ্টাই করছিলেন। উনি যদি সফল হতেন তাহলে আমরা বাসুদেবরা অবশ্যই ওনার লক্ষ্যপূরণে সহায়তা করতাম। পরিশুদ্ধ সোমরসের উপর ভিত্তি করে নতুন ধরনের আরেক জীবনযাত্রা গড়ে উঠতো। কিন্তু বৃহস্পতি ব্যর্থ হওয়ায় সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন রয়েছে শুধু মহাদেবের পথ: রুখে দাঁড়ানো আর মানুষকে সেই শুভশক্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যা অশুভশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।'

'তার মানে একজন বিষ্ণুর বিকল্প শুভশক্তি দেখানোর মাধ্যমে লোকেদের শুভ থেকে অশুভতে রূপান্তরিত পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু একজন মহাদেবের কাজ হল লোককে শুভশক্তি ত্যাগ করতে বলা। আর সেটাও পরিবর্তে কোনো শুভশক্তির আশ্বাস ছাড়াই।'

'হ্যাঁ। আর এটা করাটা মোটেই সহজ নয়। সোমরস এখনও বহু সংখ্যক লোকের কাছেই শুভশক্তি। এর ফলে তাদের জীবনকাল নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। সাথে সাথে এটা তাদের রোগমুক্ত, যৌবনে ভরপুর, সৃষ্টিশীল জীবনযাপনে সাহায্য করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজের পক্ষে সোমরস অশুভশক্তি। আমরা লোকেদের মহত্তর কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলী দিতে আহ্বান করছি—কিন্তু বিনিময়ে কিছুই দিচ্ছি না। এর জন্যে প্রয়োজন একজন বহিরাগত নেতার

যাঁকে লোকেরা অন্ধভাবে অনুসরণ করবে। এর জন্যে চাই একজন দেবতার যাঁর জন্যে রয়েছে ঐকান্তিক নিষ্ঠা; চাই মহাদেবকে।'

'আপনি তাহলে সবসময়েই জানতেন যে সোমরস অশুভশক্তি?'

'আমরা সবসময়েই জানতাম যে শেষপর্যন্ত এটা অশুভশক্তি হয়ে উঠবে। কিন্তু সেটা *কখন* সেটা জানতাম না। মনে রাখবেন শুভশক্তির তার নিজের পথে যতটা চলার কথা ততটাই চলতে দেওয়া উচিত। যদি আমরা সাততাড়াতাড়ি শুভশক্তিকে সমাজ থেকে সরিয়ে নি তাহলে সভ্যতার গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। আর যদি খুব দেরী করে সরাই তো পুরো সভ্যতাটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কাজেই অশুভশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে বিষ্ণু-প্রতিষ্ঠানের কাজ হল যতক্ষণ না মহাদেবের প্রতিষ্ঠান সময় হয়েছে কিনা তা ঠিক করেন ততক্ষণ অপেক্ষা করা। আমাদের ক্ষেত্রে একজন মহাদেব আবির্ভূত হয়েছেন যিনি সন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সোমরসই অশুভশক্তি। কাজেই আমরা জেনে গেছি যে অশুভশক্তিকে সরানোর সময় এসে গিয়েছে। সোমরসকে সমীকরণের থেকে বের করে দিতে হবে।'

— —
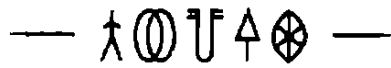
গণেশ, কার্তিক ও বৃহস্পতি হাতিশালে ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁইতে গড়া দশখানা ঘেরা স্থান আছে। প্রত্যেক ঘেরা স্থানে আটশো থেকে এক হাজার জন্তু থাকতে পারে। পাঁচখানা রয়েছে মাদী হাতি ও তাদের ছানাপোনাদের থাকার জন্য। বাকী পাঁচটা সংরক্ষিত রয়েছে মদ্দা হাতিদের জন্য যাদের নিয়মিত যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাদী হাতিগুলোর থাকার স্থানের মাঝখানে বড় বড় জলাশয় আছে যাতে জন্তুগুলো ডুব দিতে পারে, কাদা মাখতে পারে আর নিজেদের গায়ে জল ছেটাতে পারে। জলাশয়ের চারধারটা হাতিদের নিজেদের ভাব আদান-প্রদান করার জন্য মিলিত হওয়া স্থান। মাঝের জলাশয়ের চারপাশে থাকা পুষ্টিকর গাছের পাতাগুলো জন্তুগুলোর রাক্ষুসে ক্ষিদে মেটায়। মাদী হাতিগুলোকে টাটকা পাতা খাওয়ানোর জন্যে ছোট ছোট দলে পাশের জঙ্গলেও নিয়ে যাওয়া হয়। এই বেরোনোর ফলে তারা গাছে চামড়া ঘষার সুযোগ পায় যার

ফলে মরা চামড়া খসে যায়। মাদী হাতির থাকার বিশ্রামের স্থানগুলো খোলা যাতে করে তারা স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতে পারে। তারা সাধারণত দল বেঁধে দলনেত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকে।

পুরুষ হাতিগুলোর থাকার ঘেরা স্থানটা কিন্তু একদম আলাদা। গোড়াতেই বলা যাক যে, সেটা প্রত্যেক হাতির জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ ভাগ করা। প্রত্যেক হাতির থাকার স্থান উপরে তাদের আলাদা আলাদা মাহুতদের থাকার স্থান। মাহুতেরা প্রায় পুরো সময়টাই নিজেদের নিজেদের হাতিদের সঙ্গে কাটায়। এতে হাতি তার মাহুতের সাথে একটা আলাদা বন্ধন গড়ে ওঠে। এই জন্তুগুলোকে কিছুই করতে হয় না। মরা চামড়া তোলার জন্যে এদের পাথরে বা গাছে গা-ও ঘষতে হয় না। মাহুতরাই তাদের প্রতিদিন চান করায়। তাদের সবাইকে কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য যেতে হয় না। পরিবর্তে, তাদের নিজের নিজের থাকার স্থানের বাইরেই টাটকা কাটা গাছপালা এনে দেওয়া হয়। পুরুষ হাতিদের কাজ একটাই—যুদ্ধের অনুশীলন।

পুরুষ হাতিশালার মাঝের স্থানটা এই উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। মাদী হাতিশালার মতই পুরুষ হাতিশালার মাঝখানেও একটা জলাশয় রয়েছে। কিন্তু এখানকার জলাশয়টা আরও গভীর। এখানে হাতিরা তাদের জন্মগত সাঁতার কাটার ক্ষমতার অনুশীলন করে—ধাক্কা মেরে নৌকা ডোবানো অভ্যাস করে। জলাশয়ের চারধারে বিশাল অনুশীলন ভূমি ছড়িয়ে আছে। সেখানে হাতিরা শত্রুসৈন্যের সারিকে ছিন্নভিন্ন করার অভ্যাস চালায়—যুদ্ধের উন্মত্ততা সামলানোর জন্য কষ্টসহিষ্ণুতার সাথে গড়ে ওঠে। বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রে ভেরী বাজিয়ে নিম্ন কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করে হাতিদের ক্ষেপিয়ে তোলার প্রচলন বাসুদেবদের জানা ছিল। এর প্রতিরোধে, বাসুদেবরা হাতিদের জন্য এক বিশেষ ধরনের কান ঢাকা আবিষ্কার করেছিল। এছাড়াও হাতিদের প্রতিদিন ওই ধরনের নিম্ন কম্পাঙ্কের ভেরীর শব্দের সাথে অভ্যস্ত করে তোলা হত।'

গণেশ, কার্তিক ও বৃহস্পতি পুরুষ হাতিশালার মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাসুদেব তাকে একটা বিশেষ হাতির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন যেটার জন্যে তিনি গর্বিত বোধ করতেন। বেষ্টনীর কাছে গিয়ে তিনি মাহুতকে আদেশ দিলেন হাতিকে বেষ্টনীর বাইরে বের করে আনতে। মাহুতও তৎক্ষণাৎ হাতির পিঠে, মাথার ঠিক

পেছনটায় বসে তাকে বাইরে বের করে আনলো। গণেশ অবাক হয়ে দেখলেন হাতিটার চোখদুটো মাথা ঢাকার আচ্ছাদনে ঢাকা। বাসুদেব ক্ষত্রিয় বুঝিয়ে বললেন যে, মাহুত তার স্থান থেকে সহজেই এই আচ্ছাদনটা সরাতে পারে। এই আচ্ছাদনটা ব্যবহার হয় সেই সময়ে যখন হাতি তার চারপাশে যা দেখছে তার দৃশ্যের উপর ভিত্তি না করে কেবলমাত্র তার মাহুতের নির্দেশ শুনে কাজ করার দরকার হয়ে পড়ে। কাঁসার শেকলে করে একটা নলাকৃতি গোলা বাঁধা ছিল হাতিটার শুঁড়ে। বাসুদেব এগিয়ে গিয়ে একটা গোলাকার কাঠের তক্তা লক্ষ্য হিসাবে খাড়া করে দিলেন। কাঠের তক্তাটা আকারে মানুষের মাথার চেয়ে প্রায় তিনগুণ বড়।

বাসুদেব জড়ো হওয়া লোকেদের বললেন, 'আপনারা পিছিয়ে যান।'

দর্শকেরা পিছিয়ে যেতে বাসুদেব মাহুতের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। মাহুত হাতির কানের পেছনে পায়ের মৃদু চাপ দিয়ে নির্দেশ দিতে শুরু করলো। হাতিটা ধীরে ধীরে কাঠের লক্ষ্যটার দিকে এগিয়ে গিয়ে মাথা নেড়ে মাহুতের নির্দেশে সায় দিল। তারপর হঠাৎই বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে গিয়ে শুঁড় দুলিয়ে কাঠের তক্তার ঠিক মাঝখানে ধাতব বলটা দিয়ে আঘাত হেনে লক্ষ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল।

কার্তিক প্রশংসাসূচকভাবে শীস্ দিয়ে উঠলেন।

গণেশ বাসুদেবের দিকে তাকালেন। 'আমরা কি লক্ষ্যটাকে আরেকটু আকর্ষণীয় করে তুলতে পারিনা?'

বাসুদেব তাঁর হাতির ব্যাপারে এতটাই আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। আরেকটা কাঠের লক্ষ্যবস্তু আনা হল, কিন্তু এবার গণেশের নির্দেশমতো সেটাকে একটা চাকা লাগানো কাঠের তক্তার উপরে বসানো হল। গণেশ সেই কাঠের লক্ষ্য বস্তুর কেন্দ্র হিসাবে একটি মানুষের মাথার আকারে ক্ষুদ্রাকৃতি গোলক এঁকে দিলেন। তার উপরে আবার গণেশ নির্দেশ দিলেন যে হাতির শুঁড়ে বাঁধা ধাতব বলটাকে লাল রঙে রাঙানো হোক—যাতে করে আঘাত লক্ষ্যবস্তুর ঠিক কোনখানটায় লেগেছে সেটা বোঝা যায়। অন্য দুই সৈনিক মিলে লম্বা দড়ির সাহায্যে কাঠের তক্তাটাকে ঘুরিয়ে দিলেও মাহুতকে নির্দেশ দেওয়া হল যে হাতি যেন ধাতব বলের সাহায্যে ক্ষুদ্রাকৃতি গোলকটাতেই আঘাত হানে।

এই লক্ষ্যবস্তুর অর্থ একজন লোক যেন হাতির আঘাত এড়াতে চাইছে। হাতিকে যদি গণহত্যার কাজে না ব্যবহার করে একজন বিশেষ লোককে হত্যার কাজে ব্যবহার করা যায় তাহলে শত্রুসৈন্যের নেতাকে লক্ষ্য করে তাঁকে মুণ্ডহীন করা সম্ভব।

প্রত্যেকে পিছিয়ে গেল। মাহুত একান্তভাবে ফলকের ওপর দৃষ্টি স্থির করে পায়ের সাহায্যে হাতিকে নির্দেশ দিল। ফলে হাতিও আস্তে আস্তে লক্ষ্যের দিকে এগোতে শুরু করলে। সৈন্যরাও দড়ি ধরে ক্রমাগত টানা দিচ্ছিল ও ছাড়ছিল। লক্ষ্যটা সবসময়ে নজরে রেখেছিল তারা। হঠাৎ মাহুত ডান পায়ে জোরে চাপ দিতেই হাতি তার শক্তিশালী শুঁড় দোলালো। ধাতব বলটা কাঠের ফলকে মাঝখানে গিয়ে আঘাত করল—মারণ আঘাত।

গণেশ হেসে বলে উঠলেন, ভগবান পশুপতির দিব্যি কি অসাধারণ হাতি!'

অধ্যায় ৮

কে এই শিব?

'আমি যদি একটা ভিন্ন ধারণায় উপনীত হতাম তাহলে কি হতো?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাহলে আমরা বুঝে যেতাম যে অশুভ শক্তির উদয়ের সময় এখনো হয়নি।' গোপাল উত্তরে বললেন, 'আর সোমরস এখনো শুভশক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য।'

'ব্যাপারটা একটু বেশি সরল হয়ে গেল না? সত্যিই কি আপনি বিশ্বাস করেন যে আজেবাজে, অপরীক্ষিত একজন বিদেশী এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন তার সঠিক উত্তর নিয়ে আসবে? এইভাবে কি পদ্ধতিটা চালানো হয়?'

গোপাল মৃদু হাসলেন, 'সত্যি কথা বললে বলতে হয় যে, না। পদ্ধতিটা একেবারেই আলাদা। যদি না আমি ভুল করি তাহলে নিশ্চয় একজন বাসুদেব পণ্ডিত বায়ুপুত্রদের সম্বন্ধে আপনাকে বলেছে। যেমন আমরা আগের বিষ্ণু অবতারের গোষ্ঠী হলাম বায়ুপুত্র তেমনই আগের মহাদেব প্রভু রুদ্রের গোষ্ঠী। বিষ্ণু আর মহাদেবের এই প্রতিষ্ঠান একে অপরের অংশীদার হয়ে কাজ করে। বাসুদেব আর বায়ুপুত্রদের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান আছে। ওদের প্রতি আমরা মান্যতা বজায় রাখি সেই প্রশ্নের জন্য যা প্রভু মনু ওদের জন্য শর্ত হিসেবে রেখে গেছেন: অশুভ শক্তি কি? আর ওরা আমাদের প্রতি মান্যতা বজায় রাখেন সেই প্রশ্নের জন্য যা আমাদের প্রতি শর্ত হিসেবে আরোপিত: পরবর্তী মহা শুভশক্তি কি? বায়ুপুত্ররা নীলকণ্ঠের প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। নীলকণ্ঠ চরিত্রের জন্য সম্ভাব্য পদপ্রার্থীকে ওনারা শিক্ষা দেন। আর তারা যদি বোঝেন যে অশুভ শক্তির উদয় হয়েছে তবে তারা নীলকণ্ঠকে শনাক্ত করার প্রক্রিয়াকে অনুমতি দান করেন।'

'কালী এই বিষয়ে আমায় বলেছিল, কিন্তু নির্বাচন করার সময় সেই মানুষের গলা নীল হয়ে যাবে, এইটা বায়ুপুত্ররা কিভাবে করেন?'

'আমি শুনেছিলাম যে নির্বাচিত মানুষটি তার যৌবনে পা রাখার সময় ওনারা কোনো ওষুধ প্রয়োগ করেন। ওষুধের প্রভাবটা গলাতে সুপ্ত অবস্থায় কয়েক বছর থেকে যায় আর একটা নির্দিষ্ট বয়সে সোমরস গ্রহণ করার পরই সেটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আমি মনে করি কোনো মানুষের গলায় আগে থেকে বর্তমান থাকা ওই ওষুধের সঙ্গে সোমরসের বিক্রিয়ার ফলে গলার রং নীল হয়ে যায়। সমগ্র এই পদ্ধতিটা একটা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যেই ঘটতে দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোনো মানুষ যদি যৌবনের শুরুর পনেরো বছর পর প্রথম সোমরস গ্রহণ করে, তাহলে ছেলেবেলায় সে বায়ুপুত্রদের এই ওষুধ গ্রহণ করে থাকলেও তার গলা নীলবর্ণ হবে না।'

শিবের চোখ উত্তেজনায় বড়ো বড়ো হয়ে গেল। 'এটা তো বেশ জটিল ব্যাপারই দেখছি।'

'এর দ্বারা প্রক্রিয়াটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আপনি ধারণা করে নিতে পারেন যে কেবলমাত্র বায়ুপুত্ররাই প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে করতে পারেন যাতে নির্দিষ্ট সময়েই নির্দিষ্ট মানুষের গলাটা নীল হয়ে যাবে। মাহাত্ম্যর প্রতি মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের ফল এই যে তারা নীলকণ্ঠকে অনুসরণ করবে আর অশুভ শক্তিকে সরিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্যই উল্লেখ্য যে বেশ কিছুকাল আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে সোমরস অশুভ শক্তিতে পরিবর্তিত হতে চলেছে। কিন্তু নীলকণ্ঠর প্রতিষ্ঠানকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না—বায়ুপুত্ররা করেন। আর তাঁরা বিশ্বাস করেন যে সোমরস এখনো শুভশক্তি। সেই কারণে তাঁরা তাঁদের মনোনীত নীলকণ্ঠকে প্রকাশ করতে অসম্মত হয়েছিলেন। এমনকি আমরা যুক্তি সহকারে বুঝিয়েছি যে এটাই নীলকণ্ঠর প্রকাশ হওয়ার সঠিক সময়। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয়নি।'

'আপনারা আপনাদের বিষয়টা বায়ুপুত্রদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন?'

'করেছিলাম। কিন্তু তারা একমত হননি। আমাদের কাছে একটাই বিকল্প উপায় ছিল বিষ্ণু পদ্ধতিতে অন্য সমাধান বার করার—একটা শুভশক্তি সৃষ্টির

চেষ্টা করার। তাতে যখন আমরা গভীরভাবে নিযুক্ত ছিলাম তখন এমন একটা ঘটনা ঘটল যা প্রত্যেককে এমনকি বায়ুপুত্রদেরও ঘাবড়ে দিয়েছিল।'

শিব নিজেকে দেখিয়ে বললেন, 'আমি হঠাৎই কোথা থেকে না জানি এসে উপস্থিত হলাম।'

'হ্যাঁ। কেউই সত্যি বুঝতে পারেনি কি হল। আমরা জানতাম যে আপনি বায়ুপুত্র-অনুমোদিত ব্যক্তি নন। অনেক বায়ুপুত্র ভালোমতোই বিশ্বাস করেছিলেন যে আপনি একজন প্রতারক যার মুখোশ তাড়াতাড়িই খুলে যাবে। এমনকি কেউ কেউ নীলকণ্ঠ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের খাতিরে আপনাকে হত্যা করাতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু বায়ুপুত্রদের প্রধান মিত্র তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন আর তাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে আপনার কর্মফল আপনাকেই ভোগ করতে দেওয়া হোক।'

'মিত্র এমন করেছিলেন কেন?'

'আমি জানি না—ওটা একটা রহস্য। বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে আপনার আবির্ভাব আমাদের মতকে সঠিক প্রমাণিত করে। আর তাই আপনাকে ব্যবহার করে সোমরসকে নিষিদ্ধ করে ফেলা হোক। অন্য অনেকে ছিলেন যারা ভেবেছিলেন যে আপনি অজানা কেউ, যে গন্ডগোল পাকানোর উদ্দেশ্যে নীলকণ্ঠ মাহাত্ম্যকে ব্যবহার করছে। সেই কারণে আপনার জন্য আমাদের কিছুই করার ছিল না। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে অশুভ শক্তির পরিণতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের কাজ নয়, সেটা একমাত্র নীলকণ্ঠের জন্যই সংরক্ষিত। তা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে অন্যরা এই বলে তর্ক করছিল যে—ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এটা বলার জন্য—আপনি তো একবারেই অশিক্ষিত অসভ্য মানুষ, তাই অশুভ শক্তিকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আপনার ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। কিন্তু সবদিক দেখার পর চূড়ান্তভাবে যা বোঝা গেল যে, যদি পরমাত্মা আপনাকে নীলকণ্ঠ হওয়ার জন্য নির্বাচিত করে থাকেন তবে তিনি সঠিক উত্তরের দিকেও আপনাকে নিয়ে যাবেন। আর এটাকেই নম্রভাবে আমরা গ্রহণ করেছিলাম।'

'আর আমি সোমরসকে চিহ্নিত করে ফেললাম।'

'তাহলে আমাদের নেওয়া সিদ্ধান্তটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল না? যে আপনি এই কাজের জন্য চিহ্নিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও যেকোনোভাবেই সঠিক বয়সে আপনাকে বায়ুপুত্র ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু আপনি সঠিক সময়ে মেলুহাতে এসে পৌঁছেছিলেন আর সোমরস গ্রহণ করেছিলেন আর তাতে আপনার গলা নীল হয়ে গিয়েছিল। নীলকণ্ঠের কাজের জন্য আপনি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না। মুখ্য প্রশ্নের উত্তর কেউ আপনাকে বলে দেয়নি। আপনার মনে যাতে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না জন্মায় সেই কারণে সচেতনভাবেই আমরা এই ব্যাপারে কোনকিছু বলা থেকে বিরত থেকেছি। আপনার কাজের ব্যাপারে আমরা খুবই সাবধানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম আর তা সত্ত্বেও আপনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না যে পরমাত্মার দ্বারাই আপনি চয়নিত? আর আপনিই হলেন সত্যিকারের মহাদেব? আমার সিদ্ধান্তটা এবারে সহজ বলে বোঝা যাচ্ছে তো—যে আপনাকে অনুসরণ করা মানে পরমাত্মাকেই অনুসরণ করা?'

শিব নিজের আসনে এবার এলিয়ে বসলেন—কপালটা ঘষতে লাগলেন। ভুরুতে অস্বস্তি হচ্ছিলো।

উজ্জয়িনী থেকে কয়েকদিনের জন্য ঘুরে আসার পর বৃহস্পতি, কার্তিক আর গণেশ পঞ্চবটীর অতিথিনিবাসে সতী, নন্দী আর পরশুরামের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

'নগরটা কেমন, বৃহস্পতিজী?' সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

'সুন্দর আর খুব গোছানো,' বৃহস্পতি উত্তরে বললেন। 'নগরটা এমনকি প্রভু রামের নীতি অনুযায়ী গড়ে তোলা মেলুহা ও পঞ্চবটীর থেকেও ভালো নিদর্শন।'

গণেশ আর কার্তিকের দিকে ঘুরে সতী বললেন 'বাছারা, নগরটা তোমাদের পছন্দ হয়েছিল?'

গণেশের উত্তরে তার কুশলী মনের প্রতিফলন পাওয়া গেল। 'উজ্জয়িনী নগর ভালো লাগলেও যেটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল সেটা হল হাতিশালা। আমরা দেখলাম মাহুতরা এই যুদ্ধ-পারদর্শী পশুদের পরিচর্যা করছে। এই রকম পাঁচ সহস্র পশুদের প্রত্যেকেই এক সহস্র পদাতিক সৈন্যের সমান। আমি অনুমান করে বলতে পারি যে আমাদের শক্তি বহু অংশে বেড়ে গেছে কারণ বাসুদেবরা নীলকণ্ঠকেই অনুসরণ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। এই হাতিরা আমাদের পক্ষে থাকলে আগে আমাদের স্থান যেমন ছিল ততটা অনিশ্চিত অবস্থায় থাকবে না।'

'অনিশ্চিত অবস্থায়?' পরশুরাম জিজ্ঞাসা করলেন। 'প্রভু গণেশ, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু কেমন করে আপনি একথা বলছেন? নীলকণ্ঠ আমাদের সঙ্গে আছেন। তার মানে এক বিশাল সংখ্যক ভারতীয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমি বলতে পারি যে সম্ভাবনাগুলো বিপুলভাবে আমাদের পক্ষেই আসবে।'

'পরশুরাম আমি সবসময়ই আপনার সাহসিকতা আর নীলকণ্ঠের প্রতি যে পরমভক্তি তাকে শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু কেবল কোনো আশা যুদ্ধ জয় করে না। নিজের দূর্বলতাগুলিকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে সেগুলো মুছে ফেলতে পারলে তবেই জয়ী হওয়া যাবে।'

'আমাদের কোন দূর্বলতা আছে? নীলকণ্ঠ আমাদের নেতৃত্বে আছেন। দেশবাসী তাঁকে অনুসরণ করবে।'

'দেশবাসী নীলকণ্ঠকে অনুসরণ করবে। কিন্তু তাদের রাজারা করবে না। আর মনে রাখবেন, জনগণ সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে না, করেন রাজা। সম্রাট দক্ষ ইতিমধ্যেই আমাদের বিরুদ্ধে রয়েছেন—সেই রকম সম্রাট দিলীপও। জোটবদ্ধ হলে তাদের থাকবে মেলুহার বিস্ময়কর প্রযুক্তি-কৌশল আর স্বদ্বীপের বিশাল সংখ্যক সৈন্য। তাতে খুবই শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তৈরি হবে।'

'কিন্তু দাদা,' কার্তিক তর্ক জুড়লেন, 'সবচেয়ে সক্ষম কোন সেনাবাহিনীও অযোগ্য সেনাপতির নেতৃত্বাধীন হলে কোন কাজেই আসে না। তুমি কি ওদের কোন ভালো সেনাপতি দেখতে পাচ্ছো? আমি তো পাচ্ছি না।'

গণেশ মাথা নেড়ে একবার বৃহস্পতি আর নন্দীর দিকে তাকিয়ে তারপর

কার্তিককে বললেন, 'ওদের আছে সবচেয়ে ভালো সেনাপতি। ওদের প্রভু পর্বতেশ্বর রয়েছেন।'

সতী রাগে ফেটে পড়ে বলে উঠলেন, 'গণেশ আমি তোমায় সাবধান করছি, পিতৃতুল্যকে অপমান করা থেকে বিরত হও।'

'মা, আমি জানি উনি তোমার কাছে বাবার মতো,' নম্রভাবে গণেশ বললেন। 'কিন্তু সত্য হল যে পর্বতেশ্বরজী মেলুহার পক্ষেই লড়াই করবেন।'

'না উনি তা করবেন না। তোমার পিতা ওনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। কেমন করে তুমি বিশ্বাস করছো যে উনি পালিয়ে যাবেন আর যারা নীলকণ্ঠকে মারতে চাইছে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?'

'মা, পর্বতেশ্বরজীর খুব বেশি আত্মসম্মানবোধ আছে, উনি পালিয়ে যাবেন না। উনি খোলাখুলিভাবে জানিয়েই যাবেন। একবার মাত্র বাবাকে উনি ওনার মনের ইচ্ছেটা জানাবেন, আর বিশ্বাস করো, বাবাই ওনাকে চলে যেতে দেবেন। বাবা ওনাকে এমনকি থামানোর চেষ্টাও করবেন না। কারণ ওরা দুজনে এমনই সম্মানীয় মানুষ যারা নিজেদের ক্ষতি হতে দিলেও সম্মান রক্ষা করাকেই বেশি গুরুত্ব দেবেন।'

'অবশ্যই উনি একজন সম্মানীয় মানুষ, গণেশ। সেই কর্তব্যবোধ কি ওনাকে নীলকণ্ঠের নীতিপথে বেঁধে রাখবে না?'

'না, পর্বতেশ্বরজী বাবার সঙ্গে আছেন কারণ বাবার কাজে উনি অনুপ্রাণিত। ভক্তির বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে উনি বাবাকে অনুসরণ করছেন না। উনি একটাই মূল্যবান বিষয়ের প্রতি চরমভাবে সমর্পিত, সত্যি কথা বলতে সকল মেলুহীরাই তাই: মেলুহাকে রক্ষা করা। এখানের যে কোনো মেলুহীকে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো।'

সাধারণত অমায়িক মানুষ নন্দী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শিবের পুত্রের দিকে তাকালো। চোখের পাতা না ফেলেই সে বললো, 'গণেশজী, ইতিমধ্যেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। নীলকণ্ঠর জন্যই আমি বেঁচে আছি আর নীলকণ্ঠের জন্যই আমি প্রাণ দেবো। এর মানে যদি নিজের দেশের বিরোধিতা করা বোঝায়, তবে তাই। নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য আমি নিজের বিবেকের মুখোমুখি হবো,

কিন্তু আমার ভক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করতে দেবো না।'

গণেশ সঙ্গে সঙ্গে নন্দীর কাছে গেলেন 'বীর নন্দী আমি আপনার বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি। সেনাপতি পর্বতেশ্বরজী কি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন তাই নিয়ে আপনি কি ভাবছেন সেটাই জানতে চাইছিলাম।'

'সেনাপতি কি ভাবছেন জানি না, আমি কি ভাবছি কেবল সেটাই জানি।' কঠিনভাবে নন্দী বললো।

'আচ্ছা, আমি জানি পর্বতেশ্বর কি ভাবছেন,' বৃহস্পতি বললেন। 'আমি বুঝতে পারছি সেটা তোমার মনে আঘাত দেবে সতী—কিন্তু গণেশই ঠিক। পর্বতেশ্বর মেলুহাকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। বাস্তবে যে মেলুহাকে আঘাত করতে চাইবে উনি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আর আমি ভাবছি, শিব যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে সোমরস অশুভ শক্তি, তাহলে মেলুহা হবে আমাদের মুখ্য শত্রু। যুদ্ধের ঘন্টা তবে বেজে গেছে।'

কোনো কথা না বলে সতী জানলা দিয়ে বিষ্ণু মন্দিরের দিকে চাইলেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
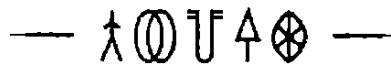
শিব দপদপ করতে থাকা তাঁর ভুরু ঘষতে ঘষতে ছেলেবেলার রহস্যের কথা চিন্তা করছিলেন। গোপাল সামনে ঝুঁকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল মহান নীলকণ্ঠ ?'

'এটা ভাগ্যের ব্যাপার নয় পণ্ডিতজী,' শিব বললেন। 'নীলকণ্ঠ হিসেবে আমার আবির্ভাবটা পরমাত্মার কোন মহৎ পরিকল্পনা নয়। আমার ধারণা যে এটা ছিল আমার খুড়োর কাজ। যদিও কেমন করে তিনি এসব করেছিলেন সেটা আমার কাছে রহস্য।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

'মনে পড়ছে ছেলেবেলায় খুড়ো আমায় কিছু ওষুধ দিয়েছিলেন। খুবই ছোট বয়স থেকেই দুই ভুরুর মধ্যিখানে খুবই জ্বালা করতো। খুড়োর ওষুধ ওই পুড়ে

যাওয়ার মতো যন্ত্রণাকে কমিয়ে ফেলতে সাহায্য করতো। এখনো সেই দপদপানি আর জ্বালা করার বোধটা রয়ে গেছে তবে আগেকার মতো অতোটা হয় না। ওই ওষুধ তৈরির সময় ওনার বলা কথাগুলো আমি এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি। 'আমরা চিরকালই আপনার আদেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো হে প্রভু রুদ্র। এটা এক বায়ুপুত্রের রক্ত-শপথ। এরপর তিনি নিজের অনামিকা কেটে ওষুধের মিশ্রণে রক্ত দিলেন। ওই মিশ্রণটা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। আর গলায় টাকরায় ঘষতে বলেছিলেন।'

গোপালের দৃষ্টি শিবের ওপরে স্থির হয়েছিল। তিনি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম সারিতে বসা অযোধ্যা পণ্ডিতের দিকে তিনি একটু তাকালেন।

অযোধ্যার বাসুদেব পণ্ডিত বলে উঠলেন 'মহান নীলকণ্ঠ, আপনার খুড়োর নাম কি ছিল?'

'মনোভু।' শিব বললেন।

অযোধ্যার বাসুদেব পণ্ডিত স্তম্ভিত হয়ে গোপালের দিকে ঘুরে বললেন—'হে প্রভু রাম!'

'কি হলো?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন শিব।

'প্রভু মনোভু আপনার খুড়ো ছিলেন?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'প্রভু মনোভু?'

'তিনি ছিলেন একজন বায়ুপুত্র—অমর্ত্য স্পন্দদের একজন। মিত্রের নেতৃত্বে ছজন মহান জ্ঞানী মহিলা বা পুরুষ নিয়ে যে পরিষদ গঠিত—যারা বায়ুপুত্রদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন উনি ছিলেন তাদের একজন।'

'উনি বায়ুপুত্রদের অভিজাতদের একজন ছিলেন!!'

'হ্যাঁ উনি তাই ছিলেন। বহুবছর আগে আমরা যখন থেকে বায়ুপুত্রদের বুঝিয়ে তাদের মত পাল্টাতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম যে সোমরস অশুভ শক্তিতে পাল্টে যাচ্ছে, অমর্ত্যস্পন্দদের মধ্যে একমাত্র উনিই ছিলেন, যিনি আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। দূর্ভাগ্যবশত, পরিষদের অন্য কারুর সমর্থন তিনি পাননি—মিত্রও প্রভু মনোভুর মত নাকচ করেছিলেন।'

'তারপর কি হয়েছিল?'

'সেই সব কথাবার্তা আমার ভালোই মনে আছে—যেন গতকালের ঘটনা,' গোপাল বলতে থাকলেন। 'সোমরস নিয়ে ওনার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা হল। স্পষ্টতই আমরা পরিষদের মত পাল্টাতে পারলাম না। তিনি শপথ করলেন যে নীলকণ্ঠ নিশ্চিতভাবে আবির্ভূত হবেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেমন করে তিনি এসব করবেন, তিনি বললেন প্রভু রুদ্র তাঁকে সাহায্য করবেন। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন, যখন নীলকণ্ঠ আবির্ভূত হবেন বাসুদেবরা এবং আমি যেন আন্তরিক ভাবে তাঁকে সমর্থন করি। ওনাকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে সেটাতো আমাদের কর্তব্য।'

'আর তারপর কি হয়েছিল?'

'প্রভু মনোভু উধাও হলেন। কেউ জানেনা তাঁর কি হয়েছিল। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে বায়ুপুত্র পরিষদ তাঁকে একঘরে করে দেওয়ার পর তিনি নিজের দেশ তিব্বতে ফিরে গিয়েছিলেন। কেউ ভেবেছিল যে ওনাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমি পরে ভাবলাম তাঁর মতো মানুষের শপথ পূর্ণ করা থামাতে পারে একমাত্র মৃত্যুই। কিন্তু উনি ব্যর্থ হননি। উনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। উনি এখন কোথায়? আপনাকে মেলুহাতে আমন্ত্রণ করে আনা, সোমরস গ্রহণ করা, কোন কৌশলের দ্বারা তিনি এগুলো করেছিলেন?'

'উনি এসব করেননি। উনি বহু বছর আগে মারা গেছেন। এক শান্তি সম্মেলনে পাক্রাতিদের দ্বারা তার কাপুরুষোচিত হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। পাক্রাতিরা তিব্বতে আমাদের নিকট শত্রু।'

'তাহলে কেমন করে আপনি সঠিক সময়ে মেলুহাতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন? আমি তো আপনাকে বলেছি যে যৌবনের শুরু থেকে পনেরো বছরের মধ্যে যদি সোমরস গ্রহণ করেন তবেই আপনার গলা নীল হয়ে যাবে।'

'আমি জানি না,' শিব উত্তর দিলেন। 'নন্দী ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময়ে মানস সরোবরে এল—অভিবাসী হয়ে ওদের দেশে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো।'

গোপাল মন্দিরের মধ্যিখানের স্তম্ভে প্রভু রাম ও মা সীতার মূর্তির দিকে

তাকালেন। 'তাহলে এটা খুবই স্পষ্ট। এটা সর্বশক্তিমানের ইচ্ছে ছিল যে ঘটনাগুলো এরকম ভাবেই ঘটুক।'

শিব গোপালের দিকে তাকালেন। তাঁর জীবনটা যে দৈব পরিকল্পনার অংশ, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহের ভাব দৃষ্টিতে ফুটে বেরোচ্ছিলো।

গোপাল শিবের মনের অবস্থা বুঝে প্রসঙ্গটা পাল্টে নিলেন।

'বন্ধু, আপনি বললেন যে খুব ছোট বয়স থেকে আপনার ভুরুটা দপদপ করে। এটা কি কোন নির্দিষ্ট বিশেষ ঘটনার পর হয়? আপনার খুড়ো এমন কিছু দিয়েছিলেন যাতে পোড়ার অনুভূতি শুরু হয়?

শিব ভুরু কুঁচকে বললেন 'না, যতদিন আগের কথা মনে করতে পারি ততদিন ধরেই এটা রয়েছে। যখনই আমি হতাশ হয়ে পড়ি, আমার ভুরু দপদপ করতে থাকে।'

'যখনই আপনার হৃৎস্পন্দন হঠাৎ বেড়ে যায় তখনই কি এটা ঘটে?'

কয়েক মুহূর্ত শিব চিন্তা করে নিয়ে বললেন 'হ্যাঁ যখনই আমি রেগে যাই বা হতাশ হই, আমার হৃৎস্পন্দন হঠাৎই খুব বেড়ে যায়। কিন্তু সেটা আনন্দের হৃৎস্পন্দন।'

গোপাল মৃদু হাসলেন। 'তার মানে জন্ম থেকে আপনার তৃতীয় নয়ন সক্রিয়। আর এটা খুবই বিরল। এটা আমাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করাচ্ছে যে আপনি পরমাত্মার দ্বারাই চয়নিত!'

'তৃতীয় নয়ন?'

'এটা দুই ভুরুর মধ্যিখানের স্থান। বিশ্বাস করা হয় যে মানুষের শরীরে সাতটা চক্র আছে। যাদের মাধ্যমে শক্তি গ্রহণ প্রেরণের কাজ চলতে থাকে। ষষ্ঠ চক্রকে বলা হয় আজ্ঞাচক্র—তৃতীয় নয়নের চক্র। যোগীরা বহু বছরের সাধনার ফলে এই চক্রদের জাগ্রত করেন। অবশ্য ওষুধের দ্বারাও এদের জাগ্রত করা যায়। বায়ুপুত্ররা তাঁদের কমবয়সী সম্ভাব্য প্রার্থীদের তৃতীয় নয়ন জাগ্রত করার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করেন। কিন্তু একশ চল্লিশ বছরের জীবনে এর আগে শুনিনি যে কোন শিশু তার তৃতীয় নয়ন নিয়ে জন্মেছে।'

'তা, এর বিশেষত্ব কি? এটা তো কেবল আমায় অসুবিধার সৃষ্টি করে। ভয়ংকর জ্বালা দেয় এটা।'

গোপাল মৃদু হেসে বললেন 'ওটা কেবল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাত্র। আমার বিশ্বাস যে আপনার জাগরিত তৃতীয় নয়ন একটা কারণ যার জন্য খুড়ো ভেবেছিলেন যে আপনি চয়নিত। এর জন্যই আপনার শরীর এমনভাবে গঠিত যে তা সহজেই বায়ুপুত্র ওষুধ গ্রহণ করে নিয়েছে।'

'কেমন করে তা হলো?'

'পরিহার চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী ভাবা হয় যে মোচাকৃতি গ্রন্থি যা আমাদের মস্তিষ্কের গভীরে রয়েছে, সেটাই হল তৃতীয় নয়ন। এটা এক অদ্ভুত গ্রন্থি। মস্তিষ্কের বাইরের অংশ দুটো সমান গোলার্ধে বিভক্ত যেখানে মস্তিষ্কের প্রায় সব অংশই দুই গোলার্ধে আছে। একক এই মোচাকৃতি গ্রন্থি দুই মস্তিষ্ক গোলার্ধের মধ্যিখানে অবস্থিত। চোখের মতোই এর আকার এবং এটা আলোতে প্রভাবিত হয়। অন্ধকার একে জাগরিত করে আর আলো একে নিমিলিত করে। অতি-জাগরিত এই গ্রন্থি পূর্ণগঠন সহায়ক। সম্ভবত সেই কারণে সোমরস গ্রহণের পর কেবল আপনার জীবন দীর্ঘায়িতই হয়নি উপরন্তু আঘাত, ক্ষত—সব সারিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া এই গ্রন্থি রক্ত-প্রতিবন্ধক প্রণালী দ্বারা আবদ্ধ নয়।'

'রক্ত-প্রতিবন্ধক প্রণালী।'

'হ্যাঁ। আমাদের সারা শরীরে রক্ত বিনা বাধায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের কাছাকাছি রক্ত আসার সময় একটা প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়ে। হয়তো রোগ জীবাণু দ্বারা মস্তিষ্ক যাতে আক্রান্ত না হয় এটা তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা—এই মস্তিষ্ক আত্মার আসন কিনা। যাই হোক, মোচাকৃতি গ্রন্থি মস্তিষ্কে দুই গোলার্ধের মধ্যিখানে অবস্থান করা সত্ত্বেও রক্ত প্রতিবন্ধক প্রণালী দ্বারা আবদ্ধ নয়। স্পষ্টতই সেই কারণে আপনি যখন হতাশ হয়ে পড়েন তখন তৃতীয় নয়ন দপদপ করতে থাকে, এটা আপনার অতি জাগরিত এই গ্রন্থির মধ্যে দিয়ে প্রচুর পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ফল।'

শিব ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'অন্য কারুর এমনটা ঘটে?'

'হ্যাঁ এমন ঘটে। কিন্তু যারা বহুকাল ধরে সাধনার দ্বারা তাদের তৃতীয় নয়নকে

জাগ্রত করেছেন তাদের মধ্যে হয়। আর তাদের মধ্যে হয় যারা ওষুধের দ্বারা জাগ্রত করেছেন। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে যেটা অস্বাভাবিক সেটা হল আপনি জাগ্রত তৃতীয় নয়ন নিয়েই জন্মেছেন। এটা শোনা যায় না।'

শিব অস্বস্তির সাথে আসনে নড়ে চড়ে নিয়ে তারপর বললেন, 'তাহলে কেবল একটা সহজাত বৈশিষ্ট্যর কারণে আমাকে এই ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে? হয়তো আমার খুড়ো পুরোটাই ভুল করেছিলেন। আমি এখনও ভুল ভাবে চয়নিত ব্যক্তি আর হয়তো আমার জন্য যে অভীষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা পূর্ণ করতে পারবো না।'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত যে কেবলমাত্র আপনার জাগ্রত তৃতীয় নয়নের কারণে আপনার খুড়ো ওষুধ দেননি। উনি আপনার চরিত্র বিচার করেছিলেন আর সুযোগ্য বলেই বুঝেছিলেন। তিনি নিশ্চয় আপনাকে এর জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন।'

'আমি ওনার কাছেই শিক্ষিত হয়েছিলাম তাতে সেটা সন্দেহ নেই। উনি আমায় নীতিশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি শিখিয়েছেন। কিন্তু আমার অভিষ্ট কাজের সারমর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেননি।'

'তা সত্ত্বেও আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে উনি এক অসাধারণ কাজ করেছেন। কারণ নীলকণ্ঠ হিসেবে আপনি ভালোই কাজ করেছেন।'

'এটা কোনোভাবে হয়ে গেছে।' মুখ বেঁকিয়ে শিব বললেন।

'মহান নীলকণ্ঠ, কোনো অবিশ্বাসী কিছু অর্জন করলে একদিন সে ভাগ্যকেই স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু কোন পরমাত্মায় বিশ্বাসী মানুষ—যেমন আমি—জানবো যে নীলকণ্ঠ তাঁর সব কিছু অর্জন করেছেন—কারণ পরমাত্মা তাই চেয়েছেন। আর তার মানে নীলকণ্ঠ তাঁর যাত্রা সম্পূর্ণ করবেন এবং তার পরিণামে অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে দেবেন।'

শিব একটু হেসে বললেন 'কখনও কখনও বিশ্বাস মানুষকে অতিমাত্রায় সরল করে তোলে।'

উত্তরে গোপাল হেসে বললেন, 'হয়তো এই মুহূর্তে জগতে সরলতারই প্রয়োজন।'

শিব মৃদু হাসলেন আর বাসুদেব পণ্ডিতদের দিকে দেখলেন যারা গভীর মনোযোগ

দিয়ে তাঁদের দুজনের কথা শুনছিলেন। 'তবে, আমার মনের মধ্যে থাকা অনেক দ্বিধাই দূর হয়েছে। সোমরস হল সবচেয়ে শুভ এবং একদিন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে অশুভ হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু কেমন করে জানবো যে সেই মুহূর্তটা এসেছে? আমরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবো কেমন করে?'

বাসুদেব পণ্ডিতদের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিলেন, 'আমরা কখনই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারবো না, হে নীলকণ্ঠ। কিন্তু আপনি যদি একটা মত ব্যক্ত করতে অনুমতি দেন তো বলতে পারি যে আমাদের এক শুভশক্তি রয়েছে যার কয়েক সহস্র বছর ধরে মহৎ যাত্রাপথ রয়েছে। আর তার অতি দানশীলতায় মানবজাতি বিস্ময়করভাবে বেড়ে উঠেছে—যদিও আমরা এও জানি যে এখন সে অশুভ শক্তি হয়ে ওঠার কাছাকাছি এসে পড়েছে। এমনও হতে পারে যে একটু আগেই সোমরস যে ধ্বংস করে ফেলা হল তার ফলে এর দ্বারা আরও কয়েকশ বছর ধরে যে ভালো ফল দিতে পারতো তার থেকে পৃথিবী বঞ্চিত হবে। কিন্তু তুলনা করলে সোমরস ইতিমধ্যেই কয়েক সহস্র বছর ধরে যে প্রচুর সাহায্য করেছে সেটা খুব একটা ম্লান হবে না। আর অন্য দিকে সেখানে একটা ঝুঁকি থেকে যায়—সোমরস অশুভ হওয়ার কাছাকাছি চলে আসছে আর দেশকে বিশৃংখলা আর ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে। আমি শুধুমাত্র ব্রঙ্গদের সংক্রামক মহামারীর কথা বলছি না কিম্বা নাগদের দৈহিক বিকৃতির কথাও বলছি না। এখন দেখা যাচ্ছে যে মেলুহীদের দ্রুত কমে যাওয়া জন্মহারের জন্যও সোমরস দায়ী।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ,' গোপাল উত্তর দিলেন। 'হয়তো মৃত্যুর আলিঙ্গনে সহজে আবদ্ধ হচ্ছে না বলে ওরা ওদের নিজেদের বংশকে এগিয়ে না নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে মূল্য চোকাচ্ছে।'

বিষয়টা যে বুঝেছেন সেটা শিব মাথা নেড়ে বোঝালেন। মন্দিরের মধ্যিখানের কারুকার্যে খচিত বিশাল স্তম্ভে প্রভু রাম ও সীতার বিরাট মূর্তি মনে হলো তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন। ওনাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করার পর তাঁর দৃষ্টি একটু দূরে একটি চিত্রের দিকে আটকে গেল। সেখানে আঁকা রয়েছে পবিত্র তীর্থ রামেশ্বরমের প্রেক্ষাপটে প্রভু রুদ্রের পায়ের কাছে রয়েছেন প্রভু রাম। শিব বিশাল কালচক্রের

এই চিত্র দেখে মৃদু হাসলেন। হাত জোড় করে চোখ বন্ধ করে নমস্কার করে প্রার্থনা করলেন। *জয় মা সীতা, জয় শ্রী রাম।*

মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে নিয়ে শিব চোখ খুলে গোপালের দিকে চাইলেন। বললেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমরা যুদ্ধ ও অকারণ রক্তপাতকে এড়ানোর জন্য চেষ্টা করবো। কিন্তু আমাদের সেই চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, তবে শেষ জন জীবিত থাকা অবধি লড়াই করবো। সোমরসের রাজত্ব শেষ করে দেবো।'

অধ্যায় ৯

প্রেমাহত বর্বর

‘তোমার খুড়ো বায়ুপুত্র অভিজাত শ্রেণীর একজন ছিলেন?’ বিস্মিত সতী বলে উঠলেন।

শিব ও সতী তাঁদের ব্যক্তিগত কক্ষে বসেছিলেন। শিব সবেমাত্র সতীকে তাঁর বাসুদেবদের সাথে হওয়া পুরো আলোচনা ও তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

‘শুধুমাত্র কোনো সাধারণ আভিজাত নয়।’ হাসলেন শিব। ‘অমর্ত্য স্পন্দ-এর একজন।’

শিবের পেশীবহুল কাঁধে হাত রাখলেন সতী। তাঁর চোখে কৌতুক। ‘তোমার যে একটা বিশেষত্ব আছে তা আমি সবসময়েই জানতাম—জানতাম তুমি কোন সাধারণ বুনো আদিবাসী হতেই পারো না। আর এখন তো প্রমাণ আমার হাতেই। তুমি তো রীতিমতো উচ্চজাতের দেখছি গো!’

শিব হো হো করে হেসে উঠে সতীকে আরও কাছে টেনে নিলেন। ‘যত্তসব মিছে কথা! তোমার চোখ যখন প্রথম আমার উপর পড়েছিল তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অসভ্য বর্বর বলেই ভেবে নিয়েছিলে।’

সতী বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে শিবের ঠোঁটে উষ্ণ চুম্বন করলেন। ‘হুম্, তুমি তো এখনও অসভ্য বর্বর ’

শিব ভুরু কুঁচকালেন।

‘কিন্তু তুমি একান্ত আমারই অসভ্য বর্বর . ’

শিবের মুখে একটা মিচকে হাসি ফুটে উঠলো। এটা শুধু সতীর জন্যেই

বরাদ্দ। এই হাসিতে সতীর পা দুটোকে এলিয়ে দিলেন।। শিব তাঁকে আরো ভালোভাবে জড়িয়ে ধরে তুলে নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে গাঢ় উষ্ণ চুম্বন করলেন। সতীর পা তখন শুন্যে ঝুলছে।

'আমার প্রাণ তো তুমিই,' শিব ফিসফিস করে বললেন।

সতী বললেন, 'আমার সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র তো তুমিই।'

শিবের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ সতী হাওয়ায় ঝুলে ছিলেন। তাঁর মাথা শিবের কাঁধের উপর। তাঁর দুহাত স্বামীকে জড়িয়ে তাঁর চুলে বিলি কাটায় ব্যস্ত।

'আরে বাবা, এবার তো আমায় নামাও?' সতী বলে উঠলেন।

শিব উত্তরে শুধু মাথা ঝাঁকালেন। তাঁর তেমন কোনো তাড়া নেই।

সতী হেসে ফেলে আবার স্বামীর কাঁধে মাথা রাখলেন। স্বামীর চুল নিয়ে খেলায় মগ্ন হলেন। আর পা দুটোকে শুন্যেই ঝুলতে দিলেন।

— ⅄⓪Ꮜ⍏⊕ —
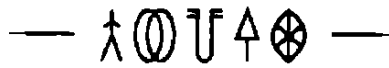
'এই নাও,' সতী বললেন।

শিব তাঁর থেকে দুধের পাত্র নিলেন। দুধটা তিনি কাঁচাই পছন্দ করেন—কোনো রকম ফোটানো, গুড় বা এলাচ দেওয়া নয়। কয়েকটা বড় ঢোঁকেই পাত্র শেষ করে সতীর হাতে ফেরত দিলেন। তারপর সুখাসনে হেলান দিয়ে পা তুলে দিলেন সামনের চারপাইতে। তাঁর দৃষ্টি ঝুলবারান্দা ছাড়িয়ে বিষ্ণুমন্দিরের দিকে। একটা বড় করে শ্বাস টেনে সতীকে বললেন, 'তুমিই ঠিক। গণেশের কুটকৌশলী বুদ্ধিতে আমার শ্রদ্ধা থাকলেও, এবারটায় ওর ভুল হয়েছে। পর্বতেশ্বর আমায় ছেড়ে যাবেন না।'

সম্মতি জানিয়ে জোরের সাথে মাথা নাড়লেন সতী। 'ওনার মতো প্রেরণাদায়ী নেতা ছাড়া মেলুহা বা স্বদ্বীপের সেনাবাহিনী তুখোড় যুদ্ধকৌশলের বা অনুপ্রেরণার সহায়তা পাবে না—তা তারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমরা বড়জোর এটাই আশা করতে পারি যে লোকেরা নিজেরাই বিদ্রোহে জেগে উঠবে আর কোনো যুদ্ধেরও প্রয়োজন হবে না।'

'কিন্তু সেটাই বা কি করে নিশ্চিত করা সম্ভব? তুমি যদি সোমরসকে নিষিদ্ধ করার ঘোষণা রাজাদের কাছে পাঠাও তো সেই ঘোষণা যাতে জনসাধারণ জানতে না পারে সেটা রাজারা নিশ্চিত করে ফেলবেন।'

'ঠিক এই ব্যাপারটা নিয়েই বাসুদেবদের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে। আমার ঘোষণা শুধু অভিজাতবর্গের কাছেই যে পৌঁছাবে তা নয়—তা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের কাছে সরাসরি পৌঁছাবে। আর এটা করার সেরা উপায়টা হল ঘোষণাটা সমস্ত মন্দিরের মধ্যে তুলে ধরা। ভারতবাসীরা নিয়মিত মন্দিরে যায়। আর মন্দিরে গেলেই আমার নির্দেশ তাদের চোখে পড়বে।'

'আর আমিও নিশ্চিত যে লোকেরা তোমার সাথেই থাকবে। আশা করা যাক যে রাজারা তাদের প্রজাদের ইচ্ছায় কান দেবেন।'

'হ্যাঁ, আমি তো যুদ্ধ এড়ানোর আর কোনো পথ ভাবতে পারছি না। শুধুমাত্র কাশী, পঞ্চবটী আর ব্রঙ্গ-এর আভিজাতবর্গের থেকেই আমি অকুণ্ঠ সমর্থন আশা করছি। বাকী সব রাজারাই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভেবে পথ বাছবেন।'

সতী শিবের হাত ধরে হাসলেন। 'কিন্তু রাজার রাজা পরমাত্মা স্বয়ং আমাদের সাথে আছেন। আমরা হারবো না।'

'হারার বিলাসিতা আমাদের সাজে না। সারা দেশের ভবিষ্যৎ এর সাথে জড়িয়ে আছে।' শিব বলে উঠলেন।

— ⅄⓪Ǖ↑⊛ —

'কার্তিক, তুমি কি নিশ্চিত যে এটা করতে পারবে?' গণেশ জানতে চাইলেন।

কার্তিক চোখ তুলে গণেশের দিকে চাইলেন। তার চোখ শান্ত জলের মতো টলটলে। 'নিশ্চয়ই পারবো। আমি তো তোমারই ভাই।'

গণেশ হেসে হাতীতে চড়ার বেদী থেকে সরে গেলেন। কার্তিক ও আরেক ছোটোখাটো চেহারার বাসুদেব সৈনিক উজ্জয়িনী হাতিশালের সবচাইতে বড় পুরুষ হাতীগুলোর একটার হাওদার উপর বসেছিলেন। হাওদাটাকে তার স্বাভাবিক গঠন থেকে কিছুটা অন্যরকমের করা হয়েছিল। ছাদটাকে খুলে পাশের দেয়ালগুলি

কেটে অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছিল। এতে সওয়ারীদের নিরাপত্তা কমলেও অস্ত্র ছোঁড়ার সুবিধা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কার্তিক একটা নতুন বুদ্ধি উদ্ভাবন করেছিলেন যাতে হাতীদের শুধুমাত্র শত্রুব্যূহ ভাঙার কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও একটা উঁচু বেদী হিসাবে ব্যবহার করা যায়—যার থেকে সবদিকে অস্ত্রবর্ষণ করা চলে।

এই কৌশলে যুদ্ধের হাতীকে বেপরোয়াভাবে লেলিয়ে না দিয়ে রীতিমতো সুপরিকল্পিতভাবে সঞ্চালিত করার কথা ভাবা হয়। তবে অস্ত্র বাছার ব্যাপারটা থেকেই যায়। হাতীর পিঠের থেকে রীতিমতো ক্ষতি করার মতো সংখ্যায় তীর ছোঁড়া সম্ভব হয় না। তবে বাসুদেবদের সামরিক প্রযুক্তিবিদেরা একটা সমাধান নিয়ে তৈরি ছিলেন—একটা অগ্নিবর্ষী অস্ত্র যাতে মেসোপটেমিয়া থেকে আমদানি করা কালো তরল জ্বালানীপদার্থের একটা পরিস্রুত সংস্করণ ব্যবহার করা হয়। এই বিধ্বংসী অস্ত্র ক্রমাগত আগুনের স্রোত উগ্‌রে চলে আর তার পথে দাঁড়ানো সবকিছু জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। হাওদার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে জ্বালানীর স্থান। আর থাকে এই ধরনের দুখানা অস্ত্র আর পদাতিক সৈন্যের স্থান। আর অগ্নিবর্ষী অস্ত্রগুলো শুধু ভারী তাই নয়, যখন কাজ করে তখন তীব্র উত্তাপের সৃষ্টিও করে। কিন্তু আবার হাওদায় স্থানাভাবের ফলে অস্ত্রচালনাকারীর চেহারা ছোটোখাটো হওয়া আবশ্যিক। কার্তিক, ওইরকম একজন সৈনিক সমেত এক নরককুণ্ডে সওয়ারী হতে এগিয়ে এসেছেন।

গণেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সাথে পরশুরাম, নন্দী ও বৃহস্পতি। তিনি চেঁচিয়ে ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার্তিক, তুমি প্রস্তুত?'

কার্তিক চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'দাদা, আমি জন্ম থেকে প্রস্তুত।'

গণেশ হেসে বাসুদেব সেনানায়কের দিকে ফিরলেন। 'বীর বাসুদেব, শুরু করা যাক।'

সেনানায়ক সম্মতি জানিয়ে একটা লাল পতাকা নাড়ালেন।

কার্তিক ও সেই বাসুদেব সৈন্য তৎক্ষণাৎ আগুন জ্বালিয়ে অস্ত্রে ধরালো। দুখানা ভয়ংকর লম্বা আগুনের শিখা উৎপন্ন হল যেটা প্রায় ষাট হাত পর্য্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল—হাতির দুদিকেই। হাতির দুধারে সুরক্ষামূলক বেড় দেওয়া ছিল

যাতে তার গরম না লাগাটা নিশ্চিত করা যায়। কার্তিক ও সেই বাসুদেবের দায়িত্ব পড়েছিল প্রায় তিরিশখানা মাটির মূর্তিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া। ওইসব মাটির 'শত্রু' সৈন্যগুলোকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল যাতে অস্ত্রের আওতা কতটা নিখুঁত তা পরীক্ষা করা যায়। ভারী হলেও আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিস্ময়করভাবে নাড়াচাড়া করার পক্ষে ঠিকঠাকই ছিল। মাহুত কার্তিকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলো আর মাটির সৈন্যগুলো মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।

পরশুরাম গণেশের দিকে ফিরলেন। 'প্রভু গণেশ, এগুলো যুদ্ধে বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে। আপনারা কি ভাবছেন?'

গণেশ হেসে বললেন, 'ফাটাফাটি।' এই বিশেষ ধরনের কথাটা তাঁর বাবার থেকে ধার করা।
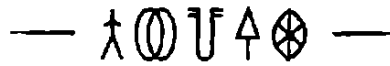
'প্রভু নীলকণ্ঠ, আমরা আপনার ঘোষণা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছি,' গোপাল বললেন।

গোপাল ও শিব কেন্দ্রীয় স্তম্ভের পাশের বিষ্ণুমন্দিরে বসেছিলেন। শিব ভূর্জপত্রটা পড়লেন:

যাঁরা নিজেদের মনুর সন্তান ও সনাতন ধর্মের অনুগামী বলে মনে করেন তাঁদের সবার উদ্দেশ্যে আমার-শিবের-আপনাদের নীলকণ্ঠের এই বার্তা।

আমি আপনাদের মহানভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছি। ঘুরেছি আমাদের সমস্ত রাজ্যে যাদের মধ্যে আমরা ভাগ ভাগ হয়ে রয়েছি। আমাদের ন্যায়-পরায়ণ রাজত্বের অধিবাসী প্রতিটি জাতির সাথে দেখা করেছি। এসব আমি করেছি চরম অশুভকে খুঁজতে গিয়ে। কারণ এটাই আমার দায়িত্ব। পিতা মনু বলেছিলেন, অশুভ কোনো দূরের দৈত্য নয়। সে তার ধ্বংসকার্য চালায় আমাদের কাছেই, আমাদের সাথেই, আর আমাদের মধ্যেই। তিনি ঠিকই বলেছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, অশুভ যে নীচে থেকে উঠে এসে আমাদের গিলে ফেলে তা নয়। উল্টে আমরাই অশুভকে আমাদের জীবন ধ্বংস করতে দিই। তিনি সঠিক ছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে শুভ আর অশুভ একই মুদ্রার দুই পিঠ। আর

একদিন মহত্তম শুভশক্তি সবচাইতে অশুভ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। উনিই ঠিক বলেছিলেন। শুভশক্তি থেকে আরও বেশি বেশি করে চুষে নেওয়ার যে লোভ আমাদের, সেটাই তাকে অশুভশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। এটাই জগতের ভারসাম্য বজায় রাখার পথ। এটাই পরমাত্মার পথ যাতে করে আমাদের অতিরিক্তটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে সোমরসই এখন আমাদের যুগের সবচাইতে বড় শত্রু। সোমরসের থেকে যতটুকু শুভশক্তি নিংড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল তা ইতিমধ্যেই নিংড়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এর ব্যবহার বন্ধ করার সময় এসেছে। আর দেরী করলে এর অশুভশক্তি সব্বাইকে ধ্বংস করে ফেলবে। এটা ইতিমধ্যেই রীতিমতো ক্ষতি ঘটিয়ে ফেলেছে—সরস্বতী নদীকে হত্যা থেকে শুরু করে জন্ম-বিকলাঙ্গতা ও বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি---যা কোনো কোনো রাজ্যে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। আমাদের উত্তরপুরুষদের স্বার্থে, আমাদের জগতের স্বার্থে, আমরা আর সোমরস ব্যবহার করতে পারি না।

কাজেই আমার নির্দেশে এখন থেকে সোমরসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হল। যারা নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস রাখেন তাঁদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি আমাকে অনুসরণ করুন। সোমরসকে থামান। আর যাঁরা সোমরসের ব্যবহার বন্ধ করতে রাজী নন তাঁরা এটা জেনে রাখুন যে তাঁরা আমার শত্রুরূপে পরিগণিত হবেন। আর যতক্ষণ না সোমরসের ব্যবহার বন্ধ হয় ততক্ষণ আমিও থামবো না। এটা আপনাদের নীলকণ্ঠের কথা।

শিব মুখ তুলে মাথা নাড়লেন।

'এটা সপ্তসিন্ধু জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত বাসুদেব মন্দিরের প্রত্যেক পণ্ডিতের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে,' গোপাল বললেন। 'আমাদের বাসুদেব ক্ষত্রিয়রাও পুরো দেশ জুড়ে অন্যান্য মন্দিরে ঘুরে বেড়াবে। তারা পাথরের ফলকের উপর খোদাই করা আপনার ঘোষণাপত্র মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে আটকে দেবেন। আজ থেকে ঠিক এক বছর পরে একই রাত্রে সবগুলো লাগানো হবে। রাজাদের পক্ষে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হবে না কেননা ওটা সব জায়গায় একসঙ্গে লাগানো হবে। আপনার কথা জনে জনে পৌঁছে যাবে।'

শিব ঠিক এটাই চাইছিলেন। 'একেবারে নিখুঁত, পণ্ডিতজী। এটা আমাদের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বছরখানেক সময় দেবে। যখন এই নির্দেশনামা ঘোষিত হবে তখন আমি কাশীতে থাকতে চাই।'

'ঠিক আছে, বন্ধু। তার আগে আমাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করা চাই।'

'আমার এই এক বছরটা এইজন্যেও চাই যে আমি যাতে আমার প্রকৃত শত্রুর পরিচিতিটা খোলাখুলি বুঝতে পারি।'

গোপাল ভুরু কুঁচকালেন। 'মহান নীলকণ্ঠ, আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আমি মনে করি না যে সম্রাট দক্ষ বা সম্রাট দিলীপ এই স্তরের ষড়যন্ত্রের রূপায়ণে সক্ষম। তাঁদের নিশ্চয়ই অন্য কেউ পরিচালনা করছেন। সেই লোকটিই আমার প্রকৃত শত্রু। আমাকে তাকে খুঁজে পেতেই হবে।'

'আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রকৃত শত্রু কে তা জানেন!'

'আপনি তাঁর পরিচয় জানেন?'

'হ্যাঁ জানি। আর আপনি ঠিকই বলছেন। উনি সত্যিই বিপজ্জনক।'

'পণ্ডিতজী, ইনি কি এতটাই পারদর্শী?'

'নীলকণ্ঠ, বহুলোকই পারদর্শী। যেটা একজন পারদর্শী লোককে সত্যসত্যই ভয়ংকর করে তোলে সেটা হচ্ছে তার দৃঢ় বিশ্বাস। যদি আমরা ভাবি যে আমরা অশুভের পক্ষে লড়াই করছি তাহলে আমাদের মনে একটা নৈতিক দুর্বলতা থাকে। কোথাও একটা অনেক গভীরে, হৃদয় বুঝতে পারে যে আমরা ভুল করছি। কিন্তু যখন আমরা আমাদের পক্ষের ন্যায়পরায়ণতার উপর সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করি তখন কি হয়? যদি আপনার শত্রু মনে করে যে সেই আসলে শুভ শক্তির পক্ষে লড়ছে আর আপনি, নীলকণ্ঠ অশুভশক্তির পক্ষে লড়ছেন তখন কি হবে?'

শিব ভুরু তুললেন। 'সে লোক কখনই লড়াই থামাবে না। ঠিক যেমন আমিও থামাবো না।'

'ঠিক তাই।'

'এই লোকটি কে?'

'উনি একজন মহর্ষি। আসলে ভারতের অধিকাংশ লোকই ওনাকে *সপ্তর্ষি*

উত্তরাধিকারী হিসাবে শ্রদ্ধা করেন,' বললেন গোপাল। 'ওনার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও পরমাত্মার প্রতি ভক্তির সাথে এই আধুনিক যুগে কোনো দ্বিতীয় জনের তুলনা করা যায় না। ওনার প্রবল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্রাটদেরও ওঁর সামনে কাঁপিয়ে দেয়। উনি হিমালয়ের গুহায় নিঃসঙ্গভাবে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেন। উনি কেবলমাত্র তখনই সমভূমিতে পদার্পণ করেন যখন ওনার ধারণা হয় যে ভারতবর্ষের স্বার্থ বিপদগ্রস্থ। আর উনি গত বছর সারাটা সময় হয় মেলুহায় নয় অযোধ্যাতে কাটিয়েছেন।'

'উনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে সোমরস শুভশক্তি?'

'হ্যাঁ। আর উনি এটাও বিশ্বাস করেন যে আপনি একজন ভণ্ড। তিনি জানেন যে বায়ুপুত্ররা আপনাকে নির্বাচিত করেন নি। সত্যি বলতে কি, আমরা বিশ্বাস করি যে বায়ুপুত্ররা ওনার পক্ষে রয়েছেন। কেননা, আর কেইবা ওঁকে ওইসব দৈবী অস্ত্র দেবেন যেগুলো পঞ্চবটী আক্রমণে ব্যবহৃত হয়েছিল?'

'এমন সম্ভাবনা কি থাকতে পারে না যে উনি নিজেই ঐসব দৈবী অস্ত্র বানিয়েছেন। আর আমারও সেটাই হয়েছে বলেই মনে হয়।'

'বিশ্বাস করুন, সেটা সম্ভব নয়। দৈবী অস্ত্রের নির্মাণ কৌশল কেবলমাত্র বায়ুপুত্রদেরই জানা আছে। আর কেউ তা জানে না। এমনকী আমরাও নয়।'

শিব স্তম্ভিত হয়ে গোপালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'বায়ুপুত্রেরা যে আমায় সমর্থন করবেন তা আমি আশা করিনি। আমি তো আর ওঁদের একজন নই। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে ওঁরা অন্তত নিরপেক্ষ থাকবেন।'

'না, বন্ধু। বায়ুপুত্রেরা যে আপনার শত্রুপক্ষে এটা আমাদের ধরে নিতে হবে। হয়তো এটাও হতে পারে যে ওঁরাও ওঁর সাথে সোমরস যে এখনও শুভশক্তি এই ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন।'

শিব একটা বড় শ্বাস টানলেন। 'লোকটি খুবই শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছে। উনি কে?'

'মহর্ষি ভৃগু।'

— ⅄Ⓞ⋃⍏⊗ —

ভৃগু খুঁটিয়ে মেলুহী সৈন্যদের দূরে কৌশল অনুশীলন করতে দেখছিলেন। তাঁর পাশেই দক্ষও দাঁড়িয়ে। তাঁরও চোখ মাটির উপর নিবদ্ধ। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে মায়াশ্রেণীক। পর্বতেশ্বরের অবর্তমানে সেই মেলুহার সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান।

ভৃগু দক্ষের দিকে না ফিরেই মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনার সৈন্যরা ব্যাতিক্রমী, মাননীয় সম্রাট।'

দক্ষ মন দিয়ে জমি দেখছিলেন। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

ভৃগু মাথা ঝাঁকালেন। 'মাননীয় সম্রাট, আমি বললাম যে আপনার সৈন্যেরা রীতিমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।'

দক্ষ এবার তার মনোযোগ ভৃগুর দিকে ফেরালেন। 'অবশ্যই প্রভু, এতো আমি আপনাকে আগেও বলেছি। দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রথমেই বলি, যুদ্ধের তেমন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু যদি যুদ্ধের সম্ভাবনাও থেকেও থাকে সেক্ষেত্রেও কোনো ভয় নেই কেননা আমার অধীনে অযোধ্যা ও মেলুহের মিলিত সৈন্যবাহিনী রয়েছে যা . '

দক্ষকে থামিয়ে ভৃগু বলে উঠলেন, 'আমাদের ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। আপনার সৈন্যেরা ভালোরকম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও ভালোরকম পরিচালিত নয়।'

'কিন্তু মায়াশ্রেণীক . '

'মায়াশ্রেণীক কোনো নেতা নয়। ও দুর্ধর্ষ ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান। ও নির্দেশগুলো বিনাপ্রশ্নে একদম ঠিকঠাক ভাবেই রূপায়িত করবে। কিন্তু ও পরিচালিত করতে পারবে না।'

'কিন্তু . '

'আমাদের এমন কাউকে চাই যে ভাবতে পারে। এমন কেউ যে রণকৌশল তৈরি করতে পারে। এমন কেউ যে মহত্তর কল্যাণের জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে ইচ্ছুক। আমাদের একজন নেতা চাই।'

'কিন্তু আমিই তো ওদের নেতা।'

ভৃগু রাগত চোখে দক্ষের দিকে তাকালেন। 'আপনি নেতা নন মাননীয় সম্রাট। নেতা হলেন পর্বতেশ্বর। কিন্তু আপনি ওনাকে ভণ্ড নীলকণ্ঠের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জানি না উনি জীবিত কিনা। আর আরও খারাপ ভাবলে হয়তো তিনি তার আনুগত্যে পালটে ওই তিব্বতের বর্বরটার অনুগত হয়ে পড়েছেন।'

ভৃগুর সমালোচনায় দক্ষ চটে গিয়েছিলেন। 'প্রভু, পর্বতেশ্বরই মেলুহার একমাত্র মহান যোদ্ধা নয়। আমরা বিদ্যুন্মালীকে ব্যবহার করতে পারি। ও রণকুশলী আর ভালো সেনাপ্রধানও হয়ে উঠতে পারে।'

'বিদ্যুন্মালীকে আমার বিশ্বাস হয় না। আর আমি এটাও বলতে চাই যে আপনি যে লোকেদের খুব একটা ভালো মূল্যায়ন করতে পারেন তাও আমি মনে করি না।' কিছুক্ষণ আগে তিনি একমনে যেভাবে জমি দেখছিলেন আবার সেইভাবে জমি দেখায় মন দিলেন দক্ষ।

ভৃগু একটা বড় করে শ্বাস টানলেন। এই আলোচনা অর্থহীন। 'মাননীয় সম্রাট, আমি অযোধ্যায় যাচ্ছি। দয়া করে ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে, মহর্ষিজী,' দক্ষ জানালেন।
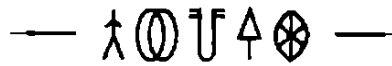
ভগীরথ ও আনন্দময়ী দণ্ডকারণ্যের শেষ খোলা প্রান্তরটায় রয়েছেন। ব্রঙ্গে পৌঁছাতে আর কয়েকটা মাস মাত্র। আর তারপর সেখান থেকে কাশী। কিন্তু ভগীরথের মাথায় এই বাকী যাত্রাটার ব্যাপারটাই নেই।

'ওরা এতক্ষণ ধরে কি বলে যাচ্ছে?' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

ভগীরথের দৃষ্টি বরাবর আনন্দময়ী ঘুরলেন। দেখলেন আয়ুর্বতী ও পর্বতেশ্বর রীতিমতো হাত-পা ছুঁড়ে কি সব কথাবার্তা চালাচ্ছে। কিন্তু মেলুহী চরিত্র অনুযায়ী তাদের কণ্ঠস্বর শান্ত আর নম্র। দেখে মনে হচ্ছে ওঁরা কোনো একটা জোরদার বিতর্কের মধ্যে রয়েছেন।

আনন্দময়ী মাথা ঝাঁকালেন। 'আমার তো আর কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। ওরা কি বলছেন তা শুনতেই পাচ্ছি না।'

'কিন্তু আমি আন্দাজ করতে পারছি,' ভগীরথ বললেন। 'আমি আশা করছি যে আয়ুর্বতী জিতবেন।'

আনন্দময়ী ভুরু কুঁচকে ভগীরথের দিকে ফিরলেন।

'আয়ুর্বতী ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। উনি আমাদের সাথে আছেন। উনি মহাদেবের সাথে আছেন। আর আমার মনে হয় যে এখন উনি পর্বতেশ্বরকে রাজী করানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

আনন্দময়ী জানতেন যে তাঁর ভাই হয়তো ঠিকই বলছিলেন। কিন্তু প্রেম তাঁকে আশা রাখতে জোর করছিল। 'ভগীরথ, পর্বতেশ্বর এখনও তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি। উনিও মহাদেবের অনুগত। ভেবো না যে '

'বিশ্বাস কর, যদি শেষ অব্দি যুদ্ধই বাধে আর ওনাকে প্রভু শিব ও ওনার প্রিয় মেলুহার মধ্যে বেছে নিতে হয়, তাহলে তোমার স্বামী মেলুহাকেই বাছবেন।'

'ভগীরথ, চুপ কর।'

ভগীরথ বিরক্ত হয়ে আনন্দময়ীর দিকে ঘুরলেন। 'আমি তো সত্যিটাই বলছি।'

'এটা একটা মতামতের ব্যাপার।'

'আমি অযোধ্যার সম্রাটপুত্র। আমার মতটাই যে সত্য সেটা অনেকেই বলবে।'

আনন্দময়ী তাঁর ভাইয়ের মাথায় গাঁট্টা মেরে বললেন, 'আর আমি তার বড় দিদি হওয়ার জন্যে আমার ইচ্ছেমতো যখন খুশী তাকে চুপ করানোর অধিকার রাখি!'
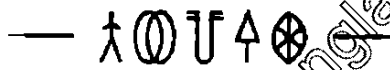
'পর্বতেশ্বর, আপনি এটা ভালো করে তলিয়ে দেখেননি,' আয়ুর্বতী বললেন।

পর্বতেশ্বর বিষণ্ণভাবে হাসলেন। 'আমি এই গত কয়েক মাস অন্য কিছু নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। আমাকে যে পথ নিতেই হবে তা আমার জানা।'

'কিন্তু আপনি কি আপনার সশরীরে বর্তমান পূজ্য ভগবানের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবেন?'

'যেহেতু আর অন্য কোনো পথ খোলা নেই, তাই করতে হবে।'

'কিন্তু প্রভু রাম বলেছিলেন যে আমাদের বিশ্বাস আমাদের রক্ষা করতেই হবে। মহাদেব ও বিষ্ণুরা জীবন্ত ঈশ্বর। যদি আমাদের জীবন্ত ঈশ্বরদের পাশে পাশে আমরা না লড়ি তাহলে কি ভাবে আমরা আমাদের ধর্মকে রক্ষা করবো?'

'আপনি বিশ্বাস ও ধর্মকে গুলিয়ে ফেলছেন। ওরা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।'

'না, ওরা নয়।'

'হ্যাঁ। ওরা আলাদা। আমার ধর্ম সনাতন ধর্ম। কিন্তু সেটা আমার বিশ্বাস নয়। আমার বিশ্বাস আমার দেশের উপর। আমার মেলুহার উপর। শুধু মেলুহারই উপর।'

আয়ুর্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে উপরের দিকে তাকালেন। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে আবার পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরলেন। 'আমি জানি আপনি নীলকণ্ঠের প্রতি কতটা অনুগত। আপনি কি আপনার প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারবেন? আপনি কি মনে মনে ওঁর ক্ষতি করার কথাও ভাবতে পারেন?'

পর্বতেশ্বর একটা বড় করে শ্বাস টানলেন। তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। 'যারাই মেলুহার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে আমি তাদের সবার বিরুদ্ধেই লড়বো। যদি মেলুহাকে অধিকার করতেই হয় তবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে করতে হবে।'

'পর্বতেশ্বর আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে সোমরস অশুভশক্তি নয়? ওটাকে নিষিদ্ধ করা উচিত নয়?'

'না। আমি জানি যে ওটাকে নিষিদ্ধ করাই উচিত। আমি ইতিমধ্যেই সোমরস ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছি। যেইদিন বৃহস্পতি আমাকে ওই সমস্ত অশুভগুলোর ব্যাপারে বলেছিলেন যেগুলোর জন্যে সোমরস দায়ী সেইদিনই আমি ওটার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি।'

'তাহলে কেন আপনি এই হলাহল-কে বাঁচানোর জন্য লড়তে চাইছেন?' আয়ুর্বতী জানতে চাইলেন।

'কিন্তু আমি তো সোমরসের পক্ষে নই।' পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। 'আমি মেলুহাকে সমর্থন করছি।'

'কিন্তু দুইই তো একই পক্ষে।' আয়ুর্বতী বললেন।

'সেটাই তো আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু মেলুহার রক্ষাই আমার জীবনের লক্ষ্য। তার জন্যই আমার জন্ম।'

'পর্বতেশ্বর, মেলুহা যা ছিল তা আর নেই। আপনি ভালোভাবেই জানেন যে সম্রাট দক্ষ প্রভু রাম নন। আপনি এমন আদর্শের জন্যে লড়ছেন যেটার আর কোনো অস্তিত্বই নেই। আপনি এমন একটা দেশের জন্যে লড়ছেন যার মহত্ত্ব শুধু স্মৃতিতেই বেঁচে আছে। আপনি এমনই এক বিশ্বাসের জন্যে লড়ছেন যা এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে যে তার সংশোধন অসম্ভব।'

'হয়তো সেটাই, আয়ুর্বতী। কিন্তু এটাই আমার উদ্দেশ্য। মেলুহার জন্য সংগ্রাম ও মৃত্যু।'

আয়ুর্বতী বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকালেও তাঁর গলা সেই একইরকম নম্র। 'পর্বতেশ্বর, আপনি ভুল করছেন। আপনি নিজেকে নিজেরই জীবন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এনে ফেলছেন। আপনি সোমরসকে সমর্থন করছেন যে অশুভশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে আপনি নিজেও বিশ্বাস করেন। আর আপনি এই সবকিছু করছেন কোনো একটা 'উদ্দেশ্যের' তাগিদে। মেলুহাকে রক্ষার উদ্দেশ্য কি আপনার এইসব ভুল করে যাওয়াকে স্বীকৃতি দেয়?'

পর্বতেশ্বর মৃদুস্বরে বললেন, *'শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণ পরধর্মাত স্বানুষ্ঠিতত্।'*

আয়ুর্বতী খেদের সাথে এই প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটির কথা ভেবে হাসলেন। এই দ্বিপদি শ্লোকটি প্রভু হরির প্রতি উৎসর্গীকৃত, যাঁর নামে হরিয়ানা নগরের নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ যে পথ আত্মা বেছে নিয়েছে সেই পথেই চলা উচিত, সে পথে ভুল করতে হলেও। অন্য পথে গিয়ে আদর্শ জীবন যাপনের কোনো অর্থই নেই। প্রত্যেকের নিজের স্বধর্ম পালন করা উচিত—যদি তাতে ভুলের ছোঁয়া থাকে তাও—অন্য জীবনযাপনের চেষ্টার প্রয়োজন নেই।

আয়ুর্বতী মাথা ঝাঁকালেন। 'এটাই যে আপনার কর্তব্য সে ব্যাপারে আপনি কি করে নিশ্চিত হচ্ছেন? জগৎ আপনার উপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তার

প্রতি কি আপনি সৎ হতে পারেন না। সমাজ আপনাকে যা করতে বাধ্য করাচ্ছে আপনি কি সেটাই অন্ধভাবে মেনে নিচ্ছেন না?'

'প্রভু হরি বলেছিলেন যে, যারা নিজের কর্তব্য কি তা অন্যকে স্থির করতে দেয় তারা তাদের নিজস্ব জীবন যাপনে ব্যর্থ হয়। তারা আসলে অপরের জীবন যাপন করে।'

'কিন্তু আপনি তো ঠিক সেটাই করছেন। আপনি অন্যদের আপনার কর্তব্য স্থির করে দিতে দিচ্ছেন। আপনি মেলুহাকে আপনার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে দিতে দিচ্ছেন।'

'না। তা নয়।'

'হ্যাঁ। তাই। আপনার হৃদয় প্রভু শিবের সঙ্গে। আপনি কি তা অস্বীকার করতে পারেন?'

'না পারি না। আমার হৃদয় নীলকণ্ঠের সঙ্গে রয়েছে।'

'তাহলে আপনি কি করে জানলেন যে মেলুহাকে রক্ষা করাই আপনার কর্তব্য।'

পর্বতেশ্বর দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, 'কারণ আমি জানি ওটাই আমার কর্তব্য। এটা কি প্রভু হরিও বলে যাননি যে এই জগতের কেউ আপনার কর্তব্য কি তা বলে দিতে পারে না। এমনকী ভগবানও নয়। কেবল আত্মা পারে। আমাদের শুধু নিরবতার ভাষার কাছে আত্মসমর্পণ করে আত্মার ফিসফিসানি কান পেতে শুনতে হবে। আমার বিশ্বাস, মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।'

আয়ুর্বতী নিজের কামানো মাথায় হাত বোলালেন। নিজের টিকি স্পর্শ করলেন যা যেকোনো ব্রাহ্মণ কূলের চিহ্ন। তারপর তিনি দূরে থাকা ভগীরথ ও আনন্দময়ীর দিকে তাকালেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আর কিছুই বলার নেই।

'পর্বতেশ্বর, আপনি জানেন যে আপনি হেরে যাওয়াদের পক্ষে আছেন।' আয়ুর্বতী বললেন।

'জানি।'

'আর আপনি মারাও পড়বেন।'

'আমি জানি। কিন্তু সেটাই যদি আমার লক্ষ্য হয় তো তাই হোক।'

আয়ুর্বতী মাথা ঝাঁকিয়ে সহমর্মিতার সাথে পর্বতেশ্বরের কাঁধ ছুঁলেন।

পর্বতেশ্বর বিষণ্ণভাবে হাসলেন। 'সে মৃত্যু গর্বের হবে। আমি নীলকণ্ঠের হাতে মৃত্যুবরণ করব।'

অধ্যায় ১০

কেবল তাঁর নামেই ভয়

সুখদায়ক একটা কাঠের আসনে শিব হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সোজা করে পা ছড়ানো নিচু চৌকিতে। সঙ্গে রয়েছেন সতী। তাঁদের থাকার স্থানের বারান্দা থেকে মনোযোগ দিয়ে উজ্জয়িনী মন্দিরের দিকে দেখছিলেন তাঁরা। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গণেশ আর কার্তিক বারান্দায় হেলান দিয়েছিলেন। বাসুদেবদের সঙ্গে হওয়া পুরো কথাবার্তা এমনকি আসল শত্রুর পরিচয় শিব তাঁর পরিবারকে এইমাত্র বলেছিলেন।

সন্ধ্যের আকাশের দিকে তাকিয়ে তারপর সতীর দিকে ঘুরে শিব বললেন 'কিছু তো বলো।'

'কি বলবো বলো?' সতী জিজ্ঞাসা করলেন। 'মহর্ষি ভৃগু প্রভু রাম সহায় হোন।'

'উনি অতোটা শক্তিধর হতে পারেন না।'

শিবের দিকে তাকালেন সতী। 'উনি হলেন সপ্তর্ষি উত্তরাধিকারীদের একজন। ওনার আত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি বিখ্যাত। কিন্তু তাঁর এই শক্তির ভয়ে আমি কাঁপছি না। যেটা বাস্তব, সেটা হল তাঁর মতো চারিত্রিক শক্তিধর একজন মানুষ আমাদের বিরোধিতা করতে চাইছেন।'

'কেন এমন বলছো?'

'তিনি অদ্বিতীয় নিঃস্বার্থবান এবং অনিন্দনীয় নৈতিক সততাপূর্ণ একজন মানুষ।'

'আর তা সত্ত্বেও, আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য উনি পাঁচটা রণতরী পাঠিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। তিনি অবশ্যই ভালোমতো বিশ্বাস করেন যে সোমরস শুভ, আর এর ব্যবহার বন্ধ করতে চেষ্টা করছি বলে আমরাই অশুভ। যদি এ বিষয়ে এটাই ওনার দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে থাকে, এমন হতে কি পারে যে আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল?'

কার্তিক মধ্যিখানে কিছু বলতে চাওয়ায় শিব হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন।

'না। আমি নিশ্চিত। সোমরস হল অশুভ শক্তি আর একে থামানো দরকার। পেছনে ফেরার আর কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু মহর্ষি ভৃগু ' সতী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

'সতী, অত্যন্ত সৎ চরিত্রের এমন মানুষ কেন দৈবী অস্ত্র ব্যবহার করবেন, যেখানে আমরা সকলে জানি যে প্রভু রুদ্র স্বয়ং তাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন?'

সতী চুপ করে শিবের দিকে চেয়ে রইলেন।

'সোমরসের প্রতি অন্ধবিশ্বাস মহর্ষি ভৃগুকে এই কাজ করিয়েছে,' শিব বললেন। 'উনি ভাবছেন যে মহত্তর কল্যাণের জন্য এটা তিনি করছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে সোমরসের প্রতি উনি অন্ধভাবে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। এটা এমন এক অন্ধ বিশ্বাস যা কেবল মানুষদের নৈতিক কর্তব্যকেই শুধু ভুলিয়ে দেয় না বরং তারা নিজেরা যে কারা সেটাও ভুলিয়ে দেয়।'

কার্তিক অবশেষে বলে উঠলেন, 'বাবা ঠিক বলেছেন। মহর্ষি ভৃগুর মতো নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষকে যদি সোমরস এমন করে দিতে পারে, তবে নিশ্চিতভাবে অবশ্যই সোমরস হল অশুভ শক্তি।'

শিব সায় দিয়ে সতীর দিকে ফেরার আগেই বললেন, 'আমরা যা করছি ঠিকই করছি। সোমরসকে অবশ্যই থামানো উচিত।'

সতী কোন কথা বললেন না।

'আমাদের উচিত আসন্ন যুদ্ধের প্রতি মনোসংযোগ করা,' শিব বললেন। 'মহর্ষি ভৃগুর মতো ক্ষমতাবানকে ওরা নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে মেলুহা আর অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী। অন্য সব সম্ভাবনাগুলো আমাদের বিপক্ষে গিয়ে জড়ো হবে। কেমন করে আমরা এগুলোকে সংশোধন করবো?'

'ওদের শক্তিকে ভাগ করে দিয়ে,' কার্তিক বলে উঠলেন।

'বলে যাও।'

কার্তিক তার শোওয়ার ঘরে গেলেন আর একটা মানচিত্র নিয়ে ফিরে এলেন। 'বাবা দয়া করে একটু . '

শিব চৌকি থেকে পা সরিয়ে নিতেই কার্তিক মানচিত্রটা সেখানে বিছিয়ে দিলেন আর গণেশের দিকে তাকিয়ে তারপর বললো 'দাদা আর আমি সহমত হয়েছি যে ওদের শক্তি মেলুহার বিস্ময়কর প্রাযুক্তিক কৌশল ও অযোধ্যায় বিশাল সংখ্যক সৈন্যর ওপর শক্তি নির্ভর করে আছে। যদি আমরা সেটা ভেঙে দিতে পারি, তাতে আমাদের বাধাগুলো কমে যাবে।'

'মেলুহা আর অযোধ্যাকে একত্রিত করে পঞ্চবটীতে আমাদের হত্যা করার যে চক্রান্ত, মহর্ষি ভৃগু তাতে পাশার দান ভালোভাবেই চেলেছিলেন। যখন ওরা বুঝতে পারবে যে আমি জীবিত তখন আমার প্রতি ওরা শত্রুর মতো আচরণ করতে বাধ্য হবে, আর মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হবে যেহেতু শত্রুর শত্রু হল মিত্র।'

কার্তিক হেসে বললেন, 'আমি ওদের মিত্রতা ভাঙার কথা বলছি না বাবা, শক্তিকে দুভাগ করে দেওয়ার কথা বলছি।'

সতী এতক্ষণ ধরে মানচিত্রটা ভালোভাবে দেখছিলেন। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে তাঁর মনে ধরা পড়লো। 'মগধ!'

'এক্কেবারে ঠিক,' কার্তিক কথাটা বলে মানচিত্রে মগধের স্থানে টোকা মারলেন। 'স্বদ্বীপে পথের অবস্থা হয় খুবই করুণ নয় কোথাও কোথাও তার অস্তিত্বই নেই। সেই কারণে সৈন্যবাহিনী বিশেষ করে তা যদি বিশাল হয় তাহলে তাকে যেতে হলে নদীপথকেই ব্যবহার করতে হবে। অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী ঘন অরণ্য কেটে সেখান দিয়ে মেলুহাকে সাহায্য করতে মোটেই আসবে না। তারা রণতরী করে প্রথমে সরযূ নদী বেয়ে তারপর গঙ্গা দিয়ে আর তারপর মেলুহীরা যে নতুন পথ তৈরি করেছে সেটা দিয়ে দেবগিরিতে যাবে।'

শিব সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'অযোধ্যায় রণতরীকে সরযূ ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থল বেয়ে মগধের পাশ দিয়ে যেতে হবে। মগধ যদি নদীপথ আটকে দেয় তবে, রণতরীগুলো যেতে পারবে না। কেবল ছোট একটা নৌবাহিনীর সাহায্যে

আমরা ওদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আটকে রাখতে পারবো।'

'ঠিক,' কার্তিক বললেন।

শিব হেসে কার্তিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তোমার কথাগুলো শুনে আমার ভালো লাগছে।'

কার্তিকও বাবার দিকে চেয়ে হাসলেন।

সতী শিবের দিকে তাকিয়ে বললেন 'অবশ্যই যুবরাজ সুরপদ্মনকে প্রথমেই আমাদের দিকে আনতে হবে। ভগীরথ এটা আমায় বলেছে যে মগধের যুবরাজই সব সিদ্ধান্ত নেয়। ওর পিতা রাজা মহেন্দ্র নেন না।' শিব গণেশের দিকে ঘোরার আগে এই মতে সায় দিলেন।

গণেশ চুপ করে রইলেন। পরিকল্পনার নতুন এই পর্যায়টায় তাঁর মনে একটু অস্বস্তি হতে লাগলো।

— — —

'ধারণাটা ভালোই,' গোপাল বললেন।

শিব, সতী, গণেশ ও কার্তিক ছিলেন বিষ্ণু মন্দিরে গোপালের সঙ্গে।

'মগধকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসাটা বোধহয় কিছুটা সহজই হবে,' গোপাল বলে চললেন। 'রাজা মহেন্দ্র বৃদ্ধ আর সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। কিন্তু তাঁর পুত্র সুরপদ্মন একজন ভয়ংকর যোদ্ধা আর অসাধারণ সমরকুশলী। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যে সে একজন বিচক্ষণ আর উচ্চাকাঙ্খী মানুষ।

'ওর উচ্চাকাঙ্খা ওকে আসন্ন যুদ্ধে সুযোগ খুঁজে নিতে দেবে,' শিব বললেন। 'ও সুযোগটা ব্যবহার করে নিজের স্থানটা শক্ত করে খাড়া করতে পারবে আর অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।'

'একেবারে ঠিক,' সতী বললেন। 'আমাদের সমর্থন করাটা ওর বেছে নেওয়ার পেছনে যে কারণই থাকুক না কেন, আমাদের সঙ্গে ওর মিত্রতা আমাদের যুদ্ধ জয় করায় সাহায্য করবে।'

গোপাল হঠাৎই চিন্তামগ্ন গণেশকে দেখে বললেন, 'গণেশজী?'

গণেশ চমকে উঠলেন।

'এই পরিকল্পনার জন্য আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা নেড়ে গণেশ বললেন, 'বলার মতো কিছু নয়, পণ্ডিতজী।'

গণেশ উদ্বিগ্ন ছিল এই ভেবে যে তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে মগধের সঙ্গে যে কোন রকম সুন্দর মিত্রতার সম্পর্কের সম্ভাবনার ক্ষতি করে দিয়েছিলো। কারণ মগধের বড় রাজকুমার উগ্রসেনকে সে হত্যা করেছিলেন। তিনি এমন করেছিলেন কারণ উগ্রসেনের থেকে এক অসহায় মা ও তার ছেলেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল সে। গণেশ আশা করেছিলেন যে সুরপদ্মন তাকে চিহ্নিত করতে পারবে না।

'দাদা আর আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি,' কার্তিক বললেন। 'আমাদের ধারণা যে মগধ আমাদের পক্ষে আসবে, আগে থেকে এমনটা আশা করা উচিত হবে না। যদি প্রয়োজন হয়, সেই কারণে মগধকে জয় করার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।'

'ঠিক আছে। তবে আশা করি তেমন পরিস্থিতি দেখা দেবে না,' গণেশের দিকে ফিরে শিব বললেন। 'কিন্তু হ্যাঁ, মগধের সঙ্গে লড়াইয়ের সম্ভাব্য পরিকল্পনা আমাদের করা উচিত। এটা আমাদের যুদ্ধ শুরুর প্রথম চাল হতে পারে।'

'তাহলে আমি মগধ যাত্রার পরিকল্পনা শুরু করে দেবো,' গোপাল বললেন।

'আপনি আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে আসবেন পণ্ডিতজী?' আশ্চর্য হয়ে শিব জানতে চাইলেন। 'সেটা তাহলে আপনাদের আনুগত্যকে খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করে দেবে।'

'এমন একটা সময় ছিল, যখন অন্তরালে থাকার প্রয়োজন হতো বন্ধু,' গোপাল বললেন। 'আমাদের ওপর এসে পড়া অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমরা এখন প্রকাশ্যে আসতে চাই। খোলাখুলিভাবে আমাদের বেছে নিতে হবে কোন পক্ষ আমরা নেব। ধর্মযুদ্ধে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা কোন দর্শক থাকে না।'

পর্বতেশ্বর আর আনন্দময়ী তাদের পছন্দের ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন আর নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে কথা বলছিলেন। পর্বতেশ্বর তাঁর ডানদিকে একটু ঝুঁকে আনন্দময়ীর হাত ধরেছিলেন। উনি আনন্দময়ীকে এইমাত্র বলেছিলেন যে যদি যুদ্ধ হয় তাহলে মেলুহার হয়ে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কিছু বেছে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। উত্তরে আনন্দময়ীও জানিয়েছিলেন তার পক্ষে মেলুহার সঙ্গে বিরোধিতা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

'তুমি এমনকি আমায় জিজ্ঞাসাও করবে না যে কেন?' আনন্দময়ী জানতে চাইলেন।

পর্বতেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি জানি যে তুমি কি ভাবছো।'

চোখ ভরা জল নিয়ে আনন্দময়ী স্বামীর দিকে তাকালেন।

'আর আমার অনুমান যে তুমিও জানো আমি কি ভাবছি,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'তুমিও তো আমাকে জিজ্ঞাসা করোনি।'

পর্বতেশ্বরের দিকে চেয়ে করুণ ভাবে হেসে আনন্দময়ী তার ধরা হাতটা আরো চেপে ধরলেন।

'এখন আমরা কি করবো?' পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

আনন্দময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এক সঙ্গে যেমন যাচ্ছি তেমনই যেতে থাকি।'

পর্বতেশ্বর এক দৃষ্টে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

'যতদিন আমরা চলতে পারি

চম্বলনদী বেয়ে সুন্দরভাবে চলতে থাকা রণতরীর গলুইয়ের ধারে ঝুঁকে শিব দাঁড়িয়েছিলেন। নদীর পাড়ের ওপারে দেখতে পাচ্ছিলেন গহন অরণ্য। চারিদিকে মানুষের বসতির চিহ্নমাত্র ছিল না। পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন অনুসরণকারী পাঁচটি রণতরীকে। পঞ্চাশটা রণতরী নিয়ে গঠিত বাসুদেবদের নৌবহরের সেটা একটা ছোট অংশ মাত্র। এই যাত্রার ব্যবস্থা করতে বাসুদেবদের মাত্র দুমাস লেগেছিল।

'বন্ধু কি ভাবছেন?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

বাসুদেব প্রধানের দিকে ঘুরলেন শিব। 'আমি ভাবছিলাম যে অশুভ শক্তির মুখ্য উৎস হল মানুষের লোভ। এটাই আমাদের যে কোন শুভশক্তির থেকে তার ভালো জিনিষটাকে বার করে নিয়ে তাকে খারাপ করে দেওয়া হয়, তাকে অশুভ শক্তিতে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। উৎস থেকেই যদি তাকে নিয়ন্ত্রিত করা যেত সেটা আরো ভালো হতো না? আমরা আশা করতেই পারি যাতে মানুষ যেন লোভী না হয়? আমাদের মধ্যে কজন দুশো বছর বেঁচে থাকার লোভ দমন করতে পারবে? বহু সহস্র বছর ধরে সোমরসের যে আধিপত্য, তাতে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে এতে শুভও যেমন রয়েছে অশুভও তেমন রয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর শুভ প্রভাব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এটা কি বলা ভালো না যে সোমরস আরও মহত্তর কোন উদ্দেশ্য সাধন করেনি? সোমরস আবিষ্কৃত না হলে হয়তো এর চেয়ে ভালো হতো। তুমি যখন জানো যে যাত্রা করে গন্তব্যে পৌঁছানোর পর আবার ঠিক যাত্রা শুরুর স্থানেই ফিরে আসবে তাহলে আর যাত্রা করা কেন?'

'এমন কোন যাত্রা আছে কি যে শুরুর স্থানে ফিরিয়ে আনে না?'

শিব আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'অবশ্যই আছে।'

গোপাল মাথা নেড়ে না বলে বললেন, 'আপনি যদি শুরুর স্থানে ফিরে না আসেন, তার মানে দাঁড়ায় যে আপনার যাত্রা সম্পূর্ণ হয়নি। হয়তো তা সম্পূর্ণ করতে সারাজীবন লাগতে পারে। হয়তো তার চেয়েও বেশি। কিন্তু যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন ঠিক সেখানেই আপনার যাত্রা শেষ করতে হবে। সেটাই জীবনের ধর্ম। এমনকি মহাবিশ্ব সেখানেই তার যাত্রা শেষ করে ঠিক যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল—চরম মৃত্যুর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বরে। আর ওই মৃত্যুর বিপরীতে মহাবিশ্ব আবার একবারে মহা-বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু করবে। আর এমনই এক অনন্ত কালচক্রের মাধ্যমে এটা চলতে থাকবে।'

'তাহলে এসবের উদ্দেশ্য কি?'

'আমরা যে এই পথে যাত্রা করছি কোথাও পৌঁছানোর জন্য সেইটা ভাবাই হল সবচেয়ে বড় মুর্খতা, হে মহান নীলকণ্ঠ।'

'আমরা কি কোন নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করছি না?'

'না। গন্তব্য স্থলটা আসল নয়—যাত্রাটাই আসল। তারাই কেবল সুখী যারা এই সামান্য সত্যটা বুঝতে পারে।'

'তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, গন্তব্যস্থল এবং এমনকি যাত্রার উদ্দেশ্যটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়? সোমরসের এইসব অভিজ্ঞতা অর্জন করার দরকার ছিল—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রচুর পরিমাণ শুভকাজ করে তারপর সেই একই পরিমাণে অশুভকে সৃষ্টি করা—আর একজন নীলকণ্ঠের আবির্ভাব হওয়া যে তার যাত্রা শেষ করে দেবে। কেউ যদি এটা বিশ্বাস করে তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মহত্তর প্রেক্ষাপটে সোমরস কোন শুভ প্রভাব ফেলেনি।'

'অন্য রকম ভাবে বলার চেষ্টা করি। আমি নিশ্চিত যে ভারতবর্ষে বৃষ্টি কেমন করে হয় আপনি তা জানেন। ঠিক তো?'

'অবশ্যই জানি। আপনাদের একজন বিজ্ঞানী আমার কাছে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস যে সূর্য্য সমুদ্রের জলকে উত্তপ্ত করে তাকে বাষ্পের আকারে ওপরের দিকে চালিত করে। প্রচুর পরিমাণে এই জলীয় বাষ্প একত্রিত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। সেই মেঘ বর্ষায় বাতাসের সাথে ভেসে আসে আর তারপর পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে ঝরে পরে বৃষ্টির আকারে।'

'একদম ঠিক! কিন্তু যাত্রার অর্ধেকটা কেবল আপনি বর্ণনা করেছেন। আমাদের ওপর বৃষ্টি ঝরে পড়বার পর কি ঘটনা ঘটে?'

শিবের মুখের হাসি দেখে বোঝা গেল যে বিষয়টা তিনি বুঝতে শুরু করেছেন।

গোপাল বলে চললেন, 'বৃষ্টির জল জলধারা হয়ে বয়ে চলে। তারপর সেই জলধারা নদী হয়ে এগিয়ে যায় এবং পরিশেষে নদী সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়। বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়া জলের কিছু পরিমান মানুষ, জীবজন্তু আর গাছপালা ব্যবহার করে— যারাই বেঁচে থাকতে চায় তারাই করে। কিন্তু শেষ অবধি আমাদের ব্যবহৃত জল নদীতে গিয়ে পড়ে আর সমুদ্রে ফিরে যায়। তার যাত্রা সবসময় সেখানেই শেষ হয় ঠিক যেখানে শুরু হয়েছিল। এখন আমরা কি বলতে পারি যে জলের এই যাত্রা কোন উদ্দেশ্য সাধন করেনি? সমুদ্র যদি ভাবতো যে এই যাত্রার

কোন যুক্তি নেই কারণ এটা যেখানে শুরু হয়েছিল সেখানেই শেষ হয়েছে তাহলে আমাদের কি হত?'

'আমরা সবাই মরে যেতাম।'

'ঠিক। এখন কেউ তো এমন ভাবতে পারে যে জলের এমন যাত্রা কেবল শুভ ফলদায়ক। ঠিক তো যেখানে কিনা সোমরস শুভ ও অশুভ দুই ফলই দিয়েছে।'

'কিন্তু,' শিব শুকনো ভাবে হাসলেন, 'আমার কোন রকম অযৌক্তিক ভ্রান্ত ধারণা হলে সেটা অবশ্যই পাল্টে দেবেন!'

প্রত্যুত্তরে গোপালের হাসিটাও একই রকম শুকনো। 'বৃষ্টির ফলে যে বন্যা হয় সে ব্যাপারে কি মনে হয়? বৃষ্টির ফলে যে রোগ ছড়িয়ে পড়ে সে ব্যাপারে কি বলবেন? যারা বন্যা ও রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তা তারা হয়তো বলবে যে বৃষ্টি অশুভ।'

'অতিরিক্ত বৃষ্টি অশুভ,' সংশোধন করে শিব বললেন।

গোপাল হেসে স্বীকার করে নিলেন কথাটা। 'ঠিক। তাহলে সমুদ্র থেকে শুরু হয়ে সমুদ্রে শেষ হওয়া জলের এই যাত্রা যে উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে তাতে স্থলভাগে জীবনের যাত্রাকে সে সম্ভব করে তোলে। একইভাবে সোমরসের যাত্রা বহু উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে—আপনিও সেই যাত্রার অন্তর্ভুক্ত। আপনার উদ্দেশ্য হল সোমরসের যাত্রা বন্ধ করা। সোমরসের অস্তিত্ব না থাকলে কি করতেন?'

'আমার তো মনে হয় অনেক কিছুই করতে পারতাম। যেমন সতীর সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো অথবা নৃত্য আর সঙ্গীতের মধ্যে মনপ্রাণ ডুবিয়ে অনেকটা সময় কাটানো—সেটা এক সুন্দর জীবন হতো।'

গোপাল মৃদু হাসলেন, 'কিন্তু সত্যি করে বলুন তো যে সোমরস কি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে দেয়নি?'

শিব মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তা দিয়েছে।'

'আর আপনার জীবনের যাত্রা আমার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে দিয়েছে। যদি পরবর্তী মহাদেবকে সাহায্যই না করলাম তবে আর বাসুদেব প্রধান হওয়ার মধ্যে কি যুক্তি রইলো?'

শিব মৃদু হাসলেন আর গোপালের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

'গন্তব্য ছাড়াও এটা হল সেই যাত্রা যা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে, হে মহান নীলকণ্ঠ। আমরা যদি নিজের পথে অটল থাকি তাহলে তার পরিণাম শুভ ও অশুভ যে কোনোটা হতে পারে। কারণ এটাই বিশ্বসংসারের নিয়ম।'

'যেমন, আমার যাত্রা ভবিষ্যৎ ভারতের উপর হয়তো ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু সোমরসে আসক্ত যারা তাদের ওপর অবশ্যই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। হয়তো সেটাই আমার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য।'

'একদম ঠিক। প্রভু বাসুদেব বলেছিলেন যে, সবার ধারণা যে আমরা নিজেরাই নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করি। এই ব্যাপারে কোন বিভ্রান্তি রাখা উচিত নয়। আমাদের যে সরল সত্যটা উপলব্ধি করা উচিত সেটা হল ''আমরাই নিয়ন্ত্রিত।'' আমাদের জীবিত রাখা হয়েছে কারণ আমাদের জীবনযাত্রার দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যখন সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হবে তখন আমাদের জীবন যাত্রা থেমে যাবে, এবং রূপান্তর হবে যাতে আমরা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করতে পারি।'

শিব মৃদু হাসলেন।

অধ্যায় ১১

জোটসঙ্গী ব্রঙ্গ

পর্বতেশ্বরের বাহিনী মধুমতী নদী বেয়ে সেইখানটায় দিয়ে পৌঁছেছে যেখানটায় সে বিশাল ব্রঙ্গনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাঁরা সেখানেই নোঙর ফেলেছিলেন। ভগীরথের ফিরবার অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। ভগীরথের নৌকা পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে ব্রঙ্গের সুপ্রশস্ত শাখানদী পদ্মা ধরে আসছিলো। এক সপ্তাহ পরে তাঁর নৌকা ব্রঙ্গরাজ্যের রাজধানী ব্রঙ্গহৃদয়ের তরীঘাটায় এসে পৌঁছেছিল।

ভগীরথের আগমনের সংবাদ রাজা চন্দ্রকেতুকে জানানো হয়েছিল। অযোধ্যার সম্রাটপুত্রকে যেন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হয় সেটা রাজা চন্দ্রকেতু নিশ্চিত করেছিলেন। যেহেতু ভগীরথকে প্রথামত রাজসভায় না নিয়ে গিয়ে রাজার ব্যক্তিগত প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়েছিল সেহেতু ভগীরথ ধরে নিয়েছিলেন যে চন্দ্রকেতু তাঁকে অযোধ্যার সম্রাটপুত্র হিসেবে না দেখে বন্ধুর মতোই দেখছেন।

ভগীরথ চন্দ্রকেতুকে প্রাসাদের দরজায় অপেক্ষা করতে দেখলেন। সাথে স্ত্রী আর মেয়ে। প্রথা অনুযায়ী নমস্কারে হাত জড়ো করলেন ব্রঙ্গরাজ। 'কেমন আছেন অযোধ্যার বীর সম্রাটপুত্র?'

প্রতি নমস্কারে হেসে মাথা ঝাঁকালেন ভগীরথ। 'ভালোই আছি, মাননীয় মহারাজ।'

চন্দ্রকেতু তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে হাসলেন। 'সম্রাটপুত্র ভগীরথ, ইনি আমার স্ত্রী মহারাণী স্নেহা।'

ভগীরথ স্নেহার সামনে মাথা ঝোঁকালেন। 'অভিনন্দন, মহারাণী।'

সৌজন্যপ্লুত ভগীরথ এরপর একটা হাঁটু গেড়ে বসে ছয় বছরের বালিকার মুখোমুখি হলেন। সে তাঁর দিকে মিটমিট করে দেখছিল। 'আর এই মিষ্টি খুকীটি কে?'

চন্দ্রকেতু হাসলেন। 'ও আমার মেয়ে—রাজকুমারী নব্যা।'

'নমস্কার, রাজকুমারী,' ভগীরথ বলে উঠলেন।

নব্যা তার মায়ের পেছনে সরে গিয়ে মুখ লুকালো।

ভগীরথ আরেকটু হেসে বললেন, 'সোনামনি, আমি তোমার বাবার বন্ধু। আমাকে তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

নব্যা মাথা বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললো, 'তোমার গন্ধটা যেন কেমন কেমন।'

ভগীরথ অবাক হয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

চন্দ্রকেতু হাত জড়ো করলেন। 'ক্ষমা করবেন সম্রাটপুত্র। ও মাঝে মাঝে রাখঢাক না রেখেই কথা বলে ফেলে।'

ভগীরথ হাসি সামলালেন। 'আরে না না। ও তো ঠিকই বলছে।' তারপর তিনি নব্যার দিকে ফিরলেন। 'কিন্তু মামনি আমাকে তো শেখানো হয়েছে অপরিচিতের সামনে নম্র হয়ে থাকতে। সেটাও দরকারী বলে কি তোমার মনে হয় না?'

নব্যা বলে উঠলো, 'নম্রতার মানে মিথ্যে বলা নয়। প্রভু রাম বলেছিলেন যে আমাদের সবসময় সত্যি কথা বলা উচিত। সবসময়েই।'

ভগীরথ অবাক হলেন। তারপর চন্দ্রকেতুর দিকে ফিরে বললেন, 'বাঃ, প্রভু রামের উদ্ধৃতি এই বয়সেই? এ তো বেশ চটপটে।'

'হ্যাঁ। ও বেশ বুদ্ধিমতী,' স্পষ্টতই গর্বিত চন্দ্রকেতু বলে উঠলেন।

ভগীরথ এরপর নব্যার দিকে ফিরে স্নেহের সাথে বললেন, 'ঠিক বলেছো মামনি। আমি একটা লম্বা বিশাল যাত্রাপথের গন্ধ বয়ে এনেছি। পরের বার তোমার সাথে দেখা করার আগে অবশ্যই চান করে নেবো। পরের বার আর আমার গন্ধ তোমার বিচ্ছিরি লাগবে না। আমি বাজী রাখছি।'

চন্দ্রকেতু হেসে উঠলেন। 'মহান সম্রাটপুত্র, সাবধান হোন, ছোট্ট নব্যা কিন্তু কক্ষনো বাজীতে হারে না।'

নব্যা তার মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'মা, একে তো অতটা খারাপ লাগছে না। মনে হয় অযোধ্যার সব অভিজাতেরা খারাপ নয় '

ভগীরথ আবার হেসে উঠলেন। 'রাজা চন্দ্রকেতু, মনে হয় আমার মর্যাদায় আর ঘা পড়ার আগে আমাদের আপনার কক্ষে যাওয়া উচিত হবে।'

চন্দ্রকেতু হাসতে হাসতে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সম্মতি জানালেন। তারপর ভগীরথের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার সাথে আসুন, মাননীয় ভগীরথ।'

— ⚹ —
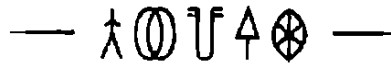
'বাবা . ' গণেশ ফিসফিস করে বললেন।

গণেশ সবেমাত্র শিবের কক্ষে ঢুকেছেন। বাসুদেব-নাগ যৌথ নৌবাহিনীর মাঝের রণতরীতে শিবের কক্ষে।

শিব তালপাতার পুঁথি পাশে সরিয়ে মাথা তুললেন।

'কি হয়েছে, বাছা?'

'আপনার সাথে একটু কথা ছিল,' বিচলিত গণেশ ফিসফিস করে বললেন।

শিব চৌকির উপর থেকে তাঁর পা সরিয়ে গণেশকে পাশের কেদারাটা দেখিয়ে দিলেন।

গণেশ একটা বড় করে শ্বাস টেনে বললেন, 'বাবা, মগধের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা হতে পারে।'

শিব হাসলেন। 'আমিও ভাবছিলাম যে এই কথাটা তুমি কতক্ষণে তুলবে।'

গণেশ অবাক হলেন। 'আপনি জানতেন?'

'উগ্রসেন যে এক নাগের হাতে মারা পড়েছিলেন তা আমি জানি। এতে যে ব্যাপারটা আরো ঘেঁটে গেছে তা আমি বুঝি।'

গণেশ চুপ করে রইলেন।

'তা তুমি কি জানো কে ওঁর হত্যাকারী? এটা যদি অপরাধমূলক কাজ হয় তো আমাদের সুরপদ্মনকে সমর্থন করা উচিত। তাতে যে ন্যায় বিচার হবে তাই শুধু নয় উপরন্তু আমরা মগধকেও আমাদের দলে টানতে পারবো।'

গণেশ কিছুই বললেন না।

শিব অবাক হলেন। 'গণেশ?'

'হত্যাকারী আমি নিজে,' গণেশ স্বীকার করলেন।

শিবের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। 'হুম, তাহলে তো . ব্যাপারটা জটিল বটেই . '

গণেশ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন।

'তোমার কাছে কোনো যথাযোগ্য কারণ রয়েছে?'

'হ্যাঁ, বাবা। আছে।'

'সেটা কি?'

'চন্দ্রবংশী অভিজাতরা বরাবরই ষাঁড়-দৌড়ের ঐতিহ্যকে তোল্লা দিয়ে এসেছেন। হালকা সওয়ারীর খোঁজে এই খেলাটা এতটা নীচে নেমেছে যে সহজ সরল শিশুদের অপহরণ করে ছুটন্ত ষাঁড়ের পিঠে চড়তে বাধ্য করা হয়। এই নিষ্ঠুর খেলায় অসংখ্য শিশু পঙ্গু হয়ে পড়ে আবার কেউ কেউ তো যন্ত্রণার সাথে মারা পর্যন্ত যায়।'

শিব আতঙ্কে গণেশের দিকে চাইলেন। 'কোন বর্বরেরা শিশুদের সাথে এইসব করে?'

'উগ্রসেনের মতো লোকেরা। আমি ওকে এক শিশুকে অপহরণের চেষ্টা করতে দেখেছিলাম। শিশুটির মা শিশুটিকে ছাড়তে চাইছিল না। কাজেই উগ্রসেন ও তার লোকেরা শিশুটির মাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। আমার কোনো উপায় ছিল না . '

কালীর কথা মনে পড়লো শিবের। 'ওই সময়েই কি তুমি বিপজ্জনকভাবে আহত হয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

শিব বড় করে শ্বাস টানলেন। গণেশ আবারও একবার তাঁর নিজের মহৎ চরিত্র তুলে ধরেছেন—নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। শিব ছেলের জন্যে গর্ববোধ করলেন। 'তুমি ঠিকই করেছ।'

'বিষয়টাকে বোধহয় আরো জটিল করে তোলার জন্য আমি দুঃখিত।'

শিব হেসে মাথা নাড়লেন।

'কি হলো বাবা?'

'এই জগতের পথ বড় অদ্ভুত,' শিব বললেন। 'তুমি এক নিরপরাধ শিশু ও তার মাকে দুনীর্তিপরায়ণ যুবরাজের থেকে বাঁচালে। আর উগ্রসেন নাগ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ থেকে মগধকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন—এইরকম মিথ্যা কথা রটাতে মাগধীরা কোনোরকম সংকোচ বোধ করলো না। আর লোকেরাও কিনা এমন একটা মিথ্যা কথাকে বিশ্বাস করে নিল।'

গণেশ কাঁধ ঝাঁকালেন। 'নাগদের সাথে বরাবরই এইরকম ব্যবহার করা হয়ে আসছে। মিথ্যা কখনোই থেমে থাকে না।'

শিব কক্ষের উপরের ছাদের দিকে তাকালেন।

'এখন আমরা কি করবো?' গণেশ জানতে চাইলেন।

'অন্য কিছু না। আমরা আমাদের পরিকল্পনা মতোই চলবো। আশা করা যাক যে সুরপদ্মন মগধের স্বার্থ কিসে রয়েছে সেটা বোঝার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

গণেশ সম্মতি জানালেন।

'আর তুমি কাশীতেই থেকো,' শিব বলে চললেন। 'আমাদের সাথে মগধে যেও না।'

'ঠিক আছে, বাবা।'

— ⅄ⓄՄ↟⊛ —
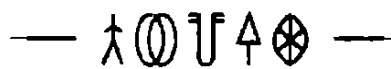
যে ক্রোধ তাঁর মধ্যে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল কোনোক্রমে মুঠি পাকিয়ে চন্দ্রকেতু তা সামলাবার চেষ্টা করছিলেন। এই যে সোমরসের বর্জ্যপদার্থই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা মহামারীর জন্য দায়ী, সেটা সবেমাত্র ভগীরথ তাঁকে জানিয়েছেন।

'প্রভু রুদ্রের দিব্যি,' চন্দ্রকেতু গরগর করে উঠলেন, 'আমার লোকেরা দশকের পর দশক ধরে মরছে—আমাদের শিশুরা ভয়াবহ সব রোগে জর্জরিত হচ্ছে—আমাদের বৃদ্ধেরা তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে কাটাচ্ছেন—আর এইসব কেন হচ্ছে? যাতে করে সুবিধাভোগী মেলুহীরা দুশো বছর ধরে বেঁচেবর্তে থাকতে পারে।'

ভগীরথ চুপ করে চন্দ্রকেতুকে তাঁর ন্যায্য ক্রোধ উগরে দিতে দিচ্ছিলেন।

'প্রভু নীলকণ্ঠের কি বলার আছে? আমাদের কখন আক্রমণ করতে হবে?'

'মাননীয় মহারাজ, আমি সংবাদ পাঠাবো,' ভগীরথ জানালেন। 'তবে, তাড়াতাড়ি হবে। হয়তো কয়েক মাসের মধ্যেই। আপনি আপনার সেনাদের জড়ো করে প্রস্তুত হন।'

'আমরা শুধু সেনাদেরই যে জড়ো করবো তাই নয়—প্রত্যেকটি যুদ্ধে সক্ষম ব্রঙ্গীয়কেও জড়ো করবো। এটা আমাদের কাছে কোনো সাধারণ যুদ্ধ নয়। এটা প্রতিশোধের লড়াই।'

'আমার নাবিকেরা নাগদের ও পরশুরামের থেকে আনা কিছু উপহার ব্রঙ্গহৃদয়ের তরীঘাটায় নামাচ্ছে। নীলকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা মতো নাগ ঔষধ বানানোর জন্যে যা যা কাঁচামাল দরকার তার সবটাই আপনার কাছে আনানো হচ্ছে। একজন নাগ বৈজ্ঞানিকও আসছেন যিনি এখানে থেকে কিভাবে আপনারা নিজেরাই নাগ ঔষধ বানাবেন তার শিক্ষা দেবেন। এইসব জিনিস আপনার রাজ্যে থাকা কিছু গুল্মের সাথে মেশালে প্রায় তিন বছরের জন্য আপনাকে নাগ ঔষধের যোগান দিয়ে চলবে।'

চন্দ্রকেতু সামান্য হাসলেন। 'প্রভু নীলকণ্ঠ তাঁর কথা রেখেছেন। উনি প্রভু রুদ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী।'

'তা তো উনি বটেই।'

'কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমাদের এই ঔষধের আর দরকার পড়বে। অযোধ্যা ও ব্রঙ্গের মিলিত শক্তি বছর তিনেকের মধ্যেই মেলুহার পরাজয় নিশ্চিত করে ফেলবে। আমরা সোমরসের উৎপাদন বন্ধ করে হিমালয়ে থাকা তার বর্জ্যপদার্থ ফেলার স্থানটাও ধ্বংস করে দেবো। ঐ বর্জ্যপদার্থ ব্রহ্মপুত্রের জল

বিষাক্ত করা বন্ধ করলেই মহামারী বন্ধ হবে আর ঔষধের আর কোনো দরকার পড়বে না।'

ভগীরথ অস্বস্তির সাথে চোখ কুঁচকালেন।

'কি ব্যাপার সম্রাটপুত্র ভগীরথ?'

'মাননীয় মহারাজ, এই যুদ্ধে অযোধ্যা হয়তো আমাদের সাথে থাকবে না।'

'কি? আপনি বলছেন যে অযোধ্যা মেলুহার পক্ষ নিতে পারে?'

'হ্যাঁ। আসলে, তারা ইতিমধ্যেই মেলুহাকে রীতিমতো সমর্থন যোগানো শুরু করেছে।'

'তাহলে কেন '

ভগীরথ প্রশ্নটা সম্পূর্ণ করলেন। 'কেন আমি আমার বাবা ও রাজ্যের বিরুদ্ধে কাজ করছি?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'আমি আমার প্রভু মহান নীলকণ্ঠের অনুগামী। ওঁর পথটাই সঠিক। এবং আমি সেই পথেই যাব আর তাতে যদি আমাকে নিজের আত্মীয়দের সাথে লড়তে হয় তো তাও সই।'

চন্দ্রকেতু উঠে ভগীরথের সামনে মাথা ঝোঁকালেন। 'ন্যায়-আদর্শের জন্য নিজের লোকদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে বিশেষ ধরনের মহত্ত্ব চাই। আর আমি যতটুকু জানি আপনি ব্রঙ্গের সুবিচারের জন্যেই লড়ছেন। সম্রাটপুত্র ভগীরথ, এই কাজ আমার মনে থাকবে।'

আলোচনাটা যেদিকে গড়াচ্ছিল তাতে ভগীরথ খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি হাসলেন। শিব তাঁর উপরে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা তিনি করেছেন ও এমনভাবে করেছেন যাতে রীতিমতো ধনবান ব্রঙ্গরাজের ব্যক্তিগত সখ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয়। তিনি যখন অযোধ্যার সিংহাসনের জন্য লড়বেন তখন এই সখ্যতা তাঁর কাজে আসবে। চন্দ্রকেতুর আবেগপ্রবণ প্রকৃতির কথা ভগীরথের কানে এসেছিল। তিনি ভাবলেন এই সখ্যতাকে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি ছুরি বের করে তালু চিরে রাজার দিকে এগিয়ে ধরলেন 'ভাই, আমার রক্ত আপনার ধমনীতে বইতে থাকুক।'

চন্দ্রকেতুরও চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। তিনিও তৎক্ষণাৎ নিজের ছুরি একটানে বার করে নিজের তালু চিরলেন ও ভগীরথের রক্তাক্ত হাতে হাত মেলালেন। 'আর আমার রক্তও তোমার মধ্যে বয়ে চলুক।'

— ⚹ —
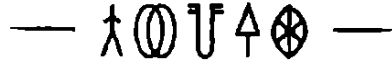
বাসুদেব নাগ বাহিনীর প্রধান রণতরীর চাতালের উপরে বৃহস্পতি, নন্দী ও পরশুরাম বসেছিলেন। তাঁরা পেছনের নৌকায় গণেশ ও কার্তিকের তলোয়ার চালনার অনুশীলন দেখছিলেন। তারও খানিকটা পেছনে একটা উঁচু চাতালের উপরে বসে ছিলেন শিব ও সতী।

বৃহস্পতির আবেগের সাথে তিক্ততা মিশে ছিল। 'আমার পক্ষে একজন নেতা পাওয়া গেলেও আমি একজন বন্ধু হারালাম।'

নন্দী বৃহস্পতির দিকে ঘুরলেন, 'মোটেই না বৃহস্পতিজী, প্রভু নীলকণ্ঠ এখনও আপনাকে ভালোবাসেন।'

বৃহস্পতি ভুরু তুলে তাকালেন আর তারপরই হেসে ফেললেন। 'নন্দী, মিথ্যা কথা বলা আপনাকে মানায় না।'

নন্দী মৃদু হাসলেন। আপনার যদি কিছুটা ভালো বোধ হয় তো একটা কথা বলি। শিবের যখন বিশ্বাস ছিল যে আপনি মারা গেছেন তখন উনি সত্যিই আপনার কথা বড় ভাবতেন। সমসময়েই আপনি ওর মন জুড়ে থাকতেন।'

'আমিও তার চাইতে কম কিছু আশা করতাম না। কিন্তু আমি যা করেছি তা কেন করেছি সেটা উনি বোঝেন বলে আমার মনে হয় না,' বৃহস্পতি জানালেন।

'সত্যি বলতে কি, আমিও যে বুঝি তা নয়,' বললেন নন্দী। 'আপনার নকল মৃত্যুর ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি হয়তো সত্যিটা শিবকে জানাতেই পারতেন।'

'না, পারতাম না,' বৃহস্পতি বলে উঠলেন। 'শিব আমার প্রধান শত্রু সম্রাট দক্ষের জামাই। আমি বেঁচে আছি জানতে পারলেই দক্ষ একের পর এক গুপ্তঘাতক পাঠাতে শুরু করতেন। পরীক্ষাগুলো করার জন্য আমার বেঁচে থাকার দরকার ছিল। ততদিন আর আমার বাঁচাটাই হতো না। আর আমার এটা জানারও কোনো

পথ ছিল না যে শিবের আমার প্রতি এতটা বিশ্বাস কি ছিল যাতে করে উনি দক্ষের কাছে কিছুই প্রকাশ না করেন।'

পরশুরাম বৃহস্পতিকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। 'উনি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাকে বিশ্বাস করুন।'

'হয়তো উনি আমাকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু আমি মনে করি না যে উনি আমাকে এখনও বুঝে উঠতে পেরেছেন,' বললেন বৃহস্পতি। 'আশা করি এমন কোনো দিন আসবে যেদিন আমি আমার বন্ধুকে ফিরে পাবো।'

'সেটাই হবে,' বললেন পরশুরাম। 'সোমরস ধ্বংস হলেই আমরা সবাই প্রভুর সাথে কৈলাস পর্বতে চলে যাবো আর বাকীটা কাল সুখে কাটাবো।'

নন্দী হেসে ফেললেন। 'কৈলাস পর্বত অতটাও আরামদায়ক নয় যতটা আপনি ভাবছেন পরশুরাম। আমি তো ছিলাম, তাই জানি। ওটা কোনো সুখকর স্বর্গ নয়।'

'যদি প্রভু শিবের পদতলে বসার সুযোগ পাই তো যেকোনো স্থানই আমাদের কাছে স্বর্গ হয়ে উঠবে।'

'চোখে কাজল লাগিয়েছো?' শিব অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

একটা উঁচু চাতালের উপর হেলান দেওয়া সুখাসনে বসে স্নেহমাখানো দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়েছিলেন শিব। তারা পরস্পরের দিকে তলোয়ার বাগিয়ে প্রস্তুত। সতীও তাঁর শিবের গায়ে হেলান দিয়ে বসে মুহূর্তটা উপভোগ করছিলেন।

সতীকে প্রসাধন দ্রব্য লাগাতে খুব একটা দেখেন নি শিব। শিবের মতে সতীর সৌন্দর্য এতটাই স্বর্গীয় যে তাতে আর কিছু চাপানোর প্রয়োজন পড়ে না।

সতী লাজুকভাবে শিবের দিকে তাকালেন। তাঁর দীপ্ত সূর্যবংশী ব্যক্তিত্ব সূক্ষ্মভাবে চন্দ্রবংশী মহিলাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে—বিশেষত আনন্দময়ীর দ্বারা। সতী সৌন্দর্য্যের আনন্দ আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন—সেই সৌন্দর্য্য যা তাঁর প্রেমিকের প্রশংসাচ্ছ্বল চোখের ভাষায় ফুটে ওঠে।

'হ্যাঁ। আমি তো ভাবলাম যে তোমার চোখেই পড়েনি।'

সতীর টানা টানা চোখে লাগানো কাজল আর লাজুক হাসিতে ভাঁজ পড়া টোল যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শিব প্রতিবারের মত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

'বাঃ . . বেশ দেখাচ্ছে তো '

সতী মৃদু হেসে শিবের মুখের কাছে সরে এসে হালকা চুম্বন করলেন।

গণেশ ও কার্তিক সামনের চাতালে ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা কাঠের তলোয়ারের পরিবর্তে আসল অস্ত্র নিয়ে লড়ছিলেন। এটাই তাঁদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভয়ানক আঘাতের সম্ভাবনার ফলে তাঁদের মন আরও একাগ্র হয়ে উঠবে আর তাঁদের অনুশীলনটাও উন্নত স্তরে পৌঁছে যাবে। শুধুমাত্র মারণ-আঘাতের আগেই তাঁরা থমকে যেতেন ও অন্যকে দেখাতেন কিভাবে একটা ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেল।

তাঁর ছোটোখাটো চেহারাকে কাজে লাগিয়ে কার্তিক গণেশের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁর গতিতে বাধা দিচ্ছিলেন আর তাঁর লম্বা প্রতিপক্ষকে সহজে স্বাধীনভাবে আঘাত হানতে দিচ্ছিলেন না। গণেশ পেছনে পিছিয়ে গিয়ে এমনভাবে সজোরে ঢাল নামালেন যাতে করে মনে হয় সেটা আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু ঢালটা কার্তিকের কাঁধের ইঞ্চিখানেক দূরে হঠাৎ থামিয়ে দিলেন।

'কার্তিক, আমার ঢালে ছোরা আছে', বলে গণেশ একটা হাতলে চাপ দিয়ে ছোরাটাকে উন্মুক্ত করলেন। 'এই মারটা আমার খাতে যাবে। আমি তোমাকে এটা আগেও বলেছিলাম যে দুটো তলোয়ার নিয়ে লড়াই করাটা বেশি আগ্রাসী হয়ে যায়। তোমার একটা ঢাল ব্যবহার করা উচিত। তুমি শেষপর্যন্ত আমাকে একটা আঘাতের সুযোগ দিয়ে ফেললে।'

'না, দাদা। এই মারটা আমার। নীচে তাকাও।'

নীচে তাকাতেই গণেশ বুকে একটা হালকা ধাতব কিছুর ছোঁয়া অনুভব করলেন। কার্তিক তাঁর বাঁ হাতের তলোয়ারটা উল্টোভাবে ধরে আছেন। সেটার বাঁটের তলা থেকে আরেকটা ছোটো ফলা বেরিয়ে এসেছে। তিনি তলোয়ারটাকে ঘুরিয়ে

ছোরা বার করে কাছাকাছি এনে ফেলেছেন। গণেশের ডানপাশের একদম কাছাকাছি। শিবের বড়ো ছেলে ভেবেছিলেন যে কার্তিক বোধহয় তাঁর বাঁ তলোয়ার লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

গণেশ বড় বড় চোখে তাকিয়েছিলেন। তিনি ভাইয়ের কৌশলে রীতিমতো প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। 'ভূমিদেবীর দিব্যি! কি করে এটা করলে?'

শিব ও কার্তিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি উপরের চাতাল থেকে এই কায়দার পুরোটাই দেখেছিলেন। তিনি সতীর থেকে সরে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শাবাস্, কার্তিক।' তার উপরে নিবদ্ধ রাগী চোখ টের পেয়ে শিব তৎক্ষণাৎ সতীর দিকে ফিরলেন। তিনি দম আটকে কটমট করে শিবের দিকে চেয়েছিলেন। তখনও তাঁর ঠোঁট ফাঁক করা।

'আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত,' বলে শিব আবার সতীকে জড়িয়ে চুম্বন করতে গেলেন।

সতী নকল রাগে শিবের মুখ ঠেলে সরিয়ে দিলেন। 'ওই মুহূর্তটা চলে গিয়েছে।'

'আমি খুবই দুঃখিত। আসলে কার্তিক যা করল সেটা এমনই . '

'নিশ্চয়ই,' ফিসফিস করে বললেন সতী। তারপর মাথা নেড়ে হেসে ফেললেন।

'আর এরকমটি হবে না '

'না হলেই ভালো . '

'আমি দুঃখিত '

সতী মাথা নেড়ে শিবের বুকে মাথা রাখলেন। শিব তাঁকে আরও কাছে টেনে নিলেন। 'কাজল আমিও ভালোবাসি। আমার মনে হয়নি যে তোমাকে আরও সুন্দরীভাবে দেখা সম্ভব।'

সতী শিবের দিকে মুখ তুলে চোখ পাকালেন। বুকে হালকা চাপড় মেরে বললেন, 'এত পরে এইটুকু!'

অধ্যায় ১২

অশান্ত জলপথ

'কেমন হল?' আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

পদ্মানদী বেয়ে এসে পর্বতেশ্বরের রণতরীতে এসে উঠেছেন ভগীরথ। ব্রঙ্গনদী পদ্মার থেকে যেখানে আলাদা হয়েছে জলযানটি সেখানে নোঙর করা ছিল। রণতরীর পরিচালক নোঙর উঠিয়ে রণতরীর জলযাত্রার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

পর্বতেশ্বর, আনন্দময়ী আর আয়ুর্বতী ভগীরথের জন্য রণতরীর পিছনের অংশে অপেক্ষায় ছিলেন। ব্রঙ্গদেশের সংবাদ জানার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন তাঁরা।

আনন্দময়ীর দিকে ঘুরবার আগে ভগীরথ পর্বতেশ্বর ও আয়ুর্বতীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন।

'তোমার কি মনে হয়?'

'ওনাকে সব কথা বলেছিলিস?' আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

'প্রভু নীলকণ্ঠ যা যা বলতে বলেছিলেন সব।'

পর্বতেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেখান থেকে চলে গেলেন।

আনন্দময়ী একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার ঘুরলেন। 'ভগীরথ, ব্রঙ্গ কি বললো?'

'রাজা চন্দ্রকেতু সাংঘাতিক রেগে গেছেন। কারণ মেলুহীরা অতিরিক্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করছে বলে ওনার দেশবাসীরা মারক মহামারীতে ভুগে চলেছে।

কিন্তু আশা করি আপনি ওনাকে বলেছেন যে বেশিরভাগ মেলুহীরাই এটা

জানে না, আয়ুর্বতী বললেন। 'আমরা যদি জানতাম যে সোমরস ব্রঙ্গদেশে এইরকম অশুভ কাজ করছে, আমরা কখনই এটা ব্যবহার করতাম না।'

ভগীরথ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আয়ুর্বতীর দিকে তাকালেন আর তীব্র ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আমি অবশ্যই ওনাকে বলেছি যে বেশিরভাগ মেলুহীরাই জানে না যে তাদের সোমরসের আসক্তির ফলে এই বিধ্বস্ত অবস্থা। অদ্ভুতভাবে, রাজা চন্দ্রকেতুর রাগ তাতে কমলো বলে মনে হয়নি।'

আয়ুর্বতী চুপ করে রইলেন।

আনন্দময়ী ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'তুই কি বিচার-বিবেচনা একটু বন্ধ করবি আর বলবি ব্রঙ্গতে কি ঘটছে?'

'তাঁর দেশবাসীর জন্য এখন যে ওষুধ প্রয়োজন সেটা তৈরি করার জন্য রাজা খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে ব্যবস্থা করবেন,' ভগীরথ বললেন। 'কিন্তু একই সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি যুদ্ধর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। তিন মাসের মধ্যেই তিনি প্রস্তুত হয়ে প্রভু নীলকণ্ঠের আদেশের অপেক্ষায় থাকবেন।'

আয়ুর্বতীর চোখ জলে ভরে উঠল আর দূরে দাঁড়ানো পর্বতেশ্বরের দিকে তিনি ঐকান্তিকভাবে তাকিয়ে থাকলেন। পর্বতেশ্বরের মহৎ হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন। তিনি নিজেও যে একই রকম বেদনায় ভারাক্রান্ত।

— ⅄ⓄƱ⍋⊗ —
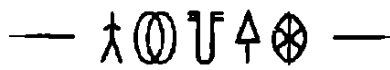
'হে প্রভু,' অযোধ্যার প্রধানমন্ত্রী স্যমন্তক সম্রাট দিলীপের ঘরে ঢুকে বললেন 'আমি এইমাত্র সংবাদ পেয়েছি যে মহর্ষি ভৃগু এখানেই আসছেন'।

'মহর্ষি ভৃগু?' আশ্চর্য হয়ে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন। 'এখানে?'

'সংবাদ বহনকারী তরী এইমাত্র এল মাননীয় সম্রাট,' স্যমন্তক বললেন। আগামী কালের মধ্যে মহর্ষি ভৃগু এসে পড়বেন।'

'কেন আমাকে আগে সংবাদটা দেওয়া হয়নি?'

'আমিও জানতাম না মাননীয় সম্রাট।'

'মেলুহার এটা করা উচিত হয়নি। মহর্ষিকে এখানে পাঠানোর আগেই তাদের উচিত ছিল আমাদের সংবাদ দেওয়া।'

'মেলুহার সম্পর্কে আর কি কথা বলবো সম্রাট? এই রকমই তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার ওদের।'

দিলীপ মুখে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'রণতরী নির্মাণশালা থেকে কোন সংবাদ আছে? আমাদের তরীগুলো কি তৈরি হওয়ার শেষের দিকে?'

স্যমন্তক উদ্বেগে ঢোঁক গিলতে গিলতে বললো, 'না মহামান্য সম্রাট। পথের ওপর বসবাসকারীদের ব্যাপারে আপনি গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন আর '

'তোমায় কি করতে বলেছিলাম তা জানি! আমার প্রশ্নের ছোট করে উত্তর দাও—হ্যাঁ বা না!'

'আমি দুঃখিত মাননীয় সম্রাট। না, রণতরীগুলো সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার মতো অবস্থার ধারেকাছে নেই।'

'কবে কাজ শেষ হবে?'

'যদি অন্য সব কাজ বন্ধ করে ওগুলো করা যায় তবে আমার ধারণা ছয় থেকে নয়-মাসের মধ্যে আমরা তৈরি করে দিতে পারবো।'

দিলীপকে দেখে মনে হলো এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। 'সেটা খুব একটা খারাপ নয়। আগামী ন-মাসের ভেতরে খুব একটা কিছু হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, মাননীয় সম্রাট।'

— ⋏⦾Ʊ⍏⊛ —
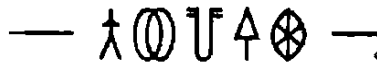
সম্রাট দিলীপ মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে অযোধ্যার রণতরী নির্মাণশালাতে ছিলেন। মেলুহী বিভাগীয় সেনাপতি প্রসেনজিৎ দাঁড়িয়েছিলেন একটু দূরে। মাটিতে পা দেওয়ার পরে তাঁর জন্য করা অভ্যর্থনার আয়োজনকে সরিয়ে রেখে মহর্ষি ভৃগু সরাসরি রণতরী নির্মাণশালায় চলে গিয়েছিলেন। হতচকিত দিলীপ বাধ্য হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন—সেই সঙ্গে তাঁর সভাসদ ও অন্যান্য সকলে। দিলীপ ইশারা করলেন যাতে স্যমন্তক ও সভাসদরা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। তিনি জানতেন যে ভৃগু রেগে আছেন আর বকাবকি করবেন।

'মাননীয় সম্রাট,' নিজের রাগকে কষ্ট করে চেপে রেখে ধীরে ধীরে ভৃগু বললেন, 'আপনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আপনার রণতরীগুলো তৈরি হয়ে থাকবে।'

'আমি জানি প্রভু,' দিলীপ খুব নম্রভাবে বললেন। 'কিন্তু সত্যি করে বললে কয়েক মাস দেরী আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। পঞ্চবটীতে আক্রমণ করার পর যে অনেক মাস কেটে গেছে। নীলকণ্ঠের একেবারেই কোন সংবাদ নেই। আমি নিশ্চিত যে আমরা সফল হয়েছি। আমাদের সত্যি করে ঘাবড়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আসলে ভেবেছিলাম যে যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে কমে গেছে।'

ভৃগু দিলীপের দিকে ঘুরে বললেন, 'মাননীয় সম্রাট, আমি কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি যে ভাবনা চিন্তাগুলো আমার জন্য রেখে দিন?'

দিলীপ সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন।

'আপনারই কি পরামর্শ ছিল না যে বড় বড় বাণিজ্যতরীগুলোকে জোর করে যুদ্ধের মতো তৈরি করে নেওয়া?'

'হ্যাঁ তা ছিল হে প্রভু,' দিলীপ বললেন।

'আমি গঙ্গার ওপর নৌযুদ্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমাদের কেবল পরিবহন তরী প্রয়োজন, যার জন্য আপনার বাণিজ্যতরীগুলোই যথেষ্ট।'

'হ্যাঁ, তা বলেছিলেন বৈকী, প্রভু।'

'তা সত্ত্বেও আপনি জোর করেছিলেন যে সম্ভবত নদীতে যুদ্ধ হতে পারে— তাই রণতরী থাকাটা ভালো।'

'হ্যাঁ প্রভু।'

'আর আমি রাজি হয়েছিলাম কেবল একটাই শর্তে যে ছমাসের মধ্যে রণতরীগুলো তৈরি হয়ে যাওয়া চাই। ঠিক তো?'

'হ্যাঁ প্রভু।'

'এখন সাতমাস কেটে গেছে। আপনি বাণিজ্যতরীগুলোকে খুলে ফেলেছেন

কিন্তু এখনো তাদের জোড়া লাগাননি। তাই এখন সাতমাস পরে আমাদের না কেবল কোন রণতরী রয়েছে আর না রয়েছে কোন বাণিজ্য পরিবহন তরী'।

'আমি জানি এটা খুবই বাজে ব্যাপার হয়ে গেছে, হে প্রভু।' ভুরুতে হাত বোলাতে দিলীপ বললেন। 'কিন্তু এখানে পথে বসবাসকারীরা অনশন ধর্মঘট করেছে।'

বিস্মিত ভৃগু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হাত তুলে থামিয়ে বললেন, 'এর সঙ্গে তরীর কি সম্পর্ক?'

'হে প্রভু,' শান্তভাবে দিলীপ ব্যাখ্যা করলেন 'হিতকর পরিকল্পনাতে আমি আদেশ দিয়েছিলাম যে কোন অযোধ্যাবাসীই আশ্রয়শূন্য হয়ে থাকবে না। অবশ্য এই কঠিন কাজটা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাজকীয় অভ্যন্তরীণ উপদেষ্টা পরিষদের হাতে, যে একই সঙ্গে আবাসন ও রাজকীয় রণতরী নির্মাণশালা দেখাশোনা করে। এই বিশাল পরিকল্পনা সম্পাদনার ব্যাপারে উপদেষ্টা পরিষদ তিন বছর ধরে গুরুত্বের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে চলেছে। শেষ আলোচনা সভায় যদিও তাদের সরাসরি ভাবে নির্দেশ দিয়েছি যে তরী তৈরির বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। এর ফলে বিনামূল্যে গৃহদান প্রকল্প উপেক্ষিত হওয়ায় পথবাসীদের রাগ বেড়ে গিয়ে গণ-আন্দোলনের আকার নেয়। ওই আবাসন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদকে আমি আবার করে নির্দেশ পাঠাই। একথা বলতে পেরে আনন্দিত হচ্ছি যে আবাসন প্রকল্পের প্রতিবেদনের সপ্তম সংস্করণে, যেখানে সকল নগরবাসীর মতের উপরেই ভেবেচিন্তে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা খুব শীঘ্রই প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেটা একবার গৃহীত হলেই উপদেষ্টা পরিষদ রণতরী তৈরির বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে মনোযোগ দিতে পারবে।'

ভৃগু চোখ বড় বড় করে হতভম্ব হয়ে দিলীপের দিকে চেয়েছিলেন।

'হে প্রভু, তাহলেই দেখুন,' দিলীপ বলে চললেন, 'আমি জানি যে এটা ভালো দেখাচ্ছে না। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই বিষয়টা ঠিক হয়ে যাবে। বাস্তবে আমার আশা যে উপদেষ্টা পরিষদ তরী নির্মাণের বিষয় নিয়ে সাত দিনের মধ্যেই আলোচনা শুরু করে দেবে।'

ভৃগু শান্ত হয়ে কথা বললেন, যদিও ভেতরে ভেতরে রাগে ফুটছিলেন। 'মাননীয়

সম্রাট, ভারতের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন আর আপনার উপদেষ্টা পরিষদ আলোচনা, তর্কবিতর্ক এইসব করছে?'

'কিন্তু প্রভু, আলোচনাতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মতামতের আদান-প্রদান করা যায়। তা নইলে আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারি যার . '

'প্রভু রামের দিব্যি, আপনি হলেন সম্রাট! ভাগ্য আপনাকে এই আসনে বসিয়েছে যাতে আপনার প্রজাদের জন্য আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন!'

দিলীপ চুপ করে রইলেন।

ভৃগু তাঁর নিজের রাগ সামলানোর চেষ্টায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর নিচু ভারী গলায় বললেন, 'মাননীয় সম্রাট, আপনার সাম্রাজ্যের ব্যাপারে যা করছেন সেটা আপনার সমস্যা। কিন্তু আমি চাই যে তরীগুলো জোড়া দেওয়ার কাজ যেন আজই শুরু হয়। বুঝতে পারছেন?'

'যথা আজ্ঞা, মহর্ষিজী।'

'কত তাড়াতাড়ি তরীগুলো ঠিকঠাক ভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে?'

'যদি আমার লোকেরা প্রতিদিন কাজ করে তাহলে ছ মাস লাগবে।'

'ওই অপদার্থগুলোকে দিনরাত কাজ করতে বলুন আর তিন মাসের মধ্যে ওগুলোকে প্রস্তুত করে ফেলুন। পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে?'

'হ্যাঁ, প্রভু।'

'এছাড়াও, দয়া করে আপনার মানচিত্রকরদের বলুন অযোধ্যা থেকে গঙ্গার উজান পর্যন্ত অরণ্য পথের মানচিত্র তৈরি করার জন্য।'

'হুম্‌ম্‌, কিন্তু কেন তারা '

খুব বিরক্ত হয়ে শ্বাস ফেলে ভৃগু বললেন, 'মাননীয় সম্রাট আমি আশা করবো মেলুহা আসল যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠবে। আপনার অযোধ্যার পক্ষে বিপদে না পড়াই ভালো। যদি প্রয়োজন পড়ে তবে তাড়াতাড়ি মেলুহাতে আপনার সৈন্য নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐ রণতরীগুলো লাগতো। যেহেতু এখন ওগুলো প্রস্তুত নেই তাই কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হলে আমাদের একটা বিকল্প পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে। আপনার সৈন্যবাহিনীকে আমার প্রয়োজন। উত্তর-পশ্চিম দিক ধরে জঙ্গল

কেটে আপনার সৈন্যবাহিনীকে ধর্মক্ষেতের কাছে গঙ্গার উজানের দিকে পৌঁছোতে হবে। তারপর আপনি মেলুহীদের তৈরি করা নতুন পথ ব্যবহার করে দেবগিরি পৌঁছতে পারবেন। যেহেতু আপনাকে জঙ্গল কেটে এগোতে হবে তার ফলে স্পষ্টতই যাত্রা খুবই ধীরে হবে। কয়েক মাস লাগতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী মেলুহাতে একেবারে না পৌঁছনোর থেকে এটা ভালো। জঙ্গলে আপনার সৈন্যরা যাতে হারিয়ে না যায়। সেই কারণে পরিষ্কার মানচিত্র থাকা ভালো। আমি নিশ্চিত যে আপনার সেনাপতিরা মেলুহাতে সময় মতো পৌঁছে আপনার জোটসঙ্গীকে সাহায্য করতে চাইবে।'

দিলীপ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'এছাড়াও যদি অযোধ্যার ওপর সরাসরি আক্রমণ হয়, তাহলে আমি আশ্চর্য হবো।'

'অবশ্যই। কেউ অযোধ্যাকে সরাসরি আক্রমণ করবে কেন?' দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমরা তো কারুর ক্ষতি করিনি।'

সত্যি কথা বলতে কি, অযোধ্যার ওপর সরাসরি আক্রমণ হবে সে ব্যাপারে ভৃগু নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি তাতে আমল দেননি। তাঁর একমাত্র বিষয় ছিল সোমরস। সোমরসের সুরক্ষার জন্য মেলুহাকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন ছিল। দেবগিরিতে সরাসরি সৈন্য পাঠানোর আদেশ দেওয়ার ব্যাপারটা যদি দিলীপের মনে ঢোকানোর জন্য যদি তর্ক করতে হত তবে ভৃগু সেটা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

'জঙ্গলের মধ্যে পথের জন্য মানচিত্রকরদের মানচিত্র তৈরি করতে আদেশ দিচ্ছি, হে প্রভু,' দিলীপ বললেন।

'ধন্যবাদ, মাননীয় সম্রাট।' মৃদু হেসে ভৃগু বললেন, 'হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার। লক্ষ্য করলাম আপনার চামড়া কোঁচকানো ভাব মিলিয়ে যাচ্ছে। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোনো কমেছে কি?'

'বন্ধ হয়ে গেছে প্রভু। অদ্ভুত আপনার ওষুধ।'

'রুগী সাড়া দেওয়ার ওপর ওষুধের ভালোমন্দ নির্ভরশীল। কৃতিত্বটা সবটাই আপনার, মাননীয় সম্রাট।'

'এ আপনার অত্যন্ত দয়া। আমার শরীরের যে পরিবর্তন আপনি করলেন তা ভোজবাজি কিন্তু প্রভু, আমার হাঁটু সবসময় ভোগাচ্ছে যখনই আমি . . .।'

'চিন্তা করবেন না। ওটাও দেখবো।'

'ধন্যবাদ।'

পেছনে একবার তাকিয়ে ভৃগু বললেন, 'এছাড়াও মেলুহার বিভাগীয় সেনাপতি প্রসেনজিৎকে এখানে নিয়ে এসেছি, সে আপনার সৈন্যদের নতুন রকমের যুদ্ধ কৌশল শেখাবে।'

'হুমম্, কিন্তু . . .'

'সৈন্যরা যাতে ওর কথা ঠিকঠাক শোনে সে ব্যাপারটা দেখবেন, মাননীয় সম্রাট।'

'হ্যাঁ, প্রভু।'

পর্বতেশ্বর ও তাঁর দলবলকে নিয়ে আসা দুটো রণতরী এই মাত্র বৈশালী রাজ্যের বন্দরে এসে ভিড়েছিল। ব্রঙ্গের ঠিক পাশের প্রতিবেশী রাজ্য এটা। শিব পর্বতেশ্বরকে বলেছিলেন বৈশালীর রাজা মাতলির সঙ্গে কথা বলতে—নীলকণ্ঠকে সমর্থন করার ব্যাপারে। কিন্তু মহাদেবের বিরোধিতা ও মেলুহাকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত মনে মনে নিয়ে ফেলার ফলে পর্বতেশ্বরের রাজার সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাবটাকে অনৈতিক বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি আনন্দময়ীকে অনুরোধ করেছিলেন এই কাজটা করার জন্য।

ভগীরথ, আনন্দময়ী ও আয়ুর্বতী রণতরীর পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে বন্দরের মাটিতে নামার পাটাতন নামানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পর্বতেশ্বর ইচ্ছে করেই থেকে গিয়েছিলেন। উত্তঙ্কর সঙ্গে আমি কৌশল অভ্যাস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনের রণতরীতে গিয়েছিলেন তিনি। অপেক্ষারত যাত্রীরা বিষ্ণু অবতার মৎস্যদেবের অসাধারণ কারুকার্য্যমন্ডিত মন্দিরের দিকে চেয়েছিলেন যা নদী বন্দরের খুব কাছেই অবস্থিত। তাঁরা ঝুঁকে প্রথম বিষ্ণু অবতারকে প্রণাম জানালেন।

'আমায় এবার যেতে দিতে হবে,' আনন্দময়ীর দিকে ফিরে ভগীরথ বললেন।

'তুই কি এক্ষুণি অযোধ্যায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছিস?' আনন্দময়ী জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, আর দেরী করা কেন? আমার ইচ্ছে, দ্বিতীয় রণতরীটা নিয়ে সরযূ বেয়ে অযোধ্যায় চলে যাই। বৈশালীর রাজা সমর্থন দিয়ে ফেলেছেন ধরে নেওয়া যায়। নীলকণ্ঠের অন্ধভক্ত তিনি। তোমার সাক্ষাত করাটা কেবলমাত্র সৌজন্য দেখানোর ব্যাপার। প্রভু নীলকণ্ঠ অন্য যে কাজ আমায় দিয়েছেন আমিও তাতে মন দিতে পারি।'

'ঠিক আছে,' আনন্দময়ী বললেন।

'প্রভু রামের আশীর্বাদ সাথে নিয়ে যান ভগীরথ।' আয়ুর্বতী বললেন।

'আপনিও,' ভগীরথ বললেন।

— ⅄⓪Ʊ⇡⊗ —

কাশীর আশীঘাটে যেখানে শিবের নৌবহরের একেবারে সামনের রণতরীগুলো এসে লাগলো, অন্য রণতরীগুলো সেখানে কাছের ব্রঙ্গঘাটে এসে ভিড়লো। পারিষদদের অনেককে নিয়ে অতিথিগ্ব মহা আড়ম্বর সহকারে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রণতরী থেকে শিব ঘাটে আসার জন্য যেই কাঠের পাঠাতনে পা রাখলেন তখনই বাদকরা সুন্দর ছন্দে কাড়া নাকাড়া বাজাতে শুরু করলো। তারই সঙ্গে হতে লাগলো শঙ্খধ্বনি। বরণ করার অনুষ্ঠান এবং নগরবাসীর জয়ধ্বনির মাধ্যমে পুরো স্থানটায় এক আনন্দের বাতাবরণ তৈরি হল। তাদের দেবতা ফিরে এসেছেন।

আশীঘাটে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা অতিথিগ্ব শিবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

'আয়ুস্মান ভবঃ মহামান্য রাজা,' বলে শিব আশীর্বাদ করলেন।

অতিথিগ্বের মুখে হাসি—হাতজোড় করা নমস্কারের ভঙ্গিতে।

'আপনার সাহচর্য্য ছাড়া শুধুমাত্র দীর্ঘজীবনের কোন মানেই হয় না।'

এই ধরনের শ্রদ্ধায় চিরদিনই অনভ্যস্থ শিব চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে নিলেন। 'এখানে সব কিছু কেমন চলছে মহামান্য?'

'খুবই ভালো। ব্যবসাও ভালো মতো চলছে। কিন্তু গুজব শোনা যাচ্ছে যে শীঘ্রই নীলকণ্ঠ এখানে বিরাট একটা কিছু ঘোষণা করবেন। এটা কি সত্যি প্রভু?'

'প্রাসাদে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, মহামান্য।'

'নিশ্চয়ই।' অতিথিগ্ব বললেন, 'আপনাকে এটাও বলা উচিত যে দ্রুতগামী নৌকোর মাধ্যমে সংবাদ পেয়েছি রাণী কালী কাশীতে আসছেন। তিনি আর কয়েক দিনের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবেন।'

বিস্ময়ে ভুরু উঁচিয়ে শিব নদীর উজানের দিকে তাকালেন যে দিক দিয়ে কালীর জলযান এসে পৌঁছবে।

'তা, এখানে ওর আসাটা ভালোই হবে। আমাদের অনেক পরিকল্পনা করার আছে।'

অধ্যায় ১৩

গুণদের নিষ্ক্রমন

উৎফুল্ল শিব বীরভদ্রকে জড়িয়ে ধরলেন আর সতীও জড়িয়ে ধরলেন কৃত্তিকাকে। তাঁরা সবেমাত্র কাশী প্রাসাদে শিবের ব্যক্তিগত কক্ষে ঢুকেছেন।

বীরভদ্র ও কৃত্তিকা মেলুহার মধ্য দিয়ে যে যাত্রা করেছিলেন তাতে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। যে গ্রামে গুণদের রাখা হয়েছিল সেখানে বীরভদ্র ও কৃত্তিকাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল তাতে তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো সৈন্য বা সতর্কতা কিছু নেই। সবটাই স্বাভাবিক। এটা পরিষ্কার যে নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানোর উপায় হিসাবে গুণদের ব্যবহার করা হয়নি। নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে চলা মেলুহীরা সত্যিই পদ্ধতি যা চেয়েছিল তা অর্জন করতে পেরেছিল—আইন অনুযায়ী প্রত্যেকের বিচার আর কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য কোনো সুযোগ সুবিধা না থাকা।

'কোনো অসুবিধা হয়নি তো?' শিব জানতে চাইলেন।

'কিছু না,' বীরভদ্র বললেন। 'আমাদের উপজাতীর লোকেরা অন্যদের মতোই বাস করছিলো—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকা যায় আর কি। আমরা দ্রুত তাদের শকটে তুলে ফেলে ভেগে পড়লাম। কয়েক মাসের মধ্যেই কাশীতে এসে পড়লাম।

'এর মানে ওরা গোদাবরীতে আমার ছাড় পাওয়ার ব্যাপারটা এখনও জানে না,' শিব বললেন। 'জানলে ওরা গুণদের বন্দী করে ফেলতো।'

'যুক্তিতে তো তাই বলে।'

'কিন্তু তার মানে এটাও হয় যে মেলুহীরা যদি গুণ গ্রাম দেখতে গিয়ে তাদের

দেখতে না পায় তো তারা ধরে নেবে যে আমি বেঁচে আছি ও লড়াইয়ের পরিকল্পনা করছি।'

'এটাও যুক্তিসংগত। কিন্তু ওটার ব্যাপারে তো আর আমাদের কিছু করার নেই। আছে কি?'

'নাঃ। তা নেই,' শিব সায় দিলেন।

— ⅄ⓄU↑⊗ —

'দিদি,' কালী হাসিমুখে সতীকে জড়িয়ে ধরলেন।

'কেমন চলছে কালী?' সতী জানতে চাইলেন।

'আমি হাঁফিয়ে গেছি। তোমার নাগাল পেতে আমার রণতরীকে চম্বল আর গঙ্গা ধরে পড়ি কি মড়ি করে আসতে হয়েছে।

'বহুদিন পরে তোমার সাথে দেখা হল, কালী' শিব বললেন।

'আমারও তাই। উজ্জয়িনী কেমন লাগলো?' কালী জানতে চাইলেন।

'প্রভু রামের উপযুক্ত নগর,' শিব জানালেন।

'এটা কি সত্যি যে কিছু বাসুদেব তোমার সঙ্গে এখান পর্যন্ত এসেছেন?'

'হ্যাঁ। বাসুদেব প্রধান প্রভু গোপাল সমেত।'

কালী ফিসফিস করে বললেন, 'এই তো সেদিনও আমি বাসুদেব প্রধানের নাম পর্যন্ত জানতাম না, আর আজ মনে হয় শীঘ্রই তাঁর সাথে দেখা হবে। লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে তাঁর বেরিয়ে আসার মতো জটিল অবস্থা নিশ্চয়ই হয়েছে।'

'পরিবর্তন সহজে হয় না,' শিব বললেন। 'আমি আশা করি না যে সোমরসের সমর্থকেরা অস্ত গেছে। আসলে, বাসুদেবরা বিশ্বাস করে যে যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, তা সে ঘোষণা হোক বা না হোক। প্রকৃত বিরোধিতা শীঘ্রই বেরিয়ে পড়বে। আমারও সেই মত।'

সেই জন্যেই কি আমার রণতরীকে আশী নদীতে টেনে আনা হল?' কালী জানতে চাইলেন।

'আমার তো চিন্তা হচ্ছিলো যে হয়ত বন্দর অব্দি পৌঁছাতে পারবে না। ওই নদীটা এতই ছোট যে নদী না বলে খাল বললেই হয়।'

'সেটা জলযানের সুরক্ষার জন্যে, কালী,' শিব বললেন। 'এটা অতিথিগ্বের পরিকল্পনা। কাশী বন্দর তার নগরের মতোই প্রাচীরের মাধ্যমে সুরক্ষিত নয়। প্রভু রুদ্রের আত্মা কাশীর সুরক্ষায় নিয়োজিত—আমাদের শত্রুদের ওই বিশ্বাসটাই তাদের কাশী আক্রমণে ইতস্তত বোধ করাবে। কিন্তু গঙ্গায় নোঙর ফেলা কোনো জলযানকে আক্রমণ করা তো জলের মতো সোজা।'

'সেই জন্যই সব রণতরীগুলোকে আশীঘাটে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। তুই তো জানিসই যে আশী গঙ্গায় গিয়ে মেশে। নদীর মুখের খাতটা বড় সরু। ফলে একসঙ্গে একটা রণতরী বেশি তার মধ্যে দিয়ে আসা সম্ভব নয়। ফলে আমাদের রণতরীগুলোকে সহজেই রক্ষা করা যাবে। আর তাছাড়া আশী নদী কাশী নগরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। অধিকাংশ চন্দ্রবংশীই ভেতরে ঢোকার সাহস করবে না। তাদের বিশ্বাস যে ভুল করেও যদি কাশীর ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয় তো প্রভু রুদ্র তাদের অভিশাপ দেবেন।' সতী বললেন।

কালী ভুরু কোঁচকালেন। 'শত্রুর নিজের কুসংস্কারকে তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা? বাঃ, এতো বেশ ভালোই!'

'কখনো কখনো ভালো কৌশল তলোয়ারের ডগার থেকে বেশি কাজ দেয়,' শিব হেসে বললেন।

'হুম। আমার তলোয়ারের পাল্লায় তো পড়েননি তাই এই কথা বলছেন!' হেসে ফেললেন কালী।

শিব ও সতী হো হো করে হেসে উঠলেন।

— ⸸ —
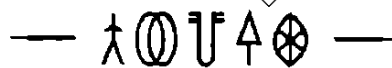
কাশীর সুবিশাল বিশ্বনাথ মন্দিরের মূল কক্ষে শিব ও তাঁর বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা ছিলেন। অতিথিগ্ব মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে নিয়ে গর্ভগৃহে প্রভু রুদ্র ও দেবী মোহিনীকে ভোগ দিতে ঢুকলেন। তারপর তিনি প্রসাদ নিয়ে ফিরলেন।

'প্রভু রুদ্র ও দেবী মোহিনী আমাদের কর্মোদ্যোগকে আশীর্বাদ করুন,' বলে অতিথিগ্ব শিবকে প্রসাদ দিলেন।

শিব দুহাত বাড়িয়ে প্রসাদ নিলেন ও পুরোটা গিলে নিয়ে মাথার উপর ডানহাত বোলালেন। এইভাবেই তিনি প্রভু ও দেবীকে তাঁদের আশীর্বাদের প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা জানালেন। ইতিমধ্যে, মন্দিরের পুরোহিত বাকীদের মধ্যেও প্রসাদ ভাগ করে দিয়েছিলেন। অতিথিগ্ব সামনের যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে বাকীদের সাথে বসলেন। কাশীর রক্ষীবাহিনী পুরোহিতকে বাইরে বের করে নিয়ে গেলেন ও ঢোকার পথ বন্ধ করে দেওয়া হল। আলোচনার সময় কারোর মন্দির চত্বরে প্রবেশের অনুমতি নেই।

'প্রভু, একমাত্র আত্মরক্ষা ছাড়া আমার প্রজাদের অন্য কোনোরকমের হিংসামূলক কাজে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ। কাজেই আমরা সক্রিয়ভাবে আপনার অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারবো না। কিন্তু আমার রাজ্যের সমস্ত ভাণ্ডার আপনার আদেশের অপেক্ষায় থাকবে,' অতিথিগ্ব জানালেন।

শিব হাসলেন। শান্তিপ্রিয় কাশীর সৈন্যেরা এমনিতেও খুব একটা ভালো সৈনিক হয়ে উঠতে পারতো না। তাদের যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার কোনোরকম ইচ্ছে শিবের ছিল না। 'আমি জানি রাজা অতিথিগ্ব। আমি আপনার লোকেদেরকে এমন কিছু করতে বলবো না যাতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকার ফলে অসম্মত হতে বাধ্য হয়। কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের যুদ্ধ সংক্রান্ত জিনিসপত্রই এখানে রাখবো, আপনাকে কাশী রক্ষায় সক্ষম হতে হবে—যদি কাশী আক্রান্ত হয় তো।'

'প্রভু, আমরা শেষ নিঃশ্বাসটুকু থাকা অব্দি কাশীকে রক্ষা করবো,' অতিথিগ্ব জানালেন।

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। চন্দ্রবংশীরা যে কাশী আক্রমণ করতে পারে তেমন তিনি আশা করছিলেন না। তিনি গোপালের দিকে ফিরলেন। 'পণ্ডিতজী, আমাদের অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। শুরুতেই বলি, কিভাবে মেলুহার যুদ্ধমঞ্চ থেকে অযোধ্যাকে সরিয়ে রাখা যায়? দ্বিতীয়ত, মেলুহাতে কোন পরিকল্পনায় আমাদের যুদ্ধ চালানো উচিত?'

'আমার মনে হয় গণেশজী ও কার্তিক যেটা ভেবেছেন সেটা চমৎকার,' গোপাল

বললেন। 'আশা করা যাক যে আমরা মগধকে দলে টানতে পারবো।'

'করার থেকে বলা সোজা,' কালী বলে উঠলেন। 'সুরপদ্মনকে তাঁর বাবা সুরপদ্মনের পাজি ও নির্বোধ বড় ভাই উগ্রসেনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাধ্য করবেন। আর আমি গণেশকে প্রকৃতপক্ষে শাস্তি পাওয়ার জন্য ওদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেব না।'

'তাহলে, কালী, তোমার কি মত?' সতী জানতে চাইলেন।

'তা, আমার মত হল যে আমরা হয় সরাসরি মগধের সাথে যুদ্ধে নামি অথবা ওদের বলি যে আমরা তদন্ত চালাবো ও নাগ অপরাধীকে ধরতে পারা মাত্র ওদের হাতে তুলে দেবো।'

সতী গণেশের হাত অবচেতনে ধরলেন।

কালী মৃদু হাসলেন। 'দিদি, আমি বলতে চাইছি যে আমরা সুরপদ্মনকে ভাবাবো যে আমরা ওকে ওঁর হাতে তুলে দেবো। এইভাবে আমরা কিছুটা সময় পাব ও অযোধ্যা আক্রমণ করবো।'

'দেবী, আপনি কি বলতে চাইছেন যে আমরা মাগধীদের মিথ্যা বলি?' গোপাল জানতে চাইলেন।

কালী ভুরু কুঁচকে গোপালের দিকে তাকালেন। 'মহান বাসুদেব, আমি শুধু বলতে চাইছি যে আমরা সত্যিটা মেপে বলি। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। অনেকেই আমাদের উপর নির্ভর করে আছেন। মহত্তর কল্যাণের জন্য যদি আমাদের আত্মায় পাপের ছোঁয়া লাগে তো লাগুক।'

'আমি মিথ্যা বলবো না। এটা অশুভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমরা শুভের পক্ষে। আমাদের লড়াইতে সেটা বোঝাতে হবে,' শিব বললেন।

গণেশ বলে উঠলেন, 'বাবা, আপনি জানেন যে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমি আপনার মতকে সমর্থন করবো। কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে আপনি যে মান বজায় রাখার কথা বলছেন অন্য পক্ষ তা মানবে? পঞ্চবটীতে আমাদের উপর ওদের আক্রমণ কি পুরোপুরি ছল-প্রতারণা ছিল না?'

'অপ্রস্তুত শত্রুকে আক্রমণ করাটা অন্যায় বলে আমি মনে করি না। তবে হ্যাঁ

ওদের দৈবী অস্ত্রের ব্যবহার করাটা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। আর তাছাড়াও, দুটো অন্যায় কাজে ন্যায় হয় না। এই যুদ্ধ জেতার জন্য আমি মিথ্যা বলবো না। আমরা সঠিক পথেই এই যুদ্ধ জিতবো।'

কার্তিক চুপ করে ছিলেন। তিনি গণেশের কথার যুক্তির সাথে একমত ছিলেন। আবার তিনি শিবের নৈতিক স্বচ্ছতার দ্বারা অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন।

গোপাল শিবের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। *'সত্যম বদ। অসত্যম মাবদ।'*

'কি?' শিব জানতে চাইলেন।

কালী কথা বললেন। 'এটা প্রাচীন সংস্কৃত। 'সত্য বল। কখনো মিথ্যা বলো না।'

সতী হাসলেন। 'আমারও তাই মত।'

'তা আমিও কিছু প্রাচীন সংস্কৃত জানি,' কালী বললেন। *'সত্যম ব্রুয়াৎ প্রিয়ম ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যম অপ্রিয়ম।'*

শিব হতাশায় হাত তুললেন। 'আচ্ছা আমরা কি প্রাচীন সংস্কৃতের এই প্রতিযোগিতাটা বন্ধ করতে পারি? তোমরা যে কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না।'

গোপাল শিবের বোঝার জন্যে অনুবাদ করে দিলেন। 'রাণী কালী যা বলছেন তার অর্থ—''সত্যিটা ভালো লাগার মতো করে বলো। কিন্তু কখনো এমন সত্যি বলো না যা অন্যের খারাপ লাগে''।'

কালী শিবের দিকে ফিরে বললেন, 'এটা তো আর আমার কথা নয়। আমি নিশ্চিত যে এটা প্রাচীন কালের কোন ঋষির বলা কথা বলে ধরা যেতে পারে। আমরা যে সুরপদ্মনের ভাইয়ের হত্যাকারীকে জানি সেটা সুরপদ্মনের কাছে প্রকাশ না করলেই হল। আমাদের শুধু ওঁকে যে কাজটা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে সেটা হল ওঁর শত্রুমিত্র বেছে নেওয়ার আগে অপেক্ষা করানো—যতক্ষণ না আমরা অযোধ্যা আক্রমণ করে ফেলি। আমরা ওঁকে যে পথে চালাতে চাই ওঁর উচ্চাকাঙ্খাই ওঁকে সেই পথে নিয়ে যাবে।'

'অযোধ্যার প্রাচীর দুর্ভেদ্য,' গোপাল সাবধান করলেন। অন্য আরেকটা বিষয়ের

দিকে লক্ষ্য ফেরালেন তিনি। 'আমরা ওদের কোণঠাসা করে ফেলতে পারলেও কিন্তু নগর ধ্বংস করতে পারবো না।

গণেশ বললেন, 'জানি। কিন্তু অযোধ্যার ধ্বংস আমাদের লক্ষ্য নয়। এটা শুধু নিশ্চিত করতে হবে যে ওদের নৌবাহিনী যেন ওদের সেনাবাহিনীকে মেলুহায় নিয়ে যেতে না পারে। আমাদের মূল যুদ্ধটা হবে মেলুহায়।'

'কিন্তু যদি আমাদের অযোধ্যা ঘেরাও করার পর সুরপদ্মন পেছন থেকে আক্রমণ করেন তখন?' গোপাল বলে উঠলেন। 'সামনে অযোধ্যা আর পেছনে সুরপদ্মনের মাঝখানে পড়ে আমরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবো।'

'সত্যি বলতে কি, তা নয়,' গণেশ বলে উঠলেন। 'সুরপদ্মন পেছন থেকে আক্রমণ করলে আমাদের সুবিধাই হবে। উনি মগধ থেকে বেরোলেই আমরা চলতে শুরু করবো।'

শিব, কার্তিক ও সতী হাসলেন। তাঁরা পরিকল্পনাটা বুঝতে পেরেছেন।

'চমৎকার,' পরশুরাম বাহবা দিয়ে উঠলেন।

বাকীরা একপাশে সরে পরশুরামের দিকে ফিরলেন ফিসফিস করে বলা ব্যাখ্যা শোনার জন্য।

'আপনাকে মিথ্যা বলতে হবে না,' কালী শিবকে বলে চললেন। 'সুরপদ্মনকে পুরোটা বলা থেকে বিরত হন। সেইটুকু অংশই বলুন যা তাঁকে ভাবাবে। বাকীটা তাঁর উচ্চাকাঙ্খা করে দেবে। আমরা শুধু চাই উনি সরযূ আর গঙ্গার মোহনা দিয়ে উনি আমাদের রণতরীগুলোকে অযোধ্যার দিকে যেতে দিন। একবার সেটা হয়ে গেলেই, আমরা আমাদের লক্ষ্য যেভাবেই হোক না কেন অর্জন করবো, সে অযোধ্যাকে আটকে রেখেই হোক বা মগধের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেই হোক।'

শিব সম্মতি জানিয়ে সামান্য মাথা নাড়লেন। 'কিন্তু মেলুহার ব্যাপারে কি হবে? আমরা কি সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে সামনাসামনি আক্রমণ করবো? না আমরা ওদের সেনাবাহিনীকে ভাঙার পরিকল্পনা নেবো ও ততক্ষণে একটা ছোটো দল গোপন সোমরস উৎপাদন ব্যবস্থার খোঁজ চালাবে ও সেটাকে ধ্বংস করবে।'

'আমাদের ব্রঙ্গ ও বৈশালী বাহিনী মগধে ও অযোধ্যায় যুদ্ধ করবে। ফলে

মেলুহার অভিযানের জন্য পড়ে রইল বাসুদেবরা ও নাগ সেনাবাহিনী,' সতী বললেন। 'ফলে মেলুহাতে আমরা যথেষ্ট ছোটো সেনাবাহিনী পাবো। তবে এটা ঠিক যে তারা বতিক্রমী ভাবে সুপ্রশিক্ষিত ও অতি উন্নত যান্ত্রিক কৌশলের অধিকারী—যেমন আগুন ছড়ানো হস্তীবাহিনী যেটাকে বাসুদেবরা সম্প্রতি নিয়োগ করেছে। কিন্তু আমাদের মেলুহী সেনাবাহিনীকেও সম্মান জানানো উচিত। ওরাও একই রকম সুপ্রশিক্ষিত ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের অধিকারী।'

শিব বললেন, 'তাহলে তোমার মত যে আমাদের সরাসরি আক্রমণ এড়ানো উচিত?'

'হ্যাঁ,' সতী জানালেন। 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে সোমরস উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করা। ওটার পূনর্নির্মানে ওদের বছরের পর বছর লেগে যাবে। লোকজনকে তোমার কথা মানানোর পক্ষে ততখানি সময় যথেষ্ট। সাধারণ মেলুহীরা নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যের প্রতি অনুগত। সোমরস স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি সরাসরি আক্রমণ করি তো মেলুহার সাথে যুদ্ধ বহুদিন ধরে চলবে। যতদিন চলবে তত বেশি নিরপরাধ মারা পড়বে। আর মেলুহীরাও যুদ্ধটাকে সোমরসের উপর আক্রমণ না ধরে তাদের প্রিয় দেশের উপর আক্রমণ বলে ধরে নেবে। আমি নিশ্চিত বহুসংখ্যক মেলুহী আছে যারা সোমরসের বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক হবে। কিন্তু আমরা যদি তাদের দেশপ্রেমকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাই, তবে আমাদের জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

কালী হাসছিলেন।

'কি হল?' সতী জানতে চাইলেন।

'আমি লক্ষ্য করলাম যে মেলুহীদের কথা বলার সময় তুমি ''আমরা'' না বলে ''তারা'' বললে' কালী জানালেন।

সতী ধাঁধায় পড়েছেন বলে মনে হল। তিনি তখনও বিশ্বাস করতেন যে মেলুহা তাঁর নিজের দেশ।

'হুমম্, ওটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়—ওটা এখনও আমার দেশ . . .।'

'তাতো বটেই,' কালী সায় দিলেন।

গোপাল মাঝখানে কথা বলে উঠলেন, 'তর্কের খাতিরে সরাসরি ব্যাপক যুদ্ধ হলে কি হতে পারে সেটা ভেবে দেখা যাক।'

'ওই ব্যাপারটা আমাদের এড়াতেই হবে,' শিব বললেন। 'সতী যা বলছে তাতে যুক্তি আছে।'

'যাই হোক না কেন, প্রভু ভৃগু ও দক্ষ কি ভাবতে পারেন সেটা ভেবে দেখা যাক,' গোপাল বললেন। 'আমি মানছি যে সরাসরি যুদ্ধে না যাওয়াতেই আমাদের লাভ। কিন্তু ওঁদের ওই রকম যুদ্ধতেই লাভ আর সেটাও বিধ্বংসী যুদ্ধে। ওঁরা চাইবেন যে উত্তেজনার পারদ চড়ুক যাতে তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তারপর তাঁরা বলবেন যে নীলকণ্ঠ মেলুহাকে ঠকিয়েছেন। সতী দেবী যেমনটি বললেন মেলুহীদের দেশপ্রেম তাঁদের নীলকণ্ঠের প্রতি বিশ্বাসকে ডুবিয়ে দিতে পারে।'

'প্রভু ভৃগু পরিস্থিতি ঘোরালো করে তুলতে চাইতে পারেন সেটা আমি মানি,' শিব বললেন। 'আমি যেটা বুঝতে পারছি না সেটা হল পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠলে উনি সেটাকে কিভাবে বাগে আনবেন। মেলুহী সেনাবাহিনীকে আমি খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছি। ওটা সর্বাধিনায়কের নিয়ন্ত্রনাধীন ও ভালোরকম অনুশীলন করা সৈন্যবাহিনী। কিন্তু এই ধরনের সেনাবাহিনীর সমস্যা হয় ভালো সেনানায়কের উপর তার পরিপূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে। ওদের সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বর আমাদের সাথে। আমাকে বিশ্বাস করুন—ওঁর মতো আর একজনও ওদের নেই। আপনি প্রভু ভৃগুকে যতটা বুদ্ধিমান বলছেন উনি যদি ততটাই বুদ্ধিমান হন, তো উনিও সেটা জানেন।'

গণেশ ও কার্তিক একসাথে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

শিব কটমট করে ছেলেদের দিকে তাকালেন।

'বাবা ' কার্তিক মুখ খুললেন।

'কি হয়েছে!' শিব চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ওনার আনুগত্য নিয়ে কোনোরকম সন্দেহ রেখো না। আমি কি বোঝাতে পারলাম?'

গণেশ ও কার্তিক মাথা ঝোঁকালেন। তাঁদের মুখে অসম্মতির ছাপ। ঠোঁট আছে বেঁকে।

'আমি কি বোঝাতে পেরেছি?' শিব আবার জিজ্ঞেস করলেন।

কালী শিবের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন। তারপর তিনি গণেশ ও কার্তিকের দিকে তাকালেও, চুপ করেই ছিলেন।

শিব গোপালের দিকে ফিরলেন। 'আমাদের প্ররোচনা এড়াতে হবে। আমাদের সামরিক ব্যূহকে শক্তপোক্তভাবে সুরক্ষিত হতে হবে যাতে ওরা সরাসরি আক্রমণ শানাতে না পারে। আমাদের সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্যই হবে ওদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে রাখা যাতে একটা ছোটো দল সরস্বতীর নগরগুলোতে সোমরস উৎপাদন ব্যবস্থার চিহ্নের খোঁজে লাগতে পারে। একবার উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারলেই আমরা যুদ্ধে জিতে যাবো।'

সতী মেলুহী সেনানায়কের দিকে ঘুরে হাঁক দিলেন, 'নন্দী'।

নন্দী তৎক্ষণাৎ মেলুহার একটা মানচিত্র খুলে পেতে দিলেন। প্রত্যেকে সেটায় দৃষ্টি দিলেন।

সতী বলে চললেন, 'দেখ। সরস্বতী একটা বদ্বীপে গিয়ে শেষ হচ্ছে। মেলুহীরা করচপ থেকে তাদের বিশাল বাহিনীকে সরস্বতীতে নিয়ে আসতে পারবে না। ওদের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাতে শুধু দুটো আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে—সিন্ধু বেয়ে আসা নৌবহরের আক্রমণ অথবা পূর্বদিক থেকে স্থলবাহিনীর আক্রমণ। সেই কারণেই ওরা সরস্বতীতে বিশাল বাহিনী রাখেনি।'

সতী কোন দিকে নির্দেশ করছেন তা শিব ধরতে পারলেন। 'ওরা সরস্বতীর দিক থেকে নৌবহরের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত নয় . . .'

'তোমাকে বুঝতে হবে যে এটার পেছনে ভালো রকম যুক্তি আছে। ওরা ধরে নিয়েছে যে সরস্বতীতে কোনো শত্রু রণতরী ঢুকতে পারবে না। শত্রুর নিয়ন্ত্রণে থাকা কোন নদী সরস্বতীতে এসে মেশে না আর সরস্বতী সাগরেও গিয়ে পড়েনি।'

'সেটাই কি সমস্যা নয়?' বিভ্রান্ত অতিথিগ্ব জানতে চাইলেন। 'আমরা কি করে সরস্বতীতে রণতরী নিয়ে যাব?'

'আমরা রণতরী নিয়ে যাব না,' শিব বললেন।

'আমরা বরং সরস্বতীতে নোঙর ফেলে থাকা মেলুহী রণতরীগুলোই দখল করে নেবো।'

কালী সায় দিলেন। 'ওরা কখনোই ওটা আশা করবে না। ওই কারণে এটা কাজে দেবে।'

'হ্যাঁ,' সতী সায় দিলেন। 'আমাদের শুধু মৃত্তিকাবতী দখল করতে হবে। সরস্বতীর যেখানে অধিকাংশ মেলুহী নৌবহর রাখা আছে মৃত্তিকাবতী সেখানেই। আমরা একবার ওইসব রণতরীর অধিকার নিতে পারলে সরস্বতীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। দ্রুত নদী ধরে যেতে পারবো। কেউ বাধাও দেবে না। এমনকী সোমরস উৎপাদন ব্যবস্থার খোঁজও চালিয়ে যেতে পারবো।'

'তা ঠিক,' বৃহস্পতি বললেন। 'উৎপাদন ব্যবস্থা শুধুমাত্র সরস্বতীর তীরেই থাকতে পারে। অন্য কোথাও তার থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।'

'পরিকল্পনাটা শুনতে তো ভালোই লাগছে,' গোপাল বললেন। 'কিন্তু ওদের রণতরীগুলো অধিকার করবো কি ভাবে? কোনদিক থেকে ওদের স্থানে ঢুকবো? মৃত্তিকাবতী তো সীমান্তনগরী নয়। আমাদের সেনাবাহিনী নিয়ে ঢুকতে হবে। আর পথে যে সীমান্তনগরী পড়ে—লোথাল—তার কাছে আমরা অবশ্যই ভালোরকম প্রতিরোধের মুখে পড়বো।'

'লোথাল?' কার্তিক জানতে চাইলেন।

'লোথাল মাইকার বন্দর,' গোপাল বললেন। 'আসলে ওরা যমজ নগরী। মাইকাতে মেলুহার সব শিশুরা জন্মায় ও বড়ো হয় আর লোথাল হল স্থানীয় সেনাবাহিনীর কেন্দ্র।'

'মাইকা বা লোথাল নিয়ে ভাববেন না,' কালী বললেন। 'ওরা আমাদের পক্ষে থাকবে।'

গোপাল, শিব ও সতীকে সত্যিই বিস্মিত দেখালো।

'মেলুহাবাসীদের কোনো অংশের যদি আমাদের প্রতি সহানুভূতি থাকে তো তারা হল মাইকার লোকেরা,' কালী বলে চললেন। 'ওরা নাগ শিশুদের যন্ত্রণা পেতে দেখেছে। ওরা বহুক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। এমনকী আমাদের সাহায্য করতে গিয়ে নিজেদের আইনও ভেঙেছে। মাইকার বর্তমান

নগরপাল চেনরধ্বজ লোথাল-এরও শাসনকর্তা। উনি কয়েক বছর আগে কাশ্মীর থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। উনি নীলকণ্ঠের প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি অনুগত। তার উপরে আমি একবার ওনার জীবন বাঁচিয়েছিলাম। আমাকে বিশ্বাস করুন। বিরোধিতা শুরু হলে মাইকা ও লোথাল আমাদের সাথে থাকবে।'

'চেনরধ্বজকে আমার মনে আছে,' শিব বললেন। 'তাহলে সব ঠিকই আছে। আমরা লোথালের সাহায্য ব্যবহার করে মৃত্তিকাবতী জয় করবো। তারপর ওদের রণতরী ব্যবহার করে সরস্বতীর পাড়ে থাকা নগরগুলোতে খোঁজ চালাবো। কিন্তু মনে রেখো আমাদের সরাসরি যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে আর এড়াতেও হবে।'

অধ্যায় ১৪

অন্তর্দ্রষ্টা

'ওর মত পাল্টে আমাদের পক্ষে আনতে পারবো বলে আপনার বিশ্বাস?' শিব জানতে চাইলেন।

বাসুদেব প্রধান সবেমাত্র শিবের ঘরে ঢুকেছেন। ওনার সঙ্গে মগধে যাওয়ার জন্য নীলকণ্ঠ আর সতী প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গণেশ ও কার্তিক তাদের বাবা-মাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

'যদি মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপার হতো তাহলে চিন্তিত হতাম,' গোপাল বললেন। 'কেবল সুরপদ্মনের সঙ্গেই দেখা করতে হবে।'

'মহর্ষি ভৃগুর বিশেষত্বটা কী? শিব জিজ্ঞাসা করলেন। 'তিনিও মানুষ, আপনারা সকলে ওনার ব্যাপারে এতো তটস্থ কেন?'

'উনি একজন মহর্ষি, শিব,' সতী বললেন। 'বাস্তবে গোপালজী যেমন উল্লেখ করেছিলেন। আমার ধারণা প্রভু ভৃগু একজন মহর্ষির চেয়েও অনেক ক্ষমতাবান। তিনি একজন সপ্তর্ষি উত্তরাধিকারী।'

'একজন মানুষকেই সেই সম্মান করা উচিত, তার পদমর্যাদাকে নয়।' কথাটা বলে গোপালের দিকে ঘুরে শিব বললেন, 'আরেকবার আমি জানতে চাইছি বন্ধু। আপনি ওনার ব্যাপারে এত ঘাবড়ে আছেন কেন?'

'আচ্ছা, তাহলে প্রথমেই বলি যে উনি অন্তর্দ্রষ্টা। মন পড়তে পারেন,' গোপাল বললেন।'

'তাতে কি?' শিব বললেন। 'আপনি আর আমিও তো সেটা পারি। সত্যি কথা বলতে প্রত্যেক বাসুদেব পণ্ডিতই পারেন।'

'সত্যি, কিন্তু আমরা কেবল তখনই তা পারি যখন আমরা কোন মন্দিরের মধ্যে থাকি। মহর্ষি ভৃগু তার পাশে থাকা যেকোনো মানুষের মন পড়তে পারেন। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন।'

গণেশ সত্যি সত্যিই করে খুব অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে?'

'তাহলে বলি,' গোপাল বলতে শুরু করলেন। 'আমরা যখন চিন্তা করি তখন আমাদের মস্তিষ্ক বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করে। এই চিন্তা তরঙ্গগুলিকে একজন প্রশিক্ষিত ব্যক্তি খুঁজে নিয়ে পড়তে পারে। সেটা নির্ভর করে কোনো শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ পাঠানোর যন্ত্রের কাছাকাছি তার থাকার উপর। কিন্তু বিশ্বাস করা হয় যে মহর্ষিরা আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে আছেন। আমাদের চিন্তাভাবনা বেতার তরঙ্গে পরিবর্তিত হওয়া আর তাকে খোঁজার অপেক্ষার প্রয়োজন ওনাদের হয় না। এমনকি আমাদের চিন্তার উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওনারা সেটা পড়ে নিতে পারেন।'

'কিন্তু কেমন করে?'

'চিন্তাশক্তি আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরের বৈদ্যুতিকস্পন্দন ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

গোপাল বলতে লাগলেন, 'এই বৈদ্যুতিক স্পন্দন আমাদের চোখের তারাকে অত্যন্ত মৃদুভাবে স্পন্দিত করে। মহর্ষির মতো প্রশিক্ষিত মানুষ এই চোখের তারার স্পন্দনের অর্থ উদ্ধার করে নিতে পারেন আর এর ফলে চিন্তাভাবনাও তাঁর পড়া হয়ে যায়।

'প্রভু রাম সহায় হোন,' স্তম্ভিত কার্তিক অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন।

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না যে কেমন করে এটা সম্ভব হয়,' শিব মন্তব্য করলেন। 'আপনি বলছেন যে আমাদের সকল চিন্তাভাবনা চোখের তারার কাঁপনের দ্বারা প্রকাশ হয়ে পড়ে? কোন ভাষায় এই যোগাযোগ হয়? এটার তো কোন অর্থই দেখিনা।'

'হে বন্ধু,' গোপাল বললেন, 'আপনি ভাবের আদান-প্রদানের ভাষার সঙ্গে মস্তিষ্কের ভেতরের ভাষা বা সংকেতকে গুলিয়ে ফেলছেন। যেমন ধরুন, সংস্কৃত

হল ভাব বা মত আদান-প্রদান করার ভাষা। আপনি অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে একে ব্যবহার করেন। নিজের মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যও একে ব্যবহার করেন, যাতে করে আপনার সচেতন মন মস্তিষ্কের ভেতরর ভাবনাকে বুঝে উঠতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্ক নিজের কাজ চালাবার জন্য কেবল একটাই ভাষা ব্যবহার করে। এটা আমাদের জানা সকল জীবের সমস্ত মস্তিষ্কের এক বিশ্বজনীন ভাষা। আর এই ভাষার বর্ণমালার দুটি অক্ষর বা সংকেত।'

'দুটি সংকেত?' সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

গোপাল বললেন, 'হ্যাঁ, কেবল দুটি—বিদ্যুৎ চালু হওয়া আর বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়া। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ চিন্তা আর নির্দেশের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের সচেতন মনকে একটা চিন্তাই আকৃষ্ট করতে পারে। আর এই নির্দিষ্ট চিন্তাই মস্তিষ্কের ভাষার মাধ্যমে আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। একজন মহর্ষি এই সচেতন ভাবনাকে পড়ে ফেলতে পারেন। তাই কোনো মহর্ষির সামনে কেউ সচেতন হয়ে কি চিন্তাভাবনা করছে সে ব্যাপারে তার খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।'

'তাহলে সত্যিই চোখ হল মনের জানলা,' গণেশ বললেন।

গোপাল মৃদু হেসে বললেন, 'তাইতো মনে হচ্ছে।'

শিব ভুরু উঁচিয়ে হাসলেন, বললেন, 'ঠিক আছে, যখন মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে দেখা করবো তখন নিশ্চিত করবো যাতে আমার চোখগুলো যেন বন্ধ থাকে।'

গোপাল ও সতী মৃদু হাসলেন।

'তা সত্ত্বেও, আমরা জয়ী হবো,' গোপাল বললেন।

'হ্যাঁ', গণেশ বললেন। 'আমরা শুভর পক্ষে রয়েছি।'

'নিঃসন্দেহে সেটাই সত্যি। কিন্তু সেটা আসল কারণ নয়, গণেশজী। আমরা জয়ী হবো আপনার পিতার জন্য,' গোপাল বললেন।

'না,' শিব বললেন। 'আমার একার জন্য নয়। আমরা সকলে মিলে এতে রয়েছি বলেই আমরা জয়ী হবো।'

'আপনিই তো আমাদের সবাইকে একসঙ্গে করেছেন, মহান নীলকণ্ঠ।' গোপাল

বলে চললেন, 'মহর্ষি ভৃগু হয়তো আপনার মতো বুদ্ধিমান হতে পারেন। হয়তো বা আরো বেশিই। কিন্তু উনি আপনার মতো নেতা নন। উনি ওনার বুদ্ধিমত্তাকে প্রয়োগ করে বরং বলা ভালো অপপ্রয়োগ করে—নিজের অনুগামীদের ভয় দেখিয়ে অবনত করে রাখেন। তারা ওনাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে না—ভয় পায়। অন্যদিকে আপনি অনুগামীদের গুণগুলিকে মেলে ধরেন বন্ধু। কয়েক সপ্তাহ আগে আপনি যা করেছিলেন ভাববেন না আমি তা বুঝতে পারিনি। আপনি কি করবেন আগে থেকে তা ঠিক করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আলোচনা করলেন এবং আমাদের ঐ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিলেন। এমন ভাবে যেন আপনি আলোচনায় দিশা দেখালেন যাতে যা শুনতে চান আমরা তাই যেন বলি। তথাপি আপনি এমনভাবে আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করালেন যেন সিদ্ধান্তটা আমাদেরই ছিল। এটাই হল নেতৃত্ব। মহর্ষি ভৃগুর হয়তো আমাদের চেয়ে বড় সৈন্যবাহিনী আছে, কিন্তু লড়াইটা তিনি একাই করছেন। আমাদের ক্ষেত্রে পুরো সৈন্যবাহিনী এক হয়ে লড়বে। হে নীলকণ্ঠ, সেটাই হল আপনার নেতৃত্বের সর্বোত্তম কৃতিত্ব।

প্রশংসিত হলেই শিব অস্বস্তি বোধ করেন তাই চট্ করে প্রসঙ্গটা পালটে ফেলে বললেন, 'এ আপনার অত্যন্ত দয়া, গোপালজি। যাইহোক মনে হয় আমাদের যাত্রা করা উচিত। মগধ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।'

— ⁂ —

'ভগীরথ এখানে আসছে?'

হতভম্ব হয়ে যাওয়া সম্রাটের দিকে মাথা নেড়ে স্যমন্তক জানালেন, 'হ্যাঁ, প্রভু।'

'কিন্তু কেমন করে সে . . . '

'প্রধানমন্ত্রী স্যমন্তক,' দিলীপকে বাধা দিয়ে ভৃগু বললেন, 'ওর সঙ্গে দেখা হলে আমি আনন্দিত হবো।'

'সম্রাট কন্যা আনন্দময়ী আর ওনার স্বামী কি সঙ্গে আছেন?'

'না প্রভু,' স্যমন্তক বললেন, উনি একাই এসেছেন।'

'সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ভৃগু বললেন। 'ওনাকে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে আমাদের সামনে নিয়ে এসো।'

'আপনি যা আজ্ঞা করেন প্রভু,' স্যমন্তক এই কথা বলে দিলীপ ও ভৃগুকে ঝুঁকে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বেরিয়ে যেতেই ভৃগু দিলীপের দিকে ঘুরে বললেন, 'আপনার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা উচিত মাননীয় সম্রাট। স্যমন্তক গোদাবরীর আক্রমণের বিষয়টা জানে না।'

'আমি দুঃখিত, প্রভু,' দিলীপ বললেন। 'আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি।'

'আমি হইনি।'

দিলীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন প্রভু! আপনি কি এমনটা আশা করেছিলেন?'

'আমি বলতে পারি না যে এইটাই আশা করেছিলাম। কিন্তু আমার দৃঢ় সন্দেহ হয়েছিল যে আমাদের আক্রমণটা বিফল হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা ছিল কি করে বিফলতার নিশ্চিৎ সংবাদটা পাওয়া যায়?'

'আমি বুঝতে পারছি না, প্রভু। আমাদের রণতরীগুলো নানাভাবেই ধ্বংস হয়ে থাকতে পারে।'

'এটা কেবলমাত্র আমাদের রণতরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয় নয়। কিছু একটা ব্যাপার সেখানে আছে। কনখলাকে বলেছিলাম গুণদের অবস্থান জানার চেষ্টা করতে।'

'গুণরা কারা?'

'ঐ ভন্ড নীলকণ্ঠের জাতভাই। মেলুহাতে তারা অভিবাসী হয়ে ছিল। সেখানে অভিবাসীদের ব্যাপারে যে সব সাধারণ নিয়ম আছে তার মধ্যে একটা হল, তাদের সম্পর্কে সব তথ্য বা নথি খুবই গোপনে রাখা হবে। এই ব্যবস্থা করার কারণ যাতে তারা নিপীড়িত না হয় আর সোজাভাবে বললে তাদের সঙ্গে যাতে ভালো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর ফলে গুণরা যে কোথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে সে ব্যাপারে রাজকীয় নথিরক্ষক তার প্রধানমন্ত্রীকে কিছু জানাতে রাজী হয়নি।'

'নথিরক্ষক সেটা কি করে করতে পারলো? প্রধানমন্ত্রীর আদেশ তো সম্রাটেরই আদেশ। আর সেই আদেশই তো আইন।'

'ঠিকই,' ভৃগু মৃদু হেসে বললেন। 'তবে মেলুহা আপনার সাম্রাজ্যের মতো নয় সম্রাট দিলীপ। তাদের আইন মেনে চলার বিশ্রীরকম অভ্যেস আছে।'

ভৃগুর বিদ্রুপ দিলীপ বুঝতে পারলেন না।

'তাহলে কি হল প্রভু? গুণদের আপনি খুঁজে পেয়েছিলেন?'

'প্রথমে কনখলাকে নিশ্চিত হতে হল যে গুণরা দেবগিরিতে আছে কিনা। যখন প্রাথমিক অনুসন্ধান করে কিছুই পাওয়া গেল না তখন সম্রাট দক্ষের কাছে আবেদন করা ছাড়া কোন উপায় রইল না। তিনি রাজ্যসভার সাহায্যে এক আদেশ ধার্য্য করলেন যার চাপে মেলুহী নথিরক্ষক গুণদের থাকার স্থান প্রকাশ করলো। আমরা যতক্ষণে ওদের গ্রামে পৌঁছলাম, ততক্ষণে তারা চলে গেছে।'

'কোথায়?'

'জানি না, আমায় বলা হল এমনটা প্রায়ই হয়ে থাকে। বহু অভিবাসী মেলুহার সভ্য কিন্তু বাঁধাধরা জীবন মানিয়ে নিতে পারে না এবং নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়াকেই বেছে নেয়। তাই আমাকে বিশ্বাস করে নিতে বলা হল যে গুণরা অবশ্যই হিমালয়ে ফিরে গেছে।'

'আর আপনি সেটা বিশ্বাস করে নিলেন?'

'অবশ্যই নয়। আমি সন্দেহ করলাম যে ওই ভন্ড নীলকণ্ঠ যুদ্ধ ঘোষণা করার আগেই নিজের গোষ্ঠীর লোকদের উদ্দীপ্ত করে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি কি করতে পারতাম? আমি জানতাম না গুণরা কোথায়।'

'কিন্তু ভগীরথ এখানে কেন? নীলকণ্ঠ কেন তাঁর গোপনতা প্রকাশ করতে চাইছেন?'

'ভন্ড নীলকণ্ঠ, মহামান্য সম্রাট,' দিলীপকে সংশোধন করে ভৃগু বললেন।

'ক্ষমা করবেন প্রভু,' দিলীপ বললেন।

মাথার ওপর ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে ভৃগু বললেন 'ঠিক, শিব ওকে এখানে কেন পাঠিয়েছে?'

'হে ভগবান!' অস্ফুট স্বরে দিলীপ বললেন, 'আমাকে মেরে ফেলার জন্য ওকে পাঠানো হতে পারে?'

ভৃগু মাথা নেড়ে না বলে বললেন, 'সেটা নয়। আমি মনে করি না আপনাকে হত্যা কোনও বড় কাজে লাগবে।

দিলীপ কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিলেন কিন্তু চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

'হ্যাঁ,' চোখ কুঁচকে ভৃগু বলতে লাগলেন, 'আমাদের জানতে হবে সম্রাটপুত্র ভগীরথ এখানে কেন? ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।'

'বাবা,' গটগট করে দিলীপের ঘরে ঢুকেই ভগীরথ বললেন। যতটা পারেন হাসিমুখ করলেন দিলীপ। কারণ তিনি পুত্রকে সত্যিই পছন্দ করতেন না, 'কেমন আছো ভগীরথ?'

'ঠিক আছি বাবা।'

'তোমার পঞ্চবটী যাত্রা কেমন হয়েছিল?'

বাবাকে উত্তর দেওয়ার আগে ভগীরথ এক ঝলক ভৃগুর দিকে তাকালেন। বোঝবার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মনটিকে, তারপর বললেন। 'উল্লেখযোগ্য ঘটনাহীন যাত্রা ছিল, পিতা। আমরা যতটা ভাবি নাগরা বোধহয় ততটা খারাপ নয়। আমরা কয়েকজন আগেই ফিরে এসেছি। প্রভু নীলকণ্ঠ আমাদের সঙ্গে পরে যোগ দেবেন।'

যেন খুব আশ্চর্য হয়েছেন এমনভাবে দিলীপ ভুরু কোঁচকালেন এবং ভৃগুর দিকে ঘুরলেন।

ভৃগুর দিকে ঘোরার আগে ভগীরথ ভুরু তুলে ইঙ্গিত করলেন ভুল হয়ে গেছে। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে ভৃগুর দিকে ঘুরলেন।

'আমার ভুল আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছি হে ব্রাহ্মণ। বাবাকে দেখে আবেগে

আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।'

ভৃগু গভীরভাবে ভগীরথের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভগীরথ ভীষণভাবে কৌতূহলী হয়ে পড়েছে যে আমি কে। আমি ওকে শান্ত করি। ওর কৌতূহল মিটিয়ে দিই যাতে ও সচেতন মনে আরো দরকারি চিন্তাভাবনা করতে পারে।

'বোধহয় আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত,' ভৃগু বললেন। 'আমি নিজের পরিচয় দিইনি। আমি হলাম ভৃগু নামধারী এক সাধারণ সন্ন্যাসী যে হিমালয়ে বাস করে।'

ভগীরথ আশ্চর্য হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভৃগু কে, তা তিনি অবশ্যই জানতেন যদিও দেখা হয়নি। ভগীরথ এগিয়ে এসে ভৃগুর পা ছুঁয়ে নমস্কার করে বললেন, 'মহর্ষি ভৃগু আপনার দেখা পেয়ে আমার জীবন ধন্য হল। আমার সৌভাগ্য যে আপনার আশীর্বাদ লাভ করবো।'

ভৃগু আশীর্বাদ করলেন 'আয়ুষ্মান ভবঃ।' এরপর তিনি ভগীরথের কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিলেন। সেই সঙ্গে আরো একবার তার চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন।

ভগীরথ উপলব্ধি করেছে যে তার জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা আসল নেতা নয়। আমিই নেতা। এবং ভয় পাচ্ছে। তা ভালো। এখন আমার যা করা উচিত তা হল ওকে আরো কিছু চিন্তা-ভাবনা করানো।

'নীলকণ্ঠ ভালো আছেন তো?' ভৃগু জিজ্ঞাসা করলেন। 'যাঁকে জনসাধারণ আমাদের যুগের পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করে সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি।'

'তিনি ভালোই আছেন মহর্ষিজী,' ভগীরথ বললেন। 'তিনি ওই উপাধি লাভের যোগ্য। আর সত্যি কথা বলতে আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা মনে করেন এমনকি তিনি মহাদেব উপাধিরও উপযুক্ত।'

তাহলে, ভগীরথ স্বেচ্ছায় সত্যিকারের নেতার পরিচয় উন্মোচন করে দিল। বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার। ওই বর্বর তিব্বতিটা বোঝে যে এই বোকা দিলীপ একা নয়, আমি যা ভাবি তার চেয়ে দেখছি অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে তিব্বতিটা।'

ভৃগু বললেন, 'কাউকে কী সম্মান ও উপাধি দেওয়া হবে সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সিদ্ধান্ত নিতে দাও, অযোধ্যার প্রিয় সম্রাটপুত্র। কর্তব্যটা কর্তব্যের খাতিরেই রাখা উচিত—ক্ষমতা ও ধনসম্পদ লাভের জন্য নয়। আমি নিশ্চিত যে তোমার নীলকণ্ঠও নিশ্চয় বাসুদেবদের এই নীতির সঙ্গে পরিচিত। *কর্ম্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেসু কদাচন*। যার মানে কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।'

'হ্যাঁ, নীলকণ্ঠ হলেন ওই ধারণারই প্রতিমূর্তি, মহর্ষিজী,' ভগীরথ বললেন, 'উনি কখনোই নিজেকে মহাদেব বলেন না। আমরাই ওনাকে ওই নামে সম্বোধন করি।'

ভৃগু মৃদু হেসে বললেন 'অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমার নীলকণ্ঠ সত্যিই মহান, বীর সম্রাটপুত্র। যাক সে কথা। তা পঞ্চবটী কেমন লেগেছিল? ওই দেশে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

'সুন্দর নগর, মহর্ষিজী।'

পঞ্চবটীর আশপাশেই ওরা আক্রমণের মুখে পড়েছিল. তাহলে আমাদের রণতরীগুলো কাজ করতে পেরেছিল। আর ওদের আগুনে নৌকাগুলো আমাদের রণতরীর ওপর চড়াও হয়েছিল। ভালো, তবে অন্তত পঞ্চবটীর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের ধারণা সঠিক।

ভৃগু বললেন, 'প্রভু রামের আশীর্বাদে কোনোদিন পঞ্চবটীতে যাবো।'

'আমি নিশ্চিত যে রাণী কালী তাতে সম্মানিত হবেন মহর্ষিজী,' ভগীরথ বললেন।

ভৃগু মৃদু হাসলেন। *একটু সুযোগ পেলেই কালী আমায় মেরে ফেলবে। প্রভু রুদ্রর বিখ্যাত ক্রোধের চেয়েও কালীর ক্রোধ আরও ভয়ংকর।*

'কিন্তু সম্রাট পুত্র ভগীরথ,' ভৃগু বললেন, 'তুমি যে অপরাধ করেছো সেই ব্যাপারে অবশ্যই অভিযোগ জানাতে হবে।' ভগীরথ বিস্মিত হয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, 'যদি কোনো কারণে আপনাকে অপমান করে থাকি তবে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি প্রভু। দয়া করে বলুন কি করলে অপরাধ মার্জনা হবে?'

'এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার', ভৃগু বললেন। 'সম্রাট কন্যা ও তার নতুন স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি সত্যিই খুব উদগ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু সম্রাটকন্যা আনন্দময়ীকে তো তুমি সঙ্গে করে আনো নি।'

'আমার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি, প্রভু,' ভগীরথ বললেন। 'শ্রদ্ধেয় পিতাকে অনেকদিন দেখিনি বলে আমি তাড়াতাড়ি প্রণাম জানাতে এসেছি তাই বিষয়টা ঠিক মতো দেখা হয়নি। আর পতিব্রতা আনন্দময়ী তার স্বামী প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বরের সঙ্গে কাশীতে গেছে।'

ভগীরথের চিন্তা পড়ে হঠাৎ ভৃগু থমকে গেলেন। *পর্বতেশ্বর দলত্যাগ করতে চায়? ও মেলুহাতে ফিরে যেতে চায়?*

'আমার ধারণা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করবেন তখন সম্রাটকন্যা আনন্দময়ী ও প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বরের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য আমার হবে,' ভৃগু বললেন।

ভৃগুর মুখের হাসিটা দেখে ভগীরথের অস্বস্তি হল।

'আশাকরি সেটা খুব শীঘ্রই হবে, মহর্ষিজী,' ভগীরথ বললেন। 'আমি যদি এখন যাওয়ার অনুমতি পাই, তবে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করবো আর তারপর কাশীতে যাবো অসম্পূর্ণ কিছু কাজ শেষ করার জন্য।'

দিলীপ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তখনই ভৃগু হাত তুলে ভগীরথের মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে রেখে বললেন, 'অবশ্যই বীর সম্রাট পুত্র। প্রভু রাম তোমার সহায় হোন।'

ভগীরথ চলে যেতেই দিলীপ বললেন, 'কেন ওকে যেতে দিলেন প্রভু? আমরা ওকে বন্দী করতে পারতাম। জিজ্ঞাসাবাদের ফলে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পেত যে পঞ্চবটীতে কি ঘটেছিল।'

'আমি ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছি কি ঘটেছিল,' ভৃগু বললেন। 'আমাদের রণতরীগুলো পঞ্চবটীতে অবশ্যই পৌঁছেছিল। এমনকি ওদের বাহিনীর বহুসংখ্যক মানুষকে হত্যা করতে সমর্থও হয়েছিল। কিন্তু মূল নেতাদের মারতে পারেনি। শিব এখনও জীবিত। লড়াইতে আমাদের রণতরীগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।'

'তাহলেও, ভগীরথকে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া উচিত হয়নি। ওদের একজন মূল নেতাকে অক্ষত ভাবে ফিরে যেতে দেব কেন?'

'আমি ওকে দীর্ঘজীবনের আশীর্বাদ দিয়েছি, মহামান্য সম্রাট। আপনি নিশ্চয় আমাকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে চাননা।'

'অবশ্যই না, প্রভু।'

ভৃগু দিলীপের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আমি জানি আপনি কী ভাবছেন মাননীয় সম্রাট। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। পাশা খেলার মতো যুদ্ধেও পরবর্তী ক্ষেত্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লাভ করে প্রাধান্য পাওয়ার জন্য কখনও কখনো পূর্বে সামান্য কিছু ত্যাগ করতে হয়।'

দিলীপ ভুরু কোঁচকালেন।

'আমাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বলতে দিন মহামান্য সম্রাট,' ভৃগু বললেন। 'অযোধ্যাতে ভগীরথের ক্ষতি একেবারেই করা উচিত নয়। আমার ধারণা ও একদিনের মধ্যেই নগর থেকে চলে যাবে। ওকে অক্ষত ও শান্তভাবে চলে যেতে দেওয়া উচিত। আমি চাই ওরা ভাবুক যে ভগীরথের কদিনের এই ঘুরে যাওয়াটায় আমরা কিছু জানতে পারিনি।'

'হ্যাঁ, প্রভু।'

'দ্রুতগামী জলযানের ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলুন। এক্ষুনি আমি কাশী যাবো।'

'হ্যাঁ প্রভু।'

'দয়া করে আমার জলযান যাত্রায় ব্যাপারে প্রচার করুন যে আমি প্রয়াগ যাচ্ছি। এখনও অযোধ্যায় ভগীরথের বন্ধুরা রয়েছে। ওকে জানাতে চাইনা যে আমি কাশী যাচ্ছি, ব্যাপারটা পরিষ্কার?'

'অবশ্যই, প্রভু। স্যমন্তক আছে। এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে ফেলবে।'

অধ্যায় ১৫

মগধ সমস্যা

মগধের বন্দর বিষয়ক মন্ত্রী অন্ধক তখন সবেমাত্র শিব ও সতী ও গোপালকে নিয়ে সুরপদ্মনের রাজপ্রাসাদের অতিথিশালায় ঢুকেছেন।

অন্ধকের বেরোনোর অপেক্ষায় ছিলেন গোপাল। অন্ধক বেরিয়ে যেতেই গোপাল বললেন, 'এই যে সুরপদ্মনের নিজের বাড়িতে থাকছি এতে আমার বেশ কৌতূহল হচ্ছে।'

'সুরপদ্মন আমাদের ও তাঁর বাবার মধ্যেকার তথ্য আদান-প্রদানের একমাত্র মাধ্যম হতে চান,' সতী বললেন। 'একমাত্র মাধ্যম হওয়ার ফলে বক্তব্য জানানোয় বাছাইয়ের সুযোগ ওঁর আছে। এর ফলে আসলে আমি সফলতার আশা করতে পারছি।'

'আমি অতটা আশাবাদী নই,' শিব প্রত্যুত্তরে বলে উঠলেন। 'মগধে সুরপদ্মনের মতামতের প্রভাব যে খুবই বেশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুবরাজ হওয়ার পাশাপাশি উনি রাজার নামমুদ্রা ব্যবহারেরও অধিকারী। কিন্তু উনিও রাজপুত্র উগ্রসেনের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর পিতার প্রতিক্রিয়া নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছেন। হয়তো সেইজন্যেই উনি আমাদের সাথে এখানে গোপনে কথা বলতে চান।'

'হতে পারে,' গোপাল বললেন। 'হয়তো সেই জন্যে মগধে আমাদের অভ্যর্থনায় রাজা মহেন্দ্রর প্রধানমন্ত্রী না এসে অন্ধক এসেছিলেন।'

'হুঁ। আমার মনে হয় অন্ধক সুরপদ্মনের অনুগত,' শিব জানালেন।

'যাতে ভালো হয় সকলে তারই আশা করুন,' সতী বললেন।

— ⅄ⵀⵡϮ⊗ —
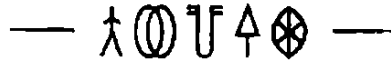
শিব, সতী ও গোপাল রাজপুত্রের সভায় ঢুকতেই, সুরপদ্মন সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নীলকণ্ঠের কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। শিবের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'হে মহান নীলকণ্ঠ, আমায় আশীর্বাদ করুন।'

'সুখীনঃ ভব,' বলে শিব তাঁর হাত সুরপদ্মনের মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন।

সুরপদ্মন মুখ তুলে শিবের দিকে চাইলেন, 'প্রভু, আশা করি এই আলোচনা যতক্ষণে শেষ হবে ততক্ষণে আপনি আমাকে বিজয় ও আনন্দলাভের আশীর্বাদে ধন্য করবেন।'

সুরপদ্মন উঠে দাঁড়াতে শিব হেসে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। 'যুবরাজ সুরপদ্মন, আমার সাথীদের পরিচয় দিই। ইনি আমার স্ত্রী সতী।'

সুরপদ্মন মাথা ঝুঁকিয়ে সতীকে অভিবাদন জানালেন। সতীও বিনম্রতার সাথে প্রতি-নমস্কার জানালেন।

'আর ইনি হচ্ছেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাসুদেব প্রধান গোপাল,' শিব বললেন।

বিস্ময়ে সুরপদ্মনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। তিনি শ্রদ্ধায় হাত জড়ো করে নমস্কার জানালেন। 'কৃপাময় প্রভু রাম!'

'তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন। তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করবেন,' গোপাল বললেন।

সুরপদ্মন হেসে ফেললেন। 'ক্ষমা করবেন, গোপালজী। আমার তথ্যদাতারা সবসময়েই আমাকে বলে এসেছিল যে উপকথার বাসুদেবদের অস্তিত্ব বাস্তবে আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা কোনো জাগতিক বিষয়ে নাক গলান না—যদি না আমাদের উপর সেরকম কোনো অস্তিত্বের সংকট নেমে আসে।'

'সুরপদ্মন, সে সময় এসে গেছে,' গোপাল বললেন। 'রামচন্দ্রের সমস্ত প্রকৃত অনুগামীদেরই নীলকণ্ঠের সাথে যোগ দিতে হবে।'

সুরপদ্মন চুপ করে রইলেন।

'মগধের বীর যুবরাজ, আগে ভালোভাবে বসা যাক,' শিব বলে উঠলেন।

সুরপদ্মন তাঁদের প্রাসাদের মাঝখানে সেইখানটায় নিয়ে গেলেন যেখানে কতকগুলি সিংহাসন বৃত্তাকারে রাখা আছে। গোপাল লক্ষ্য করেছিলেন যে একমাত্র অন্ধক ছাড়া মগধ রাজসভার অন্য কোনো সভাসদ সেখানে নেই। অন্ধক শীঘ্রই মগধের সেনাবাহিনীর রাশ নিজের হাতে নিয়ে নেবেন এই গুজবটা সত্যি হলেও হতে পারে। আবার এর মানে এটাও হতে পারে যে মগধের সভার বাকিরা আসলে নীলকণ্ঠের দলে নেই। ঐতিহ্যগত ভাবে মগধ যেভাবে অযোধ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী তা হিসেবে ধরলে যে কেউ ধরে নেবেন যে মগধ নীলকণ্ঠের সাথে জোট বাঁধবে। কিন্তু উগ্রসেনের হত্যা সেই সম্ভাবনাকে বেশ ভালোভাবেই ঘেঁটে রেখে দিয়েছে।

'আপনার জন্য আমি কী করতে পারি, প্রভু?' সুরপদ্মন জানতে চাইলেন।

'যুবরাজ সুরপদ্মন, আমি সরাসরি মূল কথায় আসছি। আপনার সুনিপুণ গুপ্তচরেরা নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়েছে যে শীঘ্রই একটা যুদ্ধ বাধতে চলেছে' শিব বললেন।

সুরপদ্মন নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'অযোধ্যা যে ঠিক পথ বেছে নেয়নি সেটাও আশা করি আপনার জানা আছে,' গোপাল বললেন।

'হ্যাঁ। সেটা জানা আছে,' সুরপদ্মনের মুখে হালকা হাসির আভাস। 'কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্তের দোলাচলে থাকার ব্যাপারে অযোধ্যার সুনাম মাথায় রাখলে শেষ পর্যন্ত তারা যে কোন পক্ষে গিয়ে জুটবে সেটা বুঝে ওঠা বেশি লোকের কম্ম নয়।'

সতী হাসলেন, 'বীর রাজপুত্র, আপনি কি করতে চান?'

'দেবী আমি নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী। আর উনি যে মহাদেব নামের যোগ্য উত্তরাধিকারী তাতো প্রভু এর মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন,' সুরপদ্মন উত্তর দিলেন।

মহান প্রভু রুদ্রের সঙ্গে তাঁর নিজের তুলনায় শিব তখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি খানিকটা অস্বস্তির সাথে নিজের আসনে নড়েচড়ে বসলেন।

'তার উপরে আবার, অযোধ্যা অধিরাজ্য হিসাবে অসহ্য,' সুরপদ্মন বলে চললেন। 'স্বদ্বীপের নিজের স্বার্থে তাকে অগ্নি পরীক্ষায় নামাতেই হবে। আর একমাত্র মগধেরই সে ক্ষমতা আছে।'

'একমাত্র প্রবল শক্তিধর মগধই যে অযোধ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' সতী বললেন।

'ঠিক তাই,' সুরপদ্মন সায় দিলেন। 'কেন আমি নীলকণ্ঠের সেনাবাহিনীর সাথে যাওয়াটাই পছন্দ করবো তার দু-দুটো ভালো কারণ দেখালাম।'

শিব, গোপাল ও সতী চুপ করে ছিলেন। অবশ্যম্ভাবী 'কিন্তু'টার অপেক্ষায় ছিলেন তারা।

'এদিকে আবার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আমার অবস্থাটা খানিকটা জটিল করে তুলেছে,' সুরপদ্মন বললেন।

শিবের দিকে ফিরে সুরপদ্মন বলে চললেন, 'প্রভু, আমার দোটানার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। আমার ভাই উগ্রসেন একটা নাগ আতঙ্কবাদী আক্রমণে মারা যায় আর আমার বাবাও প্রতিশোধ নিতে একেবারে মরীয়া হয়ে আছেন।'

বিষয়টার স্পর্শকাতরতা মাথায় রেখে মৃদুস্বরে শিব বললেন, 'সুরপদ্মন, আমার মনে হয় ঘটনাটা . '

'প্রভু, আপনার কথার মাঝখানে বলার জন্যে ক্ষমা করবেন। আমি কিন্তু সত্যিটা জানি,' সুরপদ্মন বলে উঠলেন।

'রাজপুত্র সুরপদ্মন, আমার তা মনে হয় না। জানলে আপনার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হতো।'

সুরপদ্মন হাসলেন। একবার চকিতে অন্ধকের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'প্রভু, অন্ধক আর আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাটার তদন্ত করে দেখেছি। যেখানে আমার ভাই ও তার লোকজন মারা পড়েছিল সেইখানটা আমরা দেখেছি। ঘটনাটা আমাদের জানা আছে।'

সতী প্রশ্ন না করে থাকতে পারলেন না, 'তবে কেন . .?'

'আমি কি করবো, দেবী?' সুরপদ্মন বললেন। 'আমার বাবা একজন শোকগ্রস্ত বৃদ্ধ মানুষ যাঁর স্থির বিশ্বাস যে তাঁর প্রিয় পুত্র একজন মহান বীর ক্ষত্রিয় আর সে কাপুরুষ নাগ আক্রমণের থেকে রাজত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। কি

করে তাঁকে সত্যিটা জানাবো? কি করে তাঁকে বলি যে উগ্রসেন আসলে একজন বড়ো জুয়াড়ী যে এক অসহায় শিশু-আরোহীকে অপহরণ করে কিছু পয়সা কামানোর ধান্দায় ছিল। আমার কি বাবাকে বলা উচিত যে আমার মহান ভাই একজন মা-কে খুন করার চেষ্টা করেছিল যে তার নিজের শিশুকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল? আমি কি এই বলবো যে তথাকথিত খারাপ নাগরাই আসলে নায়ক আর তারাই তাঁর নিজের রাজত্বের এক প্রজাকে তাঁরই ছেলের শয়তানি থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলো? আপনার কি মনে হয় উনি আমার কথা আদৌ শুনবেন বলে?'

'সত্যের মধ্যে মহত্ব আছে। যদি তা আঘাত করে তো তাতেও,' সতী বললেন।

সুরপদ্মন মৃদু হাসলেন। 'এটা মেলুহা নয়, দেবী। ''সত্যের'' প্রতি মেলুহার অনুগত্যকে এখানকার অনেকেই চিন্তাভাবনার গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। চন্দ্রবংশীরা বিভিন্ন বিকল্প সত্য যেগুলি একইসঙ্গে থাকতে পারে তাদের থেকে বেছে নেওয়াটাই পছন্দ করে।'

সতী চুপ করে রইলেন।

সুরপদ্মন শিবের দিকে ঘুরলেন। 'আমার বাবা আমাকে এমন একজন যুদ্ধলোলুপ উচ্চাকাঙ্খী হিসেবে দেখেন যে সিংহাসন পেতে মরীয়া। উনি আমার বড় ভাইকেই পছন্দ করতেন। ও বাবার মতে অনেকটাই চলতো। আমার মনে হয় যে উনি ভাবেন যে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগোতে আমিই উগ্রসেনের মৃত্যু ঘটিয়েছি।'

'আমি নিশ্চিত যে সেটা ঠিক নয়। আপনি ওনার সুযোগ্য পুত্র,' শিব বললেন।

'অন্যজনের প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে গেলে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস লাগে প্রভু,' সুরপদ্মন বললেন। 'তা সে যদি নিজের ছেলেপুলে হয় তো তাতেও। অদৃষ্টের পরিহাস এটাই যে নাগরা আসলে আমার সিংহাসন লাভের পথটাই পরিষ্কার হয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমাকে শুধু বাবার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে করে উনি আমাকে ত্যাজ্য করে অন্য কোনো আত্মীয়কে সিংহাসন না দিয়ে দেন। এই পরিস্থিতিতে, আমি যদি আমার বাবাকে গিয়ে বলি যে অশুভ নাগদের পক্ষে তাঁর প্রিয় ছেলেকে হত্যা

করাটাই ন্যায্য কাজ হয়েছে, তবে হয়তো আমি ইতিহাসে সবচাইতে মূর্খ রাজবংশের লোক হিসেবে নাম করে ফেলবো।'

গোপাল সামান্য হাসলেন। 'রাজপুত্র সুরপদ্মন, যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে আমরা অচলাবস্থায় এসে পড়েছি। এখন কি করা যায়?

সুরপদ্মনের চোখ সরু হয়ে এলো। 'আমাকে শুধু একজন নাগ দিন।'

'আমি তা পারি না,' শিব জানিয়ে দিলেন।

'প্রভু, যে প্রকৃতপক্ষে উগ্রসেনকে মেরেছে আমি তাকেই চাইছি না,' সুরপদ্মন বললেন। 'আমি বুঝতে পারছি সে গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে। আমি শুধু যে কোনো একজন নাগকে চাইছি। আমি তাকেই উগ্রসেনের হত্যাকারী হিসাবে বাবার কাছে পেশ করবো ও তৎক্ষণাৎ তাকে শাস্তি দেবো। আমার বাবা সানন্দে সিংহাসন ছেড়ে সন্ন্যাস নেবেন যাতে আমার ভাইয়ের আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। আর আমিও মগধের সমস্ত শক্তি নিয়ে আপনার পাশে দাঁড়াবো। ব্রঙ্গরা যে আপনার সাথে তা আমি জানি। ব্রঙ্গ আর মগধ একপক্ষে থাকলে জয় নিশ্চিত। প্রভু, আপনি যুদ্ধে জিতবেন আর অশুভও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আপনাকে শুধু একজন এলেবেলে নাগকে বলি দিতে হবে। আর যাই হোক না কেন সে তো এমনিতেও পূর্বজন্মের পাপের জন্য ভুগছেই। আমরা তো আসলে তাকে ভালো কর্মফল অর্জনের একটা সুযোগ দিচ্ছি। আপনি কি বলেন?'

শিব এক মুহূর্তের জন্যেও ইতস্তত করলেন না। 'আমি তা করতে পারি না।'

'প্রভু . '

'আমি তা করবো না।'

'কিন্তু . '

'না।'

সুরপদ্মন আসনে হেলান দিলেন। 'মহান বাসুদেব, মনে হচ্ছে সত্যিই আমরা অচলাবস্থার মধ্যে পড়েছি। যে বাহিনীতে নাগ রয়েছে আমার বাবা আমাকে সেই বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেবেন না যতক্ষণ না ওনার প্রতিশোধস্পৃহা মিটছে।'

গোপাল কিছু বলার আগেই শিব বলে উঠলেন, 'যদি তুমি কোনো পক্ষই না নাও তাহলে?'

সুরপদ্মন ধাঁধায় পড়ে ভুরু কুঁচকোলেন।

'আপনার বাবা যাতে নিরপেক্ষ থাকেন সেইমতো বোঝান,' 'শিব বলে চললেন। 'আমার রণতরীগুলোকে অযোধ্যার সাথে যুদ্ধের জন্য এগোতে দিন। আমরা ওদেরকে হারালে আপনার মূল শত্রুরা দুর্বল হয়ে পড়বে। যদি ওরা আমাদের হারায় তো আমাদের বাহিনী নাগদের সাথে পিছু হটবে। বাকিটা ভেবে নিন। আপনার দুদিকেই লাভ।'

সুরপদ্মন হাসলেন। 'মন্দ নয়।'

— ⁂ —

পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ী সদ্য নগরে এসেছেন। তাদের বিশাল কাশীপ্রাসাদের একটা আলাদা অংশে রাখা হয়েছে। আনন্দময়ী ও আয়ুর্বতী গুণদের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন।

মেলুহী সেনাপ্রধান তাঁর কক্ষের ঝুলবারান্দায় বসে দূরে বয়ে যাওয়া গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিলেন।

'প্রভু,' দ্বাররক্ষী ডেকে উঠলো।

'হ্যাঁ?' পর্বতেশ্বর ঘুরলেন।

'একজন বার্তাবাহক সবেমাত্র আপনার জন্য একটা বার্তা দিয়েছে।'

'দাও তো।'

'আসছি, প্রভু।'

দ্বাররক্ষক ভেতরে আসতে পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন, 'বার্তাটা কে আনলো?'

'মূল প্রাসাদের দ্বাররক্ষক, প্রভু।'

পর্বতেশ্বর অবাক হলেন। 'বাইরের লোক তো ভেতরে আসার অনুমতি পায় না। পায় কি? আমি যেটা জানতে চাইছি সেটা হল বার্তাটা মূল প্রাসাদের দ্বাররক্ষককে কে দিলো?'

দ্বাররক্ষী ঘাবড়ে গেছে মনে হল। 'আমি কি করে জানবো, প্রভু?'

পর্বতেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এইসব স্বদ্বীপবাসীদের নিয়ম-কানুনের কোন ধারণাই নেই। কোনো শত্রু যে পায়চারি করতে করতে তাদের মূল ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েনি কেন সেটাই আশ্চর্যের। তিনি নামমুদ্রা মারা গোটানো ভূর্জপত্র দ্বাররক্ষকের থেকে নিয়ে তাকে চলে যেতে বললেন। নামমুদ্রার ওপরের চিহ্ন পর্বতেশ্বর বুঝতে পারেননি। খানিকটা তারার মতো দেখতে—প্রাচীন জ্যোতিষবিজ্ঞানের নকশায় যেরকমটা ব্যবহার হতো ঠিক সেইরকম। তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে নামমুদ্রার বাঁধন ভেঙে সেটাকে খুললেন। লিপিটা তাঁকে অবাক করে দিয়েছিল। সেটা ছিল উচ্চ পর্যায়ের সূর্যবংশী সামরিক সংকেত লিপির একটা। এটা শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ সূর্যবংশী সেনা আধিকারিকরাই ব্যবহার করেন। যুদ্ধের সময় চূড়ান্ত গোপনীয় বার্তা এতে লেখা হয়। অন্যদের কাছে এটা পুরোপুরি অর্থহীন আবোল-তাবোল লাগবে।

শ্রীযুক্ত পর্বতেশ্বর, মেলুহার প্রতি আপনার আনুগত্য প্রমাণের সময় এসেছে। তৃতীয় প্রহরের শেষে সংকটমোচন মন্দিরের পেছনের উদ্যানে আমার সাথে দেখা করুন। একা আসবেন।

পর্বতেশ্বর নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিলেন। তিনি সহজাতভাবেই দরজার দিকে তাকালেন। তিনি একাই আছেন। পাকানো ভূর্জপত্র তিনি কবজিতে বাঁধা তাবিজে গুঁজে দিলেন।

তাঁকে কি করতে হবে তা তিনি জানেন।

* * *

সংকটমোচন মন্দিরে প্রতিদিনই ঘন্টা, ঢোল আর মন্ত্রের উচ্চারণে ভোরের বাতাস মুখরিত হয়ে যায়। এইভাবে প্রভু হনুমানকে জাগানোর পর ভক্তরা ভজন গান। প্রভু হনুমানও এইভাবেই ধীরে ধীরে তাঁর প্রভু রামকে জাগাতেন। এই পূজাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শেষ হওয়ার পর মহান সপ্তম বিষ্ণু অবতার দর্শন দেন। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা কিন্তু ভোরের হইহট্টগোলের পুরো উল্টো। এই সময়েই পর্বতেশ্বর হেঁটে সেই মহান মন্দিরে ঢুকলেন। পেছনে তাকিয়ে পর্বতেশ্বর নিশ্চিত হলেন যে

কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে না। তারপর তিনি দ্রুত মন্দিরের পেছনের উদ্যানের দিকে পা চালালেন। সেটা একদম নিস্তব্ধ। পর্বতেশ্বর বাগানের একদম শেষের দিকে একটা গাছের কাছে গিয়ে সেটায় হেলান দিয়ে বসলেন।

'কেমন আছেন, সেনাপ্রধান?' একটা নরম নম্র কণ্ঠস্বর জানতে চাইলো।

পর্বতেশ্বর মুখ তুললেন। 'আপনাকে দেখতে পেলে আরো ভালো লাগতো।'

'আপনি কি একা?'

'একা না থাকলে তো আসতাম না।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

পর্বতেশ্বর চলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। 'প্রকৃত মেলুহী হলে আপনি জানতেন যে মেলুহীরা মিথ্যা বলে না।'

'দাঁড়ান, সেনাপ্রধান,' ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে ভৃগু বলে উঠলেন।

পর্বতেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সপ্তর্ষি উত্তরাধিকারীকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ভৃগু কখনো মেলুহার কাজকর্মে নাক গলান নি। জাগতিক জগতের এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে যে ভৃগু নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারেন সেটা পর্বতেশ্বরের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো।

'প্রচুর ঝুঁকি সত্ত্বেও এখানে আমি আপনার মুখোমুখি হতে এসেছি। আপনি যে একা আছেন এটার ব্যাপারে আমার নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল,' ভৃগু হাসলেন।

মহর্ষিকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে পর্বতেশ্বর বললেন, 'মহর্ষিজী, আপনি এখানে কি করছেন?'

'আমার কর্তব্য করছি। আপনি যেমন আপনারটা করছেন।'

'কিন্তু আপনি তো কখনও জাগতিক ব্যাপারে মাথা গলান নি।'

'গলিয়েছি। শুধু দুর্লভ ক্ষেত্রে। আর এটা সেরকমই একটা,' ভৃগু বললেন।

পর্বতেশ্বর চুপ করে রইলেন। তাহলে ভৃগুই আসল নেতা। তিনিই পঞ্চবটীর বাইরে প্রভু শিবের বাহিনীকে আক্রমণ করতে গোপনে মেলুহা-অযোধ্যার মিলিত

বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন। ভৃগুর প্রতি পর্বতেশ্বরের শ্রদ্ধা এক ধাক্কায় অনেকটা নীচে নেমে গেলো। যতই হোক, মহর্ষিও তো মানুষই।

ভৃগু বললেন, 'আপনাকে কি করতে হবে তা আপনি ইতিমধ্যেই জানেন। আমি জানি যে আপনি ভণ্ড নীলকণ্ঠকে আপনার প্রিয় মাতৃভূমিকে আক্রমণ করতে সমর্থন করবেন না।'

পর্বতেশ্বর রাগে ফেটে পড়লেন। 'প্রভু শিব ভণ্ড নন! প্রভু রামের পরে যাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন উনিই তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ!'

ভৃগু অবাক হয়ে পিছিয়ে গেলেন। 'হয়তো আমারই ভুল। আপনি মেলুহাকে যতটা ভালোবাসেন বলে আমার মনে হয়েছিল তা হয়তো নয়।'

'প্রভু ভৃগু। মেলুহার জন্য আমি প্রাণ দিয়ে দেবো,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'কারণ সেটাই আমার কর্তব্য। কিন্তু তা বলে আমি প্রভু নীলকণ্ঠকে ঘৃণা করি এটা ভাবার ভুল করবেন না। উনি আমার কাছে সশরীরে বর্তমান ঈশ্বর।'

ভৃগু আরো অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকালেন। পর্বতেশ্বরের চোখে চোখ রাখলেন তিনি। মহর্ষি সাধারণত সংযমী হলেও তাঁর মুখ অতি সামান্য হলেও হাঁ হয়ে গেলো। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি এমনই একজন দুর্লভ মানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন যিনি যা ভাবেন ঠিক সেটাই বলেন। ভৃগুর ভাবভঙ্গী পালটে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলো। 'ক্ষমা করবেন, সেনাপ্রধান। আপনার খ্যাতি যে যুক্তিযুক্ত তা বুঝতে পারছি। কখনও কখনও এই জগতের ভণ্ড প্রকৃতি আমাদের দুর্লভ অকপট মানুষের প্রতি অসংবেদনশীল করে তোলে।'

পর্বতেশ্বর চুপ করে ছিলেন।

'আপনি কি মেলুহার জন্য লড়বেন?' ভৃগু জানতে চাইলেন।

'শেষ নিঃশ্বাস অব্দি। তবে আমি প্রভু রামের নীতি মেনে লড়বো,' পর্বতেশ্বর ফিসফিস করে বললেন।

'নিশ্চয়ই।'

'আমরা যুদ্ধের নীতি ভাঙবো না।'

ভৃগু চুপচাপ সায় দিলেন।

'মহর্ষিজী, আমি বলি কি, আপনি মেলুহায় ফিরে যান। আমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যাচ্ছি।' পর্বতেশ্বর বললেন।

'এখানে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, সেনাপ্রধান। আপনার কিছু হয়ে গেলে মেলুহার ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে। আপনার সেনাবাহিনীর ভালো নেতার প্রয়োজন।' ভৃগু বললেন।

'আমি প্রভুর অনুমতি ছাড়া যেতে পারবো না।'

ভৃগু ভাবলেন যে তিনি বোধহয় শুনতে ভুল করছেন। 'ক্ষমা করবেন। আপনি কি বললেন যে আপনি যাওয়ার আগে নীলকণ্ঠের থেকে অনুমতি নিতে চাইছেন?'

তিনি সতর্ক ছিলেন। আর 'ভণ্ড নীলকণ্ঠ' বললেন না।

'হ্যাঁ।' পর্বতেশ্বর উত্তর দিলেন।

'কিন্তু উনি আপনাকে যেতে দেবেন কেন?'

'উনি দেবেন কিনা জানি না। কিন্তু এটা জানি যে ওনার অনুমতি ছাড়া আমি যেতে পারি না।'

ভৃগু সতর্কভাবে বললেন, 'ওহো, সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বর, আমার মনে হয় আপনি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না। আপনি যদি নীলকণ্ঠকে বলেন যে আপনি তাঁর শত্রুপক্ষের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন, তো উনি আপনাকে মেরেই ফেলবেন।'

'না, মারবেন না। কিন্তু, যদি মারতেই চান তো সেটাই আমার ভাগ্য হবে।'

'কঠোর কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু ওটা একেবারে মূর্খের কাজ।'

'না। তা নয়। প্রভুকে ছেড়ে যেতে গেলে ভক্তকে এটাই করতে হয়।'

'কিন্তু . '

'প্রভু ভৃগু, আপনার এটা অবাক লাগছে, কারণ আপনি প্রভু শিবের সাথে দেখা করেন নি। ওনার সঙ্গীরা ওনাকে ভয় পেয়ে অনুসরণ করে না। তারা অনুসরণ করে কারণ উনি তাঁদের জীবনের সামনে সব চাইতে প্রেরণাদায়ক উপস্থিতি। আমার ভাগ্য আমাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে আমাকে ওনার বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হতে হচ্ছে। এতে আমার বুকটা ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। আমাকে যা

করতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পেতে গেলে ওনার আশীর্বাদ ও অনুমতি লাগবে।'

ভৃগুর হালকা মাথা নাড়ায় বোঝা গেল যে তিনি অনিচ্ছুকভাবে হলেও শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন। 'এতখানি আনুগত্য জাগিয়ে তোলা—নীলকণ্ঠ অবশ্যই একজন বিশেষ মানুষ হবেন।'

'মহর্ষিজী, উনি শুধুমাত্র একজন বিশেষ মানুষই নন। উনি একজন ভগবান—সশরীরে বর্তমান।'

অধ্যায় ১৬

গোপন উদঘাটিত

'যে জন্য এখানে এসেছিলাম, আমার মনে হয় আমরা তা অর্জন করেছি,' সতী বললেন।

গোপাল, সতী আর শিব সুরপদ্মনের প্রাসাদ থেকে নিজেদের থাকার স্থানে ফিরে এসেছিলেন। আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ সুরপদ্মন তাদের কয়েকদিন থাকার জন্য রাজি করিয়েছিলেন আর শিবের সৈন্যবাহিনীর জন্য কিছু অস্ত্র তৈরি করে দেওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন।

'হ্যাঁ, তা মানছি,' গোপাল বললেন। 'সুরপদ্মনের অস্ত্র প্রদান করাটা প্রধান ব্যাপার নয়। আসলে এটা আমাদের জোটে থাকার জন্য ওর ইঙ্গিত বোঝায়।'

'যদিও মগধের রাজসভা থেকে কেউই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি,' শিব বললেন। 'আমার আশা যে রাজা মহেন্দ্র সুরপদ্মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার মত অবিবেচক কাজ করেননি।'

'আপনি কি মনে করেন অযোধ্যায় রণতরী নিয়ে যাওয়ার সময় সুরপদ্মন বাধা দেবে?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি নিশ্চিত নই,' শিব বললেন। 'মনে হয় ও সহযোগিতা করবে। কিন্তু সেটা নির্ভর করবে ওর পিতা কেমন প্রতিক্রিয়া করেন তার ওপর।'

'ভালোটাই আশা করা যাক,' সতী বললেন।

'আমার ঘোষণাপত্রের কি অবস্থা, পণ্ডিতজী?'

'কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেটা তৈরি করে বিলি করা হয়ে যাবে,' গোপাল বললেন। 'সারা দেশে বাসুদেব পণ্ডিতরা ক্রমাগত আমাদের জনসাধারণ এবং

একই সঙ্গে অভিজাতদের দৈনন্দিন প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চলবেন।'

'কিন্তু বাসুদেব পণ্ডিতরা যদি প্রকাশিত হয়ে পড়েন?'

'না, তাঁরা হবেন না। অভিজাতরা হয়তো জানে যে বাসুদেবগোষ্ঠী নীলকণ্ঠের সঙ্গে আছে, কিন্তু তারা কখনোই নিজেদের রাজ্যের বাসুদেবদের পরিচয় জানে না।'

শিব বড় করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে এবার এটা শুরু হতে চলেছে।'

— ⅄ⵁ𐌵⇡⊛ —
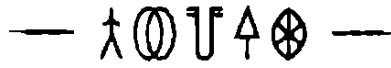
ভগীরথ সন্ধ্যের শেষের দিকে কাশীতে পৌঁছেই সোজা রাজপ্রাসাদে গেলেন। সেখানে পৌঁছতেই তাঁকে জানানো হল যে শিব মগধ গেছেন মিত্রতার সূত্র ধরে সুরপদ্মনকে নিজের পক্ষে টানার জন্য। ভগীরথ তখন নিজের সংবাদ জানানোর জন্য গণেশ আর কার্তিকের সঙ্গে দেখা করলেন।

'দেখে মনে হল অযোধ্যার একটা বিকল্প সহায়ক ব্যবস্থা আছে,' ভগীরথ বললেন। 'তারা ভেবে রেখেছে যে তাদের রণতরী সৈন্য বহন করে গঙ্গার ধার ধরে মেলুহার দিকে যেতে গেলে মাগধীরা তা আটকাবে। তাই তারা মনস্থ করেছে যে অরণ্য কেটে পথ বানাবে আর উত্তর পশ্চিম দিকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাবে ধর্মক্ষেত পর্যন্ত। সেখানে গঙ্গা পেরিয়ে তারপর নতুন বানানো পথ ব্যবহার করে মেলুহা পৌঁছবে।'

'সেটা কাজের,' গণেশ বললো। 'কিন্তু ভীষণ ধীরভাবে হবে সেটা। ঘন অরণ্য কেটে তার মধ্যে দিয়ে মেলুহা পৌঁছতে বহু মাস লাগবে। বোধহয় যুদ্ধ ততদিনে শেষ হয়ে যাবে।'

ভগীরথ সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক।'

গণেশ এগিয়ে এসে ঝুঁকে বললেন, 'কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে আরো কিছু রয়েছে।'

ভগীরথ কষ্ট করে নিজেকে সংযত করে বললেন, 'আমাদের শত্রুপক্ষকে যে

নেতৃত্ব দিচ্ছে তার পরিচয় আমি জানি।'

'মহর্ষি ভৃগু?' কার্তিক বললেন।

ভগীরথ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি করে জানলেন?'

'বাবার বন্ধু। বাসুদেবরা আমাদের বলেছেন,' গণেশ উত্তরে বললেন।

ভগীরথ বাসুদেবদের মাহাত্ম্য কাহিনী শুনেছিলেন, 'বাসুদেবরা সত্যিই আছেন?'

'হ্যাঁ তাঁরা আছেন, বীর সম্রাট পুত্র,' কার্তিক বললেন।

ভগীরথ মৃদু হেসে বললেন, 'তাঁদের মতো মিত্র থাকলে প্রভু শিবের আর আমার মতো অনুগামীর প্রয়োজন নেই।'

গণেশ হেসে বললেন, 'যখন আপনার পরামর্শের সঙ্গে উনি একমত হয়েছিলেন, তখন জানতেন না যে বাসুদেবরা মূল ষড়যন্ত্রকারীর মুখোশ খুলে দেবেন।'

'অবশ্যই,' ভগীরথ বললেন। 'ওদের বিকল্প যে পরিকল্পনা—অভেদ্য অরণ্যের মধ্যে দিয়ে অযোধ্যায় উত্তর-পশ্চিম দিকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাওয়া, অন্তত সেটা এখন আমরা জানি।'

'হ্যাঁ সেটা খুব দরকারি তথ্য, ভগীরথ,' গণেশ বললেন।

কার্তিক হঠাৎ সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সম্রাট পুত্র ভগীরথ, মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আপনার কি দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ'।

কার্তিক উদ্বিগ্ন হয়ে গণেশের দিকে চাইলেন।

'কি ব্যাপার?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'যখন আপনার সঙ্গে উনি কথা বলছিলেন তখন কি আপনার চোখের একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, ভগীরথ?' গণেশ জানতে চাইলেন।

'যদি উনি কথা বলেন তবে তা কোথায় তাকাবেন?'

কার্তিক ঘরের ছাদে তাকিয়ে বললেন, 'প্রভু রাম সহায় হোন।'

'কি হলো?' দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমাদের বলা হয়েছে যে মহর্ষি ভৃগু আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে মন পড়ে নিতে পারেন।'

'কি? সেটা অসম্ভব!'

'উনি একজন সপ্তর্ষি-উত্তরাধিকারী, ভগীরথ,' গণেশ বললেন। 'খুব কম জিনিসই আছে যা তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব। যদি এমনটা ঘটেছিলো যে উনি গভীরভাবে আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাহলে আপনি তখন যা চিন্তা করছিলেন তা তিনি পড়ে ফেলেছেন। তাহলে হয়তো আমাদের পরিকল্পনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি পেয়ে গেছেন।'

'হে ভগবান!' ফিসফিস করে ভগীরথ বললেন।

'মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে যখন কথা বলেছিলেন তখন যা যা চিন্তা করেছিলেন, আমি চাই সেগুলো ভালোভাবে আবার মনে করুন,' গণেশ বললেন।

'আমি তখন বলছিলাম যে . '

কার্তিক ভগীরথকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি কি বলছিলেন সেটা বিষয় নয়, কি চিন্তা করছিলেন সেটাই বিষয়।'

ভগীরথ চোখ বন্ধ করলেন আর মনে করার চেষ্টা করলেন, 'আমি চিন্তা করে ছিলাম যে ষড়যন্ত্রের আসল নেতা আমার জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা হতে পারেন না।'

'সেটা গোপনীয় নয়,' গণেশ বললেন। 'আপনি আর কি কি বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন?'

'যখন উপলব্ধি করলাম যে মহর্ষি ভৃগুই আসল নেতা—মনে পড়ছে তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'আমি হলে আমার ভয়ের কারণগুলো ওঁনাকে জানতে দিতাম না,' কার্তিক বললেন। 'কিন্তু এটাও আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

'মনে পড়ছে, চিন্তা করছিলাম যে প্রভু শিব আমায় অযোধ্যায় পাঠিয়েছেন, কে আসল নেতা সেটা আবিষ্কার করার জন্য।'

'আবার বলছি,' গণেশ বললেন। 'শত্রুর জানার পক্ষে এটা খুব একটা ক্ষতিকর তথ্য নয়।'

ভগীরথ বলে চললেন, 'পঞ্চবটিতে মেলুহা-অযোধ্যার মিলিত নৌ-আক্রমণ আর কেমন করে সেই আক্রমণ আমরা প্রতিহত করেছি সেই বিষয়ে চিন্তা করেছিলাম।'

গণেশ মনে মনে গালাগালি করলেন।

ভগীরথ ক্ষমা চাওয়ার দৃষ্টিতে গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে মহর্ষি ভৃগু পঞ্চবটীর প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে আমি খুবই দুঃখিত গণেশ।'

কার্তিক ভগীরথের হাতে আলতো করে চাপড় মেরে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনি তো ইচ্ছে করে এমন ঘটান নি, সম্রাট পুত্র ভগীরথ। আর কিছু?'

'হে ভগবান রুদ্র!' ফিসফিস করে উঠলেন ভগীরথ।

গণেশের চোখ কুঁচকে ছোট হলো, 'কি?'

'পর্বতেশ্বর দলত্যাগ করে মেলুহা চলে যেতে চাইছেন সেই ব্যাপারে চিন্তা করেছিলাম,' ভগীরথ বললেন।

গণেশ দমবন্ধ করে ফেললেন আর কার্তিক মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'এখন কি হবে দাদা?'

'মাসীকে এখানে ডেকে আনো কার্তিক।' গণেশ তার ভাই কার্তিককে বললেন নাগরাণী কালীকে এখানে ডেকে আনতে। 'আমরা জানি যে কি করতে হবে, কিন্তু বাবার ক্রোধ প্রচণ্ড হবে। মাসীই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবে। আমরা জানতে চাই তিনি আমাদের সঙ্গে সহমত কিনা।'

কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিচলিত ভগীরথ গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যে ভয় করছি আশা করি আপনারা তা ভাবছেন না।'

'আমাদের কি আর কোন উপায় আছে ভগীরথ? মহর্ষি ভৃগু প্রথম সুযোগেই পর্বতেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন আর তাঁকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবেন।'

'গণেশ, পর্বতেশ্বর আমার ভগ্নীপতি। আমরা তাঁকে হত্যা করতে পারি না!'

গণেশ অবাক হাত তুলে থামিয়ে বললেন, 'ওনাকে হত্যা করবো? কি সব বলছেন আপনি ভগীরথ?'

ভগীরথ চুপ করে রইলেন।

'আমি কেবল পর্বতেশ্বরকে বন্দী করতে চাই যাতে তিনি পালাতে না পারেন।'

ভগীরথ কিছু বলতে যেতে গণেশ বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। যদি পর্বতেশ্বর ওদের দলে চলে যান। তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। উনি একজন অসাধারণ কুশলী সেনাপতি।'

ভগীরথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি আপনার কথা অস্বীকার করছি না। যা করার প্রয়োজন তা করতে তো হবেই, কিন্তু আমরা ওনাকে মেরে ফেলতে পারি না। আমার দিদিকে বিধবা করার দায় আমি নিতে পারবো না।'

'পর্বতেশ্বরের মতো মানুষকে হত্যা করার কথা স্বপ্নেও ভাবি না। কিন্তু ওনাকে বন্দী করতেই হবে। কারণ আমরা সকলেই জানি, মহর্ষি ভৃগু হয়তো ইতিমধ্যেই ওনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নিয়েছেন।'

ভয় জাগানো নিস্তব্ধতায় ভরা কাশীর আশীঘাটে চাঁদবিহীন রাত ছেয়ে রয়েছে। সাধারণত ব্যস্ত বন্দর আশীঘাটে রাতে কম জলযান আসে। কিন্তু অন্ধকারের জন্য এমনকি কয়েকজন সাহসী জলযান পরিচালক পর্যন্ত বন্দরে জলযান লাগায় নি।

চুপচাপ ও বিষণ্ণ পর্বতেশ্বর ঘাট থেকে ফিরে আসছিলেন। নিজেকে কাপড়ে ঢেকে রাখা ভৃগুকে ছিপ নৌকাতে ছেড়ে, যে নৌকাটি তাঁকে নিয়ে মাঝনদীতে নোঙর করে থাকা বড় জলযানে ফিরে যাবে। ভৃগু ইচ্ছে করেই সামান্য সময়ের জন্য প্রয়াগে থামবেন আর তারপর মেলুহার দিকে যাত্রা করবেন।

'প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বর!'

পর্বতেশ্বর চোখ তুলে কালীকে দেখতে পেলেন। মশালের কাঁপাকাঁপা আলোয় দেখা গেল যে কালীকে সঙ্গ দিচ্ছেন গণেশ, কার্তিক আর প্রায় পঞ্চাশজন সৈনিক। পর্বতেশ্বর মৃদু হাসলেন।

'একজন মানুষকে শেষ করার জন্য আপনি পঞ্চাশজন সৈন্য এনেছেন?' পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর হাত তলোয়ারের বাঁটে রাখা। 'আমার সম্বন্ধে আপনি দেখছি খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, রাণী কালী।'

'আপনি কি পালানোর পরিকল্পনা করছেন?' কালী জানতে চাইলেন।

সৈন্যরা তাড়াতাড়ি পর্বতেশ্বরকে ঘিরে ফেললো। পালানো অসম্ভব।

পর্বতেশ্বর উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন—তখনই পরিচিত কাউকে কার্তিকের পাশে দেখতে পেলেন তিনি।

'ভগীরথ?'

'হ্যাঁ,' ভগীরথ উত্তর দিলেন। 'আজ দিনটা আমার কাছে দুঃখের।'

'সেটা আমি নিশ্চিতভাবে জানি,' ব্যঙ্গ করে বলে পর্বতেশ্বর কালীর দিকে ঘুরলেন, 'তা রাণী কালী, আপনি কিভাবে কাজটা করতে চান? সোজাসুজি আমায় হত্যা করবেন না প্রভু নীলকণ্ঠ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন?'

'তাহলে স্বীকার করছেন যে আপনি বিশ্বাসঘাতক,' কালী বললেন।

'যতক্ষণ না আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করছেন আমি কিছু স্বীকার করবো না।'

'যদি আপনি পালাতে চেষ্টা করেন তবেই আমি জিজ্ঞাসা করবো।'

'তাই যদি হতো তবে আমি আশীঘাট থেকে হেঁটে ফিরতাম না, দেবী।'

'মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে আপনি দেখা করেছেন?' গণেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

পর্বতেশ্বর কখনো মিথ্যে বলেন না। 'হ্যাঁ,' তিনি বললেন।

কালী জোরে নিঃশ্বাস ফেলে তলোয়ারে হাত দিলেন।

'মাসী,' গণেশ নাগরাণীকে ক্রোধ-নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বললেন। 'মহর্ষি কোথায়, প্রধান সেনাপতিজী?'

'উনি নৌকায় ফিরে গেছেন,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'বোধহয় মেলুহার পথে।'

'আপনি জানেন এরপর কি হবে। জানেন না?' কালী জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি কি সৈনিকের মতো মরতে পারবো?' পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনারা কি একে একে আক্রমণ করবেন যাতে আপনাদের কয়েকজনকে মারার সৌভাগ্য আমার হবে? অথবা কাপুরুষ হায়নার দলের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন?'

'কেউই মরবে না প্রধান সেনাপতিজী,' গণেশ বললেন। 'আমাদের নাগদের একটা বিচার ব্যবস্থা আছে। আপনার বিশ্বাসঘাতকতা বিচারালয়ে প্রমাণিত হলে তবেই আপনি শাস্তি পাবেন।'

'কোন নাগ আমার বিচার করতে পারবে না,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'দুই বিচার ব্যবস্থাকে মান্য করি আমি। এক, মেলুহার বিচার ব্যবস্থা আর অন্যটা প্রভু নীলকণ্ঠর।'

'তাহলে নীলকণ্ঠ ফিরে এলে তাঁর বিচার পাবেন।' কালী সৈন্যদের বললেন, 'প্রধান সেনাপতিকে বন্দী কর।'

পর্বতেশ্বর কোন তর্ক করলেন না। তিনি হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন আর যে হাত কড়া লাগাতে থাকলো তার বিমর্ষ হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকালেন। সে ছিল নন্দী।
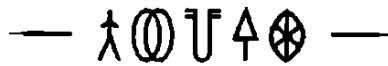
শিব, সতী আর গোপাল নীলকণ্ঠর থাকার স্থানে রাতে খাওয়া সারছিলেন।

'রণতরীর প্রধান চালক সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন,' সতী বললেন। 'সব অস্ত্র বোঝাই করা হয়ে গেছে। কাল সকালেই কাশীর দিকে যাত্রা করতে পারি আমরা।'

'ভালো,' শিব বললেন। 'কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের প্রচার শুরু করতে পারি।'

গোপাল এটা অনুমান করে বললেন, 'মগধের নরসিংহ মন্দিরের বাসুদেব পণ্ডিতকে ইতিমধ্যে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি সেটা রাজা চন্দ্রকেতুকে পাঠিয়ে দেবেন। বার্তা পেয়ে তিনি নৌবহর নিয়ে বৈশালী বন্দরে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবেন।'

'ভগীরথ, গণেশ আর কার্তিক ওদের সঙ্গে অযোধ্যা অবধি যাবে,' শিব বললেন। 'পূর্বদিকের বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে গণেশ।'

'খুব ভালো সিদ্ধান্ত,' গোপাল বললেন।

'পশ্চিমদিকের যে বাহিনী—যাতে আছেন বাসুদেবগণ, নাগরা আর নাগদের সঙ্গে যোগ দেওয়া ব্রঙ্গরা, তারা আমার নির্দেশে মেলুহা আক্রমণ করবে। কাশী পৌছনোর এক সপ্তাহের মধ্যেই কালী আর পর্বতেশ্বরকে নিয়ে আমরা নৌযাত্রা করবো।'

'আমি ইতিমধ্যেই উজ্জয়িনীতে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি,' গোপাল বললেন। 'রণতরীর খুলে ফেলা বিভিন্ন অংশ নিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী বেরিয়ে আসবে যেগুলো নর্মদাতে জুড়ে ফেলা হবে। আমরা একসাথে পশ্চিম সমুদ্রে যাত্রা করবো আর সমুদ্রের উপকূল ধরে লোথালে পৌছবো।'

'আপনাদের রণহস্তীদের কি সংবাদ, পণ্ডিতজী?' সতী জানতে চাইলেন। 'তারা মেলুহাতে কিভাবে পৌছবে?'

'আমাদের হস্তী বাহিনী উজ্জয়িনী থেকে অরণ্যের মধ্য দিয়ে যাবে আর লোথালে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে,' গোপাল উত্তরে বললেন।

'গোপালজী, নরসিংহ মন্দিরের পণ্ডিতজী কি একই সঙ্গে পঞ্চবটীতে সুপর্ণাকে একটা বার্তা পাঠাতে পারবেন?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন। 'নিজের অবর্তমানে কালী সুপর্ণাকে নাগ সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছেন। তারা যেন নর্মদায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়।'

'আমি বার্তা পাঠাবো, নীলকণ্ঠ,' গোপাল বললেন।

অধ্যায় ১৭

বন্দী হওয়া সম্মান

রাজপ্রাসাদের তলায় মাটির নিচের একটা ঘরকে সাময়িকভাবে কারাগার বানানো হয়েছে। সেখানেই রয়েছেন সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বর। যদিও শান্তিপূর্ণ কাশীর সাধারণ কারাগার যথেষ্টই মানবিক, পর্বতেশ্বরের মাপের কাউকে সাধারণ বন্দীদের সাথে রাখার মানে তাঁর সম্মানে আঘাত করা। বিশাল ঘরখানা রীতিমতো সুসজ্জিত হলেও তাতে কোনো জানালা ছিল না। পর্বতেশ্বরের হাত-পা ছিল ভালোরকম ভাবেই বাঁধা। কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। একদল তুখোড় নাগসৈনিককে একটিমাত্র বেরোনোর পথে পাহারায় লাগানো হয়েছিল। এছাড়াও দুজন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক সবসময় পর্বতেশ্বরের উপর নজর রাখছিলো। প্রাথমিকভাবে নজরদারীর দায়িত্বে ছিলেন নন্দী ও পরশুরাম।

'ক্ষমা করবেন, সেনাপ্রধান', পরশুরাম বলে উঠলেন।

পর্বতেশ্বর হাসলেন। 'ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই, পরশুরাম। তুমি তো শুধু নির্দেশ মানছো। সেটাই তোমার কর্তব্য।'

নন্দী পর্বতেশ্বরের উল্টোদিকে বসলেও মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন।

'সেনানায়ক নন্দী? তুমি কি আমার ওপরে রেগে আছো?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

'আপনার উপর রাগবার অধিকার কি আমার আছে সেনাপ্রধান?'

'আমার কোন ব্যাপার যদি তোমায় অস্থির করে তোলে তো তোমার রাগবার অধিকার আছে বৈকি। প্রভু রাম তো আমাদের বলেইছেন যে ''সবসময় নিজের প্রতি সৎ থাকবে''।'

নন্দী চুপ করে রইলেন।

পর্বতেশ্বর বিষণ্ণভাবে হেসে অন্যদিকে তাকালেন।

নন্দী কথা বলার সাহস জোগাড় করে বললেন, 'সেনাপ্রধান, আপনি কি নিজের প্রতি সৎ থাকছেন?'

'হ্যাঁ। থাকছি।'

'ক্ষমা করবেন। আপনি কিন্তু তা থাকছেন না। আপনি আপনার জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।'

পর্বতেশ্বর যে রীতিমতো চেষ্টার ফলে সংযম বজায় রাখতে পারছিলেন তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো। 'খুব দুর্ভাগ্যবানদেরকেই তাদের ঈশ্বর ও স্বধর্মের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হয়।'

'আপনি কি বলতে চান যে আপনার ব্যক্তিগত ধর্ম আপনাকে ভালোর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?'

'সেরকম কিছু আমি বলছি না, সেনানায়ক নন্দী। কিন্তু মেলুহার প্রতি আমার কর্তব্যটাই আমার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।'

'আপনার নিজের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাও বিশ্বাসঘাতকতা।'

'কেউ কেউ বলতে পারে যে মাতৃভূমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরও বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা।'

'আমি মানতে পারছি না। এটা ঠিকই যে মেলুহা আমার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু মেলুহার খাতিরে আমি নিজের জীবন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়বো না। সেটা পুরোপুরি অন্যায় হবে।'

'সেনানায়ক নন্দী, তুমি যে ভুল করছো তা তো আমি বলছি না।'

'তাহলে আপনি যে নিজে ভুল করছেন সেটা স্বীকার করুন।'

'আমি তো সেটাও বলিনি।'

'এটা কি করে সম্ভব সেনাপ্রধান?' নন্দী জানতে চাইলেন। 'আমরা দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় নিয়ে কথা বলছি। আমাদের একজনের ভুল তো হতেই হবে।'

পর্বতেশ্বর হাসলেন। 'এটাই তো দৃঢ় সূর্যবংশী বিশ্বাস—সত্যির বিপরীতে মিথ্যা হতেই হবে।'

নন্দী চুপ করে রইলেন।

'কিন্তু আনন্দময়ী আমাকে একটা দারুণ জিনিস শিখিয়েছে,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'তোমারও একটা সত্যি আছে আর আমারও একটা সত্যি আছে। চরম সত্য বলে কিছুই নেই।'

'চরম সত্য আছে, যদিও সত্যি চিরকালই মানুষের কাছে ধাঁধা হয়ে থেকেছে,' পরশুরাম বললেন। 'আর যতদিন আমরা এই নশ্বর দেহে বাঁধা পড়ে থাকবো ততদিন সেটা ধাঁধা হয়েই থাকবে।'

— —
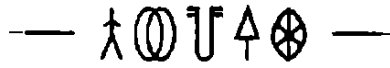
রক্ষীকে এক ধাক্কায় সরিয়ে হুড়মুড়িয়ে কাশী প্রাসাদের মধ্যে ভগীরথের কক্ষে ঢুকলেন আনন্দময়ী।

'তুই কি সর্বনাশ করেছিস বলতো?' চেঁচালেন আনন্দময়ী।

ভগীরথ তৎক্ষণাৎ উঠে দিদির দিকে এগিয়ে গেলেন। 'দিদি, আমাদের কোনো উপায় ছিল না .   '

'যত্তসব ফালতু কথা! উনি আমার স্বামী! তোর এতবড়ো সাহস!'

'দিদি, উনি যে আমাদের পরিকল্পনা পাচার করবেন এমন একটা সম্ভাবনা
'

'তুই পর্বতেশ্বরকে চিনিস না? তোর কি মনে হয় যে ওঁর পক্ষে কোনোরকম অনৈতিক কাজ করা সম্ভব বলে যখনই তোরা প্রভু নীলকণ্ঠর নির্দেশ নিয়ে আলোচনা করিস তখনই উনি দূরে সরে যান। তোদের "গোপন" সামরিক পরিকল্পনার কোনোটাই ওনার জানা নেই!'

'তুই ঠিক বলছিস। আমি দুঃখিত।'

'তাহলে উনি কেন বন্দী হয়ে আছেন?'

'দিদি, ওটা শুধুমাত্র আমার একার সিদ্ধান্ত নয় .   '

'যত্তসব বাজে কথা! উনি কেন বন্দী হয়ে আছেন?'

'উনি পালিয়ে যেতে পারেন যদি ...'

'পালাতে চাইলে উনি পালাতে পারতেন না বলে তোর মনে হয়? উনি প্রভু নীলকণ্ঠের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কেবলমাত্র তার পরেই উনি মেলুহায় যেতে পারতেন।'

'উনি সেটাই বলেছেন। কিন্তু ...'

'কিন্তু? বলি ''কিন্তু''র মানেটা কি, অ্যাঁ? পর্বতেশ্বর মিথ্যা বলতে পারেন বলে তোর মনে হয়? তুই ভাবিস যে ওঁর মিথ্যা বলার সামর্থ্য আছে?'

'না।'

'উনি যদি বলে থাকেন যে প্রভু শিবের না ফেরা পর্য্যন্ত উনি যাবেন না, তাহলে বিশ্বাস কর যে উনি কোথাও যাচ্ছেন না!'

ভগীরথ চুপ করে রইলেন।

আনন্দময়ী ভাইয়ের কাছে এগিয়ে গেলেন। 'তোরা কি ওঁকে হত্যা করার মতলব আঁটছিস্?'

'না, আনন্দময়ী!' ভগীরথ চমকে উঠলেন। 'কি করে ভাবছিস যে আমি এমনটা করতে পারি?'

'দেখ, আমার সাথে ছলচাতুরী করিস না, ভাই। আমার স্বামীর কিছু হয়ে গেলে প্রভু নীলকণ্ঠ কতটা ক্ষেপে যাবেন তা তুই জানিস—যদি কোন দুর্ঘটনাও হয়। তুই আর তোর দলবল আমাকে খাটো করে দেখলেও ওনাকে তো ভয় পাস। ভুলভাল কিছু করার আগে ওঁর ক্রোধের কথাটা মাথায় রাখিস।'

'দিদি, আমরা ...'

'প্রভু নীলকণ্ঠ সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরবেন। ততদিন অব্দি তোরা যেখানে ওঁকে বন্দী করে রেখেছিস আমি সেই ঘরের বাইরে সবসময় পাহারা দেব। কেউ ওঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তাকে প্রথমে আমার সাথে লড়তে হবে।'

'দিদি, কেউই ...'

ভগীরথের কথা মাঝপথে থাকতেই আনন্দময়ী ঘুরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে

গেলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটোখাটো চেহারার কাশীর সৈন্যকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলেন তিনি। ওদিকে সৈন্যটি হুড়মুড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই দরজাও দমাস করে বন্ধ হয়ে গেল।

— —
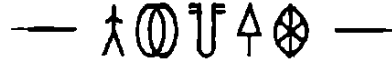
আয়ুর্বতী আনন্দময়ীর কাঁধে হাত রাখলেন। পর্বতেশ্বর যে কক্ষে বন্দী আছেন তার বাইরে অযোধ্যার সম্রাটকুমারী বসে রয়েছেন। গত কয়েকদিন আনন্দময়ী সেখান থেকে নড়তেই চাননি।

'কেন আপনি আপনার কক্ষে গিয়ে ঘুমোচ্ছেন না,' আয়ুর্বতী বললেন। 'আমি এখানে বসছি।'

আনন্দময়ী গোঁ ধরে ছিলেন। তিনি রাজী হলেন না। বুনো ঘোড়ার পক্ষেও তাঁকে টেনে সরানো অসম্ভব।

'আনন্দময়ী . '

'আয়ুর্বতী, ওরা আমাকে ওঁর সাথে দেখা করতেও দিচ্ছে না,' আনন্দময়ী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন।

আয়ুর্বতী আনন্দময়ীর পাশে বসলেন।

'আমি জানি '

দরজার পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকা নাগসৈনিকদের দিকে ফিরে আনন্দময়ী চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমার স্বামী কোন অপরাধী নয়।'

আয়ুর্বতী আনন্দময়ীর হাত ধরলেন। 'শান্ত হোন এই সৈনিকেরা শুধু নির্দেশ পালন করছে . '

'উনি অপরাধী নন। . উনি ভালোমানুষ . '

'জানি . '

আয়ুর্বতীর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করলেন আনন্দময়ী।

আয়ুর্বতী তাঁকে শান্ত করতে করতে বললেন, 'শান্ত হোন।'

আনন্দময়ী মাথা তুলে আয়ুর্বতীর দিকে তাকালেন। 'সারা পৃথিবী ওঁর বিরুদ্ধে চলে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না। এমনকী যদি নীলকণ্ঠও ওঁর বিরুদ্ধে যান তাতেও আমার বয়ে গেল। আমি আমার স্বামীর সাথেই থাকবো। উনি ভালোমানুষ . খুবই ভালো!'

'নীলকণ্ঠের উপর বিশ্বাস রাখুন। তাঁর বিচারে বিশ্বাস রাখুন। উনি কাশী ফিরবার সাথে সাথেই ওঁর সাথে কথা বলুন।'
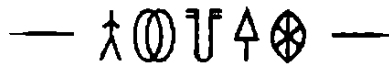
শিবের রণতরী যখন আশীঘাটে নোঙর ফেলার তোড়জোড় করছে সূর্য তখন ঠিক মাথার উপরে। শিব, সতী ও গোপাল রণতরীর বেষ্টনীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'আমি যতবারই এখানে আসি ততবারই যে রাজা অতিথিগ্ব কেন এরকম জাঁকালো অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন তা আমার মাথায় ঢোকে না,' বিশাল চাঁদোয়া ও অপেক্ষায় থাকা জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন শিব।

গোপাল হাসলেন। 'বন্ধু, আমার মনে হয় না যে রাজা অতিথিগ্বই লোকেদের জড়ো হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জনগণ নিজেদের তাগিদেই তাঁদের নীলকণ্ঠকে অভ্যর্থনা জানাতে জড়ো হয়েছেন।'

'হুঁ। তবে এটার কোনো দরকারই নেই,' শিব বলে উঠলেন। 'আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ওদের কাজকম্মো ছেড়ে আসাটা উচিত নয়। আমাকে সত্যিকারের সম্মান জানাতে চাইলে ওঁদের উচিত নিজেদের কাজের প্রতি আরো পরিশ্রম করা।'

গোপাল হেসে ফেললেন। 'সাধারণত লোকেরা যা চায় তাই করে—যা করা উচিত তা নয়।'

এতক্ষণে রণতরী অনেকটা কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। এর ফলে বন্দরে দাঁড়ানো লোকেদের মুখের ভাব তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলই—এমনকী উঁচু চত্বরে দাঁড়ানো অভিজাতদেরও।

'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে,' সতী বললেন।

'সবাইকে এত বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে কেন?' গোপাল বলে উঠলেন।

শিব তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জনতাকে লক্ষ্য করলেন। 'আপনাদের কথাই ঠিক। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে।'

'রাজা অতিথিগ্বকেও বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে,' সতী বললেন।

'কালী, গণেশ, কার্তিক ও ভগীরথ উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছে। ওরা কি নিয়ে এত মুশকিলে পড়েছে?' শিব বলে উঠলেন।

সতী শিবের গায়ে আলতো চাপ দিয়ে বললেন, 'আনন্দময়ীর দিকে দেখো।'

'কই?' অভিজাতদের জন্যে ঘিরে রাখা জায়গায় আনন্দময়ীকে দেখতে না পেয়ে জানতে চাইলেন শিব।

'ওই তো ভীড়ের মধ্যে,' চোখের ইশারার সাথে বললেন সতী। 'রণতরীর পাটাতন যেইখানটায় পড়বে ঠিক সেইখানটায়।'

গোপাল বললেন, 'বন্ধু, মনে হচ্ছে উনি হয়তো যেই মুহূর্তে আপনি নামবেন, সেই মুহূর্তেই আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'শিব, ওকে খুবই অস্থির লাগছে,' সতী বলে উঠলেন।

শিব বন্দরের পুরোটায় চোখ বুলিয়ে মৃদুস্বরে জানতে চাইলেন, 'পর্বতেশ্বর কোথায়?'
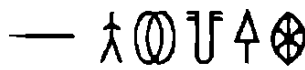
নীলকণ্ঠ হুড়মুড়িয়ে অস্থায়ী কারাগারে ঢুকতেই রক্ষীরা পাশে সরে দাঁড়ালো। সতী, গোপাল, আনন্দময়ী ও কালী কোনোমতে তাঁর সাথে তাল রাখার চেষ্টা করছিলেন।

শিবের চোখে পড়লো বীরভদ্র, পরশুরাম ও নন্দী শেকল বাঁধা পর্বতেশ্বরের সাথে গভীর আলোচনায় মগ্ন।

'বলি এই সবের মানেটা কি?' ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন শিব।

'প্রভু'। পর্বতেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। শিকলগুলোতে ঝনঝন আওয়াজ উঠলো।

নন্দী, বীরভদ্র ও পরশুরামও উঠে দাঁড়ালেন।

'ওনার শিকল খুলে দাও।'

কালী মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, 'শিব, আমার মনে হয় ওটা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ ’

'এক্ষুনি শেকল খোলো!'

নন্দী ও পরশুরাম তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে পড়লেন। ঝটপট শিকল খোলা হল। পর্বতেশ্বর তার কবজি ঘষছিলেন যাতে অবাধে রক্ত চলাচল করতে পারে।

'আমি পর্বতেশ্বরের সাথে একা থাকতে চাই।'

'শিব . ’ বীরভদ্র বললেন।

'ভদ্র, আমি কি আমার কথাটা বোঝাতে পারিনি? এই মুহূর্তে সবাই বেরিয়ে যাও।'

কালী আপত্তি জানাতে মাথা ঝাঁকালেও শিবের কথা মেনে নিলেন। আর বাকীরা কোনোরকম প্রতিবাদের চিহ্ন ছাড়াই বেরিয়ে গেলেন।

শিব পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরলেন। রাগে তাঁর চোখ জ্বলছে।

পর্বতেশ্বরই প্রথম কথা বললেন। 'প্রভু . ’

শিব হাত তুলে ইশারায় তাঁকে চুপ করে থাকতে বললেন। পর্বতেশ্বরও তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেলেন।

শিব অন্যদিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়চারি করছিলেন। নিজের মনকে শান্ত করতে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন। খুড়ো মনোভুর কথা তাঁর মনে পড়লো।

রাগই তোমার শত্রু। নিয়ন্ত্রণ করো ওটাকে। ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করো।

যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর মধ্যেকার রাগ যে দলা পাকিয়ে উঠছে শিব তা অনুভব করতে পারছিলেন। ঠিক যেন একটা কুণ্ডলী পাকানো সাপ ছোবলের জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তাঁর মন তাঁকে এটাও বলছিল যে এই বিষয়টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি ক্ষেপে গিয়ে ভুলভাল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

হৃদয় আর মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হতেই শিব পর্বতেশ্বরের দিকে ঘুরে বললেন, 'আমাকে বলুন এটা সত্যি নয়। শুধু একবারটি বলুন। আমি বিশ্বাস করে নেব তা—যে যাই বলুক না কেন।'

'প্রভু, আমার জীবনে নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে এটাতেই সবচাইতে অসুবিধা হয়েছে।'

'পর্বতেশ্বর, আপনি কি আমার সাথে লড়তে চান?'

'না প্রভু, না। কিন্তু আমি মেলুহার রক্ষার কর্তব্যে বাঁধা পড়ে আছি। শুধু এটাই আশা করছি যে কোনো একটা অলৌকিক কিছু ঘটুক যাতে আপনার আর মেলুহার বিপরীত পক্ষে না থাকাটা নিশ্চিত হয়।'

'অলৌকিক? অলৌকিক? আপনি কি শিশু, পর্বতেশ্বর? আপনার কি মনে হয় যে সোমরস যেখানে জড়িত সেখানে মেলুহার সাথে আমার মিটমাট করে নেওয়া সম্ভব?'

'না, প্রভু।'

'আপনার কি মনে হয় যে সোমরস অশুভশক্তি নয়?'

'না, প্রভু। সোমরস অশুভশক্তিই বটে। আপনাকে ওটাকে অশুভশক্তি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওটার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি।'

'তাহলে আপনি কেন সোমরস রক্ষা করার জন্য লড়ছেন?'

'আমি শুধু মেলুহা রক্ষার জন্যই লড়বো।'

'কিন্তু ওরা তো একই পক্ষে।'

'প্রভু, সেটাই তো আমার দুর্ভাগ্য।'

'আপনি জেদ ধরে. '

শিব সময়মতো নিজেকে সামলে নিলেন। পর্বতেশ্বর চুপ করেই ছিলেন। তিনি জানতেন যে শিবের ক্রোধ ন্যায্য।

'ভৃগু কি আপনাকে এটা করতে বাধ্য করছেন? আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এমন কাউকে কি তিনি আটকে রেখেছেন? সেটা আমরা সামলে নিতে পারি।

আমি যতক্ষণ বেঁচে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এমন কারো কোনো আঘাত লাগবে না।'

'প্রভু, মহর্ষি ভৃগু আমাকে কোনোভাবেই জোর করছেন না।'

'প্রভু রুদ্রের দিব্যি, তাহলে কে আপনাকে এটা করাচ্ছে?'

'আমার আত্মা। আমার অন্য কোনো পথ নেই। আমাকে ওটাই করতে হবে।'

'পর্বতেশ্বর, এর কোনো মানেই নেই। আপনি কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে আপনার আত্মা আপনাকে অশুভ শক্তির পক্ষে লড়ার জন্যে বাধ্য করছে?'

'প্রভু, আমার আত্মা শুধু আমাকে মাতৃভূমির জন্যে লড়িয়ে দিচ্ছে। এই ডাক আমি ফেরাতে পারি না। এটাই আমার কর্তব্য।'

'পর্বতেশ্বর, আপনার আত্মা আপনাকে বিপজ্জনক পথে নিয়ে যাচ্ছে।'

'তবে তাই হোক। কোন বিপদেই যেন কেউ তার নিজের পথ থেকে বিচ্যুত না হয়।'

'এসব কি যা তা বলছেন? আপনি কি ভাবেন যে ভৃগু আপনার কথা ভাবেন? উনি শুধুমাত্র সোমরসের জন্যেই ভাবেন। আমাকে বিশ্বাস করুন—আপনার কাজ মিটে গেলেই আপনাকে মেরে ফেলা হবে।'

'নিজের নিজের কাজ মিটে গেলে আমরা সবাই মারা যাবো। এটাই জগতের নিয়ম।'

শিব গভীর হতাশায় দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

পর্বতেশ্বর বলে চললেন, 'প্রভু, আমি জানি যে আপনি রেগে গেছেন। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যই হল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা। এবং তা সাধনের জন্যে যা যা করা উচিত সবই আপনাকে করতে হবে।'

শিব কোনো কথা না বলে পর্বতেশ্বরের দিকে চেয়েছিলেন।

'আমি শুধু এইটুকু চাইছি যে আপনি বুঝুন যে আপনাকে যেমন আপনার কর্তব্য করতে হবে, আমাকেও আমারটা করতে হবে। যতক্ষণ না আপনি অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করেন ততক্ষণ আপনার আত্মা আপনাকে বিশ্রাম নিতে দেবে না।

আমার আত্মাও আমাকে ততক্ষণ বিশ্রাম নিতে দেবে না যতক্ষণ না আমি মেলুহাকে রক্ষার জন্যে যা কিছু করা সম্ভব তার সবটা করে উঠি।'

শিব নিজের মুখে হাত বুলিয়ে কোনোভাবে শান্ত থাকার চেষ্টা করছিলেন। 'পর্বতেশ্বর, আপনার কি মনে হয় আমি ভুল করছি?'

'প্রভু। এটা বলবেন না। আমার পক্ষে কি কখনও এমনটা ভাবা সম্ভব? অন্যায় কোনো কাজ আপনি কখনই করতে পারেন না।'

'তাহলে আপনার মাথার এইসব অদ্ভুত চিন্তাগুলো আমাকে দয়া করে বোঝান। যদিও আপনি জানেন যে আমার পথটাই ঠিক, তবুও আপনি আমার সাথে চলবেন না। উল্‌টে আপনি এমন পথে যাচ্ছেন যা আপনাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। প্রভু রুদ্রের দিব্যি, কেন?'

'স্বধর্ম নিধনম্ শ্রেয়ঃ পর ধর্ম ভয়াবহ,' বললেন পর্বতেশ্বর। 'অন্য কারোর পথে চলার চেয়ে নিজের কর্তব্য পালনের পথে মৃত্যুও ভালো। কারণ অন্যের পথ সত্যিই বিপজ্জনক।'

শিব এমনভাবে এক দৃষ্টিতে পর্বতেশ্বরের দিকে চেয়েছিলেন যেন তা অনন্তকাল ধরে চলছিল। তারপরেই তিনি ঘুরে হাঁক দিলেন।

'নন্দী! ভদ্র! পরশুরাম!'

তাঁরা দৌড়ে ঢুকলেন।

শিব বললেন, 'সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বর আমাদের বন্দী হয়েই থাকবেন।'

'আপনার যেমন নির্দেশ, প্রভু,' অভিবাদন জানিয়ে বললো নন্দী।

'আর নন্দী, সেনাপ্রধানকে শেকল পরানো হবে না।'

অধ্যায় ১৮

সম্মান না বিজয়?

'আমার মতে অন্য কোন উপায় আমাদের নেই,' কালী বললেন। 'আমরা ওনাকে মারতে পারি না তাতে আমি একমত, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত উনি অবশ্যই এখানে আমাদের বন্দী হয়ে থাকবেন।'

কাশীপ্রাসাদে নীলকণ্ঠের থাকার স্থানে নিজের ঘরে শিব ও তাঁর পরিবার গোপাল সমেত জড়ো হয়েছিলেন।

রেগে ওঠা সতীর দিকে একবার তাকিয়ে গণেশ এই ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কার্তিকের কিন্তু তেমন কোন তাপ অনুতাপ ছিল না। তিনি বললেন, 'আমি মাসির সঙ্গে একমত।'

শিব কার্তিকের দিকে তাকালেন।

'জানি যে সিদ্ধান্ত নেওয়া শক্ত,' কার্তিক বলে চললেন। 'পর্বতেশ্বরজী অত্যন্ত সম্মানসূচক ব্যবহার দেখিয়েছেন। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরামর্শ করছিলাম উনি তার মাঝে কোন কথা বলেননি। পালানোর বহু সুযোগই উনি পেয়েছেন কিন্তু পালাননি। যতক্ষণ না তুমি ফেরো, তিনি অপেক্ষা করেছিলেন যাতেতিনি চলে যাওয়ার অনুমতি নিতে পারেন। কিন্তু বাবা তুমি হলে নীলকণ্ঠ—ভারতবর্ষের দায়িত্ব রয়েছে তোমার কাঁধে। কখনো কখনো বৃহত্তর ভালোর স্বার্থে এমন কাজ করতে হয় যা হয়তো সেই সময়ে সঠিক বলে মনে হয় না। হয়তো গরিমাময় পরিসমাপ্তিতে কিছু বিতর্কিত বিষয়ের অবসান হয়।

সতী কঠোর দৃষ্টিতে ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কার্তিক মহান

পরিসমাপ্তিতে যেভাবে বিতর্কের অবসান সেটা কি করে ন্যায়সঙ্গত বলছো?'

'মা, যেখানে সোমরস সমানে তার আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে সেই জগৎকে কি আমরা বাড়তে দিতে পারি?'

'অবশ্যই না,' সতী বললেন। 'কিন্তু তুমি কি মনে কর যে কেবল সোমরসের জন্যই এই সংগ্রাম?'

অবশেষে গণেশ বলে উঠলেন, 'অবশ্যই মা।'

'না, তা নয়,' সতী বললেন, 'যে কর্মফল আমরা পেছনে ফেলে রেখে যাবো আর শিবকে কেমন ভাবে ভবিষ্যতে স্মরণ করা হবে, এটা তার জন্যও। সারা বিশ্বের মানুষ ওনার জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করবে আর তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। তারা ওনার মতো হতে চেষ্টা করবে। পঞ্চবটী আক্রমণে দৈবী অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য আমরা কি মহর্ষি ভৃগুর সমালোচনা করিনি? মহর্ষিরও নিশ্চয় একইরকম ন্যায্য যুক্তি আছে তর্ক করার জন্য তুমি যেমন নিজের পক্ষ থেকে বিচার করে যাচ্ছো। আমরা যদি একই রকম আচরণ করে যাই তবে ওনার থেকে আমাদের আলাদা করা হবে কি করে?'

'মানুষ বিজয়ীদেরই কেবল স্মরণ করে দিদি,' কালী বললেন। 'কারণ ইতিহাস কেবল বিজয়ীদের নিয়ে লেখা হয়। ইতিহাস লেখকেরা যেমন চায় তেমন ভাবেই লেখে। পরাজিতদের স্মরণ করা হয় বিজয়ীদের দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের কাছে এই মুহূর্তে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তাহল আমাদের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

'দয়া করে আমাকে এই বিষয়ে আমার অসম্মতিটা জানাতে দিন মাননীয়া রানী' গোপাল বললেন, 'কেবলমাত্র বিজয়ীদের নিয়ে ইতিহাস সীমাবদ্ধ থাকে সেটা সত্যি নয়।'

'অবশ্যই সত্যি।' কালী বললেন 'যেমন দেবতাদের দিক থেকে ইতিহাসের বর্ণনা আছে তেমন অসুরদের দিক থেকেও একটা বর্ণনা আছে। কোনটা আমরা মনে রাখি?'

'আপনি যদি বর্তমান ভারতের কথা বলেন, তাহলে হ্যাঁ। দেবতাদের দৃষ্টি থেকে বর্ণনা মনে রাখা হয়েছে,' গোপাল বললেন। 'কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও অসুরদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা ইতিহাস ভারতের বাইরে বহুল প্রচারিত।'

'কিন্তু আমরা তো এখানেই বাস করি,' কালী বললেন। 'অন্য কোথায় কি হচ্ছে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে আনবো কেন?'

'হয়তো আমি নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারছি না, মাননীয়া রাণী,' গোপাল বললেন। 'এটা কেবল স্থানের ব্যাপার নয়, এটা সময়েরও ব্যাপার। দেবতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা ইতিহাস কি এখনকার মতো সকল সময়েই স্মরণ করা হবে? অথবা এটা কি সম্ভব যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যতে বর্ণনা পাওয়া যাবে? মনে রাখবেন, যেমন বিজয়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা ঘটনার আখ্যান থাকে, তেমনই একইভাবে পরাজিতের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখার ব্যাখ্যাও টিকে থাকে বা বিদ্যমান থাকে। যতকাল বিজয়ীদের কর্তৃত্ব বজায় থাকে ততকালই তাদের লেখা বর্ণনা প্রচলিত থাকে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের যদি একটা জিনিস শিখিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে সমাজের উত্থান ও পতন হল জোয়ার ভাটার মত একইরকম বৈশিষ্টপূর্ণ এবং নিশ্চিত। একটা সময় আসে যখন বিজয়ীরা আর আগের মতো ক্ষমতাশালী থাকে না। একই সময়ে যখন পুরোনো পরাজিতরাই প্রধান হয়ে ওঠে, তখন দেখা যাবে যে নাটকীয়ভাবে ইতিহাসের বর্ণনাটাও পাল্টে যাবে। এই নতুন ইতিহাসই সেই সময়ে প্রচলিত হয়ে উঠবে।'

'আমি মানি না,' কালী নাকচ করে বললেন 'যদি না পরাজিতরা অসুরদের মতো অন্য দেশে চলে যায়, তাহলে তারা চিরকাল ক্ষমতাহীন হয়েই থাকে। তাদের অভিজ্ঞতাকে পৌরাণিক কাহিনী বলে অগ্রাহ্য করা হবে।'

'সেটা ঠিক নয়,' গোপাল বললেন। 'আপনার মনের মত কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলা যাক। আমরা এখন যে সময়ে বাস করি সে সময়ে নাগদের রাক্ষস বলে ভয় করা হয় আর ঘৃণা করা হয়। বহু সহস্র বছর আগে তাদের সম্মান করা হত। এই যুদ্ধ জয়ের পরে তারা নীলকণ্ঠের বিশ্বস্ত মিত্রপক্ষ হিসেবে আবার একবার সম্মানীয় ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। আপনাদের ইতিহাসের আখ্যান আবার লোকপ্রিয় হয়ে উঠবে, তাই না?'

এতে সম্মতি না থাকায় কালী চুপ করে থাকাই ঠিক মনে করলেন।

'কৌতূহল জাগানো একটা ব্যাপার হল যে নতুন যুগে আগের পরাজিতদের আচরণ,' গোপাল বললেন। 'নতুন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে তারা কি জীবিত থাকা

আগের অভিজাতদের নির্যাতন করবে?'

'সম্ভবত তাদের ঘৃণাটা আরও বেড়ে যাবে। আপনি কি আশা করেন যে তারা ক্ষমার আবেগে উথলে উঠবে?' কালী বিদ্রূপ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি মেলুহীদের ঘৃণা করেন। তাই না?'

'হ্যাঁ করি।'

'কিন্তু মেলুহীদের আদি প্রবর্তক প্রভু রামের প্রতি আপনার উপলব্ধি কেমন?'

কালী চুপ করে রইলেন। প্রভু রামকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

'কেন আপনি প্রভু রামকে ভক্তি করা সত্ত্বেও তাঁর রেখে যাওয়া গোষ্ঠীর লোকেদের গ্রহণ করেন না?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

সতী তাঁর বোনের হয়ে বলে উঠলেন, 'কারণ প্রভু রাম তাঁর শত্রুদের প্রতিও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন—এখনকার মেলুহীদের মতো একবারেই নয়।'

শিব পরিতৃপ্ত হয়ে সতীকে দেখছিলেন।

'একজন মানুষ তখনই দেবতা হয়ে ওঠেন যখন তাঁর দৃষ্টি বিজয়ী ও পরাজিতের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে,' সতী বললেন। 'শিবের বার্তাকে চিরকালীন হতে হবে। সেটা তখনই সম্ভব যদি বিজিত আর পরাজিত দুপক্ষই তাঁকে ন্যায়তঃ সিদ্ধ বলে মেনে নেয়। তাঁকে জিততে তো হবেই। কিন্তু কিভাবে তিনি জিতছেন সেটাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।'

গোপাল তাড়াতাড়ি সতীকে সমর্থন করে বললেন, 'সম্মান অবশ্যই সম্মানের জন্ম দেয়। এটাই একমাত্র পথ।'

শিব ঝুলবারান্দায় গিয়ে পবিত্র পথের উপর বিশাল কাশী বিশ্বনাথ মন্দির আর তার পেছনে পবিত্র গঙ্গার দিকে তাকালেন।

সকলে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

শিব ঘুরলেন এবং ফিসফিস করে বললেন, 'চিন্তা ভাবনার জন্য আমার কিছু সময় চাই। আগামীকাল আমরা আবার মিলিত হবো।'

সতী নিচে তাকালেন। নিচে হ্রদের পরিষ্কার জল। মাছেরা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত সাঁতার কাটছে। জলের ওপর দিয়ে তিনি উড়ছিলেন, দূরে তীরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি।

বিশাল এক কালো উঁচু পাহাড়ের দিকে তাকালেন। চারিদিকে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলির থেকে তার বর্ণ আলাদা। মাথায় তুষারের মুকুট। আরও কাছে যেতে তাঁর দৃষ্টি পড়লো হ্রদের তীরে বসে থাকা এক যোগীর ওপর। পরণে তাঁর বাঘছাল, লম্বা চুলের জটা মাথায় চুড়ো করে বাঁধা। পেশীবহুল শরীরে লড়াইয়ের অজস্র ক্ষতচিহ্ন। মাথার পেছনে ছোট সুর্য্যের মতো জ্যোতির্বলয়। চুলে চাঁদের কলা বিরাজ করছে আর গলায় পেঁচিয়ে রয়েছে একটি সাপ। মাটিতে অর্ধেক পোঁতা বিশাল এক ত্রিশূল তাঁর পেছনে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। যোগীপুরুষের মুখটা আবছা যদিও। আর তখনই কুয়াশাটা কেটে গেল।

'শিব!' সতী বললেন।

শিব তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন।

'এটা তোমার বাসস্থান? কৈলাশ?'

সতীর থেকে একবারও দৃষ্টি না সরিয়ে শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'আমরা একদিন এখানে আসবো প্রিয়তম। যখন সবকিছু মিটে যাবে, তোমার এই সুন্দর দেশে আমরা একসঙ্গে থাকবো।'

শিবের হাসি আরও বাড়লো।

'গণেশ আর কার্তিক কোথায়?'

শিব কোন উত্তর দিলেন না।

'শিব, আমাদের সন্তানেরা কোথায়?'

হঠাৎ শিব বুড়ো হতে শুরু করলেন। তাঁর সুদর্শন মুখ তাড়াতাড়ি দ্রুত বলিরেখায় ভরে গেল। চুলের জটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাদা হয়ে গেল। তাঁর বিশাল কাঁধ নুয়ে পড়তে শুরু করলো। কঠিন পেশী একেবারে সতীর চোখের সামনে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

সতী হেসে বললেন 'আমরা কি একই সঙ্গে বুড়ো হবো?'

শিবের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। যেন তিনি এমন কিছুর দিকে দেখছিলেন যার মানে খুঁজে পাচ্ছেন না।

সতী নিচে তাকিয়ে জলেতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন। বিস্ময়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তাঁর বয়স একদিনও বাড়েনি। তাঁকে দেখতে একইরকম কমবয়েসী লাগছে যেমন সবসময় লাগে। স্বামীর দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি। 'আমি কিন্তু সোমরসের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। এগুলোর মানে কি?'

*শিব আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন। মর্মবেদনায় তাঁর মুখ বেঁকে গেল। কোঁচকানো গাল বেয়ে অঝোরে চোখের জল পড়তে লাগলো। দুহাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, **'সতী!'***

'সতী!'** আরও একবার চিৎকার করলেন তিনি। উঠে দাঁড়ালেন আর হ্রদের দিকে দৌড়ে আসতে লাগলেন। **'আমায় ছেড়ে যেওনা।'

সতী নিচে তাকালেন। তাঁর দেহে আগুন জ্বলছিল। তখনও শিবের দিকে মুখ করা সতী পেছনে উড়ে সরে যেতে লাগলেন—জোরে, আরো জোরে। বায়ু তাঁর শরীরের আগুনের শিখাকে বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। কিন্তু তাও তিনি উজ্জ্বল শিখার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর স্বামী মরিয়া হয়ে তাঁর দিকে ছুটছেন।

'সতী!'

সতীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় কাশীপ্রাসাদের ঘরের কারুকাজ করা ছাদ মায়াময় লাগছিল। একটাই শব্দ ছিল—ফুটো ফুটো দেয়াল থেকে ঝিরঝির করে পড়া জলের শব্দ, যা বয়ে আসা শুকনো গরম বাতাসকে শীতল করছিল। সহজাত প্রবৃত্তিতেই সতী বাঁদিকে হাত বাড়ালেন। শিবকে সেখানে পেলেন না।

চমকে উঠলেন এক ঝটকায় উঠে বসে তিনি ডাকলেন, 'শিব?'

বারান্দা থেকে শুনতে পেলেন তাঁর গলা, 'সতী, আমি এখানে।'

ওখানে যেতে যেতে শিবের চেহারা অন্ধকারে দেখতে পেলেন তিনি। সেখানে তিনি হেলান দিয়ে একটা সুখাসনে বসেছিলেন। দূরে বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। আসনের হাতলে মাথা রেখে হাত বাড়িয়ে আদরে

স্বামীর ঝুলে পড়া চুলে বিলি কাটতে লাগলেন সতী।

এটা পূর্ণিমা রাত ছিল না। কিন্তু যথেষ্ট আলো ছিল, তাতে শিব তাঁর স্ত্রীর মুখের ভাব পরিষ্কারই দেখতে পেলেন।

'কি হয়েছে?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

সতী মাথা নেড়ে বললেন 'কিছু না।'

'কিছু উল্টোপাল্টা হয়েছে। তোমায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছে।'

'অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি।'

'হুমম্?'

'স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমরা আলাদা হয়ে গেছি।'

শিব মৃদু হেসে সতীকে কাছে টেনে নিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তুমি যেমন ইচ্ছে স্বপ্ন দেখতে পারো, কিন্তু আমার কাছ থেকে কখনই চলে যাবে না তুমি।'

সতী হেসে বললেন, 'আমি তেমন চাইও না।'

স্ত্রীকে কাছে টেনে রেখে শিব বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে তাকালেন।

'কি ভাবছো তুমি?' সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেবল ভাবছি যে তোমায় বিয়ে করাটাই জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজ যা আমি করেছিলাম।'

সতী মৃদু হেসে বললেন, 'আমি তাতে অসম্মতি জানাচ্ছি না। কিন্তু কি কারণে এই সময়ে বিশেষ করে এইটা মনে এল?'

শিব সতীর মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কারণ আমি জানি যে যতদিন তুমি কাছে আছো, সবসময় আমাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে।'

'তাহলে, তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে ঠিক কাজ ঠিকভাবে '

'হ্যাঁ, আমি নিয়েছি।'

সতী সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমরা বিজয়ী হবো, শিব।'

'হ্যাঁ আমরা হবো। কিন্তু এটা ঠিকভাবে হওয়া উচিত।'

'অবশ্যই,' বললেন সতী। আর তারপর তিনি প্রভু রামের উক্তি থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, 'সঠিক কার্যসিদ্ধি ভুল পন্থায় হয় না।'

— ⚹ —
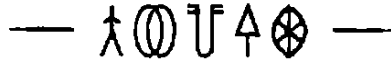
পর্বতেশ্বরের আসার জন্য বাছাই করা সভ্যরা অপেক্ষা করছিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে কাশীর বিচারালয়ে তাঁকে উপস্থিত করা হবে। কাশীর অভিজাতদের পক্ষ থেকে রাজা অতিথিগ্ব একাই ছিলেন। শিব অবিচল ভাবে বসেছিলেন। তাঁর কাছের পরামর্শদাতারা তাঁকে ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে বসেছিলেন—গোপাল, সতী, কালী, গণেশ ও কার্তিক। ভগীরথ আর আয়ুর্বতী দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। আনন্দময়ী ছিলেন না।

শিব মাথা নেড়ে অতিথিগ্বকে ইশারা করলেন।

অতিথিগ্ব জোরে হাঁক পাড়লেন, 'প্রধান সেনাপতিকে ভেতরে আনা হোক।'

পরশুরাম, বীরভদ্র আর নন্দী পর্বতেশ্বরকে বিচারকক্ষে নিয়ে এল। মেলুহী প্রধান সেনাপতি শেকলমুক্ত ছিলেন—শিবের স্পষ্ট নির্দেশ মানা হয়েছিল। শিবের দিকে ঘোরার আগে তিনি সতীর দিকে অল্পক্ষণের জন্য তাকালেন। নীলকণ্ঠের কঠিন মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছিল না। পর্বতেশ্বর মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন। তিনি জানতেন শিব এটা চাইবেন না। কিন্তু অন্যেরা তাঁর মত পাল্টে প্রধান সেনাপতিকে মেরে ফেলতে চাইবেন।

পর্বতেশ্বর এটাও ভেবে নিয়েছিলেন যে তাঁর প্রতি যাই ঘটুক না কেন, নীলকণ্ঠকে তেমনই সম্মান জানাবেন—প্রভু যে সম্মানের যোগ্য। প্রধান সেনাপতি গোড়ালিতে মেঝেতে ঠুকলেন আর ডান হাতের মুঠো বুকে ঠেকালেন। আর তারপর মেলুহী সামরিক অভিবাদন শেষ করে তিনি নীলকণ্ঠের দিকে ঝুঁকে নিচু হয়ে দাঁড়ালেন। আর কাউকে গ্রাহ্যই করলেন না তিনি।

'পর্বতেশ্বর,' শিব বলে উঠলেন।

পর্বতেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে তাকালেন।

'আমি এই ব্যাপারটা খুব বেশিক্ষণ টানতে চাই না,' শিব বললেন।

'আপনার বিরুদ্ধাচরণ আমায় খুবই আঘাত দিয়েছে। কিন্তু এটা আবার আমার এই প্রত্যয়কে আরো শক্তিশালী করেছে যে আমরা অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করছি আর সেটা সহজ কাজ নয়। আমাদের সব চাইতে ভালো লোকদের পথভ্রান্ত করে দিতে পারে এই অশুভশক্তি। যদি প্রলোভনের মাধ্যমে না করতে পারে তবে ছায়াচ্ছন্ন সম্মানের আকর্ষণে।'

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন আর অপেক্ষা করছিলেন বিচারের রায় শোনার জন্য।

'কিন্তু যখন কেউ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাকে শুভশক্তির সঙ্গেও লড়তে হয়,' শিব বলে চললেন। 'কেবল শুভশক্তির হয়ে নয়, কারুর হৃদয়ে থাকা শুভশক্তির সঙ্গেও। সেইজন্য আমি আপনাকে চলে যেতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

পর্বতেশ্বর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'এখনই চলে যান,' শিব বললেন।

পর্বতেশ্বর কেবল অর্ধেক শুনছিলেন—নীলকণ্ঠের দর্শনীয় ভঙ্গি তার চোখে জল এনে দিয়েছিল।

'কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিত করছি।' ঠাণ্ডা গলায় শিব বলে চললেন, 'পরের বার আমরা মিলিত হবো। সেটা হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। আর সেইদিনটা হবে আমার হাতে আপনার মৃত্যুদিন।'

পর্বতেশ্বর আবার একবার মাথা ঝোঁকালেন। চোখ জলে ভরা। 'সেই দিনটা আমার কাছেও হবে মুক্তি পাওয়ার দিন, হে প্রভু।'

শিব নির্বিকার রইলেন।

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু যতদিন আমি বাঁচবো হে প্রভু, মেলুহাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করবো।'

'চলে যান,' শিব বলে উঠলেন।

সতীর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন পর্বতেশ্বর। সতী হাত জোড় করে নম্র কিন্তু ভাবহীন নমস্কার করলেন। পর্বতেশ্বর মনে মনে তাঁর ধর্মকন্যাকে আশীর্বাদ

করলেন: 'বিজয়ী ভবঃ।'

চলে যাওয়ার জন্য যেই তিনি ঘুরলেন, দেখলেন আয়ুর্বতী ও ভগীরথ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ওদের কাছে হেঁটে গেলেন।

'ক্ষমা চাইছি, পর্বতেশ্বর,' ভগীরথ বললেন।'

'আমি বুঝতে পারছি,' পর্বতেশ্বর ভাবলেশহীন ভাবে বললেন।

আয়ুর্বতীর দিকে তাকালেন পর্বতেশ্বর।

মাথা নেড়ে আয়ুর্বতী বললেন, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন যে মহৎ মানুষদের মধ্যে একজনকে ছেড়ে আপনি চলে যাচ্ছেন।'

'পারছি,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'কিন্তু তাঁর হাতে যে মরার সৌভাগ্য হবে আমার'।

আয়ুর্বতী গভীর শ্বাস নিয়ে পর্বতেশ্বরের কাঁধে আস্তে চাপড় মেরে বললেন, 'আপনার অভাববোধ করবো বন্ধু।'

'আমিও আপনার অভাববোধ করবো।'

সভাকক্ষে চট করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পর্বতেশ্বর বললেন, 'আনন্দময়ী কোথায়?'

'ও আপনার জন্য বন্দরে অপেক্ষা করছে,' ভগীরথ বললেন। 'যে জলযান আপনাকে নিয়ে যাবে তার পাশেই।'

পর্বতেশ্বর মাথা নাড়লেন। শেষবারের মতো পেছনে ঘুরে শিবের দিকে তাকালেন আর তারপরে বেরিয়ে চলে গেলেন।

পর্বতেশ্বর আশীঘাটে পৌঁছতেই বন্দরের অধ্যক্ষ এসে উপস্থিত হয়ে বললেন 'প্রধান সেনাপতি, আপনার জলযান ওইদিকে নোঙর করা আছে।'

সেই দিকে হাঁটা শুরু করলেন। পর্বতেশ্বর আনন্দময়ীকে জলযানের ওধারের কাঠের পাটাতনে দেখতে পেলেন। জলযানটা ছোট, অবশ্যই বাণিজ্যতরী। 'আমাকে

সম্মানের সাথে চলে যেতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেটা তুমি জানো কি?' আনন্দময়ীর কাছে পৌছোনোমাত্রই পর্বতেশ্বর হেসে বললেন।

আনন্দময়ী বললেন, 'সকালবেলায় ওরা যখন আমায় বললো যে গঙ্গা বেয়ে যাওয়ার জন্য একটা জলযানের ব্যবস্থা করা হয়েছে' অনুমান করতে পারলাম যে এটা নিশ্চয় সারাটা পথ তোমার মৃতদেহ বহন করে মেলুহাতে নিয়ে গিয়ে সূর্য্যবংশীদের কাছে প্রদর্শন করার জন্য নয়।'

পর্বতেশ্বর হেসে ফেললেন।

'এছাড়াও, নীলকণ্ঠের প্রতি আমি কখনই বিশ্বাস হারাইনি,' আনন্দময়ী বললেন।

'হ্যাঁ,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'প্রভু রামের পরে তিনিই সবচেয়ে মহান মানুষ।'

আনন্দময়ী জলযানটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানছি এটা বড় নয়, তৃপ্তিদায়ক নয় মোটেই, কিন্তু দ্রুতগামী।'

পর্বতেশ্বর হঠাৎ এগিয়ে এসে আনন্দময়ীকে জড়িয়ে ধরলেন। বিস্মিত আনন্দময়ীর প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরী হল। একটু থতমত হলেন তিনি। জনসমক্ষে ভালোবাসা জানানোর মতো মানুষ পর্বতেশ্বর নন। পর্বতেশ্বরের পক্ষে খুবই অস্বস্তিজনক বলে জনসমক্ষে ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা কখনই আনন্দময়ী করেননি।

উষ্ণ হেসে ওনার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে আনন্দময়ী বললেন, 'ঠিক আছে, সব ভালোভাবে মিটে গেছে।'

পর্বতেশ্বর বাঁধন একটু আলগা করলেও স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন। 'তোমার অভাব খুবই বোধ করবো।'

'অভাব বোধ করবে?' আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো ঘটনা তোমায় পাওয়া,' আবেগ বিহ্বল পর্বতেশ্বর বললেন, তাঁর চোখে জল।

আনন্দময়ী ভুরু উঁচিয়ে হেসে বললেন 'আর আমি ঘটনাটা চালিয়ে যাবো। চলো যাওয়া যাক।'

'যাওয়া যাক?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'মেলুহায়।'

'তুমি মেলুহায় আসছো?'

'হ্যাঁ।'

পর্বতেশ্বর পিছিয়ে গেলেন। 'আনন্দময়ী, সামনের পথ বিপদসঙ্কুল। আমি সত্যিই ভাবছি না যে মেলুহা জয়ী হতে পারবে।'

'তাতে কী?'

'আমি তোমার জীবনকে বিপদের মধ্যে ফেলার অনুমতি তোমায় দিতে পারি না।'

'আমি কি তোমার অনুমতি চেয়েছি?'

'আনন্দময়ী, তুমি পারো না . ’

আনন্দময়ী হাত ধরতেই পর্বতেশ্বর কথা বলা বন্ধ করলেন। আনন্দময়ী ঘুরলেন আর কাঠের পাটাতনে চড়তে শুরু করলেন। পর্বতেশ্বর চুপ করে অনুসরণ করলেন, মুখে মৃদু হাসি, চোখে ছলছল জল।

অধ্যায় ১৯

নীলকণ্ঠের ঘোষণাপত্র

'আমার মাথায় একটা চমৎকার পরিকল্পনা এসেছে,' দক্ষ বলে উঠলেন।

দেবগিরির রাজপ্রাসাদে দক্ষ আর বীরিনি খাচ্ছিলেন।

বীরিনি সতর্কভাবে রুটির টুকরো আর সবজি আবার থালায় নামিয়ে রাখলেন। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে রক্ষীদের দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিলেন।

'কি পরিকল্পনা?' বীরিনি জানতে চাইলেন।

দক্ষ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'বিশ্বাস কর, যদি আমরা এটাকে কাজে লাগাতে পারি তো যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু, প্রভু ভৃগু '

'প্রভু ভৃগুও চমৎকৃত হবেন। আমরা একবারেই নীলকণ্ঠ সমস্যা থেকে চিরকালের মতো মুক্তি পাবো।'

'কয়েক বছর আগে এটাই না নীলকণ্ঠ সুযোগ ছিল? ব্যঙ্গের সাথে বীরিনি বললেন।

দক্ষ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি চলছে সেটা কি বুঝতে পারছো না? আমাকে কি সব কিছু তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে? যুদ্ধ বাধলো বলে। আমাদের সৈনিকেরা ক্রমাগত অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। সেটা আমি জানি। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের এসবের বাইরেই থাকা উচিত আর পুরো বিষয়টাই প্রভু ভৃগুর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'কিসের জন্যে? প্রভু ভৃগুতো আর ভারতের সম্রাট নন। সম্রাট আমি।'

'প্রভু ভৃগুকে সেটা বলে দেখেছো?'

'বীরিনি, আমায় বিরক্ত কোরো না। আমার যা বলার তাতে যদি তোমার আগ্রহ না থাকে তো সেটা বললেই হয়।'

'আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার মনে হয় যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমস্ত ব্যাপারটাই প্রভু ভৃগুর ওপরে ছেড়ে দিলে ভালো হত। আমাদের শুধু নিজেদের পরিবারকে নিয়ে ভাবা উচিত।'

'তুমি আবার সেই শুরু করলে,' গলা চড়িয়ে দক্ষ বলে উঠলেন। 'পরিবার! পরিবার! পরিবার! সারা জগৎ আমাকে কিভাবে দেখবে তা নিয়ে কি তোমার কোনো মাথাব্যথা নেই? ইতিহাস আমার মূল্যায়ন কি ভাবে করবে?'

'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরাও ভাবীকাল কিভাবে তাঁদের বিচার করবে তা ঠিক করে দিতে পারেন না।'

দক্ষ থালা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'তুমিই আমার সমস্ত সমস্যার মূল! আমি যা সব অর্জন করতাম তা শুধু তোমার জন্যেই করে উঠতে পারিনি!'

বীরিনি একবার পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার তাঁর স্বামীর দিকে ফিরলেন। 'গলা নামাও, দক্ষ। আমাদের বিয়ে নিয়ে ব্যঙ্গ কোরো না।'

'হুঁঃ। এই বিয়েটা শুরু থেকেই বিদ্রূপে পর্যবসিত হয়েছে। আমি যদি আরও সহযোগী স্ত্রী পেতাম তো এতদিনে পুরো পৃথিবী জয় করে ফেলতে পারতাম!'

দক্ষ রেগে দাঁড়িয়ে উঠে চুপচাপ করে বেরিয়ে গেলেন।
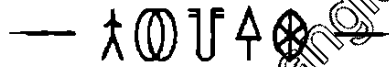
'এটা একটা খুব বড়ো ভুল,' কালী বললেন। 'এই সঠিক পথ নিয়ে তোমাদের বাবা যেভাবে পড়েছেন তাতে মনে হয় যুদ্ধটা হারতে হবে।'

গণেশ ও কার্তিক কাশীর প্রাসাদে কালীর কক্ষে রয়েছেন।

কার্তিক বললেন, 'মাসী, আমি মানতে পারছি না। আমার মনে হয় বাবা ঠিক কাজই করেছেন। আমাদের জিততে হবে। কিন্তু সেটা সঠিক পথে হওয়া চাই।'

'আমার মনে হয়েছিল তুমি আমাদের মতের সাথে সহমত,' ভুরু কুঁচকে কালী বলে উঠলেন।

'ছিলাম। তবে মায়ের কথায় মতটা পাল্টে গেছে।'

গণেশ বলে উঠলেন, 'আর তাছাড়া, মাসী' যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তা নিয়ে ঝামেলা করে আর কি হবে। এখন আমাদের সামনের লড়াইতে মনস্থির করা উচিত।'

'এছাড়া আর কোনো পথ আছে কি?' কালী বললেন।

'বাবা বলেছেন যে আমি অযোধ্যায় যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবো। কার্তিক, তুমি আমার সাথে থাকবে,' গণেশ বললেন।

'আমরা ওদের ধ্বংস করে ফেলবো, দাদা,' হাতের মুঠি উঁচিয়ে বললেন কার্তিক।

'তাতো করবোই,' গণেশ সায় দিলেন। 'মাসী, তুমি কি লোথাল আর মাইকার ব্যাপারে নিশ্চিত?'

কালী বললেন, 'আমি ইতিমধ্যেই সুপর্ণাকে বলেছি নগরপাল চেনরধ্বজের কাছে দূত পাঠাতে। বিশ্বাস কর, উনি আমাদের বন্ধু।'

— ⅄ⓄⅡ⍏⊗ —

কার্তিক নিচু হয়ে মায়ের পা ছুঁলেন।

'বিজয়ী ভব, খোকা,' বলে সতী কার্তিকের কপালে সৌভাগ্য আর বিজয়ের জন্যে লাল তিলক লাগিয়ে দিলেন।

সতী, গণেশ ও কার্তিক নীলকণ্ঠের কক্ষে রয়েছেন। গণেশ গর্বের সাথে তাঁর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে। গণেশের কপালে ইতিমধ্যেই তিলক লাগানো হয়ে গেছে। কার্তিক এখনোও ছেলেমানুষ হলেও সারা বিশ্ব তাঁকে ইতিমধ্যেই ভয়ংকর যোদ্ধা বলে মানতে শুরু করেছে। শিবের দুই ছেলেই গঙ্গা বেয়ে বৈশালীতে গিয়ে তাঁদের জোটসঙ্গীদের সাথে মিলিত হবেন। সেখান থেকে ঘুরে সরযূ ধরে গিয়ে অযোধ্যা আক্রমণ করবেন। গণেশ তাঁর বাবার দিকে ঘুরে পা ছুঁলেন।

শিব হেসে গণেশকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরলেন। 'তোমার মায়ের হৃদয় থেকে যে আশীর্বাদ আসছে আমার আশীর্বাদ তার থেকে শক্তিশালী নয়। কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমাকে গর্বিত করে তুলবে।'

গণেশ হাসলেন। 'বাবা আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করবো।'

কার্তিক ঘুরে শিবের পা ছুঁলেন।

শিব ছোট ছেলেকে জড়িয়ে বললেন, 'কার্তিক, ওদের নরক দর্শন করাও!'

কার্তিক হাসলেন, 'করাবো বাবা।'

সতী বললেন, 'কার্তিক তোর আরও বেশি করে হাসা উচিত। হাসলে তোকে আরো মিষ্টি লাগে।'

কার্তিক আবার হেসে ফেললেন। 'পরেরবারে একবারে দু-কান ছোঁয়া হাসি দেখিয়ে দেবো। কারণ ততক্ষণে আমাদের সৈন্য অযোধ্যাকে হারিয়ে দেবে!'

শিব কার্তিকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে গণেশের দিকে ফিরলেন। 'আমার ঘোষণাপত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের পর অযোধ্যা যদি মেলুহার সঙ্গ ছাড়তে চায় তো ওদের আক্রমণ না করাটাই উচিত হবে।'

গণেশ বললেন, 'আমি বুঝি, বাবা। সেই কারণেই আমি ভগীরথকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। অযোধ্যার সম্রাটপুত্রকে তাঁর বাবা ঘৃণা করলেও অভিজাতদের অনেকের সাথেই ভগীরথের যোগসাজস আছে। আশা করি ভগীরথ তাঁদের বুঝিয়ে উঠতে পারবেন।'

'ঘোষণাপত্র কবে বেরোবে, বাবা?' কার্তিক জানতে চাইলেন।

'পরের সপ্তাহে,' শিব উত্তর দিলেন। 'স্বদ্বীপের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কী রকম প্রতিক্রিয়া আসছে তা জানার জন্যে বৈশালীর বাসুদেব পণ্ডিতের সাথে যোগাযোগ রেখো। তাহলেই অযোধ্যায় কি আশা করা উচিত তা জানতে পারবে।'

'হ্যাঁ, বাবা,' কার্তিক সায় দিলেন।

'আমাকে জানানো হয়েছে যে তুমি দিবোদাস ও ব্রঙ্গ সৈনিকদের সেনাবাহিনীতে নিয়েছো?'

'হ্যাঁ,' গণেশ সায় দিলেন। 'আমরা পাঁচখানা রণতরী নিয়ে বৈশালীতে ব্রঙ্গ-

বৈশালীর মিলিত সেনাবাহিনীর সাথে দেখা করবো। শুনেছি ওদের দুশো রণতরী আছে। তাদের পঞ্চাশটাকে আপনার অধীনে থাকা পশ্চিম সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছে আর তারা কাশীর পথেই রয়েছে। বাকী দেড়শো রণতরী আমার সাথে থাকবে। আমরা দেড় লক্ষ লোক নিয়ে অযোধ্যা আক্রমণ করবো।'

'ওদের হারানোর পক্ষে সেটা যথেষ্ট হবে না,' সতী বলে উঠলেন। 'তবে আমাদের ওদেরকে আটকে রাখতে পারাটা উচিত।'

'হ্যাঁ,' গণেশ সায় দিলেন।

'আমরা ওদের আটকে রাখবো, শপথ করছি,' কার্তিক বললেন।

হাসলেন শিব।
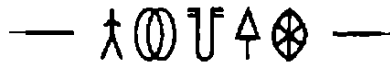
'ও এখন কেমন আছে?' জানতে চাইলেন কালী।

কালী পূর্বপ্রাসাদের নদীমুখে কাশীরাজ অতিথিগ্বের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রাসাদটা বানানো হয়েছিল গঙ্গার পূর্বদিকের পাড়ে। সাধারণত এইদিকে কোন স্থায়ী ঘরবাড়ি বানানোটা শুভ বলে ধরা হয় না। কাশীর রাজারা এই জমিটা এইজন্যেই কিনেছিলেন যাতে করে কোনো কাশীর নাগরিকের এই দিকে বসবাস করাটা নিশ্চিত না করা যায়। এই প্রাসাদেই অতিথিগ্ব তাঁর নাগ বোন মায়াকে রেখেছেন। গণেশ ও কালীর প্রকাশ্য উপস্থিতি অতিথিগ্বকে সাহস যুগিয়েছে যাতে তিনি তাঁর বোনকে আড়াল থেকে বার হয়ে আসতে দেন।

'দেবী, আপনার ওষুধগুলো সাহায্য করেছে,' অতিথিগ্ব বললেন। 'অন্ততঃ প্রচণ্ড যন্ত্রণাটা ওকে আর ভোগ করতে হয় না। পরমাত্মা আমার বোনকে সাহায্য করার দেবদূত হিসাবে আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

কালী বিষন্নভাবে হাসলেন। তিনি জানতেন দুই যমজের বুকের তলা থেকে একদেহে বসবাস করা মায়ার মারা যাওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। এই যে মায়া এতদিন বেঁচে ছিলেন এটাই অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পারার সাথে সাথে কালী মায়ার দুর্দশা কমানোর জন্য নাগ ঔষধ পাঠিয়ে ছিলেন।

যেহেতু পরের দিনই কালী পশ্চিমবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন তাই তিনি তাঁর কাছে থাকা ঔষধের বাকী অংশটা রেখে যেতে এসেছেন।

কালী বললেন, 'আমি কোনো দেবদূত নই। আর পরমাত্মার যদি ও ন্যায়-নীতিবোধ থাকতো তো তিনি মায়ার মতো নিরপরাধীকে এতটা দুর্ভোগের মধ্যে ফেলতেন না। তাঁর অবিচারকে যতটা সম্ভব লঘু যাতে করা যায় সেই চেষ্টাই করছি আমি।'

অতিথিগ্ব হতাশ ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন শুধু। তবে ভগবানকে অভিশাপ দেওয়ার মতো অভক্তি তাঁর ছিল না।

কালী গঙ্গার দিকে চোখ ফেরালেন। সেখানে গতকালই ব্রঙ্গ নৌবহরের পঞ্চাশখানা রণতরী নোঙর ফেলেছে। সেই বিশাল নৌবহর পুরো নদীটা জুড়ে রয়েছে—উল্টোদিকের পাড় অব্দি। সারা কাশী জুড়ে একটা উত্তেজনার স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। বাতাসে যুদ্ধের গন্ধ।

নৌবহরের প্রাথমিক যাত্রা কম গতিতে শুরু হবে কারণ তারা স্রোতের বিরুদ্ধে যাবে ও তারপর চম্বল ধরে দক্ষিণের দিকে পাড়ি দেবে। তারপর সেনারা মাটিতে নেমে নর্মদার দিকে যাত্রা করবে। দ্বিতীয় নৌযাত্রা চলবে নর্মদা ধরে প্রথমে পশ্চিমসাগরের দিকে ও তারপর উত্তরে মেলুহার দিকে।

'চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। চলে যাওয়ার আগে মায়াকে দেখে যাই,' কালী বললেন।
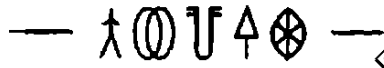
'মাননীয় সম্রাট,' দক্ষের ব্যক্তিগত কক্ষে দৌড়ে ঢুকতে ঢুকতে কনখলা বলে উঠলেন।

দক্ষ যে ভূর্জপত্রটা পড়ছিলেন সেটা দেরাজের তাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। 'এত উত্তেজনা কিসের, কনখলা?'

কনখলা তার অঙ্গবস্ত্রের ভাঁজের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে এসেছিলেন। তিনি রীতিমতো উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'সম্রাট এটা আপনাকে দেখানো দরকার।'

কনখলা একটা পাতলা পাথরের ফলক সম্রাটের দেরাজের উপর রাখলেন।

'এটা কি?' দক্ষ জানতে চাইলেন।

'আপনার পড়া প্রয়োজন, মাননীয় সম্রাট।'

দক্ষ পড়তে নিচু হলেন।

আপনারা যারা নিজেদের মনুর সন্তান ও সনাতন ধর্মের অনুগামী বলে মনে করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার - শিবের - আপনাদের নীলকণ্ঠের এই বার্তা।

আমাদের মহান দেশের পুরোটাই আমি ঘুরে দেখেছি—এই যতগুলো রাজত্বে আমরা ভাগ হয়ে আছি—আমাদের চমৎকার দেশে যতগুলো উপজাতি আছে তাদের সবার সাথে দেখা করেছি। এসবই আমি করেছি চূড়ান্ত অশুভ শক্তির খোঁজে বেরিয়ে—কারণ সেই খোঁজাটাই আমার কাজ। পিতা মনু আমাদের বলেছিলেন যে অশুভ শক্তি কোনো বহুদূরের দানব নয়। সে তার ধ্বংসলীলা চালায় আমাদের কাছে, আমাদেরই মধ্যে, আমাদেরই সাথে। উনি ঠিকই বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন যে অশুভ শক্তি পাতাল থেকে এসে আমাদের গ্রাস করে না। তার পরিবর্তে আমরাই অশুভ শক্তিকে আমাদের জীবন নষ্ট করতে সাহায্য করি। উনি বলেছিলেন যে শুভ আর অশুভ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আর একদিন সর্বশ্রেষ্ঠ শুভশক্তি চরম অশুভ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। উনিই ঠিক ছিলেন। শুভ শক্তির থেকে যতটা পারি নিয়ে নেওয়ার এই লোভই শুভশক্তিকে অশুভশক্তি করে তুলেছে। এটাই জগতের ভারসাম্য ঠিক রাখার পদ্ধতি। এটাই পরমাত্মার পথ যাতে করে তিনি আমাদের বাড়বাড়ন্তকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে সোমরসই এখন আমাদের এই যুগের চরম অশুভশক্তি। সোমরসের থেকে যতটা সুফল টেনে বার করা সম্ভব ছিল তা টেনে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন তার অশুভ শক্তি আমাদের সব্বাইকে ধ্বংস করার আগেই তার ব্যবহার বন্ধ করার সময় এসেছে। এর মধ্যেই ভয়ংকর সব ক্ষতি করতে শুরু করে দিয়েছে—স্বরস্বতী নদীর হত্যা থেকে শুরু করে জন্মবৈকল্য, বিকলাঙ্গতা থেকে সেইসব রোগ যা আমাদের কোনো কোনো রাজ্যে মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। আমাদের উত্তরপুরুষদের স্বার্থে, আমাদের জগতের স্বার্থে, আমরা আর সোমরস ব্যবহার করতে পারি না।

কাজেই, আমার আদেশানুসারে, এখন থেকেই সোমরসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হল।

যারা নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস রাখেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমাকে অনুসরণ করুন। সোমরসের ব্যবহার বন্ধ করুন।

যারা সোমরসের ব্যবহার বন্ধ করতে চাইবেন না তাঁরা জেনে রাখুন যে তাঁরা আমার শত্রু হয়ে উঠবেন। আর যতক্ষণ না সোমরস বন্ধ হবে ততক্ষণ আমিও থামবো না। এটাও আপনাদের নীলকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা।

দক্ষকে পুরোপুরি হতভম্ব দেখাচ্ছিলো। 'এসবের অর্থ?'

'সম্রাট এর অর্থ আমার তো মাথায় ঢুকছে না। আমরা কি সোমরসের ব্যবহার বন্ধ করে দেবো?' কনখলা বলে উঠলেন।

'এটা কোথায় পেলে?'

'আমি পাইনি, মাননীয় সম্রাট। জনসাধারণের স্নানাগারের পাশে প্রভু ইন্দ্রের যে মন্দির তার বাইরের দিকের দেওয়ালে এটা ঝুলছিল। নাগরিকদের অর্ধেক এটা ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে আর তারাই এতক্ষণে বাকীদেরকে বলতেও বোধহয় শুরু করে দিয়েছে,' কনখলা জানালেন।

'মহর্ষি ভৃগু কোথায়?'

'প্রভু, সোমরসের ব্যাপারে কি হবে? আমরা কি . '

'মহর্ষি ভৃগু কোথায়?'

'কিন্তু নীলকণ্ঠই যদি ওই নির্দেশ জারী করে থাকেন, তাহলে আমাদের কোনো উপায় নেই . '

'চুপ কর কনখলা!' দক্ষ গর্জে উঠলেন। 'মহর্ষি ভৃগু কোথায়?'

কনখলা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সম্রাট যেভাবে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন সেটা তাঁর পছন্দ হয়নি। 'মহর্ষি ভৃগু একমাসের কিছু আগে প্রয়াগ ছেড়েছেন। তাঁর খবর সেই শেষ পেয়েছি, মাননীয় সম্রাট। দেবগিরিতে পৌঁছাতে ওনার অন্তত মাস দুই লাগবে।'

'কর্মপন্থা ঠিক করার আগে আমরা ওনার আসার অপেক্ষায় থাকবো,' দক্ষ বললেন।

'কিন্তু মাননীয় সম্রাট, আমরা কিভাবে নীলকণ্ঠের নির্দেশনামার বিরোধিতা করবো?'

'সম্রাটটা কে, কনখলা?'

'আপনি, মাননীয় সম্রাট।'

'আর, আমি কি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি?'

'হ্যাঁ, মাননীয় সম্রাট।'

'তবে সেটাই মেলুহার সিদ্ধান্ত।'

'কিন্তু লোকেরা তো ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছে . '

'আমি চাই যে তুমি একটা নির্দেশনামা ঝোলাও যাতে বলা হবে যে এই ঘোষণা ভণ্ডামী। এটা প্রকৃত নীলকণ্ঠের দ্বারা হতে পারে না কেননা তিনি কখনই প্রভু ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সোমরসের বিরুদ্ধে যাবেন না।'

'কিন্তু সেটা কি সত্য, মাননীয় সম্রাট?'

দক্ষ বিরক্ত হলেন। তিনি মেজাজ সামলাতে পারছিলেন না। 'কনখলা, যেটা করতে বলছি সেটাই কর। নাহলে আমি অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করবো।'

কনখলা প্রথামাফিক হাত জড়ো করে নমস্কার জানালেও তাতে শীতলতার ছোঁয়া ছিল স্পষ্ট। তিনি চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন। তবে তিনি একটা শেষ খোঁচা দেওয়ার ইচ্ছা সামলাতে পারলেন না। 'যদি এরকম আরও নির্দেশনামা থাকে?'

দক্ষ মুখ তুললেন। 'সারা সাম্রাজ্যে পক্ষীদূত পাঠাও। কোথাও এরকম কোন নির্দেশনামা দেখলেই তা নামিয়ে তার বদলে তোমাকে যা টাঙাতে বলেছি তা যেন টাঙানো হয়। এই নির্দেশনামাটা যে ফালতু সেটা তোমার মাথায় ঢুকেছে?'

'হ্যাঁ। মাননীয় সম্রাট,' কনখলা বললেন।

তিনি দরজা বন্ধ করে চলে যেতেই, দক্ষ রাগের চোটে প্রস্তরফলকটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। 'আমার পরিকল্পনাটাই এটা বন্ধ করার একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ। আমার কথা মহর্ষি ভৃগুকে শুনতেই হবে।'

অধ্যায় ২০

অগ্নিগীত

আসা মাত্রই গোপালকে নিয়ে যাওয়া হল শিবের ঘরে। ঝুলবারান্দায় শিব ও সতীর সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি এবং খালি একটা আসনে বসলেন তাদের পাশে।

'আপনার কাছে কি সংবাদ আছে পণ্ডিতজী? শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

মেলুহা আর স্বদ্বীপে একই সঙ্গে সোমরসের ওপর নিষেধাজ্ঞার আদেশপত্র প্রকাশ করার পর এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল। তিনি আশা করেছিলেন জনসাধারণ তাঁর আদেশপত্র মান্য করবে।

'সমগ্র দেশ থেকে আমার পণ্ডিতেরা তাঁদের প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন।'

'আর?'

'মেলুহার প্রতিক্রিয়া স্বদ্বীপের থেকে অনেকটাই ভিন্ন।'

'তেমনটাই হবে আমি ভেবেছিলাম।'

'এমনটাই দেখা গেছে যে স্বদ্বীপবাসীরা নিষেধাজ্ঞাটা সাদরে গ্রহণ করেছে। মেলুহার প্রতি অপছন্দের কারণে তারা মানসিক দিক থেকে তৃপ্ত হয়েছে। যদিও এটাকে মেলূহার অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকার আরেকটা অন্যায় প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্র হিসাবেই দেখা হয়েছে। তবে এটাও মনে রাখবেন যে আসলে তো তাদের কেউই সোমরস ব্যবহার করেনি। কাজেই এতে তাদের এমন কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি।'

'কিন্তু রাজাদের প্রতিক্রিয়া কি? সতী জানতে চাইলেন। 'তারাই হলেন আসল যারা সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করেন।'

'সেটা বলার এখনও সময় হয়নি সতীদেবী।' গোপাল বললেন। 'কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে সমগ্র স্বদ্বীপের রাজারা তাদের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে দারুণভাবে আলোচনায় মগ্ন।'

'কিন্তু,' শিব বললেন, 'মেলুহীরা আমার আদেশ নাকচ করেছে, তাই না?'

গোপাল গভীর শ্বাস টেনে বললেন 'ব্যাপারটা অতো সরল নয়। আমার পণ্ডিতেরা আমায় বলেছেন যে প্রাথমিকভাবে আপনার ঘোষণার ফলে মেলুহী জনসাধারণ সত্যি করেই মানসিকভাবে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। নগরের প্রধান প্রধান স্থানে জোরদার আলোচনা চলছিল, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভাবছিল যে নীলকণ্ঠের কথা তাদের অনুসরণ করা উচিত।'

'তখন কি হল?'

'মেলুহা চূড়ান্ত স্তরের দক্ষ রাষ্ট্র, হে বন্ধু। ঘোষণাপত্রগুলো তিনদিনের মধ্যে খুলে সরিয়ে নেওয়া হল, অন্তত প্রধান সব নগরেই। সেগুলোর বদলে রাজকীয় আদেশ টাঙিয়ে দেওয়া হল যাতে জানানো হল যে ওগুলো এক ভণ্ড নীলকণ্ঠ লাগিয়েছিল।'

'আর জনতা তা বিশ্বাস করলো?'

'মেলুহীরা বহু প্রজন্ম ধরে তাদের সরকারকে বিশ্বাস করতে শিখেছে, শিব,' সতী বললেন। 'সরকার যা বলবে তারা সবসময়ে সবকিছু বিশ্বাস করবে।'

'এছাড়া,' গোপাল বললেন, 'মেলুহাতে বহু বছর আপনার দেখা পাওয়া যায়নি, হে বন্ধু। সেখানে কেউ কেউ সত্যি করে ভাবে যে নীলকণ্ঠ মেলুহাকে ভুলে গেছেন।'

'শিব মাথা নেড়ে বললেন, 'এতে মনে হচ্ছে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দক্ষ আর মহর্ষি ভৃগু সেটা নিশ্চিত করবেন।' গোপাল বললেন, 'কিন্তু আমাদের বার্তা অন্তত বেশিরভাগ মেলুহীদের কাছে পৌঁছেছে। আশা করা যায় যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলবে।'

গঙ্গায় নোঙর করা ব্রঙ্গ, বাসুদেব ও নাগদের রণতরীগুলোর দিকে শিব তাকিয়ে দেখলেন। 'দুদিনের মধ্যে আমাদের যাত্রা স্থির করতে হবে।'

— ⅄ⓄՄ↑⊛ —

'না, না!' শিব হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। 'পুরোটাই ভুল বুঝেছো তোমরা।'

বহ্ন্যুৎসবের আগুনের আলো ছায়া নৃত্য করছিল বৃহস্পতি, বীরভদ্র, নন্দী আর পরশুরামের মুখের ওপর। তাঁরা চুপ করে বসে শিবের দিকে তাকালো। এটা ছিল চাঁদবিহীন রাত আর নদীর থেকে আসা শীতল বাতাস ঝাপটা মারছিল। ব্রঙ্গনৌবাহিনীর রণতরীর মশালের প্রতিফলিত আলোয় গঙ্গার জলের কাঁপন টের পাওয়া যাচ্ছিল।

সামনে সামরিক অভিযান থাকার জন্য প্রাচীন ধারা অনুসারে গুণরা প্রকৃতির মূল ও পবিত্র পাঁচটি উপাদানের উদ্দেশ্যে বন্দনা গান করছিল। সুরক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা এবং বিপদের সামনে বিক্রম বা সাহস জাগানোর জন্য এই গান তারা গাইছিল। এই প্রথা অনুসারে মহান গুণ শিবের বন্ধুরা জড়ো হয়েছিলেন। কেননা আগামীকাল খুব ভোরে তারা যাত্রা করবে।

শিব গাঁজার কল্কেটা পরশুরামের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাঁর বন্ধুদের গান গাইবার সুক্ষ পদ্ধতি শেখানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

'আসলে কৌশলটা রয়েছে এখানে,' বাইরে থেকে বুকের ভেতরে মধ্যচ্ছদার স্থানটার দিকে দেখিয়ে শিব বললেন।

'আমি ভেবেছিলাম এখানে,' রসিকতা করে ভদ্র নিজের গলার দিকে দেখিয়ে বললো।

মাথা নাড়লেন শিব। 'ভদ্র! স্বরগ্রন্থি আসলে হল একটা বায়ুযন্ত্র। তোমার দক্ষতা নির্ভর করে শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করার ওপর। যার মানে আসলে ফুসফুসকে নিয়ন্ত্রিত করার ওপর। আর ফুসফুসকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায় মধ্যচ্ছদার দ্বারা। এখান থেকে গান গাইতে চেষ্টা কর আর তাহলেই অনেক সহজে স্বরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও ওঠাতে নামাতে পারবি।'

নন্দী একটা স্বর গাইলো আর তারপর জিজ্ঞাসা করলো, 'আমি এটা ঠিক মতো করছি হে প্রভু?'

'হ্যাঁ,' নন্দীর বিশাল ভুঁড়ির দিকে চেয়ে শিব বললেন। মধ্যচ্ছদার চাপটা যদি পেটের ভেতর অনুভব করো, তাহলে ঠিক মতো করছো। আরেকটা ব্যাপার হল এটা জানা যে কখন শ্বাস নেবে। যদি ঠিকসময়ে তা নাও তাহলে গাইবার সময় গানের চরণের শেষে কষ্ট করতে হবে না। আর যদি তা না হয় তাহলে তাড়াহুড়ো করে শেষের স্বরগুলো না গেয়ে সহজেই পুরো চরণটা গাইতে পারবে।'

বৃহস্পতি, পরশুরাম আর নন্দী গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন।

যদিও বীরভদ্র রসিকতার ছলে মাথা নাড়ছিলো। তাঁর চোখে কৌতুকের ভাব। তিনি সুরেলাভাবে গাওয়ায় বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন না। 'শিব, তুমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছো! এখানে আমার ভাবনাটাই মানুষে শুনবে। যতক্ষণ আমি হৃদয় দিয়ে গাইবো—গানটা যদি খুব খারাপ ভাবে কিন্তু দরদ দিয়ে গাই তাহলেও কারোর আপত্তি থাকবে না।'

বীরভদ্রকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে পরশুরাম শিবের দিকে ঘুরে বললেন, 'হে প্রভু, কেমন করে গাইতে হবে সেটা আপনি কেন গেয়ে দেখাচ্ছেন না?'

সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে শিব আকাশের দিকে তাকালেন, ঠাণ্ডা গলাটায় হাত বোলালেন আর গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলেন।

'অনেক নাটক হল,' বীরভদ্র বললেন 'এবার গান শুরু করতো।'

শিব রাগের ভান করে বীরভদ্রের হাতে একটা চাঁটি মারলেন।

'ঠিক আছে,' সহৃদয়ভাবে হেসে শিব বললেন, 'সবাই চুপ।'

কৌতুকের সঙ্গে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বীরভদ্র চুপ করার ভঙ্গি করলো আর বৃহস্পতি বড় বড় চোখ করে তাকালেন। পরশুরামের থেকে হাত বাড়িয়ে গাঁজার কল্কেটা নিয়ে জোরে একটা টান দিলেন বীরভদ্র।

চোখ বন্ধ করলেন শিব। নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন। গুনগুন করে নিখুঁত সুরে গান ধরলেন। এরপর মুগ্ধ শ্রোতারা গানের সুন্দর সুরেলা বাণীগুলির মানে বুঝলো। অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে এক বীরের আশীর্বাদ চাওয়ার জন্য এই গান। শত্রু নিধনের পর চিতার আগুনে তাকে আহুতি দিয়ে বীর যোদ্ধা তার অঙ্গীকারপূর্ণ করবে। শ্রোতারা সহজেই বুঝতে পারলো যে অন্য চার উপাদানের থেকে অগ্নির

সঙ্গে শিবের প্রকৃতি বেশি মেলে। উপাদানগুলির প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে গুণদের বন্দনার গান নিবেদিত আছে। গানটা ছোট হলেও শ্রোতারা হতবাক হয়ে গেছিল। জোরদার হাততালি পড়লো শিবের গানের শেষে।

'এখনও তোমার মধ্যে এটা রয়েছে,' বীরভদ্র হেসে বললেন। 'শীতল গলা তোমার স্বরকে কেড়ে নিতে পারেনি।'

মৃদু হেসে বীরভদ্রের থেকে গাঁজার কল্কেটা নিলেন শিব। ধোঁয়া টানতে যাচ্ছিলেন। তখনই সেই স্থানে ঢোকার মুখটাতে শুনতে পেলেন কেউ মৃদু শব্দে কাশলো। সবাই সেদিকে ঘুরে দেখতে পেলো যে সতী দাঁড়িয়ে আছেন।

কল্কেটা রেখে দিয়ে হেসে শিব বললেন, 'আমরা কি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম?'

সতী হেসে শিবের কাছে এলেন। 'পুরো নগরকে জাগিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট জোরেই গান হচ্ছিল! কিন্তু গানটা এতো সুন্দর ছিল যে ঘুম ভেঙে গেলেও কিছু মনে করিনি।'

সবাই হেসে উঠতে সতী শিবের পাশে বসলেন।

শিব মৃদু হেসে বললেন 'এটা আমাদের দেশের গান। যুদ্ধের জন্য এটা বীর যোদ্ধার হৃদয়কে ইস্পাত কঠিন করে তোলে।'

'আমার মতে গানটার চেয়ে গাওয়াটা বেশি সুন্দর হয়েছিল,' সতী বললেন।

'হ্যাঁ, ঠিক ঠিক!' শিব বললেন।

'আপনি গানটা গাইতে চেষ্টা করছেন না কেন, দেবী?' নন্দী জিজ্ঞাসা করলো।

'না, না,' সতী বললেন, 'একেবারেই নয়।'

'কেন নয়?' বীরভদ্র বললেন।

'তুমি গাইলে আমার ভালো লাগবে, মা,' বৃহস্পতি বললেন।

'চলো গাও,' শিব জোর করলেন।

'ঠিক আছে,' হেসে সতী বললেন। 'চেষ্টা করে দেখি।'

কল্কেটা নিয়ে শিব সতীকে দিতে গেলেন। সতী মাথা নেড়ে না বললেন।

শিবের গান গাওয়াটা খুব মন দিয়ে শুনেছিলেন সতী। গানের কথা, সুর ইতিমধ্যেই তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। গভীর শ্বাস নিলেন আর নিজেকে সঙ্গীতে অর্পণ করলেন। মন্দ্রসপ্তকে গান শুরু হল। শিবের গাওয়া গানের শুরুর দিকটা নির্ভুলভাবে একই ভাবে গাইলেন তিনি। প্রয়োজন মতো গানের ছন্দ পালটাতে লাগলেন। গানের শেষের দিকে যত এগোতে লাগলেন শ্বাস নেওয়া তত দ্রুত করতে লাগলেন। সুর চড়া থেকে আরো চড়ায় যেতে লাগলো আর তার সপ্তকের চরমে গিয়ে সাফল্যের সঙ্গে গান শেষ হল। এমনকি আগুনও মনে হল সতীর অগ্নি-বন্দনা গানে সাড়া দিল।

'বাঃ!' জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন শিব। সতীর গান শেষ হতেই আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। 'জানতাম না তুমি এতো সুন্দর গাইতে পারো।'

সতী লজ্জায় লাল হলেন, 'সত্যি? সুন্দর হল?'

'দেবী!' অভিভূত বীরভদ্র বললেন, 'অসাধারণ গাইলেন। আমি সব সময় ভাবতাম যে শিবই জগতের সবচেয়ে ভালো গায়ক। কিন্তু আপনি ওর চেয়েও বড়।'

'একেবারেই না,' সতী বললেন।

'একেবারেই হ্যাঁ,' শিব বললেন। 'মনে হচ্ছিল যে চারিদিকের আগুনকে তোমার মধ্যে টেনে নিচ্ছিলে তুমি।'

'আর সেটা আমি নিজের মধ্যে রাখবো,' সতী বললেন।

'আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ করতে চলেছি। আমাদের যতটা প্রেরণা প্রয়োজন ততটাই যেন অগ্নিদেবের থেকে পাই।'

— ⅄OU⅄⊛ —
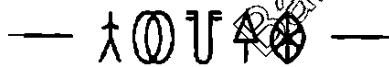
বৈশালীর রাজা মাতলির ব্যক্তিগত কক্ষে গণেশ আর কার্তিকের ঠাঁই হয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিলেন অযোধ্যার সম্রাটপুত্র ভগীরথ আর ব্রঙ্গরাজ চন্দ্রকেতু। তাদের কাছে সংবাদ ছিল যে জলপথে অযোধ্যায় যাওয়ার সময়ে মগধ কোনো অবরোধ সৃষ্টি করে জলযান থামাবে না, কিন্তু মগধের সৈন্যবাহিনীকে বিপদের জন্য প্রস্তুত

থাকতে বলা হয়েছে। যুদ্ধের অনুশীলনের সময়ও দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। হয় এটা সুরপদ্মনের নেওয়া সাবধানতামূলক পদক্ষেপ নয়তো অযোধ্যার সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর তাদের উপর মগধের আক্রমণের পরিকল্পনা।

'মগধের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ বা জলযানের হানি হতে দিতে পারবো না,' গণেশ বললেন। 'সবচেয়ে খারাপের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।'

'আমি যা দেখতে পাচ্ছি,' ভগীরথ নদী মানচিত্রের দিকে দেখিয়ে বললেন, সরযূর পশ্চিমপাড়ে ওদের মূল পাথর ছোড়ার ক্ষেপনাস্ত্রগুলো থাকবে। যদিও পূর্বপাড়ে ওদের ছোটোখাটো ক্ষেপনাস্ত্র-সজ্জা থেকে ওরা আমাদের আগুন পিপে ছুঁড়বে। কিন্তু তাদের আকার বিবেচনা করলে আমার মনে হয় যে পাল্লা বেশি নয়। তাই আমার মতে সরযূর পূর্বপারের ধার দিয়ে আমাদের জলযানগুলো নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু বেশি ধার দিয়ে নয়!' চন্দ্রকেতু বললেন।

'অবশ্যই,' ভগীরথ বললেন। 'পূর্বদিক থেকে ছোঁড়া ক্ষেপনাস্ত্রের শিকারও হতে চাই না আমরা।'

'এছাড়া, কেবলমাত্র জলযানের পাল-এর ওপর নির্ভর না করে বরং দাঁড়িদের প্রস্তুত রেখে তাড়াতাড়ি দাঁড় চালিয়ে চলে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারি,' বৈশালীরাজ মাতলি বললেন।

'কিন্তু ওরা যদি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়? আমরা যাই করি, নদীর যে পাড় দিয়েই যাই অথবা দাঁড় চালিয়ে খুব তাড়াতাড়িও যদি যাই তাহলেও প্রাণহানি হবেই। মনে রেখো আমরা থাকবো রণতরীতে। তাই আমাদের সৈন্যবাহিনী শীঘ্র নেমে গিয়ে প্রতি আক্রমণ করতে পারবে না,' গণেশ বললেন।

'আমরা ওদের ঝুঁকি নেওয়াটা বাড়িয়ে দিই না কেন?' কার্তিক বললেন।

'কিভাবে?' গণেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

'মগধ পৌছোনোর আগেই প্রত্যেক রণতরীর অর্ধেক সৈন্যকে ডাঙায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তারা আমাদের রণতরীর পাশে পাশে যেতে পারে। ভার কমলে রণতরীগুলো আরো তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। এছাড়াও মগধের ক্ষেপনাস্ত্র বাহিনী

জানতে পারবে যে তাদের প্রাচীরের পূর্বপাড়ের বাইরে বিশাল শত্রু সৈন্যবাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের বোকার মতো কিছু করার আগে দুবার ভাবতে হবে।'

'এই পরিকল্পনাটা আমার পছন্দ,' ভগীরথ বললেন।

'আমি আরো সহজ কিছু ভেবেছি,' চন্দ্রকেতু বললেন। গণেশ ব্রঙ্গরাজার দিকে তাকালেন।

'মগধের রাজপরিবার স্বদ্বীপের মধ্যে দরিদ্রতম,' চন্দ্রকেতু বললেন। 'এটা শক্তিশালী রাজ্য কিন্তু রাজা মহেন্দ্র নিজের বেশির ভাগ সম্পত্তিটাই হারিয়েছেন নিজের এবং নিজপুত্র উগ্রসেনের জুয়া খেলার প্রতি আসক্তির কারণে।'

'আপনি কি ওদের ঘুষ দিতে চান?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'চাইবো না কেন?'

'তাতে তো আমাদের বিশাল অর্থ চাই। কয়েক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট হবে না। আমরা কোন সামরিক আধিকারিকদের সাথে মীমাংসা করতে যাবো না বরং রাজপরিবারের সঙ্গে করবো।'

'এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট হবে না?'

ভগীরথ হতচকিত হয়ে বললেন 'এক লক্ষ?'

'হ্যাঁ'।

'শুধুমাত্র অক্ষত থাকার জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'প্রভু রুদ্র সহায় হোন। সেটা মগধ রাজপরিবারের জন্য প্রায় ছয় মাসের করের অর্থ সংগ্রহের সমান।'

'একেবারে ঠিক। প্রথম রণতরীতে আমি দিবোদাসকে অর্ধেক অর্থ দিয়ে পাঠাবো। বাকি অর্ধেকটা দেওয়া হবে যখন আমাদের শেষ রণতরীটা নিরাপদে চলে যাবে।'

'কিন্তু তারা এই অর্থসম্পদ অস্ত্র কিনতে ব্যবহার করতে পারে,' কার্তিক বললেন।

'খুব তাড়াতাড়ি সেটা করতে সক্ষম হবে না।' চন্দ্রকেতু বললেন, 'আর যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা এই অর্থ দিয়ে কি করবে সেটা আমার জানার দরকার নেই।'

'মাননীয় রাজামশাই, সত্যিই কি আপনি অত সোনা দিয়ে দিতে পারবেন?' গণেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

চন্দ্রকেতু মৃদু হাসলেন 'আমাদের প্রচুর আছে, হে গণেশ। কিন্তু আমাদের কাছে এর কোনো গুরুত্ব নেই। আমাদের যত সোনা আছে সোমরস বন্ধ করার জন্যে আমি সবটাই দিয়ে দিতে রাজি।'

'ঠিক আছে,' গণেশ বললেন। 'এটা কার্য্যকর না হওয়ার কোন কারণ দেখছি না।'

অধ্যায় ২১

অযোধ্যা অবরোধ

প্রধান রণতরীর পাটাতনের উপর বসে শিব। তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছেন গোপাল, সতী ও কালী। উত্তরে শীতল বাতাসে শিব যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ছাপ্পান্ন রণতরীর নৌবাহিনী নদীর উজানের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শিব জানেন যে আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁরা চম্বলের নদীর উৎসের কাছাকাছি সেই স্থানে পৌঁছে যাবেন যেখানে সৈন্যেরা নেমে নর্মদার দিকে হাঁটা দেবে।

'পণ্ডিতজী, আপনার যে রণতরীগুলো নর্মদায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে তাদের পক্ষে আমাদের সাথে চলা এই পঞ্চান্ন সহস্র সৈন্যের বাড়তি বোঝা বইবার ক্ষমতা আছে তো?' কালী জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, দেবী', গোপাল বললেন। 'এই বাড়তি বোঝা যাতে বইতে পারে সেই ভাবেই আমাদের রণতরীগুলোকে গড়ে তোলা হয়েছে। আমরা জানতাম যে এই আমরা এখন যে রণতরীগুলোতে করে যাচ্ছি তাদের ব্যবহার করতে পারবো না।'

সতী বললেন, 'মানচিত্রে যা দেখলাম তাতে মনে হয় যে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই লোথাল পৌঁছাতে পারবো। ঠিক তো পণ্ডিতজী?'

'হ্যাঁ সতীজী', গোপাল সায় দিলেন। 'বাতাস যদি সহায় হয় তো আগেও পৌঁছে যেতে পারি।'

'কালী, লোথালের নগরপালের থেকে কোনো সংবাদ পেয়েছো?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমার রাষ্ট্রদূত সংবাদ নিয়ে নর্মদায় অপেক্ষা করছে,' কালী জানালেন। 'বিশ্বাস করুন, আমরা সহজেই লোথালে ঢুকে পড়তে পারবো। কিন্তু আমাদের

সেনাবাহিনীতে যে খুব একটা লোকের যোগান পাওয়া যাবে সেরকম আশা রাখবেন না। লোথালের দুই সহস্র বা তিন সহস্রের বেশি সৈন্যই নেই।'

শিব বললেন, 'আসলে ওদের সৈন্যের খুব একটা দরকার নেই আমাদের। আমাদের নিজেদেরই যথেষ্ট সৈন্য আছে। নর্মদায় আমাদের অপেক্ষায় থাকা বাসুদেব সেনাবাহিনী, তোমার নিজস্ব নাগ সেনাবাহিনী ও ব্রঙ্গশক্তিকে ধরলে আমাদের হাতে এক লক্ষ্যেরও বেশি সৈন্য, যা মেলুহার সৈন্যবাহিনীর শক্তির সমান।'

'আমরা ওদের সহজেই হারাতে পারবো', কালী বললেন।

'আমার আক্রমণ করার ইচ্ছা নেই,' শিব বললেন।

'আমার মনে হয় করা উচিত।'

'কালী, আমাদের শুধু ওদের সোমরস উৎপাদন ব্যবস্থাটা ধ্বংস করা দরকার'।

'কিন্তু আপনার সাথে নাগেরা রয়েছে। সরাসরি সংঘাতে তো আপনার ভয় পাওয়া উচিত নয়।'

'আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি শুধু এর মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। এটা আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে—সোমরসের ধ্বংসের লক্ষ্য থেকে। আমরা মেলুহাকে ধ্বংস করতে চাই না। এটা ভুলে যেও না।'

'যতবারই আমি ভুলি আপনি তো আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছেনই' কালী বললেন।

শিব হেসে মাথা নাড়লেন।
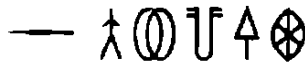
সরযূ বেয়ে চলা এই যাত্রাপথে তেমন কিছুই ঘটলো না। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার।

মগধীরা গণেশের রণতরীগুলোকে আক্রমণই করলো না। নৌবহরটা এমনই বিশাল ছিল মগধের গড়ের চূড়া থেকে প্রহরীরা সারা দিনটা রণতরীদের যাওয়া দেখতে দেখতেই কাটিয়ে দিল।

এক সপ্তাহের সামান্য কিছু পরে গণেশ তাঁর রণতরীগুলোকে নোঙর ফেলতে বললেন। কার্তিক, ভগীরথ, চন্দ্রকেতু ও গণেশ ছোটো ছিপে চড়ে দাঁড় বেয়ে

পাড়ে এলেন। জঙ্গলের বেশ খানিকটা কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। কাশীর ব্রঙ্গীয় অভিবাসীদের নেতা দিবোদাস জনা কুড়ি লোক সমেত সেখানে অপেক্ষা করছিলেন।

ছিপ কুলে ঠেকতেই গণেশ লাফিয়ে নামলেন আর অগভীর জল ঠেলে নদীপাড়ে উঠলেন। অন্যেরা তাঁর পিছু পিছু এলেন। তীরে উঠেই তিনি মাটিতে মাথা ঠেকালেন। জঙ্গলের গভীরের দিকে তাকালেন তিনি। বহুকাল আগে ফেলে আসা সেই সময়টার কথা তাঁর মনে পড়লো যখন তিনি গাছগুলোর পেছনে লুকিয়ে থেকে তাঁর মাকে দেখতেন। 'কার্তিক, এই হল বল-অতিবল কুণ্ড। এইখানেই সপ্তর্ষি বিশ্বমিত্র রামচন্দ্রকে তাঁর প্রবাদপ্রতিম কৌশলের শিক্ষা দিয়েছিলেন'।

বিস্ময়ে কার্তিকের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো। তিনিও ঝুঁকে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'জয় শ্রীরাম।'

তাঁকে ঘিরে থাকা অন্যদেরও মুখে পুনরুচ্চারিত হল, 'জয় শ্রীরাম।'

গণেশ বলে চললেন, 'কার্তিক, এই মাটি সপ্তর্ষি বিশ্বামিত্র ও প্রভু রামের আশীর্বাদধন্য। কিন্তু এর মাহাত্ম্য অনেকেই ভুলে গিয়েছে। হয়তো আমাদেরকেই রক্ত দিয়ে এই মাটির গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে।'

কার্তিকের বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগলো। 'তোমার কি মনে হয় সুরপদ্মন আমাদের পিছু নেবেন?'

গণেশ হাসলেন। 'উনি পিছু নেবেনই। বিশ্বাস কর। এই অযোধ্যা অধিকারকে আমি টোপ হিসাবে দেখছি—যাতে সুরপদ্মন মগধ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। একবার উনি বেরোলেই, আমরা ওঁর সেনাবাহিনী তছনছ করে নগর দখল করবো। মগধ গঙ্গা অবরোধ করলে আমরা সহজেই অযোধ্যার নৌবাহিনীকে আটকে দিতে পারবো। আর মগধের ভাগ্য নির্ধারণ করবে যে যুদ্ধটা সেটা এখানেই হবে। কারণ আমি চাই যে তুমি ওনাকে এখানেই আক্রমণ করো।'

'আমি তো ভাবছিলাম যে সুরপদ্মন হয়তো ওর বাবাকে বোঝাতে পারবেন।'

'কার্তিক, উনি বুদ্ধিমান। আমি যা বুঝেছি তাতে মনে হয় ওনার ইচ্ছা যে আমাদের সমর্থন করেন কিন্তু এতখানি বিরোধিতার সামনে উনি সেটাই করবেন

যেটাতে ওঁর সবচাইতে লাভ হয়। আর হ্যাঁ ওনার কিছুই লাভ করার আছেও। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে ওনার বাবার ও দেশবাসীর মন জয় করতে পারবেন। অযোধ্যার রক্ষাকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হতে পারবেন—যদিও কিছুটা দেরীতে, যাতে অযোধ্যা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর কেই বা বলতে পারে, হয়তো উনি নীলকণ্ঠের ছেলেদেরও বন্দী করে ফেলতে পারেন . . এগুলো কি ওনাকে ভৃগুর শক্তিশালী জোটসঙ্গী করে তুলবে না?' ব্যাঙ্গের হাসি হেসে গণেশ জানতে চাইলেন। 'হ্যাঁ ভাই। উনি আক্রমণ করবেন এবং শিখবেন যে বুদ্ধিমান লোকেদের সবসময় নিজেদের মনের কথা শোনা উচিত।'

কার্তিক একটা বড়ো করে শ্বাস টেনে আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর গণেশের দিকে ফিরলেন তিনি। তাঁর চোখে দৃঢ় সংকল্পের ছায়া। 'দাদা, আমরা এই নদী রক্তে লাল করে দেবো।'

চেনা বিস্ময় ও আতঙ্ক মাখানো চোখে কার্তিককে দেখলেন ভগীরথ।

'প্রভু গণেশ, এইখানেতেই কেন?' চন্দ্রকেতু জানতে চাইলেন।

গণেশ উত্তরে বললেন, 'মহামান্য রাজা, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এই স্থানটা লম্বা আর সরু। এতে করে সুরপদ্মন তীর বরাবর তাঁর রণতরীগুলোর নোঙর ফেলতে চাইবেন। এতে করে তাঁর সেনাবাহিনী সরু হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। এই জঙ্গল তীর থেকে খুব একটা দূরে নয়। এর মানে আমাদের মূল বাহিনী জঙ্গলের পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারবে। আমরা শুধু তীরের উপরে একটা ছোট্ট সেনাদল রেখে দেবো।'

ভগীরথ হাসলেন। 'ওটা বেশ রসালো টোপ হবে। সুরপদ্মন হয়তো ভেবে নেবেন যে এটা একটা ছোটো দল যা অযোধ্যা দখলে যায়নি। উনি ওদের হত্যা করে তাঁর নিজের সেনাদের একটা জয়ের স্বাদ দিতে চাইবেন।'

'ঠিক,' গণেশ বললেন। 'কিন্তু মূল লড়াইটা কিন্তু মাটিতে হবে না। আমরা শুধু ওদের এখানে আটকে রাখবো—সত্যি বলতে কি এতে রীতিমতো সাহসের দরকার হবে। কেননা ওঁর সাথে বিশাল সেনাবাহিনী থাকবে। এই কারণেই আমি চাই কার্তিক এখানে থাকুক। কিন্তু সুরপদ্মন নিজে পরাজিত হবেন নদীতেই।'

'কিভাবে?' চন্দ্রকেতু জানতে চাইলেন।

'আমি অযোধ্যার দিক থেকে উল্টোদিকে ঘুরে সামনে থেকে ওঁর রণতরীগুলোকে দুমড়ে দেবো,' গণেশ বললেন। 'রাজা মাতলিকেও বলেছি শারদা নদীতে ত্রিশ খানা রণতরী নিয়ে অপেক্ষা করতে একটু নিচের দিকে সরযূ নদীর সঙ্গে শারদা মিলিত হয়েছে। সুরপদ্মনের রণতরীগুলো চলে গেলেই তার পেছন পেছন বৈশালীর নৌবাহিনী সরযূ ধরে আসবে। আমার বাহিনী ওদের সামনে থেকে আক্রমণ করবে আর বৈশালীর বাহিনী ওদের পেছন থেকে ধাক্কা দেবে। কার্তিকের কাজ হল ওনার নৌবাহিনী নড়াচড়ার ক্ষমতা হারানো অব্দি সুরপদ্মনকে এই অবস্থায় আটকে রাখা।'

'আপনার ও রাজা মাতলির রণতরীর মাঝখানে পড়ে উনি চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাবেন,' চন্দ্রকেতু বলে উঠলেন। 'ওঁর বাঁচার কোনো পথ নেই।'

'ঠিক তাই।'

'পরিকল্পনা শুনতে তো ভালোই লাগছে,' ভগীরথ বললেন।

'এই যুদ্ধের সফলতা দুটো বিষয়ের উপর নির্ভর করছে,' গণেশ বললেন। 'প্রথমটা হল এই যে কার্তিককে সুরপদ্মনকে বাধ্য করতে হবে যাতে তিনি তাঁর জলযানের নোঙর ফেলে তীরে থাকা আমাদের সৈন্যদের আক্রমণ করেন। এটা না হলে উনি চলতেই থাকবেন আর ওর বিশাল রণতরীগুলো আমার অপেক্ষাকৃত ছোটো রণতরীগুলোকে গুঁড়িয়ে যুদ্ধের হাল ওঁর হাতে তুলে দেবে। আমাদের রণতরীগুলো হালকা ও দ্রুতগামী। ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ। মগধের রণতরী আরো বড়ো আর শক্তপোক্ত করে গড়া। কার্তিক যদি সুরপদ্মনকে লোভ দেখিয়ে তীরে টেনে আনতে না পারে, আমার দিকে নৌবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বড়ো আকার নেবে। সে সম্ভাবনাটা গুরুত্বপূর্ণভাবে মনে রাখার জন্যে আমাকে ওদিকটার নেতৃত্বে থাকতে হবে।'

'আর দ্বিতীয় বিষয়?' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

'রাজা মাতলিকে ঘাঁটি গড়তে হবে যা সুরপদ্মনের মগধে পালানোর পথ বন্ধ করা যায়। ওতেই পুরোপুরি সাড়াশি ফাঁদ গড়ে তোলা যাবে।'

কার্তিকের সাহস বা কৌশলী বুদ্ধিতে চন্দ্রকেতুর কোনো সন্দেহ ছিল না। যুবক যোদ্ধাকে বলা তাঁর কথাগুলোতে শ্রদ্ধার আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। 'কার্তিক,

আপনি যা বলবেন। এখন পুরোটাই আপনার হাতে।'

কার্তিক চোখ সরু করে তলোয়ারের হাতলে হাত রাখলেন। 'রাজা চন্দ্রকেতু, আমি ওঁকে ভেতরে টেনে আনবোই। আর একবার সেটা করতে পারলেই— আপনি নিশ্চিত থাকুন ওর পুরো বাহিনী আমি একাই নিশ্চিহ্ন করে দেবো। আমাদের রণতরীগুলোয় আর যুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনই পড়বে না।'

গণেশ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।
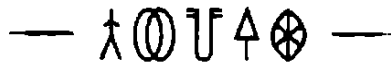
উঁচু চৌকির উপর রাখা নথিপত্রের মধ্যে আরেকটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন গণেশ। তারপরই ক্লান্ত চোখদুটো একটু রগড়ে নিলেন তিনি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কক্ষে বসে আছেন। চরেদের পাঠানো আক্রমণের অগ্রগতির স্তূপ তাঁর চারপাশে। বেশ কয়েকটা পত্র তাঁকে সবরকম সংবাদ দিচ্ছে—অযোধ্যার জনগণের মানসিকতা থেকে শুরু করে তীরন্দাজদের তীরের চাহিদা মেটানোর জন্যে গড়ে উঠা অস্ত্রশালার অগ্রগতি পর্যন্ত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের কয়েক সপ্তাহ তিনি ঘুমোননি বললেই চলে। তাঁর সারা শরীর বিশ্রামের জন্য আঁকুপাঁকু করলেও এইসব প্রতিবেদন তো আর অপেক্ষা করবে না। মনে তো হচ্ছে অযোধ্যা আত্মসমর্পণের দোরগোড়ায় এসে গিয়েছে আর এই মুহূর্তে কোনো একটা ভুল পদক্ষেপ সর্বনাশ করে দিতে পারে। কার্তিক ও চন্দ্রকেতু গণেশের পাশে বসে ধৈর্য্য ধরে তাঁকে এই সব বার্তার অন্তহীন স্রোতকে সামলাতে সাহায্য করছেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন ভগীরথ কতক্ষণে সেটার সংবাদ নিয়ে আসবেন সেই অপেক্ষায় তিনজনই চুপচাপ একসাথে বসেছিলেন।

অযোধ্যা অবরোধ একমাসেরও আগে শুরু হয়েছে। প্রাচীন যুদ্ধসংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে যেমন নির্দেশ আছে ঠিক সেইভাবে ধ্রুপদি কায়দায় গণেশের নৌবাহিনী নগর আক্রমণ করেছে। নৌবহরের বেশির ভাগটাই সরযূর পশ্চিম তীর বরাবর দুই সারিতে নোঙর ফেলেছে। পূর্বতীরের দূর্গের প্রাচীরের উৎক্ষেপক যন্ত্রের আওতার বাইরে রয়েছে তারা। সার বেঁধে থাকা রণতরীগুলো অযোধ্যার উত্তর অবধি চলে গিয়ে শেষপর্যন্ত যেখানটায় সরযূ ঝরণা হয়ে খাড়াই উঁচু পাহাড় থেকে আছড়ে

পড়ছে সেইখানটায় থেমেছে। গণেশের বাহিনীতে থাকা রণতরীগুলোর ডানদিকে ছোটো ছোটো নৌকা বাঁধা। এগুলো বিপদে প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করে। তাতে সবসময় রক্ষীরা থাকছে। এটা করা হয়েছে অযোধ্যার দিক থেকে যদি আগুনে ছিপের মাধ্যমে গণেশের রণতরীতে আগুন ধরানোর চেষ্টা চালানো হয় তো সেটা আটকানোর জন্য। সেনাবাহিনীর একটা অংশ রণতরীর বাঁদিকে তীরে শিবির করে রয়েছে। তারা রয়েছে অযোধ্যার থেকে ছোটো ছোটো দলে অতর্কিত আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে।

আরও দক্ষিণে গণেশ তার রণতরীগুলোর নোঙর ফেলে সেগুলোকে একসাথে বেঁধে রেখেছেন—সারা নদীটা জুড়ে দশটা সারিতে। অবরোধকারী রণতরীর প্রথম পর্যায়ের পেছনেই রয়েছে আরেকটা সারি। তারও পেছনে পাঁচখানা দ্রুতগামী পালতোলা রণতরী রয়েছে যারা নদীর চড়া অব্দি টহল দেবে যাতে করে কোনও অযোধ্যাবাসী পালাতে না পারে। এর ফলে অযোধ্যার কোনও রণতরীকে নদী অবরোধের মধ্যে দিয়ে যেতে গেলে কুড়ি খানা রণতরী ও পাঁচখানা দ্রুতগামী পালতোলা রণতরীর ঘন প্রহরার সাথে লড়াই করতে হবে।

অযোধ্যার চারপাশের জঙ্গল তার প্রতিরক্ষা বাহিনী কেটে সাফ করে ফেলেছে যাতে করে কোনো আক্রমণ হলে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। ভৃগু মেলুহী সেনানায়ক প্রসেনজিতকে রেখে গিয়েছিলেন। সে অযোধ্যাবাসীদের কেটে পরিষ্কার করা স্থান বারবার বাড়াতে বলে অনেক চেষ্টা চালালেও রাজী করাতে পারেনি। গণেশ তাঁর বাহিনীকে দিয়ে পরিষ্কার অঞ্চলটার পরে থাকা গাছপালার পেছনের এক সারি গাছ কেটে সাফ করিয়েছিলেন—আগুন থেকে বাঁচবার প্রতিরক্ষা রেখা হিসাবে। বাইরের প্রতিরক্ষা রেখা তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার পর গণেশের নির্দেশে আগুন থেকে বাঁচার জন্য দুটো প্রতিরক্ষা রেখার মাঝখানের জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উৎপন্ন হওয়া তীব্র উত্তাপে অযোধ্যার বাইরে থেকে খাদ্য আমদানির সুড়ঙ্গগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত চারদিন জ্বলতে থাকা আগুন 'অবিচ্ছেদ্য নগর'-এর নাগরিকদের মধ্যে হতাশার সঞ্চার করেছিল। একইসাথে অবরোধকারীদের ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অযোধ্যার উত্তরে থাকা খাড়াই পাহাড়ের উপরের একটা ঝরণা প্রাকৃতিক বাধা হিসাবে কাজ করতো। তার ফলে কোন রণতরী সরযূর আরও উত্তরের দিক

থেকে আসতে পারতো না। এই ঝরণাটার পাশেই অযোধ্যাবাসীরা একটা খাল কেটে তাদের প্রাচীরঘেরা নৌবন্দরে নিয়ে গিয়েছিল। ওই সরু ঢোকার পথটা এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে প্রতিরক্ষা সহজ হয়। এই খালটা যেমন প্রাচীরের ফটকের মধ্যে দিয়ে গিয়ে অযোধ্যার নৌবন্দরকে সুরক্ষিত করতো তেমনই শত্রুদেরও অযোধ্যার রণতরীর বেরোনোর পথ অবরোধ করারও সুযোগ দিত। জঙ্গল কাটার পরে যে সব কাঠের গুঁড়ি বেঁচেছিল গণেশ সেগুলো ব্যবহার করে খাল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে অবরোধটা নগর থেকে বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি শুধু চাইছিলেন অযোধ্যাবাসীকে অবরোধের মধ্যে আটকে রাখতে আর খাল আটকানোর ফলে এটা নিশ্চিত করা গিয়েছিল যে বন্দর অবরোধ করতে খুব বেশি রণতরী পাঠাতে হবে না।

গণেশ জানতেন যে মেলুহীরা অযোধ্যাবাসীদের জন্য পক্ষীদূত ব্যবস্থা চালু করেছে। এই ব্যবস্থা তছনছ করার জন্য তিনি একটা খুব সহজ কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। অযোধ্যার বাইরে সরযূ বরাবর তিনি ছয়শত তীরন্দাজকে বিভিন্ন গাছের উপরে রেখেছিলেন। এরা আট ঘন্টা অন্তর পালাবদল করতো। দিনে তিনবার পরিবর্তন হত। ফলে ক্রমাগত চব্বিশ ঘন্টাই পাহারা বজায় থাকতো। নির্দেশটা ছিল খুবই সহজ: আকাশের প্রত্যেকটা পাখিকে ঘায়েল কর। এইসব মৃত পাখিকে অনুসরণকারীরা তুলে আনতো। এটা করার ফলে মেলুহা ও অযোধ্যার মধ্যে যে বার্তা বিনিময় হতো তা যে জানা যেত তাই শুধু নয়, আবার মৃত পায়রা ও অন্যান্য শিকারী পাখি দিয়ে সৈনিকদের তাজা মাংসও জোগাড় হত।

সরযূ থেকে যেসব খাল নগরের প্রাচীরের ভেতরে ঢুকছে সেগুলো থেকে অযোধ্যা টাটকা পানীয় জল নিত। সরযূ বরাবর দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি দৈত্যকার সব জলচক্র এইসব খালে জলের যোগান দিত। নদীর স্রোতে ঘুরতো ওইসব চক্র। বাইরের বেড়ে বাঁধা থাকা সারি সারি বালতিতে জল ভর্তি হতো ওর সেগুলো উপরে উঠলেই বালতি উপুড় হয়ে বালতির সমস্ত জল খালে গিয়ে পড়তো। চক্রগুলোর চারদিকে উঁচু পাঁচিল তোলা হয়েছিল সেগুলোকে কোনরকম আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য। তবে জলতলের ঠিক তলায় পাঁচিলে একটা জায়গায় খোলা থাকতো। সেইখানটা থেকেই বালতিতে জল ভর্তি হতো। এই খোলা

জায়গা ঘেরা থাকতো মোটা মোটা কাঁসার শিক। সেগুলির মধ্যে জল বয়ে যাওয়ার যথেষ্ট স্থান থাকলেও কোনও মানুষের সাঁতরে এপাশ ওপাশ করার মতো খালি ছিল না। কিন্তু গণেশকে তা থামাতে পারেনি।

গণেশ কিছু সৈন্য লাগিয়েছিলেন যারা রাতে সরযূ বেয়ে সাঁতরে যাবে—টেনে নিয়ে যাবে ভাসমান ছোট ছোট কাঠের পিপে। ওইসব পিপেতে ছিল তেল ভর্তি ছোট ছোট লোহার ডিবে। কাঠের পিপে ও লোহার ডিবের মধ্যে থাকা জল আর শন ঠাসা। এইভাবে নলের যন্ত্রটা সম্পূর্ণ হয়েছিল। একবার জ্বালালেই আগুন নল ধরে এসে তেলে লাগবে। ফলে জল ফুটতে শুরু করবে। এতে যে বাষ্প উৎপন্ন হবে তার চাপে বিস্ফোরণ হবে। লোহা আর কাঠের টুকরো বিস্ফোরণের প্রচণ্ড বেগে ঠিকরে বেরোবে। কৌশলী সাঁতারুদের কাজটা ছিল যন্ত্রগুলো জলচক্রের মধ্যে বালতিতে হুক করে বসিয়ে সেগুলো ধ্বংস করা। অযোধ্যায় যে কটা কুঁয়ো আছে তাতে তার অসংখ্য নাগরিকের তৃষ্ণা মেটা অসম্ভব।

গণেশ সামান্য সংখ্যক অসামরিক নারী ও পুরোহিতদের প্রতিদিন নগর থেকে বেরিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সামান্য জল নিতে দিতেন। তাঁর নির্দেশ ছিল যতক্ষণ না অযোধ্যাবাসীরা আত্মসমর্পণ করে এই জল নিতে আসা নাগরিকের সংখ্যা ক্রমশ কমাতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে নিংড়ে নেবার কৌশলটা নেওয়া হয়েছিল যাতে লোকেরা শেষপর্যন্ত তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গণেশের সৈন্যেরা বেরিয়ে আসা অযোধ্যাবাসীদের তাদের নীলকণ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে মেলুহার সাথে জোট বাঁধার জন্য ভর্ৎসনা করে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে জোর বাড়িয়েছিল। বেরিয়ে আসা অযোধ্যাবাসীদের জানানো হয়েছিল যে এই যে গণেশ অযোধ্যার মধ্যে ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়ছেন না তার একমাত্র কারণ হল তিনি যে নিরপরাধ নাগরিকদের কোন ক্ষতি চান না—তাদের তো আর তাদের সম্রাট দিলীপের নেওয়া সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

অযোধ্যাবাসীদের এই প্রতিদিনের যাওয়া আসায় আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছিল। এর ফলে রামজন্মভূমি মন্দিরের গুপ্ত বাসুদেব পণ্ডিতেরা সারা ভারতের সমস্ত মন্দিরের বাসুদেব পণ্ডিতদের থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে গণেশের কাছে দূত পাঠাতে পারছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে গণেশ ভগীরথের

বাবার সাম্রাজ্যের অভিজাতদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ভগীরথকে পাঠাবার প্রস্তাব দিলেন—যাতে করে দুপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা বোঝাপড়ায় আসা যায়। অযোধ্যাবাসীরা এই সুযোগ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেছিল।

গণেশ ক্লান্ত হাত-পা ছড়িয়ে বসে কক্ষে তাঁর পাশে বসে থাকা কার্তিক ও চন্দ্রকেতুর দিকে তাকালেন। তাঁরাও প্রায় ঘুমোয়নি বললেই চলে। কিন্তু ক্লান্তি লুকিয়ে তারাও এইসব চিঠিপত্র দেখে যাচ্ছিলেন। গণেশ নিজের মনেই একটু হাসলেন। তিনি ভেবে নিলেন এসব শেষ হলে কক্ষে দোর দিয়ে এক সপ্তাহ শুধু ঘুমোবো!

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেলো আর একজন একবার দরজায় ঠক ঠক করলেন। দরজা ঠেলে খুলে ঘরে ঢুকলেন ভগীরথ। গণেশকে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে তিনজনের পাশে বসলেন। হাওয়ায় তাঁর চুল অল্পসল্প উড়ছে।

'কি সংবাদ ভগীরথ', গণেশ চিঠিপত্রের স্তূপ একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে জানতে চাইলেন।

'ভালো নয়।'

'সত্যি?' চন্দ্রকেতু বলে উঠলেন। 'আমি তো ভেবেছিলাম চন্দ্রবংশী সেনার ভেতরে রীতিমতো ভাঙন ধরেছে। এই যে আমরা সহজে নগর অবরোধ করতে পেরেছি তার অন্য কারণ আছে বলে তো আমার মনে হয় না। কোনো লড়াই নেই, অতর্কিত আক্রমণ নেই—কিছু নেই। ওর একমাত্র মানে যে সেনাবাহিনীর যুদ্ধের ইচ্ছা নেই।

ভগীরথ মাথা নেড়ে না বললেন। 'আপনি অযোধ্যাকে জানেন না, রাজা চন্দ্রকেতু। এটা ওদের সৈন্যবাহিনীর কাপুরুষতা নয় বরঞ্চ ওদের অভিজাতদের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকাটাই আমাদের কাজে এসেছে। কিভাবে আক্রমণ শানানো সবচাইতে ভালো হবে ওরা সেটাই ঠিক করে উঠতে পারেনি। ওর উপরে আবার মহর্ষি ভৃগু প্রসেনজিৎ নামে এক মেলুহী সেনানায়ককে অযোধ্যার যুদ্ধের প্রস্তুতির তদারক করতে এনেছেন। এর ফলে নগরে আরও বিভাজন এসেছে এই যা। তারা যতক্ষণে সবাই মিলে যুদ্ধকৌশল ঠিক করে উঠবে ততদিনের

আমরা নদীটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলবো। তারপরে ওদের পক্ষে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।'

'তাহলে, ওদের এইসব বিপদ কি অল্প কিছুজনের চোখও খুলতে পারেনি?' গণেশ জানতে চাইলেন।

ভগীরথ বললেন, 'না। নগরের মধ্যে রীতিমতো বিভ্রান্তি। বহু অযোধ্যাবাসীই নীলকণ্ঠের অন্ধ অনুগামী আর তারা নিশ্চিত যে নীলকণ্ঠ তাদের কোনো ক্ষতি করবেন না। নীলকণ্ঠই যে আক্রমণের আদেশ দিয়েছেন তারা এটা বিশ্বাসই করতে চাইছে না। দেখছি অন্ধ আনুগত্যটা আমাদের বিরুদ্ধেই কাজ করছে।'

'তাহলে আক্রমণের নির্দেশ কে দিয়েছে বলে ওদের মনে হয়?' চন্দ্রকেতু জানতে চাইলেন।

'সৈন্যবাহিনীতে ব্রঙ্গদের দেখে ওদের ধারণা হয়েছে আপনিই আক্রমণ করেছেন।' ভগীরথ জানালেন।

চন্দ্রকেতু হাত তুলে বললেন, 'আমি কি জন্যে অযোধ্যা আক্রমণ করতে যাব?'

'ওদের বিশ্বাস যে ব্রঙ্গ স্বদ্বীপের অধিপতি হতে চায়,' ভগীরথ জানালেন। 'প্রভু শিবের অনুপস্থিতিতে ওদের বোঝানোর অন্য কোনো পথ আমাদের কাছে খোলা নেই। জনা গুটিকয় আছেন যারা নির্দেশনামায় বিশ্বাল করেন কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। আর তার একটা অত্যন্ত সাধারণ যুক্তিতে পর্যুদস্ত হয়েছে: ''আমরা কখনোই সোমরস ব্যবহার করিনি, তাহলে নীলকণ্ঠ কেন আমাদের আক্রমণ করবেন? উনি মেলুহাকে আক্রমণ করবেন।'' এটা ঠিকই যে অভিজাতদের সামান্য সোমরস ব্যবহার করে কিন্তু জনগণতো আর তা জানেনা।'

কার্তিক বলে উঠলেন, 'তা হলে এখন অভিজাতদের মতামতটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ তো আর সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে না। তা অভিজাতরা কি ভাবছে।'

'তারা পরিষ্কারভাবে দ্বিধাবিভক্ত। ওদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই চায় যে আমরা জিতি যার ফলে মেলুহাকে সাহায্য দিতে না চাওয়ার একটি যুক্তিগ্রাহ্য

কারণ দেখাতে পারবে। বাকীদের মতে আত্মসমর্পণে রীতিমতো মুখ পুড়বে। এরা চায় যে সেনাবাহিনী বীরত্বের সাথে আক্রমণ চালিয়ে মেলুহার দিকে যাত্রা করুক—আর কিছু না হোক ওটাতে অন্তত প্রমাণ করা যাবে স্বদ্বীপ তার ইচ্ছা মতো কাজ করার ক্ষমতা রাখে।'

'যারা মেলুহার সাহায্যে আসতে চায় না তাদের আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি?' গণেশ জানতে চাইলেন।

'ওটা কঠিন,' ভগীরথ জানালেন। 'গত সপ্তাহে বাবা একটা দারুণ চাল চেলেছেন। তিনি ওদের সব্বাইকে কথা দিয়েছেন যে জীবনব্যাপী সোমরসের যোগান দেবেন।'

'কি?'

'হ্যাঁ। উনি ওদের বলেছেন যে মহর্ষি ভৃগু কথা দিয়েছেন যে প্রচুর পরিমাণে সোমরসের চূর্ণ অযোধ্যায় পাঠানো হবে।'

'কিন্তু ভৃগু কিভাবে সে কথা দিলেন?' কার্তিক বলে উঠলেন। 'আসবেটা কোত্থেকে? উৎপাদন ব্যবস্থার কি অতখানি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই আছে,' জানালেন ভগীরথ। 'আর যাই হোক না কেন, এই প্রস্তাব শুধু অভিজাতদের জন্যেই। কাজেই সংখ্যা কমই হবে।'

'ধ্যাত্তেরি!' গণেশ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন।

ভগীরথ বলে চললেন, 'আমার বুদ্ধিতে বলে যে এটা ওদের আরও একশো বছর বাঁচিয়ে রাখবে। কোনও পরিমাণ সোনাই এটার সাথে প্রতিযোগীতা করতে পারবে না।'

'তাহলে আমরা এখন কি করবো?' চন্দ্রকেতু জানতে চাইলেন।

'যুদ্ধের প্রস্তুতি নিন,' গণেশ জানালেন। 'ওরা অবরোধ ভাঙার প্রাণপন চেষ্টা চালাবে।'

অধ্যায় ২২

মগধ যুদ্ধের প্রস্তুতি

শিব এবং তাঁর সঙ্গে থাকা সতী, গোপাল ও কালী নর্মদার তীরে বিশাল সৈন্যবাহিনীর বাসুদেব ও নাগ রণতরীতে ওঠা লক্ষ্য করছিলেন। নোঙর করে থাকা রণতরীতে পৌঁছোনোর জন্য বাসুদেবরা গাছের গুঁড়ি একসঙ্গে বেঁধে ভাসন্ত পাটাতন বা ভেলা তৈরি করেছিলেন। নদীর পাড়ে বটগাছের ওপর মাচা বানানো হয়েছিল সব কিছু দেখার জন্য। রণতরীতে ওঠার সামগ্রিক দৃশ্য লক্ষ করার জন্য গাছের পাতা ছেঁটে ফেলা হয়েছিল। যতদূর দৃষ্টি যায় রণতরীর সারি দেখা যাচ্ছিলো।

ব্রঙ্গ, বাসুদেব ও নাগদের নিয়ে গঠিত একলক্ষেরও বেশি সৈন্য সুশৃংখলভাবে জলযানে উঠছিল। প্রত্যেক জলযানে দুই সহস্র মানুষ নিয়ে যাত্রাটা অস্বস্তিদায়ক হলেও সৌভাগ্যবশত লোথাল পর্যন্ত জলযাত্রাটা ছোটই হবে।

'শিব আগামীকালের মধ্যে আমাদের নৌযাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।' কালী বললেন।

'সূপর্ণা কি রণতরীতে উঠেছে?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

সূপর্ণা এক ভয়ঙ্কর যোদ্ধা, গরুড় নাগদের নেত্রী।

'এখনো ওঠেনি।' কালী বললেন।

'আমি কি ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারি? নাগসৈন্যদের ওপর ওনার কর্তৃত্বর বিষয়ে কিছু চিন্তাভাবনা আদান-প্রদান করতে চাই।'

কালী ভুরু কপালে তুললেন। আশা করেছিলেন যুদ্ধে নাগদের নেতৃত্ব তিনিই দেবেন।

'কালী, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে থাকো।' শিব একথা বলে ওনাকে শান্ত করলেন।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। মেলুহী নগরগুলোতে সোমরস উৎপাদনের স্থান খুঁজে বার করার জন্য অনুসন্ধানকারী দলের নেতৃত্ব দেবো আমি। আমাদের চুপিসাড়ে ও অজ্ঞাতে কাজ সারতে হবে যেখানে আমাদের সৈন্যবাহিনী নগরের বাইরে মেলুহীদের ব্যস্ত রাখবে।'

'আপনি খুবই কৌশলী, শিব।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন।

আপনি জানেন কাউকে বুঝতে না দিয়ে তার ক্ষমতা ছেঁটে ফেলে নিজের কাজ করে নিতে।' কালী বললেন।

হাসি মুখ করে, শিব চুপ করেই থাকলেন।

'কিন্তু আমি বুঝি যে সোমরস উৎপাদন স্থান অনুসন্ধানটা গুরুত্বপূর্ণ,' কালী বললেন। 'তাই আপনার সঙ্গে থাকাটা আমার কাছে সম্মানের হবে।'

'খুব ভালো।' বলে শিব গোপালের দিকে ঘুরে বললেন 'বাসুদেবদের কাছ থেকে কোন সংবাদ আছে কি পণ্ডিতজী?'

'অযোধ্যা অধিকার আশ্চর্যজনকভাবে সহজ হয়েছে।' গোপাল বললেন—

'অযোধ্যার মানুষেরা কোন বিরুদ্ধ লড়াই করেনি। গণেশ নগরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।'

'কিন্তু দিলীপ কি তার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন?'

'এখনো পর্যন্ত করেননি। আর গণেশ, খুবই বিচক্ষণ তার সঙ্গে উগ্রপন্থা অবলম্বন করেননি, নাগরিকরা তার প্রভাবে তাদের সম্রাটের প্রতি হয়তো আরও অনুগত হয়ে পড়তে পারে। আমাদের ধৈর্য্য ধরা উচিত।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত অযোধ্যার সৈন্য মেলুহার সাহায্যে না আসছে, আমি আনন্দিত হবো। মগধের সংবাদ কি?

'ওদের রণতরী প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু সুরপদ্মনের সৈন্য এখনো পর্যন্ত সক্রিয় হয়নি।' গোপাল বললেন।

শিব ভুরু কপালে তুললেন। পরিষ্কারভাবেই খুব আশ্চর্য হলেন। 'আমার মনে হয় না যে সুরপদ্মন এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে। মনে হয় যে ওর পিতা রাজা মহেন্দ্র, ওকে চাপ দেবেন আমাদের আক্রমণ করার জন্য।'

'দেখা যাক' সতী বললেন। 'হয়তো সুরপদ্মন চাইছেন প্রথমে আমাদের আর অযোধ্যার সৈন্য যুদ্ধ করুক। তারপর তিনি কোন একটা দূর্বল হয়ে পড়া শত্রুকে আক্রমণ করবেন।'

শিব মাথা নেড়ে বললেন 'হয়তো।'

'ভগীরথ, দেখুন।' গণেশ বললেন।

সম্রাটপুত্র সবেমাত্র গণেশের ঘরে ঢুকেছিলেন। মেলুহা থেকে একজন সৈনিক একটা বার্তা পাঠিয়েছিল যেটা আহত এক পাখির থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এটা সাংকেতিক ভাষায় লেখা। কিন্তু মেলুহা অযোধ্যার মধ্যে আদান-প্রদান হওয়ার রূপান্তরিত সাংকেতিক ভাষা ভগীরথ জানতেন এবং সাংকেতিক ভাষা আবার রূপান্তরিত করে কিভাবে। বোধগম্য করা যায় তা ইতিমধ্যেই গণেশের সৈন্যদের প্রশিক্ষিত করেছিলেন তিনি।

ভগীরথ জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। 'প্রধানমন্ত্রী স্যমন্তক, মহর্ষি ভৃগু কি অযোধ্যায় ফিরে গেছেন? প্রয়াগ ছেড়ে যাওয়ার পর এক মাস কেটে গেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি মেলুহায় পৌঁছোননি। আপনার যদি জানা থাকে, প্রভু শিব আর প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানতে ইচ্ছা হয়।'

গণেশ কিছু বললেন না। ভগীরথের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'এটা প্রধানমন্ত্রী কনখলায় সাক্ষর করা।' ভগীরথ বললেন। 'বেশ কৌতূহল জাগাচ্ছে।'

'অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক।' গণেশ বললেন। 'মহর্ষি ভৃগু কোথায়? আর মেলুহী প্রধানমন্ত্রী কেনই বা প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বরের ব্যাপারে জানতে

চাইছেন? এখনো কি তিনি পৌঁছোননি? তারা কি জানেন না যে উনি পদত্যাগ করে ওদের দলে গেছেন?

'ওনারা কোথায় আছেন বলে আপনার মনে হয়?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওনারা মেলুহাতে অবশ্যই নেই।' গণেশ বললেন। 'পিতার সুবিধে হবে তাতে'।

'প্রভু শিব কি মেলুহাতে এখন পৌঁছেছেন আপনার মনে হয়?'

'মনে হয় পৌঁছোতে আরও এক সপ্তাহ লাগবে।'

'আর অযোধ্যার সৈন্য যেতে পারেনি।' ভগীরথ বললেন, 'ক্রমশই ভালো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।'

হঠাৎ কার্তিক ঝড়ের বেগে ঢুকলেন, 'দাদা!'

'কি ব্যাপার, কার্তিক?'

'মগধের বাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠেছে।'

'কে বললো তোমায়? বাসুদেব পণ্ডিত?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ' বলে কার্তিক গণেশের দিকে আবার ঘুরলেন, 'সামরিক সরঞ্জাম রণতরীতে তোলা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। সৈন্যদের সদা প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।'

গণেশ হাসি মুখ করে বললেন 'সৈন্যরা কতজন?'

'পঁচাত্তর সহস্র!'

'পঁচাত্তর সহস্র?' আশ্চর্য হওয়া ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন। 'সুরপদ্মন কি সমস্তই কাজে লাগালেন? মগধ অরক্ষিত হয়ে পড়বে।'

'কখন ওরা যাত্রা শুরু করবে মনে হয়?' গণেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

'আনুমানিক দুসপ্তাহ লাগবে।' কার্তিক বললেন 'অন্তত বাসুদেব পণ্ডিতদের তেমনই ধারণা।'

'কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার যাত্রা করতে হবে।' গণেশ বললেন, 'এক লক্ষ সৈন্য নাও।'

'এতো কেন দাদা?' কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে তোমার সঙ্গে কিছু সৈন্য চাই না?'

'রণতরী চালানোর জন্য এবং অগ্নিবান ছোঁড়ার জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য হলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।' গণেশ বললেন। 'বল-অতিবল কুণ্ডে তুমি সুরপদ্মনকে ধরা না রাখ ঠেকিয়ে রাখতে যদি না সফল হও, সে আমাদের ওপর তার বড়ো বড়ো রণতরী নিয়ে এসে চড়াও হবে আর সবাইকে ডুবিয়ে মারবে। আমার সঙ্গে নয়, আমাদের সৈন্যদের তোমার সঙ্গে রেখে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাও'।

'আমি এখনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

* * *
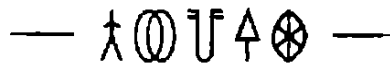
দারুণভাবে অনুপ্রাণিত এক লক্ষ সৈন্য বল-অতিবল কুণ্ডের কাছের অরণ্যে বিকেলের শুরুতেই পৌঁছে গেল। কার্তিকের মুখ্য পরামর্শদাতা হয়ে অযোধ্যার সম্রাটপুত্র সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। রাজা চন্দ্রকেতু গণেশের সঙ্গে রয়ে গেছেন কার্তিকের বাহিনীতে ব্রঙ্গসৈন্যরা যাতে আদেশ মান্য করায় বিভ্রান্ত না হয়ে পড়ে সেই বিষয়টাকে নিশ্চিত করার জন্য।

পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছাউনি ঢাকা ছোটো ছোটো হালকা নৌকা তৈরি করার আদেশ দিলেন কার্তিক, যেগুলো মগধের নৌবাহিনীকে পুড়িয়ে মারার জন্য আগুনে নৌকা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। সহস্র সৈন্য সেগুলো তৈরি করলো আর তারপর নদীর পূর্বপারে কুণ্ডের উল্টোদিকে লুকিয়ে রাখলো। কুণ্ডের চারিদিকে যুদ্ধ চলাকালীন সেগুলো অন্যদিক থেকে এসে শত্রু রণতরী ধ্বংস করবে।

গাছের মাথায় লুকানো মাচা তৈরি করা হল। দুই দিকের মধ্যে সংবাদ দেওয়া নেওয়া সহজ সাধ্য করার জন্য। এই কাজে নিযুক্ত সৈন্যদের জন্য একটা হাতে ধরে ব্যবহার করার সরল যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল। মাটির পাত্রের ওপর ধাতুর একটা নল লাগানো। ওই পাত্রে ভরা থাকে ধোঁয়াহীন এক প্রকার কয়লা, তার বিশেষত্ব হল শিখা কম ও ধোঁয়াহীন। ধাতুর নলের ঢাকনা সহজেই খোলা ও বন্ধ করা যায়, যার ফলে শিখার আলোকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। যন্ত্রটা যথেষ্ট ছোটো তাই কেবলমাত্র একমুঠো জোনাকির আলোর মতো আলো ছড়াতে পারে। তা

সত্ত্বেও কার্তিকের সৈন্যদের জন্য এই আলোক সংকেত নদীর দুইদিকের মধ্যে সাংকেতিক বার্তা আদানপ্রদান করাবে।

কার্তিক চেয়েছিলেন বল-অতিবল কুণ্ডের চারপাশের অঞ্চলটা যেন শান্তিপূর্ণ থাকে। সৈন্য বাহিনীকে কঠোরভাবে অরণ্যের মধ্যে থাকতে বলা হয়েছিল।

'আমি বুঝতে পারছি না, কার্তিক। আমরা চাই যে আমাদের লোকেরা নদীতীরে টোপ হিসেবে উপস্থিত থাকুক, তাই না? অন্তত, গণেশ তেমনই ভেবেছিলেন।'

'সুরপদ্মনকে হালকাভাবে নিতে ইতস্তত করছি, সম্রাটপুত্র ভগীরথ। আর আমি জোরের সঙ্গে বলছি, তিনিও হয়তো আমাদের হালকাভাবে নেবেন না। যদি তিনি দেখেন যে নদীর খোলা স্থানে কম সংখ্যক আমাদের সৈন্য এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো ফাঁদের গন্ধ পেতে পারেন, মোটের ওপর আমরা যদি সৈন্যদের ছেড়ে চলে গিয়ে থাকতাম তাহলে যেখান থেকে দেখা যাবে সেখানে শিবির পাতার মতো বোকামি করতাম কি?'

'মানলাম, তাহলে তোমার কি প্রস্তাব?'

'আমরা পশ্চিমতীরে রয়েছি। আমাদের আরো দক্ষিণে রয়েছে মগধ, সেটাও সরযূ নদীর পশ্চিমতীরে। অরণ্য যেখানে ঘন নয় সেখান দিয়ে যদি আমরা নদীর তীর ধরে এগোতে থাকি এখান থেকে মগধ দুই কি তিন সপ্তাহের বেশি লাগবে না যেতে।'

ভগীরথ মৃদু হাসলেন, 'তুমি চাইছো যে সুরপদ্মন আমাদের আসল রণনীতি আঁচ করুক। যে অযোধ্যা অবরোধ আসলে ওকে বার করে আনার চেষ্টার জন্য নকল আক্রমণ। ও বুঝতে পারবে যে মগধ অধিকার করে আমরা অযোধ্যার রণতরী যাওয়ার ওপর অনেক বেশি কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো, অযোধ্যা অবরোধের সঙ্গে তুলনা করলে।'

'একেবারে ঠিক। আর যদি উনি এটাকে আঁচ করার মতো বুদ্ধিমান হন, আর আমি নিশ্চিত যে তিনি তাই; তাহলে নদীতীরের অরণ্য অঞ্চলে গুপ্তচর পাঠিয়ে অনুসন্ধান করাবেন। আর যখন তিনি আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর ব্যাপারে সংবাদ পাবেন তিনি স্পষ্টতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। যে, আমরা যেখানে মগধ অধিকার করার জন্য অগ্রসর হচ্ছি, সেখানে উনি অযোধ্যার নৌযাত্রায় সময় নষ্ট করছেন।

'নিজের দেশকে অরক্ষিত রেখে তুমি অন্যের দেশ অধিকার করতে যাচ্ছো ফলে তার বদলে দেখবে নিজের দেশই অধিকৃত হয়ে গেছে।'

'আপনি ঠিক ধরেছেন।' কার্তিক বললেন 'সুরপদ্মনের কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কেননা তিনি আশা করবেন যে বুদ্ধিমান শত্রু তেমনই করবে। তিনি যে আমাদের হালকা ভাবে নেবেন তেমন আমি দেখছি না।'

'ওনার উল্টো দিকে ঘুরে মগধে ফিরে আসাটা থামাবে কে?'

'নদীতে বিশাল নৌবহরের পক্ষে উল্টোদিকে ঘোরা, বলাটা সহজ করার তুলনায়, বিশেষত যদি সময় কম থাকে। কিন্তু যদি সুরপদ্মন সেটা করতে সমর্থ হন, আর তাড়াতাড়ি জোরে নদী বেয়ে এসে আমাদের আগে মগধে পৌছোন, তাহলে তিনি জানবেন যে আমাদের বাহিনী অগ্রসর হওয়া থামিয়ে দেবে এবং ওনার নগরীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর নিজের লোক মগধীরা হয়তো তখন বিশ্বাস করবে যে মগধ নিজেই বিপদে পড়েছে এই মিথ্যে অজুহাতে সুরপদ্মন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছেন। একজন ভাবী রাজা কখনোই নিজেকে কাপুরুষ হিসেবে দেখানোর ঝুঁকি নিতে চাইবেন না। তাই নিজে থেকেই এখানে এসে আমাদের আক্রমণ করা ছাড়া তাঁর অন্য কোন উপায় থাকবে না। আপনার কি মনে হয়?'

'পরিকল্পনাটা আমার পছন্দ।' ভগীরথ বললেন। 'সুরপদ্মনের মতো কুশলী সেনাপতির জন্য এটা কার্য্যকর হওয়া উচিত, কারণ নদী তীরের অঞ্চলে কি হচ্ছে সেটা সংবাদ দেওয়ার জন্য তার অশ্বারোহী গুপ্তচরেরা আছে। নিশ্চিতভাবে আমাদের ওই গুপ্তচরদের আক্রমণ করা উচিত। কিন্তু কয়েকজনকে আসতে দিতে হবে যাতে আমাদের বাহিনীর আয়তনের সম্পর্কে সংবাদ জেনে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। কারণ অরণ্যের মধ্যে আমাদের শিবির প্রায় আধ ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন ওদের রণতরী আমাদের সৈন্য সমাবেশ অতিক্রম করবে, আমাদের শিবিরের সামনের সৈন্যদের দিয়ে গাছের মাথায় থাকা পাখিদের বিরক্ত করাতে হবে। এছাড়াও, শিবিরের শেষের দিকে ইচ্ছে করে কয়েক স্থানে আগুন জেলে রাখতে হবে। এই দুটো চিহ্নের মধ্যের বিশাল দূরত্ব বিচার করে মনে করবে যে ওখানে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নদীর তীর ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে। তখন সে আক্রমণ করতে বাধ্য হবে।'

‘ঠিক।’

‘একই সঙ্গে পশ্চিম তীরে কয়েকটা আগুনে নৌকো চাই।’

‘কিন্তু, এখানে যুদ্ধ তো হবে পশ্চিম তীরে।’ ভুরু কুঁচকে কার্তিক বললেন। ‘ওনাদের সৈন্য এখানে যুদ্ধ করবে আর আমাদের আগুনে নৌকোগুলোকে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেয়ে যাবে। আগুনে নৌকো তখনই কার্য্যকরী হয় যখন অতর্কিতে আক্রমণ করা যায়। যদি ওগুলো আগেভাগেই চোখে পড়ে যায়, তাহলে সহজেই ডুবিয়ে দেওয়া সম্ভব। সেই কারণে আমি পূর্ব তীরে আগুনে নৌকোগুলো রেখেছি।’

‘লড়াইটা আমাদের দিকেই হবে।’ ভগীরথ বললেন। ‘কিন্তু পশ্চিম তীরের অন্য কোন স্থানে নয়, বল-অতিবল কুণ্ডের বালুচরেই সুরপদ্মন ওর সৈন্যদের নামাতে বাধ্য হবে। আরো উত্তরদিকে গহন অরণ্যের মধ্যে বিশাল সংখ্যক সৈন্যকে নামানো প্রায় অসম্ভব। তাই উত্তরদিকে আমরা যদি আমাদের আগুনে নৌকোগুলো রাখি তাহলে ওগুলো শত্রুর চোখের আড়ালে থাকবে।

যেই না অনুসন্ধানের জন্য ওর রণতরী নোঙর ফেলবে, আমরা ওর নৌবহরের উত্তর প্রান্তে আক্রমণ করবো।

‘সঠিক সিদ্ধান্ত, আমি এগুলো কার্য্যকর করার জন্য আদেশ দিচ্ছি।’

— —
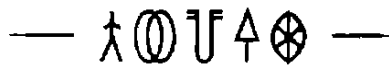
সরযূতে বিশাল নৌবহরের দাঁড় বেয়ে আসার শব্দ যখন তারা শুনতে পেল কার্তিকের বাহিনী সংঘর্ষের জন্য টানটান হয়ে প্রস্তুত থাকলো। দাঁড় বাওয়ার ছন্দ রক্ষাকারীর দামামায় দুমদুম শব্দ এবং জলেতে দাঁড় চালানোর ক্ষীণ শব্দ বিচার করে পরিষ্কারভাবেই বোঝা গেল যে মগধের রণতরীগুলো বল-অতিবল কুণ্ডে একঘন্টা থেকে দুঘন্টার মধ্যে এসে পৌঁছোবে।

সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করার ভঙ্গীতে প্রস্তুত হতে আদেশ দেওয়া হল। অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে নেওয়া হল।

কার্তিক হাঁটতে হাঁটতে অরণ্যের কিনারায় গেলেন আর বল-অতিবল কুণ্ডের

বালুচর এবং তার পেছনের নদীর দিকটা ভালো করে দেখে শুনে নিলেন। শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলা শেষ রাতের অন্ধকারের ঘোমটা খুলতে ব্যর্থ হয়েছিল, যা তার রণনীতির পরিকল্পনার সহায়ক। নদীর চারধারে হাল্কা মরশুমি কুয়াশা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। নিখুঁত! অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টিতে দেখে নিলেন যে এই কুয়াশার মধ্যেও সংকেত দেখানোর বাতি দেখা যাচ্ছে কিনা এবং দেখে সন্তুষ্ট হল।

কার্তিক ভগীরথের দিকে ঘুরলেন। এরপর দিবোদাসের দিকে এবং তারপর ব্রঙ্গ বাহিনীর অন্যান্য সেনানায়কের দিকে তাকালেন।

'বন্ধুগণ।' কার্তিক বলতে শুরু করলেন। 'আমার পিতার মতো গুছিয়ে সুন্দর করে কথাবার্তা বলতে পারি না আমি, তাই সংক্ষেপে বলবো। মগধীরা লড়াই করবে কেবল অধিকারের এবং গৌরবের জন্য। ওগুলো দুর্বল উদ্দেশ্য। আপনারা লড়াই করছেন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য এবং প্রতিশোধ নেওয়ায় জন্য। আপনাদের পরিবারের জন্য এবং মাতৃভূমির আত্মার জন্য। আপনারা লড়াই করছেন সোমরস বন্ধ করার জন্য যে সোমরস আপনাদের সন্তানদের মেরে ফেলেছে আর লোকেদের পঙ্গু করে দিয়েছে। অশুভ শক্তির অভিশাপকে থামানোর জন্য আপনারা লড়াই করছেন। যতক্ষণ না ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত আপনাদের লড়াই করে যেতে হবে। আমি বন্দী চাই না। আমি ওদের মৃত্যু চাই। যদি কেউ অশুভ শক্তির পক্ষ নেয়, সে জীবিত থাকার যোগ্যতা হারাবে। ভাবুন! মনে করুন আপনাদের সন্তানদের যন্ত্রণার কথা!'

ব্রঙ্গ সেনানায়করা একসঙ্গে গর্জে উঠলো 'মগধীদের বিনাশ হোক।'

'এই ভূমি, যার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি।' কার্তিক বলতে থাকলেন, 'প্রভু রামের পায়ের ধুলির আশীর্বাদ ধন্য। আজ রক্ত দিয়ে আমরা সম্মান জানাবো তাঁকে। জয় শ্রীরাম!'

'জয় শ্রীরাম!'

'নিজেদের স্থানে গিয়ে প্রস্তুত হন!' কার্তিক আদেশ দিলেন।

ব্রঙ্গ সেনানায়করা তাড়াতাড়ি চলে গেল। কথা বললে শোনা যাবে তেমন দূরত্বের বাইরে যেই তারা চলে গেল, অমনি ভগীরথ বলে উঠলেন, 'কার্তিক, কেন তুমি ওদের সবাইকে মেয়ে ফেলতে চাও?'

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ, যদি মগধী বন্দীরা প্রচুর সংখ্যায় হয়, তাদের পাহারার জন্য আমাদের বিরাট সৈন্যকে এখানে রেখে যেতে হবে। আমাদের আসল এবং শেষ উদ্দেশ্য হল যত বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মেলুহাতে যাওয়া। যদি মগধী সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, খুব বেশি নিজস্ব সৈন্যকে মগধে রাখার প্রয়োজন হবে না। নগর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাত্র কয়েক সহস্র হলেই যথেষ্ট। এছাড়াও সকল মগধী সৈন্যর বিনাশের মাধ্যমে অযোধ্যায় একটা বার্তাও যাবে। হয়তো মেলুহার সঙ্গে মিত্রতার কথা তারা পূর্নবিবেচনা করেও দেখবে।'

কার্তিকের নির্মম কিন্তু কার্য্যকরী চিন্তাধারা বাধ্য হয়েই ভগীরথ গ্রহণ করলেন।

অধ্যায় ২৩

বল-অতিবল কুণ্ডের যুদ্ধ

মগধের নৌবাহিনীর সামনে থাকা পথ প্রদর্শনকারী রণতরী বল-অতিবল কুন্ড অতিক্রম করে গেছে। মগধের রণতরীগুলোর দেখতে পাওয়ার অনেক আগে থেকেই কার্তিকের বাহিনী ক্রমাগত চলতে থাকা মৃদু দাঁড় টানার শব্দ আর দাঁড়ের ছন্দ রক্ষাকারী দামামার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন।

কার্তিক সংকেত পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। সারি বেঁধে থাকা লোকেদের হাত ঘুরে ঘুরে সেটা এক কিলোমিটারেরও বেশি দূরে থাকা তাঁবুর দক্ষিণের সীমায় পৌঁছে গেল। লোকগুলোকে ওই কাজের জন্যেই রাখা হয়েছিল। একদল সৈন্য নিঃশব্দে একটা দড়িতে টান দিল। এক ঝাঁক পাখির উপরে টানটান ভাবে ছেয়ে থাকা একটা জাল সরে গেল। অপ্রত্যাশিত মুক্তিতে চমকে গিয়ে পাখিগুলো হঠাৎ উড়তে শুরু করলো। মগধের সেনাবাহিনীতে ওটা কিছুটা চাঞ্চল্য নজরে পড়লো কার্তিকের। নিঃসন্দেহে ওরা পাখিদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

কার্তিক চোখ টানটান করে তাকালেন। মগধের সৈন্যেরা মূল পালের চূড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

এর অর্থ মাথায় ঢুকতেই ভগীরথ ফিসফিস করে উঠলেন, 'এই মরেচে!'

উপযুক্ত শত্রুর প্রশংসায় কার্তিকের মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠলো। তাঁর পাশেই দাঁড়ানো দিবোদাসের দিকে ফিরলেন তিনি। 'দিবোদাস গাছের উপরে থাকা আমাদের সৈন্যদের কাছে খবর পাঠান। মগধের সেনা মাস্তুলচূড়ায় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করে রেখেছে। আমাদের সৈন্যেরা নজরে পড়া এড়াতে যেন নিচু হয়ে থাকে।'

রণতরীর মূল মাস্তুলের চূড়ায় একটা নজর রাখার মাচা তৈরি করা হয় যেখানে নাবিকদের পর্যবেক্ষক হিসাবে রাখা হয়। তারা চারদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিচে পাটাতনে থাকা আধিকারিককে খবর দেয়। সমুদ্রে ঘোরা রণতরীর সাধারণত এটা থাকেই। কিন্তু নদীর জলযানে এর ব্যবহার খুবই বিরল। সুরপদ্মন নিঃসন্দেহে খুবই সতর্ক মানুষ। কারণ তিনি তাঁর নৌকাতেও এটা তৈরি করেছেন। দিবোদাস চুপচাপ কার্তিকের আদেশ পালন করতে চলে গেল।

'রণতরীগুলো উল্টোদিকে দাঁড় টানছে' হাত দেখিয়ে ভগীরথ বললেন।

মগধের রণতরীগুলো যেহেতু নদীর স্রোতের স্বাভাবিক গতিমুখের বিপরীতে চলছিল তাই তারা দ্রুত গতি কমিয়ে ফেললো। রণতরীর পালগুলোকে এমনভাবে খাটানো হল যাতে রণতরীগুলো থেমে যায়। তাঁদের আগের গতি এতটাই ছিল যে কার্তিক যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলেন সুরপদ্মনের নৌবহরের থামার আগে সেখান দিয়ে অন্তত আরো দশখানা রণতরী চলে গেল। রণতরীর সৈন্যেরা পশ্চিমের ঘন জঙ্গলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

'এইবার আমরা অপেক্ষা করবো,' কার্তিক জানালেন।

ভগীরথ কার্তিকের দিকে ঝুঁকলেন। 'ওদের সংবাদবাহক আমাদের সামান্য পিছনেই। জলের ধারের কাছাকাছি।'

কার্তিক বেশ বাড়াবাড়ি রকমের হাত বাড়িয়ে দিবোদাসকে বললেন, 'দেখো তো, ওদের রণতরীগুলো সামনে এগোতে শুরু করেছে কিনা?' কথাগুলো তিনি বেশ জোরেই বললেন যাতে মগধের গুপ্তচর শুনতে পায়।

দিবোদাস নদীর দিকে এগোতেই, গুপ্তচর নিঃসন্দে পিছিয়ে গেল। দিবোদাস তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন। 'প্রভু কার্তিক, ওদের গুপ্তচর সাঁতরে রণতরীর দিকে গেছে।'

কার্তিক তৎক্ষণাৎ উঠে গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের ধারের দিকে গেলেন। তিনি মগধের গুপ্তচরকে নিঃসন্দে সাঁতরে দূরে চলে যেতে দেখতে পাচ্ছিলেন।

ভগীরথ বললেন, 'আমি দ্রুত আক্রমণের আশায় রয়েছি। আমাদের নিজের স্থানে ফিরে যাওয়া উচিত।'

'আর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।' কার্তিক বললেন।

ও কোন জলযানে ওঠে সেটা দেখতে চাই। সুরপদ্মন কোথায় রয়েছেন এটা তা বলে দেবে।'

— ⅄ⓄƱ⍏⊛ —

'প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেল। উনি কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন?' ভগীরথ বলে উঠলেন।

কার্তিক তাঁর সেনাবাহিনী সমেত যেখানটা থেকে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তার পেছনেই লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরা সুরপদ্মনকে বোঝাতে চাইছিলেন যে ব্রঙ্গরা লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী নয়। তাঁরা এই আশায় ছিলেন যে তিনি হয়তো এটাই বিশ্বাস করে হঠাৎ আক্রমণে নেমে পড়তে চাইবেন।

কার্তিক হঠাৎ নড়েচড়ে উঠলেন, 'শালা, কুত্তার বাচ্চা।'

দিবোদাস ঘাবড়ে গেলেন। 'প্রভু কার্তিক?'

'আমাদের পর্যবেক্ষকদের খবর পাঠাও,' কার্তিক বলে উঠলেন। 'ওদের ওপারের পর্যবেক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করতে বল। আমি জানতে চাই যে ও পারে কি চলছে।'

ভগীরথ কপাল চাপড়ে বলে উঠলেন। 'হায় ভগবান! আমরা তো আমাদের পর্যবেক্ষকদের নীচু হয়ে থাকতে বলেছিলাম!'

দিবোদাস দৌড়ে খবর দিতে গেলেন। আলোর সংকেতের সাহায্যে শীঘ্রই সরযূর ওপারে বার্তা পাঠানো হল। মুহূর্তের মধ্যে দুঃসংবাদ খবর নিয়ে ফিরে এলো সে। ওদের বিশাল রণতরীগুলোর আড়ালে থেকে ওরা ওপারে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিঃশব্দে নদীতে ছিপ নামানো হচ্ছে আর আমাদের এই কথা বলার মধ্যেই তাতে সৈন্যেরা চড়ে বসেছে। দেখে মনে হয় ওরা নদীর নীচের দিকে দাঁড় বাইছে।'

কুত্তার বাচ্চা, শালা ভারী সেয়ানা তো!' ভগীরথ বলে উঠলেন। 'ওনার মতলবটা হলো নিজেরই রণতরীর আড়ালে থেকে নদীর নীচের দিকে গিয়ে আমাদের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করা।'

'প্রভু কার্তিক, এখন আমরা কি করবো?' দিবোদাস জানতে চাইলেন।

'আমাদের পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে জানো তো মগধীরা দশম রণতরী থেকে নামছে কিনা? ওখানেই সুরপদ্মন রয়েছে।' ভগীরথের দিকে ফিরে কার্তিক বলে চললেন, 'যুবরাজ ভগীরথ, আমার মনে হয় উনি দুমুখো আক্রমণ শানাবেন। একটা হবে বল-অতিবল কুণ্ডে। সুরপদ্মন আমাদের এখানে ব্যস্ত করে রাখতে চাইবেন। এরই মধ্যে মগধীদের একটা দল নদী বেয়ে দক্ষিণে গিয়ে আমাদের দক্ষিণপার্শ্বের বাহিনীকে আক্রমণ করে পেছন থেকে আমাদের শিবিরে ঢুকবে। ওঁর সেনাবাহিনীর দুই ভাগের মাঝখানে পড়ে আমরা চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাব।'

'এর মানে আমাদের দুভাগ হতে হবে,' ভগীরথ বললেন। 'আমাদের একজন এখানে বল-অতিবল কুণ্ডে থাকবে ও আরেকজন ওদের দক্ষিণের বাহিনীর সাথে মুখোমুখি হতে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যাবে।'

'ঠিক তাই,' কার্তিক বলে উঠলেন।

এর মধ্যেই দিবোদাস ফিরে এসেছিলেন। 'প্রভু কার্তিক, ওরা সুরপদ্মনের রণতরী থেকে নামছে।'

কার্তিক বললেন, 'যুবরাজ ভগীরথ, আপনি এখানে আমাদের মূল বাহিনীর নেতৃত্ব দিন। মগধের বাহিনী যাতে বল-অতিবল কুণ্ড অতিক্রম না করতে পারে সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। আমি এটাকেই ওদের মরণফাঁদ করতে চাই।'

'তাই হবে কার্তিক। আপনি নিশ্চিত থাকুন। কিন্তু বাহিনীর অধিকাংশকেই আমার সাথে রেখে যাবেন না। দক্ষিণে সুরপদ্মনের সাথে লড়াইতে আপনার অনেক সৈন্য লাগবে।'

'না লাগবে না,' কার্তিক বললেন। 'উনি নদী বেয়ে নীচের দিকে যাচ্ছেন। ওঁর সাথে ঘোড়া থাকবে না। আমার থাকবে।'

ভগীরথ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন। একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা দশজন পদাতিক সৈন্যের সমতুল্য। উচ্চতার সুবিধা পাবে সে। আর সাথে ঘোড়ার ভয়ানক ক্ষুরের আঘাত তো রয়েছেই। 'ঠিক আছে।'

কার্তিক উঠতে উঠতেই দিবোদাসকে নির্দেশ দিলেন।

'ঘোড়ায় করে দক্ষিণের দিকে যাও। আমাদের বাহিনীকে শীঘ্রই মগধের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলো। তুমি ওদের নেতৃত্ব দেবে। আমি বিশাল একটা চক্রাকার পথে পশ্চিমদিক থেকে দুসহস্র অশ্বারোহী সেনা নিয়ে বেরোবো। আমার ইচ্ছা সুরপদ্মনের বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করা। আমার ঘোড়া আর তোমার বাহিনীর মাঝখানে ফেলে ওদের গুঁড়িয়ে দেবো।'

দিবোদাস হাসলো। 'তাই হবে।'

'বাজী রাখতে পারো!' কার্তিক বললেন। 'হর হর মহাদেব!'

'হর হর মহাদেব!' দিবোদাসও বলে উঠলেন।

দিবোদাস দৌড়ে ঘোড়ার দিকে গেলেন। জিনে চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কার্তিক মনে মনে নির্দেশগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন মনে হল। তিনি একটাও কোনো খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিতে চান না।

ভগীরথ কিছুটা কৌতূক মাখানো দৃষ্টিতে কার্তিকের দিকে চেয়ে বললেন, 'কার্তিক আমি বহু যুদ্ধে লড়েছি। আপনি গিয়ে আপনারটায় লড়ুন। আমাকে আমারটায় লক্ষ রাখতে দিন।'

কার্তিক হাসলেন। 'আমরা বাবাকে একটা বিখ্যাত জয় উপহার দেবো।'

'তা তো দেবোই।' ভগীরথ বলে উঠলেন।

কার্তিক ঘোড়ার দিকে হেঁটে গিয়ে বাঁ পা অনেকটা বাড়িয়ে পা দানিতে রাখলেন। তিনি এখনোও যথেষ্টই ছোটোখাটো চেহারার। তারপরই তিনি ঘোড়ার উপর দিয়ে ডান পা ঘুরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। ভগীরথ কার্তিকের পেছন পেছন আসছিলেন। বহুবার পশু শিকারের সময় কার্তিকের চোখে যে ইস্পাত কঠিন দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেটা আবারও চোখে পড়লো ভগীরথের। একটা চেনা আতঙ্ক মেশানো

বিস্ময় ভগীরথ মনে মনে অনুভব করলেন। সামান্য কাঁপা কাঁপা হেসে অস্ফুটস্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'সুরপদ্মনের আত্মার উপরে ঈশ্বরের করুণা হোক . '

কথাটা কানে আসতে কার্তিক মুচকি হাসলেন।

'সেটা ওনার ওপর হবেই। কেননা আমার ওপরে তো আর হবে না।'

নীলকণ্ঠের ছেলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঘোড়া ছোটালেন আর অন্ধকারে মিশে গেলেন।

— ⅄ⓞ Ʊ ↑ ⊗ —

চাঁদের ফালি ঢাকা পড়েছে মেঘের চাদরে। কুয়াশায় চাপা পড়ছে তার ফ্যাকাশে আলো। ভগীরথ জঙ্গলে তাঁর পাশে থাকা তাঁর বাহিনীর লোকেদের প্রায় দেখতেই পাচ্ছিলেন না। অন্ধকারে পড়া তাঁদের ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে তিনি তাদের ঠাওর করতে পারছিলেন। ঘাম আর ধাতুর মেশানো গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। ভগীরথের উপরে ঠোঁটে জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ছিল। ভগীরথ সেটা বুঝতে পারছিলেন। সৈন্যসারি বরাবর 'হর হর মহাদেব . . হর হর মহাদেব ' ফিসফিসানি তাঁর কানে আসছিল। তার লোকেরা সুরপদ্মনের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতিতে এটা প্রার্থনার মতো আওড়াচ্ছিলো।

হঠাৎই মেঘের ফাঁকে চাঁদ বেরিয়ে এলো। শত্রু রণতরীর দৈর্ঘ্য বরাবর মশাল হাতে শত্রুসৈন্যদের দৌড়াদৌড়ি দেখতে পেলেন ভগীরথ। ওরা তীরন্দাজ বাহিনীর তীরে আগুন দিচ্ছে।

'ঢাল ওপরে!' ভগীরথ চেঁচিয়ে উঠলেন।

ভগীরথের সেনারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের ওপরে নেমে আসা তীরের হল্কার জন্য প্রস্তুত হল। এই সেনাদের অধিকাংশই ব্রঙ্গের। তীরন্দাজদের ছোঁড়া অগ্নিবানে আকাশ আলোকিত হয়ে উঠলো। এখনো বিশাল বৃত্তাকারে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হল অগ্নিবানের ঝাঁক আর তারপরই নেমে এলো জঙ্গলে। ভগীরথ তাঁর লোকেদের কঠোরভাবে জঙ্গলের মধ্যেই রেখেছিলেন। ফলে গাছগুলো প্রাথমিক প্রতিরক্ষার কাজ করলো। যে কটা গাছ ছাড়িয়ে ভেতরে আসতে পেরেছিল সেগুলো সহজেই

উঁচু করে তোলা ঢালে আটকা পড়লো।

মগধীরা আশা করেছিল যে তাদের অগ্নিবান জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেবে। এতে করে ব্রঙ্গদের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। কিন্তু কুয়াশায় আর রাত্তিরের ঠাণ্ডাতে পাতার উপর শিশির জমে গিয়েছিল। ফলে গাছগুলোতে কোনোরকম আগুনই ধরলো না। তীর থামতেই, ভগীরথ হুঙ্কার ছাড়লেন 'হর হর মহাদেব!'

তাঁর দেখাদেখি তাঁর সৈন্যদের করা চিৎকারে বাতাস খানখান হয়ে গেল। 'হর হর মহাদেব!'

মগধীরা দ্রুত আরেক ঝাঁক তীরে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়লো। আর আবারও গাছপালা আর ব্রঙ্গদের ঢালের ফলে ব্রঙ্গসৈন্যদের কোনোরকম ক্ষতি হলো না।

ব্রঙ্গরা তাদের ঢাল সরিয়ে রেখে শত্রুদের উত্যক্ত রণহুঙ্কার ছাড়ল, 'হর হর মহাদেব!'

ভগীরথ দেখতে গেলেন রণতরী থেকে ছিপ নামানো হচ্ছে। আক্রমণ এইবার শুরু হবে। অগ্নিবানগুলো শুধু সেনাদের আড়াল করার জন্য। ধনুকে আবার তীর ছুড়তে দেখে তিনি আবারও চেঁচালেন 'ঢাল'?

ব্রঙ্গরা আবারও সহজেই তীরের ঝাঁকের আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচালো।

'অন্য তীরে থাকা আমাদের লোকেদের বার্তা পাঠাও। আগুনে ছিপ প্রস্তুত করতে বলো। এখনই!'

তাঁর পার্শ্বরক্ষক দৌড়ে চলে যেতেই, ভগীরথ দেখলেন যে শত্রুরা নৌকা বেয়ে তীরের দিকে আসছে। আর ওর সাথে সাথেই আরও এক ঝাঁক অগ্নিবান বর্ষিত হল।

'নড়ো না! আগে ওদেরকে তীরে নামতে দাও!' ভগীরথ চেঁচিয়ে তাঁর লোকেদের নিয়ন্ত্রণে রাখছিলেন।

চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে ভগীরথ শত্রু সৈন্যের একটা বড়ো অংশকে তীরে নামতে দিলেন আর তারপরই লাগোয়া জঙ্গল থেকে শুরু করলেন তিনমুখো আক্রমণ। ঘনসন্নিবদ্ধ ঠাসাঠাসি করে থাকা তাঁর পদাতিক বাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনে ঢাল তুলে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগোচ্ছিল আর মগধের সেনাদের

সামনের সারিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলো। পেছনের সারির শত্রু সৈন্যেরা জলের মধ্যে নামতে বাধ্য হচ্ছিলো। ভারী বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্রের ভারে তাদের তলিয়ে যাওয়াটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় থাকা সামনের বাহিনী তারপরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তীরে আগুন ধরাতে দেখে ভগীরথ আবারও নির্দেশ দিলেন, 'ঢাল উপরে!'

তিনি অনুভব করতে পারছিলেন এটাই হয়তো শেষ ঝাঁক। শত্রুসৈন্যেরা নৌকা থেকে লাফিয়ে বল-অতিবল কুন্দের বালিতে নৃসংশ লড়াই। ভগীরথ তাঁর ধমনীতে বইতে থাকে উত্তেজিত রক্তের স্রোত অনুভব করতে পারছিলেন। রক্তের গন্ধ পাচ্ছিলেন তিনি যা এখনই ঝরতে শুরু করবে।

'আক্রমণ!' ভগীরথ ঘোষণা করলেন।
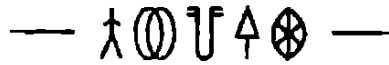
কার্তিক দুসহস্র অশ্বারোহী সেনার সাথে যুদ্ধের উন্মাদনায় প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছোটাচ্ছিলেন। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়েও তারা মগধের জাহাজগুলো থেকে ছোঁড়া অগ্নিবানের বর্ষণ দেখতে পাচ্ছিলেন। ওরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। যার মানে মগধের সেনা দক্ষিণের অংশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।

'আরো দ্রুত!' কার্তিক তার অশ্বারোহী বাহিনীর উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়লেন।

তাঁদের চোখে পড়েছিল যে নৌবহরের মাঝখানে থাকা রণতরীগুলোতে ইতিমধ্যেই আগুন ধরে গেছে। আগুনে ছিপ আঘাত হেনেছে। ভগীরথ নিঃসন্দেহে মগধের নৌবাহিনীকে ভালো ঘা দিচ্ছেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে দক্ষিণ প্রান্ত দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিশ্চয়ই বৈশালীর বাহিনী এসে পড়েছে আর মগধের নৌবাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করেছে।

সামনে চলতে থাকা হট্টগোলে কার্তিক খানিকটা দোনামনা হয়ে পড়েছিলেন। মগধ সেনাবাহিনীর দক্ষিণের অংশের সঙ্গে দিবোদাসের ব্রঙ্গদের ভয়ংকর যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

'আরও জোরে!'

শিবিরের বিভিন্ন অংশে আগুন ধরে গেছে। সুরপদ্মনের লোকেরা নির্ঘাৎ এখানেও অগ্নিবান ছুঁড়েছে। কিন্তু এইটাই কার্তিকের অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে সংকেতের কাজ করলো। তারা ঘোড়াকে চাবকে আরও দ্রুত ছোটালো। এদিকে তো দক্ষিণপ্রান্তে ব্রঙ্গরা প্রায় কুড়ি সহস্র সৈন্যকে ঠেকিয়ে রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মগধের বাহিনীতো আশায় ছিল যে অপ্রস্তুত শত্রুকে একেবারে কচুকাটা করে ফেলবে। এই ধরনের তীব্র প্রতিরোধের সামনে পড়ে তারাও স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অবশ্য অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছিলো কেননা মগধীরা পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়াটা আশা করেনি।

'হর হর মহাদেব!' কার্তিক তাঁর লম্বা তলোয়ার বের করে হুঙ্কার ছাড়লেন।

ব্রঙ্গ অশ্বারোহী বাহিনীও 'হর হর মহাদেব' হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মগধের পদাতিক বাহিনীর সারিটা পেছন থেকে অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কথা ভাবেইনি। তারা পুরোপুরি অপ্রস্তুত ছিল। মুহূর্তের মধ্যে কচুকাটা হল তারা। কার্তিক ও তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী মগধের বাহিনীর ছোটো ছোটো দলগুলির মধ্যে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাতে সক্ষম হয়েছিল। কিছু দুর্ভাগা সৈনিক চাপা পড়লো ঘোড়ার তলায় আর যারা পথ আটকালো তারা তলোয়ারের আঘাতে ফালাফালা হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে থাকা দুই বিশাল বাহিনীর হিংস্র হইহট্টগোলের মাঝে ব্রঙ্গ অশ্বারোহী বাহিনীর পাশ থেকে আক্রমণ করাটা প্রথমে কেউ সেভাবে লক্ষ্যই করেনি। দ্রুত বিস্ময় কাটিয়ে উঠে মগধের বহু বীর যোদ্ধা অশ্বারোহীদের উপর লাফিয়ে উঠে ঘোড়ায় আঘাত করলো এবং কেউ কেউ তো আবার দুঃসাহসের সাথে ঘোড়ার পা-দানি আঁকড়ে ধরলো। অশ্বারোহীদের টেনে নামানোর চেষ্টায় ছিল তারা। কার্তিকই যে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে আছেন বুঝতে পেরে একদল পদাতিক সেনা কার্তিকের ঘোড়াকে হোঁচট খাওয়ালো। কার্তিক তাঁর ঘোড়াসমেত হুড়মুড়িয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। আর তারপরই কার্তিককে ফেলে তারা কি ভুল করেছে তারা তা বুঝতে পারলো।

বিড়ালের ক্ষীপ্রতায় লাফিয়ে খাড়া হলেন কার্তিক। একটানে সাঁৎ করে বেরিয়ে এল তাঁর দ্বিতীয় তলোয়ারটাও আর সাথে সাথেই তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া সৈন্যদের প্রথমজন কাটা পড়লো—মাঝপথেই কুঁকড়ে গিয়ে নিঃশব্দে ধপাস

করে মাটিতে পড়লো সে। তার গলার নলি কেটে গেছে। সেই কাটা গলা থেকে কিছুটা বাতাস ঠিকরে এল আর তার সাথে বেরিয়ে আসা রক্তের ছিটা ছিটিয়ে পড়লো আশেপাশের সৈন্যদের গায়ে। দ্বিতীয় সৈন্যও আক্রমণ করলো ও দুপা ফেলার আগেই কার্তিকের তলোয়ারে শিড়দাঁড়া বরাবর তার পুরো ধড়টা দুভাগ হয়ে গেল।

বাকী সৈন্যেরা এবার থমকে দাঁড়ালো। তারা এইরকম নিপুণতার সাথে হত্যা করায় সক্ষম এই ছেলেটির সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠেছিল। তারা তলোয়ার বাগিয়ে কার্তিককে গোল করে ঘিরে ধরলো। কার্তিক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে অমানুষিক গতিতে বাঁদিকে সরে গিয়ে সাঁৎ করে তলোয়ার চালালেন। ঝড়ের গতিতে তলোয়ার ঘুরিয়ে তাঁর চারপাশে থাকা সকলের হাত-পা-মাথা-দেহ-শিরা সব ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো কাটা দেহাংশ আর রক্ত।

হাঁফাতে হাঁফাতে থাকলেন তিনি। দুহাতে ধরা রক্তে রাঙা দুটো তলোয়ার। চারদিকে তাকিয়ে একজন প্রতিপক্ষকে বেছে নিলো আর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—ভগবত্গীতা বলবেন কার্তিক মৃত্যুরূপে পৃথিবীর সংহার কর্তা হয়ে উঠবেন।

যুদ্ধের রাশ ধীরে ধীরে মগধের হাত থেকে চলে যাচ্ছিলো। যুদ্ধ আরও আধঘন্টা স্থায়ী হল কারণ কার্তিক ও তার সেনাবাহিনী প্রতিপক্ষকে কোনো বাঁচার পথ দিচ্ছিলেন না।

আস্তে আস্তে মৃত্যুপথযাত্রীদের আর্তনাদ থেমে গেল। আর অবশেষে সব চুপচাপ হয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হল সুরপদ্মনের বাহিনী। সৈন্যেরা মারণলীলা থামিয়ে ক্লান্তভাবে নিজেদের তলোয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল। কার্তিক কিন্তু থামছিলো না। তাঁর চারপাশে আর যারা দাঁড়িয়েছিল সবার উপরে একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছিলেন। কার্তিকের কাছাকাছি এসে দিবোদাস পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল আর তার পা এতটাই কাঁপছিল যে সে কোনোমতে টলতে টলতে দাঁড়াচ্ছিলো। তার শরীর অজস্র ক্ষতে রক্তাক্ত আর কাঁধে গভীর ক্ষতের তার ডান হাত অবশ ভাবে শরীরের পাশে ঝুলছে। 'প্রভু,' ভাঙা গলায় কোনোভাবে বললো সে। 'প্রভু!'

কার্তিক বীভৎস্য ভাবে এক ঝটকায় ঘুরলেন। ঘুরবার গতি তাঁর বাঁকানো

তলোয়ারের আঘাতকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছিল। দিবোদাস সেই আঘাত ঢাল দিয়ে আটকালো। সেই ভয়ংকর আঘাত আটকানোর ধকলে তার হাত থরথর করে কাঁপছিল—বাঁ হাত কাঁধ পর্যন্ত যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

'প্রভু!' মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন। 'আ-আমি দিবোদাস।'

কার্তিক হঠাৎ থেমে গেলেন। তার লম্বা তলোয়ার ডান হাতে উঁচিয়ে ধরা। সেটার বাঁকা ফলা তাঁর বাঁদিকে নিচু হয়ে আছে। কার্তিকের নিঃশ্বাস দ্রুত ও ভারী—রক্ত তৃষ্ণায় চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'প্রভু!' দিবোদাস স্পষ্টতই ভয়ে ককিয়ে উঠলেন। 'আপনি ওদের সব্বাইকে মেরে ফেলেছেন। দয়া করে থামুন।'

কার্তিকের নিঃশ্বাসের গতি আস্তে আস্তে করে কমলো। তিনি চারপাশের ধ্বংসাবশেষের উপর চোখ বোলালেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্নভিন্ন দেহ ছড়িয়ে রয়েছে—এককালের গর্বিত মগধ সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সামনে থেকে দিবোদাসের আক্রমণ ও পাশ থেকে কার্তিকের অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ কার্তিকের পরিকল্পনাকে সফল করেছে।

কার্তিক এখনো তার ধমনীতে বেয়ে চলা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসের তীব্র স্রোত অনুভব করতে পারছিলেন।

দিবোদাস তখনও কার্তিককে ভয় পাচ্ছিলো। সে ফিসফিস করে বললো, 'আপনি জিতে গিয়েছেন প্রভু?'

কার্তিক তাঁর লম্বা তলোয়ার উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হর হর মহাদেব।'

তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রঙ্গরাও চেঁচিয়ে উঠলো, 'হর হর মহাদেব!'

কার্তিক ঝুঁকে পড়ে এক মগধীর কাটা মাথা তলোয়ার করে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিবোদাসের দিকে ফিরলেন। 'সুরপদ্মনকে খোঁজ। তাঁর দেহে এখনও প্রাণ থাকলে জ্যান্ত আমার কাছে নিয়ে এসো।'

'হ্যাঁ, প্রভু,' বলেই দিবোদাস ছুটলো।

কার্তিক পড়ে থাকা এক মগধের সৈন্যের কাপড়ে তার তলোয়ার দুটো ফলা মুছলেন। তারপর সেগুলোকে পিঠে বাঁধা তলোয়ালের খাপে সাবধানে ঢুকিয়ে

রাখলেন। ব্রঙ্গ সৈন্যেরা তাঁর থেকে যথেষ্ট দূরে সরে থাকছিল। তারা এইমাত্র যে হিংস্র উগ্রতা দেখেছিল তাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কার্তিক হেঁটে আস্তে আস্তে নদীর দিকে গেলেন। ঝুঁকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে মুখে ঝাপটা দিলেন। সবেমাত্র হওয়া বীভৎস্য রক্তারক্তি কাণ্ডে নদী লাল হয়ে গেছে। কার্তিকের চোখের দৃষ্টি কিন্তু পরিষ্কার স্থির। রক্ততৃষ্ণা এতক্ষণে তাঁকে ছেড়ে গিয়েছে।

পরে যখন মৃতদেহ গোনা হল, দেখা গেল পঁচাত্তর সহস্র মগধের সেনার সত্তর সহস্রই হয় মারা পড়েছে নয়তো ডুবে গেছে বা পুড়ে মরেছে। অন্যদিকে কার্তিক তাঁর এক লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে মাত্র পাঁচ সহস্র জনকে খুইয়েছেন। এটা শুধু যুদ্ধ ছিলো না—এ ছিলো হত্যালীলা।

কার্তিক আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। সূর্য্যকিরণের প্রথম ছটা দিগন্ত থেকে এসে পড়ছে—ঘোষণা করছে নতুন দিনের। আর সেই দিনে জন্ম নিলো এক মাহাত্ম্যর। কার্তিকের মাহাত্ম্য : যুদ্ধের দেবতা!

অধ্যায় ২৪

সংঘাতের যুগ

উদীয়মান সূর্য্যের সোনার গোলক ডান দিকের স্থলভাগ থেকে উঁকি মারছিল আর সেই সঙ্গে জোরালো দক্ষিণা বাতাসের সাহায্য লোথাল বন্দরের উদ্দেশ্যে তাদের নৌযাত্রাকে দ্রুত করে তুলেছিল।

শিব, সতীকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রণতরীর একদম সামনের পাটাতনে! দৃষ্টি নিবদ্ধ উত্তরদিকে, চাইছিলেন তাঁদের জলযান চলুক সবচেয়ে জোরে।

'আমি ভাবছি স্বদ্বীপে যুদ্ধ কেমন চলছে।' সতী বললেন।

হাসিমুখে তাঁর দিকে ঘুরলেন শিব, 'আদৌ সেখানে যুদ্ধ হয়েছে কিনা আমরা জানি না সতী। হয়তো গণেশের পরিকল্পনা কার্য্যকর হয়েছে।'

'আশা করি তাই।'

সতীর হাত ধরলেন শিব, 'আমাদের পুত্রেরা অভিজ্ঞ যোদ্ধা, তারা যেমন অনুমান করবে তেমনই করবে। ওদের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই তোমার'।

'গণেশের জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই। আমি জানি যে যদি রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হয় তাহলে ও সেই পথই বাছবে। তা বলে গণেশ কাপুরুষ নয়। কিন্তু ও জানে যুদ্ধের নিরর্থকতা। কিন্তু কার্তিক . ও যুদ্ধবিদ্যা ভালোবাসে। আমার ভয় ইচ্ছে করেই ও বিপদকে ডেকে আনবে।'

'হয়তো তুমি ঠিক।' শিব বললেন 'কিন্তু ওর চরিত্রের প্রকৃতি তো পাল্টাতে পারবে না। আর যাই হোক না কেন, বীর যোদ্ধার সেটাই তো চরিত্র তাই না?'

'কিন্তু অন্যান্য প্রত্যেক যোদ্ধাই অনিচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দেয় তাকে বাধ্য হয়েই

যুদ্ধ করতে হয়। কার্তিক তো সেরকম নয়। ও যুদ্ধ বিগ্রহের আকর্ষণে মেতে ওঠে। এর মানে ওর স্বধর্মই হল যুদ্ধবিগ্রহ। সেটাই আমায় উদ্বিগ্ন করে তোলে।’

শিব সতীকে কাছে টেনে নিলেন আর ঠোঁটে চুমু খেলেন আশ্বস্ত করার জন্য। ‘সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।’

সতী হেসে শিবের বুকে মাথা রাখলেন, ‘একটু আশ্বস্ত হলাম।’

শিব মৃদু হাসলেন, ‘আরেকটু বেশি করতে দাও।’

সতীর মুখ তুলে ধরে আবার চুমু খেলেন।

‘হুম্।’

শিব ও সতী ঘুরে দেখলেন যে বীরভদ্র আর কৃত্তিকা ওনাদের দিকে আসছে।

‘এটা একটা খোলা স্থান।’ হেসে বীরভদ্র কৌতূকের ছলে বললো ‘একটা ঘর খোঁজো।’

লজ্জা পেয়ে কৃত্তিকা বীরভদ্রের পেটে খোঁচা মারলেন ‘চুপ কর!’

শিব হাসিমুখে বললেন ‘কৃত্তিকা, কেমন আছো?’

‘খুব ভালো, প্রভু।’

‘কৃত্তিকা,’ শিব বললেন ‘কতবার তোমায় এক কথা বলতে হবে? তুমি আমার বন্ধুর স্ত্রী। আমায় শিব বলে ডাকো।

কৃত্তিকা হেসে বললো, ‘আমি দুঃখিত।’

বীরভদ্রের কাঁধে হাত রেখে শিব বললেন ‘রণতরীর অধিকারী কি বললেন বীরভদ্র, আমরা কত দূরে আছি?’

‘আমরা যেভাবে যাচ্ছি, আর মাত্র কয়েকদিন। বাতাস খুবই সদয়।’

‘হুমম্ . তুমি কি কখনো লোথাল বা মাইকা গেছ কৃত্তিকা?’

কৃত্তিকা মাথা নেড়ে না বললো, ‘আমার পক্ষে অন্তস্বত্তা হওয়া কঠিন, শিব। আর বাইরের কারুর পক্ষে মাইকাতে ঢোকার সেটাই একমাত্র পথ।’

শিব খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, খুবই স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছেন তিনি। কৃত্তিকা যে গর্ভধারণ করতে পারবে না তাতে বীরভদ্র খুব একটা গুরুত্ব

দিতো না, কিন্তু তাও কৃত্তিকার কাছে ব্যাপারটা বেদনাদায়ক ছিল।

'আমি খুবই দুঃখিত।' শিব বললেন।

'না না' কৃত্তিকা হেসে বললো 'বীরভদ্র আমাকে বুঝিয়েছে, আমরা পরস্পরকে নিয়েই সন্তুষ্ট। আমাদের ঘর ভরিয়ে তুলতে সন্তান না হলেও চলবে।'

শিব বীরভদ্রের পিঠে চাপড় মেরে বললেন, 'আমরা বর্বর জংলীরা কখনো কখনো নিজেদের ভালো বুদ্ধির জন্য নিজেদেরই অবাক করে তুলি।'

কৃত্তিকা মৃদু হেসে বললো 'কিন্তু আমি পুরোনো লোথালে গেছি।'

পুরোনো লোথাল?'

'আপনাকে আমি বলিনি?' কৃত্তিকা জিজ্ঞাসা করলো, 'সমুদ্র বন্দর লোথাল আসলে নতুনভাবে তৈরি এক নগর। পুরোনো লোথাল ছিল সরস্বতী নদীতে অবস্থিত এক নদী বন্দর। কিন্তু সরস্বতী যখন শুকিয়ে গেল সমুদ্র পর্যন্ত যেতে পারলো না, পুরোনো নগরের চারপাশে জলাভাব দেখছিল। নগরের স্বাভাবিক জনজীবনের ছন্দপতন ঘটল। আবাসিকরা সিদ্ধান্ত নিল যে সমুদ্রের ধারে নতুন করে নিজেদের নগরটাকে আবার গড়ে তুলবে। নতুন লোথাল হুবহু পুরোনো নগরের মতোই, কেবলমাত্র এটা সমুদ্র বন্দর।'

'বেশ কৌতূহলের বিষয়।' শিব বললেন 'তা পুরোনো লোথালের কি হল?'

'সাধারণভাবে পরিত্যক্ত হয়ে গেল, কিন্তু কিছু মানুষ বাস করে যেতে লাগলেন'।

'তাহলে তারা নতুন নগরের অন্য নাম দিলেন না কেন?'

'পুরোনো আবাসিকরা তাদের নিজেদের নগরের সঙ্গে মানসিকভাবে খুবই যুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর নগরগুলোর মধ্যে ছিল এটা। তারা চায়নি যে কালের গ্রাসে নগরের নামটা মুছে যাক, এছাড়াও তারা আগাম ধারণা করেছিল যে বেশিরভাগ মানুষই পুরোনো লোথালকে ভুলে যাবে।'

শিব সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন 'নতুন লোথাল, এইবারে আমরা আসছি'।

বল-অতিবল কুণ্ড অঞ্চলে সুর্য্য ছিল মাথার ওপরে। এটা ছিল দিনের দ্বিতীয় প্রহরের তৃতীয় ঘন্টা। অরণ্যের পরিষ্কার করে নেওয়া একটা খোলা স্থানে পড়ে থাকা মগধী ও ব্রঙ্গদের দেহগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার জন্য গুনগুন স্বরে মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল। ওদের মরদেহ সৎকার করা হচ্ছিল। মৃত মগধী সৈনিকদের বিপুল সংখ্যা বিবেচনা করলে এটা ছিল খুবই শক্ত আর হিমসিম খাওয়ার মতো কাজ। কিন্তু কার্তিক এটা করার জন্য জেদ ধরে ছিল। শৌর্য্য শ্রদ্ধার জন্ম দেয়, সে জীবিতাবস্থায়ই হোক আর মৃত্যুর পরেই হোক।

'সুরপদ্মনকে কি এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন। তার দৃষ্টি কুণ্ডের বালিতে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করছিল। গতকাল বালি ছিল ধবধবে সাদা, আজ তারা প্রচুর রক্তপাতের কারণে হালকা গোলাপী রং ধারণ করেছে।

'এখনো পর্যন্ত নয়।' কার্তিক বললেন। 'প্রারম্ভিকভাবে আমি ভেবেছিলাম উনি দক্ষিণ রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছিলেন। আমরা ওখানে ওনাকে পেলাম না তাই অনুমান এখানে থাকতে পারেন।'

বৈশালীর রাজা মাতলী, মগধের নৌবহরের পৃষ্ঠরক্ষাকারী বাহিনী ধ্বংস করে তার নৌযুদ্ধের সুক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও পারদর্শিতা প্রমাণ করেছিলেন। কার্তিকের শৌর্য্য ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে তিনি এখন এক নতুন সম্মানের দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলেন। নীলকণ্ঠের পুত্র হিসেবে প্রশ্রয়পূর্ণ মনোভাবের শেষ চিত্রটাও মুছে গেছিল।

'রাজামশাই দাদার নৌবহর কতদূরে আছে?' কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন।

'কয়েকটা দাঁড় টানা নৌকো নদীর উত্তরদিকে পাঠিয়েছি। মগধী নৌবহরের ধ্বংসাবশেষের জন্য নদী পথ যাওয়ার অগম্য হয়ে গেছে। আমাদের নৌকোগুলো সেগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে কিন্তু তাতে সময় লাগবে। আর গণেশজী খুব সাবধানে আসছেন যাতে জলযানের কোন ক্ষতি না হয়। তাই এখানে পৌঁছতে তাঁর কিছু সময় লাগবে।'

কার্তিক মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু তোমার বিরাট জয়ের সংবাদ পেয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন গণেশজী।'

মাতলি বললেন 'উনি তোমার জন্য খুবই গর্বিত।'

কার্তিক ভুরু কোঁচকালেন, 'এটা আমার জন্য নয়, রাজামশাই এটা আমাদের জয়। আর আমার দাদাকে ছাড়া এটা সম্ভব হত না। তিনি মগধী সৈন্যবাহিনীর উত্তরের অংশ ধ্বংস করেছেন।'

'সত্যিই তিনি তাই করেছেন।' মাতালী বললেন।

'প্রভু!' দিবোদাসের গলা শোনা গেল। সে ঘন অরণ্য থেকে বল-অতিবল কুণ্ডের বালির চরে আসছিল। কাঁধে আঘাত এবং সেই ক্ষতস্থান পটি দিয়ে বাঁধা। এখনো সে দূর্বল। তাঁর সঙ্গে আরো পাঁচজন দড়ি দিয়ে বাঁধা কিছু একটা ছেঁচড়ে আনছিল। তারা কি আনায় সেটা বুঝতে কার্তিকের এক মুহূর্ত লাগলো। 'দিবোদাস ওনাকে সম্মান দেখাও।'

দিবোদাস সঙ্গে সঙ্গে থামলো। ওদের দিকে কার্তিক ছুটে গেলেন, পেছনে পেছনে ভগীরথ আর মাতলী। যে মৃতদেহ তারা টেনে আনছিল সেটা লম্বা, সুগঠিত, শ্যামবর্ণ এক পুরুষের। তার পোষাক, বর্ম কালচে রক্তে মাখামাখি আর তার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত। কোনোটা শুকনো ও কালো বাকিগুলো টাটকা লাল এবং এখনো ভিজে। মাথার খুলি কপালের কাছ থেকে ফাঁক হয়ে আছে, যাতে বোঝা যাচ্ছে কেমন করে সে মৃত্যুবরণ করেছে। ক্ষতর সংখ্যা অগুণতি। যোদ্ধার শৌর্য্যের ইঙ্গিত পরিষ্কারভাবে যা বহন করছে। প্রত্যেকটা ক্ষতই সামনের দিকে, কোনটাই পেছনের দিকে নয়। এটা এক সম্মানজনক মৃত্যু।

'সুরপদ্মন . ' ভগীরথ ফিসফিস করে বললেন।

'ইনি দক্ষিণের রণাঙ্গনে ছিলেন, প্রভু।' দিবোদাস বললো।

কার্তিক তার ছুরি বার করে ঝুঁকে পড়ে সুরপদ্মনের কাঁধে বাঁধা দড়ি কেটে দিলেন এবং যুবরাজকে আস্তে আস্তে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। সুরপদ্মনের ডানহাত লক্ষ করে দেখলো যে তখনো তাতে তলোয়ার ধরা রয়েছে শক্ত করে। তলোয়ার স্পর্শ করলেন তিনি, ফলাটা শুকনো রক্তে মাখা। দিবোদাস জোর করে সুরপদ্মনের আঙুলগুলো খুলতে চেষ্টা করলো।

'থামো।' কার্তিক আদেশ করলেন। 'সুরপদ্মন ওনার তলোয়ার নিয়ে যাবেন অন্য জগতে।'

দিবোদাস তখুনি সুরপদ্মনের হাত ছেড়ে দিল এবং পিছিয়ে এলো।

সুরপদ্মনের মুখ আধখোলা। প্রাচীন বৈদিক স্তব গানের অনুসারে মৃত্যুর সময়ে শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সেই কারণের মৃত্যুর মুহূর্তে মুখ খোলা থাকে। কিন্তু একটা কুসংস্কার আছে যে মৃত্যুর পরেই তাড়াতাড়ি মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। নাহলে আত্মাবিহীন মৃতদেহে অশুভ আত্মা প্রবেশ করে।

কার্তিক আস্তে আস্তে সুরপদ্মনের মুখ বন্ধ করে দিলেন।

'প্রধান পুরোহিতকে খুঁজে বার করো,' কার্তিক বললেন। 'সুরপদ্মনের দেহ সাজাও। উনি রাজপুত্র ছিলেন তাই তেমন ভাবেই ওনাকে দাহ করা হবে।

দিবোদাস মাথা নেড়ে সায় দিল।

কার্তিক ভগীরথের দিকে ঘুরে বললো 'দাদা ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। তারপর পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অনুযায়ী সুরপদ্মনকে দাহ্য করা হবে।'

— ⅄ⓄⓊ ↑⊗ —

মগধের দূর্গ প্রাকারে দাঁড়িয়ে ছিলেন গণেশ, বিশাল গঙ্গায় গিয়ে সরযূ নদী কেমন করে মিশছে তা লক্ষ করছিলেন। অস্তগামী সূর্য্য নদীর জলকে উজ্জ্বল কমলা রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। তাদের সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় এবং রাজপুত্র সুরপদ্মন নিহত হওয়ায় রাজা মহেন্দ্র এবং মগধবাসীরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। যখন গণেশ তার বাহিনী নিয়ে নগরীতে ঢুকলেন তখন সকলে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করলো। গণেশ ধরে নিয়েছিল যে কোন প্রতিবাদ হবে না কারণ মগধে কোন সৈন্যই প্রায় ছিল না, দূর্গ পাহারা এবং অযোধ্যায় রণতরী বাধা দেওয়ার জন্য গণেশ পরিকল্পনা করেছিল যে সামান্য সংখ্যক মানে দশ সহস্রর মতো সৈন্য মগধে রেখে যাবে। মেলুহাতে তার পিতার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সে বাকি সৈন্যদের নিয়ে নৌযাত্রা করবে। আগামীকাল তাদের যাত্রা শুরু হবে।

স্বদ্বীপের যুদ্ধ গণেশের পক্ষে ঠিকভাবে কাজে লেগেছে। অযোধ্যার নৌবাহিনীকে অনেক কম সৈন্যর সাহায্যে অবরোধ করা যাবে, অযোধ্যা অধিকার করার জন্য যত সৈন্য লাগবে তার চাইতে।

'তুমি কি ভাবছো দাদা? কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন।'

গণেশ মৃদু হেসে চোখের ইঙ্গিতে দেখালেন 'নদীর সঙ্গমের দিকে দেখ, যেখানে সরযূ ও গঙ্গা মিশেছে।'

সেই দিকে দেখার আগেই কার্তিক সঙ্গমের জলের আলোড়নের শব্দ শুনতে পেলেন। দেখলেন, উদ্দাম সরযূ গিয়ে পরিণত ও শান্ত গঙ্গায় গিয়ে আছড়ে পড়ছে। নদীর পাড়ের সীমার মধ্যেই নিজের স্থান করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। গঙ্গা মাঝে মাঝে স্থান দিলেও কখনো কখনো অনায়াসে সরযূর জলকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, ফলে স্রোতের চোরা টান ও ঘূর্ণির সৃষ্টি হচ্ছে। যতক্ষণ না শাশ্বত গঙ্গামাতা সরযূকে তাঁর বুকে টেনে নিয়ে শান্ত করছেন ততক্ষণ অনেকটা যাত্রাপথ পর্যন্ত এই গুঁতোগুঁতি চলতেই থাকছে।

'সর্বক্ষেত্রেই শেষে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। আর তার সঙ্গে আবার আসে প্রশান্তি। কিন্তু দুরকমের জগতের সাক্ষাতের সময় সাময়িক বিশৃংখলা দেখা দেয়।'

কার্তিক মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন।

'এসব এড়িয়ে যাওয়া যেতো না,' গণেশ বললেন। 'কিন্তু রাজা মহেন্দ্রর বেদনাপূর্ণ মুখের ভাব হৃদয় বিদারক। বল-অতিবল কুণ্ডের যুদ্ধে মগধের প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন পুত্র বা কন্যা মারা গেছে।'

'কিন্তু রাজা মহেন্দ্রই তো সেইজন যিনি সুরপদ্মনকে আক্রমণ করতে চাপ দিয়েছিলেন। নিজেকেই তার দোষারোপ করা উচিৎ।' কার্তিক বললেন, 'আমি একথা শুনেছি যে যুবরাজ সুরপদ্মন আসলে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন।'

'সেটা হয়তো সত্যি, কার্তিক। কিন্তু সেই বাস্তবকে অস্বীকার করা যাবে না যে মগধের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের অর্ধেককেই আমরা হত্যা করেছি।'

'আমাদের অন্য কোন উপায় ছিল না, দাদা।' কার্তিক বললেন।

'আমি সেটা জানি।' গণেশ বললেন। তারপর পেছনে ঘুরে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমের দিকে তাকালো সে। 'নদীরা যে বিষয় নিয়ে একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে সেটা তারা জানে, তা হল জল। আমরা মানুষরা এই যুগে একমাত্র যে বিষয় নিয়ে লড়াই করি সেটা আমরা জানি আর তাহলো : সংঘাত।'

'কিন্তু আর অন্য কিভাবে কেউ নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, দাদা?' কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন।

'অনেক সময় যখন যুক্তি কাজ করে না আর শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে সংঘাতই তখন শেষ উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এটাই চিরকাল হয়ে এসেছে। মনে হয় পৃথিবী অন্যরকম হবে না, এরকমই থাকবে।'

গণেশ মাথা নাড়লেন 'কোন একদিন হবে। আমরা ক্ষত্রিয় যুগে বাস করছি, সেই কারণে আমরা ভাবছি যে পরিবর্তন আনার একমাত্র উপায় হল সংঘাত।'

'ক্ষত্রিয়ের যুগ? সেটা শুনিনি কখনো।'

'তুমি চারটে যুগের কথা শুনে থাকবে, সময় বারবার অন্তহীন কালচক্রের মধ্যে দিয়ে পথ পরিক্রমা করে চলে। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগ ও কলি যুগ।'

'হ্যাঁ।'

এইসব যুগের মধ্যে আবার ছোট ছোট কালচক্র বা উপযুগ আছে যাতে বিভিন্ন বর্ণ প্রভুত্ব করে। যেমন ব্রাহ্মণ উপযুগ, ক্ষত্রিয় উপযুগ, বৈশ্য উপযুগ আর শূদ্র উপযুগ।'

'ব্রাহ্মণ উপযুগ, দাদা। আমি সেরকম কখনো শুনিনি।'

'অবশ্যই শুনেছো। আমরা সবাই প্রজাপতি-ব্রহ্মার গল্প শুনেছি; সে এক জাদুর যুগ।'

কার্তিক হাসলেন 'অবশ্যই! অজ্ঞদের কাছে জ্ঞান হল জাদুরই সমান।'

'হ্যাঁ। ব্রাহ্মণ উপযুগে প্রভুত্ব করার মাধ্যম ছিল জ্ঞান। আর আমাদের যুগে মাধ্যম হল সংঘাত। কোন কোন দার্শনিক বিশ্বাস করেন যে আমাদের যুগের সূচনা হবে বৈশ্যদের প্রভুত্ব করার মধ্য দিয়ে।'

'এবং সেই যুগের মানুষেরা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংঘাতকে ব্যবহার করবে না?'

'সংঘাত কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, কার্তিক। তেমনই জ্ঞানও। কিন্তু এরা নির্ধারক হেতু হবে না। কেননা এই যুগে বৈশ্যরা প্রভুত্ব করবে। তাই লাভক্ষতির

বিষয়ই হবে আসল নির্ধারক। তারা অর্থকে ব্যবহার করবে এই কাজে।'

'আমি এইরকম একটা জগতের কল্পনাই করতে পারছি না, দাদা।'

'এমন যুগই আসবে, প্রার্থনা করি এমন যুগ আসতে যেন বেশি দিন না লাগে। আমি সংঘাতের যুগকে ভয় পাই না, কিন্তু এই যুগে বড়ো বেশি শোকার্ত হৃদয় জগতে ছেয়ে যায়।'

'দাদা যদি আমি বিশ্বাস করে নিই যে তেমন সময় আসবে, তুমি বলছো যে তখন সংঘাতের চেয়ে অর্থ বেশি ধ্বংসকারক হবে না? এমনকি তখন বিজয়ী আর বিজেতা থাকবে না? দুঃখ কি তখন দূর হয়ে যাবে?'

গণেশের ভুরু কপালে উঠলো, আশ্চর্য্য হল, হেসে ভাইয়ের পিঠে চাপড় মারলেন, 'তুমি ঠিক বলেছো। বিজয়ী ও বিজেতা সবসময়ই থাকে। কারণ সেটাই জগতের ধর্ম।'

কার্তিক গণেশের কোমর জড়িয়ে ধরলেন আর গণেশ কার্তিকের কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন। 'আমরা যে অন্যের বিষাদের কারণ হয়েছি সেই দুঃখ কখনোই কমবে না।'

— ⅄⓪Ʊ⍏⊕ —

'তোমার কাছে কথাটা অদ্ভুত শোনাবে' শিব বললেন। লোথালের রাজ্যপালের বাড়িতে তিনি হেলান দিয়ে বসে সুখ উপভোগ করছিলেন। 'কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমি ঘরে ফিরে এসেছি। মেলুহাতে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল।'

কালী যেমন আশা করেছিলেন লোথালের রাজ্যপাল চেনরধ্বজ নীলকণ্ঠর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে মেলুহী অভিজাতদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে শিবের বাহিনীর জন্য নগরের দ্বার খুলে দিয়েছে।'

'আর এখানেই যাত্রা শেষ হবে' সতী বললেন আর তারপর আমরা সকলে গিয়ে কৈলাসে বাস করতে পারবো।

'শিব মৃদু হেসে বললেন কৈলাস তোমার কল্পনার মতো মনোরম নয়। সে এক দুর্গম উষর দেশ।'

'কিন্তু তুমি তো থাকবে সেখানে। তাতেই স্থানটা আমার কাছে স্বর্গ হয়ে উঠবে।'

শিব হেসে ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীকে ভালোবেসে চুমু খেলেন। জড়িয়ে ধরে থাকলেন।

'যারা অশুভ সোমরসকে রক্ষা করে প্রথমেই তাদের একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।' সতী বললেন।

'মগধের পরাজয়ের সঙ্গেই সেটা শুরু হয়ে গেছে।'

'হুম্‌ম . . . সেটা সত্যি। আমরা সহজেই অযোধ্যার নৌবাহিনীকে আটকাতে পারবো। যেহেতু মগধ এখন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। গণেশ আর কার্তিক মেলুহার জন্য কখন যাত্রা করবে?'

'তারা ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে।'

আর আমরা কখন মৃত্তিকাবতীতে যাবো?'

'কয়েক দিনের মধ্যেই।'

শিবের মুখে ফুটে ওঠা দৃঢ় সংকল্পের অভিব্যক্তি সতী দেখতে পেলেন আর নিজের মাতৃভূমির জন্য সামান্য হলেও উদ্বিগ্ন হলেন। 'আশা করি ওদের নিজেদের ভালোর জন্যই ওরা আত্মসমর্পণ করবে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

অধ্যায় ২৫

ঈশ্বর না মাতৃভূমি?

'প্রভু ব্রহ্মের দিব্যি!' ভৃগু গরগর করে উঠলেন।

ভৃগু অবশেষে দেবগিরিতে পৌঁছেছেন। স্বদ্বীপের ধর্মক্ষেত ও মেলুহার মধ্যে সম্প্রতি যে সড়ক বানানো হয়েছে তাতে তিনি আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। উত্তাল যমুনার বন্যায় পথ ভেসে গিয়েছিল। চন্দ্রবংশী ও সূর্য্যবংশী সাম্রাজ্যের মাঝখানের অনধিকৃত জায়গায় আটকা থাকার সময়ে তিনি পথের ধার বরাবর মেলুহীদের বানানো অতিথিশালায় কাটিয়ে ছিলেন। অতিথিশালার সুখ অবশ্য তাঁকে স্বস্তি দিতে পারেনি কারণ তাঁর দেবগিরিতে থাকাটা খুবই প্রয়োজন ছিল।

তবে আনন্দময়ীর সাথে পর্বতেশ্বরের আগমন তাঁর দুশ্চিন্তা কিছুটা কমিয়েছিল। তারপর থেকেই তাঁরা একসাথে এসেছিলেন। এই সুযোগে ভৃগু পর্বতেশ্বরের সাথে যুদ্ধকৌশল নিয়ে আলোচনা সারছিলেন। যে যাত্রাটা মাত্র সপ্তাহের হতে পারতো যমুনার বন্যা সেটাকে কয়েক মাসের যাত্রায় রূপান্তরিত করেছিল।

দেবগিরিতে সম্রাটের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে ভৃগু, দক্ষ, পর্বতেশ্বর ও কনখলা নীলকণ্ঠের ঘোষণাপত্রের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছিলেন।

'মহর্ষিজী, আমি কি ঘোষণাপত্রটা দেখতে পারি?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

ভৃগু পর্বতেশ্বরের হাতে প্রস্তরফলকটা তুলে দিয়ে দক্ষ ও কনখলার দিকে ফিরলেন। 'এগুলো কবে ঝোলানো হয়েছিল?'

'কয়েক মাস আগে, প্রভু' দক্ষ জানালেন।

'সাম্রাজ্যের প্রায় প্রতিটা নগরের সমস্ত প্রধান মন্দিরেই' কনখলা যোগ করলেন।

'আর এটা কি একসাথেই করা হয়েছিল? একসঙ্গে একই দিনে?' পর্বতেশ্বর

জানতে চাইলেন। সরবরাহ ব্যবস্থার এই উৎকর্ষতায় পর্বতেশ্বর স্পষ্টতই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

'হ্যাঁ', কনখলা জানালেন। 'একমাত্র নীলকণ্ঠই এই আয়োজন করতে পারেন। কিন্তু তা উনি করবেন কেন? উনি মেলুহা ভালোবাসেন আর আমরাও ওনাকে পূজা করি। কাজেই আমরা ধরে নিয়েছি যে এটা এমন কেউ করেছে যে আমাদের প্রভুর খ্যাতিতে কুৎসার ছোঁয়া লাগাতে চাইছে। দুঃখজনকভাবে আমরা এখনও তদন্তে সেরকম অগ্রগতি লাভ করিনি আর এটাই জানি না যে আসল অপরাধী কারা।'

'আপনার প্রশাসনে কি বিশ্বাসঘাতকেরা আছে নাকি, মাননীয় সম্রাট?' ভৃগু জানতে চাইলেন।

দক্ষ রাগে ফুঁসলেও রাগ দেখানোর সাহস পাচ্ছিলেন না। 'অবশ্যই নয় প্রভু। আপনি যেকোনো মেলুহীকে ততটাই বিশ্বাস করতে পারেন যতটা আপনি আমাকে করেন।'

ভৃগুর ব্যাঙ্গের হাসি আর বেশি কিছু ভাববার অবকাশ রাখলো না। 'মাননীয় পর্বতেশ্বর, আপনি এর থেকে কি বুঝছেন?'

'নীলকণ্ঠের থেকে আমি এর চাইতে কম কিছু আশা করতাম না,' পর্বতেশ্বর বললেন।

ফাঁস হয়ে পড়া এই তথ্যে কনখলা চমকে গেলেও বিচক্ষণের মতো চুপ করে রইলেন।

'কিন্তু প্রভু, আপনাকে আমার জানানো উচিত যে আমরাও যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছি,' দক্ষ ভৃগুকে জানালেন। 'কয়েক দিনের মধ্যে ওগুলোকে সরিয়ে তার বদলে সরকারি নির্দেশনামা টাঙানো হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে আগের খাটানো নির্দেশনামা কোনো ভণ্ডের কাজ এবং তা বিশ্বাস করা উচিত নয়।'

মানসিক আঘাতে কনখলা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। দক্ষের নির্দেশে যখন তিনি নতুন নির্দেশনামা টাঙিয়েছিলেন তখনই তিনি না জেনে পাপ করেছিলেন ও পাপের অংশীদার হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পদত্যাগের কথা ভেবেছিলেন। তবে এটাতো স্পষ্ট যে যুদ্ধ বাঁধবেই। আর তাঁর করণীয় যুদ্ধকালীন কর্তব্যও

পরিষ্কার। রাজা ও মাতৃভূমির প্রতি পরিপূর্ণ ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য।

তিনি আগে কখনও এ অবস্থায় পড়েননি যেখানে তাঁর কর্তব্য তাঁকে তাঁর ধর্মের সাথে সরাসরি সংঘাতে নামিয়ে দিয়েছে। এতো রীতিমতো দ্বন্দ।

'তো প্রভু, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এই বিশেষ সমস্যাটা সামলে নেওয়া গেছে,' দক্ষ বলে উঠলেন। 'এখন কিভাবে শিবের বাহিনীকে দমানো যায় আমাদের সেটাতে মনস্থির করতে হবে।'

ভৃগু দক্ষের দিকে হাত নেড়ে বললেন 'এক্ষুনি নয় মাননীয় সম্রাট। প্রথমে আমাকে সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বরের সঙ্গে গোপনে আলোচনা সারতে দিন।'

কনখলা নিজের মধ্যের বিবেকের টানাপোড়েনে হারিয়ে গিয়েছিলেন। এইসব কথাবার্তা তিনি লক্ষ করেননি।

'এই ঘোষণাপত্র প্রভু নীলকণ্ঠের তৈরি। কি করে আমরা তাঁর কথার বিরুদ্ধে যেতে পারি? এ অন্যায়। প্রভু যদি বলেন যে সোমরস ব্যবহার করা যাবে না তাহলে আমরা কি করে আদেশের বিরুদ্ধে যাবো তা বুঝতে পারছি না।'

আলোচনা শেষ হওয়ার পর পর্বতেশ্বর কনখলার সাথে তাঁর কার্যালয় পর্যন্ত এসেছিলেন। সকালে যা সব ঘটে গেল তাতে কনখলা যে বিচলিত বোধ করছিলেন তা পর্বতেশ্বর স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলেন।

'কনখলা, আমি ইতিমধ্যে সোমরস ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছি।'

'আমিও করবো। এই মুহূর্ত থেকেই। কিন্তু এটা আমাকে ভাবাচ্ছে না। নীলকণ্ঠ চান যে পুরো মেলুহা সোমরসের ব্যবহার বন্ধ করুক। আর তাঁর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার পরিণতি যে কি হবে সেটা তাঁর বার্তা থেকেই স্পষ্ট। আমরা যদি বন্ধ না করি তো তাঁর শত্রু হয়ে যাবো।'

'তা আমি জানি। সবরকম বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে যুদ্ধ ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। এই আমরা যে কথা বলছি ওর মধ্যেই ওঁর সেনাবাহিনী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।'

'মেলুহাকে সোমরসের ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে।'

'আইন কি আপনাকে বা আমাকে সোমরসের ওপরে নিষেধাজ্ঞা ধার্য্য করার অধিকার দেয়?'

'নাঃ, সেটা পারেন শুধু সম্রাটই।'

'আর তিনি করেননি, করেছেন কি? আর তাছাড়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্রাটের নির্দেশ প্রশ্নাতীত।'

'আমরা কি কোনোভাবেই যুদ্ধটা এড়াতে পারি না? আপনি মহর্ষি ভৃগুর সাথে কথা বলছেন না কেন? উনি আপনাকে সম্মান করেন।'

'সোমরস যে অশুভশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে সে বিষয়ে মহর্ষি এখনও নিশ্চিত নন।'

'তাহলে তো আমরা সরাসরি জনগণের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।'

'কনখলা আপনি তো জানেন যে এর মানে হল যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেওয়া আপনার শপথ ভাঙা, যেহেতু আপনি সরাসরি আপনার সম্রাটের নির্দেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন!'

'কিন্তু আমি কেনই বা ওঁর নির্দেশ পালন করতে যাবো? উনি আমাকে নিয়ে নিজেদের লোকেদের মিথ্যা বলিয়েছেন!'

'যতদিন বেঁচে আছি এবং মেলুহায় আছি ততদিন অন্তত এরকম কিছু যে আর ঘটবে না সে ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

কনখলা নিজের আবেগের উন্মত্ততা সামলাতে বাইরের দিকে তাকালেন।

'কনখলা, ধরুন আমরা না হয় সরাসরিই মেলুহীদের সাথে যোগাযোগ করলাম,' পর্বতেশ্বর বলে চললেন। 'আমাদের দেশবাসীকে বোঝাতে হবে যে সাধারণত যতদিন তারা বাঁচে তার থেকে অনেক আগে তারাই যেন স্বেচ্ছায় মরণ বেছে নেয়। আর পরিবর্তে দেওয়ার কিছুও আমাদের নেই। লোকজনকে এটা বোঝানো সহজ কম্ম নয়—তা সে মেলুহীদের মতো কর্তব্যনিষ্ঠ আর সম্মানীয় লোকজন হলেও নয়। এতে সময় লাগবে। আর সোমরসের ব্যাপারে নীলকণ্ঠই আবার ধৈর্য্য ধরতে রাজী নন। উনি এই মুহূর্তে ওর ব্যবহার বন্ধ করতে চান। তাঁর কাছে

শুধু একটা পথই খোলা—উৎপাদনকেন্দ্র আক্রমণ করা।'

'যেটা হল মেলুহা. '

'ঠিক তাই। এই মুহূর্তে আমাদের কাজ হল মাতৃভূমিকে রক্ষা করা। আপনি জানেন যে প্রভু রামের নীতিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য দেশের প্রতি আনুগত্য। তিনি বলেছিলেন যে যদি প্রভু রাম ও মেলুহার মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়ার পরিস্থিতি আসে, তাহলে আমাদের মেলুহাকে বেছে নেওয়াই উচিত।'

'পর্বতেশ্বর, সত্যিই যে এমন বাছাবাছি অবস্থা আসবে সেকথা কি কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিল? কেউ ভেবেছিল যে আমাদের ঈশ্বর আর মাতৃভূমির মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে?'

'পর্বতেশ্বর বিষণ্ণভাবে হাসলেন। 'কনখলা, আমার কাছে দেশের প্রতি কর্তব্য সবকিছুর উপরে।'

কনখলা তাঁর ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে পেছনে বাঁধা টিকি ছুঁলেন—সেটার থেকে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করলেন। 'ভাগ্য আমাদের এ কি ধরনের পরীক্ষায় ফেলছে?'

— —

'মাননীয় সম্রাট, এই পরিকল্পনাটা বোকার মতো। আপনার সমস্যা হল যে আপনি কৌশল ভাববার সময় তিন মাসের পরবর্তী সময় নিয়ে ভাবেন না।'

দক্ষ মহর্ষির পায়ের কাছে আশা নিয়ে বসেছিলেন। মহর্ষির প্রতিক্রিয়ার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সবেমাত্র ভৃগুর কাছে নিজের করা যুদ্ধ পুরোপুরি এড়ানোর 'চমৎকার' পরিকল্পনা খুলে বলেছেন।

অবিচলিত ভৃগু এরপর তাঁর পাথরের বিছানা থেকে তাঁর দিকে সরে এসে ঝুঁকলেন। 'আমরা নীলকণ্ঠের সাথে লড়ছি না। তিনি আপনার লোকেদের মধ্যে যে আনুগত্য জাগিয়ে তুলেছেন সেটার বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা। ওকে শহিদ করে তুললে আপনার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধেও যাবে আর শেষপর্যন্ত সোমরসের বিরুদ্ধেও।'

দক্ষ বুঝতে পেরে সায় দিলেন। 'প্রভু, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা যদি ওঁকে পঞ্চবটিতেই মারতে পারতাম তো লোকেরা নাগেদের দোষ দিত। ওটায় ব্যর্থতাটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'

'আর, মাননীয় সম্রাট, অপ্রস্তুত শত্রুকে আক্রমণ করাটা অনৈতিক না হলেও কিছু নিয়ম আছে যেগুলো ভাঙা যায় না—এমনকী যুদ্ধের সময়েও নয়—এই যেমন কোন বার্তাবাহক বা শান্তিদূতকে হত্যা করা।'

'অবশ্যই প্রভু,' বিমনা দক্ষ বললেন। আসলে ততক্ষণে তার মন পরিকল্পনাটাকে আরও ঠিকঠাক করতে লেগে পড়েছে।

'মাননীয় সম্রাট, আপনি কি শুনছেন?' ভৃগু বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলেন।

ধমক খেয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ তুললেন দক্ষ। 'নিশ্চয়ই শুনছি প্রভু।'

ভৃগু দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে দক্ষকে তাঁর কক্ষ থেকে চলে যেতে ইশারা করলেন।

— —
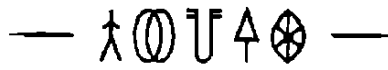
পর্বতেশ্বর দ্রুতপায়ে তাঁর ঘরে ঢুকে পরিবারকে মাথা নেড়ে ইশারা করে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। এই সিঁড়ি কেন্দ্রীয় বারান্দায় প্রান্ত ধরে ঘুরে ঘুরে উপড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় তলা উঠার সময় তাঁর কি একটা মনে পড়তেই তিনি নিচের দিকে কয়েক পা ফেলে কেন্দ্রীয় বারান্দার বাইরে তাকালেন।

'রতি!'

'হ্যাঁ, প্রভু?' পরিচারিকা সায় দিলো।

'আজকে সপ্তাহের সেই দিন না যেদিন দেবী আনন্দময়ী দুধ আর গোলাপের পাপড়িতে স্নান সারেন?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, প্রভু। রবিবার উনি দুধ আর গোলাপের পাপড়িতে স্নান সারেন। সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে উষ্ণ জল চলে।'

রতি নিজের সংযত ভাব থেকে বেরিয়ে এসে হেসে ফেললেন। সে সারা জীবন পর্বতেশ্বরের সেবা করেছে কিন্তু নতুন প্রেমিকা নিয়ে ফেরার পর গত

কয়েকদিন পর্বতেশ্বর যতবার হেসেছেন তত হাসতে রতি পর্বতেশ্বরকে কখনো দেখেননি।

'এক্ষুণি হয়ে যাবে, প্রভু।'

'প্রস্তুত হলেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীকে জানিও।'

'হ্যাঁ, প্রভু।'

পর্বতেশ্বর ঘুরে সিঁড়ির বাকি দুধাপ দৌড়ে উঠে ওপরে তার ব্যক্তিগত কক্ষে পৌঁছালেন। তার চোখে পড়ল আনন্দময়ী ঝুলবারান্দায় একখানা সুখাসনে বসে নিচে সড়কে কি কি ঘটছে তা দেখছেন। কাপড়ের একখান চাঁদোয়া সন্ধ্যের সূর্য্যকে আড়াল করে রেখেছে। পর্বতেশ্বরের হুড়মুড় করে ঢোকার শব্দ পেয়ে আনন্দময়ী ঘুরলেন।

'এত তাড়া কিসের?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন আনন্দময়ী।

পর্বতেশ্বর থমকে জোরে হেসে উঠলেন। 'কি করছ জানতে চাইছিলাম, এই আর কি।'

আনন্দময়ী হেসে হাত নেড়ে পর্বতেশ্বরকে ডাকলেন। মেলুহী সেনাপতি হেঁটে গিয়ে তাঁর পাশে সুখাসনের হাতলের উপরে বসলেন। আনন্দময়ী পর্বতেশ্বরের হাতের উপরে মাথা রেখে নিচের সড়ক দেখতে লাগলেন। হাট এখনো খোলা। কিন্তু চেঁচামেচি করা ফুর্তিবাজ চন্দ্রবংশীদের তুলনায় দেবগিরির নাগরিকেরা অনেক সংযত—কিছুটা কষ্টদায়কভাবেই। সড়ক, বাড়িঘর, লোকজন, সবকিছুই সূর্য্যবংশীদের প্রিয় গুণগুলোকে প্রতিফলিত করছে—আত্মসম্মান, সর্বসমতা ও সংযম।

'আমাদের রাজধানীর বিষয়ে কি ভাবছো?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন। 'এটা বিস্ময়করভাবে সুপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত নয় কি?'

আনন্দময়ী পর্বতেশ্বরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তাঁর ঠোঁটে উচ্ছল হাসি খেলা করছে। 'এ তো সাদামাটা বেরঙা—একেবারে বুকভাঙা ব্যাপার।'

পর্বতেশ্বর হাসলেন। 'এই নগরের রঙ লাগানোর পক্ষে তুমি যথেষ্টর চাইতেও বেশি!'

আনন্দময়ী পর্বতেশ্বরের হাতে হাত রেখে বললেন, 'তাহলে এই সেই স্থান যেখানে আমি মরবো . '

উত্তরে পর্বতেশ্বর শুধু হাত ঘুরিয়ে আনন্দময়ীকে হাত ধরলেন।

'কোন সংবাদ পেলে?' আনন্দময়ী জানতে চাইলেন। 'প্রভু কি মেলুহায় ঢুকে পড়েছেন?'

'এখনও সেরকম কোনো সংবাদ পাইনি,' পর্বতেশ্বর জানালেন। 'তবে যেটা সত্যিই চিন্তায় ফেলেছে সেটা হল এই যে অযোধ্যা থেকে কোনো পক্ষীদূত আসছে না।'

আনন্দময়ীর ভাবভঙ্গী পালটে গেল। তিনি চিন্তায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন। 'অযোধ্যা কি অধিকৃত হয়ে গেছে?'

'জানি না, সোনা। কিন্তু আমার মনে হয় না অযোধ্যা অধিকার করার মতো যথেষ্ট সৈন্য প্রভুর আছে বলে। নগরের সাত-সাতখানা সমকেন্দ্রিক প্রাচীর—যদিও নকশাটা বাজে। রীতিমতো কড়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—তা সে সৈন্যেরা যতই অ-প্রশিক্ষিত হোক না কেন।'

আনন্দময়ী বিরক্তিতে চোখ কুঁচকালেন। 'পর্বতেশ্বর ওদের নেতৃত্ব দুর্বল। কিন্তু সৈনিকরা বীর। আমার দেশের সেনাপতিরা বোকা হলেও জনসাধারণ মাতৃভূমির জন্য তীব্র লড়াই চালাবে।'

'এটা আমার এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করছে যে নীলকণ্ঠের পক্ষে ব্রঙ্গ ও বৈশালীর মোট এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে অযোধ্যা জয় সম্ভব নয়।'

'তাহলে কি ঘটেছে বলে তোমার মনে হয়?'

'মেলুহার স্বার্থ যে অযোধ্যায় রক্ষিত হচ্ছে না, সেটাতো স্পষ্ট। একটা সম্ভাবনা হতে পারে যে তোমার বাবা সম্রাট দিলীপ নীলকণ্ঠের সাথে যোগ দিয়েছেন।'

'অসম্ভব। আমার বাবা নিজেকে খুবই ভালোবাসেন। তিনি প্রভু ভৃগুর থেকে এমন সব ঔষধ পাচ্ছেন যা তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোন কিছুর জন্যে তিনি ওটা হারানোর ঝুঁকি নেবেন না।'

'অযোধ্যার লোকেরা তাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সদলবলে

নীলকণ্ঠের সাথে যোগ দিয়েছে এমনটাও তো হতে পারে।'

'হুম তা হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে বাবার চাইতে আমাদের জনগণ নীলকণ্ঠের প্রতি বেশি অনুগত।'

'আর নীলকণ্ঠ যদি অযোধ্যাকে নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেন তাহলে তিনি তাঁর মূল লক্ষ্যের দিকে দ্রুত দৃষ্টি ফেরাবেন : মেলুহা।'

'পর্ব, ওঁর লক্ষ্য সোমরস ধ্বংস করা। উনি ব্যাপক ধ্বংসকার্যে মেতে উঠবেন না। কেনই বা তা করবেন? তাতে ওঁর লোকেরাই ওঁর বিরুদ্ধে যাবে। উনি শুধু সোমরসকেই নিশানা করবেন।'

পর্বতেশ্বরের চোখ চকচক করে উঠলো। 'ঠিক তো! উনি গোপন সোমরস উৎপাদক ব্যবস্থা আর সেটার বৈজ্ঞানিকদের নিশানায় রাখবেন। তাতে করেই সোমরসের যোগান শেষ হবে। লোকজনের সোমরস ছাড়া বাঁচবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবেন না।'

'এইতো তুমি ঠিক ধরেছ। ওটাই ওনার লক্ষ্য। এই সোমরস উৎপাদনের গোপন জায়গাটা কোথায়?'

'জানি না। কিন্তু আমি খুঁজে বার করবো।'

'হ্যাঁ। তোমার সেটাই করা উচিত।'

পর্বতেশ্বর বলে চললেন, 'তাছাড়া যাই ঘটুক না কেন, আমি কনখলাকে বলেছি অযোধ্যায় বার্তা পাঠানো বন্ধ করতে। আমরা হয়তো শত্রুকেই তথ্য দিয়ে বসতে পারি।'

যদি অযোধ্যা ইতিমধ্যেই ওদের নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়ে থাকে তো তার মানে ওরা এখন ওখান ছেড়ে আসবে আর খুব তাড়াতাড়িই মেলুহায় এসে পড়বে।'

'হ্যাঁ। এতে মাত্র ছয় মাস লাগতে পারে। আর অযোধ্যা সঙ্গে থাকলে প্রভুর সেনাবাহিনী বিশাল হয়ে উঠবে।'

'তোমার প্রস্তুতি আরও দ্বিগুণ কর।'

'হুম্‌ম আমি বিদ্যুন্মালীকেও কুড়ি সহস্র সৈন্য নিয়ে লোথালের দিকে বেরিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছি।'

'লোথাল? তারা তোমার কাছে মাসিক প্রতিবেদন পাঠায়নি শুধু এই কারণেই? এটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের প্রতিক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'আমি ওদের খুব একটা বিশ্বাস করি না,' পর্বতেশ্বর মাথা ঝাঁকিয়ে জানালেন।

'ওরা আমার পক্ষীদূতের উত্তরও দেয়নি।'

'শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে কুড়ি সহস্র সৈন্য দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা আছে তোমার?'

'লোথাল খুব একটা দূরে নয়। আর, ওটা সীমান্ত নগরী। পঞ্চবটি থেকে দেখলে ওটাই সবচাইতে কাছের মেলুহী নগরী। ওটাকে সুরক্ষিত করাটা খুব একটা ভুল কাজ হবে না।'

অধ্যায় ২৬

মৃত্তিকাবতীর যুদ্ধ

ক্লান্ত গুপ্তচরটি টলমলে পায়ে সামরিক শিবিরে ঢুকল, খুব কষ্ট করে সে উদ্বেগ চেপে রেখেছিল। গুপ্তচর সৈনিকটি তড়িঘড়ি অভিবাদন জানাতেই মানচিত্রে নিমগ্ন শিব মাথা তুলে বললেন 'কি?'

তীর ছোঁড়ার মতো শিবের প্রশ্নে কালী, সতী, গোপাল আর চেনরধ্বজ মুখ তুলে তাকালেন। তাদের মুখেও উদ্বেগের চিহ্ন। শিবের বাহিনী লোথাল থেকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়ে মৃত্তিকাবতীর থেকে একদিনের দূরত্বে অবস্থান করছিল।

'প্রভু, একটা দুঃসংবাদ আছে।'

'আসল ঘটনাটা বলো। সিদ্ধান্তটা তুমি নিও না।'

'আগের থেকে বর্তমানে মৃত্তিকাবতীকে আরো ভালোভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সেনাপতি বিদ্যুন্মালী কয়েকদিন আগেই নদী বেয়ে ওই নগরীতে এসেছেন। মেলুহার সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার জন্য উনি নাকি লোথালের দিকে যাচ্ছিলেন। পরিষ্কার ভাবেই, সম্রাট দক্ষ কোন ধারণাই করতে পারেননি যে লোথাল আপনার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে, প্রভু।'

'বিদ্যুন্মালীর সঙ্গে কত সৈন্য আছে?' চেনরধ্বজ জিজ্ঞাসা করলেন।

'কুড়ি সহস্রের মতো হবে, প্রভু। তার সঙ্গে আগে থেকেই মৃত্তিকাবতীতে থাকা পাঁচ সহস্র সৈন্যকে যোগ করতে হবে।'

সৈন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এখনো সুবিধাজনক অবস্থায় আছি, হে প্রভু,' চেনরধ্বজ বললেন। 'কিন্তু মৃত্তিকাবতী এমনভাবে সুরক্ষিত যে পঁচিশ সহস্র সৈন্যও সেখানে মনে হবে প্রচুর।'

শিব মাথা নেড়ে বললেন 'আমার মনে হয় না যে তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে।' ওদের কতো সৈন্য আছে সেটা মুখ্য ব্যাপার নয়। আমরা কেবল তাদের রণতরীগুলো অধিকার করতে চাই, ওদের নগর নয়। যদি বিদ্যুন্মালী কুড়ি সহস্র সৈন্য নিয়ে নৌ যাত্রা করে থাকে তাহলে ওই জলযানগুলো নিশ্চয় মৃত্তিকাবতী বন্দরে থাকবে, ঠিক তো ? তাহলে আমাদের কাছে অধিকার করে নেওয়ার জন্য আরোও রণতরী থাকবে।'

কালী হেসে বললেন 'তা সত্যি!'

'মৃত্তিকাবতীতে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করা হোক।' শিব বললেন। 'দুদিনের মধ্যে আমরা আক্রমণ করবো।'
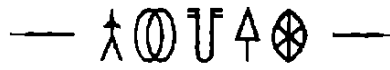
শিব দেখতে পাচ্ছিলেন আতঙ্কিত মানুষরা তাড়াহুড়ো করে নগরে ঢুকে পড়ছিল, কেননা মৃত্তিকাবতীর দূর্গপ্রাকার থেকে শাঁখ বাজিয়ে বারবার সর্তকতার সংকেত জানানো হচ্ছিল। বিশাল সৈন্যবাহিনীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মেলুহীরা হতভম্ব হয়ে গেছিল। একটা পাহাড়ের ওপর সুবিধাজনক স্থান থেকে ঘোড়ায় বসা শিব পরিষ্কারভাবে মৃত্তিকাবতী নগর এবং তার বন্দর দেখতে পাচ্ছিলেন। সমস্ত মেলুহী নগরের মতো এই নগরও বিশাল এক উঁচু সমতল ক্ষেত্রের ওপর নির্মিত হয়েছিল। বন্যার থেকে সুরক্ষার কারণে সরস্বতী নদীর থেকে কয়েক সহস্র হাত দূরত্বে অবস্থিত ছিল এই নগর। কিন্তু এর বন্দরটা একেবারে মহান নদীর তীরেই নির্মাণ করা হয়েছিল, যেটা শিবকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। বৃত্তাকার এই বন্দর ছিল সুবিশাল, ছোটো খোলা দ্বার দিয়ে সরস্বতীকে বন্দরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অর্ধবৃত্তাকার পোতাশ্রয়কে এই খালের দ্বারা বন্দরের বাইরের সীমার থেকে আলাদা করা হয়েছিল। গোল করে ঢাকা এই পোতাশ্রয়ের ভেতরের অংশে বিভিন্ন সারাই ক্ষেত্র ছিল। বাইরের অংশের ভিতরের দিকে এবং ভেতরের অংশের বাইরের দিকে জলযান নোঙর করে রাখা যেত।

এই অসাধারণ নির্মাণ কৌশলের জন্য অপেক্ষাকৃত কম স্থানেও পঞ্চাশটার মতো জলযান নোঙর করে রাখা যেত। খালের দুধারে নোঙর করে থাকা জলযানের

মধ্যে খালি অংশ দিয়ে জলযান স্বচ্ছন্দে যেতে পারতো। একদিক থেকে আরেকদিকে জলযান বেশ তাড়াতাড়িই যেতে পারতো কিন্তু একসারে। বন্দরের দ্বার ছোটো হওয়ার জন্য একবার কেবলমাত্র একটি জলযান বাইরে বেরোতে বা ঢুকতে পারতো। কিন্তু দ্বার ছোটো হলেও ভেতরের বৃত্তাকার খালে জলযানের গতিতে কোন প্রভাব পড়তো না। কিন্তু শত্রু রণতরীর ক্ষেত্রে এটা ছিল কার্য্যকরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বন্দরের দ্বার বন্ধ ছিল আর এর প্রাচীরে কোথায় কোথায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা আছে সেটা শিব অনুমান করতে পারলেন।

শিব মনে মনে হাসলেন। *মেলুহী নির্মাণ কৌশলের অসাধারণ নিদর্শন।*

কালী শিবের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন 'নগর এবং বন্দরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী সুরক্ষিত পথটা হয়তো দূর্বল স্থান।'

'হ্যাঁ' সতী বললেন, 'ওখান থেকে আক্রমণ শুরু করা যাক। ওই স্থানটা যে অরক্ষিত সেটা ওদের যদি অনুভব করানো যায় তাহলে নগরের দ্বার ওরা বন্ধ করে দেবে আর সৈন্যদেরও ভেতরে ঢুকিয়ে নেবে। নগর আর বন্দর পাশাপাশি নয় তার মানে যদি যোগাযোগ পথের দেওয়াল ভেঙে পড়ে তবে বাধ্য হয়ে দুটোর মধ্যে একটাকে ওদের ছেড়ে দিতে হবে। আমি অনুমান করতে পারি বাধ্য হয়ে বন্দরকেই ওরা বিসর্জন দিতে চাইবে।'

সতীর দিকে তাকিয়ে শিব বললেন 'বিদ্যুন্মালী আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন ও বোঝাপড়া করতে চাইবে না। যখন বুঝতে পারবে যে আমরা ওদের রণতরীর ওপর চড়াও হয়েছি, নগরের ওপর নয়, তখন হয়তো ও ঝুঁকি নিতে চাইবে। ও হয়তো নগর থেকে বেরিয়ে ভীষণভাবে তেড়ে এসে আমাদের আক্রমণকারী বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করবে। এটাই হয়তো ওর কাছে বাস্তবসম্মত উপায় মনে হবে। হয়তো ভাববে যে তাতে যোগাযোগ পথের থেকে আমাদের পুরোপুরি সরিয়ে দিতে পারবে, আর তাতে বন্দর ও নগর দুটোই রক্ষা পাবে। আমার আশা সে ওই ভুলটাই করবে।
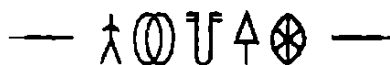
ঘোড়ায় চেপে শিব তাঁর সেনাবাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন যাতে ছিল ব্রঙ্গ,

বাসুদেব, নাগ আর লোথাল থেকে আসা কিছু সূর্য্যবংশী সৈন্য। সতী এবং কালীও ঘোড়ায় চড়ে নিজের নিজের বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু জানতো যে মেলুহীরা ভালোমতোই সুরক্ষা ব্যবস্থা খাড়া করেছে।

'সৈন্যগণ!' গর্জে উঠলেন শিব, 'মহাদেবগণ! শুনুন আমার কথা।'

সৈন্যদের মধ্যে নিঃশব্দতা নেমে এল।

'আমরা জানি যে সহস্র বছর আগে এক মহামানব এই পৃথিবীতে পা রেখে ছিলেন। প্রভু রাম। মর্যাদা পুরুষোত্তম, রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। কিন্তু আমরা জানি সত্যিটা! তিনি ছিলেন মানুষের চেয়ে অনেক বড়ো! তিনি ছিলেন ভগবান স্বরূপ।' ছুঁচ পড়লে শোনা যাবে এমন স্তব্ধ হয়ে সৈন্যরা শুনছিল। 'এই মানুষগুলো', মৃত্তিকাবতীর দুর্গের মধ্যে থাকা মেলুহীদের দিতে ইঙ্গিত দেখিয়ে শিব বলতে লাগলেন 'কেবল ওনার নামটাই মনে রেখেছে। ওরা তাঁর বাণীগুলো মনে রাখেনি। কিন্তু আমি ওনার বাণী মনে রেখেছি। মনে আছে উনি বলে গেছেন 'যদি আমার লোকেদের আর ধর্মের মধ্যে একটাকে গ্রহণ করতে চাও, ধর্মকে গ্রহণ করো! যদি আমার পরিবার আর ধর্মের মধ্যে কোন একটাকে গ্রহণ করতে হয়, তবে ধর্মকে গ্রহণ করো। এমনকি আমার এবং আমার ধর্মের মধ্যে কোনো একটা গ্রহণ করতে হয় তাহলেও সবসময় ধর্মকেই গ্রহণ করো।'

'ধর্ম!' সমস্ত বাহিনী এক সঙ্গে গর্জে উঠলো।

'মেলুহীরা গ্রহণ করেছে অশুভ শক্তিকে।' শিব গর্জে উঠলেন 'আমরা গ্রহণ করেছি ধর্ম!'

'ধর্ম।'

'ওরা বেছে নিয়েছে মৃত্যু! আমরা বেছেছি বিজয়!'

'বিজয়!'

'ওরা গ্রহণ করেছে সোমরস!' শিব গর্জে উঠলেন 'আমরা গ্রহণ করেছি প্রভু রাম।'

'জয় শ্রীরাম!' হুংকার দিলেন সতী।

'জয় শ্রীরাম! রণ হুংকার যোগ করলেন কালী।

'জয় শ্রীরাম!' সব সৈন্যরা যুদ্ধ নিনাদ করে উঠলো।

'জয় শ্রীরাম!'

'জয় শ্রীরাম।'

নীলকণ্ঠের বাহিনীর এই পরিচিত রণহুংকার মৃত্তিকাবতীর দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়লো; সাধারণত এই রণহুংকার মেলুহীদের উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু এখন এটা ভয়ের সঞ্চায় করলো।

চারিপাশের বীর যোদ্ধাদের হুংকারের মধ্যেই শিব কালীর দিকে ঘুরলেন এবং মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। কালীর ঠোঁটে শীতল হাসির রেখা খেলে গেল এবং তিনিও প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তাঁর চোখ জ্বলে উঠলো আর তলোয়ার ঘোরাতে সূর্য্যের আলোয় সেটা ঝলকে উঠলো। এরপর তার পিছনে থাকা বাহিনীর দিকে হাত দেখালেন, একটা নিঃশব্দতার তরঙ্গ সেনাবাহিনীর মধ্যে ছেয়ে গেল। সবাই চুপ হয়ে গেল যতক্ষণ না বাতাসের ধাক্কায় মাথার ওপর থাকা নিশান ওড়ার পতপত শব্দ শুনতে পেল তারা। তিনি আবার ইঙ্গিত করলেন আর সৈন্যরা অস্ত্র প্রস্তুত করে টান টান হয়ে রইলো। তখন তিনি আকাশের দিকে একটা তলোয়ার তুললেন, আর রক্ত জল করা চিৎকার করে তলোয়ারটা সামনে বাগিয়ে ইঙ্গিত করতেই রণহুংকার দিতে দিতে সৈন্যের ঢেউ যোগাযোগ পথের দেওয়ালে আছড়ে পড়লো।

— ⁂ —
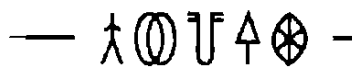
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিব লক্ষ করছিলেন যে সুরক্ষিত যোগাযোগ পথের একটা সংক্ষিপ্ত স্থানে লড়াইয়ের তাণ্ডব চলছে। বাসুদেবদের হাতি এবং তাড়াতাড়ি জোড়া যায় আবার খুলে ফেলা যায় এমন পাথর ছোঁড়ার ক্ষেপনাস্ত্রর সাহায্যে কালী সমস্ত সমরশক্তি কেন্দ্রিভূত করে দেওয়ালের নির্দিষ্ট স্থানে ফাটল ধরানোর জন্য বারবার আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন। সুরক্ষিত পথের পাঁচিলের ওপর দিকের খাঁজকাটা অংশ থেকে মেলুহীরা তীর ছুঁড়ছিল আর ফুটন্ত তেল ফেলছিল তখন তাদের বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক অনন্যসাধারণ সাহসী নাগ সৈন্য অদম্য ভাবে লড়াই করে

যাচ্ছিল। অতিমানবীয় পরাক্রমের জন্য বিখ্যাত এই নাগসৈন্যরা টিকে থাকার এই লড়াইয়ের জন্য একেবারে আদর্শ ছিল। অবশেষে যোগাযোগ পথের দেওয়ালে ছোটো কয়েকটা ফাটল দেখা দিল; শীঘ্রই শিববাহিনী নগরের সঙ্গে বন্দরের যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হবে। বিদ্যুন্মালীর কাছ থেকে যেমনটি প্রতিক্রিয়া শিব আশা করেছিলেন, এই ঘটনা তারই সুত্রপাত ঘটালো।

মৃত্তিকাবতী দুর্গের প্রধান দ্বার খুলে গেল এবং মেলুহী সৈন্যরা বেরিয়ে এল ব্যূহবদ্ধ হয়ে, যেরকম ব্যূহ তারা শিবের কাছে শিখেছিল।

এই ব্যূহরচনায় মেলুহী সৈন্যদের কুড়িজন কুড়িজন করে বর্গাকারে সাজানো হয়েছিল। প্রত্যেক সৈন্য তার ঢাল ব্যবহার করে নিজের দেহের বাঁ অংশ আর তার বাঁদিকের সৈন্যের ডান অংশ ঢেকে রেখেছিল। পেছনের সৈন্য তার ঢালটাকে ব্যবহার করেছিল নিজের এবং তার সামনের সৈন্যের মাথা ঢেকে রাখতে। নিজের ঢাল এবং পাশের জনের ঢালের মধ্যে খালি অংশ দিয়ে সৈন্যরা লম্বা বর্শা সামনে বাগিয়ে ধরেছিল। এই ব্যূহে কচ্ছপের মতো সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিন্তু আবার লম্বা বর্শা দিয়ে শত্রুর ওপর বিধ্বংসী আক্রমণ চালানোও যায়।

যাইহোক, এই কচ্ছপ ব্যূহর একটা দূর্বলতা ছিল যেটা তার স্রষ্টা শিব জানতেন। ব্যূহের এই দূর্বল স্থানটা ছিল পেছনের দিকটা; যদি পেছনের থেকে আক্রমণ করা যায়, প্রায় কিছুই করা সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ভারি বর্শার জন্য তার ভারগ্রস্থ যা সামনে বাগিয়ে ধরা থাকে। চট করে ঘোরা খুবই কঠিন। এছাড়াও এই ব্যূহ রচনার পেছনের দিকটা ঢাল দিয়ে সুরক্ষিত থাকে না। সেই কারণে যদি কোন শত্রু পেছনের দিকে যায়; সে সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের সম্পূর্ণভাবে ধরাশায়ী করতে পারবে।

শিব হেসে সতীর দিকে ঘুরলেন, 'বিদ্যুন্মালী খুব সহজেই পূর্বনির্ধারণযোগ্য'।

মাথা নেড়ে সতী বললেন 'বূহ্য রচনার ক্ষেত্রে?'

'হ্যাঁ বূহ্য রচনার ক্ষেত্রে।' সায় দিলেন শিব।

সতী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘোড়া ঘোরালেন আর তাতে চড়ে ডানদিকে গেলেন। তাড়াতাড়ি তার অধীনে থাকা সৈন্যদের সাজিয়ে নিয়ে যোগাযোগ পথের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। নগরের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসা মেলুহীদের কচ্ছপ ব্যূহ

আর তাঁর পেছনে থাকা কালীর সাহসী নাগ যারা সুরক্ষিত দেওয়ালে আক্রমণ চালাচ্ছিল এই দুই দলের মধ্যে তিনি নিজের বাহিনীকে ভেবেচিন্তে ধীরভাবে স্থাপন করলেন। সতীর প্রথম কাজ হল প্রথমে জোরদার লড়াই করা আর তারপর ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসা, মেলুহীদের তাৎক্ষণিক বিজয়ের এক নকল স্বাদ পাওয়ানো। এটা হবে কঠিন এক লড়াই যেখানে বড়োসড়ো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে, কেননা অপ্রতিরোধ্য কচ্ছপ ব্যূহর সামনাসামনি হতে হবে তাঁকে। যেই এই মেলুহী বাহিনী সামনে এগিয়ে আসবে, তাদের পেছনে খালি স্থান পাওয়া যাবে, শিবের অশ্বারোহী বাহিনী তখন সেখানে এসে পেছন থেকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে শিব তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাঁদিকে হস্তীবাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

'প্রস্তুত হন!' হস্তীবাহিনীর পরিচালনায় থাকা বাসুদেব সৈন্যাধক্ষদের শিব আদেশ করলেন।

খুব তাড়াতাড়িই শিবকে এগোতে হবে। কিন্তু তাঁকে আবার সঠিক সময়েও পৌছতে হবে। যদি বেশি আগে আক্রমণ করে বসেন, বিদ্যুন্মালী ফাঁদের গন্ধ পেয়ে যাবে।

যখন বীরভদ্র দেখলো যে মেলুহী বাহিনীর কচ্ছপ ব্যূহ সতীর বাহিনীকে আক্রমণ করেছে, সে শিবের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুরে বললো 'সতীর পক্ষে কাজটা বড্ড কঠিন। আমাদের উচিৎ . ’

'তুই নিজের কাজে মন দে' শিব বললেন। 'ও কি করছে সেটা ও জানে।'

কুর্ম্য বা কচ্ছপ বাহিনী ভয়ংকরভাবে সতী ও তাঁর সৈন্যদলের ওপর চড়াও হল। সূর্য্যবংশী যুদ্ধরীতির ধারা মেনে সতী একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন একটা ঢাল দিয়ে গড়া প্রাচীর ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিৎভাবে এগিয়ে আসছিল। প্রত্যেক শৃংখলাবদ্ধ পদক্ষেপের সঙ্গে একই ছন্দে ঢালগুলো উঠছিল নামছিল। ঢালের মাঝে বর্শার ঝাঁক ঝকমক করে উঠছিল। চকচকে ধাতব ঢালে সূর্য্য প্রতিফলিত হচ্ছিল। তিনি শান্তভাবে প্রথমে নিজের ঘোড়াকে দুলকি চালে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর গতি বাড়িয়ে বর্শার সীমার

ঠিক বাইরে স্থির হয়ে একদম থেমে গেলেন, সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

ব্যূহবদ্ধ বাহিনী ক্রমে ক্রমে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল, তিনি ফাঁক খুঁজছিলেন। মুহূর্তের জন্য একটা ঢাল একটু সরে গিয়ে একজন সৈন্যর গলাকে দৃষ্টি গোচর করে দিতেই একটুও না নড়ে সতী খাপ থেকে ছুরি বার করে একেবারে নির্ভুল ভাবে ছুঁড়ে মারলেন। ছুরি সঠিক নিশানায় গিয়ে বিঁধলো আর চলতে চলতেই সৈন্যটি পড়ে গেল।

কচ্ছপ ব্যূহ প্রায় সতীর ঘাড়ে এসে পড়লো। তিনি ঘোড়ায় লাগাম শক্ত করে টেনে ধরে উল্টোদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতেই ঘোড়াটা সামনের দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে উঠলো। তখনই কাঁধে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন, ঘোড়াটা জোরে ডেকে উঠলো আর পড়ে গেল। বর্শা বেঁধার তীব্র যন্ত্রণায় সতী জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। রেকাব থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু মুড়ে পড়ে যাওয়া নিজের বাহনের থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলেন। কোন সৈন্যটা তাঁকে বর্শা বিঁধিয়েছে সেটা তাদের চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে বার করতে পারলেন না, বর্শাটা কাঁধের আরো গভীরে বিঁধে যেতে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। অর্ধেকটা যন্ত্রণার জন্য আর অর্ধেক রাগে, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। প্রচণ্ড জোরে তলোয়ার চালালেন তিনি, বর্শাটাকে দু-টুকরো করে ফেললেন, গড়িয়ে গিয়ে ঘোড়াটার থেকে দুরে চলে গেলেন আর দাঁড়িয়ে উঠলেন।

কয়েকটা তীর শাঁই শাঁই করে সতীর কাঁধের পাশ দিয়ে উড়ে গেল। এখনই ব্যূহতে যে ফাটল তৈরি করেছেন তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে তীরগুলো কয়েকজন মেলুহী সৈন্যকে আঘাত করলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মেলুহীদের আক্রমণের ধার কমে গেল এবং থেমে গেল। ঢালের প্রাচীর একটু ভেঙেচুরে গেল কেননা প্রাচীরের ফাটল বন্ধ করার জন্য অন্য সৈন্যর গুঁতোগুঁতি করে সামনে আসার চেষ্টা করতে লাগলো। যদিও প্রশংসনীয়ভাবে তারা খুব তাড়াতাড়ি ব্যূহ সাজিয়ে নিল এবং আক্রমণ আবার শুরু করলো। সতী ইচ্ছে করে এক পা পেছলেন এবং একই সঙ্গে তাঁর বাহিনীও পা মিলিয়ে এক পা করে পেছলো। আসল কৌশলটা কেউ বুঝলো না, যেন তারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে পিছচ্ছেন। অপ্রতিরোধ্য কচ্ছপ বাহিনীর কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে ধীরে ধীরে তারা পিছচ্ছে। আরো কিছুক্ষণ একইভাবে সতী ও তার বাহিনী পিছিয়ে যেতে লাগলো আর

মেলুহী বাহিনী এতটাই এগিয়ে এল যাতে শিব তাদের পেছনে গিয়ে আক্রমণ করে ব্যূহটা ধ্বংশ করতে পারেন।

শিব দূর থেকে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ করছিলেন।

কচ্ছপ ব্যূহর পাশের দিক রক্ষা করার জন্য থাকা রথগুলোর দিকে শিবের দৃষ্টি পড়লো। প্রত্যেক রথে ছিল একজন সারথী আর একজন যোদ্ধা। দুয়ে মিলে প্রচণ্ড গতি ও পাশবিক শক্তির সঞ্চার করে। শিবের অশ্বারোহী বাহিনীকে থামিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা এই রথেদের ছিল।

'আমি চাই আপনাদের হাতি ওই রথগুলোকে ধ্বংস করে ফেলুক। এখনই।' বাসুদেব সেনাধক্ষ্যদের শিব আদেশ দিলেন।

বাসুদেব সেনাধক্ষ্যরা তাদের মাহুতদের দিকে ঘুরলেন আর আদেশটা বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন।

হাতিরা ভয়ানক বেগে দৌড়তে শুরু করলো। তাদের পায়ের দাপটে মাটি কাঁপতে লাগলো। মেলুহী রথের যোদ্ধারা ভালোভাবেই হস্তীবাহিনীর অগ্রসর হওয়া লক্ষ করছিল। সারথীদের নির্দেশ দিতে তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম আলগা করে দিয়ে তার বদলে রেখে দেওয়া দামামা বাদ্য বার করলো এইরকম বিশেষ ক্ষেত্রে যা কাজে লাগে।

তাদের তখনো চন্দ্রবংশী হস্তীবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের স্মৃতি মনে রেখেছিল। আনদ্ধ বাদ্যের প্রচণ্ড শব্দ সব সময় এই বিশাল জন্তুদের উত্তেজিত করে তোলে। ফলে তারা উন্মত্ত হয়ে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। অনেক সময় নিজেদের লোককেই পিষে দেয়। কিন্তু এই হাতিগুলো হঠাৎ হওয়া প্রচণ্ড শব্দ সহ্য করার শিক্ষা বাসুদেবদের কাছ থেকে পেয়েছিল। মেলুহী রথবাহিনীকে খুব আশ্চর্য করে দিয়ে হাতিরা আক্রমণ করার জন্য দৌঁড়ে আসতে লাগলো।

তাদের কৌশল বিফল হল দেখে সারথীরা বাদ্য রেখে দিয়ে লাগাম হাতে তুলে নিল। রথের যোদ্ধারা তার বর্শা বাগিয়ে ধরে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল। বাসুদেব হস্তীবাহিনী কাছে এসে পড়তে মেলুহী রথগুলো স্থান পরিবর্তন করতে করতে হাতিদের আশেপাশে খুব দ্রুত ঘুরতে লাগলো। বিশাল জন্তুগুলোর দিকে বর্শা ছুঁড়তে লাগলো, এই আশায় যে তাদের আহত করতে পারবে অথবা অন্তত

তাদের গতি কমিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু হাতিরাও প্রস্তুত ছিল। তাদের শুঁড়ে বাঁধা ছিল বড়ো বড়ো ধাতুর গোলা। হাতিরা দক্ষতার সঙ্গে শুঁড় দুলিয়ে রথের ঘোড়া এবং আরোহীদের গায়ে ধাতুর গোলা দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। যারা সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল সেই মেলুহীরা ভাগ্যবান কিন্তু যাদের হাড়গোড় গোলার ঘায়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তারা মর্মান্তিক যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে থাকলো। কিন্তু এতেও দুরাবস্থা যথেষ্ট হল না, মেলুহী রথবাহিনীর জন্য দ্বিতীয় আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ করে হাতির হাওদা থেকে ঝলকে ঝলকে আগুন বেরোতে লাগলো!

তাদের যন্ত্রবিদদের বানানো যন্ত্র বাসুদেবরা হাওদাতে লাগিয়েছিল। দুজন করে বাসুদেব সৈনিক যন্ত্রের হাতলে চাপ দিচ্ছিল ও তাতে এক নাগাড়ে আগুনের শিখা বেরিয়ে সামনে যা পড়ছিল তাকেই পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিলো।

দুর্ভাগা যে সব মেলুহীরা মরার হাত থেকে বাঁচছিল সেগুলো আবার বিশাল বিশাল হাতির পায়ের চাপে পিষে গেল। মেলুহী রথ-বাহিনী বাসুদেব হস্তী বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারলো না।

শিব তাঁর তলোয়ার উঁচু করে তুলে ধরলেন। তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে ঘুরলেন আর কোলাহল ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বললেন 'ওই ব্যূহের পেছনের দিকে তাড়াতাড়ি চলো! ওদের আক্রমণ করো! ধ্বংস করে দাও ওদের!

শিবের অশ্বারোহী বাহিনী বিপুল পরাক্রমে ধেয়ে গেল, কিন্তু তখনও সতী তাঁর ভূমিকা নিঁখুত ভাবে পালন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর সৈন্যরা এক-পা এক-পা করে পেছতে পেছতে মেলুহী বাহিনীকে টেনে আনছিল যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রে। ফলে দূর্গের দেওয়াল এবং তাদের কচ্ছপ বাহিনীর মধ্যে বিশাল একটা খালি স্থানের সৃষ্টি হল। যুদ্ধের কৌশলটা বিশ্বাসযোগ্য রাখতে আর মেলুহীদের যুদ্ধে আবদ্ধ রাখতে সতীর সৈন্যরা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে না এসে একভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো। ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছিলো।

সতী নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। দুই কাঁধ ও দুই উরুতে আঘাত লেগেছিল, কিন্তু যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন তিনি। জানতেন যে তাঁর বিফল হওয়া কিছুতে চলবে না। যুদ্ধের সামগ্রিক বিজয়ের জন্য তাঁর বাহিনীর সফলতা খুবই জরুরী।

যুদ্ধক্ষেত্র ধরে অর্ধচক্রাকার পথে শিবের অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন ডানদিকে বাসুদেব হস্তী বাহিনী আর মেলুহী রথবাহিনীর সংঘর্ষ চলছে। বাস্তবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া রথবাহিনী শিবের অশ্বারোহী বাহিনীর এই নতুন আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারলো না। কোনো প্রতিরোধের সামনে না পড়ায় শিব অত্যন্ত দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছিলেন যতক্ষণ না মেলুহী কচ্ছপ ব্যূহবদ্ধ বাহিনী অরক্ষিত পেছন দিকে পৌঁছতে পারেন।

'জয় শ্রীরাম!' গর্জে উঠলেন শিব।

'হর হর মহাদেব' যুদ্ধ নিনাদ করে উঠলো তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী। আরো জোরে নিজেদের ঘোড়া ছোটালেন তারা।

শিবের তিন সহস্র শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী মেলুহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পিছন থেকে আক্রমণের মধ্যে পড়ার সময়, তারা ব্যূহবদ্ধ থাকার এবং ভারি বর্শা ধরে থাকার কারণে পেছন দিকে তাড়াতাড়ি ঘুরতে পারলো না। শিবের অশ্বারোহী বাহিনী মেলুহী কচ্ছপ ব্যূহর মাঝখান দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে ঢুকে যেতে লাগলো। তাদের লম্বা তলোয়ার দিয়ে মেলুহীদের কচুকাটা করতে লাগলো। এই সাংঘাতিক আক্রমণের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যূহ ভেঙে পড়তে শুরু করলো, কিছু সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো আবার কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচলো। মেলুহী বাহিনীর সামনের দিকে লড়তে থাকা বিদ্যুন্মালী পেছন থেকে আক্রমণের ফলে নিজের বাহিনীর ধ্বংস হওয়া সংবাদ যখন পেলো তখন খুবই দেরী হয়ে গেছে। শিবের রণকৌশলের কাছে হেরে গিয়ে মেলুহী বাহিনী বিধ্বস্ত ও পরাজিত হল।

অধ্যায় ২৭

নীলকণ্ঠ বললেন

যারা টিকে গিয়েছিল তাদের থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে কতকগুলো দলে একসাথে শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছিল। মাটিতে অনেকটা ঢোকানো খোঁটাতে শিকলগুলো বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাদের পাহারায় ছিলেন শিবের বাহিনীর চারটে সেরা দল। পালানোটা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভবই ছিল। বন্দর অঞ্চলের বাইরের অংশে আয়ুর্বতী অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। মেলুহী ও শিবের বাহিনী—দুপক্ষের আহত লোকদেরই শুশ্রূষা চলছিল সেখানে।

সতী একটা নিচু বিছানায় শুয়েছিলেন। সদ্য সদ্য তাঁর দ্রুত অস্ত্রোপচার হয়েছে। শিব তাঁর পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে। তাঁর কাঁধের ক্ষত দ্রুত সেরে উঠলেও জানুর আঘাত সারতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। কালী ও গোপাল খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।

'আমি একদম ঠিক আছি,' শিবকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সতী বলে উঠলেন। 'মৃত্তিকাবতীতে যাও। নগরটাকে দ্রুত তোমার নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। তোমার দেখা পাওয়াটা ওদের প্রয়োজন। তোমাকে ওদের শান্ত করতে হবে। মৃত্তিকাবতী ও আমাদের সৈন্যদের মধ্যে মারপিট লেগে যাক এটাতো আর আমাদের ইচ্ছা নয়।'

'জানি। জানি। যাচ্ছি তো,' শিব বলে উঠলেন। 'আমি শুধু তোমার অবস্থাটা একবার দেখে যেতে চাইছিলাম।

সতী হেসে আবারও তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। 'একদম ঠিক আছি। এত সহজে আমি মরছি না। এখন তো যাও!'

কালী বললেন, 'দিদি ঠিক বলছে। নগরীর চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের সৈন্য ঢুকিয়ে পদযাত্রা করিয়ে ওদের দমিয়ে রাখা উচিত।'

শিব অবাক হয়ে পুরো ঘুরে গেলেন। 'আমরা নগরে সৈন্য নিয়ে ঢুকছি না।'

কালী বিরক্তিতে হাত ঝাঁকালেন। 'তাহলে আর নগর জয় করলাম কি করতে?'

'আমরা নগর জয় করিনি। শুধু ওদের বাহিনীকে হারিয়েছি, এই যা। মৃত্তিকাবতীর নাগরিকদের আমাদের দলে টানতে হবে।'

'আমাদের দলে? কেন?'

'কেননা তাহলেই আমরা আমাদের পুরো বাহিনীটা নিয়ে এখান থেকে জলপথে বেরিয়ে যেতে পারবো। মেলুহী সেনাবাহিনী দশ সহস্র সৈন্য আমাদের বন্দী। তুমি কি আমাদের সৈন্যেদের যুদ্ধবন্দীদের পাহারা দেওয়ার কাজে লাগাতে চাও? মৃত্তিকাবতী যদি আমাদের পক্ষে আসে তাহলে আমরা মেলুহী সেনাবাহিনীকে নগরেই বন্দী করে রাখতে পারি।'

'শিব ওরা তা করবে না। সত্যি বলতে কি, আমাদের মধ্যে কোনো দুর্বলতা দেখলেই ওরা বিদ্রোহের সুযোগ পেয়ে যাবে।'

'এটা দুর্বলতা, কালী। এটা সহানুভূতির ব্যাপার তফাতটা লোকেরা সাধারণত জানে।

'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন। ভগবানের দিব্যি, কি করে ওদের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার পর ওদের সহানুভূতি দেখাবেন?'

'সেটা করবো সেনাবাহিনীর সাথে নগরীতে না ঢুকে। আমি শুধু ভদ্র, নন্দী ও পরশুরামকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। আর আমিই নাগরিকদের সাথে কথা বলবো।'

'তাতে কি সুবিধা হবে?'

'হবে।'

'শিব! আপনি এই সবে ওদের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেছেন! আমার মনে হয় না যে আপনার যাই বলার থাক না কেন ওরা তা শুনতে আগ্রহী হবে বলে।'

'হবে। আমি তো ওদেরই নীলকণ্ঠ।'

কালী নিজের বিরক্তি ঢাকতে পারছিলেন না, 'অন্তত আপনার সাথে কিছু নাগসৈন্যকে পাঠাতে দিন আমায়। আপনার সুরক্ষার দরকার হতে পারে।'

'না।'

'শিব . '

'আমার ওপর কি তোমার ভরসা আছে?'

'সেটার সাথে এটার '

'কালী, আমার ওপর কি তোমার ভরসা আছে?'

'তা তো আছেই।'

'তাহলে আমাকেই ব্যাপারটা বুঝে নিতে দাও,' সতীর দিকে ফিরতে ফিরতে বললেন শিব। 'সোনা, আমি তাড়াতাড়িই ফিরবো।'

সতী হেসে শিবের হাত ছুঁলেন।

'প্রভু রাম আপনার সঙ্গে থাকুন বন্ধু,' শিব উঠে চলে যাবার জন্য ঘুরতেই গোপাল বলে উঠলেন।

শিব হাসলেন। 'উনি সবসময়েই আমার সাথে আছেন।'

মৃত্তিকাবতীর কেন্দ্রীয় চত্বরে পাল পাল নাগরিক নীলকণ্ঠের দেখা পেতে জড়ো হয়েছিল। সহস্র কণ্ঠের গুঞ্জনে ভরে গিয়েছিল চত্বর। নীলকণ্ঠের উপস্থিতির সংবাদ নগরে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল।

নীলকণ্ঠই কি আমাদের আক্রমণ করেছেন নাকি?

উনি কেন আমাদের আক্রমণ করবেন?

আমরা তো ওঁরই লোক? উনিই আমাদের ঈশ্বর।

উনিই কি সত্যি সত্যি সোমরস নিষিদ্ধ করেছেন?

কোন ভণ্ড নীলকণ্ঠ করেনি তাহলে? সম্রাট কি আমাদের মিথ্যা বলেছেন? না না তা হতে পারে না .

শিব পাথরের মঞ্চের ওপর খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি জনগণকে তার নীল গলাটা পরিষ্কারভাবে দেখতে দিয়েছিলেন।

নিরস্ত্র নন্দী, বীরভদ্র ও পরশুরাম তাঁর পেছনেই সজাগভাবে দাঁড়িয়েছিল।

'মৃত্তিকাবতীর নাগরিকরা, আমি তোমাদেরই নীলকণ্ঠ,' শিব গুরুগম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন।

চত্বরটা ফিসফিসানিতে ভরে গেল।

তৎক্ষণাৎ নন্দী শ্রোতাদের চুপ করতে হাত তুললেন।

'স্তব্ধ হও!'

'হিমালয়ের গভীরে থাকা এক স্থান থেকে এসেছিলাম আমি। আমার জীবনে পরিবর্তন এনে দিল, আমার বিশ্বাস যে সেটা একটা আরক ছিল। এই যে চিহ্ন আমি গলায় বয়ে বেড়াচ্ছি তা কোনো দেবতার আশীর্বাদ নয়। এটা অশুভশক্তির অভিশাপ—বিষের চিহ্ন।' নীল গলা দেখিয়ে শিব বলে চললেন। 'কিন্তু বন্ধু মেলুহীগণ, এই অভিশাপ তোমরাও বয়ে বেড়াচ্ছো। আর সেটা তোমরা জানো না পর্যন্ত!'

বাক্যহারা শ্রোতারা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো।

'সোমরস তোমাদের দীর্ঘজীবন দেয় আর সেটার জন্য তোমরা কৃতজ্ঞ থাক। কিন্তু তোমাদের উপহার দেওয়া এই বছরগুলো কিন্তু বিনামূল্যে পাওনি! তোমাদের থেকে সোমরস অনেক কিছু নিয়েও নেয়। আর তোমাদের আত্মার উপর তার লোভ সীমাহীন।'

চত্বরের ধারে গাছের সারিতে বাতাসের ঝাপটা পাতাগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে গেল।

'এই কটা অস্থায়ী বাড়তি বছরের জন্য তোমাদের যে মূল্য দিতে হচ্ছে তা চিরন্তন! এই যে মেলুহায় বহু মহিলাই গর্ভধারণে অক্ষম তা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। এটা সোমরসের অভিশাপ।'

মেলুহী হৃদয়ে শিবের কথাগুলো তৎক্ষণাৎ সাড়া তুললো। মাইকার শিশু দত্তক নেওয়া পদ্ধতিতে বহুদিন অপেক্ষা করতে হত। এতে তাদের অনেকেরই মন ভেঙে গিয়েছিল। কোন শিশু ছাড়া ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে পড়ার যন্ত্রণা তারা জানতো।

'এটা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয় যে তোমাদের মাতৃভূমি মা, এই ভারতীয়

সভ্যতার মা, শ্রদ্ধেয় সরস্বতী শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত সোমরসই তার জল শুষে চলেছে। সরস্বতীর মৃত্যুও সোমরসের কুফল!'

অধিকাংশ ভারতীয়ের কাছেই সরস্বতী কেবলমাত্র একটা জলরাশি ছিল না। সত্যি বলতে কি, কোন নদীই ছিল না। আর সরস্বতী তো সমস্ত নদীর মধ্যে পবিত্রতম ছিল। সে ছিল তাদের আত্মিক মাতা।

'মাইকাতে সহস্র সহস্র শিশু যন্ত্রণাদায়ক কর্কট রোগ নিয়ে জন্মায় যা তাদের শরীরকে গ্রাস করে ফেলে। স্বদ্বীপের লক্ষ লক্ষ লোক মহামারীতে মারা পড়ছে—এই মহামারী ডেকে আনছে সোমরসের বর্জ্য পদার্থ। সেইসব মানুষেরা সোমরস ব্যবহারকারীদের অভিশাপ দিয়ে চলেছে। তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছে। আর এই বোঝা বহুজন্ম ধরে তোমাদের আত্মাকে বয়ে যেতে হবে। এটা সোমরসের অশুভ প্রভাব!'

বীরভদ্র শিবের দিকে একবার দেখে নিয়ে আবার শ্রোতাদের দিকে তাকালো।

শিব তাঁর গলায় হাত বুলিয়ে বিষণ্ণভাবে হাসলেন। 'দেখে মনে হয় যে সোমরস আমার গলা চেপে ধরেছে। কিন্তু সত্যিটা হল যে সে পুরো মেলুহারই গলা চেপে ধরেছে! সে ক্রমে ক্রমে তোমাদের জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছে—আর তা এত ধীরে যে তোমরা টেরও পাচ্ছো না। আর যখন বুঝবে তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। পুরো মেলুহা, পুরো ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে!'

মৃত্তিকাবতীর নাগরিকেরা তখনও তাঁর ভাষণে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

'আমি এটা শান্তির সাথে বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক রাজ্যে, আমাদের ভারতবর্ষের মহানভূমির সর্বত্র আমি নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মেলুহাতে আমার নির্দেশনামা তোমাদের সম্রাট পাল্টে দিয়ে তার বদলে আরেকটা টাঙালেন যাতে বলা হয়েছে আমি সোমরস নিষিদ্ধ করিনি—করেছে কোনো ভণ্ড নীলকণ্ঠ।'

নন্দী বুঝতে পারছিলেন যে পরিস্থিতির বাতাস উল্টোদিকে বইতে শুরু করেছে।

চারদিকে একদম চুপচাপ।

'সম্রাট দক্ষ সেই স্থানে রয়েছেন যেখানে সহস্র বছরেরও বেশি আগে প্রভু রাম

ছিলেন। তিনি ছিলেন মহান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। তোমাদের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠার কথা দক্ষের। আর উনিই কিনা তোমাদের মিথ্যা বললেন।'

পরশুরাম শ্রদ্ধার সাথে শিবের দিকে তাকালেন। তিনি মেলুহীদের দৃঢ়ভাবে নিজের পক্ষে এনে ফেলেছেন।

'আর এটাই সব নয়। দক্ষ তার সৈন্য পাঠিয়ে তোমাদের ও আমার মধ্যে বিরোধ খাড়া করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি জানি যে কেউ আমাদের আলাদা করতে পারবে না। আমি জানি যে তোমরা আমার কথা শুনবে। কারণ, আমি মেলুহার জন্যই লড়ছি। আমি লড়ছি তোমাদেরই শিশুদের ভবিষ্যতের জন্যে!'

জনগণের মধ্যে একটা সম্মতিসূচক বাতাস বয়ে গেল। নীলকণ্ঠ তাদের জন্যেই লড়ছেন—তাদের বিরুদ্ধে নয়।

'আমাদের মহান প্রভু শ্রীরামের রেখে যাওয়া গোষ্ঠী বাসুদেবদের উপকথা তোমরা শুনেছো। হ্যাঁ। ওই উপকথার গোষ্ঠী সত্যি সত্যিই রয়েছে। তারা প্রভু রামের উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলেছে। আর তাঁরা আমার সাথে আছেন। আমার যে লক্ষ্য ভাগ তা করে নিয়েছেন। তাঁরাও ভারতবাসীকে সোমরসের থেকে বাঁচাতে চান।'

প্রায় প্রত্যেক মেলুহীই প্রভু রামের নিজের গোষ্ঠী বাসুদেবদের ব্যাপারে গালগল্প শুনেছে। এখন তারা জানলো যে বাসুদেবরা যে রক্তমাংসে গড়া তাই শুধু নয়, তারা নীলকণ্ঠের সঙ্গেও রয়েছে। এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আর কোনো বিতর্কের অবকাশ থাকলো না তাদের।

'আমি মেলুহাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি! আমি যাচ্ছি সোমরস বন্ধ করতে!' হুঙ্কার ছাড়লেন শিব। 'আমার সাথে কে কে আছো?'

'আমি আছি!' নন্দী চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমি আছি!' মৃত্তিকাবতীর প্রত্যেক নাগরিকও চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমি মেলুহাকে সোমরসের চাইতে বেশি ভালোবাসি,' শিব বললেন। 'তাই আমি সোমরসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলাম। তোমাদের সম্রাট সোমরসকে মেলুহার চাইতে বেশি ভালোবাসেন। তাই তিনি আমার বিরোধিতা

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'তোমরা কোন পক্ষে? মেলুহা না সোমরস?'

'মেলুহা!'

'তাহলে যে সেনাবাহিনী তোমাদের সম্রাটের সোমরসের পক্ষে লড়ছে তার সাথে আমাদের কি করা উচিত?'

'মেরে ফেলুন!'

'মেরে ফেলবো?'

'হ্যাঁ!'

'না!' শিব চেঁচিয়ে উঠলেন।

লোকেরা কিছু বলতে না পেরে চুপ করে গেল।

'তোমাদের সৈন্যরা শুধু নির্দেশ পালন করেছে। তারা আত্মসমর্পণ করেছে। যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা প্রভু রামের নীতির বিরুদ্ধে যাবে। তাই আবার বলছি—ওদের সাথে কি করা উচিত?'

শ্রোতারা চুপ করে রইলো।

'আমি চাই যে এই সৈন্যেরা মৃত্তিকাবতীতেই বন্দী হয়ে থাক।' শিব বললেন।

'আমি চাই যে ওরা যাতে পালাতে না পারে সেটা তোমরা নিশ্চিত করো। যদি ওরা পালায় তাহলে তোমাদের সম্রাটের নির্দেশ মেনে আবার আমার বিরুদ্ধে লড়বে। তোমরা কি ওদের এই নগরেই বন্দী করে রাখবে?'

'হ্যাঁ!'

'এটা কি নিশ্চিত করতে পারবে যে ওদের মধ্যে কেন একজনও পালাতে না পারে?'

'হ্যাঁ!'

শিব হেসে ফেললেন। 'আমি দেখতে পাচ্ছি দেবতারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—সেইসব দেবতারা যাঁরা অশুভশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে চান—সেইসব দেবতারা যারা অশুভশক্তির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চান!'

মৃত্তিকাবতীর নাগরিকরা তাঁদের নীলকণ্ঠের করা প্রশংসা শুনছিলেন।

শিব হাত মুঠো করে আকাশের দিকে তুললেন। 'হর হর মহাদেব!'

'হর হর মহাদেব!' লোকেরাও গর্জন করে উঠলো।

নন্দী, বীরভদ্র ও পরশুরাম তাঁদের হাত তুলে নীলকণ্ঠের প্রতি অনুগত অন্যদের হুঙ্কারে গলা মেলালেন। 'হর হর মহাদেব!'

'হর হর মহাদেব!'

— ⅄ⓞ Ư ↑ ⊛ —
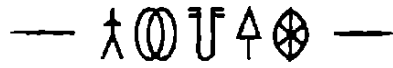
মৃত্তিকাবতীর নগরপালের প্রাসাদকে পাল্টে কারাগারের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। সেখানে বন্দী করে রাখা হচ্ছে মেলুহী সেনাবাহিনীর টিঁকে যাওয়া অবশিষ্ট সেনাদের। শিবের সৈন্যেরা বন্দীদের ছোটো ছোটো দলে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসে অস্থায়ী কারাগারে রাখছে। বিদ্যুন্মালীকে যখন ঢোকানো হল তখন শিব, কালী, সতী, গোপাল ও চেনরধ্বজ খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন।

সে হাত ছাড়িয়ে শিবের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেই এক সৈনিক তাকে সজোরে লাঠি মেরে ঠেলে দলে ঢোকানোর চেষ্টার করলো।

'আরে ঠিক আছে, ওকে আসতে দাও,' শিব বললেন।

বিদ্যুন্মালীকে বাঁশের ঢাল হাতে ধরা সৈনিকদের পেরিয়ে শিবের কাছে আসতে দেওয়া হল।

শিব বললেন, 'বিদ্যুন্মালী, তুমি তোমার কর্তব্য করছো। তুমি নির্দেশ পালন করছো মাত্র। আমার তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। কিন্তু যতক্ষণ না সোমরস নির্মূল হচ্ছে ততক্ষণ তোমাকে বন্দী থাকতে হবে। তারপরে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো।'

বিদ্যুন্মালী একদৃষ্টিতে শিবের দিকে চেয়েছিল। শিবের প্রতি তার ঘৃণা তাতে প্রকাশ পাচ্ছিল। 'যখন আমরা তোমাকে খুঁজে পাই তখন তুমি একটা বর্বর ছিলে আর এখনোও আছো। আমরা মেলুহীরা বর্বরদের থেকে নির্দেশ নিইনা!'

চেনরধ্বজ তলোয়ার বার করে বললেন, 'নীলকণ্ঠকে সম্মান দিয়ে কথা বলো'।

বিদ্যুন্মালী লোথাল ও মাইকার নগরপালের দিকে তাকিয়ে থুতু ফেলে বললো 'বিশ্বাসঘাতকদের সাথে আমি কথা বলি না।'

কালী ছুরি বার করে বিদ্যুন্মালীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'বোধহয়, তোমার কথা না বলাই উচিত '

'কালী ' শিব অস্ফুটস্বরে নিষেধ করে আবার বিদ্যুন্মালীর দিকে ফিরলেন। 'তোমার দেশের সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই। আমি আমার লক্ষ্য শান্তিতেই অর্জন করতে চেয়েছিলাম তোমাদের সবাইকে স্পষ্টভাবে সোমরস ব্যবহার করতে না বলে আমি নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলাম কিন্তু '

'আমরা স্বাধীন দেশ! কোনটা ব্যবহার করবো আর কোনটা করবো না সেটার সিদ্ধান্ত আমরাই নেবো।'

'না। যখন সেটা অশুভশক্তির সাথে যুক্ত তখন নয়। সোমরসের বিষয়ে তোমাদের সেই সিদ্ধান্তই নিতে হবে যাতে লোকেদের ও মেলুহার স্বার্থরক্ষা হয়।'

'আমাদের স্বার্থের ব্যাপারে কথা বলার তুমি কে?'

শিব অনেক সহ্য করেছিলেন। এবার তিনি বিরক্তির সাথে হাত নেড়ে বললেন, 'ওকে নিয়ে যাও।'

নন্দী ও বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ হাত-পা ছুঁড়তে থাকা বিদ্যুন্মালীকে টেনে হিঁচড়ে অস্থায়ী কারাগারের দিকে নিয়ে গেল।

'তুই হারবি রে ভণ্ড। মেলুহা হারবে না।'

বিদ্যুন্মালী চেঁচিয়ে উঠলো।
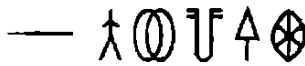
'শিব তোমাকে আমি একজনের সাথে দেখা করাতে চাই,' বৃহস্পতি বললেন।

মৃত্তিকাবতীর আধিকারিকদের জন্য তৈরি করা অতিথিশালায় শিবের ব্যক্তিগত কক্ষে সবে ঢুকেছেন বৃহস্পতি। তাঁর সঙ্গে আরেক ব্রাহ্মণ। সতী, গোপাল ও কালী শিবের সাথেই ছিলেন।

'পাণিনিকে তোমার মনে আছে?' বৃহস্পতি জানতে চাইলেন। 'মন্দার পর্বতে ও আমার সহকারী ছিল।'

'অবশ্যই মনে পড়ে,' জানালেন শিব। তারপর পাণিনির দিকে ঘুরে তিনি বললেন, 'কেমন আছ, পাণিনি?'

'ভালো আছি, মহান নীলকণ্ঠ!'

বৃহস্পতি বলে চললেন, 'শিব, আমি ওকে মৃত্তিকাবতীতে খুঁজে পেয়েছি। সরস্বতীর ব-দ্বীপে একটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিল। ও জানতে চাইলো যে সোমরসের বিরুদ্ধে এই লড়াইতে ও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে কি না।'

শিব ভুরু কুঁচকালেন। এইরকম একটা সময়ে বৃহস্পতি কেন এইরকম একটা তুচ্ছ অনুরোধ নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করছেন সেটা শিবের মাথায় ঢুকছিল না। 'বৃহস্পতি, ও তোমার সহকারী ছিল। তোমার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ ভরসা আছে। সেই আমাকে জানানোর দরকার তো তোমার

বৃহস্পতি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। 'ওর কাছে কিছু তথ্য আছে যা কাজে আসতে পারে।'

'সেটা কি, পাণিনি?' শিব নম্রভাবে জানতে চাইলেন।

পাণিনি বললেন, 'প্রভু, মহর্ষি ভৃগু আমাকে কিছু গোপন কাজের জন্য মন্দার পর্বতে পাঠিয়েছিলেন।'

শিবের আগ্রহ তৎক্ষণাৎ বেড়ে গেল। 'আমার মনে হয় যে মন্দার পর্বতের সোমরস উৎপাদক ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি।'

'প্রভু, সোমরসের সাথে আমার ওই কাজের কোনো যোগ ছিল না। মহর্ষির নিজের বাছাই করা মেলুহী বৈজ্ঞানিকদের একটা ছোটো দলের নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছিল আমাকে। তাঁর যোগানো কাঁচামাল থেকে দৈবী অস্ত্র বানানোর কাজ ছিল।'

'সেকি? তুমিই তাহলে দৈবী অস্ত্র বানিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

বায়ুপুত্রেরা এসে তোমাদের সাহায্য করেছিলো?

'মহর্ষি ভৃগুর যোগানো কাঁচামাল থেকে কিভাবে ওগুলো বানাতে হবে সে

ব্যাপারে মহর্ষি ভৃগু নিজেই আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। দৈবী অস্ত্রের প্রযুক্তি নিয়ে আমার সামান্য জ্ঞান আছে কিন্তু তা ব্যবহারযোগ্য অস্ত্র বানানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। হয়তো বাকীদের থেকে আমি যে কিছুটা বেশি জানি তার জন্যেই আমাকে বাছা হয়েছিল।'

'কিন্তু তোমাকে সাহায্য করার জন্য কি কোনো বায়ুপুত্রই উপস্থিত ছিল না?' শিব আবার জানতে চাইলেন।

'হয়তো তুমি ওদের মহর্ষি ভৃগুর সাথে দেখেছো?'

'আমার মনে হয় না যে মহর্ষি যেসব কাঁচামাল আমাদের দিয়েছিলেন তা বায়ুপুত্রদের থেকে পাওয়া।'

শিব অবাক হয়ে গোপালের দিকে তাকালেন। তারপর আবার পাণিনির দিকে ফিরলেন, 'তোমার এরকম ভাবার কারণ?'

'আমি যেটুকু জানি তা হল দৈবী অস্ত্রের প্রযুক্তি বায়ুপুত্রদের জ্ঞান থেকে এসেছে। মহর্ষি ভৃগুর কাঁচামাল ও পদ্ধতি দুটোই পুরোপুরি আলাদা।'

'উনি কি নিজেই কাঁচামাল জোগাড় করে দৈবী অস্ত্র বানিয়েছিলেন?'

'তাই তো মনে হয়।'

শিব আবার গোপালের দিকে ফিরলেন। ইঙ্গিতটা পরিষ্কার ও ভয়ানক। প্রথমটাই হল এই যে বায়ুপুত্ররা আদৌ ভৃগুর পক্ষে নেই। দ্বিতীয়ত, ভৃগু নিজেই যদি দৈবী অস্ত্রের কাঁচামাল জোগাড় করার ক্ষমতা রাখেন তো উনি রীতিমতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী।

'আর আমার এটাও মনে হয় যে যখন মহর্ষি ভৃগু আমাকে অস্ত্রগুলো বানাতে বলেছিলেন তখন তিনি তার জোগাড় করা কাঁচামালের শেষবিন্দু অবধি ব্যবহার করে ফেলেছেন।' পানিনি বললেন।

'ওরকম ভাবছো কেন?'

'আসলে, উনি আমাকে সবসময়ে সতর্ক করে চলতেন যে আমি যেন সতর্কভাবে কাঁচামাল ব্যবহার করি ও তার একটুও নষ্ট না করি। আমার মনে আছে যে আমরা একবার সেটার অতি সামান্য অংশ অসতর্কতাজনিত কারণে নষ্ট

করে ফেলেছিলাম। তাতে উনি ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের বকেছিলেন ও বলেছিলেন যে তার আর কাঁচামাল নেই। কাজেই আমাদের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।'

শিব একটা বড়ো করে শ্বাস টেনে গোপালের দিকে ফিরলেন। 'ওঁর কাছে আর দৈবী অস্ত্র নেই।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' গোপাল উত্তর দিলেন।

'আর বায়ুপুত্ররাও ওর সাথে নেই।'

'সেটাই তো যুক্তিসংগত ধারণা বলে মনে হয়।'

শিব ভুরু কুঁচকে পাণিনির দিকে ফিরলেন।

বৃহস্পতি বলে উঠলেন, 'শিব, আরও সংবাদ আছে।'

'প্রভু, আমার এও মনে হয় যে সোমরসের গোপন উৎপাদক ব্যবস্থা দেবগিরিতেই রয়েছে।' পাণিনি বললেন।

'তুমি নিশ্চিত হচ্ছো কি করে?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমি জানি যে আপনি জানেন সোমরসের জন্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্জীবনী গাছ লাগে। প্রতিনিয়ত রাত্রে আমাকে দেবগিরিতে আনা হত নগরে আসা সঞ্জীবনীর গুঁড়ির মান দেখতে।'

'বুঝতে পারলাম না। সোমরসের উৎপাদক ব্যবস্থায় ওগুলো পাঠানোর আগে পরীক্ষা করে নেওয়াটা কি তোমার সাধারণ দায়িত্বগুলোর মধ্যে পড়ে না?'

'সে ঠিক। কিন্তু আমদানি-রপ্তানি বিভাগে আমার এক বন্ধু আছে। সঞ্জীবনী আদৌ নগর ছেড়ে গেছে কিনা সে বিষয়ে তার কাছে খবর নিয়েছি। সে ওরকম কোনো সংবাদ জানে না। ওইরকম প্রচুর পরিমাণে সঞ্জীবনীর গুঁড়ি যদি দেবগিরিতে আনা হয় ও বার করে নিয়ে যাওয়া না হয় তাহলে যুক্তিতে এটাই দাঁড়ায় যে এই নগরেই সোমরস তৈরি হচ্ছে।'

এই ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ শিবের ভাবভঙ্গীতেই ফুটে উঠেছিল। 'ধন্যবাদ, পাণিনি। তোমার তথ্য যে কতটা সাহায্য করবে তা তুমি নিজেও বুঝতে পারছো না।'

— ⅄◎Ⴎ↑⊛ —
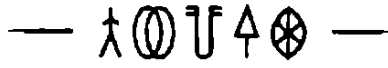
'মগধের পতন হয়েছে?' পর্বতেশ্বর মেলুহী প্রধানমন্ত্রী কনখলার কার্যালয়-এ ছিলেন। বহু মাস পরে তিনি শেষপর্যন্ত অযোধ্যার পক্ষীদূত পেয়েছেন।

'আরও সংবাদ আছে,' কনখলা বললেন। 'মগধের পুরো সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যুবরাজ সুরপদ্মন মারা পড়েছেন। রাজা মহেন্দ্র গভীর শোকের মধ্যে। এখন ব্রঙ্গীয়রা মগধ নিয়ন্ত্রণ করছে।'

এর পরিণাম বুঝতে বুঝতে নাকের ডগায় হাত ঘষলেন পর্বতেশ্বর। 'যদি ওরা মগধ নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে গঙ্গার মূল জলপথও ওদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মগধের দুর্গে কয়েক সহস্র সৈন্য রাখলেই ওরা ওখান দিয়ে যাওয়া যে-কোনো অযোধ্যার রণতরীকে আক্রমণ করতে পারবে।'

'ঠিক তাই! তার মানে মগধ দ্রুত আমাদের সাহায্যে আসতে পারবে না। ওদের পশ্চিমের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে তারপর আমাদের দিকে আসতে হবে।'

'মগধ অধিকার যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তার মানে প্রভু নীলকণ্ঠ নগরে সামান্য কিছু সৈন্য রেখে বাকী সমস্ত সৈন্য নিয়ে গঙ্গা বেয়ে এসে স্বদ্বীপের দিক থেকে মেলুহাকে আক্রমণ করবেন। আগামী মাত্র তিন চার মাসের মধ্যে আক্রমণ হবে আশা করা যেতে পারে। আমাদের অযোধ্যার সঙ্গীদের এই মুহূর্তে মেলুহা আসতে বলা উচিত। আমি প্রভু ভৃগুর সাথে কথা বলবো।'

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কনখলা বললেন, 'আরও সংবাদ আছে। সংবাদের এটাও জানা গেছে যে যে বাহিনী অযোধ্যা অবরোধ করে মগধ আক্রমণ করেছিল তার নেতৃত্বে ছিল গণেশ, কার্তিক, ভগীরথ ও চন্দ্রকেতু।'

'তাহলে প্রভু নীলকণ্ঠ কোথায়?'

'ঠিক! কোথায় প্রভু নীলকণ্ঠ?' কনখলাও বলে উঠলেন।

ঠিক তখনই একজন পরিচারক দৌড়ে কনখলার কার্যালয়ে ঢুকলো।

'প্রভু, দেবী, এখুনি সম্রাটের কার্যালয়ে আসুন! প্রভু ভৃগু এই মুহূর্তে আপনাদের আসতে বলেছেন।'

'পর্বতেশ্বর ও কনখলা দৌড়ে কার্যালয় থেকে বেরোলেন। এর মধ্যেই আরেক পরিচারক মেলুহী সেনাপ্রধানের জন্যে আনা একটা বার্তা নিয়ে তাঁদের দিকে এলেন। চিহ্ন থেকে পরিষ্কার যে সেটা বিদ্যুন্মালীর থেকে এসেছে। পর্বতেশ্বর বার্তা আটকানো ব্যবস্থা ভেঙে ফেললেন। তিনি সম্রাটের কার্যালয়ের দিকে যেতে যেতে বার্তাটা পড়বেন এটাই তাঁর ইচ্ছা।

অধ্যায় ২৮

স্তম্ভিত মেলুহা

'এটা কি, পর্বতেশ্বর?' কনখলা জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি দেখলেন যে বিদ্যুন্মালীর পাঠানো বার্তা পড়তেই মেলুহার প্রধান সেনাপতির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পর্বতেশ্বর উত্তর দিতে পারার আগেই আবিষ্কার করলো যে দক্ষর কার্যালয়ের দরজায় তারা পৌঁছে গেছেন।

পর্বতেশ্বর ও কনখলা সম্রাটের কক্ষে ঢুকতে না ঢুকতেই দক্ষ তার ক্রোধ উগরে দিলেন। 'পর্বতেশ্বর! আপনি কি সেনাবাহিনীর পরিচালনায় আছেন নাকি নেই? প্রভু রামের দিব্যি, কি করছিলেন এতদিন?'

পর্বতেশ্বর জানতেন যে সম্রাট কোন বিষয়ে কথা বলছেন। তিনি এও জানতেন যে ওই বিষয়ে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলা মানে সময় নষ্ট করা। জেনে বুঝেই তিনি চুপ করে রইলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন।

'দুঃসংবাদ আছে, প্রধান সেনাপতি মশাই'। ভৃগু কথা বলে উঠলেন, 'শিব মৃত্তিকাবতীর ওপর আক্রমণ করে তা অধিকার করে নিয়েছে।'

'কি?' স্তম্ভিত কনখলা জিজ্ঞাসা করলেন 'ওনারা মৃত্তিকাবতী পৌঁছলেন কি করে? কিভাবে লোথালের প্রতিরক্ষা ভেদ করে যেতে পারলেন তাঁরা?'

লোথাল ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে গড়া আর সমুদ্রের ধারে অবস্থিত এক অসাধারণ বন্দর দুর্গ। এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতটাই দৃঢ় যে আক্রমণকারী প্রচণ্ডভাবে লড়াই করে তবেই একে অধিকার করতে পারবে। মেলুহা সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দ্বার বলেও এর খ্যাতি আছে। এছাড়া আক্রমণকারী বাহিনীর পক্ষে

এই বন্দর নগর অতিক্রম করে তবেই সম্ভব হয় মৃত্তিকাবতীতে পৌঁছনো।

ভৃগু গাছের ছাল থেকে তৈরি পাঁচটা পাতা তুলে ধরলেন। 'এই বার্তাগুলো মৃত্তিকাবতীর নগর পালের কাছ থেকে এসেছে। পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে চেনরধ্বজ শিবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক।'

'ওই শুয়োরের বাচ্চাটা' রাগে গরগর করতে থাকলেন দক্ষ।

'জানতাম যে ওকে বিশ্বাস করা উচিত নয়!'

'তাহলে ওকে কেন লোথালের নগরপাল নিযুক্ত করেছিলেন, মাননীয় সম্রাট?' ভৃগু জিজ্ঞাসা করলেন। দক্ষ গোমড়া মুখে চুপ করে গেলেন।

ভৃগু পর্বতেশ্বরের দিকে ঘুরে বললেন 'লোথাল নিয়ে আপনার সন্দেহটা ঠিকই ছিল হে পর্বতেশ্বর। আপনার কথা আগে না শোনার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমরা যদি তৎপর হয়ে বিদ্যুন্মালীকে আরো শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে পাঠাতাম তাহলে নগরের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতেই থাকতো'।

'যা হয়ে গেছে সেটাতো আমরা আর পাল্টে দিতে পারি না, মহর্ষি।' পর্বতেশ্বর বললেন, 'আমরা এখন কি করতে পারি সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাক। বিদ্যুন্মালীর কাছ থেকে একটা বার্তা পেয়েছি।'

ভৃগু পর্বতেশ্বরের হাতের পত্রের দিকে দেখলেন 'সেনাধ্যক্ষ কি বলেছেন?'

'ওর সংবাদ পেয়ে মনে হচ্ছে গুপ্ত সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বিফল হয়েছে'।

পর্বতেশ্বর বললেন, 'ও জানিয়েছে প্রভু শিব একলক্ষ সৈন্য নিয়ে মৃত্তিকাবতীর দ্বারে এসে উপস্থিত হতে, ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। মাত্র পঁচিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে বিদ্যুন্মালী সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল। কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হয়েছে'।

কনখলা বুঝেছিলেন মৃত্তিকাবতীর রণনৈতিক অবস্থানগত গুরুত্ব। তিনি বললেন 'সরস্বতীর নৌবহরের প্রধান কার্যালয় মৃত্তিকাবতীতে অবস্থিত। এছাড়া আমাদের আর বাকি যা রণতরী ছিল বিদ্যুন্মালী সেগুলোও নিয়ে গিয়েছিল।

যদি প্রভু মৃত্তিকাবতীকে অধিকার করে নিয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নদীর নিয়ন্ত্রণও তাঁর অধিকারে চলে গেছে।'

'শিব প্রভু নন!' চিৎকার করে উঠলেন। 'তোমার এত স্পর্ধা? কার প্রতি

তুমি অনুগত কনখলা?'

'মাননীয় সম্রাট' বলে উঠলেন ভৃগু। হিমশীতল কণ্ঠস্বরের পেছনে তাঁর ভয়ংকর চরিত্রের ছাপ ফুটে উঠল।

দক্ষ ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন।

'মাননীয় সম্রাট, ভাল হয় যদি আপনি আপনার নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেন।'

'কিন্তু . '

'মাননীয় সম্রাট।' ভৃগু বললেন 'এটা অনুরোধ নয়।'

দক্ষ চোখ বন্ধ করলেন, যে দারুণ অপমান তাকে করা হল তাতে মানসিক ধাক্কা খেলেন। তিনি উঠে পড়লেন, ভারতের সম্রাটের যে সম্মান পাওয়া উচিত সেই ব্যাপারে বিড়বিড় করতে করতে কার্যালয়ে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভৃগু পর্বতেশ্বরের দিকে অবিচলিত ভাবে ঘুরলেন, যেন কিছুই হয়নি তেমনভাবে বললেন, 'প্রধান সেনাপতি কি বলেছে বিদ্যুন্মালী?

'পুরো সরস্বতী নৌবহরই প্রভু নীলকণ্ঠের অধিকারে। কিন্তু তার চেয়েও বাজে ঘটনা ঘটেছে।'

'বাজে?'

'মৃত্তিকাবতীর জনগণ ওনার অনুগত হয়ে পড়েছে। বিদ্যুন্মালীর বাহিনীর জীবিতরা মৃত্তিকাবতীতে বন্দী অবস্থায় রয়েছে, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বিদ্যুন্মালী পাঁচশ সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে আর এই বার্তা পাঠিয়েছে।'

'তাহলে নীলকণ্ঠ এখন মৃত্তিকাবতীতে থাকছেন?' ভৃগু জিজ্ঞাসা করলেন। পর্বতেশ্বরের সামনে সতর্ক হয়েই 'ভণ্ড নীলকণ্ঠ' এই সম্বোধন করলেন না। 'কারণ তাঁর সৈন্যদের দিয়ে আমাদের সৈন্যদের পাহারা দিতেই হবে, ঠিক তো?'

'না,' পর্বতেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন 'মৃত্তিকাবতীর নাগরিকদের দ্বারা আমাদের সৈন্যরা বন্দী হয়ে আছে।'

'নাগরিকদের দ্বারা?'

'হ্যাঁ। তাই নিজের সৈন্যদের ঐ কাজে নিযুক্ত করার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব

নেই। আমাদের পঁচিশ সহস্র সৈন্যকে হিসেবের বাইরে করে দিতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু ওনার প্রায় পুরো সৈন্যবাহিনীই অটুট রয়েছে। উনি আমাদের পুরো সরস্বতী-নৌবহর অধিগ্রহণ করেছেন। আমি নিশ্চিত যে যতক্ষণ আমরা কথা বলছি ততক্ষণে উনি নদী বেয়ে উত্তরদিকে আসার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। বিদ্যুন্মালী আরোও লিখেছে প্রভুর বাহিনীতে থাকা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভয়ংকর এক হস্তী বাহিনীর কথা, যাদের পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব।'

'প্রভু রাম দয়া করুন!'

'আমরা যা ধারণা করতেও পারি না, অবস্থা তার চেয়েও সঙ্গীন।' ভৃগু বললেন।

'কিন্তু একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।' কনখলা বললেন 'কি করে মেলুহাতে প্রভুর একলক্ষ লোকের সৈন্যবাহিনী রয়েছে যেখানে কয়েক সপ্তাহ আগেই অযোধ্যাতে ওনার দেড়লক্ষ সেনা ছিল?'

'অযোধ্যাতে?' আশ্চর্য হয়ে ভৃগু গিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ', কনখলা বললেন। এবং তিনি বলে যেতে লাগলেন সবেমাত্র অযোধ্যা থেকে যে বার্তা পেয়েছেন তার ব্যাপারে যাতে অযোধ্যার অধিকারের ও মগধ বাহিনীর ধ্বংসের সংবাদ রয়েছে।

'প্রভু ব্রহ্মার দিব্যি!' ভৃগু বললেন, 'এর মানে অযোধ্যার সেনাবাহিনী মগধ পেরিয়ে নদী বেয়ে আসতে পারবে না। তাদের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে হবে। তার মানে আমাদের সাহায্য করার জন্য আসতে গেলে ওদের সারা জীবন লেগে যাবে।'

'কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কেমন করে মেলুহাতে প্রভু নীলকণ্ঠ এত সৈন্য নিয়ে এসেছেন, কনখলা। 'ব্রঙ্গ আর নাগ বাহিনী যোগ করেও এত জন হওয়া সম্ভব নয়।'

সত্যিটা শেষ পর্যন্ত ভৃগুই ভেবে বার করলেন। 'বাসুদেবরা শিবের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশী ছাড়া তারাই একমাত্র প্রচুর সৈন্য আনতে পারে। অসাধারণ ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হস্তি বাহিনীর উপস্থিতির ক্ষেত্রে একই

ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, যা শিব মৃত্তিকাবতীর যুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। বাসুদেবদের হাতির বিক্রম ও দক্ষতার কাহিনী আমি শুনেছি।'

ভৃগু একটা ব্যাপারে অবগত ছিল না যে বাসুদেবদের হস্তিবাহিনীর রণকৌশলগত দৃঢ়তার জন্য তাঁরা সবচেয়ে সুবিধে লাভ করতেন না। সমগ্র সপ্ত-সিন্ধুর মন্দিরের বাসুদেব পণ্ডিতদেরকে যে গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা তার জন্যই তারা এই সুবিধে লাভ করতেন। এই পণ্ডিতরাই ছিলেন নীলকণ্ঠের চোখ আর কান। যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য করতেন তাঁরা। সঠিক সময়ে নিখুঁত তথ্য পাঠিয়ে।

'প্রভু শিব শীঘ্রই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এখানে উপস্থিত হবেন' পর্বতেশ্বর বললেন। 'আর অযোধ্যার তিন লক্ষ সৈন্য আমাদের কাছে সঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারবে না। সত্যিই তিনি খুব ভালোভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছেন।'

'যুদ্ধ-অভিজ্ঞ মন নয় আমার, প্রধান সেনাপতি।' ভৃগু বললেন, 'কিন্তু আমি পর্যন্ত দেখতে পারছি যে আমরা খুবই সমস্যায় পড়েছি। আপনি কি পরামর্শ দেবেন?

পর্বতেশ্বর দুহাত জোড় করে তর্জনী দিয়ে থুতনিতে ঘষতে লাগলেন আর চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ভৃগুর দিকে তাকিয়ে বললেন 'যদি উত্তর দিক থেকে গণেশ মেলুহাতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমরা শেষ। দুদিক থেকে হওয়া সাঁড়াশি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার কোন পথ নেই। যমুনার বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া পথ সারানোর জন্য আমাদের পথ বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদরা খুবই খেটে চলেছেন। আমি এখনই তাদের নির্দেশ পাঠাবো যে পথ যেমন অবস্থায় আছে তেমনই রেখে দিতে। গণেশ যদি ওই পথ দিয়ে আসা বেছে নেয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই তাদের যাত্রাটা কঠিন করে দেওয়া উচিত। শৃংখলাবদ্ধভাবে দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে ধুয়ে মুছে যাওয়া পথ দিয়ে আসা সহজ কাজ নয়।'

'পরিকল্পনাটা ভালোই।'

'কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নীলকণ্ঠ প্রভু দেবগিরিতে এসে পড়তে পারেন।'

'আপনি যে সৈন্যবাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও নকল যুদ্ধের অনুশীলনে নিযুক্ত রেখেছেন সেটা খুবই ভালো।' ভৃগু বললেন।

'প্রভু এখানে বিজয়ী হতে পারবেন না।' পর্বতেশ্বর বললেন 'আপনাকে এই কথা দিলাম, মহর্ষিজী।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, প্রধান সেনাপতি। কিন্তু বাসুদেবদের হাতিদের নিয়ে আমরা কি করব? তার হস্তিবাহিনীকে থামাতে না পারলে শিবের বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা জিততে পারবো না।'

— ⅄◎Ʊ⇑⊛ —

'আপনি কি ভাবছেন শিব?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

গোপাল, সতী ও কালী ছিলেন মৃত্তিকাবতীতে শিবের ব্যক্তিগত কক্ষে। আলোচনা করছিলেন সকলে। পাণিনির কাছ থেকে পাওয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের রণকৌশল পূর্ণমুল্যায়ন করছিলেন তাঁরা। কালী নিজের স্পষ্ট ধারণা জানালেন, 'শিব, আমার প্রস্তাব যে আপনি মৃত্তিকাবতী থেকে পারিহাতে যান। প্রাণঘাতী কোন দৈবী অস্ত্র যেমন ব্রহ্মাস্ত্র, আপনাকে দেওয়ার জন্য যদি বায়ুপুত্রদের রাজি করাতে পারেন, তাহলে এই যুদ্ধ ঐ অস্ত্রের এক আঘাতেই শেষ হয়ে যাবে।'

'আমরা আসলে এইসব দৈবী অস্ত্র ব্যবহার করতে পারি না। মাননীয়া রানী' গোপাল বললেন। 'এটা মানবতার বিরোধী। আমরা অপরপক্ষকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করার জন্য কেবল এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' কালী মনের অমতে বললেন, 'আমি মানছি।'

'পরিহা যেতে কত সময় লাগতে পারে, পণ্ডিতজী?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'কম করে ছ মাস,' গোপাল বললেন, 'আর বাতাস যদি আমাদের প্রতি সদয় না হয় তাহলে ন মাস থেকে এমনকি এক বছর পর্যন্ত লাগতে পারে।'

'তাহলে তো পরিষ্কার,' শিব বললেন। 'মনে হয় না এই সময়ে পরিহাতে যাওয়া ঠিক কাজ হবে।'

'কেন?' কালী জিজ্ঞাসা করলেন।

'যুদ্ধের রাশ এবং সময় আমাদের পক্ষেই রয়েছে, কালী। ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে অন্তত অযোধ্যায় সৈন্যবাহিনী মেলুহাতে এসে পৌঁছতে পারবে না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর রণাঙ্গনে গণেশ আর কার্তিক পৌঁছে যাবে। আমাদের হাতে আছে ছ মাস সময় আর তার সঙ্গে আড়াই লক্ষ সৈন্য। যেখানে অপর পক্ষে আছে মেলুহার মাত্র পঁচাত্তর সহস্র সৈন্য। আমাদের পাল্লাই ভারী। আমি বলি কি যুদ্ধটা এখানেই এবং এখনই শেষ করে ফেলি। এর মধ্যে আমার পারিহাতে যাওয়া এবং ফিরে আসা। তাতে পরিস্থিতি খুবই ভিন্নরকম হয়ে যেতে পারে। আরো যে কথাটা ভুলে গেলে চলবে না, আমরা সকলে জানি যে বায়ুপুত্ররা মহর্ষি ভৃগুর সাথে নেই। তার মানে অবধারিতভাবে এই নয় যে তারা আমাদের পক্ষ বেছে নেবে। তারা হয়তো নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেবে।'

'এ কথাগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত' সায় দিয়ে সতী বললেন। 'আমরা যদি দেবগিরি জয় করি আর সোমরস উৎপাদন ক্ষেত্র ধ্বংস করে দিই, এমনিতেই তো যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। বায়ুপুত্ররা কি ভাবলো তাতে কিছু যায় আসবে না।'

'তাহলে আপনি কি প্রস্তাব দেন, শিব?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমরা আমাদের নৌবাহিনীকে দুভাগে ভাগ করে নেব।' শিব বললেন 'পঁচিশটা রণতরী এক নৌবহর নিয়ে সরস্বতী বেয়ে যমুনা পর্যন্ত যাবো, গণেশ ও কার্তিক যখন যমুনা পথ দিয়ে এসে পৌঁছবে, ওদের সঙ্গে মিলিত হবে আর ওদের সৈন্যদের আমার রণতীগুলোতে তুলে নেব। নদী বেয়ে গেলে হেঁটে যাওয়ার থেকে তাড়াতাড়ি দেবগিরি পৌঁছতে পারবো। ইতিমধ্যে বাকি নৌবহরে পুরো সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে মৃত্তিকাবতী থেকে সরস্বতী বেয়ে দেবগিরি পর্যন্ত সতী নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে। আমার রওনা হওয়ার তিন সপ্তাহ পর সতী রওনা হয়ে যাবে যাতে আমরা দেবগিরিতে একই সময় পৌঁছতে পারি। দুলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য দিয়ে দেবগিরি অবরোধ করলে, প্রকৃতপক্ষে ওদের বাস্তব বোধের উদয় হবে।'

'পরিকল্পনাটা কানে শুনতে তো ভালোই লাগছে।' কালী বললেন, 'কিন্তু বাস্তবে এটা করতে গেলে হয়তো অসুবিধে দেখা দেবে। এক পক্ষের দেরী হয়ে

যেতে পারে, যদি আমাদের বাহিনীর এক অংশ দেবগিরিতে কয়েক সপ্তাহ আগে পৌঁছে যায়, তাহলে মেলুহীদের বিরুদ্ধে তা দুর্বল হয়ে দাঁড়াবে।'

'কিন্তু আমাদের দুটো বাহিনীর যে কোন একটা দেবগিরিতে পৌঁছনো মাত্রই আক্রমণ করবে আর তা অধিকার করে নেবে এমন প্রস্তাব শিব দেয়নি।' সতী বললেন, 'যারা আগে পৌঁছবে তারা নিজেদের সুরক্ষিত করে অপর বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করবে। দুটো বাহিনী যখন যুক্ত হবে, কেবলমাত্র তখনই আমরা আক্রমণ করবো।'

'ঠিক আছে, কিন্তু যদি মেলুহীরা নিজেরাই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়? কালী জিজ্ঞাসা করলেন। 'জানা উচিত যে নোঙর করা জলযান হল আগুনে নৌকার সামনে খুব সহজ লক্ষ্যবস্তু।'

'আমি কিন্তু দেখছি না যে ওরা নিজেদের দূর্গর সুরক্ষা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।' শিব বললেন, 'আমি যে বাহিনীর নেতৃত্ব দেব তারা সংখ্যায় এক লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র আর সবে মাত্র তারা শক্তিশালী বিশাল মগধী সেনাদের ধ্বংস করেছে, সেই কারণে মেলুহীরা কেবল পঁচাত্তর সহস্র সৈন্য দিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে না। সতীরও এক লক্ষ সৈন্য থাকবে, আর ভুলে যেও না ওর সঙ্গে বাসুদেব হস্তিবাহিনীও থাকবে। তাহলে দেখতে পাচ্ছো, আমাদের আলাদা আলাদা সৈন্যবাহিনীও এমনকি খোলা মাঠে মেলুহীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা রাখে। প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বর একজন ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তিনি জানেন যে দূর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করার থেকে নিজেদের দূর্গকে সামলে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।'

'কিন্তু তোর প্রস্তাবটাও আমি নিচ্ছি কালী।' সতী বললেন, 'যদি আমি আগে পৌঁছে যাই, তাহলে দেবগিরি থেকে দু-তিন ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করবো। ওখানে সরস্বতীর তীরে একটা বড়ো টিলা রয়েছে। যেটার উচ্চতাকে খুব ভালো সুবিধাজনক ও আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। বাসুদেবদের হাতিদের নিয়ে সবচেয়ে বাইরে সারির প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে চক্রবুহ্য গঠন করবো। সেটাকে ভাঙা প্রায় অসম্ভব হবে।'

'টিলাটা আমিও চিনি।' সতীকে বললেন শিব। 'যদি আমি তোমার আগে

পৌঁছই তাহলে একেবারে ঠিক ওই স্থানেই আমি শিবির লাগাবো।'

— ⅄⓪⩎⍏⊛ —
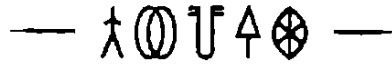
'গতির থেকে আমাদের সাময়িক বিরাম পাওয়ার উপায় নেই, আছে কি, হে প্রভু?'

শিব আর পরশুরাম একেবারে সামনের পথ প্রদর্শনকারী রণতরীর পাটাতনে দাঁড়িয়েছিলেন। দ্রুতগতিতে জলযান চলতে থাকার কারণে উল্টোদিক থেকে আসা প্রবল বাতাসের আক্রমণের জন্য তাঁদের চোখ খুলে রাখতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। নৌবহর দ্রুতবেগে সরস্বতী বেয়ে চলছিল। সাধারণ কাজ চালানোর জন্য যেমন হয়ে থাকে তেমনই নামমাত্র দু সহস্র সৈন্য নৌবহরে তোলা হয়েছিল। মেলুহীদের ছোটোখাটো কোন আক্রমণ করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য। অবশ্য সরস্বতীর তীরবর্তী কোন নগরীরই নৌযুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল না। কারণ মেলুহীরা তেমন কোন আক্রমণের আশাও করতো না। শিব নিজের মর্যাদার অবনমন হয় তেমন কাজও না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মেলুহীরাও কম কিছু ছিল না। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শিব তাঁর এই নৌবাহিনীতে প্রবল পরাক্রমী নাগ সৈন্যদেরও নিয়েছিলেন। নাগদের রানী কালী যাচ্ছিলেন নৌবহরের একেবারে শেষের পৃষ্ঠরক্ষাকারী রণতরীতে চেপে।

শিব মৃদু হেসে বললেন, 'না পরশুরাম কোন বিরাম পাওয়ার উপায় নেই। গতিই হল মুখ্য।'

শিবের আদেশ অনুযায়ী দাঁড় বাইবার কোন বিরতি রাখা হয়নি। ছ ঘন্টার পালা করে চারটে দলকে অবিরাম দাঁড় বাইবার কাজে লাগানো হয়েছিল দাঁড়িদের ছন্দ রক্ষাকারী দ্রুতলয়ে দুমদাম করে দামামা বাজিয়ে চলেছিল যাতে যুদ্ধকালীন গতিতে অতি দ্রুতবেগে জলযানগুলো চলতে পারে। স্থিরতাবিহীন বাতাসের ওপর নির্ভর করে দ্রুত যাওয়ার সিদ্ধান্ত শিব নির্ধারণ করতে চাননি। ন্যায্য সমতা বজায় রাখার শিব বাইবার কাজের জন্য নিজের নামও ক্রমতালিকায় লিখিয়েছিলেন। আজকের জন্য তাঁর ছ ঘন্টার দাঁড় বাইবার পালা কিছুক্ষণের মধ্যে আসতে চলেছে।

‘এটা খুবই সুন্দর নদী, হে প্রভু।’ পরশুরাম বললো। ‘সেটা খুবই দুঃখের যে হয়তো আমাদের একে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।’

‘কি বলতে চাইছো তুমি?’

‘প্রভু, সোমরস সম্বন্ধে আমি ভাবনাচিন্তা করছি। এর সম্পর্কে গোপালজী আমায় অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। একটা ভাবনা আমার মাথায় এসেছে. ’

‘কি সেটা?’

‘এটা ছাড়াতো সোমরস তৈরি করা যায় না।’ সরস্বতীর নদীর জলের দিকে দেখিয়ে পরশুরাম বললো।

‘বৃহস্পতি সেটা চেষ্টা করেছিলেন পরশুরাম সরস্বতীর জল যাতে ব্যবহার না করা যায় তার একটা বিকল্প বার করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু সেটা বিফল হয়েছিল, মনে আছে?’

‘আমি সেটা বলতে চাইছি না, প্রভু। যদি সরস্বতীর অস্তিত্বই না থাকে তাহলে কেমন হয়? সোমরসের অস্তিত্বও থাকবে না তাহলে, থাকবে কি?’

শিব দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে পরশুরামকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

‘হে প্রভু, আজ আমরা জানি যে একটা সময় সরস্বতীর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল। যমুনা নদী পূর্বদিকে গঙ্গার দিকে বইতে শুরু করেছিল। যমুনা এবং শতদ্রু নদী না মিশলে সরস্বতীর অস্তিত্ব বজায় থাকে না।’

‘আমরা সরস্বতীকে রুদ্ধ করে দিতে পারি না।’ শিব যেন নিজেকেই বললেন।

‘হে প্রভু আপনি নিশ্চয় জানেন যে প্রকৃতিই কয়েকশ বছর আগে সেই চেষ্টা করেছিল। যখন একটা ভূমিকম্পর কারণে যমুনা তার গতিপথ পাল্টে গঙ্গায় গিয়ে মিশে ছিল। বর্তমান মেলুহী সম্রাটের পিতা সম্রাট ব্রহ্মনায়ক যদি যমুনার গতিপথ পাল্টে আবার শতদ্রুতে না মেশাতেন আর সরস্বতীকে আবার বাঁচিয়ে না তুলতেন, তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেত। হয়তো প্রকৃতিই সরস্বতীর গতি স্তব্ধ করতে চেয়েছিল।’

শিব চুপ করে শুনছিলেন।

‘সরস্বতী স্তব্ধ হয়ে যাবে মরে যাবে, এটা আমাদের কানেও আনা উচিৎ নয়।

যমুনা আর শতদ্রুর মিলিত ধারার এক আত্মা বইতেই থাকবে। এর মূল জলধারাই শুধু বিনষ্ট হয়ে যাবে।'

সরস্বতীর জলধারার দিকে শিব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এর উদারতাকে কত গভীর তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন। পরশুরামের কথায় যুক্তি আছে কিন্তু শিব সেটাকে মন থেকে মেনে নিতে চাইলেন না। নিজের কাছেও নয়। অন্তত এখন তো নয়ই।

অধ্যায় ২৯

প্রত্যেক সেনাবাহিনীতেই বিশ্বাসঘাতক রয়েছে

'কোনো সংবাদ, গণেশ?' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

ভগীরথ ও চন্দ্রকেতু সবেমাত্র প্রধান রণতরীতে গণেশ ও কার্তিকের সাথে দেখা করেছেন। উত্তরের দিকে মেলুহার দিকে গঙ্গা ধরে চলেছে বিশাল সেই নৌবাহিনী। আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে তারা গঙ্গ-যমুনা নদীপথ ধরবে। কয়েক ঘন্টার জন্যে তারা খানিকটা গতি কমিয়েছিল যাতে নৌকা একটা ছিপ কথামতো তাদের সাথে যোগ দিতে পারে। ছিপের লোকটি এক বাসুদেব পণ্ডিতের থেকে সংবাদ এনেছে।

'এই সবে সংবাদ পেলাম যে বাবার সেনাবাহিনী মৃত্তিকাবতী জয় করেছে,' গণেশ জানালেন।

'চন্দ্রকেতু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। 'এতো দারুণ সংবাদ!'

'তাতো বটেই,' গণেশ সায় দিলেন। 'আরও রয়েছে; মৃত্তিকাবতীর নাগরিকদের বাবা দলে টেনে নিয়েছেন। তারাই মেলুহার অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে বন্দী করে রেখেছে।'

'আর, ওঁরা কি সোমরস উৎপাদন ব্যবস্থার স্থানটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন?' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ,' জানালেন কার্তিক। 'দেবগিরিতে।'

'দেবগিরি? বলছো কি? এতো হদ্দ বোকার কাজ। ওটা ওদের রাজধানী। যেকোনো লোকই ভাববে যে উৎপাদন ব্যবস্থাটা গোপন সুরক্ষিত স্থানে তৈরি করা হবে।'

'কিন্তু ওদের তো এই উৎপাদন ব্যবস্থা এমন নগরেই বানাতে হবে যার লোকসংখ্যা প্রচুর, কি তাই তো? আর তাই যদি হয় তো দেবগিরির চাইতে ভালো নগর আর কি আছে? ওরা নিশ্চয়ই এটাই ধরে নিয়েছিল যে ওরা নিশ্চয়ই ওদের রাজধানীকে নিরাপদ রাখতে পারবে।'

'তাহলে এখন কি করতে হবে?' চন্দ্রকেতু জানতে চাইলেন।

'দেবগিরিতে মেলুহীরা মাত্র পঁচাত্তর সহস্র সৈন্য রেখেছে,' গণেশ জানালেন। 'কাজেই আমরা একসাথে আক্রমণ করবো।'

'পরিকল্পনার খুঁটিনাটিগুলো বলুন।'

আমরা গঙ্গা ধরে গিয়ে গঙ্গা-যমুনার নদীপথে গিয়ে পৌঁছাবো। তারপর মেলুহার দিকে এগোবো। বাবা একটা নৌবহর নিয়ে যমুনা ধরে এসে আমাদের সাথে যোগ দেবেন। এর মধ্যে মাও তাঁর অধীনে থাকা এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে চলে আসবেন।'

'তাহলে আমাদের হাতে আড়াই লক্ষ সৈন্য থাকবে। সদ্য জয়ের উৎসাহে ভরপুর এই সৈন্যদের বিরুদ্ধে থাকবে চত্বরের একপ্রান্তে কোণঠাসা হওয়া পঁচাত্তর সহস্র মেলুহী,' ভগীরথ বলে উঠলেন। 'অনুপাতটা আমার দারুণ লাগছে।'

'বাবাও নিশ্চয়ই এটাই বলতেন,' কার্তিক হেসে ফেললেন।

— ⳩ —
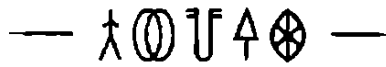
'যে উত্তরটা আমার চাই তা তোমাকে দিতেই হবে, সে তুমি চাও বা না চাও' বিদ্যুন্মালী গরগর করে উঠলো।

শিবের সেনাবাহিনীর থেকে বন্দী করা এক বাসুদেব সেনানায়ককে একটা কাঠের তক্তাতে মোটা চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। তক্তাটাকে নড়াচড়া করানো যায়। অন্ধকার সুড়ঙ্গটা বদ্ধ দুর্গন্ধপূর্ণ। বাসুদেব সেনানায়ক পুরোপুরি ঘেমে নেয়ে একসা হয়েও ভয় পায়নি।

দূরে দাঁড়ানো মেলুহী সৈন্যেরা ভয়ে ভয়ে বিদ্যুন্মালীর দিকে তাকিয়েছিল। তাদের সেনানায়ক তাদের যা যা করতে বলছে তা প্রভু রামের নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু

তারা রীতিমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মেলুহী সামরিক প্রশিক্ষণ প্রত্যেক সৈন্যের কাছে তার উপরের আধিকারিকের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য দাবী করে। এই প্রশিক্ষণের ফলে সৈন্যেরা তাদের সংশয় চেপে রেখে এখনো পর্যন্ত বিদ্যুন্মালীর নির্দেশ পালন করে চলেছে। কিন্তু তাদের নৈতিক বোধ খুব তাড়াতাড়ি আরও কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়তে চলেছে।

বিদ্যুন্মালীর কানে এল বাসুদেব কিছু একটা বারবার ফিসফিস করে বলে চলেছে। সে ঝুঁকলো। 'তোমার কিছু বলার আছে?'

বাসুদেব পণ্ডিত বিড়বিড় করেই চললো। *'জয় গুরু বিশ্বামিত্র। জয় গুরু বশিষ্ঠ। জয় গুরু বিশ্বামিত্র। জয় গুরু বশিষ্ঠ।'* এই শব্দগুলো থেকেই সে জোর পাচ্ছিলো।

বিদ্যুন্মালী গজগজ করে উঠলো, 'বন্ধু, ওঁরা তোমাকে বাঁচানোর জন্য এখানে নেই।'

বিদ্যুন্মালী ঘুরে এক মেলুহী সৈন্যকে ইশারায় কাছে আসতে বললো। সৈনিকটি চমকে উঠলো। সেনানায়ক একটা ধাতব হাতুড়ি আর বড় কাঁটির দিকে দেখালো।

'প্রভু?' আতঙ্কিত সৈনিকটি ফিসফিস করে উঠলো। সে ভালোভাবেই জানতো যে নিরস্ত্র, বাঁধা থাকা মানুষকে আঘাত করা প্রভু রামের রীতিনীতির বিরুদ্ধে। 'আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে আমাদের কি . '

'নিশ্চিত হওয়াটা তোমার কাজ নয়,' বিদ্যুন্মালী গরগর করে উঠলো। 'ওটা আমার কাজ। তোমার কাজ তোমাকে যা নির্দেশ দিচ্ছি সেটা করা।'

'হ্যাঁ। প্রভু', মেলুহী ধীরে ধীরে অভিবাদন জানিয়ে বললো। সে হাতুড়ি আর কাঁটিটা তুলে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বাসুদেবের কাছে গিয়ে কাঁটিটা বাসুদেবের হাতের উপর রাখলো—কব্জির কয়েক ইঞ্চি উপরে। হাতুড়ি পেছনে নিয়ে গিয়ে কাঁধ টানটান করে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হল সে।

বিদ্যুন্মালী বাসুদেবের দিকে ফিরে বললো। 'ভালো চাও তো বলতে শুরু কর '

'জয় গুরু বিশ্বামিত্র। জয় গুরু বশিষ্ঠ. '

বিদ্যুন্মালী সৈনিকটির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ইশারা করলো।

'জয় গুরু বিশ্বামিত্র। জয় গুরু . আ আ আ আ আ!'

বাসুদেবের কান ফাটানো আর্তনাদে সুড়ঙ্গের চারদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। কিন্তু গভীর নির্জন পাতালের নরকগহ্বর বহু শতাব্দী ধরে অব্যবহৃত পড়ে আছে। এটা মৃত্তিকাবতী ও দেবগিরির মাঝামাঝি কোথাও এটা অবস্থিত। গহ্বরের পেছনদিকে থাকা আতঙ্কিত মেলুহী সৈনিকরা ছাড়া বাসুদেবের আর্তনাদ শোনার জন্য আশেপাশে কেউ কোথাও ছিল না। মেলুহী সৈনিকরা তখন প্রভু রামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।

সৈনিকটি ততক্ষণ যন্ত্রের মতো হাতুড়ি মেরে চলছিল। বাসুদেবের ডান হাতে পেরেক আরও গভীরে ঠেলে ঢোকাচ্ছিল সে। বাসুদেব পণ্ডিত অনেকক্ষণ আর্তনাদ করলো কিন্তু একটা মুহূর্তের পর তার মস্তিষ্কে যন্ত্রণার অনুভূতি পৌঁছানো বন্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে থামলো আর্তনাদও। সে আর তার হাতটায় সাড় পাচ্ছিলো না। তার হৃৎপিণ্ড পাগলের মতো দপদপ করছিল। খোলা ক্ষতস্থান থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোচ্ছিল।

বিদ্যুন্মালী বাসুদেবের দিকে এগিয়ে এসে কান পাতলো। বাসুদেবের নিঃশ্বাস তখন ঘন ঘন পড়ছে—সে ডান হাত ছাড়া আর সবকিছুর উপর মন দিতে চেষ্টা করছিল—তার জাতি, তার ঈশ্বর, তার প্রতিজ্ঞা—আর যা কিছু বাকী আছে।

'আরও জোর খাটাতে হবে কি?' বিদ্যুন্মালী জানতে চাইলো।

বাসুদেব মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রের উপর মন বসাতে চেষ্টা করছিল।

বিদ্যুন্মালী এক ঝটকায় পেরেক টেনে বার করে একটা ভেজা কাপড় দিয়ে বাসুদেবের হাত মুছিয়ে দিল। তারপর সে একটা ছোট পাত্র তুলে তার ভেতরে যা ছিল তা ক্ষতস্থানের উপর ঢেলে দিল। গভীর অবধি পুড়ে গেল তাতে তবে বাসুদেবের রক্ত তৎক্ষণাৎ জমাট বাঁধলো।

'তোমাকে মরতে দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই,' বিদ্যুন্মালী ফিসফিস করে বললো। 'অন্তত এখন পর্যন্ত নেই . '

বিদ্যুন্মালী তার সৈনিকের দিকে ফিরে মাথা নাড়লো।

'প্রভু,' সৈনিক কাতরভাবে ফিসফিস করলো। তার চোখে জল। তার আত্মার উপর নেমে আসা অপরাধের সংখ্যা আর গুণে উঠতে পারছিল না সে। 'দয়া করে . ' বিদ্যুন্মালী কটমট করে তাকালো।

সৈনিক তৎক্ষণাৎ ঘুরে আরেকটা পাত্র তুলে নিল। তারপর হেঁটে বাসুদেব পণ্ডিতের কাছে গিয়ে আঠালো তরলটার কিছুটা তার করা ক্ষতস্থানে ঢেলে দিল। বিদ্যুন্মালী পিছিয়ে গিয়ে একটা লম্বা খড় নিয়ে এল। সেটার প্রান্ত মৃদুভাবে জ্বলছে। 'আশা করছি এরপরে তুমি আলো দেখতে পাবে।'

আতঙ্কে বাসুদেবের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো। কিন্তু সে কথা বলতে চাইলো না। সে জানতো যে গোপন কথাটা প্রকাশ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এতে তার জাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।

'জয়. গু. রু. . বিশ্বা. '

'আগুন তোমাকে বিশুদ্ধ করে তুলবে। আর তুমি কথাও বলবে।' মৃদুকণ্ঠে বললো বিদ্যুন্মালী।

' মিত্র. জয়. গু. রু. . বিশ্বা. '

সুড়ঙ্গটা আবারও বাসুদেবের তীব্র আর্তনাদে গমগম করে উঠলো। পোড়া মাংসের দুর্গন্ধে ভরে গেল চারদিক।

— ⚹ —
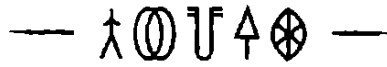
'তুমি কি নিশ্চিত?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

'এর চাইতে বেশি নিশ্চিত আর কখনও ছিলাম না,' হাসতে হাসতে জানালো বিদ্যুন্মালী।

পর্বতেশ্বর একটা বড়ো করে শ্বাস টানলেন।

সপ্তাহ দুয়েক আগে যে বিশাল নৌবহর সবেমাত্র দেবগিরির পাশ দিয়ে চলে গেছে তার নেতৃত্বে যে শিব ছিলেন সেটা পর্বতেশ্বরের জানা ছিল। পর্বতেশ্বরের সন্দেহ হয়েছিল যে শিব উত্তরে গিয়ে গণেশের বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দেবগিরিতে ফিরে আসবেন। তিনি এ সংবাদও পেয়েছিলেন যে ধুয়েমুছে যাওয়া গঙ্গা-যমুনা

পথ ধরে আসতে গণেশের সেনাবাহিনীকে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে। গণেশের সেনাবাহিনীর দেড় লক্ষ সৈন্যকে নিয়ে দেবগিরিতে ফিরে আসতে শিবের হয়তো মাস খানেক লেগে যাবে।

তিনি এও জানতেন যে নীলকণ্ঠের বাহিনীর আরেকটা অংশ সতীর নেতৃত্বে সবেমাত্র মৃত্তিকাবতী ছেড়ে নদীপথে রওনা দিয়েছে। তারা দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই দেবগিরিতে পৌঁছাবে। গণেশের দেরি হবে বুঝতে পেরে পর্বতেশ্বর বুঝেছিলেন যে সতীর বাহিনীই প্রথম দেবগিরিতে পৌঁছাবে। তিনি এও জানতেন যে এই বাহিনীকে যেখানে এক লক্ষ সৈন্য থাকবে, সেখানে তার নিজের বাহিনীতে রয়েছে পঁচাত্তর সহস্র। শিব ও গণেশের বাহিনী পদীপথে এসে পৌঁছালে শত্রু সংখ্যা আড়াই লক্ষে গিয়ে পৌঁছাবে। পর্বতেশ্বর জানতেন যে শিব ও গণেশ এসে পৌঁছোনোর আগেই সতীর সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করাটা সেরা উপায়।

কিন্তু অসুবিধাটা ছিল অন্য জায়গায়। সতীর অধীনে থাকা বাসুদেবের অপ্রতিরোধ্য হস্তীবাহিনীকে ঠেকানোর কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না—অন্তত এখন পর্যন্ত।

'লঙ্কা আর গোবর?' পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। 'এত সোজা!'

'প্রভু, মনে হয় যে হাতিরা লঙ্কার গন্ধ পছন্দ করে না। এতে ওরা এলোমেলো ভাবে ছোটাছুটি করে। আমাদের গোবর আর লঙ্কা মাখানো পিণ্ড প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সেগুলিকে জ্বালিয়ে নিক্ষেপন যন্ত্রের সাহায্যে হাতিদের দিকে ছুঁড়তে হবে। ঝাঁঝালো ধোঁয়াতে তারা পাগলের মতো হয়ে উঠবে। আর আশা করি নিজেদের বাহিনীর উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'বিদ্যুন্মালী, এই পরীক্ষা করে দেখার জন্য কোনো হাতি নেই। পরীক্ষার একমাত্র স্থান হবে যুদ্ধক্ষেত্র। যদি এটা কাজ না করে তাহলে?'

'ক্ষমা করবেন সেনাপ্রধান, কিন্তু আমাদের হাতে কি অন্য কোনো উপায় আছে?'

'না।'

'তাহলে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?'

পর্বতেশ্বর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দূরে প্রশিক্ষণরত তার সেনাদের দিকে

তাকালেন। 'এই তথ্যটা কি করে জোগাড় করলে?'

বিদ্যুন্মালী চুপ করে রইলো।

পর্বতেশ্বরের দৃষ্টি বিদ্যুন্মালীর দিকে ঘুরলো। স্থির দৃষ্টিতে বিদ্যুন্মালীকে বিদ্ধ করলেন তিনি। 'সেনানায়ক, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি।'

'প্রভু, প্রত্যেক সেনাবাহিনীতেই বিশ্বাসঘাতক রয়েছে' পর্বতেশ্বর অবাক হয়ে গেলেন। বাসুদেবদের শৃঙ্খলাপরায়ণতা প্রায় কিংবদন্তী। 'তুমি কোন বিশ্বাসঘাতক বাসুদেবকে খুঁজে পেয়েছো?'

'যা বললাম প্রভু। প্রত্যেক সেনাবাহিনীতেই বিশ্বাসঘাতক আছে। আমি কি ভাবে পালালাম বলে আপনি ভাবেন?'

পর্বতেশ্বর ঘুরে আবার তাঁর সৈন্যদের দিকে তাকালেন। এই কৌশল পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি। হয়তো বা কাজে দিতেও পারে।

— —

দেবস্থান দেবগিরি হতচকিত বিশৃঙ্খলার নগরে পরিণত হয়েছে। তার দু লক্ষ নাগরিকের স্মৃতিতে এমন কোনো ঘটনা নেই যাতে শত্রুসৈন্য তাদের নগরে এসে ঢুকতে উদ্যোগী হয়েছে। আর এই অসম্ভব সব ব্যাপার স্যাপার এখন তাদের চোখের সামনেই ঘটছে।

কয়েক সপ্তাহ আগেই তার বিশাল নৌবহরকে নগর ছাড়িয়ে দ্রুত বেগে সরস্বতী বেয়ে চলে যেতে দেখেছে। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে এইসব রণতরীগুলো মৃত্তিকাবতীতে থাকা মেলুহী নৌবহরের অংশ আর বর্তমানে এগুলো শত্রুর অধিকারে। কিন্তু কেন যে সেগুলো দেবগিরি আক্রমণ না করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সেটাই রহস্য।

এ সংবাদও রটেছে যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নগরের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে সরস্বতীর পাশে ঘাঁটি গেড়েছে। সাধারণত সুরক্ষিত থাকা দেবগিরির নাগরিকেরা এখন নগরের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে বন্দী। খুব প্রয়োজন না পড়লে তারা বাইরে বেরোয় না। বণিকরাও সব বানিজ্য বন্ধ করে বাণিজ্যতরী বন্দরে নোঙর করে রেখেছে।

নগরে গুজবের তাণ্ডব চলছে। কেউ কেউ ফিসফিস করছে যে দেবগিরির দক্ষিণে ঘাঁটি গেড়ে থাকা শত্রুসৈন্যের নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং নীলকণ্ঠ। কেউ কেউ আবার শপথ করে বলছে যে তারা পাশ কাটিয়ে যাওয়া রণতরীগুলোতে নীলকণ্ঠকে দেখেছে। তবে প্রভু নীলকণ্ঠ এরকম হুড়মুড়িয়ে কোথায় গেলেন সেটাই কেউ ধরতে পারছে না। অন্যান্য নগর থেকে কিছু সত্য সংবাদও নগরে ঢুকছে—এই যে একমাত্র মৃত্তিকাবতী ছাড়া এই বিশাল বাহিনী সরস্বতী বেয়ে আসার পথে কোনও মেলুহী নগরকে আক্রমণ করেনি। তার নগরে বা গ্রামে লুঠপাট চালায়নি। কোনো ব্যাপক ধ্বংসকার্যও চালায়নি। পুরো মেলুহার মধ্য দিয়ে প্রায় সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো সংযতভাবে এসেছে।

কেউ কেউ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে রটনাটাই হয়তো সত্যি—নীলকণ্ঠ মেলুহার বিরুদ্ধ নন। তিনি শুধু সোমরসেরই বিরুদ্ধে। বহুমাস আগে তারা যে ঘোষণাপত্র পড়েছিলেন তা সত্যিই প্রভু নীলকণ্ঠের থেকে এসেছিল আর তাদের সম্রাট যে সেটাকে মিথ্যা বলেছিলেন আসলে তা নয়। এই যে নীলকণ্ঠের সেনাবাহিনী সরস্বতীর পাড়ে চুপচাপ অপেক্ষা করছে—আক্রমণ করছে না—তার কারণ এটাও হতে পারে যে হয়তো নীলকণ্ঠ স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে আত্মসমর্পণের শর্তাবলী নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

কিন্তু আবার মেলুহার প্রতি অনুগতরাও রয়েছে যারা এটা বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে তাদের সরকার মিথ্যা বলতে পারেন। এই যে শিবের সৈন্যবাহিনীতে চন্দ্রবংশী ও নাগরা রয়েছে তার পেছনে তাদের বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি রয়েছে। সেটা এই যে নাগরাণী নিজেই নীলকণ্ঠের সেনাবাহিনীর একজন শীর্ষস্থানীয় সেনানায়ক এবং নাগ ও চন্দ্রবংশীদের অশুভ আঁতাত নীলকণ্ঠকে বিপথে চালিত করেছে। এইসব নাগরিকেরা মেলুহার জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত। তারা যেটা বুঝতে পারছেনা সেটা হল তাদের সেনাবাহিনী এখনো কেন যুদ্ধে নামছে না।

'আপনি কি নিশ্চিত, সেনাপ্রধান?' ভৃগু জানতে চাইলেন।

দেবগিরির রাজপ্রাসাদে ভৃগুর কক্ষে রয়েছেন পর্বতেশ্বর।

'হ্যাঁ। এটা জুয়ার দান। তবে আমাদের এটাই করতে হবে। খুব বেশি অপেক্ষা করলে প্রভু নিজে গণেশের সেনাবাহিনী নিয়ে যমুনা থেকে এসে পড়বেন। সতীর

বাহিনীর সাথে যুক্ত হলে ওরা সংখ্যাগতভাবে অনেকটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবে আর আমাদের জেতাটাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিপক্ষ শুধু সতীর সেনাবাহিনী যারা নদীর ধারে ঘাঁটি গেড়েছে। নিশ্চিতভাবে ওরা যুদ্ধ চায়না। আমার পরিকল্পনা হল ওদের বের করে আনা ও তারপর ওদের হাতিদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এটা কাজ করলে হাতিগুলো হয়তো নিজেদের বাহিনীর উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। পেছনেই নদী থাকায় ওদের পিছোবার কোনো স্থানও থাকবে না। পরিকল্পনা মতো সবকিছু ঠিকঠাক চললে জয় সুনিশ্চিত।'

'সতী আপনার পালিতাকন্যা না?' পর্বতেশ্বরের চোখের গভীরে দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলেন ভৃগু।

পর্বতেশ্বর দম বন্ধ করে বললেন। 'এই মুহূর্তে, সে আমার কাছে মেলুহার শত্রুমাত্র।'

ভৃগু পর্বতেশ্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। যা বুঝলেন তাতে তিনি অবশেষে সন্তুষ্ট হলেন। 'সেনাপ্রধান আপনি নিশ্চিত হলে আমিও তাই। প্রভু রামের নাম নিয়ে আক্রমণ করুন।'
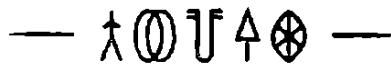
সতী তাঁর নোঙর ফেলে থাকা রণতরীতে চুপচাপ গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে পারছিলেন না। দ্রুত চলার সময় রণতরীকে ভূমি থেকে আক্রমণ করা অসম্ভব। কিন্তু যখন তা নোঙর ফেলে চুপচাপ বসে আছে তখন আগুনের গোলা বর্ষণ বা আগুনে ছিপের আক্রমণ খুবই সম্ভব। কাজেই তিনি মাটিতে ঘাঁটি গাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে তাঁর রণতরীগুলোও সুরক্ষিত হবে—মেলুহীরা নদীতীরের কাছাকাছি আসতে গেলে বাধা পাবে।

সতী তাঁর সেনাবাহিনীকে রাখার জন্য একটা ভালো স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন। সরস্বতীর পাশেই একটা বিশাল, ক্রমশ উঁচু হওয়া পাহাড় ছিল। সেখানেই সৈন্যদের রেখেছিলেন তিনি। পাহাড় ও দেবগিরির মাঝের জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছিল। কাজেই পর্বতের উচ্চতা থেকে সতী আড়াই ক্রোশ দূরে থাকা দেবগিরি নগরের সিংহদ্বারকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। পর্বতের উচ্চতার কারণে তাঁর আরও

একটা সুবিধা হয়েছিল। আক্রমণের সময়ে পাহাড়ের নিচের দিকে নামা উপর দিতে ওঠার থেকে ঢের সহজ। আর শত্রুকে উপর দিকেই উঠতে হবে। এই উচ্চতাটা সতীর দলের তীরন্দাজদের নাগালটাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল।

উচ্চভূমিতে গেড়ে বসার পর সতী সবচাইতে উপযোগী সামরিক ব্যূহ রচনাই বেছে নিলেন—চক্রব্যূহ। চক্রব্যূহের মাঝখানে সারি পদাতিক সেনাকে কচ্ছপের আকারে সাজিয়ে রাখা হয়। এই কচ্ছপাকার বাহিনীগুলো একদিকে সুরক্ষা দিচ্ছে সরস্বতী নদী ও তার মাঝখানে নোঙর ফেলে থাকা নৌবহর। এতে করে কোনো মেলুহী সেনাবাহিনী নদীর দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে না। নদীর চড়ায় আর তীরে কতকগুলো ছিপ নৌকা পরস্পরের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। যদি দরকার পরে তো সেগুলি পিছু হটার সময়ে কাজে দেবে। অশ্বারোহী বাহিনীর তিনখানা সারি চক্রব্যূহের মাঝখান থেকে শুরু সামনের দিক অবধি রয়েছে। রণহস্তীর দুখানা সারি বাইরের সীমা ঘিরে দুর্ভেদ্য বাধা গড়ে তুলেছে। ভেতরের ব্যূহগুলো তারাই রক্ষা করছে। পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের এই দৈত্যাকার চক্রব্যূহের ভেতরের সারিগুলোর মধ্যে যথেষ্ট স্থান রয়েছে যাতে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা যায় ও বাইরের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়লে অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে তাকে ঠিক করে ফেলা যায়।

সবকটা জন্তুকেই ধাতব বর্ম পরানো হয়েছিল আর দূর থেকে আসা তীরের থেকে বাঁচার জন্য সৈন্যদের কাছে ছিল কাঁসার চওড়া ঢাল।

যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ও প্রয়োজনে পিছিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই ব্যূহরচনা ছিল প্রায় নিখুঁত।

শিবের থেকে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত সতী এই ব্যূহের মধ্যেই থাকতে চাইছিলেন।

অধ্যায় ৩০

দেবগিরির যুদ্ধ

সতী বসেছিলেন কাঠের তৈরি উঁচু এক মঞ্চে। তাঁর জন্যই এটা তৈরি করা হয়েছিল অশ্বারোহী বাহিনীর সারির পেছনে। চারিদিকে খোলা মাঠ এবং দূরে দেবগিরি নগর, পুরো এই দৃশ্যটা মঞ্চের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিলো। ওই নগরের দিকে দেখছিলেন তিনি যেখানে জীবনের বেশির ভাগটাই কাটিয়েছেন। এক সময় যাকে বলতেন আমার দেশ। নিজের দেশের দক্ষতার সংযত পরিমিতি বোধ আর নম্র সুসংস্কৃতিকে আবার মনেপ্রাণে উপভোগ করার বাসনায় তাঁর হৃদয় স্মৃতিবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। বিকর্ম হওয়ার কারণে একঘরে হয়ে থাকা এক দূর্ভাগ্যজনক জীবন, সেই জন্য শুদ্ধিকরণের দেবতা অগ্নিদেবের মন্দিরে পুজো দেওয়া। এত কাছে আসা সত্ত্বেও মার সঙ্গে দেখা করার জন্য এমনকি ভেতরে ঢুকতেও পারবেন না। তিনি হতাশায় মাথা নাড়লেন। আবেগপ্রবণ হওয়ার সময় নয় এখন। মনকে স্থির রাখতে হবে।

নিজের ঘোড়াটার দিকে একবার তাকিয়ে ভালো করে দেখেশুনে নিলেন, মঞ্চের নিচে বাঁধা ছিল সেটা। মঞ্চের পাশেই নিজ নিজ বাহনে চড়ে নন্দী ও বীরভদ্র অপেক্ষা করছিল। সতীর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে তারা ছিল।

সতী জানতেন এটা কঠিন সময়—যতক্ষণ না গণেশের সৈন্যবাহিনী নিয়ে শিব ফিরে আসছেন। তাঁকে নিজের সৈন্যদের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে রাখতে হবে, কিন্তু যুদ্ধকেও এড়িয়ে। যে কোন প্রধান সেনাপতিই জানে যে এই সময়টার বাহিনীর মধ্যে অস্থিরতার খিটখিটেমি ছড়িয়ে পড়ে।

সতীর ভাবনাচিন্তায় ছেদ পড়লো কেননা বহুদূরে কিছু নড়াচড়া চোখে পড়লো।

যা দেখলেন সেটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। নগরের তাম্র ক্ষেত্রের প্রধান দ্বার খোলা হল।

ওরা কি করছে? মেলুহীরা খোলা মাঠে বেরিয়ে আসবে কেন? ওরা তো সংখ্যায় খুবই কম!

'সকলে প্রস্তুত হোন!' সতী আদেশ দিলেন। 'প্রত্যেকে নিজেদের স্থানে সজাগ হয়ে থাকুন। প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে আমরা কোন আক্রমণে যাবো না।'

নিচে থাকা বার্তাবাহকরা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বাহিনীর অধিপতিদের মধ্যে সেই বার্তা পৌঁছে দিল। সতীর সৈন্যদলের ক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে স্থির হয়ে থাকাটা জরুরী ছিল। যতক্ষণ তারা সেইভাবে থাকবে ততক্ষণ তাদের হারানো প্রায় অসম্ভব। সতী যে ব্যূহ রচনা করেছেন বিশেষ করে সেখানে পরিধি জুড়ে থাকা হস্তী বাহিনীর ক্ষেত্রে অটল ভাবে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা ছিল সতীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মূল প্রাচীর। দেবগিরি থেকে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে আসা ছোটো সৈন্যদলটাকে একভাবে সতী লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। হয়তো এক সহস্র জনের বেশি হবে না, ওরা যেই বেরিয়ে এল, নগরের প্রধান দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হল।

এটা কি আত্মঘাতী বাহিনী? কি উদ্দেশ্যে

মেলুহী সৈন্যরা ধীরে ধীরে সতীদের সৈন্যসমাবেশের দিকে এগিয়ে আসছিল।

সতীও একভাবে কৌতূহলের সাথে ওদের এগিয়ে আসাটার দিকে লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। উচু স্থানে বসার জন্য অচিরেই দেখতে পেলেন সৈন্যদের অনুসরণ করে কতগুলি গরুর গারি আসছে যেগুলোকে বলদরা কষ্ট করে টেনে আনছে।

এই সহস্র জন সৈন্য কি পাওয়ার আশা করছে? আর গরুর গাড়িগুলোর মধ্যে আছেটা কি?

মেলুহী সৈন্যরা যখন টিলার আরো কাছে এগিয়ে এল, তিনি তখন দেখতে পেলেন যে অনেক সৈন্যরই বাঁ-হাতে লম্বা লম্বা ধনুক রয়েছে।

তীরন্দাজ

সৈন্যরা থেমে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন কি ঘটতে চলেছে। আর সেই সঙ্গে অনুকূল প্রবল বাতাস ওদের সাহায্য করবে।

বাতাস তাদের অনুকূলে থাকবে জেনে পরিষ্কারভাবেই মেলুহীরা এই পরিকল্পনা করেছে।

আরও উপলব্ধি করতে পারলেন যে তাঁর তিরন্দাজরা যতটা মার খাবে ততটা উল্টো মার দেওয়ার সুযোগ পাবে না।

'ঢালের আড়াল নাও সকলে!' চেঁচিয়ে বললেন সতী। 'তির উড়ে আসছে!'

কিন্তু মেলুহী তিরন্দাজরা ছিল অনেক দূরে। বাতাসের সাহায্যের আশা বেশি পাবে এটা ভেবে নিয়েছিল মেলুহীরা। সতীর বাহিনীর কাছে তির এসে পৌঁছলো না, জোরালো বাতাস মেলুহীদের সাহায্যে এলেও সতীর তাতে কোন লাভ হল না। নিজের তিরন্দাজ বাহিনী দিয়ে মেলুহী তিরের পাল্টা আঘাত সতী দিতে পারলেন না। তিনি দেখতে পেলেন মেলুহীরা আরো এগিয়ে এল আর তিরন্দাজদের পেছনে পেছনে বলদেরা গাড়ি টেনে আনছে। তাঁর জীবনে সতী কোনদিন যুদ্ধ বিগ্রহে গরুর গাড়ির ব্যবহার দেখেন নি।

তিনি আশ্চর্য হলেন *রামের দিব্যি হাতীদের সঙ্গে ওরা পারবে? পিতৃতুল্য করছেনটা কি?*

সতী যে আজ প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বরের রণকৌশল পরীক্ষা করতে চাননা সে ব্যাপারে তিনি পরিষ্কার। এই পরিকল্পনাটা নিঃসন্দেহে প্রলুব্ধকারী, কারণ তিনি যদি তাঁর হস্তীবাহিনী পাঠান তাহলে মুহূর্তের মধ্যে এই ছোটো সৈন্যদলটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যদিও তিনি একটা ফাঁদের গন্ধ পাচ্ছিলেন আর তাই উঁচু জমিটা থেকে সরতে চাইলেন না। তাঁকে কি করতে হবে সেটা জানতেন। শিব ফিরে না আসা অবধি নিজেদের স্থানে ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তিনি লড়াই করতে চান না, আজতো নয়ই।

আরো কাছে এগিয়ে এসে মেলুহী তিরন্দাজরা তাদের ধনুকে আবার তির চড়ালো।

'আড়াল নাও সবাই!' সতী আদেশ করলেন।

এইবার তিরের ঝাঁক এসে সতীদের ব্যূহর ডানদিকের প্রান্ত সীমায় সৈন্যদের ঢালের ওপর আছড়ে পড়লো। তিরের পাল্লা মেপে নিয়ে মেলুহী তিরন্দাজরা আরো এগিয়ে এল।

মেলুহী সৈন্যদের হয়তো গুপ্ত অস্ত্র রয়েছে যার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত নয় তারাও। এই বলদে টানা গাড়িগুলোয় হয়তো এতে কোন ভূমিকা আছে। ওরা আমার কিছু সৈন্যকে ওদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করতে চাইছে যাতে গুপ্ত অস্ত্রটা পরীক্ষা করে নিতে পারে।

এর ফলাফলটা পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। যদি সতীর সৈন্য প্ররোচিত না হয়, কোন যুদ্ধ বাঁধবে না তাহলে। তাঁর বাহিনীর সকল পশুর শরীরই ভালো করে বর্ম দিয়ে ঢাকা। সৈন্যদের বিশাল ঢাল রয়েছে। মেলুহীদের এখনকার এইরকম তির বৃষ্টি আটকানোর জন্য। আরো দু ঝাঁক তির বৃষ্টি হলেও তাঁর বাহিনীর একজনেরও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ব্যূহ রচনা ভেঙে চুরে যায়নি যাতে বিপক্ষের কোন লাভ হয়। আর সতীদেরও ব্যূহ বদ্ধ হয়ে থাকার ফলে কোন ক্ষতি হয়নি।

সতী আরো দেখলেন যে যদিও শত্রুপক্ষ ইতিমধ্যেই নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে কিন্তু তাঁর তিরন্দাজদের দিয়ে তির ছোড়ালে হয়তো উল্টো ফল হতে পারে। বলদটানা গাড়িগুলোয় কোন গাড়োয়ান ছিল না। তির বৃষ্টির আঘাত হয়তো পশুগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলবে, উন্মত্তের মতো দৌড়ো দৌড়ি করার ফলে যে কোন দিকে গিয়ে পড়তে পারে। ওদের ওই গাড়িগুলোয় যদি কোন ক্ষতিকর পদার্থ থাকে সেগুলো সমেত ওরা এমনকি সতীর বাহিনীর ওপরও এসে পড়তে পারে। তার মাথায় একটা ভালো বুদ্ধি এল। বার্তাবাহকদের নির্দেশ দিলেন অশ্বারোহী বাহিনীকে সংবাদ দেয় যেন এখন যে টিলায় তারা অবস্থান করছেন তার পেছনে চলে যায় তারপর নিজেদের অগ্রসর হওয়া লুকিয়ে রেখে পশ্চিমদিকে পাশের একটা টিলায় যেন চলে যায়। তিনি চাইছিলেন পাশের দিক থেকে একটা আক্রমণ করতে, যেটা ওই পাহাড়ের চূড়োর পিছন থেকে অতর্কিতে শুরু হবে, মেলুহী তিরন্দাজদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে সেই সঙ্গে বলদগুলোকে তাড়িয়ে দেবে। এসব কিছুই করতে হলে তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে যাতে মেলুহীরা আরো একটু এগিয়ে আসে। তখন, অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে ওদের একেবারে দিশাহারা করে দিতে পারবেন।

চিৎকার করে আবার তিনি আদেশ দিলেন 'শান্ত থাকো! নিজেদের সারি ঠিক রাখো! আমরা যদি ব্যূহকে ঠিকভাবে রাখি তাহলে ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মেলুহী তিরন্দাজরা আরো এগিয়ে এল। ধনুকে তির চড়ালো আর আবার তির ছুঁড়লো।

'আড়াল নাও!'

সতীর সৈন্যরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। যদিও বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে তিরগুলো এসে পড়লো, তাহলেও কোন সৈন্যই আহত হল না। মেলুহীরা কাঁধের পাশে ধনুক রাখলো, আরো এগিয়ে আসার জন্য আবার তৈরি হল। এবার একটু দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে।

ওরা এবার বিচলিত। বুঝতে পারছে যে ওদের পরিকল্পনাটা কাজ করছে না।

'আজে বাজে এসব হচ্ছেটা কি!' হাতির আরোহী একজন বাসুদেব সৈন্য রাগে গরগর করে তার সঙ্গীকে বললো। 'বলদ নিয়ে আসা ওই পুঁচকে একটা সৈন্যদল, আমাদের পুরো বাহিনীর সঙ্গে লড়তে এসেছে। প্রধান সেনাপতি সতীদেবী আক্রমণ করার আদেশ দিচ্ছেন না কেন?'

'কারণ তিনি বাসুদেব নন।' রাগে থুতু ফেলে সঙ্গী বললো 'কেমন করে লড়াই করতে হয় সেটা তিনি জানেন না।'

'মশাইরা।' মাহুত আরোহীদের বললো, 'আমাদের কাজ কেবল প্রধান সেনাপতির আদেশ মান্য করা।'

একজন বাসুদেব খুব বিরক্ত হয়ে ঘুরে বললো 'আমি কি তোর মতামত চেয়েছি? তোর কাজ কেবল আমার আদেশ পালন করা!' মাহুত সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যেতেই সৈন্যাধক্ষের ঘোষণা শোনা গেল 'আড়াল নাও সকলে!'

আরো এক ঝাঁক তির বৃষ্টি হল। এবারেও কোন ক্ষয়ক্ষতি হল না।

'যথেষ্ট হয়েছে!' হাতীর একজন আরোহী চিৎকার করে উঠলো, 'আমরা হলাম ক্ষত্রিয়! ভীতু বামুনদের মতো আমরা গুঁড়িশুঁড়ি হয়ে বসে থাকবো না! আমাদের লড়াই করা উচিৎ।'

সতী দেখলেন যে তাঁর ব্যূহর ডানদিকের অংশ যেটা মেলুহী সৈন্যদের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে, সেখানে কতগুলি হাতি ব্যূহ ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করছে।

'সারিবদ্ধ হয়ে থাকো সকলে! সতী চিৎকার করে বলে উঠলেন। 'ব্যূহ ভেঙে কেউ বেরুবে না!'

বার্তাবাহকরা সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে

দিল। মাহুতরা হাতিদের পিছিয়ে এনে ব্যূহবদ্ধ করলো।

'নন্দী' নিচে নন্দীর দিকে তাকিয়ে সতী বললেন 'ঘোড়ায় চড়ে ওই দিকের প্রান্তে যাও তো, আর ওই বোকাগুলোকে বলো যেন ব্যূহ ছেড়ে না বেড়োয়।'

'যথা আজ্ঞা, মাননীয়া দেবী।' অভিবাদন জানিয়ে নন্দী বললো, 'দাঁড়াও!' মেলুহী তিরন্দাজরা আবার তির ছোড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখে তিনি বললেন, 'এই তিরের ঝাঁকটা এসে পড়ুক তারপর তুমি যাও।'

আড়াল নেওয়ার আদেশ আবার ঘোষণা করা হল এবং তিরের ঝাঁক উঁচু করে রাখা ঢালের বাধার ওপর নিষ্ফল হয়ে আছড়ে পড়লো। সতীর বাহিনীর কোন সৈনিকই আহত হল না। সতী ঢাল নামালেন আর তারপর তাকাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। পঁচিশটা হাতি ব্যুহ ভেঙে বেরিয়ে অবিবেচকের মতো আক্রমণ করার জন্য তেড়ে যাচ্ছে।

'বোকার দল!' বিরক্তিতে চিৎকার করে সতী মঞ্চ থেকে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসলেন।

জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন ব্যূহের ফাটলটা ভরানোর জন্য যেখান থেকে হাতিগুলো আক্রমণের জন্য তেড়ে গেছে। পেছনে পেছনে বীরভদ্র ও নন্দীও গেল। অশ্বারোহী বাহিনীর সারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাকি অশ্বারোহীদের আদেশ দিলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। কয়েক পলকের মধ্যে সতী ব্যূহর খালি স্থানটায় এসে দাঁড়ালেন যেখান থেকে বাসুদেবদের হাতিরা ব্যূহ ভেঙে আক্রমণে গেছে।

'এখানে সবাই দাঁড়াও!' তাঁর পেছনের সৈন্যদের হাত তুলে আদেশ করলেন, তিনি দেখতে পেলেন দূরে তাঁর হাতিগুলো চিৎকার করতে করতে জোরে দৌড়ে চলেছে, মাহুতরা অঙ্কুশ দিয়ে তাদের চালনা করছে। মেলুহী তিরন্দাজরা সাহসের সঙ্গে নিজেদের স্থানে দাঁড়িয়েছিল আর আরেকবার তির ছোড়ার আয়োজন করছে।

সতীর বাহিনীতে আদেশ ছড়িয়ে দেওয়া হল, 'আড়াল নাও!' তিরন্দাজ বাহিনীর ওপর হস্তীবাহিনীর হাতিগুলো চড়াও হতেই আরোহী সৈনিকরা চিৎকার করে উঠলো 'জয় শ্রীরাম'। হাতিরা তাদের শক্তিশালী শুঁড় দুলিয়ে আঘাত করতে লাগলো, যাতে শক্ত ধাতুর বড়ো গোলা বাঁধা ছিল। শুঁড়ের জোরালো আঘাতে মেলুহী সৈনিকরা এধারে ওধারে সর্বত্র ছিটকে ছিটকে গিয়ে পড়তে লাগলো।

যাদের আঘাত লাগলো না তারা হাতির বিশাল পায়ের চাপে পিষে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের এই নিষ্ঠুর হত্যালীলা চলতেই তিরন্দাজরা পেছনে পালাতে শুরু করলো।

যদিও কুড়িটা বাসুদেব-হাতি মেলুহী তিরন্দাজদের মেরে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিলো। তবুও সতী অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন, যেন তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল এক স্রোত বয়ে গেল। তিনি জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগলেন, যদিও জানতেন হাতির আরোহীরা শুনতে পাবে না।

'বোকার দল ফিরে এসো।'

বাসুদেব হস্তীবাহিনীর সৈনিকরা যেহেতু খুব সহজেই জিতছিল, তাই এই সহজ জয়ের ফলে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা তাদের মাহুতদের চাপ দিতে লাগলো যাতে হাতিরা আরো জোরে তেড়ে যায়।

'আক্রমণ!'

এইবার তারা তাদের মূল অস্ত্র চালু করলো। আগুন ছোঁড়ার অস্ত্রর হাতল টানলো, বর্শার মতো লম্বা আগুনের শিখা হাওদা থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরোলো। সৈনিকরা আগুনে অস্ত্রকে ঠিক মতো তাক করতে লাগলো যাতে আগুনের শিখা পরের সারির মেলুহী সৈন্যদের ওপরে গিয়ে পড়ে। খানিকটা আগে বলদে টানা গরুর গাড়ি রয়েছে দেখতে পেয়ে হাতিরা তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। এবং এরপরই যুদ্ধের স্রোত উল্টো দিকে বইতে শুরু করলো। পিছু হটে আসা মেলুহী তিরন্দাজরা উল্টোদিকে ঘুরলো। তাদের হাতে জ্বলন্ত তির, নিজেদের গরুর গাড়িতেই সেই তির তারা ছুঁড়ে ছিল। গাড়িগুলোতে ছিল শুকনো লঙ্কা মেশানো শুকনো ও দাহ্য ঘুঁটে। পলকের মধ্যে সেগুলো জ্বলে উঠলো। তাদের পেছনে কোথাও গনগনে জ্বলন্ত আগুন জ্বলছে বুঝতে পেরে বলদগুলো হঠাৎ চমকে উঠলো আর আতঙ্কে দৌড়তে শুরু করলো তেড়ে আসা হাতিদের দিকে।

কিছু একটা অঘটন ঘটছে সেটা মাহুতরাই প্রথম টের পেল। একাত্ম হয়ে থাকার জন্য তারা নিজের নিজের হাতির হাবভাব কষ্ট ইত্যাদি সহজাতভাবেই বুঝতে পারতো। হাতির আরোহী সৈন্যরা মাহুতদের সমানে হাতিদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি বোঝাই সমস্ত ঘুঁটেই দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। আর তার থেকে ঘন ও ঝাঁঝালো ধোঁয়া বেরোতে

লাগলো। কিন্তু হাতির আরোহীরা আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভীষণরকম জেদ ধরে থাকলো। ফলে তারা চোখ অন্ধ করা ধোঁয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লো।

যেই না ধোঁয়া তাদের গ্রাস করলো, অমনি হাতিরা উন্মত্তের মতো আর্তনাদ করে উঠলো। মাহুতরা গন্ধটা চিনতে পারলো।

'লঙ্কা!'

'পালাও!' একজন মাহুত চেঁচিয়ে উঠলো।

'না!' যুদ্ধে মত্ত একজন আরোহী সৈনিক বকে উঠলো। 'আমরা ওদের বাগে পেয়েছি! বদলগুলোকে পিষে মারো। সামনে এগোও!'

কিন্তু হাতিগুলো আতঙ্কে পাগল হয়ে গেছিল। অস্বস্তির উৎসস্থল থেকে উল্টো দিকে ঘুরে তারা দৌড় লাগালো। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা গাড়ি নিয়ে আতঙ্কে পাগল বলদরাও প্রচণ্ড জোরে দৌড়ে আসতে লাগলো যদি আগুন এড়ানো যায় এই আশায়। ঘটনা যে ভাবে ঘটে চলছিল দূর থেকে তার পুরোটাই সতী দেখতে পাচ্ছিলেন। বলদগুলো যাই বহন করে আনুক হাতিদের তা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বলদগুলো ব্যূহের বাইরের সারিতে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি হাতিদের ওপর এসে পড়বে আর বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবে। সতী দেখলেন আবার দেবগিরির প্রধান দ্বার খোলা হতেই একটা অগ্নিবান ছোঁড়া হল মেলুহীরা দেখতে পেল যে তাদের রণকৌশলে কাজ হচ্ছে। আর তাই তাদের সর্বাত্মক আক্রমণে যেতে হবে। সতীর সবচেয়ে বাজে আশঙ্কাটাই ফলপ্রসূ হল। তিনি দেখলেন দেবগিরির প্রধান দ্বার দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনী ভীম বেগে বেরিয়ে এল। দেবগিরি নগর আড়াই ক্রোশ দূরে আর তাই জানতেন মেলুহী অশ্বারোহী বাহিনী তাদের কাছে এসে পড়ার মধ্যে কিছুটা মূল্যবান সময় তিনি হাতে পাবেন। এর মধ্যে ওই বলদগুলোর দিকে ধ্যান দিতে হবে যেগুলোর জন্য সমস্ত বাসুদেব হাতিরা তাঁর নিজের বাহিনীর ওপর এসে চড়াও হতে পারে।

পেছনে ফিরে ঘোষককে বললেন 'পিছনের সারির সকল সৈন্যদের বলো রণতরীতে ফিরে যেতে এখনই!'

ব্যূহতে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি হস্তীবাহিনীকে আদেশ দিলেন যেন তারা ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এখনি দক্ষিণদিকে তাড়াতাড়ি চলে যায়। যদি বলদে টানা গাড়িগুলো থপথপে হাতির সারিতে এসে পড়ে আর তার অধীনে থাকা শতখানেক এই

পশুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। তবে নিজের বাহিনীর বিশাল এই চতুষ্পদ পশুদের দ্বারা নিজের সৈন্যবাহিনীই পুরো ধ্বংস হয়ে যাবে।

তখন তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন।

'আমাদের দিকে দৌড়ে আসা বলদগুলোকে আক্রমণ করো! ওদের অন্যদিকে ঘুরিয়ে তাড়িয়ে দিতেই হবে। আমাদের পদাতিক বাহিনীর নিরাপদে ফিরে যাওয়ার জন্য সময় চাই!'

সতীর অশ্বারোহী বাহিনী তাদের তলোয়ার বার করে গর্জে উঠলো 'হর হর মহাদেব!'

'হর হর মহাদেব' সতীও যুদ্ধ নিনাদে গলা মেলালেন আর তলোয়ার বার করে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ধেয়ে গেলেন।

সতীর দক্ষ অশ্বারোহীরা হাতি আর বলদদের কাছাকাছি আসতেই ঠিকভাবে তাক করে একঝাঁক তির ছুঁড়লো। এর ফলে অনেক বলদ সতীর বাহিনীর সামনে থেকে অন্য দিকে পালিয়ে গেল। হাতিরা কিন্তু তাড়াহুড়ো করে এদিকেই পালিয়ে আসছিল। অনেক হাতির হাওদাই নরকের দ্বারের মতো এক নাগাড়ে আগুন ছড়াচ্ছিলো, রাগে উন্মত্ত পশুদের ওপরে ভয়ে ভিত থাকা আরোহী সৈনিকরা কেউ কেউ নিজেদের আগুন ছোড়া অস্ত্রের ওপর পড়ে গেছিল। তাদের অস্ত্রের হাতল ভেঙে গিয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে, সতীর অশ্বারোহী বাহিনী নির্ভিক ভাবে ওই পালিয়ে আসা হাতিদের আক্রমণ করলো। দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়া চালাচ্ছিলো তারা, পাগলের মতো হাতিদের শুঁড় দুলিয়ে করা ধাতবগোলার আঘাত এড়াতে চাইছিল। তাদের নিজেদের হাতিদেরই মাটিতে ফেলে দেওয়া দরকার। এর জন্য প্রয়োজন ছিল পেছন থেকে হাতিদের কাছে গিয়ে তাদের পায়ের পেশী কেটে দেওয়া, যাতে হাতিরা পেছনের পা দুমড়ে পড়ে যায়। কিন্তু এটা করাটা বলার মতো সহজ ছিল না। কারণ বিকল হওয়া আগুনে যন্ত্রর জন্য চারিদিকে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ছিল। নিজের অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে এই কঠিন কাজটার দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সতী। হাতি ছিল মাত্র কুড়িটা তাই তাড়াতাড়িই তাদের মাটিতে পেড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব হল। কিন্তু বহু অশ্বারোহীর জীবন নাশের আগে নয়। কেউ কেউ পিষে গিয়ে মরলো, কেউ মারা গেল আগুনে যন্ত্রর শিখায় পুড়ে।

সতীর নিজের মুখের একদিকও ঝলসে গেল।

ইতিমধ্যে বাকি অশ্বারোহী বাহিনী দক্ষতার সঙ্গে বর্শা আর তির চালিয়ে উন্মত্ত বলদগুলোকে অন্যদিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বলদগুলো তখনও পেছনে বাঁধা জ্বলন্ত গাড়ি নিয়ে পাগলের মতো দৌড়োচ্ছিল। কিন্তু হাতিদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে, পশ্চিমদিকে। পূর্বদিকে ফিরে তাকালেন সতী, যেখানে এর মধ্যেই বেশিরভাগ পদাতিক সৈন্যই রণতরীর নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছনোর জন্য নৌকো নিয়ে ভেসে পড়েছে। তাঁর সাবধানতার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচুর দাঁড়টানা নৌকো প্রস্তুত রাখা হয়েছিল এমন একটা পরিস্থিতির সম্ভাবনায়।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিদ্ধস্ত হয়ে যাওয়ার আগে এটা কেবল ছোটো একটা বিজয় মাত্র। পরিকল্পনা মতোই মেলুহী অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুতবেগে ধেয়ে আসছিল। বলদের দল তাড়া খেয়ে চলে যেতেই তারা সতীর অশ্বারোহী সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তলোয়ারে তলোয়ারে সংঘাত বেঁধে গেল। সতীর অশ্বারোহী বাহিনীতে তিন সহস্র যোদ্ধা ছিল যারা মেলুহীদের সমান সমান ছিল। কিন্তু একটু আগেই আতঙ্কিত হাতি আর বলদদের সঙ্গে রক্তারক্তি লড়াই শেষ করেছে। তাদের সংখ্যা কমে গেছে আর তাদের শক্তিতেও ইতিমধ্যে টান পড়েছে। যদিও সতী জানতেন যে পিছু হটলে চলবে না। তাঁকে একটু সময় নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পদাতিক সৈন্যরা রণতরীর নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারছে।

তখনি সতী আবার হাতিদের ডাক শুনতে পেলেন। সামনের মেলুহী সৈন্যকে মেরে ফেললেন তারপর পিছনে তাকালেন।

‘প্রভু রাম সহায় হোন!’

কিছুক্ষণ আগেই সতী হস্তী বাহিনীর কিছু অংশকে আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন দক্ষিণ দিকে। তারাই ভয়ঙ্কর ভাবে ফিরে আসছে। হাতিরা মরিয়া হয়ে জোরে জোরে ডাক ছাড় ছিল। সেই সঙ্গে তাদের হাওদা থেকে আগুনের শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাহুতেরা তাদের পিঠ থেকে আগেই পড়ে গিয়েছিল। ফলে পশুগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছিল। কারণ পেছনে তেড়ে আসছিল জ্বলন্ত গাড়ি বাঁধা বলদের দল।

পর্বতেশ্বরের আদেশে মেলুহীরা একটা অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত রণকৌশল অবলম্বন

করেছিল। সতীর বাহিনীর অবস্থানের দক্ষিণে লঙ্কা মাখানো খুঁটে বোঝাই গরুর গাড়ির একটা দলকে তারা প্রস্তুত রেখেছিল। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় দেবগিরি থেকে চুপিচুপি এই গাড়িগুলো বেরিয়ে চলে গিয়েছিল কৃষিজাত পণ্যবোঝাই পরিবহন হিসেবে। যেহেতু সতী নগর অবরোধ করেননি, নগরের কাছাকাছি শিবির করে অবস্থান করেছিলেন। তারা কেবল যুদ্ধের অস্ত্র বোঝাই পরিবহনকে আক্রমণ করেছিলেন আর অসামরিক পরিবহনকে ঢুকতে বেরোতে দিয়েছিলেন কারণ খুবই স্পষ্ট: নগর ঘিরে ফেলে পুরোপুরি অবরোধ করতে গেলে আরো অনেক সৈন্য লাগতো আর তাতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে এমনকি যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারতো। সতী সেটা এড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর চন্দ্রবংশী গুপ্তচরেরা ভাবেইনি যে ঘুঁটে আর কৃষিপণ্য তাদের ওপর প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

আগুন ছড়াতে থাকা হাতির দল গরুর গাড়িগুলোকে আক্রমণ করার ফলে সেগুলোতে আগুন ধরে গেছিল। আর তার ফলে সরিয়ে দেওয়া হাতির দল ভয় পেয়ে উল্টোদিকে ঘুরে আবার যুদ্ধক্ষেত্রেই চলে এল।

সতী কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। সামনে মেলুহী অশ্বারোহী সৈন্যের দল আর পিছনে তেড়ে আসা আতঙ্কিত আগুন ছড়ানো বিশাল হাতির দল।

'পেছু হটো সবাই!' চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন সতী।

তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল লড়াই বন্ধ করল আর তাড়াতাড়ি নদীর দিকে ঘোড়া ছোটালো। তাদের সৌভাগ্য যে মেলুহী অশ্বারোহী বাহিনী পেছনে ধাওয়া করেনি। উন্মত্ত হাতির দল তাদের দিকে ছুটে আসছে দেখে, মেলুহীরাও উল্টোদিকে ঘুরে ঘোড়া ছোটালো তাদের নগরের দেওয়ালের নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে।

হাতির তান্ডবে সতীর অশ্বারোহী সৈন্যদের বেশিরভাগই পিষে অথবা পুড়ে মারা গেছিল। কিছু সংখ্যক সৈন্য নদীতে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিল। আর দ্বিধা না করে ঘোড়া শুদ্ধ তারা নদীতে নেমে পড়লো। ঘোড়াগুলো তাদের আরোহী শুদ্ধ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মরিয়া হয়ে রণতরীর দিকে সাঁতরাচ্ছিলো। যদিও বেশির ভাগটাই হাল্কা বর্মের ওজনের কারণে সরস্বতীর জলে ডুবে গেল। সতী, বীরভদ্র ও নন্দী ছিল কয়েকজন মাত্র সৌভাগ্যবানদের মধ্যে, যারা জলযানে পৌঁছতে পারলো।

যেখানে পদাতিক বাহিনীর পুরোটাই অক্ষত রইলো সেখানে হস্তিবাহিনী আর অশ্বারোহী বাহিনী একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেল।

আজকের যুদ্ধে হাতিদের জন্য ভরাডুবি হওয়ার কারণে, মৃত্তিকাবতীর যুদ্ধে তাদের প্রাণঘাতী আক্রমণের স্মৃতি তাড়াতাড়িই মন থেকে মুছে গেল।

চেনরধ্বজ রণতরীর দায়িত্বে ছিল। শেষ সৈন্য রণতরীতে ওঠা মাত্র সে আদেশ দিল পিছু হটে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য, কারণ আবার কোন আক্রমণ হলে স্থলবাহিনীর সুরক্ষা ছাড়া স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের নৌবহর একেবারেই সহজ লক্ষবস্তু।

অধ্যায় ৩১

চাল মাত

'সম্পূর্ণ বিনাশ', বিদ্যুন্মালী আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। 'এখন আমাদের উচিত নির্বোধগুলোকে তাড়া করে ওই প্রতারকের বাহিনীর অবশিষ্ট অংশকেও ধ্বংশ করা। ওদের জানা উচিত যে কেউ আমাদের মাতৃভূমি আক্রমণ করতে পারে না।'

সম্রাটের ব্যক্তিগত কক্ষে বিদ্যুন্মালী, দক্ষ, ভৃগু, পর্বতেশ্বর ও কনখলার সাথে যোগ দিয়েছেন। যদিও সেনানায়কেরা সাধারণত যুদ্ধকৌশল নির্ধারণের আলোচনায় যোগ দেয় না, তবুও এক্ষেত্রে বিদ্যুন্মালীর যোগানো হাতিদের সম্পর্কে তথ্য যে দুর্ধর্ষ ভূমিকা পালন করেছিল তা মাথায় রেখে বিদ্যুন্মালীকেও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে দক্ষ জোরাজুরি করেছিলেন।

পর্বতেশ্বর হাত তুলে বিদ্যুন্মালীকে চুপ করালেন। 'আমাদের নিজেদের বেশি এগোনো উচিত নয়, বিদ্যুন্মালী। মনে রেখো চাপের মুখে সতীর কৌশল ব্যতিক্রমী। ও ওর বাহিনীর অধিকাংশকেই বাঁচাতে পেরেছে। কাজেই ওদের তাড়া করলে যে আমরা সংখ্যাগত ভাবে খুব একটা এগিয়ে থাকবো তা কিন্তু নয়।

বিদ্যুন্মালীর দৃষ্টি মেঝের উপর স্থির। সে চুপচাপ ফুঁসছিল। *প্রতিপক্ষ সেনাপ্রধানের প্রশংসা? প্রভু পর্বতেশ্বরের গণ্ডগোলটা কোথায়? এককালে সতী মেলুহী সম্রাটকন্যা ছিলেন কিন্তু এখন তিনি আমাদের মাতৃভূমির নিশ্চিত শত্রু।*

কনখলা বলে উঠলেন, 'আর আমাদের এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে নীলকণ্ঠ উত্তর দিক থেকে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আসছেন। দুর্গপ্রাচীরের ভেতরটাই এই মুহূর্তে আমাদের সেনাবাহিনীর পক্ষে সবচাইতে নিরাপদ স্থান।

নীলকণ্ঠ? বিদ্যুন্মালী মনে মনে ফুঁসছিল। সাম্রাজ্যের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকাশ্যে সে তর্ক করতে চাইছিল না। *ও আমাদের নীলকণ্ঠ নয়। আর আমাদের সৈন্যদের উঁচু প্রাচীরের পেছনে নিরাপদে না থেকে লড়া উচিত।*

'কনখলা ঠিক বলেছে,' দক্ষ বললেন। 'আমাদের উচিত সৈন্যদের এখানে রেখে যে মুহূর্তে ভন্ড নীলকণ্ঠের রণতরী বন্দরে ঢুকবে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ শানানো। ওই ভীরুটা আমার মেয়েকে একা যুদ্ধের মধ্যে ফেলে নিজে যমুনায় ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে! ভীরুতার মূল্য ওকে চোকাতে হবে।'

বিদ্যুন্মালী যা শুনছিল তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। *'এখনো কি কেউ মেলুহার স্বার্থ সবার উপরে রাখছে?'*

'সম্রাটকন্যা সতী ও তাঁর প্রতি তাঁর স্বামীর দায়িত্বের কথা ছেড়ে বরঞ্চ মেলুহার কথা ভাবা যাক।' ভৃগু বলে উঠলেন। 'পর্বতেশ্বরজী ঠিক বলেছেন। আমরা একখানা দারুণ জয় পেয়েছি। কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ আমাদের ভেবেচিন্তে নেওয়া উচিত। সেনাপ্রধান কি বলেন?'

'প্রভু, আমরা ওদের অশ্বারোহী বাহিনী ও হস্তীবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছি,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'সতীর সেনাবাহিনী পিছিয়ে যাচ্ছে। কাজেই নীলকণ্ঠ যে এখানে থেমে আক্রমণ করবেন তা আমার মনে হয় না।'

'তা তো করবেই না, ভীরু কোথাকার,' দক্ষ গজগজ করে উঠলেন।

'মাননীয় সম্রাট,' ভৃগু বিরক্তি না চেপে বলে উঠলেন। তারপরে মহর্ষি পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরলেন, 'সেনাপ্রধান, ও এখানে থামবে না কেন?'

'গণেশের সেনাবাহিনীর সংখ্যা আমরা আগে যা নির্ধারণ করেছিলাম, সেটাই ঠিক বলে আমার চররা আমাকে খবর পাঠিয়েছে,' পর্বতেশ্বর জানালেন। 'ওদের সত্যিই দেড় লক্ষ সৈন্য রয়েছে। সৈন্যবাহিনীটা বিশাল হলেও এখন সতীর বাহিনী আর ওদের সাথে যোগ দিতে পারবে না। কাজেই আমরা যদি দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে থাকি তো আমাদের সেনাবাহিনীকে হারানো ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমাদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থার থেকে আমরা ধীরে ধীরে ওঁর বাহিনীকে শুইয়ে ফেলতে পারি। কাজেই নীলকণ্ঠ এখানে খুব বেশি দিন ধরে অবরোধ চালাতে চাইবেন না। ওঁর তাতে কোনো লাভ নেই আর এতে তিনি অপ্রয়োজনে লোকও হারাবেন।'

'তাহলে উনি কি করবেন বলে আপনার মনে হয়?'

'উনি দেবগিরি পেরিয়ে গিয়ে সতীর বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন—বোধহয় মৃত্তিকাবতী বা লোথাল-এ।'

'তাহলে আমাদের উচিত ওদের রণতরীগুলো আক্রমণ করা,' দক্ষ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন।

'সেটা কঠিন হবে, মাননীয় সম্রাট,' পর্বতেশ্বর জানালেন। ওদের রণতরীগুলো নদীর স্রোতের সঙ্গে চলেছে। যেহেতু সরস্বতীতে আমাদের অধীনে আমাদের কোনো রণতরী নেই, আমাদের তাই সড়ক ধরে যেতে হবে। ওরা গতির কারণে এগিয়ে যাবে। আমরা ওদের সাথে তাল রাখতে পারবো না।'

'তাহলে ওদের কোথায় আক্রমণ করা উচিত?' ভৃগু জানতে চাইলেন।

'যদি আমাদের আক্রমণ করতেই হয়, তাহলে আমি মৃত্তিকাবতীতেই আক্রমণ করাটা পছন্দ করবো।'

'কেন?'

'লোথালের কথা ভাবাটা ঠিক হবে না। আমি নিজে লোথালের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলাম। কোনোরকম অহঙ্কার না করেই বলছি—ওই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্ভেদ্য। লোথাল জয় করতে গেলে ওদের একজন সৈন্য পিছু আমাদের দশজন সৈন্য লাগবে। আমাদের তা নেই। সতী ও গণেশের যৌথ বাহিনীর দুই লক্ষেরও বেশি সৈন্যের সামনে আমাদের আশি সহস্র সৈন্য কিছুই নয়। লোথাল আক্রমণ করলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। প্রচুর সৈন্য হারাবো আমরা। অন্যদিকে মৃত্তিকাবতীর যা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাতে ওরা সংখ্যাগতভাবে ওইরকম সুবিধা পাবে না। তাছাড়া আমাদের কুড়ি সহস্র সৈন্য তো মৃত্তিকাবতীর ভেতরেই রয়েছে। তারা যে বন্দী তা আমি মানছি। কিন্তু ওরা যদি সংবাদ পায় যে ওদের মেলুহী ভাইয়েরা নগর অবরোধ করছে তাহলে তারা হয়তো ভেতর থেকে অনেক গণ্ডগোল বাধিয়ে প্রভুকে বিপদে ফেলতে পারে। এর ফলে আমি আশা করছি যে প্রভু মৃত্তিকাবতীতে না সরে লোথালে পশ্চাদপসরণ করবেন।'

ভৃগু বুঝতে পারছিলেন যে পর্বতেশ্বর পুরোপুরি অন্যধরনের কৌশল অবলম্বন

করতে চাইছেন। 'আমার মনে হচ্ছে যে আপনি আদপেই আক্রমণ করতে চাইছেন না।'

'আক্রমণই করবো না,' দক্ষ অবাক হয়ে গেলেন। 'কেন করবো না। আমাদের সেনাবাহিনী জয়ের স্বাদ পেয়েছে। পর্বতেশ্বর তোমার উচিত . '

ভৃগু বাধা দিলেন, 'মাননীয় সম্রাট, আমাদের কি করা উচিত সেটা বোধহয় পর্বতেশ্বরের মতো একজন কুশলীর হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। সেনাপ্রধান, আপনি বলে যান।'

'আমি যে এই মুহূর্তে আগ্রাসী হতে চাইছি না তার কারণ হল প্রভু নীলকণ্ঠ আশা করবেন যে আমরা আক্রমণ করি,' পর্বতেশ্বর জানালেন। 'সৈন্যসংখ্যা বেশি না থাকলে কেউ সুরক্ষিত দূর্গ আক্রমণ করতে পারে না। আমাদের তা নেই। ওদেরকে আক্রমণ করলে আমাদের লাভ তো কিছুই হবে না। উপরন্তু প্রচুর সৈন্যও হারাবো। কাজেই বলছি যে আমরা দেবগিরি প্রাচীরের নিরাপত্তায় থাকবো। আর ছয়মাস অপেক্ষা করলে অযোধ্যার সেনাবাহিনী এসে পড়বে। ওদের তিনলক্ষ সৈন্যের সাথে যোগ দিলে আমাদের সেনাবাহিনী প্রভুর সেনাবাহিনীর থেকে সংখ্যাগতভাবে অনেকটা এগিয়ে থাকবে।'

'তাহলে তুমি বলছো যে আমরা কাপুরুষের মতো চুপচাপ বসে থাকবো?' দক্ষ বলে উঠলেন।

'পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে আক্রমণ না করাটা কাপুরুষতা নয়,' ভৃগু এই কথা বলে পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরলেন, 'আপনি বলে যান, সেনাপ্রধান।'

'অযোধ্যার বাহিনী এসে পড়লেই, আমাদের করচাপীতে অভিযান চালানো উচিত,' পর্বতেশ্বর বললেন। 'আমাদের সিন্ধু অংশের নৌবহরের উপরে এখনও আমাদের কর্তৃত্ব আছে। অযোধ্যার সৈন্যবাহিনীর সাথে ধরলে আমাদের হাতে চার লক্ষ সৈন্য থাকবে। তার সাথে সিন্ধুর বিশাল নৌবহর যোগ দিলে আমরা লোথালের উপর জোরালো আক্রমণ শানাতে পারবো।'

'আপনি যা বলছেন তা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হচ্ছে,' এরপর ভৃগু দক্ষের দিকে ফিরে বললেন। 'আমার মতে প্রভু পর্বতেশ্বরের কৌশল অবলম্বন করা উচিত। মাননীয় সম্রাট কি বলেন?'

দক্ষ তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

কিন্তু বিদ্যুন্মালী বুঝতে পারছিল যে সম্রাট মন থেকে এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারছেন না। সে ভাবলো যে হয়তো সুযোগ পেলে সে সম্রাটকে আরও আগ্রাসী পদক্ষেপ নিতে রাজী করাতে পারবে।
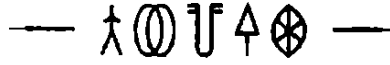
সরস্বতী ধরে যাওয়ার সময় গণেশের সেনাবাহিনী স্তম্ভিত হয়ে দেবগিরির দক্ষিণের পার্বত্য রণক্ষেত্রে ধ্বংসের চিহ্ন দেখছিল। ঘোড়া আর হাতির রক্তাক্ত মৃতদেহ সারা পাহাড় জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তাতে মাছি ভনভন করছে। চারপাশে অজস্র মৃতদেহ থাকলেও কাক ও শকুন জন্তুগুলোর মৃতদেহ নিয়ে মারপিট করছে। এইসব মাংসভূক পাখির ক্যাঁচর ম্যাচর-এ যুদ্ধক্ষেত্র আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

কিন্তু সৈন্যদের যে জিনিসটা বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলেছিল সেটা হল যে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো মানুষের মৃতদেহ দেখতে পাচ্ছিলো না। মেলুহীরা নিশ্চয়ই তাদের সম্মানজনক প্রথা মেনে সমস্ত শত্রুসৈন্যদের শ্রাদ্ধশান্তিও ঠিকঠাকই করেছে। তাদের এটাও চোখে পড়লো যে সরস্বতীতে কোনো ধ্বংসাবশেষ ভাসছে না। তার মানে সতীর রণতরীগুলো ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। আশা করা যায় যে তাঁর সেনাবাহিনীর বেশির ভাগটাই অক্ষত রয়েছে।

শিব তার প্রধান রণতরীর পাটাতনে দাঁড়িয়ে ছেলেদের ও শালির সাথে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি জানতেন যে এখন আর তিনি থেমে দেবগিরিতে যুদ্ধে জড়াতে পারবেন না। তার সংখ্যাগত সুবিধা আর নেই। তাঁকে আরও দক্ষিণে পিছিয়ে গিয়ে সতীর সেনাবাহিনীর বাকী অংশটাকে খুঁজে পেতে হবে। তাঁর চরেরা তাঁকে জানিয়েছে যে যতটা ধ্বংস দেখাচ্ছে আসলে কিন্তু অতটা ক্ষতি হয়নি। সতীর পদাতিক সেনাবাহিনীর অধিকাংশই বেঁচে গিয়েছে আর তাঁর রণতরীগুলো নিরাপদে দক্ষিণে চলে গিয়েছে। শিব জানতেন যে সতীর সেনাবাহিনীর একটা বড়ো অংশ যেহেতু অক্ষত আছে তাই তিনি এখনও যুদ্ধে লড়তে পারেন। কিন্তু তাঁর কৌশল নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।

কিন্তু সেসব পরের কথা। এখন তাঁর মাথায় একটাই চিন্তা তার সতী ঠিকঠাক

আছে তো? আঘাত পায়নি তো? বেঁচে আছে তো?

'নীলকণ্ঠ', গোপাল দৌড়ে এলেন। এক বাসুদেব পণ্ডিত দূত শিবের রণতরীর অপেক্ষায় সরস্বতীর পূর্বদিকের পাড়ে লুকিয়ে ছিল। গোপাল সবেমাত্র তার থেকে সংবাদ পেয়েছেন। 'সতীদেবীকে যখন পিছু হটতে রণতরীগুলোর একটায় তোলা হচ্ছিলো তিনি তখনও বেঁচে ছিলেন।'

'তখনও বেঁচে? আপনি বলতে চাইছেন?'

'শিব, উনি খুব বাজেভাবে আহত হয়েছেন। দাপাতে থাকা হস্তীবাহিনী আর মেলুহার নিজস্ব অশ্বারোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে সতী নিজেই তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নন্দী ও বীরভদ্র তাঁকে কোনোভাবে নিরাপদে টেনে এনেছে। জাহাজে তোলার সময়ে সতীর জ্ঞান ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত, যে লোকটির সাথে আমার কথা হয়েছে তার কাছে এর চাইতে বেশি কোনো সংবাদ ছিল না।'

শিব তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতেন তার নৌবহরের গঠন এমনই তাতে তারা সেই গতিতেই চলতে পারে যে গতিতে সবচাইতে ধীরগতির রণতরী চলে। কিন্তু তাঁর পক্ষে অতখানি অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

'গণেশ, আমি সবচাইতে দ্রুতগামী রণতরীটা নিয়ে দক্ষিণে যাচ্ছি। আমাকে তোমার মায়ের রণতরী খুঁজে পেতে হবে। তুমি, কালী ও কার্তিক নৌবহরেই থেকো। যে কোনো রকমের যুদ্ধ এড়িও। যত দ্রুত সম্ভব এসে মৃত্তিকাবতীতে আমার সাথে যোগ দিও।'

গণেশ ও কার্তিক তাঁদের মায়ের চিন্তায় চুপচাপ চিন্তাকুলভাবে দাঁড়িয়েছিলো।

'ও বেঁচে আছে,' ছেলেদের কাঁধে হাত দিয়ে শিব বললেন। 'আমি জানি ও বেঁচে আছে। আমাকে ছাড়া ও মরতে পারে না।'

— ⸻ —
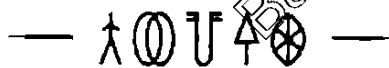
শিবের রণতরী সরস্বতী ধরে গিয়ে পিছোতে থাকা সতীর রণতরী ধরে ফেলেছিল। সতীর জলযানে উঠে শিব দেখলেন যে সতী তখন বিপদমুক্ত হলেও শয্যাশায়ী। কিন্তু এই ভালো সংবাদের সঙ্গে এক বাসুদেব পণ্ডিতের থেকে পাওয়া ভয়ংকর সব সংবাদও ছিল। দেবগিরিতে সতীর সেনাবাহিনীর ধ্বংস হওয়ার সংবাদ

পেয়ে মৃত্তিকাবতীর মেলুহী যুদ্ধবন্দীরা সাহসী হয়ে উঠে তাদের নাগরিক রক্ষীদের আক্রমণ করে। তারা বন্দীশালা ভেঙে বেরিয়ে নগর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে। ওই প্রক্রিয়ার ফলে নীলকণ্ঠের অনুগত তিন সহস্র নাগরিক মারা পড়েছে। কাজেই এই মুহূর্তে মৃত্তিকাবতী থেকে দূরে থাকা ছাড়া শিবের আর কোনো উপায় নেই। এখন মৃত্তিকাবতী তাঁর সৈন্যদের পক্ষে নিরাপদ নয়। তিনি সরস্বতীর অন্য একটা উপনদী ধরে গিয়ে লোথালে যাওয়া স্থির করলেন। এক বাসুদেব পণ্ডিতের হাতে গণেশের সেনাবাহিনীর কাছেও সেইমতো সংবাদ পাঠানো হল।

তবে ওই মুহূর্তে শিব সরস্বতী বেয়ে চলা সতীর রণতরীতেই রয়েছেন। রণতরীর প্রধানের সাথে নৌপথ তদারকির পর শিব সতীর কক্ষে নেমে এলেন।

আয়ুর্বতী সতীর বিছানার পাশে বসে সতীর মুখের পুড়ে যাওয়া অংশে কোনো জড়িবুটি লাগাচ্ছিলেন। দক্ষতার সাথে ঝটপট তিনি নিমপাতার পট্টি লাগাচ্ছিলেন। 'এতে তোমার ক্ষতস্থানে সংক্রামণ না হওয়াটা নিশ্চিত করা যাবে।'

সতী নম্রভাবে মাথা নাড়লেন, 'ধন্যবাদ, আয়ুর্বতীজী।'

সতী তার মুখের এক-চতুর্থাংশ জুড়ে থাকা বিচ্ছিরি ক্ষত নিয়ে ভাবতে পারে এই ভাবে আয়ুর্বতী বলে চললেন, 'তাছাড়া, ক্ষতচিহ্নটা নিয়ে ভাববে না। তুমি প্রস্তুত হলেই আমি প্রসাধনিক অস্ত্রোপচার করে চামড়া মসৃণ করে দেবো।'

সতী মাথা নাড়লেন কথা বললেন না।

আয়ুর্বতী শিবের দিকে তাকিয়ে আবার সতীর দিকে ফিরলেন, 'সাবধানে থেকো বাছা।'

'আয়ুর্বতীজী, আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' মুখে গজিয়ে ওঠা ক্ষত-নিরামক কোষের ফলে সতী হাসতে পারছিলেন না।

আয়ুর্বতী দ্রুত কক্ষ থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। শিব হাঁটু গেড়ে বসে সতীর হাত ধরলেন।

'শিব, আমি দুঃখিত। তোমার সম্মান রাখতে পারলাম না।'

'এই এক কথা বারবার বলা বন্ধ করো তো,' শিব বলে উঠলেন। 'লঙ্কাপোড়ার গন্ধে হাতিরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিল সে সংবাদ আমি পেয়েছি। তুমি যে

এতজনকে বাঁচাতে পেরেছো এটাই আশ্চর্যের।'

'আমি তোমার স্ত্রী বলেই তুমি এতটা দয়ালু হচ্ছো। আমরা হস্তীবাহিনী হারিয়েছি আর অশ্বারোহী বাহিনীর অধিকাংশই গেছে। অনর্থ ঘটে গেছে।'

'তুমি নিজের উপর এতটা কঠোর হচ্ছো কেন? দেবগিরিতে যা ঘটেছে তাতে তোমার দোষ ছিল না। যে মুহূর্তে মেলুহীরা জানতে পেরেছিলো যে লঙ্কা পোড়ার গন্ধে হাতিরা পাগলের মতো হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তেই আমরা হস্তীবাহিনী হারিয়েছিলাম।'

'কিন্তু আমার আগেই সরে আসা উচিত ছিল।'

'তুমি তো হাতিদের অবস্থা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সরে এসেছিল। অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে এগোনো ছাড়া তোমার কোনো উপায় ছিল না। নয়তো সৈন্যের কচুকাটা হয়ে যেত। সত্যি বলতে কি আমাদের পুরো সেনাবাহিনীটাই অক্ষত আছে। এই যে আমাদের বেশি ক্ষতি হয়নি সেটা নিশ্চিত করাতে তুমি দুর্ধর্ষ ভূমিকা পালন করেছ।'

সতী বিষণ্ণভাবে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। তখন তাঁকে অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছিলো।

শিব তাঁর কপালে আলতো করে হাত রাখলেন। 'সোনা, আমার কথাটা শোনো '

'শিব, আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।'

'সতী. '

'শিব, দয়া করো . আমাকে একা ছেড়ে দাও।'

'শিব সতীকে মোলায়েমভাবে চুমু খেয়ে বললেন, 'ওটা তোমার দোষ নয়। সাধারণত জীবনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যায় যেগুলোর জন্য আমরা সত্যি সত্যিই দায়ী। সেগুলোর জন্য অবশ্য নিজেকে অপরাধী ভেবো। কিন্তু যেগুলো তোমার দোষ নয় সেগুলো নিয়ে ভেবে নিজের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলার কোনো মানেই হয় না।'

সতী যন্ত্রণাকাতর চোখে শিবের দিকে তাকালেন। 'আর তোমার ব্যাপারে, শিব? তোমার কি সত্যিই মনে হয় যে এক ছয় বছরের শিশুর পক্ষে কৈলাশের মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল।'

এবার শিবের চুপ করে থাকার পালা।

'সৎ উত্তরটা হল, "না" সতী বললেন। 'আর এখন কিনা তুমি সেই অপরাধবোধ বয়ে বেড়াচ্ছ? ঠিক কিনা? এর কারণ তুমি নিজের থেকে আরও বেশি প্রত্যাশা করেছিল।'

ছোটবেলার সেই স্মৃতিতে শিবের চোখ জলে ভরে উঠলো। তাঁর জীবনে এমন একটা দিনও যায়নি যেদিন তিনি সেই মেয়েটিকে না বাঁচাতে পারার বা না বাঁচাতে চেষ্টা করার জন্য মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করেননি।

'আমিও নিজের থেকে বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম', সতী বললেন। তাঁর চোখ ভেজা।

তাঁরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন।
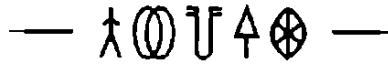
শিব ও সতীর নৌবহর সবেমাত্র সরস্বতীর উপনদীর সেই প্রান্তে পৌঁচেছে যেখান থেকে আর রণতরী বেয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখনি থেকে রণতরী চালানোর জন্যে যথেষ্ট জল নেই—একদম অগভীর।

আরও খানিকটা এগিয়ে সরস্বতীর জল শুকিয়ে শুকনো মাটিতে এসে পড়েছে—সমুদ্রে সে আর পৌঁছে উঠতে পারেনি।

যে উপনদীটা মৃত্তিকাবতীতে যাচ্ছে শিব সেটা বাছলেন না। তিনি সরস্বতীর দক্ষিণপ্রান্তে রয়েছেন। এখান থেকে তাঁর সেনাবাহিনী লোথালের শক্তপোক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে যাত্রা শুরু করবে। পেছনে খালি রণতরী ছেড়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক। সামান্য সময়ের মধ্যেই মেলুহীরা ওর সংবাদ পেয়ে যাবে। এতে করে সত্যি বলতে কি মেলুহীদের পঁচিশখানা চমৎকার রণতরী ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে। এর ফলে তারা তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে ভয়ংকর গতিতে সরস্বতী

ধরে আসতে পারবে। সিদ্ধান্ত পরিষ্কার। রণতরীগুলোকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

তাঁর পুরো বাহিনী নেমে পড়ার পর আর তারা লোথালের দিকে যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর শিব রণতরীগুলোতে আগুন ধরাতে নির্দেশ দিলেন। এ বছর বর্ষাকাল তাড়াতাড়ি এসে গেলেও কিছুদিন বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল। ফলে রণতরীগুলোকে আগুন দ্রুত গ্রাস করে নিল।

শিব দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি খেয়াল করেননি যে গোপাল ও চেনরধ্বজ তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'অগ্নিদেব সব কিছুই দ্রুত গ্রাস করে নেন,' গোপাল বললেন।

শিব গোপালের দিকে ফিরলেন। 'আমাদের কোনো উপায় ছিল না পণ্ডিতজী।' তিনি আবার ঘুরে আগুনের দিকে তাকালেন।

'নাঃ, তা ছিল না বটে।'

'পণ্ডিতজী, আমাদের কি করা উচিত বলে আপনার মনে হয়?' শিব জানতে চাইলেন।

গোপাল বললেন, 'এখন বর্ষাকাল। দেবগিরিতে সম্প্রতি আক্রমণ চালানো কঠিন হবে। আর চালালেও অশ্বারোহী বাহিনী ছাড়া আমরা দেবগিরির মতো সুপরিকল্পিত নগর জয় করতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু ওদেরও তো লোথালে আমাদের আক্রমণ করাটা কঠিন হবে,' শিব বললেন। 'সত্যি বলতে কি, লোথালের সুরক্ষা পরিকল্পনা দেবগিরির চাইতেও ভালো।'

'ঠিক,' গোপাল সায় দিলেন। 'তাহলে এটাই দাবার চাল মাত হোক। মেলুহীরাও এটাও চাইবে কারণ অযোধ্যার বাহিনী মেলুহায় না পৌঁছানো অবধি তাদেরও অপেক্ষা করতে হবে। তারা ছয় মাসের মধ্যেই এখানে আসতে পারবে।'

শিব জ্বলন্ত রণতরীগুলোর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন। ঘটনা যেরকম বিশ্রীভাবে এগিয়েছিল তাতে তাঁর মন ভালো ছিল না।

চেনরধ্বজ বলে উঠলেন, 'প্রভু আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

শিব ভুরু কুঁচকে চেনরধ্বজের দিকে তাকালেন।

'আমরা নাগ ও আমার বাহিনী থেকে বেছে নিয়ে একটা ঝটিকা বাহিনী তৈরি করতে পারি', চেনরধ্বজ বললেন। 'দক্ষ সেনারা গোপনে সোমরস উৎপাদক ব্যবস্থা আক্রমণ করবে। এটা আত্মঘাতী অভিযান হলেও আমরা ওটাকে ধ্বংস করতে পারবো।'

'না', শিব জানিয়ে দিলেন।

'কেন, প্রভু?'

'কেননা পর্বতেশ্বর নিশ্চয়ই সেটার জন্য প্রস্তুত আছে। সে বোকা নয়। ওটা যে আত্মঘাতী অভিযান হবে তাতে সন্দেহ নেই তবে সফল অভিযান হবে না।'

'আরেকটা উপায় আছে,' গোপাল ফিসফিস করে বললেন।

'বায়ুপুত্রেরা?' শিব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ।'

শিব জ্বলন্ত রণতরীগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর মুখের ভাব দুর্বোধ্য। মনে হয় বায়ুপুত্ররাই এখন একমাত্র পথ।

অধ্যায় ৩২

শেষ সম্বল

শিব একটা পাতলা কাপড় দিয়ে মাথা মুখ ঢেকেছিলেন, চোখ দুটো খোলা ছিল। অঙ্গবস্ত্রটা পেশীবহুল শরীরে জড়িয়ে নিয়েছিলেন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। একটা ছাউনি দেওয়া গরুর গাড়িতে শুয়ে শুয়ে যাচ্ছিলেন সতী। হেঁটে যাওয়ার পক্ষে এখন তিনি যথেষ্টই সুস্থ, কিন্তু আয়ুর্বতী লোথালে যাওয়ার জন্য যাত্রাটায় খুব সাবধান হতে জোর দিয়েছিলেন। গরুর গাড়ির কাপড়ের ঢাকা সরিয়ে শিব তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রীকে একবার দেখলেন। মৃদু হেসে আবার ঢাকাটা নামিয়ে দিলেন।

ঘোড়াকে হালকা চালে ছোটানোর জন্য তার পেটে গুঁতো দিলেন।

'পণ্ডিতজী' ঘোড়ার গতি কমিয়ে গোপালের কাছাকাছি পৌঁছে বললেন শিব, 'বায়ুপুত্ররা . '

'কি বলুন?'

'ওনারা কি এক ভয়ঙ্কর অস্ত্রের অধিকারী, কালী যেটার ব্যাপারে বলছিল?'

'ব্রহ্মাস্ত্র?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, অন্য দৈবী অস্ত্রর থেকে এটা কিভাবে ভিন্ন?'

শিব জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে অন্য সব দৈবী অস্ত্রের থেকে ব্রহ্মাস্ত্র আরও কত বেশি ভয়ঙ্কর।

'বেশির ভাগ দৈবী অস্ত্রই মানুষ নিধন করে কিন্তু কিছু দৈবী অস্ত্র আছে, যেমন ব্রহ্মাস্ত্র যেটা রাজ্যকে না পারলেও পুরো নগরকেই ধ্বংস করে দিতে পারে।'

‘পবিত্র সরোবরের দিব্যি! একটা অস্ত্র সেটা পারে কি ভাবে?’

‘ব্রহ্মাস্ত্র হল প্রলয়ংকর অস্ত্র, হে বন্ধু; সম্পূর্ণ নগর ধ্বংসকারী আর গন প্রাণ বিনাশকারী। যখন কোন ভূখণ্ডে এর বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তখন বিশাল ব্যাঙের ছাতার মতো ধোঁয়ার মেঘ আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে প্রায় স্বর্গের কাছে পৌঁছে যাবে। বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলে থাকা সকল মানুষ এবং সকল পদার্থই সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের মতো উবে যাবে। বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলে ধ্বংসের মূল পরিধির বাইরে যেসব দূর্ভাগা বেঁচে থাকবে, তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভুগতে থাকবে। সেই স্থানের সবরকম জলের উৎস কয়েক দশক ধরে বিষাক্ত হয়ে থাকবে। মাটি কয়েক শতাব্দী ধরে অব্যবহার্য্য হয়ে যাবে; কোন রকম শস্য আর উৎপাদিত হবে না সেখানে। এই অস্ত্র একবার মাত্র প্রাণনাশ করে না, ব্যবহারের পর কয়েক শতাব্দী ধরে বারবার প্রাণনাশ করে চলে।’

‘আর মানুষ বাস্তবিক এমন একটা অস্ত্র ব্যবহার করার কথা কল্পনা করতে পারে?’ আতঙ্কিত শিব জিজ্ঞাসা করলেন। ‘পণ্ডিতজী, এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা মানবতার বিরোধী।’

‘একেবারে ঠিক, মহান নীলকণ্ঠ আসলে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের অবকাশই হয় না। যদি তুমি জানো যে তোমার শত্রুর কাছে এই অস্ত্র রয়েছে তাহলে তোমার মনে এমন ভয় ঢুকবে যে যাই করো না কেন আত্মসমর্পণ করতেই হবে; যার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে তার বিরুদ্ধে জেতা যায় না।’

‘আপনার কি মনে হয় বায়ুপুত্ররা এই অস্ত্র আমাকে দেবেন? অথবা আমি কি খুব বেশি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি? যতই হোক, আমি তো ওদের কেউ নই। তারা তো ভাবে আমি নকল, ভাবে না তারা?’

‘হয়তো ওনারা আমাদের সাহায্য করবেন। কেন করবেন তার পেছনে দুটো যুক্তি দেখাতে পারি। প্রথমটা হল তাদের বেশির ভাগরা যদি মনে করতেন যে আপনি নকল বা প্রতারক তাহলে আপনাকে তাহলে আপনাকে হত্যা করাতে পারতেন, তারা সে চেষ্টা করেননি। হয়তো তাদের উপদেষ্টা পরিষদের বেশির ভাগেরাই এখনো আপনার খুড়ো প্রভু মনোভুকে শ্রদ্ধা করেন।’

‘আর দ্বিতীয়টা?’

'মহর্ষি ভৃগু পঞ্চবটিতে আক্রমণ করার সময়ে দৈবী অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। সেটা ব্রহ্মাস্ত্র ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও দৈবী অস্ত্রই ছিল, যদিও মহর্ষির নিজের উপাদান দিয়েই সেটা বানানো হয়েছিল। তাই সেটা ব্যবহার করে তিনি প্রভু রুদ্রের বিধিনিষেধ ভঙ্গ করেছিলেন। আমি যে সন্দেহটা করছি, তা হল বায়ুপুত্ররা ভীষণরকম ভাবে ওনার বিরুদ্ধে চলে গেছেন। আর শত্রুর শত্রু . '

' . হল বন্ধু।' গোপালের বিবৃতিটা শিবই শেষ করলেন।

'কিন্তু নিশ্চিত নই যে এই যুক্তিগুলো যথেষ্ট।'

'বন্ধু, এছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই।'

'হয়তো তাই . । কেমন ভাবে আমরা বায়ুপুত্রদের দেশে যেতে পারবো?'

'পরিহা আমাদের এখান থেকে বহুদূরে পশ্চিমদিকে অবস্থিত। স্থলপথে পায়ে হেঁটে, বিশাল পর্বতমালা পেরিয়ে আমরা সেখানে যেতে পারি। কিন্তু সেটা ঝুঁকিপূর্ণ আর সময় সাপেক্ষ যাত্রা। অন্য যে উপায়, তা হল সমুদ্র পথ ধরা। কিন্তু তাতে আমাদের ঈশানী বায়ুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

'ঈশানী বায়ু মানে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা বাতাস? কিন্তু তাতো বইতে শুরু করে বর্ষা থামার পরই। আমাদের একমাস অথবা দুমাস অপেক্ষা করতে হবে।'

'হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে আমাদের।'

'আমার মাথায় একটা ভাবনা এসেছে। আমরা পিছু হটে লোথাল নগরীতে যাচ্ছি সেটা একবার জেনে গেলে, আমি নিশ্চিত যে মেলুহীরা নগরের মধ্যে আর আশেপাশে গুপ্তচর আর অনুসন্ধানী বাহিনীকে নিযুক্ত করবে। তাই, আমরা যদি পরিহা যেতে প্রচলিত যাত্রাপথ ধরি, ওরা জেনে যাবে যে আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি। মহর্ষি ভৃগু হয়তো তাতে আঁচ করতে পারেন যে আমি বায়ুপুত্রদের কাছে যাচ্ছি সাহায্য চাইতে, যার ফলে পেছনে হত্যাকারী নিয়োগ করার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগতে পারেন। রণতরীর একটা ছোটো নৌবহর নিয়ে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলে কেমন হয়?'

গোপাল পরিকল্পনাটা তক্ষুণি বুঝে গেলেন। আমরা ওদের বোঝাবো যে নর্মদাতে যাচ্ছি আমরা হয়তো উজ্জয়িনী পঞ্চবটি যাওয়ার জন্য।'

'ঠিক তাই।' শিব বললেন 'আমরা কোন গোপন স্থানে আমাদের সাময়িক রণতরী থেকে নেমে যেতে পারি, আর তারপর সাধারণ কোন বাণিজ্যতরী করে ভেসে পড়তে পারি পরিহার উদ্দেশ্যে।'

'অসাধারণ। যখন মেলুহীরা নর্মদায় আপনার জন্য অনুসন্ধান করতে থাকবে ততক্ষণে আমরা পরিহার দিকে যাত্রা করেছি।'

'ঠিক'।

'আর আমরা যদি নৌবহর এর পরিবর্তে একটা মাত্র বাণিজ্যতরী ব্যবহার করি, তবে অভিযানটা গোপনীয় আর দ্রুত হবে।'

'আবারও সঠিক বলেছেন।'

— ✦ —

লোথাল দূর্গের দক্ষিণ কিনারের পাহারা ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সতী। দূর্গ-প্রাচীরের ওধারে সাগরের বিশাল বিস্তার দেখছিলেন। সময়ের আগেই বর্ষা এসে উপস্থিত হয়েছিল আর নগর জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। জোরে উফ্ শব্দ করে আয়ুর্বতী দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকে বাঁশ আর কাপড়ে তৈরি ছাতাটা দরজার পাশে ঠেসান দিয়ে রাখলেন।

'ইন্দ্রদেব ও বরুণদেব, প্রসন্ন হোন! ওনারা ঠিক করেছেন যে সারা বছরের বৃষ্টি একদিনেই নামাবেন।'

সতী আয়ুর্বতীর দিকে মলিন দৃষ্টিতে দেখলেন।

আয়ুর্বতী সতীর পাশেই বসলেন আর ভিজে অঙ্গবস্ত্রর প্রান্ত নিংড়োতে থাকলেন, 'আমি বৃষ্টি ভালোবাসি। যেন মনে হয় বৃষ্টি দুঃখ দুর্দশা ধুয়ে ফেলে নতুন আশা জাগিয়ে জীবনকে নতুন ভাবে ভরিয়ে দেয়। দেয় না?'

খুব একটা গা নেই এমনভাবে সতী আস্তে করে মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন আয়ুর্বতীজি।'

আয়ুর্বতী হাল ছাড়ার পাত্রী নন। স্থির করেছিলেন যে সতীর মনটা হাল্কা করবেন তাই জোর করেই বলতে লাগলেন 'আমি এখন খালি আছি। খুব বেশি

আহত কেউ নেই, আর আশ্চর্যজনকভাবে বর্ষাকালীন রোগও এ বছর খুবই কম'।

'সেটাতো খুবই ভালো সংবাদ, আয়ুর্বতীজি।' সতী বললেন।

'হ্যাঁ তা-ই। আর সেই জন্য মনে হল যে তোমার অস্ত্রোপচার করার জন্য এটা ভালো সময়।'

সতীর বাঁ গালে একটা বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন ছিল। দেবগিরির যুদ্ধে পুড়ে যাওয়ার অবশেষ রূপে থাকা এই ক্ষতচিহ্নের ওপর শুকনো ছাল গজাচ্ছিলো।

'আমায় তেমন কিছুই হয়নি।' নম্রভাবে সতী বললেন।

'অবশ্যই, তেমন কিছুই হয়নি। তোমার গালের ওই দাগটার কথা বলছি আমি। ক্ষতচিহ্ন সারানোর প্রসাধনিক অস্ত্রোপোচার করে সহজেই এটা ঠিক করে নেওয়া যায়।'

'না, না, আমি তা করতে চাই না।'

আয়ুর্বতী ভাবলেন আরোগ্যলাভ করার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে আর সেইজন্য পরবর্তী যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে কিনা সেই নিয়ে সতী উদ্বিগ্ন হয়েছেন। 'কিন্তু এটা খুব সহজ একটা পদ্ধতি, সতী। কয়েক সপ্তাহর মধ্যেই তুমি সেরে উঠবে। মনে তো হচ্ছে যে এ বছর ভালোই বর্ষা হবে। তার মানে কয়েক মাসের মধ্যে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হবে না। কোন লড়াই থেকেই তুমি বঞ্চিত হবে না।'

'কোন কিছুই আমাকে পরের লড়াই থেকে দূরে রাখতে পারবে না।'

'তাহলে কেন অস্ত্রোপোচার করতে চাইছো না, মা আমার? আমি নিশ্চিত যে এতে শিবের আনন্দ হবে।'

সতীর গম্ভীর মুখে সামান্য হাসির রেখা দেখা দিল।

'শিব আমায় বলতে থাকবে যে তোমার মুখে দাগ থাকুক আর না থাকুক, তুমি একই রকম সুন্দরী আছো। জানি যে আমায় দেখতে ভয়ানক বিশ্রী লাগছে। ও আমায় ভালোবাসে তাই মিথ্যে বলবে। কিন্তু সেটা বিশ্বাস করে নিতেই হচ্ছে'।

'তুমি এমন করছো কেন?' মনোবেদনা নিয়ে আয়ুর্বতী জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমায় একদম ব্যথা লাগবে না। তবে তুমি তো ব্যথার জন্য ভয়ও পাওনা . '

'তা নয়, আয়ুর্বতীজি।'

'তাহলে কেন। তোমায় একটা কারণ দেখাতেই হবে।'

'কারণ, এই দাগটা আমি রাখতে চাই।' কঠিনভাবে সতী বললেন।

আয়ুর্বতী একটু থেমে তারপর বললেন 'কেন?'

'এই দাগটা সবসময় আমায় মনে করাবে আমার বিফলতাকে। আমার সৈন্যবাহিনীর কারণে যে হার স্বীকার করতে হয়েছে, সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি পুনরুদ্ধার করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত থামবো না।'

'সতী! ওটা তোমার দোষে হয়নি . '

'আয়ুর্বতীজী,' মেলুহার পূর্বতন মুখ্য অস্ত্রচিকিৎসককে মাঝ পথে থামিয়ে সতী বললেন 'সবার মধ্যে থেকে আমাকে আপনি ভদ্রতার খাতিরে এমন মিথ্যে বলতে পারেন না। আমি সেনাধক্ষ্য আর আমার বাহিনী পরাজিত হয়েছে। এটা আমারই অক্ষমতা।'

'সতী . '

'এই দাগটা আমার সঙ্গেই থাকবে। প্রত্যেকবার আমার প্রতিবিম্ব দেখবো আর এ আমায় মনে করাবে যে আমায় কাজটা করতে হবে। আমার বাহিনীর হয়ে একটা যুদ্ধ জিততে দিন। আর তারপরই আমরা অস্ত্রোপোচারটা সেরে ফেলবো।'
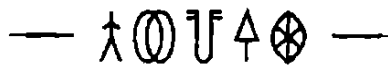
'দাদা,' ফিসফিস করে কার্তিক বললেন, তার ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা দাদার হাতে আস্তে করে তার হাতটা রাখলেন।

গণেশের বাহিনী সবেমাত্র লোথালে এসে পৌঁছেছে। কোন একজন বাসুদেব পণ্ডিতের পরামর্শ মতো তারাও মৃত্তিকাবতীকে এড়িয়ে চলে এসেছে। শিবের মতো গণেশও নিজের বাহিনীর রণতরীগুলোকে সরস্বতী নদীতে ধ্বংস করে নিশ্চিত হয়ে তারপর পায়ে হেঁটে পুরো বাহিনী নিয়ে লোথালের দক্ষিণে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

লোথালের নগরপাল চেনরধ্বজ প্রধান দ্বারে তাদের অর্ভ্যথনা করেছে। গণেশ

আর কার্তিক তক্ষুণি বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন, কিন্তু চেনরধ্বজ জানালো শিব বলে দিয়েছেন আগে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করা হয়। দেবগিরির যুদ্ধে তাদের মায়ের হার হওয়ার পর প্রথম সাক্ষাতের আগে শিব চাইছিলেন বুঝিয়ে শুনিয়ে দিতে।

ইতিমধ্যে, নীলকণ্ঠের মিত্ররা—অযোধ্যায় সম্রাটপুত্র ভগীরথ, ব্রঙ্গদেশের রাজা চন্দ্রকেতু আর বৈশালীর রাজ মাতলী—এদের রাখা হয়েছিল লোথালের নগরপালের ভবনে যার যার ঘরে। পররাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীরা তাদের সম্মানের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রবংশী রাজপুরুষরা নিজের দেশে জমকালোভাবে আর খুবই আড়ম্বরের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। মেলুহীদের মেন অনাড়ম্বর ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁরা স্পষ্টভাবেই খুব আশাহত হলেন। এটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধতম অঞ্চলের নগরপাল এতটা সাদাসিধে ভাবে জীবনযাপন করেন। যাইহোক, ওনারা খুব প্রসন্ন মনেই থাকার ব্যবস্থাটা মেনে নিলেন এটা জেনে যে শিবের সেটাই ইচ্ছে। নগরের অতিথিশালা আর অস্থায়ীভাবে বানানো বাসভবনে সৈন্যবাহিনীকে রাখা হয়েছিল।

এত বেশি সংখ্যক নবাগতদের খুব কম সময়ের মধ্যেই যথাযথ সাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলাটা ছিল মেলুহার চমৎকার পৌর-পরিকল্পনার ফসল, সর্বসমেত এক বিশাল বাহিনী, সংখ্যায় এখন প্রায় আড়াই লক্ষ হবে। লোথালে তারা থাকতে লাগলো।

শিবের কাছে কথাবার্তা শুনে পরামর্শ নিয়ে গণেশ আর কার্তিক তাদের মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটলেন। সতীর আঘাতের ধরণটার ব্যাপারে তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যাতে না অসাবধানতাবশত দুই ভাই তাদের মাকে মানসিকভাবে আরো বিপর্যস্ত করে ফেলে। সেটা শিব চাননি। যেখানে কার্তিক শিবের নির্দেশ অনুযায়ী নিজের রাগ আর মানসিক ধাক্কাটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন সেখানে মায়ের প্রতি আবেগজনিত আচ্ছন্নকর ভালোবাসার জন্য গণেশ তা পারলেন না।

মায়ের বিকৃত মুখ দেখে গণেশ তার মুঠি শক্ত করলেন। দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো আর দ্রুত শ্বাস নিতে লাগলো। তার শান্ত দৃষ্টি জ্বলে উঠলো। রাগে তার

লম্বা নাক সোজা হয়ে উঠে কাঁপতে লাগলো। কুলোর মতো কান শক্ত হয়ে গেল।

গরগর করে উঠলেন গণেশ 'ওদের প্রত্যেককে আমি মেরে ফেলবো . '

'গণেশ', ছেলের কথায় বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে সতী বললেন, 'মেলুহী সৈন্যরা কেবল তাদের কর্তব্য করেছিল, যেমন আমিও করেছিলাম। তারা অন্যায় কিছু করেনি।'

গণেশের নিরবতা তার ক্রোধকে চেপে রাখতে পারছিল না।

'গণেশ যুদ্ধে এসব ঘটনা ঘটেই থাকে। তুমি সেটা জানো।'

'দাদা, মা ঠিক বলেছে,' কার্তিক বললেন।

সতী এগিয়ে এসে তাঁর বড়ো ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। ওর মুখ নিচে টেনে নিয়ে কপালে চুমু খেলেন, হেসে আদর করে বললেন 'ঠাণ্ডা হও গণেশ।'

কার্তিকও মা ও দাদাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

'দাদা, বীর যোদ্ধার কাছে লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্ন হল গর্বের বস্তু।'

গণেশ তার মাকে জোরে ধরে রেখেছিলেন। গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নেমেছিল, 'আর কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি যাবে না মা, অন্তত, আমি তোমার সামনে না থাকলে তো নয়ই।'

ক্ষীণভাবে হেসে ছেলের পিঠ চাপড়ে ছিলেন সতী।

— ★ —
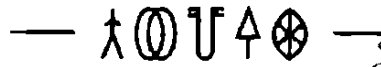
লোথালের নগরপালের ভবনে শিবের থাকার অংশের একটা ঘরে শিব প্রবেশ করলেন, সেই ঘরের কিছু আসবাব সরিয়ে দিয়ে সতী সেখানে একটা অনুশীলনের স্থান তৈরি করেছিলেন। সতী তখন সেখানে তলোয়ার চালানো অনুশীলন করছিলেন। স্ত্রীর যাতে না বিঘ্ন ঘটে তাই দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে শিব দেখছিলেন। পাকা যোদ্ধার প্রত্যেক সঞ্চালন শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিলেন। পাছা বেঁকিয়ে শরীরের ওজনকে কাজে লাগানো; ক্ষিপ্র গতিতে তলোয়ার সামনে বিঁধিয়ে দেওয়া; সাঁই করে ঘুরিয়ে কোপ মারা; দ্রুত ঢাল ব্যবহারের কৌশল,

যেখানে তিনি ঢালকে অস্ত্র রূপেই প্রায় ব্যবহার করছিলেন। গভীরভাবে শ্বাস নিলেন শিব আবার মনে পড়লো যে কেমন তিনি সতীকে এতো ভালোবাসেন।

ঢালটাকে ধরে এক পাশে ঘুরতেই শিবের দিকে তাঁর চোখ পড়লো।

'কতক্ষণ ধরে তুমি দেখে যাচ্ছো?' আশ্চর্য হয়ে সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

'অনেকক্ষণ ধরে দেখেই বুঝতে পারছি যে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করা আমার উচিৎ নয়।'

কিছু না বলে মৃদু হাসলেন সতী। তাড়াতাড়ি তলোয়ারটা খাপে ঢোকালেন আর ঢালটাকে নামিয়ে রাখলেন। শিব এগিয়ে গিয়ে সতীর লড়াইয়ের ধড়াচুড়ো খুলতে সাহায্য করলেন।

'ধন্যবাদ' ফিসফিস করে বললেন সতী। শিবের থেকে লড়াইয়ের জিনিসগুলো নিলেন, অস্ত্র রাখার তাকের কাছে গিয়ে ঢাল আর খাপে ঢোকানো তলোয়ারটা রেখে দিলেন।

'আমরা একসঙ্গে পরিহাতে যেতে পারবো না।' শিব বললেন।

'জানি সে কথা।' সতী বললেন 'গোপালজী বলেছেন যে পরিহাবাসীরা তাদের অঞ্চলে কেবল বায়ুপুত্র আর বাসুদেবদেরই ঢোকার অনুমতি দেয়। আমি তো দুটোর একটাও নই।'

'তাহলে তো, নিয়ম অনুযায়ী, আমিও নই।'

সতী অঙ্গবস্ত্রটা মাথায় ঘোমটার মতো ঢাকলেন যাতে বাঁ দিকের গালটাও ঢাকা পড়ে। কাপড়ের পাড়টা দাঁতে কামড়ে রাখলেন বাঁ গালের ক্ষতের দাগটা ঢেকে রাখার জন্য। 'কিন্তু তুমি হলে নীলকণ্ঠ। তোমার জন্য নিয়ম ভাঙা যায়।'

শিব এগিয়ে এসে এক হাতে সতীকে কাছে টেনে নিলেন, অন্য হাতে অঙ্গবস্ত্রটা নামাতে চেষ্টা করলেন, যদিও সতী জানতেন শিব এসব গ্রাহ্য করেন না তাও শিবের থেকে তিনি মুখের দাগটা আড়াল করে রাখতে চাইছিলেন। কেউ এটা দেখুক তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু শিব নয়।

'শিব ' অঙ্গবস্ত্রটা ভালো করে ঢেকে ধরে রেখে সতী বললেন।

শিব সতীর মুখ থেকে জোর করে টেনে অঙ্গবস্ত্রটা খুলে দিলেন। হতাশ হয়ে

সতী আবার মুখ ঢাকতে চেষ্টা করলেন কিন্তু শিব আরো জোর দেখিয়ে নিবৃত করলেন, সতীকে কাছে টেনে নিলেন।

'আমার চোখ দিয়ে যদি তুমি দেখ।' আদরের সুরে বললেন শিব 'তাহলে নিজের অপরূপ সৌন্দর্য নিজেই দেখতে পেতে।'

সতী চোখ ঘুরিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন আর অন্যদিকে ঘুরলেন।

শিবের আলিঙ্গণ থেকে তখনো নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছিলেন, 'আমি কুৎসিত! আমি জানি সেটা! আমাকে অপমান করার জন্য তোমার ভালোবাসাকে ব্যবহার কোরো না।'

'ভালোবাসা?' বিস্ময়ের ভান করে ভুরু নাচিয়ে শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'ভালোবাসার কথা কে বলছে? এটা হল উদগ্র কামনা, বাসনা! বিশুদ্ধ আর সরল!'

সতী চোখ বড়ো বড়ো করে শিবের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হাসিতে ফেটে পড়লেন।

শিব আবার তাকে কাছে টেনে নিলেন, তিনিও খুব হাসতে লাগলেন।

'এটা হাসির ব্যাপার নয় আমার রাজকন্যে। আমি হলাম তোমার স্বামী, আমার এতে অধিকার আছে, জানো তুমি।'

সতী সমানে হাসতে থাকলেন আর প্রণয়ের ছলে শিবের বুকে কিল মারতে লাগলেন।

শিব নিবিড়ভাবে সতীকে চুমু খেয়ে বললেন, 'আমি তোমায় ভালোবাসি।'

'পাগল কোথাকার!'

'তাতো বটেই, কিন্তু তাও তোমায় ভালোবাসি।'

অধ্যায় ৩৩

ষড়যন্ত্র ঘণীভূত

'চমৎকার বুদ্ধি, প্রভু,' বিদ্যুন্মালী বলে উঠলো।

দক্ষ বিদ্যুন্মালীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কার্য্যালয়ে বসেছিলেন। বিদ্যুন্মালীর কাছেই আজকাল তিনি গোপন আলোচনাগুলো সারেন। পর্বতেশ্বেরর সতর্ক পদক্ষেপে মেলুহী সেনানায়ক ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। তার নতুন সঙ্গী জুটেছিল এর ফলে। বিদ্যুন্মালীর মতে পর্বতেশ্বরের এই চুপচাপ অপেক্ষায় থেকে চারদিকে লক্ষ রাখাটা শিবের বাহিনীকে দেবগিরিতে পরাজয়ের আঘাত থেকে পুনরুদ্ধারের সুযোগ করে দিচ্ছিলো। সে সম্রাটের সাথে আরও বেশি করে সময় কাটাতে শুরু করেছিল। দক্ষ তাঁর নিজের, পরিবারের ও প্রাসাদের রক্ষার জন্য বিদ্যুন্মালীকে এক সহস্র সৈন্যের শীর্ষে বসিয়েছিলেন। এতে খুব সহজেই একটা বাড়তি সুবিধা পেয়েছিলেন তিনি—এর বাহিনীকে সম্রাটের নির্দেশমতো ব্যক্তিগত লক্ষ্যপূরণের কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছিল।

সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ আর স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠছে দেখে দক্ষ অবশেষে তাঁর যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনা বিদ্যুন্মালীর কাছে খুলে বললেন। বিদ্যুন্মালীর প্রতিক্রিয়া একেবারেই ভৃগুর মতো ছিল না। দক্ষ রীতিমতো খুশী হয়ে উঠলেন।

'এটাই তো!' দক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। 'বাকীরা যে কেন বুঝছে না সেটাই তো আমার মাথায় ঢুকছে না।'

বিদ্যুন্মালী বললো, 'প্রভু, সম্রাট তো আপনি। অন্যেরা রাজী হলো কি না হলো তাতে তো কিছু যায় আসে না। আপনি যদি এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তো সেটাই মেলুহারও সিদ্ধান্ত হবে।'

'তোমার কি সত্যিই মনে হয় যে আমাদের এগোনো উচিত।'

'আমি কি ভাবি তাতে তো কিছু এসে যায় না, মাননীয় সম্রাট। আপনি কি ভাবছেন?'

'আমি তো ভাবছি যে এটা চমৎকার বুদ্ধি!'

'তাহলে মেলুহাও সেটাই ভাবছে, মাননীয় সম্রাট।'

'আমার মনে হয় এটা আমাদের কার্যকর করা উচিত।'

'আমার প্রতি কি নির্দেশ প্রভু?'

'সেনানায়ক, আমি এখনও খুঁটিনাটিগুলো ভেবে উঠিনি,' দক্ষ বললেন। 'তোমাকে এটা নিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে হবে। আমার কাজ পুরো প্রেক্ষাপটটা দেখা।'

'নিশ্চয়ই,' বিদ্যুন্মালী বললো। ক্ষমা করবেন, প্রভু। কিন্তু আমার মনে হয় না যে যতক্ষণ না মহর্ষি ভৃগু ও সেনাপ্রধান দেবগিরি ছেড়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ আমাদের পক্ষে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব। আমাদের উদ্দেশ্যের সামান্যতম আভাস পেলেও ওঁরা আমাদের থামাতে চেষ্টা করতে পারেন।'

'ওঁরা করচপতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। অন্তত পর্বতেশ্বরের সেইরকমই পরিকল্পনা ছিল। আগে ওদের এই পরিকল্পনাটায় আমার সায় ছিল না। কিন্তু এখন সেটায় উৎসাহ দেব আর ওরাও যাতে তাড়াতাড়ি করে সেই চেষ্টাই করবো'।

'পরিকল্পনা অপূর্ব, মাননীয় সম্রাট। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সঠিক গুপ্তঘাতক পাওয়া যায়।'

'আমারও তাই মত। কিন্তু তাদের পাবোটা কোথায়?'

'ওদের বিদেশী হতেই হবে, মাননীয় সম্রাট। ওদের কেউ চিনে ফেলুক, সেটা আমরা চাইবো না। আর ওদের অবশ্যই মুখোশ ও আলখাল্লা পরে থাকতে হবে। আপনি তো চান যে ওদের যেন নাগ-এর মতো দেখতে লাগে? ঠিক কিনা?'

'হুঁ, তাতো বটেই।'

'আমি কয়েকজনকে চিনি। এই কাজে ওদের জুড়ি নাই।'

'কোথেকে?'

'মিশর।'

'প্রভু বরুণের দিব্যি। সে তো অনেক দূর! ওদের এখানে আনতে তো অনেক সময় লেগে যাবে।'

'আমি এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বো, মাননীয় সম্রাট। অবশ্য আপনি যদি অনুমতি দেন তবে।'

'অনুমতি তো তুমি পেয়েই গেছো। বিদ্যুন্মালী এটায় সফল হলে মেলুহা যুগ যুগ করে তোমার গুণ গাইবে।'

— ⅄◎Ⴎ↑⊗ —
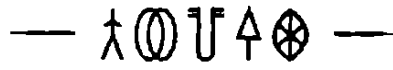
'প্রভু গোপাল ও আমি সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বো', শিব জানালেন।

শিব ও গোপাল নগরপালের কার্য্যালয়ে বসেছিলেন। তাঁর চারপাশে বসে সতী, কালী, গণেশ, কার্তিক, ভগীরথ, চেনরধ্বজ, চন্দ্রকেতু ও মাতালি। বর্ষাকাল শেষ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টির পশলা যেন তাকে বিদায় জানাচ্ছে। শিব ও গোপাল তাঁদের গুটিকয়েক রণতরী নিয়ে পরিকল্পনা মতো দক্ষিণের দিকে পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তাঁদের ইচ্ছা এই যে, নর্মদার বদ্বীপের উত্তরে একটা পূর্বনির্দিষ্ট গোপন স্থানে এক বাণিজ্যতরীর সাথে যোগ দেবেন। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী বাতাস ততদিনে পড়ে আসবে আর বৃষ্টিও থেমে যাবে। তারপর তারা বাণিজ্যতরীতে চড়ে উত্তর-পূর্ব মুখী বাতাসে পাল তুলে দিয়ে পরিহার উদ্দেশ্যে পশ্চিমে পাড়ি জমাবেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, বিভ্রান্ত করার কাজটা সফল হবে আর মেলুহীরাও শিবের আসল গন্তব্যস্থল বুঝে উঠতে পারবে না।

'আমি আমাদের গন্তব্যস্থলটাকে গোপন রাখতে চাই,' শিব বলে চললেন। 'লক্ষ সফল হলে জয় সুনিশ্চিত।'

'আপনি ঠিক কি করতে চাইছেন, প্রভু?' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

'বৎস, সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও,' শিব রহস্যজনকভাবে বললেন।

'আমার অনুপস্থিতিতে সতী নেতৃত্বে থাকবেন।'

সকলেই তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন। যদিও তাঁদের জানা ছিল না যে সতী নিজে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। দেবগিরির ঘটনার পর এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাঁর আছে বলে সতী মনে করেন নি। তবে শিব জোর করেছিলেন। সতীর উপরেই যে তাঁর সবচাইতে বেশি ভরসা ছিল।

'প্রভু রাম ও প্রভু রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়,' গোপাল বললেন।

— ⅄◎Ʊ↑⊛ —
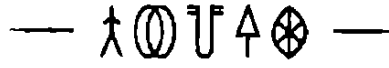
মানস সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে শিব। দেখছেন সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্যকে। কোথাও কোনো বাতাস নেই, সব আতঙ্কজনকভাবে নিশ্চল। হঠাৎ তীব্র শীতলতা তাঁকে আবৃত করে ফেলতেই নিচের দিকে তাকালেন তিনি। দেখে অবাক হলেন যে তিনি হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে। ঘুরে হ্রদের জল ভেঙে বেরোতে শুরু করলেন। মানস সরোবরের পাড় তখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তাঁর নিজের গ্রামই তাঁর চোখে পড়ছে না। হ্রদের জল ছেড়ে উঠতেই কুয়াশাটা হঠাৎ কেটে গেল।

'সতী?' বিস্মিত শিব বলে উঠলেন।

সতী চুপচাপ একটা কাঠের স্তূপের উপর বসেছিলেন। দেহ ঘিরে ধাতব বর্ম সুরক্ষিত রেখেছে তাঁকে। গোধূলী আলোয় খোদাই করা বাহু বর্ম চকচক করছে। পাশে শোয়ানো তলোয়ার আর পিঠে বাঁধা আছে ঢাল। যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত। কিন্তু গেরুয়া অঙ্গবস্ত্র কেন তাঁর গায়ে? এ তো শেষ যাত্রার রঙ?

'সতী,' তাঁর দিকে হেঁটে যেতে যেতে তাকালেন শিব।

সতী চোখ খুলে হাসলেন। স্বর্গীয় সে হাসি। মনে হল তিনি যেন কিছু বলছেন। কিন্তু শব্দগুলো শিবের কানে আসছিল না। কয়েক মুহূর্ত পরে শব্দগুলো তাঁর কানে পৌঁছোলো। 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো .   '

'কি? কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

হঠাৎ একটা ধোঁয়াটে চেহারার উদয় হল। তার হাতে জ্বলন্ত মশাল। মুহূর্তমাত্র

দ্বিধা না করে সে সেটা সেই কাঠের স্তূপটায় গুঁজে দিল যেটায় সতী বসেছিলেন। আগুন ধরে গেল তৎক্ষণাৎ।

*সতীর দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে আর্তনাদ করে উঠলেন শিব, '**সতী!**'*

সতী জ্বলন্ত চিতার উপরেই বসে রইলেন। ভারী শান্তিতে রয়েছেন তিনি। তাঁর চারধারে লাফিয়ে উঠে আগুনের লকলকে শিখার সাথে তাঁর স্বর্গীয় হাসি এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছিল।

*'**সতী!**' শিব চেঁচিয়ে উঠলেন। '**লাফিয়ে নামো!**'*

কিন্তু সতী অবিচল রইলেন। তিনি যখন আর কয়েক হাত মাত্র দূরে তখন হঠাৎই শিবের সামনে একদল সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। শিব সাঁৎ করে তাঁর তলোয়ার টেনে বার করলেন। ঠেলে সরাতে চাইলেন সৈন্যগুলোকে। কিন্তু তারা ক্রমাগত তাকে আটকে চললো। চেহারায় তারা বিশাল আর গায়েও বড়ো বড়ো লোম—ঠিক তাঁর স্বপ্নে দেখা দানবের মতো। শিব অক্লান্তভাবে তাদের সাথে লড়তে থাকলেও তাদের মধ্যে দিয়ে বেরোতে পারলেন না। এর মধ্যেই আগুনের শিখাগুলো তাঁর স্ত্রীকে এমনভাবে ঢেকে ফেলেছিল যে তিনি সতীকে ঠিকঠাক দেখতে পর্যন্ত পারছিলেন না। তবুও সতী চিতার ওপরেই বসে থাকছিলেন—পালানোর চেষ্টা পর্যন্ত করছিলেন না।

*'**সতী!**'*

শিব ঘামতে ঘামতে জেগে উঠলেন। ব্যাকুল হয়ে বাড়ালেন। অন্ধকারে চোখ সওয়াতে তাঁর মুহূর্তমাত্র লাগলো। তিনি সহজাতভাবেই তাঁর বাঁ দিকে ফিরলেন। সতী ঘুমোচ্ছেন। তাঁর পোড়া চিবুক রাতের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শিব তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পরে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন।

'শিব . ' ঘুম জড়ানো গলায় সতী ফিসফিস করে উঠলেন।

শিব কিছু বললেন না।

সতী মাথা পেছনে হেলালেন। নয়তো এই অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে শিবের চিবুক ছুঁলেন। সেটা ভেজা ভেজা।

'শিব? সোনা আমার? কি হলো? খারাপ স্বপ্নটপ্ন দেখলে নাকি?'

তিনি সতীকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরলেন। শিবের চোখ থেকে তখন জলের ধারা নেমেছে।

'শিব' সতী আবার বলে উঠলেন। ততক্ষণে তিনি পুরোপুরি জেগে উঠেছেন। 'কি হয়েছে সোনা?'

শিব তখনও কিছু বলতে পারছিলেন না। তিনি তখনও আবেগের ঘূর্ণাবর্তে।

'সতী, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে আমি না ফিরে আসা অবদি তুমি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না।'

'শিব, তুমিই আমাকে নেত্রী বানিয়েছো। সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে যেতে হলে আমাকে নেতৃত্ব দিতেই হবে। এতো তোমার জানা।'

শিব চুপ করে রইলেন।

'কি দেখলে?'

শিব শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

'শিব, এটা একটা স্বপ্ন মাত্র। এর কোনো মানে নেই। তোমাকে তোমার যাত্রাপথের উপর লক্ষ্যস্থির করা উচিত। তুমি কালই যাচ্ছো। বায়ুপুত্রদের বিষয়ে তোমার এই লক্ষ্যে তোমায় সফল হতেই হবে। তাতেই যুদ্ধ শেষ হবে। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে বিমনা হয়ো না।'

শিব নাছোড়বান্দা। তিনি অত সহজে বাগ মানতে চাইছিলেন না।

'শিব, তোমার কাঁধেই ভবিষ্যৎ। এটা আমি আবারও বলছি। আমার প্রতি তোমার এই ভালোবাসাকে তোমাকে লক্ষ্যহীন হতে দিও না। এটা একটা স্বপ্নমাত্র—ব্যাস।'

'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না।'

'তার দরকার পড়বে না। তুমি যখন ফিরবে, আমি অপেক্ষায় থাকবো। প্রতিজ্ঞা করছি।'

শিব একটু পিছিয়ে এসে সতীর চোখের গভীরে তাকালেন। 'আগুন থেকে দূরে থেকো।'

'শিব, ঠিক করে বলতো, কি .   '

'সতী আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি আগুন থেকে দূরে থাকবে।'

'আরে বাবা, ঠিক আছে—শিব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।'

অধ্যায় ৩৪

উম্বারগাঁ এর সাহায্যে

শিব যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। জিনিষপত্র ঝোলাবন্দী করে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রণতরীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সহায়কদের সবাইকে একটু বাইরে যেতে বলেছিলেন। সতীর সঙ্গে একান্তে কিছুটা সময় কাটাতে চাইছিলেন তিনি।

'চললাম, বিদায়।' ফিসফিস করে বললেন শিব।

সতী মৃদু হেসে শিবকে জড়িয়ে ধরলেন 'আমার কিছুই হবে না মশাই! খুব সহজে তোমার ঘাড় থেকে আমি নামবো না।'

শিব হাল্কা হাসলেন কারণ সতী তার কথাই তাকে বলছেন।

'আমি জানি। এটা একটা বোকা বোকা স্বপ্নের বেশিরকম প্রতিক্রিয়া।'

সতীর মুখ তুলে ধরে নিবিড়ভাবে চুমু খেলেন শিব, 'আমি তোমায় ভালোবাসি'।

'আমিও।'
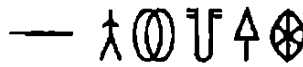
কয়েক সপ্তাহ পরে একটা গুপ্ত ছোট হ্রদের তীরে শিব আর গোপাল দাঁড়িয়েছিলেন। স্থানটা ছিল নর্মদা-বদ্বীপের উত্তরদিকে একটু দূরে। গতরাতে ছোট একটা সামরিক নৌবহর তাদের নিয়ে চুপিসাড়ে এই হ্রদে এসে ঢুকেছিল। খুবই কম কয়েকজন সহকারীকে নিয়ে শিব আর গোপাল রণতরী থেকে দাঁড়টানা নৌকোতে করে সবার অলক্ষে তীরে এসে নেমেছিলেন। খুব সকালে যে

বাণিজ্যতরীটা তাদের পরিহার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবে, সেটা হ্রদে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

'হুম্‌ম্ . পরিকল্পনাটা ভালোভাবে রূপায়িত হয়েছে।'

দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো যে এটা এক বিপুলায়তনের সমুদ্রতরী। স্পষ্টতই এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রচুর মাল বহন করতে পারে। তা সত্ত্বেও কোন নাবিক একে দেখলে বুঝতে পারতো যে দুটো মাস্তুল, পেছনের অংশটা উঁচু এবং গলুইটা নিচু—এইসব বৈশিষ্ট অনুযায়ী জলযানটা দ্রুতবেগে যাওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া দু-সারি দাঁড়ও লাগানো আছে এই সমুদ্র তরীতে, যাতে প্রয়োজন হলে 'মানব-চালিকা শক্তি' ব্যবহার করা যায়।

'মনে হয় দাঁড়িদের প্রয়োজন হবে না'। গোপাল বললেন, 'আমাদের জলযান ভেসে যাওয়ার জন্য উত্তর-পূর্ব বাতাসের সাহায্য পাবে।'

'এই সুন্দরী কোথাকার? শিব জিজ্ঞাসা করলেন।'

'জলযান তৈরির ছোট্ট একটা গ্রামের নাম উম্‌বারগাঁ।'

'উম্‌বারগাঁ? সেটা কোথায়?'

'নর্মদা বদ্বীপের দক্ষিণদিকে অবস্থিত এটা।'

'এটা তাহলে স্বদ্বীপ বা মেলুহা কোন সাম্রাজ্যেরই অংশ নয়।'

'আপনার ধারণা ঠিকই বন্ধু, কেউ যাতে জানতে না পারে সেই জন্য সমুদ্রতরী বানানোর এটাই সঠিক স্থান। এখানকার স্থানীয় শাসক যাদব রাণা বাস্তববাদী মানুষ। নাগেরা ওনাকে বহুবার সাহায্য করেছে। উনি এই বন্ধুত্বের মূল্য দিতে জানেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ওনার প্রজারা জলযানের দক্ষ কারিগর। মানুষের পক্ষে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ততটা দ্রুতবেগে এই সমুদ্রতরী আমাদের পরিহাতে নিয়ে যাবে।'

'বেশ ভালো তো। ওনাদের অমূল্য এই সাহায্যের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।'

'না,' মৃদু হেসে বললেন, 'উম্‌বারগাঁয়ের কাছে যে দেশের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ সে হল পরিহা। কারণ উপহার স্বরূপ নীলকণ্ঠর পরিহা যাত্রা নিশ্চিত করছে

উম্বারগাঁয়ের বাসিন্দারা।'

'আমি উপহার নই।' অস্বস্তিতে শিব বললেন।

'হ্যাঁ, আপনি উপহার। আমাদের দ্বারা বায়ুপুত্ররা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করবে। আপনার সাহায্যে প্রভু রুদ্রের ব্রত সম্পূর্ণ হবে। যা হল: অশুভ শক্তিকে বিজয়ী হতে না দেওয়া।'

শিব চুপ করে গেলেন, সাধারণত যেমন তিনি লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে থাকেন।

'এবং আমি নিশ্চিত।' ভবিষ্যৎদ্রষ্টা গোপাল বলে চললেন 'যে, একদিন এর প্রতিদানে পরিহাও উম্বারগাঁতে উপহার পাঠাবে।'
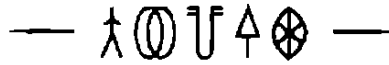
'এখন কেমন বোধ করছেন, বন্ধু?' শিবের ঘরে ঢুকেই গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

জলযানটা এই দুটি মানুষকে নিয়ে এক সপ্তাহর একটু বেশি সময় ধরে গভীর সমুদ্রে ভেসে চলেছিল। সমুদ্র উপকূল আর মেলুহী রণতরীর আওতার থেকে তাঁরা অনেক দূরে চলে এসেছিলেন। যদিও তাঁরা শেষ কদিন এলোমেলো ঢেউপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্থ থাকায় এর জন্য সমস্যায় পড়েনি। গোপালও পড়েননি, যিনি বহুবার এই বিশাল জলধিপথে যাত্রা করেছেন। কিন্তু শিব একবারই মাত্র সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। নর্মদা বদ্বীপ থেকে লোথাল পর্যন্ত, যেখানে জলযান উপকূলের কাছাকাছি ছিল। তাই এটা আশ্চর্য হওয়ার বিষয় নয় যে অশান্ত সমুদ্রের কারণে ভীষণভাবে সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়বেন তিনি।

বিছানায় শোওয়া অবস্থায় শিব তাকালেন আর অভিসম্পাত দিলেন। চোখ আধখোলা, 'আমার পেট বলে আর কিছু নেই! গা গুলিয়ে সব বমি হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছেতাই এই সমুদ্রের অসুখ।'

গোপাল একটু হেসে বললেন 'ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে নীলকণ্ঠ।'

'কি করে খাবো, পণ্ডিতজী? পেটে তো কিছুই থাকছে না!'

'ওষুধটা পেটে যতটুকু সময় থাকুক না কেন, একটু কাজ দেবে, নিন।'

একটা কাঠের চামচেতে গোপাল আয়ুর্বেদিক ওষুধের একটা মিশ্রণ ঢাললেন। সাবধানে চামচটা ধরে শিবকে দিলেন, ওষুধটা তাড়াতাড়ি গিলে নিয়েই ধপাস্ করে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

'হে পবিত্র সরোবর আমায় সাহায্য করুন', ফিসফিস করে শিব বললেন। 'অন্তত কয়েক মুহূর্ত ওষুধটা যেন পেটে থাকে।'

কিন্তু মানস সরোবরের কাছে হয়তো সময় মতো প্রার্থনাটা পৌঁছলো না। শিব একপাশে কাত হলেন আর মাটিতে রাখা বড়ো একট পাত্রে বমির চেষ্টা করলেন। খাটের পাশে দাঁড়ানো একজন নাবিক তাড়াতাড়ি এসে একটা ভিজে কাপড় শিবের হাতে দিল। শিব কোনরকমে মুখ মুছলেন।

বিরক্তিতে মাথা নেড়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন 'ধ্যাৎ'।

***

ভৃগু আর পর্বতেশ্বর ঘোড়ায় চড়ে বিশাল এক পদাতিক বাহিনীর আগে আগে চলছিলেন, যারা দেবগিরি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারা বিতস্তা নদীর দিকে যাচ্ছিলেন, যেখান থেকে জলযান তাদের করচপতে নিয়ে যাবে।

'আমি ভাবলাম আমাদের নেতৃত্ব সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে করচপতে শক্তিশালী নৌবহর গঠন হবে। সেটাই কেবল একমাত্র লাভ হবে তা নয়।'

ভুরু কুঁচকে পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন 'অন্য আর কি লাভ হবে এতে মহর্ষি?'

'হ্যাঁ, আরেকটা কথা যে আপনার সম্রাটের কাছ থেকে বোকাবোকা আদেশের জন্য আপনাকে আর ভুগতে হবে না। যেমন বিবেচনা করবেন তেমন ভাবেই স্বাধীন ভাবে আপনি যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবেন।'

স্পষ্টতই ভৃগু দক্ষকে অবজ্ঞা করতেন এবং দক্ষর বিচার বিবেচনাহীন পরিকল্পনাকে গুরুত্বই দিতেন না। কিন্তু পর্বতেশ্বর মেলুহাবাসীদের মতোই খুবই

শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ ছিলেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে কখনোই কিছু বলতেন না। আত্মসংযমে চুপ করে রইলেন।

ভৃগু মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি এক বিরল চরিত্রের মানুষ, প্রধান সেনাপতি, আগেকার মানুষের মতো মূল্যবোধ রয়েছে। প্রভু রাম আপনার জন্য গর্বিতবোধ করতেন।'

— [ornament] —
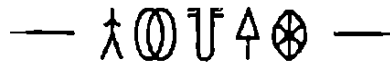
ঈশান বায়ুর সহায়তায় বাণিজ্যতরীটা জল কেটে দ্রুতবেগে চলছিল। কয়েকদিন ধরে ঢেউয়ের দোলায় প্রচণ্ড দুলুনি খেয়ে শেষ পর্যন্ত শিব সমুদ্রে ধাতস্থ হতে পেরেছিলেন। সেই কারণে বাণিজ্যতরীর মূল পাটাতনের গলুইতে দাঁড়িয়ে সকালবেলায় জোরালো সমুদ্র বাতাস গোপালকে সঙ্গে নিয়ে উপভোগ করতে পারছিলেন।

'আমরা এখন পশ্চিম সমুদ্র পেরিয়ে সরু একটা প্রণালী ধরে যাচ্ছি। প্রণালীটা বারো ক্রোশ লম্বা।'

'অপর দিকে কি আছে।'

'জম্ ড্রায়াংঘ্'

'ভয় পাওয়ানো খটমট নাম। প্রভু রামের দিব্যি এর মানে কি?'

গোপাল হাসতে হাসতে বললেন, 'একেবারেই স্নিগ্ধ মানে। আঞ্চলিক ভাষায় ড্রায়াংঘ্ মানে সমুদ্র।'

'আর জম্ মানে কি?'

'জম্ মানে "আসা।"'

'আসা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে মানেটা হল "সমুদ্রে আসা"।

'হ্যাঁ, নামটা খুবই সরল। যদি আপনি এলম্ বা মেসোপটেমিয়া কিম্বা আরো

পশ্চিমের কোন দেশে যেতে চান তাহলে এই সমুদ্রে আপনাকে আসতেই হবে। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, এটা হল সেই সমুদ্র যার কাছে আপনাকে আসতেই হবে, পরিহা যেতে হলে।'

'মেসোপটেমিয়ার কথা আমি শুনেছি। মেলুহার সঙ্গে এদের ভালো মতো বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, তাই না?'

'ঠিক। খুবই শক্তিশালী আর ধনী সাম্রাজ্য এটা, ওইখানের বিখ্যাত দুই নদীর মধ্যের অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এটা, যাদের নাম টাইগ্রিস্ আর ইউফ্রেটিস্।'

'মেলুহা আর স্বদ্বীপের থেকেও কি এই সাম্রাজ্য বড়ো?'

'না,' মৃদু হেসে গোপাল বললেন। 'মেলুহার থেকেই এটা বড়ো নয়। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে মানব সভ্যতা ওদের অঞ্চল থেকেই বিকাশ লাভ করেছিল।'

'তাই নাকি? আমার তো মনে হয় ভারতীয়রা বিশ্বাস যে এখানেই মানব সভ্যতার শুরু হয়েছিল।'

'ঠিক।'

'তাহলে, কোনটা ঠিক?'

গোপাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন 'জানি না, এতো বহু সহস্র বছর আগেকার কথা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কে সবচেয়ে আগে সভ্য হয়েছে সেটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? আমরা তো শেষ পর্যন্ত সবাই সভ্য হয়ে গেছি।'

শিব হেসে বললেন 'সেটা সত্যিই, আর এলম্ দেশটা কোথায়?'

'এলম্ ছোট্ট একটা রাজ্য, যেটা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত'।

'দক্ষিণ-পূর্বে? শিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে এলম্ কি পরিহার কাছেই অবস্থিত?'

'হ্যাঁ, আর পরিহা ও মেসোপটেমিয়া এই দুই বিরোধী দেশের মধ্যস্থিত নিরপেক্ষ দেশ হল এলম্ সেই কারণে পরিহাবাসীরা মাঝে মাঝে অসরকারীভাবে এলমিদের সাহায্য করে।

'কিন্তু আমার মনে হয় যে পরিহা কখনোই আঞ্চলিক রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েনি।'

'সব সময় ওরা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। আর ওই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই বায়ুপুত্রদের নাম পর্যন্ত শোনেনি। কিন্তু ওরা একটা সময় উদ্বিগ্ন হয়েছিল যে মেসোপটেমিয়া বিস্তার লাভ করে ওদের দেশ অধিকার করে নেবে।'

'বিস্তার লাভ করা মেসোপটেমিয়া?'

'কোন এক সময়ে অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন এক মালি সমগ্র মেসোপটেমিয়া অধিকার করে নিয়েছিল।'

'মালি মানে উদ্যান পালক? একজন মালি কেমন করে একজন বীর যোদ্ধা হয়ে উঠলো? গোপনে সে কোন প্রশিক্ষণ নিয়েছিল?'

গোপাল মৃদু হেসে বললেন 'কাহিনীটা থেকে যা শুনেছি যে, সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল না।'

বিস্ময়ে শিবের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল, 'সে অবশ্যই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিল।'

'হ্যাঁ সে প্রতিভাসম্পন্ন ছিল কিন্তু উদ্যান পরিচর্য্যার কাজে নয়।'

শিব হেসে উঠলেন। 'তার নাম কি ছিল?'

'তার আসল নাম কেউ জানে না, তবে নিজেকে সে সার্গন বলতো।'

'আর সে পুরো মেসোপটেমিয়া অধিকার করেছিল?'

'হ্যাঁ, আর অসাধারণ তৎপরতার সাথে, কিন্তু তাতেও তার ক্ষমতার লোভের পরিতুষ্টি হয়নি। সেই কারণে এলম্ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যের দিকেও সে হাত বাড়ালো।'

'তাতে সে পরিহার সীমানায় গিয়ে উপস্থিত হল।'

'একেবারে সেখানে নয় বন্ধু, কিন্তু অস্বস্তিজনকভাবে কাছে।'

'আরো পূর্বদিকে সে অগ্রসর হলো না কেন?'

'জানি না। যদিও সে এবং তার উত্তরসূরীরা কেউই তা করেনি। কিন্তু এলম্‌কে

গোপনে সাহায্য করার জন্য বায়ুপুত্ররা প্রচুর অসুবিধের মধ্যে পড়েছিল। আর এই সাহায্যের ফলেই এলমিরা বিদ্রোহ করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই কারণে ওদের ওপর মেসোপটেমিয়ানদের অধিকার বেশিদিন টিকে থাকে নি।'

'রাজা সার্গন্ বেশ অদ্ভুত মানুষ বলে মনে হয়।'

'তিনি তেমনই ছিলেন। সমগ্র পৃথিবীকে তিনি যুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন, এবং নিজের ভাগ্যকেও। এতটাই মূল্যবোধ ছিল যে, একজন জল বহনকারী বা ভারী যে ছিল তার পালকপিতা, সেই পালকপিতার নামে নিজের সাম্রাজ্যের নাম রাখার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিলেন সে।'

'তার পিতা ছিল একজন ভারী?'

'হ্যাঁ, নাম ছিলো আক্কি। তাই তারা বলতো আক্কাদিয়ান্ সাম্রাজ্য।'

'আর এখনো কি এই সাম্রাজ্যকে অস্তিত্ব আছে?'

'না।'

'সেটা খুবই দুঃখের। অসাধারণ এই আক্কাদীয়দের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুব ভালো লাগতো।

'কিন্তু এলমিরা একেবারেই অন্যভাবে এটাকে ভাবতো প্রভু নীলকণ্ঠ।'

***
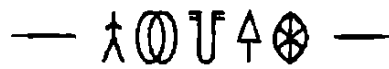
'সৈন্যরা সবাই একঘেঁয়েমিতে বিরক্ত ও অস্থির হয়ে পড়েছে,' গণেশ বললেন। 'তারা এখানে এলো, কিন্তু না কোন উত্তেজনা, না কোন লড়াই।'

কার্তিক আর গণেশ সবেমাত্র সতীর ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। সেখানে কালীকে তাদের মায়ের কাছে দেখে খুবই আনন্দ হলো তাঁদের।

'দিদির সঙ্গে আমি ঠিক এটাই আলোচনা করছিলাম। কালী বললেন, 'সময় কাটাবার জন্য লোকগুলো জুয়া খেলে আর মদ খেয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখছে। অনুশীলন ঠিক মতো করাটাও হচ্ছে না। কেননা অদূর ভবিষ্যতে লড়াই হওয়ায় কোন চিহ্নও তারা দেখতে পাচ্ছে না।'

এই সময়তেই এমন মামুলী ঘটনা ঘটে যেটা পরে বিরাট আকার ধারণ করে

ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি করে।' সতী বললেন।

'ওদের ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করি।' কার্তিক বললেন, 'নগরের আশেপাশের জঙ্গলে পশু শিকারের আয়োজন করা যাক। আমরা জানি যে এখনো পর্যন্ত মেলুহীরা করচপ থেকে অগ্রসর হয়নি। তাই বড়ো বড়ো দলে আমাদের সৈন্যদের শিকারে পাঠালে কোন ঝুঁকির ব্যাপার থাকবে না, শিকার ওদের লড়াইয়ের স্বাদ দিতে পারবে।'

'পরিকল্পনাটা ভালো।' কালী বললেন, 'অতিরিক্ত মাংসগুলো দিয়ে লোথালবাসীদের জন্য আমরা ভুরি ভোজের আয়োজনও করতে পারি। এতে করে বিশাল এই সৈন্যকে স্থান দেওয়ার যে বিরক্তি সেটা খানিকটা কমবে।'

'উত্তেজনার ফলে আমাদের সৈন্যদের একঘেঁয়েমির ক্লান্তি আর কুঁড়েমো দূর হবে।' গণেশ বললেন।

'আমারও তাই মনে হয়।' সতী বললেন, 'এক্ষণি আমি আদেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

— ⋏⓪Ů↑⊛ —

নর্মদা বদ্বীপের কাছে গুপ্ত হ্রদ থেকে তাঁদের যাত্রা শুরুর পর থেকে প্রায় দেড় মাস কেটে গেছিলো। জম্ সমুদ্রের এক জনমানবহীন সমুদ্রতীরে শিবের জলযান এসে নোঙর করলো। সেখানে কোন প্রকার কোনরকম বসতি দেখা গেল না। শিব তাতে আশ্চর্য হননি। বাসুদেবদের মতোই বায়ুপুত্ররাও তাদের অস্তিত্ব গোপন রাখতে চান। কোন রকম অভ্যর্থনা আশাও তিনি করেননি। কিন্তু উজ্জয়িনীর কাছে চম্বল নদীর তীরে বাসুদেবদের প্রতীকস্বরূপ আগুনের শিখার চিহ্ন দেখেছিলেন তেমনই গোপন চিহ্ন এখানেও আশা করেছিলেন।

তারপরই তার মনে হলো কিছু একটা দেখতে পেয়েছেন। সমুদ্রতীরটা উঁচু ঝোপের জঙ্গলে ভর্তি, হয়তো ছয় থেকে আট হাত উঁচু হবে সেগুলো। নোঙর করা জলযানের দূরত্ব থেকে দেখলে মনে হচ্ছে লালচে-কমলা ফল ওই ঝোপগুলোর এখানে ওখানে ঝুলে রয়েছে। ছোট-ছোট গাঢ় সবুজ পাতায় ছাওয়া ওই গুল্মগুলো। শুধু মাথার কাছগুলো উজ্জ্বল লাল রঙের। এই উজ্জ্বল লাল

পাতা আর লালচে-কমলা ফল মিলে এমন চিত্র তৈরি হয়েছে, যেন মনে হচ্ছে ঝোপগুলোয় আগুন লেগেছে।

জ্বলন্ত ঝোপ .

তক্ষুণি শিব ঘুরেই মূল মাস্তুলে গিয়ে তার ডগায় পর্যবেক্ষণের জন্য যে ছোট মাচা রয়েছে, তাতে চড়তে শুরু করলেন, ওখানে পৌঁছতেই চিহ্নটা স্পষ্ট হল। সাদা বালি আর খয়েরী পাথর। এগুলোকে ধরলে এবং একসঙ্গে দেখলে একটা প্রতীকের প্রতিচ্ছবি গড়ে উঠেছে যেটা শিবও ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন: *ফ্রবশি*, পবিত্র আগুনের শিখা। স্ত্রী শক্তির প্রতীক।

নিচে নেমে আসতে শিব দেখতে পেলেন গোপাল দাঁড়িয়ে আছেন।

'আপনি কিছু খুঁজছিলেন, বন্ধু?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'পবিত্র অগ্নিশিখা দেখলাম আমি; *ফ্রবশি* দেখলাম।'

গোপাল প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয় 'নিশ্চয়! প্রভু মনোভু . তিনি ফ্রবশি সম্বন্ধে আপনাকে বলে থাকবেন।'

'হ্যাঁ।'

'প্রভু রুদ্রের গোষ্ঠীর মানুষদের এটা বিশ্বাসের প্রতীক।

ফ্রবশী হল পবিত্র আত্মা বা শক্তির প্রতিভু, দেবদূত। ওনারা অসংখ্য, বায়ুপুত্রদের ধর্মগ্রন্থে ওনাদের সংখ্যা সহস্র সহস্র। ওনারা মানব আত্মাকে পৃথিবীতে পাঠান আর শুভ ও অশুভের চিরকালীন লড়াইতে মানব আত্মাকে সাহায্য করেন। আরো বিশ্বাস করা হয় যে জগৎ সৃষ্টির সময়ে তাঁরা ঈশ্বরকে সহায়তা করেছিলেন।'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'সেই রকমই বাসুদেবরাও *ফ্রবশী*-তে বিশ্বাস করেন। আমার ধারণা এটা।'

'আমরা *ফ্রবশী*-কে ভক্তি করি। কিন্তু এটা পরিহি প্রতীক।

'তাহলে আপনাদের দেশে ঢোকার মুখে *ফ্রবশী* রয়েছে কেন?'

গোপাল ভুরু কুঁচকে বললেন, '*ফ্রবশী* প্রতীক? কোথায়?'

'চম্বল নদীতীরের খোলা স্থানটাতে। যেখান থেকে হাততালি দিয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম?'

'ও . ' বিষয়টা বুঝতে পেরে গোপাল মৃদু হাসলেন।

'হে বন্ধু, ওই রকমই আমাদের প্রতীকস্বরূপ আগুন রয়েছে। কিন্তু তাকে আমরা *ফ্রবশী* বলি না। আমরা বলি *অগ্নি* আগুনের দেবতা।'

'কিন্তু প্রতীকটা ফ্রবশীর মতোই প্রায়।'

'হ্যাঁ, সেটাই, আমি অবহিত আছি যে পরিহিরা অগ্নির পূজা সংক্রান্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে খুবই গুরুত্ব দেয়। যেমন আমরা ভারতীয়রা দিই। ঋক বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সুক্তিতে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে স্তব করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, জগতের সকল ধর্মের মধ্যেই অগ্নির গুরুত্ব সমান। আগুন দিয়েই মানবসভ্যতার উন্মেষের সূচনা।'

'এ অগ্নি হল সকল প্রাণ ও শক্তির উৎস বন্ধু। অন্য দৃষ্টিতে যদি নক্ষত্রদের দিকে দেখেন, তাহলে তাদের এক বিশাল অগ্নি গোলক ছাড়া অন্য কিছুই মনে হবে না।'

শিব মৃদু হাসলেন।

এই দুজনের কাছে একজন নাবিক এসে বললো 'প্রভুরা, দাঁড়টানা নৌকো নামানো হয়েছে। আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।'

— ⚲ —

দাঁড়টানা নৌকোটা যখন তীরের থেকে আর একশ হাত দূরে তখন ঝোপের পেছন থেকে একজন লম্বা মানুষের আবির্ভাব হল। সে হাতাহীন লম্বা ঢলঢলে একরকম কালচে খয়েরী রঙের পোষাক পরেছিল এবং লাঠির মতো কিছু একটা ধরেছিল। সেটা বর্শাও হতে পারে। শিব নিশ্চিৎ হতে পারলেন না। নিজের তলোয়ারের দিকে হাত বাড়ালেন।

গোপাল শিবের হাত ধরে থামিয়ে বললেন 'সব ঠিক আছে বন্ধু।'

আগন্তুকের থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে শিব বললেন 'আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, ও একজন পরিহি। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে'।

তলোয়ারে ধরা মুঠোটা আলগা করলেন শিব, কিন্তু বাঁট থেকে হাত সরালেন না।

দেখলেন যে আগন্তুক ঝোপের মধ্যে গিয়ে দড়ির মতো কিছু একটা ধরে টানছে। আবার শ্বাস বন্ধ করে শিব তলোয়ার বার করতে গেলেন। তিনি আশ্চর্য হলেন দেখে যে, ঘন ঝোপের সারির পিছন থেকে চারটে ঘোড়া বেরিয়ে এল। তিনটে ঘোড়া কোন কিছুই বহন করছে না, পরিষ্কার যে নতুন আরোহীর জন্য প্রস্তুত তারা। চতুর্থ ঘোড়ার পিঠে বিশাল এক চটের থলে। হয়তো তাতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রয়েছে। শিব তলোয়ার থেকে হাত সরিয়ে নিলেন আর শান্ত হলেন।

আগন্তুক একজন বন্ধু।

অধ্যায় ৩৫

পরিহা যাত্রা

'বায়ুপুত্ররা আমাদের গ্রহণ করার জন্য কাউকে পাঠিয়েছে এতে আমি সন্তুষ্ট।' গোপাল বললেন।

তাঁর নাবিকেরা তখন ছিপের থেকে মালপত্র নামাচ্ছিল। কিছু জিনিষপত্র তিনখানা ঘোড়ায় ঝোলানো হয়েছিল। এই ঘোড়া তিনখানায় চড়বেন শিব, গোপাল ও সেই পরিহাবাসী। বাকী বোঝাগুলো চাপানো হবে চতুর্থ ঘোড়ার উপর। ভারের চোটে সেটার নাকাল অবস্থা।

'প্রভু, বায়ুপুত্ররা কিভাবে বাসুদেব প্রধানকে অবহেলা করতে পারেন?' গোপালকে অভিবাদন জানিয়ে পরিহাবাসী বললো। আমরা সময় থাকতে থাকতেই লোথালের বাসুদেব পণ্ডিতের মাধ্যমে আপনার বার্তা পেয়েছিলাম। আপনি আমাদের সম্মানীয় অতিথি। আমার নাম কুরুষ। আমাদের এই পরিহার নগরীতে আমিই আপনাদের পথপ্রদর্শক।

শিব কুরুষকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। তার সঙ্গে যে তলোয়ার আছে সেটা তার লম্বা বাদামী-কালো ঢোলা পোষাকে ঢাকা পড়ছে না। ঢোলা পোষাকের ভাঁজে রাখা তলোয়ার পরিহাবাসী জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে তাড়াতাড়ি বের করে সেটা শিব বুঝে উঠতে পারলেন না।

এই লোকটি অস্বাভাবিক রকমের ফর্সা। এতটা ফর্সা ভারতবর্ষের উত্তপ্ত সমভূমিতে খুব একটা চোখে পড়ে না। কেউ আশা করতে পারে যে এটা হয়তো পরিহাবাসীদের ফ্যাকাশে আর অনাকর্ষণীয় করে তুলবে। কিন্তু তা হয়নি। খাড়া লম্বা নাকের সাথে ভরাট দাড়ি এই লোকটির সৌন্দর্য যেমন বাড়িয়েছে তেমনই

তাকে দেখতেও যোদ্ধাসুলভ করে তুলেছে। পরিহাবাসীরা তাদের চুল লম্বা রাখে। এটা অধিকাংশ ভারতবাসীদের সাথে মিলে যায়। তার মাথায় একটা সুতীর তৈরি চৌকো টুপি চাপানো। তবে যেটা শিবকে সবচাইতে বেশি টেনেছিল সেটা তার দাড়ি। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রভু রুদ্রের যে মূর্তি রয়েছে ঠিক তাঁর মতো। আগের মহাদেবের লম্বা দাড়িতে চুলের গোছা পাক খেতে খেতে নেমে এসে আলাদা আলাদা ভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল।

'ধন্যবাদ, কুরুষ', গোপাল বললেন। 'বহু প্রতীক্ষিত স্বয়ং নীলকণ্ঠের পরিচয় করানোর সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য বোধ করছি। ইনিই প্রভু শিব।' কুরুষ শিবের দিকে ফিরে সংক্ষেপে মাথা নাড়লেন। এটা পরিষ্কার যে বায়ুপুত্রদের মধ্যে যারা শিবকে অনধিকারী মনে করেন কুরুষ তাদের মধ্যে একজন। এই নীলকণ্ঠ তাঁর গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পায় নি। শিব কিছু বললেন না। তিনি জানতেন যে শুধুমাত্র তাদের প্রধান মিত্রের মতামতই গুরুত্বপূর্ণ।

— ⚹ —
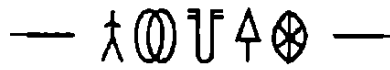
শিব তাঁর ঘোড়ায় চড়লেন। তারপর ঘুরে নাবিকদের দিকে ফিরে হাত নাড়লেন। এতে করে তারা রণতরীর দিকে ছিপ ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। তাদের ইচ্ছা রণতরী আরো খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা গোপন খাঁড়িতে ঢুকিয়ে তারপর নোঙর ফেলবে। মাস দুই অপেক্ষা করার পর তাঁদের ফেরানোর জন্যে রণতরীর আধিকারিক দুই দিন বাদে বাদে ছিপ পাঠাবে—সেইখানটায় যেখানটায় শিব ও গোপালের সাথে কুরুষের দেখা হয়েছিল।

কুরুষ এর মধ্যেই সামনে সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করেছিল। তার হাতে ঘোড়ার লাগাম আর ঘোড়ায় ঝোলানো মালপত্তর। এবার শিব ও গোপাল ঘোড়ার পাঁজরে লাথি কষিয়ে তার পিছু নিলেন। পরিহাবাসী না শুনতে পাওয়ার মতো দূরত্বে যেতেই শিব গোপালের দিকে ফিরে বললেন, 'কুরুষ নামটা চেনা চেনা ঠেকছে কেন বলুন তো?'

'কুরুষকে কখনও কখনও কুরু নামেও ডাকা হয়, গোপাল বলে উঠলেন।

'আর আমি নিশ্চিত যে কুরু যে একজন প্রাচীন মহান ভারতীয় সম্রাট তা আপনার জানা আছে।'

'কোন নামটা বেশি প্রাচীন? কুরু না কুরুষ?'

'কে কার দ্বারা প্রভাবিত জানতে চাইছেন কি?' গোপাল জানতে চাইলেন। 'ভারতবর্ষ পরিহাকে প্রভাবিত করেছিল না কি উল্টোটা?'

'হুঁ, ওটাই জানতে চাইছি।'

'জানি না। হয়তো বা দুটোই খানিকটা ঠিক? আমরা ওদের মহান সংস্কৃতি থেকে শিখেছি আর ওরা আমাদের থেকে। হ্যাঁ এটা ঠিক কে কার থেকে কতটা শিখেছে তা নিয়ে আমরা তর্ক করতেই পারি। তবে এই যে আমাদের সংস্কৃতি অন্যদের থেকে উন্নত এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের এই ব্যাগ্রতা সেটা আমাদের আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করেন না।'

পরিহাবাসী একাই একশো এমন ভাবে নিঃসংশয় হয়ে সামনে সামনে চলছিল। তাঁদের যাত্রা শুরু হওয়ার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। কুরুষ একবারেই মিশুকে ভাব দেখাচ্ছে না। সে যেন ঠিক করেই রেখেছে। শিবের পথ চলতি প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বা না ছাড়া আর কিছুই বলছে না। শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠ তার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

'প্রভু কি এখানেই বড় হয়ে উঠেছিলেন?' শিব গোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, প্রভু রুদ্র এখানেই কোথাও জন্মেছিলেন। যখন আমাদের প্রয়োজন পড়েছিল তখন তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন।'

'পরীদের দেশ থেকে এসেছিলেন তিনি। এটা নিশ্চয়ই তাঁকে আমাদের পথপ্রদর্শক রক্ষাকর্তা করে তুলেছিল।'

'আসলে, আমার মনে হয় যে উনি ঠিক পরিহাতেই জন্মাননি। এর কাছাকাছি একটা জায়গাতে জন্মেছিলেন।'

'কোথায়?'

'অনশন।'

'ভারতে অনশন মানে অনাহার নয় কি?'

গোপাল হাসলেন। 'এখানেও তাই।'

'ওরা নিজের দেশের নাম ''অনাহার'' রেখেছে? এদেশটা কি এতটাই খারাপ নাকি?'

'চারদিকে তাকিয়ে দেখুন না। রুক্ষ, পাহাড়ী—যেন খাঁ খাঁ করছে। জীবনযাপন করা এখানে রীতিমতো কষ্টকর।

'যদি না . ’

'যদি না কি?'

'যদি না মহান মানুষেরা এই ভূমিকে পোষ মানাতে পারতেন।'

'আর প্রভু রুদ্রের উপজাতির লোকেরা নিজেদের দক্ষতাকে সেইভাবেই প্রমাণ করতে পেরেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, ওঁরাই এলম্ রাজ্য স্থাপন করেন।'

'এলম্? আক্কাদিয়রা যেটাকে জয় করেছিল সেটাই বলতে চাইছেন কি?'

'হ্যাঁ।'

'হুম, এটাতেই বায়ুপুত্রদের সমর্থনের কারণটা বোঝা যাচ্ছে। এলমীয়রা প্রভু রুদ্রের লোক ছিল।'

না, ওটাই একমাত্র কারণ নয়। বায়ুপুত্ররা আরেকটা যে কারণে এলমীয়দের সমর্থন করেছিল সেটা হল যে তারা সত্যি সত্যিই ভেবেছিলেন যে তাদের ও মেসোপটেমীয়দের মধ্যে আরেকটা রাজ্য থাকলে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে আসবে। আসলে, প্রভু রুদ্রও তাঁর সতীর্থ এলমীয়দের স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন যে তারা যেন হয় পূর্বের যেকোন পরিচয়কে ত্যাগ করে বায়ুপুত্র উপজাতীতে যোগ দেয় নয় এলমীয়ই থেকে যায়। যারা প্রভু রুদ্রকে অনুসরণ করতে মনস্থির করে তারাই আজকের বায়ুপুত্র।'

'তাহলে অনশন যেখানটায় ছিল পরিহা সেখানে নয়।'

'না। অনশন এলম রাজ্যের রাজধানী। পরিহা আরও পূর্বে।'

তবে আমার মনে হয় যে বাসুদেবরা যে শুধু এলমীয়দেরই গ্রহণ করে তা নয়। তারা অন্য বাইরের লোকেদেরও গ্রহণ করে। আমার কাকা তো তিব্বতীয় ছিলেন।'

'হ্যাঁ, প্রভু মনোভূ সেরকম একজন ছিলেন। বায়ুপুত্ররা শুধুমাত্র যোগ্যতার উপরে ভিত্তি করেই গ্রহণ করে—বংশমর্যাদার উপর ভিত্তি করে নয়। এমন অনেক এলমীয় ছিলেন যারা বায়ুপুত্র হতে চেয়েছিল। কিন্তু পেরে ওঠেনি। তবে অনেককে শুধু এই কারণে গ্রহণ করা হয়েছিল যে তারা শরণার্থী। আর সেই উপজাতির দলটা এসেছিল ভারত থেকে।'

'ভারত থেকে?'

'হ্যাঁ, প্রভু রুদ্র তাদের প্রতি যা যা করেছিলেন তাতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী বোধ করেছিলেন। ফলে তিনি তাঁদের নিজের আওতায় এনে নিজের দেশে আশ্রয় দেন—বায়ুপুত্রদের মধ্যে।'

'এরা কারা?'

'অসুররা।'

এই নতুন তথ্যের উদঘাটনে শিব কিছু প্রতিক্রিয়া জানানোর আগেই, কুরুষ ঘুরে গোপালকে বললেন, 'প্রভু, এইখানটায় কিছু খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। সামনের পথ একটা সরু গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে গেছে। এখানে কি খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নেওয়া যেতে পারে?'

— ⅄ⓄU⅄⊛ —

খাওয়াটা একেবারেই অরুচিকর আর ঠাণ্ডাও। রুক্ষ পাহাড়ী হাওয়ার ঝাপটা অস্বস্তিটাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু কুরুষ তার সাথে যে শুকনো খাবার বয়ে নিয়ে চলেছিল তাতে করে খানিকটা শক্তি পাওয়া গেল। সামনে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার হাড়ভাঙা পথকষ্টের জন্য এটার প্রয়োজন ছিল।

কুরুষ অবশিষ্ট খাবার দ্রুত বাঁধাছেঁদা করে ঘোড়ায় উঠলো। চতুর্থ ঘোড়ার

লাগাম ঠিকঠাক ভাবে বাগিয়ে ঘোড়াকে সামনের দিকে চালালো সে। শিব এবং গোপালও তার পেছনে হালকা চালে ঘোড়া ছোটালেন।

শিবের চমক তখনও কাটেনি। 'অসুরেরা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল?' তিনি বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ,' গোপাল সায় দিলেন। 'অল্প যে কজন অসুর নেতা বেঁচেছিল প্রভু রুদ্র নিজে তাদের পরিহায় নিয়ে আসেন। আর যারা এখানে ওখানে লুকিয়েছিল তাদেরও বায়ুপুত্ররা ভারতের বাইরে বের করে নিয়ে আসে। কিছু অসুর তো এলম ছাড়িয়ে আরো পশ্চিমের দিকে চলে গিয়েছিল। তাদের কি হয়েছিল সেটা আমার জানা নেই। তবে অসুরদের অধিকাংশই পরিহাতেই থেকে যায়।'

'আর প্রভু রুদ্রও তাদের বায়ুপুত্র উপজাতির মধ্যে গ্রহণ করেন। কি তাই তো?'

'সবাইকে নয়। তিনি বুঝতে পারেন যে অসুরদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা বায়ুপুত্র উপজাতির সদস্য হওয়ার মতো নিরাসক্ত নয়। তাদের শরণার্থী হিসাবে পরিহাতে থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু অবশিষ্টদের অধিকাংশই বায়ুপুত্র হয়ে যায়।'

'তাদের অধিকাংশই তো অসুর অভিজাতদের মধ্যে থেকে এসেছিলেন। তারা কি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে আগের জয়ী দেবদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাইবে না?'

'না। একবার বায়ুপুত্র ভ্রাতৃসংঘে প্রবেশ করার পর তাদের অসুর পরিচয় মুছে গেছে। তারা পুরোনো পরিচয় ঝেড়ে ফেলে প্রভু রুদ্র বায়ুপুত্রদের জন্য যে কর্তব্য স্থির করে দিয়েছেন তাই মাথা পেতে নিয়েছে—ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিকে অশুভশক্তির হাত থেকে রক্ষা করা।'

শিব তথ্যটা হজম করতে করতে গভীরভাবে শ্বাস টানলেন। অসুরেরা তাদের আগেকার শত্রুদের প্রতি ঘৃণার ঊর্ধ্বে উঠে প্রভু রুদ্রের ঠিক করে দেওয়া কর্তব্যের জন্য কাজ করে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

'ভাগ্যের আশ্চর্য মোচড়ে অসুরেরা আসলে কিন্তু তাদের অশুভশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য অন্তরাল থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ করে গেছে। আর

দেবতাদের কাছে তারাই কিনা দানব।' গোপাল এই কথা বলতে বলতে ঘোড়াকে ডান দিকে ঘুরিয়ে একটা সরু খাতের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

শিবের মাথায় হঠাৎ কি যেন খেলে গেল। তিনি গোপালের পিছু নিলেন।

'কিন্তু পণ্ডিতজী, অসুরেরা যে তাদের পুরোনো সংস্কৃতি ভুলে যায়নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তারা নিশ্চয়ই পরিহার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল। বহুযুগ আগে অন্যদেশে সরে এলেও কারও পক্ষে নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয় ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে যদি তারা সাধুসন্তের মতো নিরাসক্ত হয়ে যায় তো সেকথা আলাদা।'

'ঠিক বলেছেন। অসুর সংস্কৃতি সত্যি সত্যিই পরিহাবাসীদের প্রভাবিত করেছিল। উদাহরণ হিসাবে বলি, ঈশ্বরকে পরিহায় কি নামে ডাকা হয় জানেন কি?'

শিব কাঁধ ঝাঁকিয়ে না বললেন।

গোপাল রহস্যজনকভাবে শিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু বলার আগে এটা জেনে রাখুন যে প্রাচীন পরিহার ভাষাতে "স" উচ্চারণের কোন স্থান ছিল না। সেটা হয় "শ" নয় "হ" হত। তা এবার বলি, তারা তাদের দেবতাকে কি বলে ডাকতো বলে আপনার মনে হয়?'

শিব ভুরু কুঁচকে আকাশ পাতাল ভেবে বললেন। 'অহুর?'

'হ্যাঁ, অহুর।'

'হে ঈশ্বর। তাহলে দানবদের কি বলতো?'

'দেব।'

'প্রভু ব্রহ্মা রক্ষে করুন!'

'ভারতীয় উপাস্যরীতির ঠিক উল্টো। আমরা ভগবানদের দেবতা বলি আর দানবদের অসুর।'

'শিব মৃদু হাসলেন। ওরা আলাদা কিন্তু অশুভ নয়।'

অধ্যায় ৩৬

পরির দেশ

একমাসের একটু বেশি সময় ধরে শিব, গোপাল এবং কুরুষ ঘোড়ায় চড়ে চলেছিলেন। শেষ শীতে রুক্ষ পার্বত্য ভূমি দিয়ে এই যাত্রাটা ছিল ধৈর্য্যের পরীক্ষা।

শিব, যিনি জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই তিব্বতের পার্বত্যস্থানে কাটিয়েছেন, তাই এই অভিযানটা মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন ভালোভাবেই। কিন্তু গোপাল, যিনি সমতলের ভিজে ও গরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, তাঁকে ঠাণ্ডা এবং কম বাতাসের জন্য খুবই কষ্ট পেতে হচ্ছিলো।

একদিন চলতে চলতে কোথাও কিছু নেই কুরুষ হঠাৎ হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করে বললো 'আমরা এসে গেছি।'

শিব ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। তাঁরা সরু একটা পথ ধরে যাচ্ছিলেন যেটা আট থেকে দশ হাতের বেশি চওড়া ছিল না। শিব তাঁর ঘোড়া থেকে নামলেন, পথের পাশে একটা পাথরের গায়ে ঘোড়ার লাগামটা বেঁধে গোপালকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলেন। গোপালের ঘোড়াটাকেও বাঁধলেন আর যে দিকটা পাহাড় উঠে গেছে সেই দিকের পাথরে গোপালকে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করলেন। নিজের জল থেকে গোপালকে পান করতে দিলেন। গোপাল ধীরে ধীরে সেই জীবনদায়ী পানীয় পান করতে লাগলেন।

বন্ধুর সেবা করতে করতে শিব চারধারে একবার চোখ বোলালেন। বাঁদিকে পাথুরে পাহাড়, একেবারে খাড়া দেওয়ালের মতো, উপর দিকে কয়েকশ হাত উঠে গেছে। ডানদিকে খাড়া খাদ নেমে গিয়ে ক্রমে ঢালু হয়ে তা দূরে শুষ্ক একটা উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। যতদূর দেখা যায়, কোথাও কোন প্রাণের চিহ্ন চোখে

পড়ে না। না কোন মানব বসতি, না কোন জীবজন্তু, এমন কি পাহাড়ের কম উচ্চতায় জন্মানো কোন রকম গাছপালার চিহ্নও নেই।

শিব ভুরু উচিয়ে গোপালকে ফিসফিস করে বললেন 'আমরা এসে গেছি?'

গোপাল কুরুষের দিকে দেখার ইঙ্গিত করলেন। পরিহী মানুষটি পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বোলাচ্ছিল, চোখ বন্ধ করা, কিছু খোঁজার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সে থামলো। যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে। ইতিমধ্যে শিব উঠে ওইদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আবছা একটা চিহ্ন পাহাড়ের গায়ে দেখতে পেলেন। অগ্নিশিখার প্রতীকটা তিনি চিনতে পারলেন: *ফ্রবশী*।

কুরুষ তার অনামিকায় পরে থাকা আংটিটা দিয়ে ওই প্রতীক চিহ্নের ওপর চাপ দিল। মানুষের মাথার আয়তনের পাথরের একটা খণ্ড চিহ্নের ডানদিকের দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি কুরুষ দুটো হাত পাথরটার ওপর রাখলো, ভারসাম্য রাখার জন্য পিছিয়ে গেল এবং তারপর গায়ের জোরে চাপ দিল।

শিব অবাক হয়ে দেখলেন যে পাহাড়টা জীবন্ত হয়ে উঠল। একটা বড়োসড়ো অংশ, আয়তনে আটহাত লম্বা ছ হাত চওড়া হচ্ছে সেটা ভেতরের দিকে ঢুকে গেল তারপর পাশে সরে গেল। ঢোকার একটা পথ উন্মুক্ত হল যা পাহাড়ের গর্ভের গভীরে ঢুকে গেছে।

কুরুষ শিবের দিকে ঘুরে ইঙ্গিত করলো যে তারা এবার যেতে পারে। শিব গোপালকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করলেন আর ওনার হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়ে দিলেন। যখন নিজের ঘোড়ার দিকে গেলেন তখন লক্ষ্য করলেন যে পথের পাশে যে পাথরটায় ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখেছিলেন সেটাকে প্রথমে প্রাকৃতিক বলে মনে হলেও আসলে মানুষের তৈরি সেটা। ঘোড়ায় উঠে তাড়াতাড়ি গোপাল আর কুরুষের সঙ্গে যোগ দিলেন। পাহাড়ের ভেতরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

— ⅄ⓄU↑⊛ —

পেছনের গোপন পাথুরে প্রবেশ দ্বারটা মসৃণভাবে বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরটা কালির মতো গাঢ় অন্ধকার। শুধুমাত্র দেওয়ালে পরিহীদের লাগানো একটা মশাল জ্বলছিল। যার শিখা কয়েক হাত দূরত্ব মাত্র আলোকিত করতে পারছিল।

তারপরেই গুহা ভর্তি পথটার সর্বত্র বিরাজ করা অন্ধকারে তার আলো ছড়ানোর শক্তি কুলিয়ে উঠছিল না। কুরুষ সেখানকার দেওয়ালের ছোট খুপরি থেকে তিনটে মশাল নিয়ে জ্বালালো তারপর গোপাল আর শিবের হাতে একটা করে দিল। তারপর নিজের মশালটা উঁচু করে ধরে খুব তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। শিব আর গোপালও তাড়াতাড়ি তার পেছনে ঘোড়া ছোটালেন।

শীঘ্রই পথটা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু কুরুষ নির্দ্বিধায় তার একটা দিয়ে সঠিক পথে তাদের এগিয়ে নিয়ে চলল। দণ্ডকারণ্যে নাগেদের মতোই বায়ুপুত্ররাও এখানে তেমনই একই ব্যবস্থা করেছিল, যাতে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যদি গুপ্ত পথের সন্ধান পেয়ে এগোতে যায় তবে বায়ুপুত্র পথপ্রদর্শক ছাড়া সে নিশ্চিত ভাবেই এই পাহাড়ের মধ্যে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

যাত্রা পথটায় শিব এমন অনেক বিভ্রান্তিকর পথের আশা করেছিলেন। সেই কারণে হতাশ হননি।

— ⚹ —

আধঘন্টা ধরে চলা একঘেঁয়ে যাত্রার পর যাত্রীরা অবশেষে পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে উজ্জ্বল রোদ্দুরের বন্যার মধ্যে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে তাদের প্রায় অন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা হল। চোখ সয়ে গেলেও সামনে যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ে তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়লো।

এতক্ষণ ধরে তারা যে দৃশ্য দেখতে দেখতে এলেন, পাহাড়ের এদিকটা তার চেয়ে একেবারেই আলাদা। পাহাড়ের গা দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা পথ রয়েছে। স্থানীয় পরিহীরা একে বলে রুদ্র রাজপথ। পথের ধারে সুন্দর কারুকাজ করা বেড়া দেওয়া, ঘোড়া অথবা গাড়ির যাতে না নিচের গভীর খাদে পিছলে পড়ে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে তার থেকে সুরক্ষার জন্য এই সুরক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৃতিগত ভাবেই শুকনো হাড়ের মতো শুষ্ক এই উপত্যকাটা। চারধারেই খাড়া পাহাড় দিয়ে ঘেরা। প্রকৃতির এই অসাধারণত্ব সত্ত্বেও শিবের যেটা আশ্চর্য লাগলো তা হল পরিহীরা এই প্রকৃতিকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে, অজেয় পাহাড় দিয়ে ঘেরা নির্জন এই স্থানে তারা সত্যিই *পরির দেশ* পরিহা বানিয়েছে।

রুদ্র রাজপথ একটা উঁচু বেদীর মতো ক্ষেত্রে এসে শেষ হয়েছে। এই উঁচু বেদীর মতো ক্ষেত্র মেলুহীদের মতো হলেও বন্যার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তা বানানো হয়নি। পরিহাতে সমস্যাটা অতিরিক্ত জলের জন্য নয় তা জলের অপ্রতুলতার জন্য। রুক্ষ এবড়ো খেবড়ো পার্বত্য উপত্যকাতে বিশাল বিশাল নির্মাণ কার্যের ভিত্তিভূমির জন্য এই বিশাল বেদী বানানো হয়েছিল। পরিহা নগর এরই ওপর গড়ে উঠেছিল।

কুরুষ, গোপাল ও শিব উপত্যকার সবচেয়ে নিচু অংশে অবস্থিত ওই ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। এইখানে বেদীটা সবচেয়ে উঁচু, প্রায় চল্লিশ হাত হবে, বিশাল এক সিংহদ্বার রয়েছে সেখানে। নগরে ঢোকার সেটাই একমাত্র প্রবেশ পথ। এখানে পথটার দুদিকেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শেষের দিকে পথটা ক্রমশ সরু হয়ে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা দিয়ে সুরক্ষিত মূল দ্বারে গিয়ে পৌঁছেছে। শিব সম্ভ্রমের চোখে চারদিক দেখে যোদ্ধা হিসেবে বুঝতে পারলেন যে, নগর দ্বারের দিকে ক্রমশ শঙ্কুর মতো সরু হয়ে যাওয়া পথের কারণে কোন বাহিনীর আক্রমণ ঘটলে পরিহীদের পক্ষে প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

বিশাল কারুকাজ করা নগর-দ্বার স্থানীয় বাদামী রঙের পাথর কুঁদে বানানো। যে ধরনের পাথর শিব এই যাত্রাপথে প্রায়শই দেখেছিলেন। দ্বারের দুপাশে ছিল দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ, যাদের মাথায় জন্তুর মূর্তি বসানো। যেন তারা নগরের প্রতিরক্ষায় সদা প্রস্তুত। অদ্ভুত এই মূর্তি দুটোর মাথা মানুষের, দেহটা সিংহের আর ঈগল পাখির মতো চওড়া ডানা রয়েছে। মুখে পরিহী ছাপ অভ্রান্তভাবেই উপস্থিত। চওড়া উঁচু কপাল, টিয়াপাখির মতো বাঁকানো নাক, পুঁতি লাগানো সুন্দর দাড়ি, ঝোলা গোঁফ আর চৌকো মাথার টুপির তলা দিয়ে লম্বা চুলের গোছা নেমেছে। যোদ্ধার মতো আগ্রাসী মুখ অথচ চোখে কর্তৃত্বপূর্ণ প্রশান্তির আভা।

শিব লক্ষ করলেন যে দ্বার রক্ষীর সঙ্গে কুরুষের কথাবার্তা সারা হয়ে গেছিল। সে ফিরে এল আর গোপালকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বললো, 'মাননীয় মহাশয় নিয়মরক্ষার কাজকর্ম সারা হয়ে গেল। দয়া করে ক্ষমা করবেন কারণ এখানে পৌঁছতে প্রচুর সময় লাগলো। আমরা তাহলে এগোই?'

'না, না, ক্ষমা চাওয়ার কোন ব্যাপার নেই, কুরুষ'। গোপাল বিনীত ভাবে বললেন। 'চলুন এগোনো যাক।'

দ্বাররক্ষীর কৌতূহল ও যাচাই সম্পর্কে খুবই সচেতন হয়ে শিব চুপচাপ কুরুষ আর গোপালকে অনুসরণ করলেন।

— ⅄ⓌỮ⍏⊗ —

তাঁরা টালি বাঁধানো বিশাল এক চত্বর পার হলেন। ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়াকে নুড়ি পাথর বাঁধানো পথ দিয়ে নিয়ে চললেন। বেদীর একেবারে মাথায়। উৎরাইটা খুব সুন্দর হওয়ায় চুলের কাঁটার মতো একটা বাঁক সামনে পড়তে সহজেই পার হতে পারলেন। কয়েকজন পথচারী অলসভাবে হাঁটছিল, পথের ধাপগুলো চওড়া থাকায় তারা স্বচ্ছন্দেই যাতায়াত করতে পারছিল। পুরো পথটা ধরেই বেদীর গায়ে গায়ে ভাস্কর্য্য আর চিত্রেব সমারোহ চোখে পড়ছিল। চক্‌চকে টালিতে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যের মধ্যে পরিহী মূর্তি চোখে পড়ছিল যারা এই পথিকদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তাদের পরণে পরিহী বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লম্বা ঝোলা পোষাক ও চৌকো টুপি। কোন অজানা স্থান থেকে ঝরণা ধারা হিল্লোল তুলে পথের পাশের পাথরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কুলকুল শব্দ করতে করতে নেমে আসছিল। শিব মনে মনে ভেবে রাখলেন যে এই রুক্ষ মরুভূমিতে জলের উৎসের গোপন রহস্যটা কি সেটা গোপালকে জিজ্ঞাসা করবেন।

কিন্তু নগরের বেদীর একেবারে মাথায় পৌঁছতেই প্রশ্নর বিষয়টা ভুলে গেলেন, আর যে অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য তাঁর চোখে ধরা দিল তাতে মুখ দিয়ে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি বেরিয়ে এল।

'পবিত্র সরোবরের দিব্যি!'

পরিহার অতুলনীয় সুন্দর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যান তার চোখের সামনে ধরা দিল। কৃত্রিম এই স্বর্গীয় সৃষ্টি এতোই অসাধারণ যে পরিহীরা তার নাম দিয়েছিল *প্যারাদেজা,* মানে বেষ্টিত নন্দনকানন।

এই প্যারাদেজা বর্গাকার নগরের কেন্দ্রস্থল থেকে চারদিকে বিস্তৃত। তার চারধারে বাড়ি ঘর গড়ে উঠেছে। পবিত্র পাহাড়ের ধার পর্যন্ত উপত্যকার উচ্চতম অংশ পর্যন্ত পুরো স্থানটা ধরেই ছড়ানো এই কানন ও নগর। অসুরদের দেওয়া এই পাহাড়ের নাম করুনা-পর্বত। পাহাড়ের বুক চিরে একটা জলধারা আবির্ভূত

হয়ে সরল রেখার মতো নিখুঁত সোজাভাবে উদ্যানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। উদ্যানের মাঝে মাঝে থাকা বড়ো বড়ো চৌকোনো জলাশয়কে সে জলদান করে তৃপ্ত করেছে। জলাশয়গুলির মধ্যিখানে জমকালো ফোয়ারা তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলো থেকে পিচকিরীর মতো জল থেকে থেকে অনেক উঁচুতে ছিটকে উঠছিল। উদ্যানটির ডান অংশ ও বাঁ অংশ জলধারাটার মাধ্যমে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি অংশ আরেকটির একদম প্রতিরূপ। বিস্তীর্ণ পুরো এই উদ্যানটা গালচের মতো ঘন এবং সুন্দর করে ছাঁটা ঘাসে ঢাকাছিল। এই ঘাসে ঢাকা মাটির ওপর ফুলের ঝাড় এবং গাছ সুবিন্নস্ত ভাবে সাজানো ছিল, ফুলের গাছগুলো অবশ্যই বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হয়েছিল; গোলাপ, নারসিসাস্, টিউলিপ, লিলি, জুঁই, কমলালেবু, পাতিলেবু ইত্যাদি গাছগুলো এই উদ্যানের নিসর্গদৃশ্যে অনন্ত কাব্যিক মাত্রা যোগ করেছিলো।

এই নন্দন কাননের সৌন্দর্য্যের মধ্যে শিব এমনই হারিয়ে গেছিলেন যে বন্ধুর ডাক শুনতেই পেলেন না।

'প্রভু নীলকণ্ঠ?' গোপাল আবার ডাকলেন।

বাসুদেব প্রধানের দিকে শিব এবার ঘুরলেন।

'এইখানে আমরা সবসময়ই আসতে পারবো, হে বন্ধু। কিন্তু এখন আমাদের উচিৎ অতিথি নিবাসে গিয়ে বিশ্রাম করা।'

—

শিব ও গোপালকে রাষ্ট্রীয় অতিথি নিবাসে রাখা হল যা পরিহার অভিজাত অভ্যাগতদের জন্যই সংরক্ষিত। এখানেও, এই দুজন পরিহী গোষ্ঠীর সৌন্দর্য্য ও শোভনতার পরিচয় পেলেন।

ঘোড়া থেকে নেমে শিব ও গোপাল ভবনের ভেতর ঢুকলেন। প্রবেশ পথটা সুন্দর একটা চওড়া অলিন্দে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে নিখুঁত গোলাকার স্তম্ভের সারি ছিল যেগুলো বিশাল এক পাথরের ছাদকে ধরে রেখেছিল। নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত উজ্জ্বল গোলাপী রঙের এই স্তম্ভগুলির একেবারে ওপরে ছাদের কাছে খোদাই করা জীবজন্তুর ছবি ছিল। শিব ঘাড় উঁচু করলেন ভালো করে দেখার জন্য।

'ষাঁড়', বললেন শিব। ভারতীয়দের মধ্যে ষাঁড় ও গরুকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মূল হিসেবে পবিত্র মনে করে পুজো করা হয়।

'হ্যাঁ', সায় দিয়ে গোপাল বললেন, 'ষাঁড়কে পরিহীরা একইরকম ভাবে পবিত্র বলে মানে। তারা শক্তি ও পৌরুষের প্রতীক।

তাঁরা অলিন্দের অপর প্রান্তে পৌঁছতেই তিনজন শোভন পোষাক পরা পরিহীর। মুখোমুখি হলেন, সামনের জন চৌকো থালায় গরম জলে ভেজানো সুগন্ধি তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপাল তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে তুলে মুখ আর হাত ভর্তি ধুলো ময়লা মুছতে লাগলেন। শিবও দেখাদেখি তাই করতে লাগলেন।

একজন পরিহী ভদ্রমহিলা সামনে ঝুঁকে সম্মান জানিয়ে নরম ভাবে বললেন, 'সু স্বাগতম, শ্রদ্ধেয় বাসুদেব প্রধান গোপাল, আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে মহান প্রভু রামের প্রতিনিধিকে আমরা সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ দেবী।' গোপাল বললেন। 'কিন্তু আপনি তো আমায় একটু অসুবিধায় ফেললেন, আপনি আমার নাম জানেন আর আমি আপনারটা জানি না।'

'আমার নাম বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌।'

'বহ্মানের কন্যা?' গোপাল বললেন, কারণ ওদের প্রাচীন ভাষা আবেস্তা জানতেন তিনি। বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ মৃদু হেসে বললো 'হ্যাঁ ওটাও একটা মানে। কিন্তু আমার পছন্দ অন্যটা।'

'আর সেটা কি?'

'সুন্দর মনের কুমারী।'

'আপনার ঐ নাম যে যথার্থ আমি তাতে নিশ্চিত, দেবী।'

'সে জন্য আমি খুবই চেষ্টা করি, গোপালজী।'

এরপর গোপাল মৃদু হেসে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত শিবকে বেশিরভাগ পরিহীই উপেক্ষা করেছিল বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ সেরকম না করে ঝুঁকে নম্রভাবে সম্মান জানিয়ে শিবকে বললেন, 'সু স্বাগতম, শিবজী। আশাকরি অভিযোগ করার মতো কোন রকম অসুবিধার মধ্যে আমরা আপনাকে ফেলিনি।'

'না, না সেরকম কিছু হয়নি।' আন্তরিকভাবে শিব বললেন।

'আমি জানি যে একটা বিশেষ কাজ নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন।' বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ বললেন। 'আমাদের জাতির পক্ষ থেকে বলতে হলে খুব জোর দিয়ে বলতে পারবো না কিন্তু ব্যক্তিগত দিক থেকে বলতে হলে বলবো যে আপনার কাজ সফল হোক। ভারত ও পরিহা বহুকাল ধরে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। যদি আপনার দেশের প্রয়োজনের জন্য কিছু করার কারণ উপস্থিত হয় তবে আমার মনে হয় তাতে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। প্রভু রুদ্র সেরকম করারই আদেশ আমাদের ওপর ধার্য্য করে গেছেন।'

শিব এই মহিলার শিষ্টাচারের স্বীকৃত স্বরূপ হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আমার দেশ আপ্রাণভাবে এর প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করবে, শ্রীমতী বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌।'

অলিন্দের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলার দিকে বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ এক ঝলক তাকালেন। শিবের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলার কাছে গিয়ে আটকে গেল, যার পরণে পরিহীদের চিরাচরিত বিশেষ ধরনের পোষাক। এই বিশেষ ধরনের পোষাক পরে থাকলেও এটা নিশ্চিৎ যে তিনি পরিহার মানুষ নন। তাম্র বর্ণা, সাথে কুচকুচে কালো চুল। তার হরিণের মতো বড়ো বড়ো সুন্দর চোখ, তিনি অসাধারণ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারিণী। স্থানীয়দের মতো ছিপছিপে নন। সবকিছু মিলিয়ে এক জমকালো মহিলা।

'শিবজী।' বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ ডাকতেই শিবের মনোযোগ আবার তার দিকে ফিরে এল। 'আমার সহকারিণীরা আপনাদের কক্ষ দেখিয়ে দেবে।'

'ধন্যবাদ।' শিব বললেন।

গোপাল ও শিবকে যখন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল নীলকণ্ঠ পেছনে একবার তাকালেন। রহস্যময়ী উধাও হয়েছেন।

— —

শিব আর গোপালকে আলাদা আলাদা ঘরযুক্ত থাকার অংশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে প্রাচুর্য্যের ছড়াছড়ি। বিলাসিতার যা যা কল্পনা করা যায় তার সব

কিছুই সেখানে উপস্থিত। ঘরের অপর প্রান্তে দরজার মতো বড়ো বড়ো জানলার ওধারে বিশাল ঝুল বারান্দা ছিল। সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে বসার সুখাসন রাখা ছিল। আর গদিমোড়া চৌকো আসন ছিল যেগুলো প্রয়োজনে অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। বসার ঘরে ছিল একটা ছোট্ট ফোয়ারা যার থেকে শোনা যাচ্ছিলো জল পড়ার সুন্দর কুলকুল ধ্বনি। ঘরের পুরো মেঝে ঢাকা ছিল সুন্দর নকশা কাটা গালচেতে। গালচের ওপর এখানে ওখানে গোল তাকিয়া, পাশবালিশ এইসব রাখা ছিল যাদের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে মাটিতে বসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এক কোণে রাখা ছিল সুন্দর কারুকাজ করা এক কাঠের চার পা-ওয়ালা খাবার আসবাব আর তার সঙ্গে গদিমোড়া বসার আসন। আরেক কোণ জুড়ে ছিল বিভিন্ন প্রকার পরিহী বাদ্যযন্ত্র, যা আতিথেয়তার অঙ্গ হিসেবে অবসর কাটানোর জন্য রাখা হয়েছিল। সোনা ও রুপোর জল করা অপর্যাপ্ত ঘর সাজানোর জিনিষ, আগুন পোয়ানোর চুল্লীর ওপরে এবং তাকে সাজানো ছিল। এমনকি স্বদ্বীপের রাজকীয় ব্যবস্থায় থেকেও এদের ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ।

দুটো শোওয়ার ঘরেই ছিল রেশমের চাদর ঢাকা খাট। তার পাশেই ফলভর্তি বাটি রাখাছিল। দুই অতিথির জন্যই বিশেষভাবে তৈরি পোষাকের ব্যবস্থা ছিল, যার মধ্যে পরিহী ঐতিহ্য অনুযায়ী ঢোলা লম্বা পোষাকও ছিল।

শিব গোপালের দিকে তাকালেন আর চোখ নাচিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে বললেন 'এই বাজে থাকার ব্যবস্থাতেই মানিয়ে নিতে হবে মনে হচ্ছে!'

গোপালও আহ্লাদিত হয়ে কৌতুকে যোগ দিলেন।

অধ্যায় ৩৭

অপ্রত্যাশিত সাহায্য

জমাটি নৈশভোগের পর, শিব ও গোপাল তাঁদের নিজেদের কক্ষে ফিরে গা এলিয়ে দিলেন। কক্ষের সামনের ফোরারাটা শিবের নজর কাড়তেই, শিব বলে উঠলেন, 'আচ্ছা পণ্ডিতজী, এরা এই জল কোত্থেকে পায়?'

'এই ফোয়ারার জন্যে বলছেন?' গোপাল জানতে চাইলেন।

'এই আমরা যে সব ফোয়ারা, পুকুর বা নালা দেখলাম সে সবগুলোর জন্যই। খোলাখুলি বলতে গেলে এই নগর আর বাগান তৈরি করতে গেলে প্রচুর জল চাই। আর এই রুক্ষ জমিতে কোনো প্রাকৃতিক নদী নেই বললেই চলে। আমি তো শুনেছি যে এখানে নিয়মিত বৃষ্টি পর্যন্ত হয় না। কাজেই এই জল আসে কোথা থেকে?'

'এ সবই ওদের প্রযুক্তিবিদদের চমৎকারিত্বের ফল।'

'কিরকম?'

'পরিহার উত্তরে বিশাল বিশাল ঝরণা আর মাটির তলায় মোটা জলস্তর রয়েছে।'

'মানে মাটি আর পাথরের ভেতরে থাকা জল। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ঝরণা থেকে তো অত জল আসতে পারে না।'

'ঠিক কিন্তু অভাব থেকেই তো নির্মাণকুশলতার জন্ম। জল যখন পর্যাপ্ত নয় তখন আপনাকে তো সেটা ভেবেচিন্তেই ব্যবহার করতে হবে। নগরে আপনি এই

যে সব ফোয়ারা বা খাল দেখলেন তার জল পূর্ণব্যবহারের জন্য উপযোগী করে তোলা বর্জ্য জল।'

শিব ফোয়ারার জলে হাত ডুবিয়ে ছিলেন। তখন হাত টেনে নিলেন তিনি।

গোপাল মৃদু হাসলেন। 'চিন্তা করবেন না, বন্ধু। এ জল পরিপূর্ণভাবে পরিশ্রুত। এমনকী খাওয়াও যেতে পারে।'

'আপনার কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

শিবকে পরিচ্ছন্ন তোয়ালেতে সাবধানে হাত মুছতে দেখে গোপাল হেসে ফেললেন।

'এইসব ঝরণা আর জলস্তর এখান থেকে কত দূরে?'

'নগরে যেগুলো জলের যোগান দেয় সেগুলো প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে,' গোপাল উত্তরে জানালেন।

শিব মৃদু শিস দিয়ে উঠলেন। 'এতো অনেকখানি দূরত্ব। এই এত বেশি পরিমাণে জল ওরা আনে কি করে? কোনো খাল তো দেখলাম না।'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু মাটির তলায় কিনা তাই দেখতে পাবেন না।'

'ওরা মাটির তলায় খাল বানিয়েছে?' স্তম্ভিত হয়ে শিব বলে উঠলেন।

আমাদের দেশের খাল যতটা চওড়া ততটা নয়। কিন্তু তাতে কাজ চলে যায়। মাটির তলায় ওদের তৈরি করা খাল আকারে নালার মতো—সেটা শুরু হয়েছে ঝরণা আর জলস্তর থেকে।'

'কিন্তু জল আমদানি করার পক্ষে পঁচিশ ক্রোশ অনেকটাই বেশি। এটা ওরা করলোটা কি করে? মাটির তলায় জানোয়ার-চালিত যন্ত্র বসিয়েছে নাকি?'

'না। এটার জন্যে ওরা প্রকৃতির সবচাইতে শক্তিশালী ক্ষমতাগুলোর একটাকে ব্যবহার করে।'

'কোনটা?'

'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। ওরা মাটির তলায় নালা কেটেছে যেগুলো পঁচিশ ক্রোশ ধরে মৃদুভাবে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে জল স্বাভাবিকভাবেই নীচের দিকে বয়ে নেমে আসে।'

'চমৎকার। কিন্তু এরকম কিছু বানাতে গেলে খুবই উচ্চস্তরের নিখুঁত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন।'

'ঠিকই বলেছেন। ঢালের কোণটা এই এতখানি দূরত্ব ধরে একেবারে একই রাখতে হবে। ঢালের মাত্রা যদি প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যও উঁচু হয়, তবে জল নালার তলদেশে ক্ষয় ধরিয়ে কিছুকাল পরে সেটাকে নষ্ট করে ফেলবে।'

'আবার ঢাল যদি খুবই কম হয় তাহলে আবার জলের চলাচলই বন্ধ হয়ে যাবে।'

'ঠিক তাই,' গোপাল বলে উঠলেন। 'এই ধরনের একটা পরিকল্পনার রূপায়ণে যে কতখানি কর্মদক্ষতা আর নিখুঁত নকশার প্রয়োজন তা বুঝতে পারছেন।'

'কিন্তু কবে ওরা '

দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে শিবের কথায় বাধা পড়লো। তিনি দ্রুত গলা নামিয়ে ফিসফিস করে দ্রুত বলে উঠলেন, 'পণ্ডিতজী, আপনার কারোর সাথে দেখা করার কথা আছে নাকি?'

গোপাল মাথা নাড়লেন। 'নাতো। আর তাছাড়া আমাদের প্রহরীই বা কোথায়। দর্শনপ্রার্থী কেউ এলে তারই তো জানাবার কথা।'

শিব তলোয়ার টেনে বার করে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোলেন। গোপালকে ইশারায় বললেন তার পিছু নিতে বললেন। শিবের পেছনে থাকাটাই তাঁর পক্ষে সবচাইতে নিরাপদ। বাসুদেব প্রধান তো আর কোনো ক্ষত্রিয় নন। তিনি ব্রাহ্মণ। শিব দরজার কাছে অপেক্ষায় থাকলেন। মৃদু করাঘাতটা আবারও শোনা গেল।

শিব গোপালের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি অনুপ্রবেশকারীকে ভেতরে টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে দেবেন।

শিব তলোয়ার পাশের দিকে করে দরজা খুললেন আর খুলেই এক ঝটকায় অনুপ্রবেশকারীকে ভেতরে টেনে নিয়ে পরিহাবাসীকে মেঝেতে ঠেলে ফেললেন। গোপালও সেইরকমই দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে দিলেন।

'আমি বন্ধু!' নারীকণ্ঠে আওয়াজ এল। তার দুই হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে উপরে তোলা।

শিব ও গোপাল মাটিতে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকালেন। তার মুখ কাপড়ে ঢাকা।

সে আস্তে আস্তে উঠলো। তার চোখ শিবের তলোয়ারের উপর নিবদ্ধ। 'ওটার দরকার নেই আপনার। পরিহাবাসীরা তাদের অতিথিদের হত্যা করে না। এটা প্রভু রুদ্রের আইনগুলোর মধ্যে একটা।'

শিব তলোয়ার না নামিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'মুখের কাপড় সরান।'

মহিলা মুখের কাপড় সরালো। 'মহান নীলকণ্ঠ, আপনি আমাকে আগেও দেখেছেন।'

শিব তৎক্ষণাৎ অনুপ্রবেশকারীকে চিনতে পারলেন। বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌-এর সাথে কথা বলার সময়ে বাইরের দালানে কালো চুলের যে রহস্যময়ী নারীকে দেখেছিলেন ইনি তিনি।

শিব হাসলেন। 'আমিও ভাবছিলাম যে কখন আপনার আবার দেখা পাবো।'

'আমি সাহায্য করতে এসেছি।' মহিলাটি জানালো। সে এখন তলোয়ারের থেকে চোখ সরাতে পারছে না। 'কাজেই আবারও বলছি ওটার দরকার নেই আপনার। আমরা পরিহাবাসীরা কখনোই প্রভু রুদ্রের আইন ভাঙিনা।'

শিব তলোয়ার কোষবদ্ধ করলেন। 'কিসে আপনার মনে হল আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে?'

'যে জন্যে আপনার এখানে তলোয়ারের প্রয়োজন পড়বে না। আমরা বায়ুপুত্ররা কখনোই প্রভু রুদ্রের আইন ভাঙিনা। আপনি যেটার জন্যে এখানে এসেছেন, সেটা পেতে আপনাকে সাহায্য করার জন্যেই এখানে এসেছি. '

শিব ও গোপাল মহিলাকে নরম গদির উপরে বসিয়ে তার সাথে কথাবার্তা শুরু করলেন।

'আপনার নাম কি? আমাদের সাহায্যই বা করতে চান কেন?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমার নাম শেহরাজ়াদ।'

শেহরাজ়াদ নামের শেকড় রয়েছে প্রাচীন পরিহার গভীরে। এ নামের অর্থ এমন একজন যে নগরগুলোকে স্বাধীনতা এনে দেয়।'

শিব ভুরু কুঁচকালেন। 'আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনি এখানকার লোক নন। আপনার আসল নামটা কি?'

'আমি পরিহাবাসী। ওটাই আমার নাম।'

'আপনি যেখানে আমাদের আপনার আসল নামটা পর্যন্ত জানাচ্ছেন না সেখানে আমরা আপনাকে কি করে বিশ্বাস করব?'

'আপনার লক্ষ্যের সাথে আমার নামের কোনো যোগ নেই। বায়ুপুত্র পরামর্শদাতা পরিষদ অমর্ত্য স্পন্দ আপনার লক্ষ্যের ব্যাপারে কি ভাবছে সেটাই আসল কথা।'

'তারা কি ভাবছে তা কি আপনি আমাদের জানাতে পারেন?' গোপাল জানতে চাইলেন।

'সে জন্যই তো এখানে এলাম। আপনাদের লক্ষ পূরণের জন্য আপনাদের কি করতে হবে সেটা আমি আপনাদের বলতে পারি।'
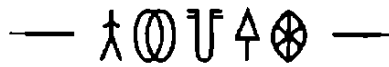
মিত্র বায়ুপুত্র উপজাতি প্রধানের সাম্মানিক উপাধি। এর আক্ষরিক অর্থ 'বন্ধু' কারণ সেই তো বায়ুপুত্র দেবতা অহুর মাজদার সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

অহুর মাজদা ছিলেন নিরাকার দেবতা—হিন্দুরা পরমাত্মা-কে যেভাবে ভাবেন অনেকটা সেইরকম। আর মিত্র পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধি। প্রভু রুদ্রের নির্দেশ ছিল বায়ুপুত্রদের প্রধানের জন্য যেন এই প্রাচীন উপাধি "মিত্র"-টাই ব্যবহার করা হয়। একজন মিত্র হওয়ার পর পুরোনো নাম সমেত পুরোনো সমস্ত পরিচয় তার মুছে যায়। তিনি নিজের আগের পরিবার থেকে পর্যন্ত নিজেকে পুরোপুরি আলাদা করে ফেলেন। এরপর থেকে সকলে তাঁকে মিত্র নামেই চেনে।

মিত্র তাঁর কার্য্যালয়ের ভেতরের কক্ষে বসেছিলেন। এমন সময় বারান্দা থেকে

কারও মৃদু গলা পেলেন। চাঁদ তখনও পুরোপুরি ওঠেনি। আবছা আলোয় চারদিক অস্পষ্ট। কিন্তু গলাটা কার তা মিত্র জানতেন। তিনি এগিয়ে গেলেন।

একটা মৃদু নারীকণ্ঠের ফিসফিসানি তাঁর কানে এল। 'মহান মিত্র, আমি ওকে ওঁদের কাছে পাঠিয়েছি।'

'ধন্যবাদ বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌। এই যে তুমি আমাদের উপজাতিকে আমাদের লক্ষ্যপূরণে আর প্রভু শিবের কাছে করা আমাদের প্রতিজ্ঞাপূরণে সাহায্য করলে, তার জন্যে বায়ুপুত্ররা চিরকাল তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।'

'বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ নিচু হয়ে অভিবাদন জানালো। এই যে মানুষটি মিত্র হয়েছেন একটা সময়ে বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ তাকে ভালোবাসতো। কিন্তু তিনি প্রধানের পদ প্রাপ্ত করার পর বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ তাঁকে শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মানটাই করেন।

বহ্‌মান্‌দোখ্‌ত্‌ চুপচাপ চলে গেল।

মিত্র বহ্‌মান্‌দোখ্‌তের অপসৃয়মান চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিজের কক্ষে ফিরে এসে একটা সাধারণ আসনে বসে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। পুরোনো দিনের কথা এখনও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে—এই কালই সব ঘটে গেছে—তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শ্যালক মনোভূর কথা তাঁর মনে পড়লো।

'মনোভূ তুমি কি নিশ্চিত?' পরিহাবাসী জানতে চাইলো। এই পরিহাবাসী ভবিষ্যতে মিত্র হয়ে উঠবেন।

বন্ধু ও সতীর্থ বায়ুপুত্রের কাছে তিব্বতী কপট রাগ দেখালেন।

'মনোভূ, আমি তোমাকে কোনোরকম অসম্মান করছি না। কিন্তু আশা করি তুমি যে আইনবিরুদ্ধ কাজ করছ সেটা তোমার মাথায় আছে।'

রুক্ষ এলোমেলো দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসলেন মনোভূ। তাঁর জট-পাকানো চুল কাঠের গুটিকার মালা দিয়ে খোঁপার মতো করে বাঁধা। এই রকম চুল বাঁধার রীতি তার উপজাতি হিংস্র গুণদের বেশ পছন্দের। তাঁর দেহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র গভীর ক্ষতচিহ্ন। এগুলো সারাজীবন ধরে চালানো যুদ্ধগুলো থেকে পাওয়া। তাঁর লম্বা পেশীবহুল চেহারা সবসময় সতর্ক হয়ে রয়েছে—যুদ্ধের জন্য যেন সদা প্রস্তুত। তাঁর চেহারা, কাপড়-চোপড় চুল দাড়ি সবই নির্মম যোদ্ধার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো অন্যরকমের। সেগুলোই তাঁর শান্ত

মনের জানালা। যা দিয়ে তাঁর মনের ভেতরে উঁকি মারলে বোঝা যায় যে তিনি তাঁর লক্ষ্য খুঁজে পেয়ে শান্তিতে আছেন। মনোভূর চোখদুটো চিরকালই পরিহাবাসীকে টানতো—তাঁকে মনোভূর অনুসরণকারী হতে বাধ্য করে তুলেছিল।

'বন্ধু তুমি যদি নিশ্চিত না হও তবে এটা তোমায় করতে হবে না।' মনোভূ বললেন।

পরিহাবাসী অন্যদিকে তাকালো।

'আমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই সেই কারণে বাধ্য হয়ে এটা করতে যেওনা,' মনোভূ বলে চললেন। মনোভূর ভাই এই পরিহাবাসীর বোনকে বিয়ে করেছিলেন।

পরিহাবাসী মনোভূর দিকে ঘুরিয়ে তাকালেন। 'কারণে কি যায় আসে। ফলটাই মূল কথা। মূল কথাটা হল প্রভু রুদ্রের নির্দেশ অনুসরণ করা হচ্ছে কি না?'

মনোভূ পরিহাবাসীর দিকে তাকিয়েই থাকলেন। তাঁর চোখে কৌতুক। 'প্রভু রুদ্রের নির্দেশাবলী আমার থেকে তুমিই ভালো জানো। যতই হোক, উনি তো তোমার মতোই পরিহাবাসী ছিলেন।'

পরিহাবাসী উদ্বিগ্নভাবে কক্ষের পেছন দিকে একটা পাত্রের মধ্যে ফুটতে থাকা মিশ্রণটার দিকে তাকালেন। পাত্রের তলায় স্থির ভাবে আগুন জ্বলছে।

মনোভূ এগিয়ে এসে তাঁর হাত পরিহাবাসীর কাঁধে রাখলেন। 'বিশ্বাস কর, সোমরস অশুভশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। প্রভু রুদ্রও চাইতেন যে আমরা এমনটাই করি। পরামর্শদাতা পরিষদ যদি না মানে তো তাতে বয়েই গেল। প্রভু রুদ্র নির্দেশাবলীর পালন আমরাই করবো।' পরিহাবাসী মনোভূর দিকে তাকিয়ে দম ফেলে বললো, 'তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার ভাইপোর এই লক্ষপূরণ করার ক্ষমতা আছে। সে কি পারবে একদিন প্রভু রুদ্রের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে?'

মনোভূ হাসলেন। 'ও তো তোমার ভাগ্নেও। ওর মা তো তোমারই বোন'।

'জানি। কিন্তু ছেলেটা তো আর আমার সঙ্গে থাকে না। থাকে তোমার সঙ্গে—তিব্বতে। ওর সাথে কখনো দেখাও হয়নি। আর কখনো হবে কিনা তাও জানি না। আর তুমি কিনা আমাকে ওর নামটাও বলতে চাইছো না। কাজেই আবারও বলছি: তুমি কি নিশ্চিত ওই সেইজন?'

'হ্যাঁ,' মনোভূ তাঁর বিশ্বাসে অটল। 'ওই সেই জন। ওই হয়ে উঠবে নীলকণ্ঠ। প্রভু রুদ্রের স্থির করে দেওয়া কর্তব্যের ভার ওরই কাঁধে থাকবে। সমীকরণ থেকে অশুভশক্তি বের করে আনবে ওই।'

'কিন্তু ওর তো প্রশিক্ষণের দরকার। ওকে প্রস্তুত হতে হবে।'

'আমি ওকে প্রস্তুত করে তুলবো।'

'কিন্তু তাতে কি লাভ হবে। নীলকণ্ঠের আবির্ভাবের নিয়ন্ত্রণ বায়ুপুত্র পরামর্শদাতা পরিষদের হাতে। তোমার ভাইপোর আবিষ্কার হবে কি করে?'

'সঠিক সময়ে তার ব্যবস্থা আমিই করব।' মনোভূ জানালেন।

পরিহাবাসী ভুরু কোঁচকালেন। 'কিন্তু কি করে তুমি . '

'সেটা আমার উপরে ছেড়ে দাও না,' মনোভূ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। 'ওকে যদি কেউ আবিষ্কার না করে তো তার অর্থ হবে অশুভের সময় এখনও আসেনি। আর অন্যদিকে যদি আমি ওর আবিষ্কার হওয়াটা নিশ্চিত করতে পারি
'

' তাহলে আমরা জানতে পারবো যে অশুভশক্তির উত্থান হয়েছে,' মনোভূর বাক্য পরিহাবাসী সম্পূর্ণ করলো।

মনোভূ মাথা ঝাঁকালেন। তিনি শ্যালকের কথার সাথে পুরোপুরি একমত নন। 'আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে, আমরা জানতে পারবো যে শুভশক্তি অশুভশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।'

কক্ষের প্রান্ত থেকে আসা মৃদু হিস্‌হিস্‌ শব্দে তাঁদের কথাবার্তায় বাধা পড়লো। ঔষধ প্রস্তুত। দুই বন্ধু আগুনের কাছে গিয়ে পাত্রের ভেতরে উঁকি মারলেন। একটা ঘন লালচে-বাদামী মলমের মতো তৈরি হয়েছে। সেটার মধ্যে থেকে ছোটো ছোটো বুদবুদ উপরে ঠেলে উঠছে।

'এখন এটার ঠাণ্ডা হওয়ার দরকার। কাজ হয়ে গেছে,' পরিহাবাসী বলে উঠলো।

মনোভূ তাঁর শ্যালকের দিকে তাকালেন। 'না বন্ধু, কাজ তো সবে শুরু হয়েছে'।

মিত্র বর্তমানে ফিরে এলেন। একটা বড়ো করে শ্বাস টেনে অস্ফুটস্বরে বলে

উঠলেন, 'মনোভূ আমি কখনোই ভাবিনি যে আমাদের বিদ্রোহ সফল হবে।'

তিনি সুখাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আকাশের দিকে মুখ তুললেন। প্রাচীন কালে তাঁর লোকেদের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল— মহান পুরুষেরা নশ্বর দেহত্যাগ করার পর উপরে উঠে গিয়ে নক্ষত্রদের মধ্যে বিরাজ করেন আর আমাদের উপর লক্ষ রাখেন। মিত্র একটা বিশেষ নক্ষত্রের ওপর দৃষ্টি স্থির করে হাসলেন। 'মনোভূ, আমাদের ভাইপোর নাম শিব রাখার বুদ্ধিটা চমৎকার। চমৎকার সংকেত যাতে করে আমি আন্দাজ করতে পারি যে ওই সেইজন।'

— ⅄⦶⩌⍏⊛ —

'গোড়াতেই বলে রাখি, বায়ুপুত্রদের অধিকাংশই আপনার বিরুদ্ধে,' শেহরাজ়াদ বললো।

'সত্যি বলতে কি সেটা মোটেই কোনো গোপন কথা নয়,' শিব বিরক্তির সাথে বললেন।

'দেখুন, আপনি বায়ুপুত্রদের দোষ দিতে পারেন না। আমাদের আইনে পরিষ্কারভাবে বলা রয়েছে কেবলমাত্র আমাদের উপজাতীর মধ্যেই—মানে এই যারা বায়ুপুত্র উপজাতীর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তাদের মধ্যেই একজন কেউ নীলকণ্ঠ হতে পারেন। আর আপনি তো বিনা মেঘে বজ্রপাতের উদয় হলেন। আপনার মতো কাউকে সাহায্য করার বা স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকার আইন আমাদের দেয় না।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপনি এখানে,' শিব বলে উঠলেন। আর আপনি একা কাজ করছেন বলেও আমার মনে হয় না। আপনাকে যখন বাইরের দালানে দেখেছিলাম তখন আপনি একদম পেছনে প্রায় লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি বাজী রাখতে পারি যে পরিহা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি। আপনার মতো কেউ নিজে থেকেই এতসব করবে এ আমার মনে হয় না। কোন ক্ষমতাবান পরিহাবাসী আপনাকে এই কাজে নিয়োজিত করেছে। আর এর থেকেই আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে কোন কোন বায়ুপুত্র বিশ্বাস করেন যে আমি সত্যি বলছি আর অশুভশক্তির সত্যিই উত্থান হয়েছে।'

শেহরাজ়াদ মৃদু হাসলো। 'ঠিকই। খুব ক্ষমতাশালী কিছু বায়ুপুত্র আপনার পক্ষে রয়েছে। কিন্তু তারা আপনাকে প্রকাশ্যে সাহায্য করতে পারে না। আপনার নীল গলা একেবারে খাঁটি। আগের নকল নীলকণ্ঠদের মতো নয়। এতে করে যে সিদ্ধান্তটা অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে তা হল কিছু বায়ুপুত্র আপনাকে বহুদশক আগে সাহায্য করেছিল। এর ফলে কি পরিমাণে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে তা কি আপনি আন্দাজ করতে পারেন? আপনার আবির্ভাবের পরে চারদিকে অভিযোগের ঝড় উঠেছে। এমনটা আগে কখনও হয়নি। পরিহার মধ্যের লোকেরাই একে অপরকে এই দোষে অভিযুক্ত করছে যে যখন আপনার বয়স কম ছিল তখন কেউ আপনাকে প্রভু রুদ্রের নিয়ম ভেঙে আড়ালে আবডালে সাহায্য করেছে। এর ফলে বায়ুপুত্রদের মধ্যে সম্পর্কের বিশাল ফাটল ধরেছিল যেটা শেষপর্যন্ত প্রভু মিত্র থামান। তিনি জানান যে আমাদের উপজাতি আপনাকে নীলকণ্ঠ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি, হয়তো এটা আপনার দেশেরই কারও কাজ হয়ে থাকবে।'

'তার মানে, যদি কোনো বায়ুপুত্র আমাকে সাহায্য করেও থাকে তো তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবেই দেখা হবে যে বহু বছর আগে এইসবের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

'ঠিক তাই,' শেহরাজ়াদ সায় দিলেন।

'তা, এর থেকে বেরোনোর উপায়টা কি?' গোপাল জানতে চাইলেন।

'আপনি, প্রভু। মহান বাসুদেব প্রধান। আপনাকেই লক্ষ্যের পুরোভাগে থাকতে হবে,' শেহরাজ়াদ বললো। প্রভু শিবকেই অন্তরালে থাকতে হবে। নীলকণ্ঠের জন্য কোনোরকম সাহায্য চাইবেন না—চাইবেন আপনার জন্য। বাসুদেব উপজাতির একজন হিসাবে—ন্যায়ের জন্যে। ওরা প্রভু রামের প্রতিনিধির ন্যায্য দাবীতে না বলতে পারবে না।'

'দুঃখিত, আমি ঠিক বুঝলাম না।'

'নীলকণ্ঠের কিসের প্রয়োজন প্রভু গোপাল?' শেহরাজ়াদ বলে উঠলেন। 'ওঁর প্রয়োজন ব্রহ্মাস্ত্রের যাতে করে উনি মেলুহাকে ভয় দেখাতে পারেন।'

'আপনি কি করে ?'

'প্রভু গোপাল, আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েই বলছি নিরর্থক প্রশ্ন করবেন না। 'প্রভু শিব আর আপনি কি চান তা তো একেবারে স্পষ্ট। আপনারা

যাতে সেটা পান সেটার সেরা উপায়টাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আপনি যদি অশুভশক্তির সাথে লড়াইয়ের জন্যে ব্রহ্মাস্ত্র চান তাহলে অনেক প্রশ্নের মুখে পড়বেন। যেমন ধরুন, অশুভশক্তি কি সেটা নির্ণয়ের অধিকারে প্রভুর শিবের আছে কিনা। কারণ আমরা সকলেই জানি যে ওনাকে বায়ুপুত্ররা প্রশিক্ষণ দেয়নি বা স্বীকারও করেনি। আপনি বরং ভারতভূমিতে করা এক অপরাধের প্রতিবিধান দাবী করুন। এই অপরাধ করেছেন এমন একজন যাকে কিনা বায়ুপুত্ররাই অতীতে সাহায্য করেছেন। আর কি সেই অপরাধ? দৈবী অস্ত্রের অপপ্রয়োগ।'

'প্রভু ভৃগু ' পঞ্চবটিতে মহান মহর্ষি দৈবী অস্ত্র প্রয়োগের কথা মনে পড়লো গোপালের।

'ঠিক। প্রভু রুদ্রের আইনে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে দৈবী অস্ত্রের প্রথম অস্বীকৃত প্রয়োগের শাস্তি চোদ্দ বছরের বনবাস। আর দ্বিতীয় অস্বীকৃত প্রয়োগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। পরামর্শদাতা পরিষদের অনেকেরই মতে দৈবী অস্ত্রের প্রয়োগ সত্ত্বেও প্রভু ভৃগুকে অল্পের ওপর দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তাহলে বাসুদেবদের এমনভাবে বিষয়টা উপস্থাপিত করতে হবে যাতে মনে হয় তাঁরা প্রভু রুদ্রের ন্যায় বিচারের নীতিটাই বলবৎ করতে চাইছেন?'

'একদম ঠিক। এতে কোনো বায়ুপুত্রই না করতে পারবেন না। আপনার বলা উচিত দৈব অস্ত্রের উপরে চাপানো নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন করা হয়েছে। আর যারা করেছেন—অর্থাৎ প্রভু ভৃগু, মেলুহার সম্রাট ও অযোধ্যার রাজা—এদের শাস্তি পাওয়া উচিত। আর বাসুদেবরা এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে মনস্থির করেছে।'

'আর আমরা বায়ুপুত্রদের এটা বলতে পারি যে, ওদের ভাণ্ডারে হয়তো আরও দৈবী অস্ত্র রয়েছে। কাজেই তাদের ঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য আমাদের ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োজন।' শিব শেহরাজাদের কথা সম্পূর্ণ করলেন।

শেহরাজাদ হাসলেন। 'আইনটাকে নিজের উদ্দেশ্য অর্জন করার কাজে লাগান। আর ব্রহ্মাস্ত্র পেলেই সেটাকে মেলুহীদের ভয় দেখানোর কাজে লাগান। অশুভশক্তিকে থামাতেই হবে। কিন্তু আমায় বলা হয়েছে যে আপনারা যেন আবার . '

আমরা কখনোই ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করবো না,' শেহরাজ়াদের কথায় বাধা দিয়ে গোপাল বলে উঠলেন।

'শুধুমাত্র প্রভু রুদ্রের নির্দেশ বলেই যে করবেন তা নয়। ওই ধরনের ভয়ংকর অস্ত্রের প্রয়োগ মানবতার রীতিনীতির বিরুদ্ধেও বটে,' শিব জানালেন।

শেহরাজ়াদ সায় দিলেন। 'উপদেষ্টা পরিষদের সাথে দেখা করে প্রভু মিত্রের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করার জন্য চাপ দেবেন। বলবেন বাসুদেবরা প্রভু রুদ্রের নির্দেশ ভঙ্গকারী বিনা বিচারে ছেড়ে রাখতে পারে না। ওতেই হবে। এর পরেই প্রভু মিত্রের সাথে আপনাদের দুজনের ব্যক্তিগত আলোচনা সম্ভব হবে। আপনারাও যা চান তা পেয়ে যাবেন।'

বায়ুপুত্রদের মধ্যে কে তাকে সাহায্য করছে বুঝতে পেরে হাসলেন শিব। কিন্তু শেহরাজ়াদ-এর আসল নাম বা তার পরিচয় নিয়ে শিব এখনও ধ্বন্দে।

'আপনি আমাদের সাহায্য করছেন কেন?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমাকে সে রকম করতে বলা হয়েছে তাই।'

'আমি সেটা বিশ্বাস করি না। অন্য কিছুর তাগিদে আপনি করছেন। কেন সাহায্য করছেন আমাদের?'

শেহরাজ়াদ বিষণ্ণভাবে হেসে গালিচার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঝুলবারান্দার দিকে ফিরে রাত্রির অন্ধকারের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন। চোখের কোণের জলের ফোঁটা মুছে ফেলে শিবের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কেননা একজন ছিল যাকে আমি একসময় ভালোবাসতাম। সেই আমাকে বলেছিল যে সোমরস অশুভশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এবং আমি সেইসময়ে তাকে বিশ্বাস করিনি।'

'কে সেই লোক?' গোপাল জানতে চাইলেন।

'তাতে আর এখন কিছু যায় আসে না,' শেহরাজ়াদ বললো। সে মৃত। তাকে হত্যা করা হয়েছে। মেরেছে হয়তো তারাই যারা তাকে থামাতে চাইছিল। সোমরসের যুগের শেষ করাটা আমার ক্ষমা চাওয়ার এক পথ . '

শিব শেহরাজ়াদের দিকে ঝুঁকে পড়ে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালেন। আর ফিসফিস করে বললেন, 'তারা?'

শেহরাজ়াদ চমকে পেছন দিকে সরে গেলেন। বহু বছর এ নামে কেউ তাকে ডাকেনি। শিব তখন এক দৃষ্টিতে শেহরাজ়াদের চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি, তাহলে আপনিই।' শিব ফিসফিস করে বললেন।

শেহরাজ়াদ কিছু বললো না। বৃহস্পতির সঙ্গে তার সম্পর্ককে গোপন রাখা হয়েছিল। পরিহাবাসীদের মধ্যে অধিকাংশের বিশ্বাস যে সোমরস এখন শুভশক্তি আর তাদের এটাও বিশ্বাস যে মেলুহার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক প্রধান পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন আর এই ব্যাপারে সঠিক মত পোষণ করতেন না। পরিহাতে শেহরাজ়াদ হিসেবে থাকাটা তারার পছন্দ ছিল না। কিন্তু এতে গুরু প্রভু ভৃগু একটা উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছিল। আর তারার বিশ্বাস ছিল যে বৃহস্পতি মৃত কাজেই নিজের দেশে ফেরার কোনো তাগিদও সে অনুভব করেনি।

'কিন্তু আপনি তো প্রভু ভৃগুর শিষ্যা। তবে কেন আপনি ওঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমি তারা নই।'

'আমি জানি আপনি তারাই।' শিব বললেন। 'কেন গুরুর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। আপনি কি মনে করেন যে প্রভু ভৃগুই বৃহস্পতিকে মন্দার পর্বতে হত্যা করিয়েছিলেন?'

শেহরাজ়াদ উঠে পড়ে চলে যাওয়ার পা বাড়ালেন। শিব দ্রুত উঠে তার হাত ধরে আটকালেন। 'বৃহস্পতি বেঁচে আছে।'

স্তম্ভিত তারার যেন আর পা নড়ছিল না।

'বৃহস্পতি মারা যায়নি। সে আমার সাথেই রয়েছে।'

শেহরাজ়াদের দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে শুরু করলে। তিনি যা শুনছেন তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

শিব এগিয়ে গিয়ে আবার কোমলস্বরে বললেন, 'সে আমার পক্ষেই রয়েছে। আপনার বৃহস্পতি বেঁচে আছে।'

শেহরাজ়াদ কেঁদেই চলছিলেন। দুগাল বেয়ে বিস্ময়াহত আনন্দাশ্রু ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ছিল।

শিব কোমলভাবে তারার হাত ধরে থেকে বললেন, 'তারা, এখানে আমাদের কাজ শেষ হলে আপনি আমাদের সাথে ফিরে যাবেন। আমি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। ফিরিয়ে দেবো আপনার বৃহস্পতির কাছে।'

শেহরাজ়াদের চোখের জল আর বাঁধ মানছিল না। শিবের হাতে তিনি এলিয়ে পড়লেন। তিনি আবার তারা নামের পরিচয়টা ফিরে পাবেন।

অধ্যায় ৩৮

ঈশ্বরের বন্ধু

যে কুটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছিল তারা, তা মন্ত্রের মতো কাজ দিল। অমর্ত্য স্পন্দ সত্যি করেই খুবই আশ্চর্য্য হল যখন সাক্ষাৎকার কক্ষে শিবকে ছাড়াই গোপাল ঢুকলেন। যখন গোপাল মহর্ষি ভৃগুর দৈবী অস্ত্রের অপব্যবহারের বিষয়টা উত্থাপিত করলেন। পরিষদ বুঝলো যে নিজেরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। মিত্রর সঙ্গে গোপালকে সাক্ষাৎকার করার অনুমতি দেওয়া ছাড়া তাঁদের আর উপায় রইলো না। কারণ সেটাই নিয়ম।

পরের দিন, শিব আর গোপাল গিয়ে পৌঁছলেন মিত্রর বাড়ি এবং কার্যালয়ের সাক্ষাৎকার কক্ষে। নগরের একেবারে শেষ প্রান্তে বানানো হয়েছিল বাড়িটা। করুণা পর্বতের একেবারে লাগোয়া শেষ বাড়ি ছিল এটা। পরিহার বাকি বাড়িগুলোর থেকে এটা ছিল একেবারে আলাদা, আশ্চর্য্যরকম ছিমছাম আর সাধারণ। সাক্ষাৎকার কক্ষের ভিতটা ছিল বেদীর মতো আর পাথরের তৈরি। পাহাড় থেকে বেরুনো জলধারায় নালিকে এটা দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। এর ওপর কারুকাজবিহীন স্তম্ভ বানানো হয়েছিল যেগুলো আট হাত উঁচু একটা কাঠের ছাদকে ধরে রেখেছিল। কেউ ভেতরে ঢুকলেই সাধারণ একটা সাক্ষাৎকার কক্ষ দেখতে পাবে যেখানে সাধারণ বসার কাঠের আসন ও গালচে রয়েছে। মিত্রর নিজের বাসগৃহ্ এর পরেই, ভেতরের দিকে। পাথরের দেওয়াল ও কাঠের দরজায় দিয়ে সেটা পৃথক করা। শিব অনুমান করতে পারলেন যে বাসগৃহটা উৎসব অনুষ্ঠান করার বিরাট শিবিরের একেবারে পাথরের প্রতিরূপ। যেখানে আছে শিবিরের কাঠের খোঁটায় স্থানে পাথরের স্তম্ভ আর মাথায় কাপড়ের স্থানে কাঠের ছাদ। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রভু রুদ্রের গোষ্ঠীর মানুষের অতীত কালের যাযাবর

জীবনযাত্রায় স্মৃতির একটা যোগসূত্র রচনা করা হয়েছিল। সেই কালে সকলে সাধারণভাবে বানানো শিবিরে বাস করতো। দরকার পড়লেই যাতে খুব তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। পুরোনো দিনের উপজাতিদের নেতার মতো মিত্র অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন আর সেখানে তার গোষ্ঠীর অন্য লোকেরা বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটাতো। নিজের একটা বিষয়কেই মিত্র প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, সেটা ছিল চারিপাশ ঘিরে থাকা অতি সুন্দর এক ফুলের উদ্যানের অবস্থান। যা ছিল নক্সার ক্ষেত্রে প্রাচুর্য্যপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণতায় নিখুঁত, আর রঙিন ফুল গাছের ক্ষেত্রে খুবই জমকালো।

শিব আর গোপালকে সাক্ষাৎকার কক্ষে পৌঁছে দিয়ে দরজা বন্ধ করা হল। ঠিক তার কিছু পরেই মিত্র প্রবেশ করলেন। শিব আর গোপাল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন আর পুরোনো পরিহী নিয়মে শুভেচ্ছা জানালেন বাঁহাতের তালু খোলা রেখে হৃদয়ের স্থানে বুকের ওপর রাখলেন শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসেবে—ডান হাত পাশের দিকে রাখলেন শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে। মিত্র আন্তরিকভাবে হেসে হাত জোড় করে ভারতীয় প্রথা অনুসারে নমস্কার জানালেন।

শিব হাসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। মিত্রর বলার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

মিত্র ছিলেন ধবধবে সাদা লম্বা একজন মানুষ। পরনে বাদামী রঙের ঢোলা পোষাক। লম্বা বাদামী চুল ভর্তি মাথায় সাদা টুপি আর পরিহীদের মতো দাড়িতে বিনুনী করা, তাতে পুঁতি গাঁথা। যদিও থলের মতো পোষাকের জন্য ভালো করে বোঝা যাচ্ছিলো না তবুও যতটুকু বোঝা যাচ্ছিলো তাতেই অনুমান যে তাঁর দেহ শক্তিশালী আর পেশীবহুল। শিবের যেটা কৌতূহল জাগলো সেটা হল ওনার নিটোল কমনীয় বাহু, আর সুন্দর লম্বা লম্বা আঙুল। যোদ্ধার থেকে শল্য চিকিৎসকের আঙুলের সঙ্গেই তা বেশি মেলে। যেটার প্রতি শিব বেশি আকৃষ্ট হলেন তা হলো মিত্রর লম্বা আর টিকলো নাক। যা তাঁকে তাঁর প্রিয়তম মায়ের কথা মনে করালো।

মিত্র শিবের কাছে এগিয়ে এলেন আর দুকাঁধ ধরে বললেন 'কি আনন্দ, অবশেষে তোমার দেখা পেলাম।'

শিব লক্ষ্য করলেন যে মিত্র তাঁর নীলগলার দিকে একবারও চেয়ে দেখলেন

না, যেটা লোকেরা না দেখে থাকতে পারে না। মিত্রর মনোযোগের লক্ষ্য হল শিবের চোখ।

আর তারপর মিত্র যা বললেন তা আরো অদ্ভুত।

'তোমার বাবার মতোই তোমার চোখ আর মায়ের মতোই তোমার নাক।'

ইনি আমার বাবাকে জানতেন? আর মাকেও?

শিব কিছু প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই মিত্র তাঁর পিঠে হাত দিয়ে গোপালকে বললেন 'আসুন বসা যাক।' তাঁরা নিজেদের আসনে বসতেই মিত্র শিবের দিকে ঘুরে বললেন 'তোমার মনের মধ্যে যেসব প্রশ্ন উঠে আসছে তা আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমার বাবা আর মাকে কেমন করে জানলাম? আমিই বা কে? মিত্র হওয়ার আগে আমার নাম কি ছিল?'

শিব মৃদু হেসে বললেন 'এই চোখের মাধ্যমে মন পড়ায় ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক। এর জন্য কেউ কিছু গোপন রাখতে পারে না।'

'কোন কিছুই গোপন না থাকাটা কোন কোন সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।' মিত্র বললেন 'বিশেষ করে যখন একটা বিরাট সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসে। তখন কি করে নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছি কিনা?'

'আপনার যদি ইচ্ছে না হয় তাহলে উত্তর দিতে হবে না। আমার মনে যে প্রশ্নগুলো ঘোরাঘুরি করছে, এই কার্য্যক্রমের সঙ্গে তার কোন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ নেই।'

'তুমি ঠিকই বলেছো। তুমি ভালোই শিক্ষা পেয়েছো। এই প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু তাই বলে আমরা কি সত্যিই মনের মধ্যে অসুবিধে নিয়ে আমাদের পরিকল্পনাটা কাজে পরিণত করতে পারবো?'

'কারুর মন বিক্ষুব্ধ থাকলে সে কাজের প্রতি ধ্যান দিতে পারে না।' সায় দিয়ে শিব বললেন।

'তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও সেটা পৃথিবী হতে দিতে পারে না, মহান নীলকণ্ঠ। আমাদের

জন্য তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রথমে তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যাক।'

শিব লক্ষ্য করলেন যে মিত্র তাকে নীলকণ্ঠ বলে সম্বোধন করছেন, অন্য পরিহীরা কেউ তা করেনি, অন্তত এখনো পর্য্যন্ত তো নয়ই।

'আমার আসল নামটা জানা গুরুত্বপূর্ণ নয়।' মিত্র বললেন 'ওই নামটা আমি এখন আর ধারন করি না। আমার এই মিত্র উপাধিটাই হল আমার পরিচয়।'

শিব বিনীতভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'এখন, তোমার মাকে জানলাম কি করে? খুব সহজ। আমি তার সঙ্গেই বড়ো হয়েছি। সে ছিল আমার বোন।'

শিবের চোখ বিস্ময়ে বড়ো বড়ো হয়ে গেল 'আপনি আমার মামা?'

মিত্র সায় দিয়ে বললেন 'মামা ছিলাম মিত্র হওয়ায় আগে পর্য্যন্ত।'

'আপনার সঙ্গে আগে দেখা হয়নি কেন?'

'সেটা জটিল ব্যাপার। কিন্তু এটা জানাই যথেষ্ট যে তোমার পিতার ভাই শ্রীযুক্ত মনোভু আর আমি ছিলাম খুব ভালো বন্ধু। ওনার প্রতি খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতাম, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে বিবাহের মাধ্যমে দুই পরিবারের সম্বন্ধটা চিরস্থায়ী করবো। বিবাহের পর আমার বোন মনোভুর ভাইয়ের সঙ্গে তিব্বতে বাস করতে চলে গেল। আর তুমি ওই দেশে জন্মেছিলে।'

'কিন্তু আমার খুড়ো বিদ্রোহজনক ধ্যানধারণা পোষণ করতেন,' শিব বললেন। অনুমান করতে চেষ্টা করলেন কেন মিত্র তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি।

মিত্র মাথা নেড়ে বললেন 'মনোভু বিদ্রোহজনক ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁর ধারণাগুলো ছিল অনুপ্রেরণামূলক। কিন্তু সময়ের আগে অনুপ্রেরণামূলক ধারণাকে বিদ্রোহজনক মনে হয়।'

'তাহলে বায়ুপুত্রদের জন্য আপনি আমার পরিবারের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বাধ্য হননি।'

'ওহো আমি বাধ্য হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু বায়ুপুত্রদের জন্য হইনি।'

শিব মৃদু হেসে বললেন 'মনোভু খুড়ে মাঝে মাঝে একগুঁয়েমি করতেন।'

মিত্র হাসলেন।

'আপনি কখন জানতে পারলেন যে আমি আপনার বহুদিন আগের হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি গুপ্তচর ছিল আমার পেছনে লাগানোর জন্য?'

'যখনি তোমার নাম আমার কানে আসে তখনি তোমায় চিনতে পারি।'

'আপনি কি আমার নাম জানতেন না?'

'না, মনোভু আমায় জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। এখন বুঝতে পারছি কেন? তিনি আমার জন্য একটা সূত্র রেখে গিয়েছিলেন। তুমি যদি সত্যিই আবির্ভূত হও, আমি তাহলে নামের জন্য তোমায় চিনতে পারবো।'

'সেটা কেমন করে?' কৌতূহলী শিব জিজ্ঞাসা করলেন।'

'কেউই প্রায় জানে না, এমনকি বায়ুপুত্রদের মধ্যেও কেউ জানে না যে, প্রভু রুদ্রর জন্য তাঁর মায়ের একটা বিশেষ ডাকনাম ছিল শিব।'

'কি?'

'হ্যাঁ, প্রভু রুদ্রর নামের মানে হল ''যে গর্জন করে'' এমন নাম হয়েছিল কারণ যখন তিনি জন্মেছিলেন তখন এতো জোরে কেঁদেছিলেন যে ধাত্রী মা তাতে পালিয়ে গেছিলো।'

'আমি ওই কাহিনী শুনেছিলাম।' শিব বললেন, 'কিন্তু আমি ওইটা শুনিনি যে প্রভু রুদ্রের মা ওনাকে শিব বলে ডাকতেন . ।'

'এটা খুবই গোপন কথা যার সম্পর্কে খুব কম বায়ুপুত্রই অবগত। পুরোনো কাহিনী বলে যে প্রভু রুদ্র আসলে মৃতজাত ছিলেন।'

'কি?' খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ,' মিত্র বললেন। 'ধাত্রী এবং প্রভু রুদ্রের মা খুবই চেষ্টা করছিলেন প্রভুকে সঞ্জীবিত করার জন্য। শেষে ধাত্রী একটা খুবই অদ্ভুত কাজ করলো। সে প্রভু রুদ্রকে স্তনপান করাতে চেষ্টা করলো। প্রভুর মাকে অবাক করে দিয়ে শিশু রুদ্র শ্বাস নিতে শুরু করলেন আর ইতিহাস বলে যে জোরে গর্জন করে উঠলেন।'

'পবিত্র সরোবরের দিব্যি।' ফিসফিস করে শিব বললেন, মোহিত হয়ে শোনার মতো ঘটনা।'

'হ্যাঁ, সেটাই। তারপরই ধাত্রী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়, তারপর আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রভু রুদ্রের মা যিনি একজন অভিবাসী ছিলেন আর তিনি দেবী শক্তির পুজো করতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে মাতা শক্তিই তাঁর পুত্রকে বাঁচানোর জন্য ধাত্রীকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর পুত্র *প্রাণহীন শরীর* নিয়ে জন্মেছিলেন, মানে *শব* হয়ে। যাতে দেবী শক্তি প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। তাতে তিনি অনুভব করলেন দেবী শক্তি *শব* পাল্টে করলেন *শিব* অর্থাৎ *পবিত্রতম তিনি* । তাই তিনি নিজের পুত্রকে শিব বলে ডাকতে শুরু করলেন দেবী শক্তিকে সম্মান জানানোর জন্য আর তাঁর পুত্র এইদেশে জন্মেছে বলে এই দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য।'

বিমুগ্ধ শিব খুবই মনোযোগ দিয়ে মিত্রর কথা শুনছিলেন।

'তাই'। মিত্র বললেন 'যে মুহূর্তে তোমার নাম শুনলাম, জেনে ফেললাম যে মনোভু যে সূত্র রেখে গেছেন সেই হলে তুমি, যাকে তিনি ভালোভাবে প্রশিক্ষিত করেছেন।'

'খুড়ো যে এই পরিকল্পনা করছিলেন সেটা তাহলে আপনি জানতেন?'

মিত্র মৃদু হেসে বললেন 'তোমার খুড়ো আর আমি একসঙ্গে ওই ওষুধটা তৈরি করেছিলাম।'

'যে ওষুধটার জন্য আমার গলা নীল হয়ে গেছে সেইটার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সেটা একটা বিশেষ সময় আমাকে দেওয়ার কথা ছিল না?'

'আমি অনুমান করছি যে মনোভু সেটা দিয়েছিলেন, যার জন্য তুমি এখানে এসে পড়েছো।'

'কিন্তু মিত্রজী, পরপর ঘটে যাওয়া অবিশ্বাস্য সব ঘটনার সমাপতন, এইভাবে কোন কার্য্যপ্রণালীকে রূপায়িত করার এটা সঠিক পথ নয়। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ছিল যেগুলো ভুল ভাবে ঘটতে পারতো। শুরু থেকে বললে, আমি ভালোভাবে প্রশিক্ষিত নাও হতে পারতাম। অথবা ওই ওষুধটা সঠিক সময় আমাকে নাও দেওয়া হতে পারতো। মেলুহাতে আমাকে কোনদিনই আমন্ত্রণ জানানো নাও তো হতে পারতো। এবং সবচেয়ে খারাপ যেটা, সেটা হল, সত্যিকারের

অশুভ শক্তি হিসেবে সোমরসের সঙ্গে আমার টক্কর নাও লাগতে পারতো।'

'তুমি ঠিকই বলেছো এটা বায়ুপুত্র প্রণালীর কার্য্যপদ্ধতি নয়, কিন্তু মনোভু আর আমার বিশ্বাস ছিল যে জগত সমগ্রের সনাতন কার্য্যপ্রণালী হয়তো বা এইভাবে কার্য্যকর হবে। আর সেটা হয়েওছে, তাই না?'

'এতোটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিকল্পনাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়েছে কি?'

'তুমি এমনভাবে বলছো যে শুনে মনে হচ্ছে সবই আমরা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আমরা কিন্তু তা করিনি, শিব। বায়ুপুত্ররা নিশ্চিত ছিল যে সোমরস অশুভ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়নি। মনোভু আর আমি অনুভব করেছিলাম ভিন্ন রকম। যদি মনোভু বেঁচে থাকতেন তাহলে এই অধ্যায়টায় উনি তোমার পথ দেখাতেন। কিন্তু ওনার অকাল মৃত্যু সত্ত্বেও শুভশক্তিই জয়লাভ করেছে। উনি সবসময়ই বলতেন বিশ্ববিধাতাকে তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হোক, আর সেটাই ফলপ্রসু হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কয়েকটা ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে তাতে গতির সঞ্চার করবো আর বিশ্ববিধাতা যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবেই তা ফলপ্রসু হবে। সত্যি কথা বলতে আমি এতে নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু আমি ওনাকে বাধা দিইনি, আমি ভাবিই নি যে ওনার পরিকল্পনাটা সফল হবে। যদিও ওই ওষুধ তৈরি করতে ওনাকে সাহায্য করেছিলাম। আর যখন দেখলাম যে পরিকল্পনাটা সফল হতে যাচ্ছে, তখন তাতে যেভাবে হোক সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

'কিন্তু যদি বিফল হতাম তাহলে কি হতো? যদি সোমরসকে অশুভ শক্তি বলে চিহ্নিত করতে না পারতাম? তাহলে অশুভ শক্তিই জয়লাভ করতো, ঠিক তো?'

'কখনো কখনো বিধাতার সিদ্ধান্তর ফলে হয়তো অশুভ শক্তি জয়ী হয়। হয়তো একটা মানবগোষ্ঠী বা প্রজাতি এতটাই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়, তখন অশুভ শক্তিকে জয়ী হতে দিয়ে তার দ্বারা ওই প্রজাতিকে ধ্বংস করে ফেলাটা আরো ভালো। পূর্বে এমন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখনকার ঘটনা সেই সময়কার মতো নয়।'

অনেক বিষয় যে ভুল হতে পারতো সে কথায় শিব পরিষ্কার ভাবেই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

'দেখছি যে এখনো তুমি কোন একটা কারণের জন্য দুশ্চিন্তা করছো . ' মিত্র বললেন।

'এই ব্যাপারে পণ্ডিতজীর সঙ্গেও কথা বলেছি।' শিব গোপালকে দেখিয়ে বললেন। 'আমি এতদিন যা কাজ করতে পেরেছি তা সবই ভাগ্যের সাহায্যের ফলে।'

মিত্র শিবের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন 'প্রত্যেকেই নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে। কিন্তু তুমি বিশ্ববিধাতাকে সুযোগ দিয়েছ তোমাকে সাহায্য করার জন্য।'

মিত্রর কথা পুরোপুরি মানতে পারলেন না, শিব নির্বিকার রইলেন।

'প্রথমবার মেলুহাতে পৌঁছনোর পর প্রত্যেকবারই তোমার ফিরে যাওয়ায় যুক্তিযুক্ত অধিকার ছিল। তুমি এক বিচিত্র নতুন দেশে এসেছিলে। অদ্ভুত সব মানুষ, যারা নিশ্চিতভাবে তোমার থেকে অনেক বেশি উন্নত, অথচ তোমাকে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দেবতা হিসাবে ধরে নিচ্ছে। তোমার ওপর যে কাজের ভার আমার ওপর এসে পড়েছিল তাতে জগতে অন্য কেউ হলে পালিয়ে যেত। আমি নিশ্চিত যে ওই সময় তুমি এমনকি ভাবোইনি যে সফল হতে পারবে। আর তা সত্ত্বেও পালিয়ে যাওনি। তুমি সোজাভাবে দাঁড়িয়ে দায়িত্বটা গ্রহণ করেছো যেটা তোমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই সিদ্ধান্তটাই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ যাত্রার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল যেটার সঙ্গে ভাগ্যের সাহায্য বা আশীর্বাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।'

শিব গোপালের দিকে তাকালেন। গোপালের মৌনতা মিত্রর সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি সহমতের কথাই জানালো।

'আপনি আমায় বড়ো বেশি কৃতিত্ব দিচ্ছেন, মিত্রজী।' শিব বললেন।

'আমি মোটেও তা দিচ্ছি না,' মিত্র বললেন। 'আমার সাধন সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে তুমি এগিয়ে চলেছো আমার সাহায্য ছাড়াই। কিন্তু তোমাকে একাএকা তা করার অনুমতি তো দিতে পারি না। তোমায় সাহায্য করার একটু সুযোগ আমাকে

অবশ্যই দাও। না হলে, অহুরমজ়দা আর প্রভু রুদ্রর কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে?'

শিব হাসলেন।

মিত্র এরপর সোজাসুজি শিবের চোখের ওপর দৃষ্টি ফেললেন, 'কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই। দৈবী অস্ত্র নিয়ে কি করার পরিকল্পনা তোমার?

'আমার পরিকল্পনা যে ভয় দেখানোর জন্য সেটা ব্যবহার . ' মিত্র হাত তুলে থামাতে শিব চুপ করে গেলেন।

'আমার অনেকটা জানা হয়ে গেছে,' মিত্র বললেন।

শিব আশ্চর্য্য হয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

'কথার থেকে চিন্তা শক্তি দ্রুততর বেগে যায়, মহান নীলকণ্ঠ। আমি জানি যে এই সাংঘাতিক অস্ত্র তুমি ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করবে না। আরো জানি যে শুধুমাত্র বায়ুপুত্র নিষেধাজ্ঞার কারণে যে এটা করবে না তা নয়, তুমি বিশ্বাস করো যে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা খুবই প্রলংকর।'

'আমি সেটাই বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু আমি তোমায় ব্রহ্মাস্ত্র দিতে পারবো না।'

এটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত, শিব চিন্তা করেছিলেন আলোচনাটা তার পক্ষেই যাবে।

'আমি তোমায় ব্রহ্মাস্ত্র দিতে পারবো না কারণ এটা নিয়ন্ত্রণের খুবই অসাধ্য। এই অস্ত্র যে কোন কিছু বা বলা যায় সবকিছুই বিনাশ করে ফেলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এর ধ্বংসের ব্যাপ্তি সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। ধ্বংসাত্মক প্রভাব সবচেয়ে বেশি হয় বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে সকল জীবই সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলের পরিধির বাইরের অংশে ধ্বংসাত্মক শক্তি একটু কম হলেও তার প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়। তাই যদি বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলের বাইরে যারা থাকে তারা তক্ষুণি মারা না গেলেও বিস্ফোরণের ফলে অস্ত্র থেকে বেরোনো তীব্র তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয় তারা। অপরপক্ষে মহর্ষি ভৃগু নিশ্চিতভাবে বাজি ধরতে পারবেন যে কেবলমাত্র

ভয় দেখানোর জন্যই এই অস্ত্র ব্যবহার করছো। কারণ তুমি নিজের বাহিনীকে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিতে চাওনা, যারা নিশ্চিতভাবেই ওই অস্ত্রের তেজস্ক্রিয় বিকীরণের আওতায় থাকবে।'

'তাহলে কি উপায়?'

'পশুপতি অস্ত্র।' এই অস্ত্র প্রভু রুদ্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি ব্রহ্মাস্ত্রর সকল শক্তিই এর আছে। কিন্তু একে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এর ধ্বংসশক্তি বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পরিধির বাইরে থাকা জীবের ওপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে পশুপতি অস্ত্রের ধ্বংসশক্তিকে চাইলে কেবল একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও দিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারো, অন্যদিকে থাকা বাকিরা নিরাপদে থাকবে। যদি এই অস্ত্র দিয়ে তুমি হুমকি দাও, ভৃগু বুঝতে পারবেন যে তুমি নিজের লোকেদের এবং আশপাশের লোকজনদের বিপদে না ফেলেই দেবগিরিকে ধ্বংস করে দিতে পারো। তখন ওই ভয় দেখানোটা বিশ্বাসযোগ্য হবে।'

পরিকল্পনাটা সঠিক বলে বুঝতে পেরে শিব সহমত হলেন।

'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারো তুমি, নীলকণ্ঠ।' বার বার কথাটা বলতে লাগলেন মিত্র। 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটা অঞ্চলটাকে বিষাক্ত করে রাখবে। এর ধ্বংসের প্রভাব কল্পনার বাইরে।'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, মিত্রজী।' শিব বললেন, 'এই অস্ত্র কখনোই ব্যবহার করবো না।'

মিত্র মৃদু হেসে বললেন, 'তাহলে তোমার পশুপতি অস্ত্র দিতে আমার কোন অসুবিধে নেই। শীঘ্রই দেওয়ার জন্য আদেশ দেব।'

শিব মুখ তুললেন, মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল তাঁর ঠোঁটে। 'আমার ধারণা এই সিদ্ধান্তটা নিয়েই নিয়েছেন আগেই। এমনকি মনে হয় যে আপনি আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই সেটা নিয়েছেন, মামা।'

মিত্র হেসে বললেন 'শুধুই মিত্র। কিন্তু এত সহজে মিটে যাবে বলে আশা করোনি, তাই না?'

'না না, আমি সেটা ভাবিনি।'

'তোমার সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনেছি, বিশেষ করে তোমার লড়াইটা কিভাবে তুমি লড়েছো সেই সম্পর্কে। এখনো পর্য্যন্ত সেগুলো দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে, অসৎ পথে তুমি কখনোই কিছু লাভ করার চেষ্টা করোনি, একটা মহৎ কাজের জন্য অনেক সময় একটা ছোট ভুলকে মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু তুমি সেটাও কখনো করোনি। সেটা করতে গেলে মহৎ হতে হয় তাই হ্যাঁ, আমি মনস্থির করে নিয়েছিলাম আগেই। কিন্তু তোমায় সামনাসামনি দেখবার ইচ্ছে ছিল, এই যুগের সবচেয়ে মহৎ মানুষ হিসেবে তোমার নাম খ্যাত হবে। নতুন প্রজন্ম ভগবান হিসেবে তোমায় দেখবে। তোমার সঙ্গে দেখা না করে কিভাবেই বা থাকতাম?'

'আমি ভগবান নই, মিত্রজী।' অপ্রস্তুত হয়ে শিব বললেন।

তুমিই না বলেছিলে যে ''হর হর মহাদেব?'' 'আমরা সকলেই মহাদেব?'

শিব হেসে ফেললেন 'আমার কথাতেই আমায় প্যাঁচে ফেললেন।' 'নিজেকে ভগবান ভাবলেই আমরা ভগবান হয়ে যাই না।' মিত্র বললেন। 'সেটা শুধুমাত্র অহংবোধের চিহ্ন। আমাদের যখন স্বকীয় উপলব্ধি হয় যে আমরা এই বিশ্ব-ঐশ্বর্যেরই অংশ বিশেষ, তখনই আমরা ভগবৎস্বত্ত্বা প্রাপ্ত হই। তখন বিশ্বজগতে আমাদের ভূমিকা অনুভব করি এবং তা পালনে আপ্রাণভাবে সচেষ্ট হই। কেউই তোমার মতো এমন আপ্রাণভাবে সে চেষ্টা করেনি, হে নীলকণ্ঠ। এইগুলোই তোমাকে ভগবানত্ব প্রাপ্ত করিয়েছে আর মনে রাখবে ভগবান কখনো বিফল হয় না, তুমি বিফল হতে পারবে না। তোমার কর্তব্য কি সেটা সবসময় মনে রাখবে। অশুভ শক্তিকে তোমায় বিনাশ করতেই হবে। সোমরসের সমস্ত চিহ্ন ধ্বংস করে ফেলা তোমার উচিৎ হবে না। কারণ সময় এলেই আবার সে হয়তো শুভ হয়ে উঠবে। কখনো হয়তো তাকে আবার একবার প্রয়োজন হবে। সোমরস নির্মাণের প্রক্রিয়া তোমায় বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এছাড়াও তোমায় একজন গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে যারা সোমরসকে আগলে রাখবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তার আবার প্রয়োজন হচ্ছে। এই সব করা হয়ে গেলে তোমার কর্তব্য শেষ হবে।'

'আমি বিফল হবো না, মিত্রজী।' শিব বললেন, 'প্রতিজ্ঞা করছি।'

'জানি তুমি সফল হবে।' মিত্র হেসে এই কথা বলে গোপালের দিকে ঘুরে বললেন 'মহান বাসুদেব প্রধান, নীলকণ্ঠ একবার তার গোষ্ঠী তৈরি করে ফেললে

বাসুদেবদের আর অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করার দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হবে না। সেই কাজটা নীলকণ্ঠের গোষ্ঠীর হবে। আমাদের সঙ্গে বাসুদেবদের সম্পর্কটা একই কার্য্যকারণের দায়িত্বে আবদ্ধ না থেকে বরং দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মতো হবে।'

'বাসুদেবদের এবং আমাদের দেশের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে, মিত্রজী।' গোপাল বললেন, 'আমাদের প্রয়োজনের সময় আপনারা সাহায্য করেছেন। আমি নিশ্চিত যে এর প্রতিদানে পরিহাকে সাহায্য করবো যদি আমাদের কখনো প্রয়োজন হয়।'

'ধন্যবাদ।' মিত্র বললেন।

অধ্যায় ৩৯

উনি আমাদেরই একজন

পরের দিন সকালে মিত্র সমস্ত নগরবাসীকে নগরের কেন্দ্রে জড়ো হতে বলেছিলেন। তিনি যখন জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন তখন শিব এবং গোপাল তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে।

'আমার সতীর্থ বায়ুপুত্রগণ, আমি নিশ্চিত যে আপনাদের মনে অজস্র সন্দেহ ও প্রশ্নের ঢেউ উঠেছে। কিন্তু এখন সেটার সময় নয়। এখন কাজের সময়। আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন এমন একজনকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম; আমাদের বিদ্যা দিয়ে আমরা তাঁকে সাহায্যও করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। প্রভু রুদ্রের নির্দেশ লঙঘন করেছেন প্রভু ভৃগু। প্রভু রামচন্দ্রের প্রতিনিধি, বাসুদেব প্রধান প্রভু গোপাল ন্যায়বিচারের দাবীতে এখানে এসেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে বিষয়টা যে শুধু প্রভু ভৃগু যা করেছেন তার প্রতিবিধান তা নয়। এটা সারা ভারতের জন্য ন্যায়বিচারের কথা—প্রভু রুদ্রের ঘোষিত রীতিনীতির প্রতি ন্যায়পরায়ণতার কথা। পরিহাবাসী, আমরা প্রত্যেকেই একটা লক্ষ্যের পথে চলি। আর সেটা আইনের উর্দ্ধে। এর লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন স্বয়ং প্রভু রুদ্রদেব।'

শিবের দিকে আঙুল দেখিয়ে মিত্র বলে চললেন, 'এই মানুষটিকে দেখুন। হয়তো ইনি বায়ুপুত্র নন। কিন্তু ইনি নীলকণ্ঠের অধিকারী। হয়তো ইনি পরিহী নন কিন্তু ইনি একজন পরিহীর মতোই সততা ও সম্মানের সাথে লড়াই করেন। আমরা ওঁকে না চিনে থাকতে পারি, কিন্তু বাসুদেবরা ওনাকেই নীলকণ্ঠ মনে করেন। হয়তো উনি আমাদের সঙ্গে বসবাস করেননি কিন্তু উনি প্রভু রুদ্রকে আমাদের মতোই শ্রদ্ধা করেন ও পূজা করেন। আর সব কিছুর উপরে বলি, উনি

প্রভু রুদ্রের জন্যেই লড়ছেন।'

বায়ুপুত্ররা একমনে শুনে যাচ্ছিলো।

'হ্যাঁ, উনি বায়ুপুত্র নন, তবুও উনি আমাদের একজন। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ওনার লড়াইতে আমি ওনাকে সমর্থন করছি। আর আপনারাও করবেন।'

বায়ুপুত্রদের মধ্যে অনেকেই মিত্রের কথায় সায় দিয়েছিল। আর যাদের মনে সায় ছিল না, তারা জানতো যে ভারতের মধ্যে কোনজনকে সমর্থন করা হবে সে বেছে নেওয়ার আইনী অধিকার মিত্রের রয়েছে। কাজেই প্রত্যেক বায়ুপুত্রই মিত্রের সিদ্ধান্ত মেনে নিল। যদিও সবার মেনে নেওয়ার কারণ এক নয়।

শিব ও গোপাল পরের দিন সন্ধ্যায় একটা বিশাল পেটি পেলেন। ওই প্রচণ্ড ভারী পেটিকে নিরাপদে সমুদ্র তীরে পাঠানোর জন্য একখানা পুরো পরিহী অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। শিব আগে কখনও পাশুপত অস্ত্রের উপাদানগুলো দেখেননি। পেটির আকার দেখে তিনি অনুমান করেছিলেন যে ওরা প্রচুর পরিমাণে সেইসব উপাদান বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—হয়তো পুরো নগরকে ভয় দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে। কাজেই গোপাল যখন তাঁকে জানালেন ওরা মাত্র কয়েক মুঠো পশুপতি অস্ত্রের উপাদান বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন শিব রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

'আপনি মজা করছেন না তো?'

'হ্যাঁ, প্রভু নীলকণ্ঠ। সামান্য কয়েক মুঠোই সমগ্র নগর ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। আসলে পেটির আস্তরণটা খুবই মোটা—সিসে, ভেজা মাটি আর আমদানি করা বেলপাতা দিয়ে তৈরি। এসবই পশুপতি অস্ত্রের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য।' গোপাল জানালেন।

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি করে বলছি, এইসব দৈবী অস্ত্রের সম্বন্ধে যতই জানছি ততই আমার মনে বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে এগুলো দানবদেরই অস্ত্র।' শিব বলে উঠলেন।

'সেটাই বন্ধু। সেইজন্যেই তো প্রভু রুদ্র ওগুলোকে অশুভ শক্তি বলে ওদের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর এই কারণেই আমরাও পশুপতি অস্ত্র প্রয়োগ করবো না। আমরা শুধু ওটাকে ব্যবহার করবো বলে ভয় দেখাবো। কিন্তু সেই

ভয়টা যাতে মেলুহীরা সত্যি সত্যিই পায় তার জন্য আমাদের সত্যি সত্যিই দেবগিরির বাইরে এই অস্ত্রটিকে বসাতে হবে।'

'সেটা কি করে করতে হবে তা জানেন কি?'

'না। আমি জানি না। এমনকী বায়ুপুত্রদের অধিকাংশেরও সে বিদ্যা নেই। এটা জানে সামান্য কয়েকজন বাছা বাছা লোক যাদের এটা জানার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ অস্ত্রকে খাড়া করতে গেলে আমাদের পরপর প্রযুক্তিতে নির্মাণকার্য, মন্ত্র ছাড়াও আরও নানারকম প্রস্তুতিপর্ব পেরোতে হবে। আমাদের এইসব ঠিকঠাক অনুসরণ করতে হবে যাতে প্রভু ভৃগু যথার্থই ভয় পান কারণ তাঁর তো পশুপতি অস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতি কেমনভাবে হয় তা তো জানাই আছে। প্রভু মিত্র ও তাঁর লোকেরা কাল সকাল থেকেই আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করবেন।

তাঁর সঙ্গে যারা বসেছিলেন তাদের থেকে লক্ষ্য সরিয়ে পর্বতেশ্বর করচপের নগরপালের কার্য্যালয়ের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তাঁরা ছিলেন নগরের দ্বিতীয় চত্বরের ওপরে আর এই উচ্চতা থেকে পর্বতেশ্বর পরিষ্কারভাবে পশ্চিম সমুদ্র দেখতে পাচ্ছিলেন। সেই সমুদ্র দূরে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে।

'আমাদের এখন শুধু সমুদ্র পথ আছে,' পর্বতেশ্বর বললেন।

ভৃগু ও দিলীপ পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরলেন। দেবগিরির যুদ্ধ পার হওয়ার অনেকগুলো মাস পর অবশেষে দিলীপের অযোধ্যার সেনাবাহিনী মেলুহাতে পৌঁছেছে। তাঁরা পর্বতেশ্বরের সূর্যবংশী সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য নদীপথে করচপতে রওনা দিয়েছে।

'কিন্তু সেনাপ্রধান করচপতে আসার পেছনের পুরো পরিকল্পনাটা কি এটাই ছিল না? মানে সমুদ্রপথে লোথাল আক্রমণ। এই পরিকল্পনাতে নতুন আর কিছু আছে না কি?' দিলীপ বললেন।

'আমি নগর আক্রমণের কথা বলছি না, মাননীয় সম্রাট।'

করচপতে পর্বতেশ্বরের অধীনে এখন প্রায় চার লক্ষ সৈন্য থাকলেও তিনি জানেন যে লোথালের মতো উন্নত মানের পরিকল্পিত নগরে ভালোভাবে সাজানো আড়াই লক্ষ সৈন্যের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এবং সমস্ত রকমের প্রলোভন সত্ত্বেও সতী কোনোমতেই লোথালের বাইরে পা রাখতে রাজী হননি। ফলে খোলা রণাঙ্গণে বেশি সংখ্যক সৈন্য থাকার সুবিধা কাজে লাগাতে পারেননি পর্বতেশ্বর। কাজেই সমস্ত রকমের বাস্তব দিক থেকে দেখলে যুদ্ধ অচলাবস্থায় এসে পড়েছে।

মেলুহী সেনাপ্রধান এই অচলাবস্থা শেষ করার কোনো চমৎকার পরিকল্পনা ঠাউরেছেন এই আশায় ভৃগু বললেন, 'দয়া করে ব্যাখ্যা করে বলুন সেনাপ্রধান। আপনার পরিকল্পনাটা কি?'

'আমার মনে হয় আমাদের একটা নৌবহর নর্মদা নদী পথ দিয়ে পাঠানো উচিত। আর সেটা খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ্যে পাঠাতে হবে।'

দিলীপ ভুরু কোঁচকালেন। 'আপনার গুপ্তচরেরা প্রভু শিবের যাত্রাপথ আবিষ্কার করতে পেরেছে না কি?'

শিব ও গোপাল যে নর্মদার দিকে গেছেন সেটা মেলুহীরা জানতো। কিন্তু তারপরে তাঁরা যে কোনদিকে গেছেন সেটা তারা বুঝতে পারেনি। মেলুহীরা ধরেই নিয়েছিল যে ওঁরা দুজন হয়তো নর্মদার যাত্রাপথ ব্যবহার করে লুকিয়ে পঞ্চবটি বা উজ্জয়িনীতে গিয়ে ঢুকেছেন। তবে সেটা কি কারণে, মেলুহারা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি।

'না,' পর্বতেশ্বর জানালেন।

'তাহলে ওইদিকে আমাদের রণতরীগুলো পাঠিয়ে কি লাভ হবে? নীলকণ্ঠের সংবাদ-সংগ্রাহক আর গুপ্তচরেরা নিশ্চয়ই জানতে পারবে আমাদের রণতরীগুলি নর্মদার দিকে যাচ্ছে। আমরা ওদের অবাক করে দিতেও পারবো না।'

'আমিও ঠিক সেটাই চাইছি। আমরা লুকোতে চাইছি না।'

'প্রভু ব্রহ্মার দিব্যি, সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বর, আপনি কি নর্মদা ধরে পঞ্চবটীতে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করে ফেলেছেন? ভৃগু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন।

'না, প্রভু।'

'সেক্ষেত্রে তো আমি বুঝতে পারছি না যে কেন ও হো ঠিক . ' ভৃগু বাক্যের মাঝখানে থেমে গেলেন। পর্বতেশ্বরের মনে কি আছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

'পঞ্চবটীতে নর্মদা ধরে যাওয়ার পথ আমার জানা নেই,' পর্বতেশ্বর জানালেন। 'কিন্তু আমি যে জানি না সেটা তো প্রভু নীলকণ্ঠের সেনাবাহিনীরও জানা নেই। তারা হয়তো ধরে নেবে যে আমরা ওদের গোপন পথ জেনে ফেলেছি আর তার ফলে প্রভুর প্রাণ সংকটের মধ্যে। এর উপরে আবার ওদের বাহিনীর একটা বড়ো অংশ নাগদের নিয়ে গঠিত। ওদের ভূমিদেবীর প্রতিষ্ঠিত নগর পঞ্চবটি—যা ওদের রাজধানীও বটে—তা ভয়ংকর বিপদের মধ্যে জানলে কি ওরা শান্ত থাকতে পারবে?'

'ওরা লোথাল থেকে নদীপথে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে,' দিলীপ বলে উঠলেন।

'ঠিক তাই,' পর্বতেশ্বর সায় দিলেন। 'আমাদের বাহিনীতে প্রায় পঞ্চাশখানা রণতরী থাকার জন্য ওদের আমাদের সাথে সংখ্যায় পাল্লা দিতে হবে। নর্মদার ব-দ্বীপ অনেকটা ছাড়িয়ে একটা হ্রদে আমাদের রণতরীগুলো লুকিয়ে থাকবে।'

'আর ওরা নর্মদা ধরে এগিয়ে গেলেই আমরা পেছন থেকে আক্রমণ করবো। ' দিলীপ বলে উঠলেন।

'না।' পর্বতেশ্বর জানালেন।

'না?' অবাক হলেন দিলীপ।

'না, মাননীয় সম্রাট। আমার ইচ্ছা আগে থেকেই নর্মদার দিকে একটা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাদল পাঠিয়ে দেব। তারা অপেক্ষায় থাকবে যতক্ষণ না নাগ রণতরীগুলো সমুদ্র থেকে সরে নদীর অনেকটা ভেতরের দিকে না চলে যায়। নদীর মধ্যে রণতরীর যাতায়াত অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত থাকে সে নদী যতই চওড়া হোক না কেন। ওদের রণতরীগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই যাবে। আমাদের সৈন্যেরা শত্রুর জন্যে জ্বালানী কাঠ আর চকমকি পাথর ঠাসা আগুনে ছিপ নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। আমাদের কাজটা হবে একই সাথে প্রথম ও শেষ রণতরীর সারিকে সাবাড় করা।'

'চমৎকার, ওদের সৈন্যেরা রণতরী হারিয়ে জলে ভেসে যাবে। আর তারপরই আমাদের নৌবহর গোপন হ্রদ থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সৈন্যদের কচুকাটা করে ফেলবে।'

'না, মাননীয় সম্রাট,' পর্বতেশ্বর বললেন। তিনি ভাবছিলেন যে শিবের মতো চমৎকার কুশলী মানুষ হলে তাঁকে এত বোঝাতে হত না। 'আমাদের নৌবহর আদৌ যুদ্ধে জড়াবেই না। ওটা টোপ মাত্র। মূল আক্রমণ শানাবে আমাদের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা দল। যদি শত্রু রণতরীগুলোর প্রথম ও শেষ সারিতে আগুন ধরানো যায় তাহলে মাঝের গুলোতেও যে সে আগুন ছড়াবে তার সম্ভাবনা প্রবল।'

'কিন্তু তাতে কি অনেকখানি সময় লেগে যাবে না,' ভৃগু বলে উঠলেন। ওতে তো ওদের সৈন্যদের বেশির ভাগটাই রণতরী ছেড়ে তীরে এসে পড়বে।'

'ঠিক,' পর্বতেশ্বর সায় দিলেন। 'কিন্তু ওরা ওদের মূল ঘাঁটি থেকে বহুদূরে আটকা পড়বে। আর সাথে রণতরীও থাকবে না। পঞ্চবটীতে শুনেছি যে মাইকা—লোথাল আর নর্মদার মাঝে কোন সড়কপথ নেই। ওই রকম ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লোথালে ফিরতে ওদের অন্তত ছয় মাস লেগে যাবে। আমি আশা করছি যে আমাদের টোপ নৌবহরের পরিমাণ দেখে সতী তাঁর সৈন্যদের থেকে অন্তত এক লক্ষ সৈন্যকে আমাদের আক্রমণ করতে পাঠাবে। আর ওই এক লক্ষ সৈন্য নর্মদার জঙ্গলে আটকা পড়ে থাকলে আমাদের সেনাবাহিনী সংখ্যাগতভাবে অনেকটা এগিয়ে যাবে—প্রায় চারজন পিছু একজন। তারপর হয়তো আমরা লোথাল আক্রমণ করে তাকে অধিকার করতে পারবো।'

দিলীপ এখনও পুরো ছকটা বুঝে উঠতে পারেননি। 'কিন্তু আমাদের সৈন্যদের অনেকেও তো ওই নৌবহরের টোপে থাকবে। ঠিক কিনা? তাহলে ওদের করচপতে ফিরে আসা অবধি আমাদেরও তো অপেক্ষা করতে হবে আর তারপর ’

'আমি আমাদের টোপ নৌবহরকে যুদ্ধে জড়াতে চাইছি না।'' পর্বতেশ্বর জানালেন। 'কাজেই আমরা ওগুলো সৈন্য বোঝাই করবো না। আমরা শুধু নামমাত্র লোক পাঠাবো যাতে রণতরীগুলো চালানো যায়। পাঁচ সহস্রর বেশি সৈন্য এই কাজে লাগাবো না। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য সমেত মাত্র পাঁচ সহস্র সৈন্য

আমাদের সেনা থেকে করচপ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এতে করে আমরা শত্রু সৈন্য থেকে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য কমাতে পারব। তারা পড়ে থাকবে নর্মদা ঘিরে থাকা জঙ্গলের মাঝে—লোথাল থেকে অন্তত ছয় মাসের পথের দূরত্বে। একটা তিরও খরচা হবে না। এরপরই আমরা সহজেই এগিয়ে গিয়ে লোথাল অধিকার করতে পারবো।'

'অপূর্ব! আমাদের রণতরীগুলো নর্মদার দিকে রওনা দিলেই আমরা লোথালের দিকে অগ্রসর হব।' ভৃগু বলে উঠলেন।

'না, প্রভু।' পর্বতেশ্বর বাধা দিয়ে বলে উঠলেন।

'আমি নিশ্চিত যে সতীর গুপ্তচরেরা করচপের ভেতরে ও চারপাশে ঘাপটি মেরে রয়েছে। তারা নগর থেকে আমাদের চার লক্ষ সৈন্যকে বেরোতে দেখলে জেনে যাবে যে আমাদের রণতরীগুলোতে নামমাত্র সেনা রয়েছে। এর ফলে আমাদের ফন্দিটা ধরে ফেলবে। আমাদের সৈন্যদের করচপের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে হবে যাতে ওরা নিশ্চিত হয় যে সত্যিই সত্যিই পঞ্চবটী আক্রান্ত হতে চলেছে।'

— —
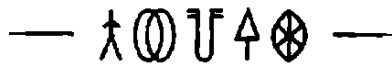
বাণিজ্যতরীর মালপত্রের চালান দেখে করচপের শুল্ক আধিকারিকের ভুরু কুঁচকে গেলো। 'মিশর থেকে আসা কার্পাস তুলো? মিশরের কার্পাসে মেলুহীর কিসের প্রয়োজন? আমাদের কার্পাসের সাথে তো ওদের কোনো তুলনাই হয় না'।

মেলুহার শুল্ক বিভাগের কাজকর্ম বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে চলে। জলযানের প্রেরণপত্রতে যা লেখা সেইমতোই ব্যবস্থা করা হয়। এটাও হয় যে কখনো সখনো শুল্ক আধিকারিক বাণিজ্যতরীর মালপত্র প্রেরণপত্রের তালিকার সাথে মিলছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। এই ক্ষেত্রটা হয়তো সেরকমই একটা ছিল।

আধিকারিক তার সহকারীর দিকে ফিরলেন। 'বাণিজ্যতরীর ভেতরে ঢুকে দেখে এসো।'

জলযানের আধিকারিক উদ্বিগ্নভাবে ডানদিকে থাকা পাটাতনের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকালো। তারপর সে আবার শুল্ক আধিকারিকের দিকে ফিরলো। 'দরকার কি মশাই? আপনি কি ভাবেন যে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে মিথ্যা বলবো? আমি যে পরিমাণ কার্পাসের কথা জানিয়েছি তা এই রণতরীর বহনক্ষমতা উচ্চতম সীমা যে ছাড়াইনি তা তো আপনার জানা আছে। আপনি যে আমার কাছে বেশি শুল্ক দাবী করবেন তার পথ বন্ধ। আপনার খোঁজাখুঁজিতে কোনো লাভ হবে না।'

জলযানের আধিকারিক যে ঘরটার দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিলো সেই দিকে তাকালো মেলুহী শুল্ক আধিকারিক। হঠাৎ সেই ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। একজন সুগঠিত চেহারার লম্বা মানুষ বেরিয়ে এসে হাত ছড়িয়ে আলস্যের সাথে হাই তুললো। 'পরিচালক মশাই, এত দেরী কিসের?'

লোকটিকে চিনতেই শুল্ক আধিকারিকের নিঃশ্বাস থেমে গেল। আধিকারিক তৎক্ষণাৎ মেলুহী সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালো। 'সেনানায়ক বিদ্যুন্মালী, আপনি যে এই বাণিজ্যতরীতে তা আমার জানা ছিল না।'

'এখন তো জানলে,' আবার একবার হাই তুলো বিদ্যুন্মালী।

'দুঃখিত, প্রভু,' শুল্ক আধিকারিক দ্রুত তালিকাপত্রটা আধিকারিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সহকারীকে শুল্ক জমা নেওয়ার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিল।

খাতাপত্তরের কাজ মুহূর্তের মধ্যে সারা হয়ে গেল।

শুল্ক আধিকারিক চলে যেতে যেতেও হঠাৎ পেছন ফিরে খানিকটা দ্বিধার সাথে বিদ্যুন্মালীকে জিজ্ঞেস করলো, 'প্রভু, আপনি তো আমাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মধ্যে একজন। তবে কেন আমাদের সেনাবাহিনী আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠায়নি?'

বিদ্যুন্মালী তিক্ত হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'মশাই, আমি এখন আর যোদ্ধা নেই। আমি এখন দেহরক্ষী। আর এখন মনে হচ্ছে যে রাজকীয় আদব-কায়দার বহনকারীও বটে।'

শুল্ক আধিকারিক সামান্য হেসে দ্রুত বাণিজ্যতরী ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

— ⅄⓪Ü↑⊗ —

'এত দেরী কিসের?' মিশরীয় জানতে চাইলো। বাণিজ্যতরীর পাটাতনের তলায় একদম নিচের খোলের ভেতরের একটা ঘরে সবেমাত্র পা ফেলেছে বিদ্যুন্মালী। ঘরটার এককোণে উঁচুতে থাকা গোল মতো জানলাটা চেপেচুপে বন্ধ করা। কাজেই ভেতরটা অস্বাভাবিক রকমের অন্ধকার। চোখ সয়ে যাবার পর, বিদ্যুন্মালীর চোখে পড়লো প্রায় তিনশো গুপ্তঘাতক শ্বাপদের মতো নিশ্চলভাবে গাদাগাদি করে বসে আছে।

'শ্রীযুক্ত সোয়াথ, তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়,' বিদ্যুন্মালী মিশরীয়কে জানালো। একটা বোকাহাঁদা শুল্ক আধিকারিক বাণিজ্যতরীর ভেতরের মালপত্র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলো। তবে সেটা মিটে গিয়েছে। এখন আমরা করচপ পেরিয়ে চলেছি। খুব তাড়াতাড়ি মেলুহার একদম কেন্দ্রে পৌঁছে যাব। ফেরার কোনো ব্যাপার নেই।'

সোয়াথ চুপচাপ মাথা নেড়ে সায় দিল।

'প্রভু,' আধিকারিক ততক্ষণে একটা মশাল আড়াল করে ধরে চুপচাপ ঢুকে পড়েছে। তার পেছনে আরো দুজন মস্ত মস্ত পাটের বস্তা বয়ে এনেছে। বিদ্যুন্মালী মশালটা আধিকারিকের হাত থেকে নিল। বস্তাগুলো তারা বিদ্যুন্মালীর পাশে রেখে দিল।

'বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর,' বিদ্যুন্মালী নির্দেশ দিল।

আধিকারিক ও তার লোকেরা নির্দেশ পালন করলো। বিদ্যুন্মালী মিশরীয়র দিকে ফিরলো।

বিদ্যুন্মালী যে মিশরীয় গুপ্তঘাতকদের গোপন বাহিনীকে পথ দেখিয়ে দেবগিরিতে নিয়ে চলেছে সোয়াথ তাদের প্রধান। বাণিজ্যতরীর বন্ধ কামরার ঘাম ছোটানো গরমের চোটে সোয়াথ আর তার গুপ্তঘাতকের দলের পরণে কটি বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই বললেই চলে। মশালের আবছা আলোয় সোয়াথের শরীরে অজস্র যুদ্ধক্ষত বিদ্যুন্মালীর চোখে পড়লো। কিন্তু যেটায় তার আগ্রহ জেগে উঠেছিল তা হল সোয়াথের শরীরের অসংখ্য উল্কি। সেগুলোর একটা মেলুহী সেনানায়কের চেনা, নাকের ঠিক আগায় একটা কালো আগুনের গোলা। সেটা থেকে চারদিকে রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। কচুকাটা হওয়ার আগে সাধারণত এইটাই হতভাগ্য শিকারদের

চোখে শেষ পর্যন্ত পড়ে। এই আগুনের গোলা সেই ঈশ্বরের চিহ্ন যাঁকে সোয়াথ ও তাঁর গুপ্তঘাতকেরা পূজা করে—সূর্যদেবতা অ্যাটেন।

'আমি তো ভাবতাম মিশরীয়দের সূর্যদেবতা হলেন রা,' বিদ্যুন্মালী বলে উঠলো।

সোয়াথ মাথা ঝাঁকালো। 'অধিকাংশ লোক ওনাকে রা বলেই ডাকে। কিন্তু ওরা ভুল। সঠিক নামটা হল অ্যাটেন। আর এই চিহ্নই তাঁর প্রতীক,' নাকের উপরে আগুনের গোলাটা দেখিয়ে বললো সোয়াথ।

'আর আপনার হাতের উপরের শেয়াল উল্কিটা?' বিদ্যুন্মালী জানতে চাইলো।

'এটা শেয়াল নয়। এই জন্তুটা শেয়ালের মতোই দেখতে। আমরা এটাকে শা বলি। এটা সেই দেবতার চিহ্ন যাঁর নামে আমার নামকরণ করা হয়েছে।

বিদ্যুন্মালী অন্যান্য উল্কিগুলো নিয়েও কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সোয়াথ হাত তুলে বাধা দিল।

'আমার শরীরে প্রচুর উল্কি আর ছোটোখাটো কথাবার্তায় আমরা মোটেই আগ্রহ নেই।' সোয়াথ বলে উঠলো। 'সেনানায়ক, তুমি আমায় ভালোই টাকাপয়সা দিচ্ছো। কাজেই তোমার কাজ আমি করবো। আমায় চাগিয়ে তোলার জন্য আমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতানোর দরকার নেই। যেটা আসলে চাও সেই বিষয়ে কথা বলা যাক।

বিদ্যুন্মালী হাসলো। পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করতে পারা সবসময়েই আনন্দের। তাদের পুরো মনটাই কাজের উপর থাকে। সম্রাট দক্ষ তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা রীতিমতো কঠিন। হত্যা করতে তো যে কোনো নৃশংস লোকই পারে, কিন্তু এতগুলো শর্ত মেনে হত্যা করা পেশাদার ছাড়া আর কারও পক্ষে অসম্ভব। এর জন্য শিল্পী চাই—অন্ধকার জগতের শিল্পে হাত পাকানো লোক।

'ক্ষমা করবেন। আসল কথায় এখুনি আসছি।' বিদ্যুন্মালী বললো।

'এইতো চাই,' সোয়াথের গলায় ব্যাঙ্গ।

'আমরা চাইনা কেউ আপনাকে চিনতে পারুক।'

সোয়াথ এমনভাবে ভুরু কোঁচকানো যেন কেউ তাকে এখনই অপমান করেছে। 'সেনানায়ক বিদ্যুন্মালী, কেউ কখনও আমাদের কাউকে হত্যা করতে দেখেনি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের শিকারও মরবার সময় আমাদের দেখতে পায় না।'

বিদ্যুন্মালী মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আপনাকে কেউ চিনতে না পারলেও দেখতে যেন পায়।'

সোয়াথ অবাক হল।

বিদ্যুন্মালী একটা পাটের থলের দিকে এগিয়ে গিয়ে এক বড়োসড়ো ঢলঢলে পোষাক আর একটা মুখোস বার করলো। 'আমি চাই যে আপনারা সকলেই এটা পরে থাকবেন। এবং আমি এটাও চাই যে আপনারা যখন হত্যালীলা চালাবেন তখন লোকে যেন আপনাদের দেখতে পায়।'

সোয়াথ একটা ঢলঢলে পোষাক হাতে তুলে নিল আর সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে চিনতে পারল। নাগরা বাইরে কোথাও বেরোলেই এই পোষাক পরে যায়। সে কিছুক্ষণ মুখোসটার দিকেও চেয়ে থাকলো। সে জানতো যে এগুলো পবিত্র অনুষ্ঠানে পরা হয়ে থাকে।

সোয়াথ কুতকুতে চোখে বিদ্যুন্মালীর দিকে তাকালো। 'আপনার ইচ্ছা যে লোকেরা ভাবুক যে একাজ নাগদের।'

বিদ্যুন্মালী মাথা নেড়ে সায় দিল।

'এইসব ঢলঢলে পোষাক আমাদের নড়াচড়ায় অসুবিধা হবে। আর মুখোসে দেখারও অসুবিধা হবে। এসব সাজসজ্জায় আমরা অভ্যস্ত নই।'

'আপনি কি আমাকে বলতে চাইছেন যে অ্যাটেনের যোদ্ধারা এ কাজে অক্ষম?'

সোয়াথ একটা বড়ো করে শ্বাস টানলো। 'চলে যান।'

বিদ্যুন্মালী সোয়াথের উদ্ধত্যে চমকে গিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল।

'চলে যান, যাতে করে আমরা এইসব ঢলঢলে পোষাক পরে অনুশীলন করতে পারি।' সোয়াথ বুঝিয়ে বললো।

বিদ্যুন্মালী হেসে উঠে দাঁড়ালো।

'সেনানায়ক, মশালটা এখানেই রেখে যান,' সোয়াথ বললো।

'নিশ্চয়ই।' বিদ্যুন্মালী একটা আঁকড়ায় মশালটা রেখে বাণিজ্যতরী ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায় ৪০

নর্মদায় গুপ্ত প্রতীক্ষা

'ওরা এখানে আসছে না?' আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে সতী বললেন।

কালী, গণেশ ও কার্তিকের সাথে তিনি কেশর মেশানো মিষ্টি দুধ সহযোগে পারিবারিক আনন্দ উপভোগ করছিলেন। শীঘ্রই টাটকা সংবাদ নিয়ে তাতে যোগ দিলেন ভগীরথ, চন্দ্রকেতু, মাতলী, বৃহস্পতি আর চেনরধ্বজ। এর আগে বাসুদেবদের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গেছিলো যে প্রায় পঞ্চাশটা রণতরীর এক নৌবহর কয়েক সপ্তাহ আগে করচপ থেকে রওনা দিয়েছিল। সতীরা আশা করেছিলেন যে লোথালের উদ্দেশ্যেই তারা আসছে। কিন্তু শেষ সংবাদ যে নৌবহর দক্ষিণদিকে মোড় নিয়েছে।

'মনে হচ্ছে তারা নর্মদার দিকেই যাচ্ছে।' একজন বাসুদেব পণ্ডিত যিনি এইমাত্র সংবাদটা নিয়ে এলেন, তিনি বললেন। 'তা হতে পারে না!' গণেশের দিকে তাকিয়ে আতংকগ্রস্থ হয়ে কালী বললেন।

মেলুহীদের ভুল পথে চালনা করার জন্য শিবের কৌশল যাতে নর্মদা যাওয়ার ভান করে সেখান থেকে পরিহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা, যাতে কালী সহমত হতে পারেননি। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে এতে পঞ্চবটী যাওয়ার সম্ভাব্য পথের সূত্র মেলুহীরা জেনে যেতে পারে। শিব কালীর ধারণা নাকচ করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে ভৃগু জানেন যে পঞ্চবটীর কাছে নদী বয় পশ্চিম থেকে পূবে, যেখানে নর্মদা পূব থেকে পশ্চিমে বয়; স্পষ্টতই পঞ্চবটী নর্মদার ধারে অবস্থিত নয়। মেলুহীরা এটা জানে যে যদি তারা নর্মদা বেয়ে যায় তবে পঞ্চবটী পৌঁছতে হলে তাদের গহন দণ্ডকারণ্যের পাশ দিয়েই যেতে হবে। নাগ পথপ্রদর্শক ছাড়া

সেটা খুবই বিপদজনক, সেই কারণে, মেলুহীদের নর্মদা যাত্রার একটাই যে যুক্তিপূর্ণ অর্থ কালীর মনে হল পঞ্চবটী যাওয়ার পথের সন্ধান পেয়েছে।

'কেমন করে ওরা নর্মদা ধরে পঞ্চবটী যাওয়ার পথ জানবে?' হতবুদ্ধি হওয়া গণেশ জিজ্ঞাসা করলো।'

কালী সতীর দিকে ঘুরে বললেন 'তোমার স্বামী আমার কথা শোনেনি আর বোকার মতো জোর করে নর্মদার দিকে গেলেন।'

'কালী নর্মদা ধরে আমাদের যাওয়া আশার সব সংবাদই মেলুহীরা জানে।' সতী শান্তভাবে বললেন, 'এটা গোপন ব্যাপার নয়, কিন্তু তাদের কোন ধারণাই নেই নর্মদা থেকে পঞ্চবটী কেমন করে যেতে হবে। শিব কিছুই প্রকাশ করে দেয়নি।'

'বাজে কথা!' চেঁচিয়ে উঠলেন কালী, 'আর এটা শুধু শিবের ভুল নয়, তোমারও ভুল এটা। দিদি তোমায় বলেছিলাম ওই বিশ্বাসঘাতককে মেরে ফেলতে। তুমি এবং তোমার ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাবোধের ফলে আমার লোকেরা ধ্বংস হতে চলেছে!'

'মাসী।' কালীকে একথা বলেই গণেশ তাড়াতাড়ি মায়ের পক্ষ রক্ষা করার জন্য লাফিয়ে উঠলো। 'মনে হয়না মাকে এই বিষয়ে আমাদের দোষারোপ করা উচিত। এটা খুবই সম্ভব যে প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বর নয় বরং মহর্ষি ভৃগু। যিনি নর্মদা পথ আবিষ্কার করেছেন। মোটের ওপর তিনিই গোদাবরীর পথটা জানেন ঠিক না?'

'অবশ্যই, গণেশ,' ব্যাঙ্গের সঙ্গে বললেন কালী 'পর্বতেশ্বর নয় আর এটা অবশ্যই তোমার প্রিয়তম মায়ের ভুল হতেই পারে না। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মাতৃভক্ত পুত্র কেমন করে ভাববে যে তার মা ভুল করতে পারে?'

'কালী . ' অস্ফুটে বললেন সতী।

কালী তার গলাবাজি চালিয়ে যাচ্ছিলেন 'তুমি কি ভুলে গেলে যে তুমি একজন নাগ, তুমি মানবপ্রভু, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তোমার লোকেদের রক্ষা করবে বলে শপথ নিয়েছো?'

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগে কিছু ভগীরথ সিদ্ধান্ত নিলেন

ঝগড়া থামানোর। 'রাণী কালী, মেলুহীরা কেমন করে নর্মদা পথ আবিষ্কার করেছে সেই নিয়ে পড়ে থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের আলোচনা করা উচিৎ যে এর পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা কি নেব? কেমন করে পঞ্চবটীকে রক্ষা করবো?

কালী ভগীরথের দিকে ঘুরে খেঁকিয়ে উঠে বললেন 'কি করা উচিৎ তার জন্য মহর্ষি হতে হবে না আমাদের, পঞ্চাশটা রণতরী নাগ সৈন্য বোঝাই করে কালই রওনা হবে। মেলুহীরা, যেদিন আমার জাতিকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেবে, সেদিন তারা অনুতাপ করবে।'

লোথালের চক্রাকার বন্দরে কালী, গণেশ আর কার্তিক জড়ো হয়েছিল, সঙ্গে ছিল এক লক্ষ সৈন্য। তাতে ছিল সমস্ত নাগসৈন্য আর বহু ব্রঙ্গ যোদ্ধা। কষ্ট করে তারা তাড়াতাড়ি রণতরীতে উঠছিল, তারা জানতো যে সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সতী তাঁর পরিবারকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। তিনি লোথালে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সন্দেহ করছিলেন যে মেলুহীরা একই সময়ে লোথাল অবরোধ করতে পারে। তাঁর ভাগ হয়ে যাওয়া সৈন্যবাহিনীর কারণে তারা সেই চেষ্টা করতে পারে।

'কালী . ' নরমভাবে সতী বললেন।

কালী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই পিছন ফিরে সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য চিৎকার করতে লাগলেন, 'তাড়াতাড়ি ওঠো! চটপট করো!'

গণেশ আর কার্তিক এগিয়ে এসে সতীর পাঁ ছুঁয়ে নমস্কার করলেন আর আশীর্বাদ নিলেন।

'আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো, মা,' গণেশ বললেন। ম্লানভাবে তিনি হাসলেন।

সতী মাথা নেড়ে বললেন 'আমি অপেক্ষা করবো।'

'আমাদের প্রতি তোমার কোন নির্দেশ আছে, মা?' কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন।

সতী তার বোনের দিকে তাকালেন। কালী তখন শক্ত হয়ে পিছন ফিরেই ছিলেন, 'তোমাদের মাসীকে দেখো।'

সতী যা বললেন কালী তা শুনলেন, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর দিতে অস্বীকার করলেন।

সতী এগিয়ে গিয়ে আলতো করে কালীর কাঁধে হাত রাখলেন। 'প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বরের জন্য আমি দুঃখিত। আমি যেটা ঠিক মনে করেছিলাম সেটাই করেছিলাম।'

কালী কাঁধ শক্ত করে বললো 'যে এমনকি অন্যের জীবনের মূল্যের বিনিময়ে নিজের নৈতিক ঔদ্ধত্যের প্রতি আটকে থাকে, সে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ন মানুষ নাও হতে পারে।'

সতী চুপ করে রইলেন, করুণভাবে কালীর পিঠের দিকে চাইলেন। দেখতে পেলেন কালীর কাঁধের ওপর থাকা অতিরিক্ত হাত দুটো কাঁপছে। নাগরাণী খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে এটা নিশ্চিতভাবে তারই চিহ্ন।

কালী রাগের দৃষ্টিতে দিদির দিকে তাকিয়ে বললেন 'ন্যায়ের মহিমার প্রতি তোমার আসক্তির জন্য আমার লোকেরা ভুগবে না, দিদি।'

এই কথা বলে ঝড়ের মতো চলে গেলেন। আক্ষরিকভাবে এক ঝটকায় কাঁধ সরিয়ে নিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে রণতরীতে উঠে গেলেন।
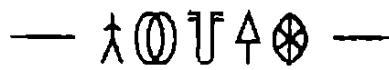
কনখলা যা শুনছিলেন তা বিশ্বাসই করতে পারলেন না। সত্যি একটা শান্তির সম্ভাবনা!

'যা শুনলাম বহুদিন পর এটা সবচেয়ে ভালো সংবাদ, মাননীয় সম্রাট।'

দক্ষ অমায়িক ভাবে হাসলেন, 'এটা গোপনে রাখতে হবে, আশাকরি সেটা বুঝতে পেরেছো তুমি। এখানে অনেকেই আছেন যারা শান্তি চাননা। তারা ভাবেন যে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধই হল মীমাংসার একমাত্র পথ।'

কনখলা বিদ্যুন্মালীর দিকে তাকালো, দক্ষর পাশেই সে দাঁড়িয়েছিল। সবসময়ই তিনি ধারণা করতেন যে বিদ্যুন্মালী একজন যুদ্ধলোলুপ। তাই বিদ্যুন্মালী সম্রাটের কথায় সায় দেওয়ায় কনখলা খুবই আশ্চর্য হলেন। *হয়তো* কনখলা মনে মনে

ভাবলেন, *সম্রাট বলছেন মহর্ষি ভৃগুর কথা যিনি নীলকণ্ঠর সঙ্গে শান্তি চান না।*

'দেবগিরির বাইরে মৃত্যু আর ধ্বংসের চিত্র আমরা দেখেছি যেটা সামান্য লড়াইয়ের ফলেই হয়েছিল।' দক্ষ বললেন। 'কেবলমাত্র সতীর বুদ্ধিমান পরিকল্পনার ফলে ব্যাপক বিধ্বংসকে থামানো গেছিলো যাতে মেলুহা এবং প্রভু নীলকণ্ঠ দুপক্ষেরই ক্ষতি হতো।'

হয়তো সতীর প্রতি এটা ওনার ভালোবাসা যার জন্য সম্রাট হিসেবে উনি বাধ্য হচ্ছেন এই কাজ করতে ওনার মেয়ের কোন ক্ষতি হোক সেটা উনি কখনোই চান না। কারণটা যাই হোক, শান্তির জন্য ওনার এই উদ্যোগে আমি ওনাকে সমর্থন করবো।

'কি ভাবছো, কনখলা?'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, মাননীয় সম্রাট। আপনি যে শান্তির আলোচনা চাইছেন তাতেই আমি আনন্দিত।'

'তোমার সব কাজকর্ম কাটছাঁট করতে হবে।' দক্ষ বললেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই একটা শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। আমাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নামে এই সম্মেলনের নামকরণ করবো, কনখলার যজ্ঞ।' অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে মৃদু হেসে কনখলা বললেন 'আপনার অশেষ করুণা, মাননীয় সম্রাট। কিন্তু নামটা মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় হল শান্তি ধর্ম।'

'হ্যাঁ, শান্তিই হল পরম। সেই কারণেই তুমি অবশ্যই আমার নির্দেশ মতো খুব গুরুত্ব দিয়ে এর গোপনতা বজায় রাখবে। কোন কারণেই শান্তি সম্মেলনের সংবাদটা করচপতে যেন না পৌঁছয়।'

করচপতে যেখানে ভৃগু নিজে অবস্থান করেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন অযোধ্যার সম্রাট দিলীপ আর প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বর।'

'যথা আজ্ঞা, মাননীয় সম্রাট।' কনখলা বললেন।

আনন্দিত কনখলা তাড়াতাড়ি নিজের কার্য্যালয়ে গেলেন কাজ শুরু করে দেওয়ার জন্য।

বিদ্যুন্মালীর দিকে ঘোরার আগে দক্ষ তাঁর ব্যক্তিগত কার্য্যালয়ের দরজা বন্ধ

হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন তারপর ঘুরে বললেন 'আমার আশা যে সোয়াথ আর তার লোকেরা আমায় নিরাশ করবে না।'

'তারা তা করবে না মাননীয় সম্রাট।' বিদ্যুন্মালী বললো 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। এটাই হবে তিব্বতের ওই অসভ্য জংলীটার সমাপ্তি। প্রত্যেকেই নাগদের দোষ দেবে। ওরা সকলে রক্তপিপাসু বুদ্ধি বিবেচনাহীন হত্যাকারী বলেই পরিচিত। কোন দেশবাসীই ভণ্ড নীলকণ্ঠের নাগদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করাটাকে হজম করতে পারছে না। একইভাবে তারা বিকর্ম আইন তুলে দেওয়াটা গ্রহণ করতে পারেনি দ্রাপাকুর মহত্ব সত্ত্বেও। জনগণ স্থিরভাবেই বিশ্বাস করবে যে নাগেরাই ওকে মেরেছে।'

'আর আমার মেয়ে ফিরে আসবে আমার কাছে।' দক্ষ বললেন, 'ওর আর কোন উপায় থাকবে না, আমরা আবার একই পরিবার হয়ে যাবো।'

ভ্রান্ত ধারণা সবচেয়ে বেশি অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয়।

— ⸸ —
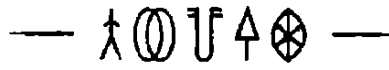
শিব, গোপাল আর তারা বাণিজ্যতরীর সামনের পাঠাতনে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিহীরা শিবদের মূল্যবান মালপত্র জলযানে বোঝাই করতে সাহায্য করেছিল। উপস্থিত সবাই বিদায় জানাতে, শিব জম্ সমুদ্রে তরী ভাসানোর জন্য সবেমাত্র আদেশ দিয়েছিলেন।

'শেহরাজ়াদ,' গোপাল বললেন 'কত দিন . . ?'

'আমাকে তারা বলুন দয়া করে' বাসুদেব প্রধানকে বাধা দিয়ে তারা বললেন।

'মানে?'

'আমার নাম এখন তারা, হে মহান বাসুদেব' তারা বললেন। 'শেহরাজ়াদকে পরিহাতে ফেলে এসেছি।'

গোপাল হেসে বললেন 'অবশ্যই, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তারাই বলছি।'

'আপনার কি প্রশ্ন ছিল?'

'আমি ভাবছিলাম আপনি কতদিন পরিহাতে ছিলেন।'

'অনেক বেশিদিন।' তারা বললেন 'প্রাথমিকভাবে একটা কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম, যার দায়িত্ব মহর্ষি ভৃগু আমায় দিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম এটা কমদিনের ব্যাপার। বায়ুপুত্রদের সঙ্গে দৈবী অস্ত্র নিয়ে কাজ করার দায়িত্বভার দিয়েছিলেন উনি। আর একথাও বলেছিলেন যে যখন অনুমতি দেবেন কেবলমাত্র তখনই আমি ফিরে আসতে পারবো। কিন্তু বৃহস্পতির মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর আর ফিরে আসার কারণ খুঁজে পাইনি।'

'বেশ, তবে বৃহস্পতি এখান থেকে আর খুব দূরে নেই।' গোপাল নরম সুরে বললেন। 'কয়েক সপ্তাহ মাত্র জম্ সমুদ্র দিয়ে যাওয়া আর তারপর পূর্বদিকে মোড় নিয়ে পশ্চিম সমুদ্র বেয়ে পৌঁছন লোথালে আর বৃহস্পতির কাছে।'

তারা আনন্দে হেসে উঠলেন।

'ঠিক।' শিব বললেন, তিনি জম্ এর মানে নিয়ে রসিকতা করে বললেন। 'কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই গোলমেলে। এই সমুদ্রের নাম ''তোমাদের আসা'' থেকে এখন হওয়া উচিৎ ''আমাদের যাওয়া''! আর তাই আমাদের পশ্চিম সমুদ্র দিয়ে পূর্বদিকে যেতেই হবে! আর কেবলমাত্র পবিত্র সরোবরই জানেন যে শেষে কোথায় গিয়ে আমরা পৌঁছবো!'

তারা ভুরু ওঠালেন।

'আমি জানি।' শিব বললেন 'এটা খুব বোকার মতো একটা রসিকতা। কারণ আমার ধারণা অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটলে, তার ফলাফলের প্রভাব সবার ওপর পড়ে।

তারা হাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, 'যা আমাকে বিস্মিত করেছে সেটা আপনার রসিকতা নয়, তা সত্ত্বেও সহমত হচ্ছি যে এটা খুবই বোকার মতো রসিকতা।'

'ধন্যবাদ!' হালকাভাবে হেসে শিব বললেন 'কিন্তু কি জন্য আমি বিস্মিত হলেন?'

আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি ভেবেছেন ''জম্'' মানে ''আসা।''

শিব গোপালের দিকে ঘুরে ভুরু নাচিয়ে ইঙ্গিত করলেন, 'কারণ বাসুদেব প্রধানই মানেটা বলেছিলেন।'

' ''জম্'' মানে কি ''আসা'' নয়?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'সেটাই সকলে ভাবে।' তারা বললেন 'পরিহীরা ছাড়া।'

'ওনারা কি বিশ্বাস করেন?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'জম্ হলেন ধর্মদেবতা, তাই, এই সমুদ্রটা হল ধর্মদেবের সমুদ্র।'

শিব হেসে বললেন, 'কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মের দেবতা . '

'হলেন যম' তারা শিবের কথাটা শেষ করলেন, 'আবার তিনি মৃত্যুরও দেবতা'।

'একেবারে ঠিক।'

যম্ আর জম্: এই দুটো নামের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? পরিহাতে কি জম্ নামে কোন মহান নেতা বা দেবতা ছিলেন?

'এই দুটো নামের মধ্যের কোন সম্পর্কের কথা আমি জানি না। কিন্তু প্রাচীনকালে জম্ নামে একজন মেষ পালক ছিলেন। যিনি অহুরমজ়্দার আশীর্বাদ পেয়ে ওই অঞ্চলের এক বিরাট রাজা হয়েছিলেন একেবারে প্রথম যুগে। সারা দেশে তিনি সমৃদ্ধি আর আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। যখন এক মহাপ্রলয় এসে উপস্থিত হল যাতে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হল, বিশ্বাস যে তিনি মাটির নিচে নগর তৈরি করেছিলেন যাতে তাঁর বহু প্রজা রক্ষা পেয়েছিল। তারপরে তাঁর রাজত্বের মানুষেরা তাঁকে জম্শেদ্ নামে ভূষিত করলো।'

' ''শেদ্'' কেন?'

' ''শেদ্'' মানে প্রভা। তাই জম্শেদ্ মানে ধর্মদেবের প্রভা।

অধ্যায় ৪১

শান্তি প্রস্তাব

সতী, ভগীরথ, চন্দ্রকেতু, মাতলি ও বৃহস্পতি লোথালের নগরপালের ব্যক্তিগত কার্য্যালয়ে জড়ো হয়েছেন। কনখলার বার্তা দেবগিরি থেকে একজন বয়ে নিয়ে এসে সবেমাত্র তাদের দিয়েছেন। সে বার্তা তাঁদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

'শান্তি আলোচনা? এ আবার ঠকানোর নতুন কোন ছক নাকি?' ভগীরথ বলে উঠলেন।

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ,' লোথালের নগরপাল চিনারধ্বজ ধমকের সুরে বলে উঠলেন। 'এটা মেলুহা। এখানে কখনো আইন ভাঙা হয় না। আর শান্তিচুক্তি নিয়মগুলো একদম পরিষ্কার—প্রভু রামের নিজের হাতে গড়া। ছলনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

'কিন্তু পঞ্চবটী আক্রমণের বিষয়ে তাহলে কি হবে?' বৈশালীরাজ মাতলি বলে উঠলেন। 'নর্মদা ধরে নাগ রাজধানী যাওয়ার পথ যে ওরা খুঁজে পেয়েছে সেটাতো পরিষ্কার। ওরা তো আক্রমণে রণতরীও পাঠিয়ে দিয়েছে আর একই সাথে আমাদের দৃষ্টি ঘোরাতে চেষ্টা করছে।'

'মাতলিরাজ, কথা ঘুরিয়ে কোনো লাভ আছে কি? আমাদের সাথে ওদের যুদ্ধ বেঁধেছে। ওরা একটা দুর্বল স্থান খুঁজে পেয়ে আক্রমণ করতে মনস্থির করেছে। যুদ্ধ তো এভাবেই হয়।' চেনরধ্বজ বলে উঠলেন।

'নগরপাল চেনরধ্বজ, মেলুহাদের আক্রমণ করা নিয়ে আমার কোনো অসুবিধা নেই। যেটা চিন্তার কথা সেটা হল ওরা একই সাথে পঞ্চবটী আক্রমণ করছে, আবার শান্তি আলোচনার আহ্বানও জানাচ্ছে। সন্দেহটা এখানেই।' ব্রঙ্গরাজ চন্দ্রকেতু বলে উঠলেন।

'আমারও একই বক্তব্য,' ভগীরথ সায় দিলেন। 'হয়তো এই শান্তি আলোচনার জন্য আহ্বান জানানোটা আমাদের নগর থেকে বার করার একটা টোপ মাত্র। আর তারপরই ওরা আমাদের আক্রমণ করবে। লোথাল দূর্গের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলো না থাকলে হয়তো মেলুহীরা আমাদের ভালোভাবেই হারিয়ে দেবে'।

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ, আমরা এ সংবাদও পেয়েছি যে মেলুহী সেনাবাহিনী এখনও করচপ ছেড়ে বেরোয়নি। আমাদের লোথাল থেকে চালাকি করে বের করাটাই যদি ওদের পরিকল্পনা হয় তাহলে ওরা কি একইসাথে ওদের সেনাবাহিনীকেও প্রস্তুত করবে না?' বৃহস্পতি বললেন।

চন্দ্রকেতু সায় দিলেন। 'ব্যাপারটা ভারী ধ্বন্দ্বে ফেলে দিচ্ছে।'

'হয়তো মেলুহার মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে,' বৃহস্পতি বলে উঠলেন। 'হয়তো কেউ কেউ শান্তি চাইছে আবার কেউবা যুদ্ধ?'

'আমরা এই পদক্ষেপটাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারি না,' সতী বললেন। 'কিন্তু এটাকে আবার অগ্রাহ্যও করতে পারি না। যদি এমন সম্ভাবনা থাকে যে আর কোনো হত্যা ছাড়াই সোমরসকে থামানো যায় তবে তো সেই সম্ভাবনাকে আলিঙ্গন করা উচিত। ঠিক কিনা?'

'কিন্তু এই বার্তা তো প্রভু শিবের জন্য। ওনার ফেরা পর্যন্ত কি আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়?' ভগীরথ বললেন।

সতী মাথা ঝাঁকালেন। 'ওতে অনেকগুলো মাস কেটে যাবে। উনি বায়ুপুত্রদের রাজী করাতে পেরেছেন কিনা তাও তো আমরা জানি না। যদি না পেরে থাকেন? সেক্ষেত্রে সোমরসের উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর অবস্থায় আমরা থাকবো না। এই মুহূর্তে এটা না এপাশ না ওপাশ অবস্থায় আছে। মেলুহীরাও তা জানে। কে জানে, হয়তো আমরা শান্তি-আলোচনায় ভালো শর্তই রাখতে পারবো।'

'হয়তো পারবো। অথবা এও হতে পারে যে সরাসরি শত্রুর জালের মধ্যে ঢুকে পড়ে পুরো সেনাবাহিনীটাকেই হারাবো।' চন্দ্রকেতু বললেন।

সতীও জানতেন যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিন। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না।

'আমাকে কিছুক্ষণ ভাবতে হবে,' এই বলে তিনি আলোচনায় ইতি টানলেন।
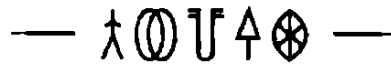
সতী রীতিমতো সুরক্ষিত একটা কক্ষে ঢুকলেন। দেবগিরি থেকে কনখলার বার্তা বয়ে আনা দর্শনপ্রার্থীকে লোথালের নগরপালের কার্য্যালয়ে ভালোভাবে থাকার একটা অংশে আলাদা করে রাখা হয়েছে। বার্তাবাহকের সাথে ভালো ব্যবহার করলেও তার কক্ষের দরজা ও জানলায় সবসময়েই বাড়তি সুরক্ষার জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে। নগরে ঢোকার সময় তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ও সেই অবস্থাতেই তাকে সরাসরি এই কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার লোকেদের নগরের বাইরেই অপেক্ষায় রাখা হয়েছিল। শান্তিদূত নগরের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলো জেনে ফেলেন সে ইচ্ছা সতীর ছিল না।

'দেবী,' মেলুহী উঠে দাঁড়িয়ে সতীকে অভিবাদন জানাল। তার কাছে সতী এখনও মেলুহী সম্রাটকন্যা।

প্রথামাফিক প্রণাম জানালেন সতীও। 'সেনানায়ক মায়াশ্রেণীক।' এই অরিষ্টনেমী সেনানায়কটির সম্বন্ধে সতী বরাবরই ভালো ধারণা পোষণ করতেন। মায়াশ্রেণীক ভুরু কুঁচকে দরজার দিকে তাকান। 'নীলকণ্ঠ আসবেন না?'

দেবগিরিতে ভৃগু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি দক্ষকে গোপন সংবাদগুলো জানাবেন না। জানালে যুদ্ধ পরিকল্পনায় ক্রমাগত দক্ষের অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ ঘটতেই থাকবে যেটা পর্বতেশ্বরের মত নিয়ন্ত্রিত মেলুহীর পক্ষে ক্রমাগত সহ্য করে চলা কঠিন হয়ে পড়বে। কাজেই দেবগিরির অন্যান্য মেলুহীদের মত মায়াশ্রেণীকেরও সে সংবাদ জানাছিল না যেটা করচপতে পর্বতেশ্বর সন্দেহ করেছিলেন—শিবের নর্মদা ধরে পঞ্চবটীর দিকে যাত্রা করার সংবাদ।

শিব যে লোথাল-এ নেই সে সংবাদ সতী স্পষ্টতই মায়াশ্রেণীকের কাজে প্রকাশ করতে চাননি। 'না।'

'কিন্তু . '

'আমার সাথে কথা বলাটা ওঁর সাথে কথা বলারই সমান।' সতী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন।

মায়াশ্রেণীক ভুরু কুঁচকে বললো, 'তবে কি প্রভু আমার সাথে দেখা করতে

চান না? উনি কি শান্তি চান না? ওনার কি মনে হয় যে মেলুহার ধ্বংসই একমাত্র পথ?'

'শিব মনে করেন না যে মেলুহা অশুভশক্তি। শুধুমাত্র সোমরসই অশুভশক্তি। উনি শান্তির জন্য আলোচনা করতে খুবই আগ্রহী যদি মেলুহীরা একটামাত্র সামান্য শর্ত মেনে নেয়—সোমরস ত্যাগ করা।'

'তাহলে ওনাকে শান্তি আলোচনায় আসতেই হবে।'

'সমস্যাটা ওখানেই। কি করে আমরা বিশ্বাস করবো যে কনখলার প্রকৃতই আমন্ত্রণ করেছেন।'

মায়াশ্রেণীক চমকে গেল। 'দেবী, আপনি নিশ্চয়ই এটা ভাবছেন না যে মেলুহা শান্তি আলোচনা নিয়েও মিথ্যা বলবে। কি করে বলবো আমরা? প্রভু রামের নীতি লংঘিত হয় তাহলে।'

'সেনানায়ক মেলুহীরা হয়তো সবসময়েই নীতি মেনে চলে। আমার বাবা চলেন না।'

'দেবী, সম্রাটের প্রচেষ্টা খাঁটি।'

'কিন্তু সেটা বিশ্বাস করার কারণ?'

'আমি নিশ্চিত যে আপনার গুপ্তচরেরা আপনাকে নিশ্চয়ই জানিয়েছে যে মহর্ষি ভৃগু এখন করচপতে।'

'তাতে কি?'

'দেবী, মহর্ষি ভৃগু কোনোরকম মিটমাট চান না। আপনার বাবা শান্তি চান। মহর্ষি বাইরে থাকলেই তিনি সে সুযোগ পাচ্ছেন। আপনি জানেন যে আপনার বাবা একবার শান্তিচুক্তিতে সই করলে মহর্ষি ভৃগুর পক্ষে তা বাতিল করা খুবই কঠিন। মেলুহা শুধুমাত্র সম্রাটের আদেশই মেনে চলে। যদিও এখন মহর্ষি ভৃগুই নির্দেশগুলো দিচ্ছেন, কিন্তু সেগুলো ধার্য্য হচ্ছে সম্রাটেরই নামে।'

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও যে আমার বাবা হঠাৎ যেটাকে ঠিক মনে করেন সেটার পক্ষে রূখে দাঁড়ানোর চরিত্র হঠাৎ করে অর্জন করেছেন?'

'আপনি ঠিক করছেন না '

'তাই নাকি? তুমি জানো না যে উনিই আমার প্রথম স্বামীকে হত্যা করেছিলেন। আইনের প্রতি কোনো সম্মানই ওনার নেই।'

'কিন্তু উনি আপনাকে ভালোবাসেন।'

সতী বিরক্তিতে চোখ নাচালেন। 'মায়াশ্রেণীক, দয়া করে আশা করো না যে বাবা আমার প্রতি ভালোবাসার জন্য শান্তি চুক্তি চাইছেন এ আমি বিশ্বাস করি।'

'দেবী, উনি আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

'কি সব ফালতু কথা! শেষপর্যন্ত ওইসব হাস্যকর ব্যাখ্যা দিচ্ছ? তুমি কি সত্যিই মনে কর যে বাবা আমার নাগ সন্তানকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রায় নব্বই বছর তাকে আমার থেকে লুকিয়ে রেখে আমার 'প্রাণ বাঁচিয়েছেন'? না বাঁচান নি। তিনি এটা করেছিলেন নিজের সম্মান রক্ষার্থে। তিনি চাননি যে লোকে জানুক সম্রাট দক্ষেরও নাগ নাতি আছে। এই কারণেই তিনি আইন ভেঙে ছিলেন।'

'দেবী, নব্বই বছর আগে যা ঘটে গেছে আমি তা নিয়ে কথা বলছি না। আমি বলছি সেইটা নিয়ে যা ওই মাত্র কয়েক বছর আগেই ঘটেছে'।

'কি?'

'পঞ্চবটীর বিপদসংকেত বেজে ওঠা নিয়ে আপনি কি ভাবেন?'

হঠাৎ এই তথ্য বেরিয়ে পড়ায় সতী বিস্ময়ে চুপ করে গেলেন।

'সময়মতো বিপদসংকেত বাজানোয় আপনার প্রাণ বেঁচেছিল।'

'ওই ব্যাপারে তুমি জানলে কি করে?'

'প্রভু ভৃগু পঞ্চবটী ধ্বংস করতে রণতরী পাঠিয়েছিলেন। আর আপনার বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেই অভিযানে অন্তর্ঘাত করতে। আমি বিপদসংকেতে চাপ দি যাতে আপনাদের সবার প্রাণ বাঁচে। ওটা আমি করেছিলাম আপনার বাবার নির্দেশে। আপনাকে রক্ষা করার জন্য উনি ওঁর নিজের ও নিজের সাম্রাজ্যের স্বার্থে ঘা দিয়েছেন।'

সতী স্তম্ভিত হয়ে মায়াশ্রেণীকের দিকে তাকিয়েছিলেন। 'আমি তোমায় বিশ্বাস করি না।'

'এটাই সত্যি দেবী', মায়াশ্রেণীক বললো। 'আপনি জানেন যে আমি মিথ্যা বলি না।'

সতী একটা গভীর শ্বাস টেনে অন্যদিকে তাকালেন।

'সম্রাট যদি মেলুহার প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা না ভেবে শুধুমাত্র আপনার প্রতি তার ভালোবাসার জন্যই শান্তির কথা ভেবে থাকেন তা হলেও কি আমাদের দেশ কোনওভাবে উপকৃত হচ্ছে না? মেলুহার ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত কি এই যুদ্ধ আমরা চালাতেই থাকবো?'

সতী মায়াশ্রেণীকের দিকে ফিরলেন। কি বলবেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

'দেবী, দয়া করে নীলকণ্ঠের সাথে কথা বলুন। উনি আপনার কথা শোনেন। এই শান্তি প্রস্তাব খাঁটি।'

সতী কিছু বললেন না।

'দেবী আমি কি নীলকণ্ঠের সাথে দেখা করতে পারি?' মায়াশ্রেণীক জানতে চাইলো। সতী নিজে শান্তি চাইছেন কিনা সে ব্যাপারে সে এখনও নিশ্চিত হতে পারছিল না।

'না পারো না। আমার রক্ষীদের একজন তোমাকে নগরদ্বারের দিকে নিয়ে যাবে। দেবগিরিতে ফিরে যাও। তুমি যা বললে সেটা আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই ভাববো।' সতী জানালেন।
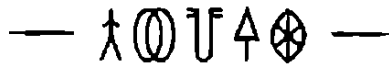
'আমরা শান্তি আলোচনায় যোগদানের কথা ভেবে দেখতে পারি,' সতী বললেন।

নগরপালের বাড়িতে তিনি ভগীরথ, বৃহস্পতি, চেনরধ্বজ, চন্দ্রকেতু ও মাতলির সাথে আলোচনায় বসেছেন।

'দেবী, এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ওরা যে আমাদের জন্যে কি জাল পাতছে তা একমাত্র প্রভু রামই জানেন।' ভগীরথ বলে উঠলেন।

'আমি উল্টোটাই ভাবছি। এটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এমনো তো সম্ভব যে দেবগিরিতে বাবা কি করছেন তা করচপতে থাকা সেনাবাহিনীর জানা নেই?'

'সম্ভব। কিন্তু আপনি কি সত্যিই ভাবেন যে আপনার বাবা শান্তি আলোচনা চান? সেটা চাওয়ার মতো জোর তাঁর আছে কি?' বৃহস্পতি বললেন।

'হয়তো উনি একা নন। প্রধানমন্ত্রী কনখলাও নিশ্চয়ই জড়িত। নিমন্ত্রণ তো তাঁরই নামে।' সতী উত্তর দিলেন।

'কনখলার প্রভাব যে সম্রাটের উপর আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,' চেনরধ্বজ সায় দিলেন। 'আর উনি যে যুদ্ধবাজ নন তাও ঠিক। উনি স্বভাবগত ভাবেই শান্তির পক্ষে। আর উনি নীলকণ্ঠের একান্ত অনুগতও বটে।'

'শান্তিচুক্তি বহাল করার মতো ক্ষমতা কি ওনার আছে?' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, আছে।' সতী জানালেন। 'মেলুহার ব্যবস্থাপনা লিখিত নির্দেশের উপর ভিত্তি করে চলে। সম্রাটের থেকে যে লিখিত নির্দেশ আসে সেটাই চূড়ান্ত। প্রভু ভৃগু নিজে থেকে কোন নির্দেশ জারী করেন না। তিনি যেটাকে উচিত মনে করেন সেটাতেই বাবাকে অনুমোদন দিতে বলেন। প্রভু ভৃগু জানার আগেই যদি বাবা শান্তির জন্য নির্দেশ জারী করেন তো সমস্ত মেলুহীরা সেই নির্দেশকে সম্মান জানাতে বাধ্য হবে। কাজেই, প্রধানমন্ত্রী কনখলা যদি বাবাকে দিয়ে এই নির্দেশ জারী করাতে পারেন, তাহলে তিনি সেটা বহাল রাখতেও পারবেন।'

'আর কোনো রক্তপাত ছাড়াই যদি আমরা সোমরস বর্জনের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি তো তাতে প্রভু রুদ্রও গর্ববোধ করবেন।' মাতালি বললেন।

'কিন্তু আমাদের সতর্কভাবে সাড়া দিতে হবে,' সতর্ক ভগীরথ আবারও বললেন। 'শুধুমাত্র সম্রাট দক্ষ ও প্রধানমন্ত্রী কনখলা শান্তি চাইছেন এটাই যদি সত্যি হয় সেক্ষেত্রেও পুরো সেনা নিয়ে বেরোলে আমরা বিপদে পড়বো। করচপ খুব একটা দূরে নয়।'

'ঠিক,' সতী সায় দিলেন। সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বর সামরিক কুশলতার তিনি শ্রদ্ধা করতেন। 'করচপতে পিতৃতূল্য যদি জানতে পারেন যে আমাদের সেনাবাহিনী বেরোচ্ছে তাহলে তিনি ধরে নেবেন যে আমরা দেবগিরি আক্রমণ করছি। তিনি দ্রুত করচপ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সরস্বতীতে বাধা দেবেন।'

'সাড়া দিলেও বিপদ, না দিলেও বিপদ,' চন্দ্রকেতু বলে উঠলেন।

'তাহলে কি করবো?' চেনরধ্বজ জানতে চাইলেন।

'আমি যাব,' সতী জানালেন। 'সেনাবাহিনী সমেত আপনারা বাকীরা লোথালের চার দেওয়ালের মধ্যেই থাকবেন।'

'দেবী, ওটা খুবই বোকার কাজ হবে। দেবগিরিতে আপনার নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য আপনার সেনাসুরক্ষা লাগবে।' মাতালি বললেন।

'মেলুহীরা দেবগিরির বাইরে আমার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু একা আমার সাথে নয়। ওটা আমার বাপের বাড়ি।' সতী বললেন।

ভগীরথ মাথা ঝাঁকালেন। 'ক্ষমা করবেন দেবী। আপনার বাবা কিন্তু এখনও পর্যন্ত কল্যাণের প্রতিমূর্তি হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেন নি। বিনা সুরক্ষায় আপনার দেবগিরি যাত্রা আমাকে চিন্তায় রাখবে। আমাদের নেতাদের দেবগিরিতে শান্তি আলোচনার টোপ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার সুদূর সম্ভাবনাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।'

চেনরধ্বজ এবার প্রকৃতই রেগে উঠলেন। 'সম্রাটপুত্র ভগীরথ, আমি শেষবারের মত বলছি। এইসব কাজ মেলুহায় হয় না। শান্তি আলোচনায় কোনো পরিস্থিতিতেই অস্ত্রের ব্যবহার হতে পারে না। এটাই প্রভু রামের আইন। কোনো মেলুহীই সপ্তম বিষ্ণুর অবতারের আইন ভাঙবে না।'

সতী হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। তারপর ভগীরথের দিকে ফিরে বললেন, 'সম্রাটপুত্র, আমার উপর বিশ্বাস রাখুন। আমার বাবা কখনোই আমার ক্ষতি করবেন না। উনি আমাকে ভালোবাসেন। ওঁর বিকৃত পন্থা সত্ত্বেও সত্যি সত্যিই আমার খেয়াল রাখেন। আমি দেবগিরিতে যাচ্ছি। এটাই আমাদের শান্তি অর্জনের সেরা সম্ভাবনা। আমার কর্তব্য এটাকে না ফসকাতে দেওয়া।'

ভগীরথ কিন্তু তাঁর অস্বস্তির অনুভূতি ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না। 'দেবী, আমি আবারও বলবো যে আমাকে একটা অযোধ্যার সেনাদল সমেত আপনার সাথে যেতে দিন।'

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ, আপনার লোকেদের এখানেই কাজে বেশি লাগবে,' সতী বললেন। আর তাছাড়া আমাকে ভুল বুঝবেন না—আপনি ও আপনার সৈন্যেরা চন্দ্রবংশী। 'আমি বরং কিছু সূর্যবংশীকে সাথে নিয়ে যাই। যতই হোক, আমি তো

সূর্যবংশী রাজধানীতে যাচ্ছি। আমি নন্দী ও আমার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু মা আমার, এতো মাত্র শখানেক সৈন্য। তুমি নিশ্চিত তো?' বৃহস্পতি বলে উঠলেন।

'এটা শান্তি আলোচনা, বৃহস্পতিজী, যুদ্ধ নয়।' সতী জানালেন।

'কিন্তু আমন্ত্রণ তো প্রভু নীলকণ্ঠের জন্য।' চন্দ্রকেতু বলে উঠলেন।

'মাননীয় রাজা, প্রভু নীলকণ্ঠ আমাকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গেছেন।' সতী জানালেন। 'ওঁর হয়ে আমি আলোচনা চালাতে পারি। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি দেবগিরিতে যাচ্ছি।'

— ✱ —
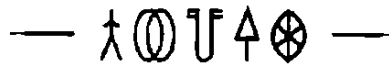
'দেবী, এই ব্যাপারে আমার কেমন একটা খারাপ অনুভূতি হচ্ছে। দয়া করে যাবেন না।' বীরভদ্র অনুরোধ করলেন।

সতীর ব্যক্তিগত কক্ষে পরশুরাম ও নন্দীও জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরাও একই রকম উদ্বিগ্ন।

'বীরভদ্র, চিন্তা করো না। আমি শান্তিচুক্তি নিয়েই ফিরবো। তাতে করে শেষ হবে এই যুদ্ধের সাথে সাথে সোমরসেরও।' সতী বললেন।

'কিন্তু দেবী, আপনি আমাকে ও বীরভদ্রকে আপনার সাথে নিচ্ছেন না কেন? কেন শুধুমাত্র নন্দীই আপনার সাথে যাওয়ার সুযোগ পাবে?' পরশুরাম জানতে চাইলেন।

সতী হাসলেন। 'আপনাদের দুজনকে সঙ্গে পেলে আমারও ভালোই লাগতো। আসলে আমি শুধু সূর্যবংশীদেরই নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি, তাই। ওরা মেলুহী প্রথা পদ্ধতি জানে। এটা তাছাড়া রীতিমতো সংবেদনশীল আলোচনা হতে চলেছে। শুরু হওয়ার আগে আমি কোনোরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি চাইছি না।'

'কিন্তু দেবী, আপনার রক্ষার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কি করে আমাদের ছাড়া আপনাকে যেতে দিই?' পরশুরাম বলে উঠলেন।

'আমি ওনার সাথে থাকবো, পরশুরাম। চিন্তা করবেন না। আমি দেবী সতীর কোনো ক্ষতি হতে দেব না।' নন্দী দৃঢ়ভাবে জানালেন।

'নন্দী, অন্যরকম কিছু হবার কোনো কারণই নেই। এটা শান্তি আলোচনা। আমরা যদি কোনো কোনো শান্তিচুক্তিতে উপনীত নাও হতে পারি তাহলেও মেলুহীরা আমাদের নিরাপদে ফিরে আসতে দেবে। সেটাই প্রভু রামের নিয়ম।'

বীরভদ্র তাও গম্ভীর হয়ে ছিলেন। তিনি যে এখনও সায় দিচ্ছেন না সেটা স্পষ্ট।

সতী হাত বাড়িয়ে বীরভদ্রের কাঁধ চাপড়ালেন। তুমি তো জানো যে আমাদের শান্তির চেষ্টা করতেই হবে। আমরা এতজনের প্রাণ বাঁচাতে পারবো। আমার কোনো উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে।'

'আপনার উপায় আছে দেবী। আপনি নিজে যাবেন না। আমি নিশ্চিত যে শান্তি আলোচনায় আপনার হয়ে যোগ দেওয়ার জন্য আপনি কাউকে নির্বাচিত করতে পারেন।' বীরভদ্র বললেন।

সতী মাথা ঝাঁকালেন। 'নাঃ। আমিই যাব। আমিই—কেননা দোষটা আমারই ছিল?'

'কি?'

'দেবগিরিতে যে আমাদের এত সৈন্য মারা পড়লো আর হস্তিবাহিনী ধ্বংস হল তা তো আমারই দোষে। এই যে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রায় পুরোটাই হারালাম তার দোষ তো আমার। আমার জন্যেই এখন ওদের সরাসরি যুদ্ধে হারানোর মত যথেষ্ট শক্তি আমাদের নেই। দোষটা যেহেতু আমার, সমাধান করাটাও আমারই দায়িত্ব।'

দেবগিরিতে আপনার দোষে হার হয়নি, দেবী,' পরশুরাম বললেন। 'পরিস্থিতি আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। সত্যি বলতে কি ভয়ংকর পরিণতি থেকে আমাদের আপনি অনেকটাই উদ্ধার করেছেন।'

সতীর চোখ সরু হয়ে এলো। 'কোনো সেনাবাহিনী শুধুমাত্র তার সেনাপতির দুর্বল পরিকল্পনার জন্যই হারে। পরিস্থিতির উপর দোষ দেওয়া দুর্বলদের অজুহাত—

তাদের হারকে যুক্তিসংযত করে তোলার জন্য। যাইহোক, আমার ভুলের সংশোধনের আরেকটা সুযোগ আমি পেয়েছি। সেটা আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। করবোও না।'

'কিন্তু দেবী, দয়া করে আমার কথাটা . ' বীরভদ্র আবারও বললেন।

'ভদ্র,' সতী এবার তাঁর স্বামী তাঁর প্রিয় বন্ধুকে যে নামে ডাকেন সেই নামে ডাকলেন। 'আমি যাচ্ছি। নিরাপদেই ফিরবো—শান্তিচুক্তি নিয়ে।

অধ্যায় ৪২

কনখলার নির্বাচন

শান্তি সম্মেলনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়েছিল।

লোথাল থেকে আসা পক্ষীদূতের মাধ্যমে সংবাদটা পাওয়া মাত্রই কনখলা দক্ষর ব্যক্তিগত কার্য্যালয়ে দৌড়ে গেলেন। দ্বাররক্ষী থামাতে চেষ্টা করলো এই কথা বলে যে সম্রাট কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দিতে মানা করে দিয়েছেন।

কনখলা পাত্তা না দিয়ে বললেন 'ওই আদেশটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। উনি এইটা পাওয়া মাত্রই দেখা করতে বলেছেন।' ভাঁজ করা বার্তা-পত্রটা দেখিয়ে কনখলা বললেন।

দ্বার রক্ষী সরে দাঁড়ালো। কনখলা দরজা খুলতেই ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ শুনতে পেলেন। বিদ্যুন্মালী আর দক্ষ নিজেদের মধ্যে খুব মৃদু স্বরে কথা বলছিল। কনখলা চুপিসাড়ে ঢুকে ধীরে ধীরে পেছন দিকে থাকা দরজাটা বন্ধ করলেন।

'তুমি নিশ্চিত তো যে তারা প্রস্তুত আছে?' দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, মাননীয় সম্রাট। সোয়াথের লোকেরা নাগদের মতো বেশভূষা ধারণ করেই অনুশীলন করে যাচ্ছে। ওই ভণ্ড নীলকণ্ঠ জানবেই না কারা আঘাত করলো তাকে।' বিদ্যুন্মালী বললো। 'তাদের প্রিয় নীলকণ্ঠকে হত্যা করার জন্য জগৎ নাগ সন্ত্রাসবাদীদেরই দোষ দেবে।'

তীব্র মানসিক আঘাত পাওয়া কনখলা ঢুকে পড়েছেন দেখেই দক্ষ তক্ষুণি বিদ্যুন্মালীকে থামালেন। বিদ্যুন্মালী তার তলোয়ার বার করলো।

দক্ষ হাত তুলে বললেন 'বিদ্যুন্মালী! শান্ত হও। প্রধানমন্ত্রী কনখলা জানেন ওনার বিশ্বস্ততার অবস্থান কোথায়।'

'মাননীয় সম্রাট ' ফিস্‌ফিস্‌ করে কনখলা বললেন, আতঙ্কে তার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেছিল।

'কনখলা,' রহস্যময় শান্ত স্বরে দক্ষ বললেন। এগিয়ে গিয়ে কনখলার কাঁধে হাত রেখে বললেন 'কখনো কখনো একজন সম্রাটকে বাধ্য হয়ে অনেক কাজ করতে হয়।'

'কিন্তু আমরা প্রভু রামের নিয়ম কানুন ভাঙতে পারি না।' কনখলা বললেন, আশঙ্কায় দ্রুতভাবে তার শ্বাস পড়ছিল।

'শান্তি সম্মেলনের ক্ষেত্রে প্রভু রামের আইনটা রাজার ওপর প্রযোজ্য, তার প্রধান মন্ত্রীর ওপর নয়।' দক্ষ বললেন।

'কিন্তু . '

'কোন কিন্তু নয়' দক্ষ বললেন, 'তোমার শপথের কথা মনে করো। এখন যুদ্ধকালীন অবস্থা। তোমার সম্রাট যা চাইছেন তোমায় তাই করতে হবে। যদি অনুমতী বিনা গোপন তথ্য প্রকাশ করে দাও, তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যু।'

'কিন্তু মাননীয় সম্রাট এটা অন্যায়।'

'অন্যায় যা হবে তা তোমার দ্বারা হবে কনখলা, শপথ ভাঙার ফলে।'

'মাননীয় সম্রাট।' বিদ্যুন্মালী বললো। 'ব্যাপারটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবছি প্রধানমন্ত্রীকে . .।'

বিদ্যুন্মালীকে বাধা দিয়ে দক্ষ বললেন, 'আমরা তেমন কাজ করবো না বিদ্যুন্মালী। আমরা যদি সম্মেলনটা আয়োজন করার জন্য ওকে না রাখি, তবে শিবের লোকজন আমায় সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ করবে। মোটের ওপর এটাতো আসলে ''কনখলার সম্মেলন''।'

কনখলা ভয়ে আতঙ্কে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

'বহু বছর ধরে তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে আছো, কনখলা।' দক্ষ বললেন, 'তোমার শপথের কথা মনে রাখলে তুমি বেঁচে থাকবে। তুমি প্রধানমন্ত্রী হয়েও থাকবে। কিন্তু যদি তা ভঙ্গ করো, শুধু যে তোমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তা নয় সেই সঙ্গে পরমাত্মার অভিশাপও তোমার ওপর বর্ষিত হবে।'

কনখলা একটা কথাও বলতে পারলেন না। তিনি জানতেন যে প্রধানমন্ত্রীর শপথ পাঠে এটাও বলা হয়েছে। যদি সে তার সম্রাট বা রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তার কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হবে না। প্রাচীন সংস্কার অনুসারে যা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ পরিণতি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছাড়া কনখলার আত্মা বৈতরণী নদী পার হয়ে পিতৃলোকে পৌঁছতে পারবে না। হয় আত্মার মুক্তি পাওয়া নয়তো পৃথিবীতে অন্য দেহ ধারণ করে ফিরে আসা, তার জন্য যে এই যাত্রা, সেটা বাধাপ্রাপ্ত হবে। এর ফলে সে পিশাচ হয়ে থাকবে।

'তোমার শপথের কথা মাথায় রেখে নিজের কাজ করো।' দক্ষ বললেন। 'সম্মেলনের বিষয়ে মন দাও।'
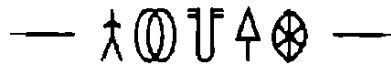
বাড়ির কার্য্যালয়ের সামনের খোলা ছাদে কনখলা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কার্য্যালয়ের কক্ষের মধ্যিখানে থাকা ফোয়ারার ঝিরঝির শব্দ তার খুব লাগতো। সেই মধুর শব্দ খোলা ঝুলবারান্দা ধরে তার দিকে ভেসে আসছিল। এই শব্দ মনকে শান্ত করে আর মনসংযোগে সাহায্য করে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন; সূর্য্যদেব ইতিমধ্যেই পথপরিক্রমা প্রায় শেষ করে ফেলেছেন।

কনখলা গভীরভাবে একটা শ্বাস নিলেন আর পথের দিকে তাকালেন। সৈন্যরা এমনকি আড়ালেও থাকার চেষ্টা করছে না। কনখলা ওই মানুষগুলোর ওপর কোন রাগ অনুভব করলেন না, যারা বাইরে থেকে তার বাড়ির ওপর লক্ষ রাখছিল। ওরা ভালো সৈন্য। ওরা কেবল ওদের ওপর ওলার আদেশ পালন করছিল মাত্র।

কনখলা জানতেন যে লোথালে বার্তা পাঠিয়ে নীলকণ্ঠকে সতর্ক করার চেষ্টা বৃথা। তিনি নিশ্চিত যে সারা পথেই বিদ্যুন্মালী দক্ষ তিরন্দাজদের নিযুক্ত করে রেখেছে। কোন পক্ষীদূত গেলে তাকে মেরে নামানোর জন্য। এছাড়াও খুবই সম্ভব যে ইতিমধ্যেই নীলকণ্ঠর বাহিনী লোথাল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তার একমাত্র ভরসা ছিল পর্বতেশ্বর। যদি মহর্ষি ভৃগু এবং তিনি দেবগিরিতে অধিক সময় এসে পড়তে পারতেন, তাহলে সম্রাট আর বিদ্যুন্মালী যে প্রহসন করার পরিকল্পনা করছিলেন তা থামানো যেত। কিন্তু করচপতে বার্তা পাঠানো সহজ

কাজ নয়। হাতের ছোট বার্তা লেখা কাগজটার দিকে কনখলা দেখলেন। নীলকণ্ঠকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি বার্তাটা লিখেছেন। কাগজটা পাকালেন আর পায়রার পায়ে বাঁধা খুব ছোট কৌটোর মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দিলেন। কৌটোয় ঢাকনাটা বন্ধ করলেন, চোখ বন্ধ করে ফিসফিস করে বললেন 'আমায় ক্ষমা কোরো মহৎ পাখি। তোমার আত্মত্যাগ একটা বড়ো কাজে সাহায্য করবে। ওম্ ব্রহ্মায়ে নমঃ।'

এরপর পাখিটাকে আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নিচে থাকা সৈন্যদের মধ্যে চঞ্চলতা লক্ষ করলেন। কিছু দূরে একটা বাড়ির ছাদে একজন তিরন্দাজ বেরিয়ে এল দেখতে পেলেন। সে তাড়াতাড়ি তার ধনুকে একটা তির চড়িয়ে পাখিটার দিকে ছুঁড়লো, নির্ভুল লক্ষে তির পায়রাটাকে আঘাত করলো। তির বেঁধা পায়রাটা পাথরের মতো নিচে পড়ে গেল। সৈন্যরা পাখিটাকে খোঁজার জন্য ছড়িয়ে পড়লো। বার্তাটা সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুন্মালীর কাছে পৌঁছে যাবে, এটা আসল বলেই ধরে নেওয়া হবে কেননা বার্তাটাতে কনখলার হাতের লেখা আছে আর নীলকণ্ঠকে তা উদ্দেশ্য করে লেখা।

কনখলা পথের দিকে আবার একবার তাকালেন। আড়চোখে দেখতে পেলেন খিড়কি দরজা দিয়ে তার একজন ভৃত্য চুপিসাড়ে বেরোলো, তির বেঁধা পাখি নিয়ে ব্যস্ত সৈন্যদের অন্যমনস্কার সুযোগ নিয়ে বেরোলো সে। ওই ভৃত্য নগর প্রাচীরের বাইরে গিয়ে একটা পক্ষীদূতকে উড়িয়ে দেবে যেটা করচপতে যাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কনখলা আশা করছিলেন ভৃগু আর পর্বতেশ্বর ঠিক সময়ে দেবগিরিতে এসে পৌঁছে এই পাগলামো থামাবেন; প্রভু রামের নিয়মনীতি ধ্বংস করার যে প্রচেষ্টা চলছে, ভৃত্যটিকে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া আছে যে খুব জোরে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দক্ষিণদিকে লোথালের অভিমুখে যেন যায়। নীলকণ্ঠ এবং তার শান্তিকামী অনুসারীদের এখানে এসে ফাঁদে পা দেওয়া থেকে থামায়। তার পক্ষে যতটা করা সম্ভব কনখলা ততটাই করলেন।

প্রধানমন্ত্রী কনখলা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ তিনি ভঙ্গ করেছেন, কিন্তু ধর্মের ওপর প্রাচীন শ্লোক মনে করে স্বস্তি পেলেন: ধর্ম মতিহ্ উদগ্রিতহ; মানে হল মনের বিচারে যেটা ভালো মনে করবে সেটাই হল ধর্ম, ধর্ম সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করলে তোমার মনই বলে দেবে কোনটা সঠিক।

এই ক্ষেত্রে কনখলার মনে হয়েছে যে শপথ ভঙ্গ করাই সঠিক কাজ। কারণ বৃহত্তর যে অপরাধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে, তাকে থামানোর এটাই একমাত্র পথ। কিন্তু তিনি বোকা নন। এর শাস্তিটা তিনি জানেন। যদিও দক্ষকে সে সুযোগ তিনি দেবেন না।

বিষাদের হাসি মুখে নিয়ে কনখলা নিজের কার্য্যালয়ে ফিরে এলেন। লেখার ছোট চৌকির কাছে থেমে সেখান থেকে একটা বাটি তুলে নিলেন। তাতে সবজেটে স্বচ্ছ তরল ওষুধ ছিল যেটা কিছু আগেই তৈরি করা হয়েছিল। সেটা তাড়াতাড়ি গিলে ফেললেন। এটা তার বেদনার অনুভূতি থামিয়ে দেবে আর তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেবে, ঠিক যেটাই ঠিক যেটা তিনি চাইছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে ফোয়ারার কাছে উঠে এলেন। ফোয়ারার বেদীতে যে ছোট জলাশয় আছে সেটা হাত খানিকটা ডুবিয়ে রাখার পক্ষে সঠিক স্থান। ক্ষত যদি জলের ধারায় সমানে ধোওয়া যায় তবে রক্ত জমাট বাঁধে না।

তিনি কারুকার্য করা একটা ছোট সুন্দর ছুরি বার করলেন যেটা সব সময় কাছেই থাকে। খুব সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত তিনি বিস্মিত হয়ে চিন্তা করলেন। এলোমেলো ভাবে তিনি প্রেত হয়ে চিরকাল পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবেন যদি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ধর্মানুসারে না করা হয়। তারপরই মাথা নেড়ে ভয়কে ঝেড়ে ফেললেন।

ধর্মো রক্ষতি রক্ষিত; মানে ধর্মকে যে রক্ষা করেন, ধর্ম তাঁকে রক্ষা করেন।

চোখ বন্ধ করলেন তিনি, বাঁহাত মুঠো করে জলেতে খানিকটা ডোবালেন। তারপর গভীর শ্বাস নিয়ে অস্ফুটে বললেন 'জয় শ্রীরাম।'

এক ঝট্‌কায় হাতের ছুরিটা দিয়ে কব্জী গভীরভাবে চিরে দিলেন। শিরা আর ধমনী কেটে গেল। গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরোতে শুরু করলো। ফোয়ারার গায়ে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন আর তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রইলেন।

— ⅄⓪Ⴎ⇞⊛ —
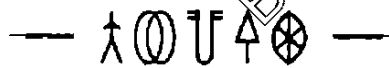
'এই জন্য আমাদের পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন হবে না মহামান্য সম্রাট।' বিদ্যুন্মালী বললো।

হতভম্ব হয়ে যাওয়া দক্ষ তাঁর নিজের কার্য্যালয়ে বসে ছিলেন। এইমাত্র কনখলার আত্মহত্যার সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি।

'মহামান্য সম্রাট।' কোন সাড়া না পেয়ে বিদ্যুন্মালী বললো।

'হ্যাঁ . ' দক্ষ বললেন, মানসিক আঘাতে তখনো তিনি টালমাটাল, উদভ্রান্তের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন।

'আমার কথা শুনুন।' বিদ্যুন্মালী বললো, 'আগের পরিকল্পনা অনুযায়ীই আমরা এগিয়ে যাবো। সোয়াথের লোকেরা প্রস্তুত হয়ে আছে।'

'হ্যাঁ . '

'মহামান্য সম্রাট . . !' জোরে বললো বিদ্যুন্মালী।

দক্ষ এইবার সজাগ হলেন, বিদ্যুন্মালীর দিকে তাকাতে এইবার তার মনোযোগের দৃষ্টি দেখা গেল।

'আমার কথা শুনছেন, মহামান্য সম্রাট ?' বিদ্যুন্মালী বললো।

'হ্যাঁ।'

'সকলেই বলবে যে কনখলা একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তাঁর স্মৃতিতেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।'

'আচ্ছা।'

'এছাড়া, আমায় যেতে হবে।'

'কি ?' দক্ষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়লেন।

'আমি আপনাকে তো বললাম, মাননীয় সম্রাট। বিদ্যুন্মালী খুব শান্তভাবে বললো যেন শিশুর সঙ্গে কথা বলছে 'কনখলার একজন ভৃত্য নিরুদ্দেশ, আমি ভয় পাচ্ছি যে হয়তো সে ভণ্ড নীলকণ্ঠকে সতর্ক করার জন্যে গেছে। ওকে থামাতেই হবে। আমি নিজে ওর পেছনে ধাওয়া করতে যাচ্ছি দক্ষিণদিকে। সঙ্গে ছোট সৈন্যদল নেব।'

'কিন্তু কেমন করে এত সব চালাবো আমি ?'

'আপনাকে কিছুই করতে হবে না। সব কিছুই ঠিকভাবে সাজানো আছে। আমার সৈন্যরা সম্রাট কন্যা সতীকে প্রাসাদে আনার একটা পথ ঠিক বার করে নেবে। তার বাহিনীর কাউকেই তার সঙ্গে আসার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে মুহূর্তে তিনি আপনার কাছে চলে আসবেন, আমার লোককে ইঙ্গিত করে দেবেন

যে জানলায় অপেক্ষা করে থাকবে। সে অনেক উঁচুতে আকাশের দিকে অগ্নিবান ছুড়বে, যাতে করে সোয়াথের হত্যাকারী দলকে জানানো হবে যে পরিকল্পনা মতো পথ পরিষ্কার। তারা সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হবে এবং ভণ্ড নীলকণ্ঠকে হত্যা করবে। তারা শিবের কয়েকজনকে আবার ছেড়েও দেবে যাতে করে তারা জানাতে পারে যে নাগেদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।'

দক্ষকে তখনো খুবই বিচলিত মনে হচ্ছিল।

বিদ্যুন্মালী এগিয়ে এসে নরম ভাবে বললো, 'আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছি। সেখানে কোন ভুল হবে না। সম্রাটকন্যা সতী আপনার ঘরে ঢুকলেই আপনাকে কেবল আমার লোককে সংকেত দিতে হবে। ব্যাস এইটুকু।'

'কেবল এইটুকু?'

'হ্যাঁ ওইটুকু। এখন আমাকে সত্যি যেতেই হবে। মহামান্য সম্রাট। যদি কনখলার লোক ভণ্ড নীলকণ্ঠের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয় তবে আমাদের সব পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

'অবশ্যই, যাও'।

— ⚹ —

'ওই সবকুত্তার বাচ্চাগুলো!' কালী গোমড়া মুখ করে বললেন, যাদব রানা, উম্বার গাঁও এর শাসনকর্তা সবেমাত্র এক দ্রুতগামী ছিপ নৌকা করে নাগ নৌবহরে এসে পৌঁছেছেন। নর্মদার দক্ষিণে ওনার ছোট্ট রাজ্য অবস্থিত। বহুক্ষেত্রেই নাগরা ওনাকে সাহায্য করেছিল। আর যাদব রানাও অকৃতজ্ঞ মানুষ নন।

ওনার রাজ্যের জেলেরা যখন কাছের একটা লুকোনো হ্রদে বিশাল মেলুহী নৌবহরের অবস্থিতির কথা জানালো। তিনি নিজেই গেছিলেন সেটার ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে। নিজেকে আড়ালে রেখে, যাদব বিশাল এক নৌবহর দেখতে পেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তার সন্দেহ হল যে উত্তরদিকে নীলকণ্ঠ ও মেলুহী বাহিনীর মধ্যে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, সঙ্গে এটার কোন একটা যোগসূত্র নিশ্চয় আছে। এছাড়া তিনি আরো সংবাদ পেয়েছিলেন যে নাগেরা খুব দ্রুত পশ্চিম

সমুদ্র তীরে নর্মদার মোহনার দিকে নদী বেয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুতগামী ছিপ নিলেন নাগেদের নদীতে ঢোকার আগে মাঝপথেই আটকানোর জন্য। যেটা সপ্ত-সিন্ধুর দক্ষিণদিকের সীমারেখা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে মেলুহীরা পেছন থেকে নাগেদের অর্তকিতে আক্রমণ করার মনস্থ করেছে।

'মাননীয়া রাণীমা' যাদব রানা বললেন 'আমার মনে হচ্ছে মেলুহীরা আপনাদের পেছনে পেছনে নর্মদায় ঢুকবে আর পৃষ্ঠরক্ষিবাহিনীকে আক্রমণ করবে। কি ঘটলো সেটা বুঝতে পারার আগেই ওরা আপনাদের ধ্বংস করে দিতে পারে।'

'আমি তাতে আশ্চর্য হবো না যদি ওরা সামনে থেকেও কোন আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে থাকে।' কার্তিক বললো।

'আমরা ওদের গোপন হ্রদে আক্রমণ করবো।' কালী বললেন। 'ওদের রণতরীগুলো জ্বালিয়ে দেবো আর মৃতদেহগুলো তীরের গাছে গাছে ঝুলিয়ে দেবো।'

এতক্ষণ পর্যন্ত গণেশ চুপ করে ছিলেন। ভাবছিলেন কিছু একটা গড়বড় রয়েছে। এখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'মাননীয় রাজা, ওখানে কতজন মেলুহী সৈন্য রয়েছে?'

'পঞ্চাশটা রণতরী রয়েছে, গণেশজী।' যাদব রানা বললেন। 'এটা বেশ বড়ো বাহিনী। কিন্তু ওদের মহড়া নেওয়ার জন্য আপনাদের অনেক বেশি রণতরী রয়েছে।'

'আমি রণতরীর কথা জানতে চাইনি, মাননীয় রাজা।' গণেশ বললেন

'আমি জিজ্ঞাসা করছি কতজন সৈন্য . '

যাদব রানা আশ্চর্য হয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমি জানি না গণেশজী।' এরপর তাঁর সহকারীর দিকে ঘুরে বললেন 'আপনাদের কোন ধারণা আছে কি?'

'নিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন মহামান্য রাজা।' যাদব রানার নৌবাহিনীর অধস্তন কর্মচারী বললেন।

'নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, মহামান্য রাজা,' কারণ বেশির ভাগ সময় তারা রণতরীতেই রয়েছে। যাদব রানার নৌবাহিনীর অন্য একজন অধস্তন কর্মচারী

বললেন, 'কিন্তু প্রত্যহ যে পরিমাণ খাবার তারা সন্ধান করে জোগাড় করছে, তাতে আমার মনে হয় না যে পাঁচ সহস্রের বেশি লোক আছে। আপনাদের অনেক বেশি লোক আছে। গণেশজী। আপনারা খুব সহজেই জিততে পারবেন।'

গণেশ মাথায় হাত দিয়ে বললেন 'হে ভূমিদেবী, সহায় হোক।'

হতভম্ব হয়ে কালী ওই কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি নিশ্চিত? মাত্র পাঁচ সহস্র?'

যাদব রানা আশ্চর্য হলেন। বুঝতে পারলেন না যে নাগেরা কেন এমন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। যুক্তি সংগতভাবে ওনাদের তো আনন্দিত হওয়ার কথা। এনারা তো মেলুহীদের চেয়ে দলে অনেক বেশি ভারী।

'আমার লোকেরা এই তীরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে খুবই পরিচিত। মাননীয়া রানী!' যাদব রানা বললেন। 'ওরা যখন বলছে যে মেলুহীদের সংখ্যা মাত্র পাঁচ সহস্রজন, তাহলে আমি ওটাই মেনে নেব।'

'ওরা আমাদের বোকা বানিয়েছে,' গণেশ বললেন। 'পঞ্চবটী আক্রমণ করার কোন পরিকল্পনা ওদের নেই। ওরা চেষ্টা করেছিল আমাদের বাহিনীকে বিভাজিত করে ফেলার, আর ওরা সফলও হয়েছে।'

উদ্বিগ্ন হওয়া কার্তিক তার দাদার দিকে তাকিয়ে বললো।

'আমরা যতক্ষশ কথা বলছি, ততক্ষণে ওরা সম্ভবত লোথাল আক্রমণ করেছে'।

'আর মায়ের কাছ থেকে আমরা একলক্ষ সৈন্য নিয়ে চলে এসেছি।' বিক্ষুব্ধ হয়ে গণেশ বললো।

কালী ঘুরে ওনার প্রধানমন্ত্রী কর্কোতক্‌কে আদেশ দিয়ে বললেন 'নৌবহর উল্টোদিকে ঘোরাও, এখুনি! আমরা লোথাল ফিরে যাচ্ছি! দ্বিগুণভাবে দাঁড় টানাও যতক্ষণ না ওখানে পৌঁছচ্ছি! **আগে বাড়ো!'**

অধ্যায় ৪৩

নাগরিক বিদ্রোহ

একটা অগ্রবর্তী ছিপ নৌকোর থেকে শিবের বাণিজ্যতরীর আসার খবর পেয়ে, ভগীরথ ও বৃহস্পতি লোথাল বন্দরে এসেছেন। বন্দর প্রাচীরের উপরের একটা সুবিধাজনক স্থান থেকে তাঁরা শিবের বাণিজ্যতরীকে পূর্বদিক থেকে আসতে দেখলেন। দক্ষিণে তাকাতে তাঁদের একই সাথে চোখে পড়ল কালীর অধীনে যাওয়া নৌবহর ফিরে আসছে। বোধহয় সবকটা তরীই একসাথে একই সময়ে লোথালে এসে পৌঁছোবে।

শিবের বাণিজ্যতরী পাটাতনের সামনের দিকে এক মহিলাকে দেখেই বৃহস্পতি চমকে উঠলেন।

বৃহস্পতির মধ্যে ঘটা নাটকীয় পরিবর্তন ভগীরথের নজর এড়ায়নি। তিনি শিবের বাণিজ্যতরীর দিকে ফিরলেন। অনেকটা দূরে থাকলেও শিব ও গোপালের চেহারা তিনি ঠাওর করতে পারছিলেন। তাঁদের পাশেই এক মহিলা দাঁড়িয়ে। দেখতে ভারতীয়দের মতোই। কিন্তু তাঁর পরিচয় রহস্যের কোন ক্ষীণতম সূত্রও অযোধ্যার সম্রাটপুত্রের কাছে নেই।

'উনি কে? বৃহস্পতিজী.' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

বৃহস্পতি তখন কাঁদছিলেন। 'হে প্রভু ব্রহ্ম! প্রভু ব্রহ্মের করুণা!'

'উনি কে?'

বৃহস্পতি তখন যেন মুহ্যমান অবস্থায়। মুহ্যমান, তবে আনন্দে! তিনি ঘুরে বন্দরের সিঁড়ির দিকে দৌঁড়ালেন। আনন্দে লাফাচ্ছিলেন তিনি। 'ওঁরা ওকে ছেড়ে দিয়েছে! শিব ওকে মুক্ত করেছে! প্রভু রামের জয় হোক, শিব মুক্ত করেছে ওকে!'

— ⅄ⓄƱ↑⊗ —
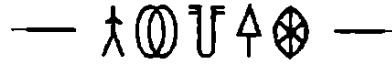
'ওটা শিবের বাণিজ্যতরী না?' সামনের দিকে দেখালেন কালী।

কালী, গণেশ ও কার্তিক পড়ি কি মরি করে লোথাল ফিরে এসে ভারী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। নগর অবরোধ করাই হয়নি। ঠিক সামনেই তাঁরা বাণিজ্যতরীটাকে বৃত্তাকার বন্দরে ঢুকতে দেখেছিলেন। কিছু সময় পরে কালীর রণতরীও বন্দরে নোঙর ফেলেছিল। শিবের বাণিজ্যতরী তাদের সামনেই নোঙর ফেলেছে। ঘাটে নামার তক্তা পেরিয়েই তাঁরা শিবের দিকে দৌড়োলেন। নীলকণ্ঠ ও গোপালকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ভগীরথ ও বৃহস্পতিকে আসতে দেখেছিলেন তাঁরা। স্তম্ভিত বৃহস্পতি তখন সবেমাত্র এক মহিলাকে আলিঙ্গন করেছেন। দুজনের চোখ থেকে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

কালী তখন শিবের দিকে দৌড়ে আসছিলেন। দূর থেকে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শিব!'

শিব ঘুরে হাসলেন। 'পেছনে নাগ রণতরীকে আসতে দেখেছিলাম। কোথায় গিয়েছিলে?'

'বুনো হাঁসের খোঁজে। আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে পঞ্চবটী আক্রান্ত হয়েছে।' কালী জানালেন।

'মেলুহী রণতরীগুলো তাহলে টোপ ছিল?' ভগীরথ বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, সম্রাটপুত্র ভগীরথ,' কার্তিক সায় দিলেন। রণতরীগুলোতে মোটে সহস্র পাঁচেক সেনা ছিল। পঞ্চবটি আক্রমণ করার কোনো উদ্দেশ্যই ওদের ছিল না।'

'এতো ভালো সংবাদ,' ভগীরথ বললেন।

'সতী কোথায়?' চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে শিব জানতে চাইলেন।

'ওনার ব্যাপারেও ভালো সংবাদ আছে,' ভগীরথ জানালেন।

'ভালো সংবাদ?' গণেশের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আমরা মনে হচ্ছে যুদ্ধ শেষ করার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি,' ভগীরথ জানালেন।

'আমরাও একটা উপায় নিয়ে এসেছি,' গোপাল বিশাল তোরঙ্গটার দিকে দেখিয়ে বললেন। সেটাকে তখন বাণিজ্যতরী থেকে সাবধানে বন্দরের উপর নামানো হচ্ছে।

শিব দৃশ্যতই উৎফুল্ল বৃহস্পতির দিকে আবার তাকালেন। বৃহস্পতি তারাকে ছাড়তেই চাইছেন না। তারাও হাউহাউ করে কাঁদছে। তার মাথা বৃহস্পতির বুকে কোমলভাবে রাখা। প্রথম প্রেমের যৌবনে উন্মত্ত কিশোর-কিশোরীর মতো আচরণ করছেন তাঁরা।

'চারদিকেই তো ভালো সংবাদ দেখছি,' শিব হাসতে হাসতে বললেন।

— ⁂ —

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি করে বলছি এটা কিভাবে ভালো সংবাদ হতে পারে?'

শিবের ক্রোধের ভয়ে ভগীরথ চুপ করে রইলেন।

'কিন্তু, প্রভু, সতীদেবীর মনে হয়েছিল যে এটাই আমাদের শান্তি স্থাপনের সেরা সুযোগ। আর দেখে মনে হচ্ছে সম্রাট দক্ষ নিজেও তাই চান। উনি শান্তিচুক্তিতে সাক্ষর করলেই যুদ্ধ শেষ। আর তাছাড়া আমরাও তো আর মেলুহা ধ্বংস করতে চাই না। চাই কি? আমরা শুধু সোমরসের শেষ চাই।' চন্দ্রকেতু বললেন।

'ওই পাঁঠাটাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। ও যদি আমার দিদির কোনো ক্ষতি করে তাহলে ওকে শুদ্ধু ওর পুরো নগরকে পুড়িয়ে খাক করে দেব এই বলে রাখলুম।' কালী গরগর করে উঠলেন।

'কালী, উনি ওকে আঘাত করবেন না,' শিব মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন। 'কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে হয়তো ওকে বন্দি করে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসার চেষ্টা উনি করতে পারেন।'

'কিন্তু, প্রভু, সে তো অসম্ভব। শান্তি আলোচনার নিয়মগুলো জলের মতো পরিষ্কার। কোনো সমাধান সূত্র না খুঁজে পাওয়া গেলেও দুই পক্ষই নিরাপদে ফিরতে পারে।' চোরধ্বজ বলে উঠলেন।

'নিয়ম ভাঙা থেকে আমার পিতামহকে কিছু কি আটকাতে পারে? ওনার

আইন ভাঙাটাতো আর এই প্রথম নয়।' গণেশ বললেন।

'প্রভু, আমার কাছে জরুরী সংবাদ আছে,' এক বাসুদেব পণ্ডিত কক্ষে ঢুকে জানালেন।

'পণ্ডিতজী, আমার মনে আমরা পরে কথা বলতে পারি,' গোপাল বললেন।

'না প্রভু, আমাদের এক্ষুণি কথা বলার প্রয়োজন,' লোথাল মন্দিরের দায়িত্বে থাকা পণ্ডিত চাপ দিলেন।

গোপাল অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে বাসুদেব পণ্ডিতরা অযথা আতঙ্কিত হয় না। নিশ্চয়ই বিষয়টা সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে। তিনি উঠে পণ্ডিতের দিকে এগিয়ে গেলেন। চেনরধ্বজ আবার গণেশের সাথে আলোচনা শুরু করলেন। 'প্রভু গণেশ, প্রভু রাম নিজের শান্তি-আলোচনার নিয়মগুলো বেঁধে দিয়ে গেছেন। সেই নিয়মগুলো মৌলিক নিয়মগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেগুলোকে কখনোই সংশোধন করা যায় না। ওগুলো কঠোরভাবে পালনীয়। নয়তো মৃত্যুর থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে। সম্রাট দক্ষের মতো মানুষও ওই নিয়মগুলোকে কখনো ভাঙবেন না।'

'পরমাত্মার কাছে এটাই প্রার্থনা করি, আপনার কথাই যেন সঠিক হয়।' কালী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন।

'আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই, দেবী। সবচাইতে খারাপ, যা হতে পারে তা হল কোনো চুক্তিই হল না। সেক্ষেত্রে দেবী সতী আমাদের কাছে ফিরে আসবেন।' চেনরধ্বজ বললেন।

'প্রভু রাম করুণা করুন,' গোপাল হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন।

সকলে তৎক্ষণাৎ বাসুদেব প্রধানের দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন। গোপাল তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে লোথালের বাসুদেব পণ্ডিত।

'কি হয়েছে পণ্ডিতজী?' শিব জানতে চাইলেন।

গোপালের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। তিনি শিবের দিকে ফিরলেন। 'মহান নীলকণ্ঠ, চাঞ্চল্যকর সংবাদ।'

'কি সেটা?'

'তিনদিন আগে পর্বতেশ্বর ও সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত করচপ ছেড়ে বেরিয়েছিল'।

সভার মধ্যে জোর গুনগুনানি ছড়িয়ে পড়লো। *তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে*

'চুপ,' শিব সবাইকে থামিয়ে গোপালের দিকে ফিরলেন। 'আর কিছু?'

'বিস্ময়করভাবে তারা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ফিরে এসেছে,' গোপাল জানালেন।

'ফিরে এসেছে? কেন?'

'তা জানি না,' গোপাল বললেন। 'আমার বাসুদেব পণ্ডিত বললেন যে, সেনারা শিবিরে ফিরে গেছে। কিন্তু প্রভু পর্বতেশ্বর ও প্রভু ভৃগু ফেরেননি। তাঁরা একখানা দ্রুতগামী রণতরীতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নিয়ে তড়িঘড়ি সিন্ধুর দিকে রওনা দিয়েছেন।'

'ওঁরা যাচ্ছেন কোথায়?' চিন্তিত শিব জানতে চাইলেন।

'আমি তো শুনলাম যে ওরা দেবগিরির দিকে ছুটেছেন।'

শিবের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল।

'আর করচপ থেকে একঝাঁক পাখিও উড়ে বেরিয়েছে।' গোপাল জানালেন। 'সবগুলোই দেবগিরির দিকে। করচপতে থাকা আমার পণ্ডিত ওইসব বার্তার বিষয়বস্তু জানেন না। তবে তিনি বলছেন যে করচপ ও দেবগিরির মধ্যে এত কথা চালাচালি তাঁর চোখে আগে কখনও পড়েনি।'

কক্ষে মৃত্যুর স্তব্ধতা। উপস্থিত সকলেই সম্মানীয় আচরণের বিষয়ে পর্বতেশ্বর নিষ্কলঙ্ক খ্যাতির কথা জানতেন। যদি তিনি বিশাল সেনাবাহিনী ছাড়াই দেবগিরির দিকে দৌড়োন যাতে করে তাঁর গতি না কমে—তো তার মানে একটাই হয়: মেলুহার রাজধানীতে ভয়ংকর কিছু চলছে। আর তিনি সেটাকে থামাতে ছুটেছেন।

শিবই যেন সবার আগে সামলে উঠলেন। 'এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত কর। আমরা বেরোচ্ছি।'

'হ্যাঁ, প্রভু,' ভগীরথ তাড়াতাড়ি উঠতে উঠতে বললেন।

'আর, ভগীরথ, আমি কয়েক দিনের মধ্যে নয়—ঘন্টাখানেকের মধ্যে বেরোতে চাই।' শিব জানিয়ে দিলেন।

'ঠিক আছে, প্রভু,' তড়িঘড়ি বেরোতে বেরোতে ভগীরথ বললেন।

চন্দ্রকেতু, চেনরধ্বজ, মাতলি, গণেশ ও কার্তিক তাড়াতাড়ি অযোধ্যার সম্রাটপুত্রের পিছু নিলেন।

— ⅄ꝏUᛏ⊛ —

'বাবা, মা একদম ঠিকই থাকবেন,' কার্তিক বলে উঠলেন। বিশ্বাসের চেয়ে তাঁর আশা বেশি।

লোথাল ছেড়ে বেরোনোর কয়েক ঘন্টা পরে শিব ও তাঁর বাহিনী চটপট ভোজনপর্ব সেরে নিতে থেমেছেন। নীলকণ্ঠ, কার্তিক, গণেশ, কালী, গোপাল, বীরভদ্র, পরশুরাম, আয়ুর্বতীসহ একটা গোটা বাহিনীকে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মূল সেনাবাহিনী ভগীরথের নেতৃত্বে পরের দিন সকালে বেরোবে। শিবের পুরো দিন চিন্তার ভারে ঝুঁকে পড়েছে। তিনি সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর প্রস্তুত হওয়া অব্দি অপেক্ষা করতে পারছিলেন। সেরকম কোনো সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে সঙ্গে নিয়েছেন পশুপতিঅস্ত্র।

'কার্তিক ঠিক বলছেন, মহান নীলকণ্ঠ,' গোপাল সায় দিলেন। 'সম্রাট দক্ষের পক্ষে শান্তি আলোচনার নিয়ম ভাঙা সম্ভব হলেও তিনি সম্রাটকন্যা সতীর ক্ষতি করবেন না। চুক্তির সময় ওঁর অবস্থা সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উনি সতীকে বন্দী করতে পারেন। কিন্তু আমাদের সাথে পশুপতিঅস্ত্র আছে। ওতে সবকিছু পালটে যাবে।'

শিব নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন।

কালী কান খাড়া করে গোপালের কথা শুনছিলেন। কিন্তু কথাগুলোর তিনি কোনো সান্ত্বনা পেলেন না। তিনি তাঁর বাবাকে বিশ্বাস করেন না। দিদির নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি রীতিমতো উদ্বিগ্ন। সতীর সঙ্গে যেরকম রাগারাগির কারণে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সেই কথা ভেবে কালী খুবই অনুতপ্ত হয়ে আছেন। তাঁর কাঁধের উপরের অতিরিক্ত হাত দুটো থিরথির করে কেঁপেই চলেছে।

শিব কালীর হাত ধরে ফ্যাকাশে হাসির সাথে বললেন, 'শান্ত হও কালী, ওর কিছু হবে না। পরমাত্মা এইরকম অবিচার হতে দেবেন না।'

কালী কিছু বললেন না। তাঁর মন দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

'খাওয়া শেষ কর। আমাদের পল খানেকের মধ্যেই বেরোতে হবে, শিব নির্দেশ দিলেন।

কালী খাওয়া শুরু করতে শিব এবার গণেশের দিকে ফিরলেন। শিবের বড়ো ছেলের দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে। চোখ ভেজা। গণেশ সামনে রাখা খাবারে হাত দেন নি। শিব বুঝতে পারছিলেন গণেশ দ্রুত দম বন্ধ করে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। তাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ।

'গণেশ, খাও।' শিব বললেন।

গণেশ ঘোর কাটিয়ে উঠলেন। 'ক্ষিদে নেই, বাবা।'

'গণেশ!' শিবের গলা এবার কড়া। 'আমরা দেবগিরিতে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। আমি চাই তোমরা সবাই শক্ত-সমর্থ থাকো। আর তার জন্যে তোমাদের খাওয়া বন্ধ করলে চলবে না। কাজেই, যদি তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো আর তাঁকে রক্ষা করতে চাও তো নিজেকে শক্ত রাখো। খাও।'

গণেশ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নিজের কলাপাতার থালার দিকে তাকালেন। তাঁকে খেতেই হবে।

শিব এবার বীরভদ্রের দিকে ফিরলেন। সে ইতিমধ্যেই খাওয়াদাওয়া শেষ করে কৃত্তিকার দেওয়া একটা কাপড়ের টুকরোয় হাত মুছছে।

'ভদ্র, ঘোষককে ঘোষণা করতে বল যে আমরা পঁচিশ পলের মধ্যে বেরিয়ে পড়বো।' শিব বললেন।

'ঠিক আছে, শিব,' বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন।

শিব ফাঁকা কলাপাতার থালাটা সরিয়ে দিয়ে উঠে এগিয়ে গেলেন। একটা কাঠের পিপের কাছে গেলেন তিনি। সেটায় জল ভরা ছিল। সেটা থেকে অঞ্জলী ভরে জল নিয়ে কুলকুচো করলেন তিনি।

তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে আবারও একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। তিনি আকাশের উত্তর দিকে মুখ তুললেন। পবিত্র হ্রদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে যাচ্ছিলেন।

তারপর মাথা ঝাঁকালেন। নাঃ, প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।

'উনি ওকে আঘাত করবেন না। করতে পারেন না। যদি পৃথিবীতে একজন কাউকেও ওই বোকাটা ভালোবেসে থাকে, তাহলে সে হল আমার সতী। ওকে উনি আঘাত করবেন না।'
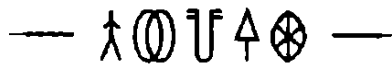
'তোমরা বিশ্বাসঘাতকের মতো আচরণ করছো!' ব্রক চেঁচিয়ে উঠলো।

পর্বতেশ্বর সেনানায়ক ব্রককে নির্দেশ দিয়েছেন দ্রুত সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে দেবগিরির দিকে যাত্রা শুরু করতে। মেলুহী রাজধানীতে কেন তাদের প্রয়োজন সে ব্যাপারে পর্বতেশ্বর তাঁদের কিচ্ছুটি না বলে নিজে মহর্ষি ভৃগুকে সঙ্গে নিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেছেন। সৈন্যদের রণতরীতে তুলে সিন্ধু অবধি আসতে ব্রকের দুদিন লেগে গেছে। তবে এখন তারা মোহন-জো-দারোতে অহিংস আন্দোলনে আটকা পড়েছেন।

নগরের নগরপাল সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকলেও তাঁর লোকেরা নীলকণ্ঠের উপাসক। যখনই তারা জানতে পেরেছে যে তাদের সেনারা সিন্ধু বেয়ে চলেছে নীলকণ্ঠের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, তখনই তারা বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোহন-জো-দারোর প্রায় সমস্ত অধিবাসী নগর থেকে বেরিয়ে এসে নৌকায় চড়ে পুরো নদীটা জুড়ে নোঙর ফেলেছে। নৌকার সারিতে ছেয়ে গেছে ওই বিশাল চওড়া সিন্ধুর পুরোটাই আর তা প্রায় ছেয়ে রয়েছে প্রায় লম্বায় প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে। এই ধরনের কার্যকরী অবরোধ গুঁড়িয়ে নৌবহর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্রকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

'আমরা সম্রাটের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো। কিন্তু নীলকণ্ঠের সাথে নয়,' আন্দোলনকারীদের নেতা জানিয়ে দিল।

ব্রক তলোয়াড় টেনে বার করে হুমকি দিল, 'না সরলে তোমাদের সক্কলকে মেরে ফেলবো।'

'বেশ তো। আমাদের সব্বাইকে মেরে ফেল। আমরা হাত তুলে বাধাও দেব না। আমরা নিজেদের সেনার সাথে লড়বো না। কিন্তু মহান প্রভু রামের নামে

দিব্যি করে বলছি—আমরা নড়বো না।'

ব্রক রাগে ফুঁসছিল। তার সাথে লড়াইতে প্রবৃত্ত না হয়ে নাগরিকেরা আক্রমণের কোনো আইনি সুযোগ তার হাতে তুলে দিচ্ছে না। ব্রক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে।
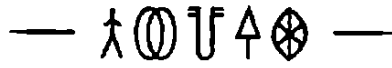
ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পেয়ে বিদ্যুন্মালী দেখলো সে একটা গরুর গাড়ির মধ্যে। সেটা নদীতীরের পথ ধরে দুলকি চালে চলেছে। সে মাথা তুললো। তার পেটের কাঁচা সেলাইতে লাগছে।

'শুয়ে পড়ুন প্রভু। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।' সৈন্যটি জানালো।

'বিশ্বাসঘাতকটা কি মারা পড়েছে?' বিদ্যুন্মালী জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ,' সৈন্য জানালো।

বিদ্যুন্মালী ও তাঁর বাহিনী দেবগিরি থেকে লোথাল যাওয়ার নদীতীরের পথ বেয়ে দৌড়েছিল। তারা পথেই কনখলার চাকরকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল। সে প্রাণপণে লোথালের দিকে দৌড়েছিল যাতে তাঁকে দেবগিরির শঠতাপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জানাতে পারে। চাকরটি মারা পড়লেও মারা পড়ার আগে বিদ্যুন্মালীর পেটে ভয়ংকর ছুরিকাঘাত করতে পেরেছিল।

'আমরা দেবগিরি থেকে কত দূরে?' বিদ্যুন্মালী জানতে চাইলো।

'যে গতিতে যাচ্ছি, তাতে আরো পাঁচদিন লাগবে প্রভু।'

'সে তো অনেক দিন . '

'প্রভু, আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারবেন না। ওতে সেলাই ছিঁড়ে যেতে পারে। আপনাকে গরুর গাড়িতেই যেতে হবে।'

বিদ্যুন্মালী মনে মনে শাপ-শাপান্ত করলো শুধু।

অধ্যায় ৪৪

সম্রাটকন্যার প্রত্যাবর্তন

পোতাশ্রয়ে থাকা তরী থেকে দেবগিরির দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করছিলেন সতী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গেরা। তারা দ্রুতগামী একটা বাণিজ্যতরী অধিগ্রহণ করে সরস্বতী নদী বেয়ে দ্রুতবেগে এসেছিলেন শান্তি সম্মেলনে সময় মতো যোগ দিতে।

নন্দী সতীর পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দেখছিলো।

'দেখুন।' সে বললো, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা পাখির দিকে দেখিয়ে বললো 'আরেকটা বার্তাবাহক পায়রা।' এমনটা যে প্রথমবার তারা দেখলো তা নয়। সতীর সহযোদ্ধারা অনেকবারই দেবগিরির দিকে উড়ে যাওয়া পায়রা দেখেছিল।'

'প্রভু গণেশ বিশ্বাস করেন যে আড়ি পাতলে শত্রুর পরিকল্পনার ব্যাপার ভালোভাবে জানতে পারা যায়।' নন্দী বললো। 'পাখিগুলোর একটাকে কি মেরে নামাবো আর দেখবো, কি আদানপ্রদান হচ্ছে?'

সতী মাথা নেড়ে নিষেধ করে বললেন। 'প্রভু রাম আমাদের জন্য যে নিয়ম ধার্য করে গেছেন আমরা সেটা মেনে চলবো, নন্দী। আর সরল বিশ্বাসে মীমাংসার উপায় খোঁজা। প্রভু রাম বলেছেন যে ছোট্ট ভুল বলে কিছু নেই। শান্তি মীমাংসার আগে অনৈতিকভাবে বিপক্ষের পরিকল্পনা জেনেতে পেরে আমাদের খুবই অল্প সুবিধে হবে। কিন্তু অনৈতিক কাজ করা প্রভু রামের নিয়ম বিরুদ্ধ।'

সতীর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নন্দী বললো, 'প্রভু রামের সেবক আমি, সম্রাটকন্যা'।

সতী অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন আর নন্দী শেষবারের মতো এক ঝলক দেখলো

দেবগিরিতে ছোট্ট বিন্দুর মতো পাখিটার মিলিয়ে যাওয়া।

বন্দরের তরী ভেড়াবার ঘাটটাকে একেবারেই খালি করে দেওয়া হয়েছিল, কোন রকম বাণিজ্যিক বা অন্য কোনরকম কার্যালাপের চিহ্ন ছিল না সেখানে। জলযানটার পাটাতনের সুবিধাজনক স্থান থেকে সতী দূরে দেখতে পাচ্ছিলেন দেবগিরির প্রাচীর। মনে পড়লো যে কেউ কেউ নগরটাকে ভালোবেসে বলে ত্রিপুরা। স্বর্ণ, রজত ও তাম্র এই তিনটি ক্ষেত্রের জন্য এই নাম। কিন্তু কখনোই এই নাম লোকপ্রিয় হয়নি। দেবগিরির নাগরিকরা প্রভু রামের নিজের দেওয়া নামকে অনধিকার ভাবে পাল্টে দেওয়ার কথা মন থেকে ধারণাই করতে পারে না।

জোরে ধুপ করে শব্দের সঙ্গে তরীঘাটা থেকে জলযানে লাগানোর কাঠের পাটাতন নামানো হল।

সতী নন্দীর দিকে ইঙ্গিত করে ফিসফিস করে বললেন 'চল যাওয়া যাক।'

যেই তিনি তার লোকজনদের জলযান থেকে বের হওয়ার নির্দেশ শুরু করলেন, একজন পররাষ্ট্র বিভাগের আধিকারিক তাঁর দিকে এলেন তার মুখে দরাজ হাসি, সতীর ক্ষতবিক্ষত হওয়া বাঁ গালের দিকে লক্ষ করলেন। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত হলেন। 'মাননীয়া দেবী আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় সম্মানিত বোধ করছি।'

'নিজের নগরে এসে আমারও ভালো লাগছে। আধিকারিক মহাশয়। আর এবার অপেক্ষাকৃত ভালো পরিস্থিতিতে।'

মেলুহী আধিকারিক মুখটা গম্ভীর করে নিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'আমি আশা করছি দীর্ঘস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করতে সফল হবেন, মাননীয়া দেবী।' মেলুহী বললেন 'আমাদের জীবন্ত দেবতার সঙ্গে দেশ যুদ্ধে লিপ্ত, সেইজন্য আমরা যে কি মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছি তা ধারণাই করতে পারবেন না।

'প্রভু রামের আশীর্বাদে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে, আর শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে।'

মেলুহী অধিকারিক হাতজোড় করে নমস্কার করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন 'প্রভু রামের আশীর্বাদে সব মিটে যাক।'

সতী বন্দরে বেরিয়ে এসে বিশাল এক গোলাকার ভবন দেখতে পেলেন যেটা

শান্তি সম্মেলনের জন্য তাড়াতাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল। শান্তি সম্মেলনের জন্য একটা নিয়ম ধার্য ছিল যে সে আহ্বায়ক দেশের কোন নগরের মধ্যে তা অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। বর্তমান সম্মেলন স্থলটা নগর প্রাচীরের থেকে ভালোমতো দূরত্বে তৈরি করা হয়েছিল প্রায় বন্দরের গায়েই। শান্তি সম্মেলন ভবনটা বর্গাকৃতি বড়ো বেদীর ওপর তৈরি করা হয়েছিল, যা মেলুহী মানের ইটে তৈরি। প্রায় দুহাত উঁচু। এই বেদীর উপর লম্বা লম্বা স্তম্ভর সারি ঠুকে ঠুকে বসানো হয়েছিল। এই স্তম্ভ সারিকে কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চি একটার সঙ্গে আরেকটা বেঁধে স্তম্ভগুলোর মাঝখানে মাঝখানে আটকে একটা চক্রাকার ঢাকা ভবন তৈরি করা হয়েছিল। ভবনটা বিস্ময়কর রকম মজবুত হয়েছিল যদিও কোন ঘরবাড়ি তৈরির চুন, বালি ইত্যাদির মিশ্রণ এতে ব্যবহৃত হয়নি।

সতী এই ভবনের মধ্যে ঢুকেই উঁচু ছাদের দিকে তাকালেন আর ধ্বনি ব্যবস্থা পরীক্ষা করার জন্য জোরে বললেন 'নির্মাণ কাজ ভালো।'

তাঁর কথা প্রতিধ্বনিত হল না, সতী হাসলেন। মেলুহী স্থপতিরা তাদের দক্ষতা হারিয়ে ফেলেনি।

এই গুহার মতো সভাকক্ষের প্রবেশ পথের কাছেই প্রভু রাম আর সীতা দেবীর মূর্তি রাখা হয়েছিল। ফুল এবং নৈবেদ্যর অন্যান্য জিনিষ মূর্তির চারধারে ছড়ানো ছিটানো ছিল। সতী জানতেন যে দেবগিরির প্রধান পুরোহিত মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সেরে ফেলেছেন। একজন সনাতন হিন্দু তাই বিশ্বাস করবে যে প্রভু রাম আর সীতাদেবী তাদের প্রতিমার মধ্যে অধিষ্ঠান করছেন আর এই শান্তি সম্মেলনের কার্য্যধারার তত্ত্বাবধান করছেন। এনাদের উপস্থিতিতে কেউই কোন নিয়মকানুন ভাঙার সাহস করবে না। সভাকক্ষের একদিকের সীমায় আলাদা একটা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যিখানে বড়ো দরজা ছিল। ঘরটা এমন ভালোভাবে ও শব্দ নিরোধক করে তৈরি করা হয়েছিল যে এমনকি সবচেয়ে জোর কর্কশ শব্দও এর দেওয়ালের ওপারে পৌঁছোতে পারবে না। এটা তৈরি করা হয়েছিল এই জন্য যে সম্মেলন চলাকালীন যে কোন পক্ষই গোপন আলোচনা সেরে নিতে পারে এই ঘরের মধ্যে।

সতী মাথা নেড়ে বললেন 'প্রাচীন নিয়ম মেনেই নিখুঁত ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখছি।'

'ধন্যবাদ, হে দেবী।' মেলুহী বললেন।

'এরপর অস্ত্রশালা।' সতী বললেন।

'নিশ্চয়, হে দেবী।' মেলুহী বললেন, 'সেটা ডানদিকে ছেড়ে এসেছি।'

সম্মেলন ভবন থেকে বেরোতেই দেখতে পেলেন তাঁর নিজের ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে। জলযান থেকে নামিয়ে এনে সজ্জিত করে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। তাঁর সহচরদের ঘোড়াগুলোকেও একইভাবে দলাইমলাই করে সুসজ্জিত করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

'হে দেবী, মেলুহী বললেন। 'আপনি নিশ্চয় জানেন যে নিয়মানুযায়ী অস্ত্রশালার পাশেই বাহনদেরও বন্ধ করে রাখা উচিৎ। আপনাদের সকল ঘোড়াদেরই নিয়ে যাওয়া হবে।'

'সবগুলোই, কেবল আমারটা ছাড়া।' সতী বললেন, খুব অল্প কজনই তাঁর চেয়ে ভালো করে প্রভু রামের নিয়ম জানতো। অভ্যাগত অতিথিদের দলপতির সঙ্গে তাঁর বাহন রাখা অনুমোদিত ছিল। 'আমার ঘোড়া আমার সঙ্গেই থাকবে।'

'অবশ্যই, হে দেবী।'

'আর সম্মেলন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার সঙ্গীদের ঘোড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'

'সেটাই নিয়ম, হে দেবী।'

'আর দেবগিরিতে যত বাহন হিসেবে ব্যবহৃত পশু আছে তাদের যেন বন্ধ করে রাখা হয়।'

'অবশ্যই, হে দেবী।' মেলুহী বললেন। 'ইতিমধ্যেই তা করা হয়ে গেছে।'

'বেশ।' সতী বললেন, 'তবে যাওয়া যাক।'

— ⅄ⓄŪ↑⊛ —
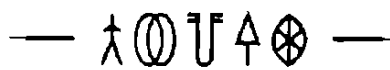
নগর প্রাচীরের বাইরে স্বর্ণক্ষেত্র ও তাম্রক্ষেত্রের সংযোগকারী সেতুর নিচে অস্থায়ী একটা অস্ত্রশালা তৈরি করা হয়েছিল। আর এটাও একইরকম নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল। বিশাল এক দরজা ছিল প্রবেশ পথে। দুবার করে তালা

দিয়ে সুরক্ষিত করা। যার জন্য ভেঙে ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। একটা তালার চাবি সতীর হাতে দেওয়া হল, যিনি নিজে থেকে ভালোভাবে দেখে নিলেন যে দরজাটা ভালোভাবে তালাবন্ধ করা হয়েছে। মেলুহী পররাষ্ট্রীয় আধিকারিক তার চাবি দিয়ে দরজাটা আরেক বার তালা বন্ধ করলেন। আর সতীকে তা পরীক্ষা করে নিতে দিলেন। এরপর তালার ওপর লাক্ষা দিয়ে তার ওপর সাক্ষর চিহ্ন দিয়ে আটকে দেওয়া হল। দেবগিরির সমস্ত অস্ত্র নাগালের বাইরে রেখে দেওয়া হল। সতী চাবিটা নন্দীর হাতে দিয়ে বললেন 'যত্ন করে রাখো এটা।' ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে তারপর চলে যেতে গিয়েও আধিকারিক দাঁড়িয়ে পড়লো যেন কিছু মনে পড়লো, 'হে দেবী, আপনার অস্ত্র? ওগুলোও কি এখানে রাখা হবে না?'

'না,' সতী বললেন।

'উম্, হে দেবী, কিন্তু নিয়ম যে বলছে . ’

'আধিকারিক মশাই, নিয়ম বলছে যে,' মাঝপথে সতী বললেন, 'সৈন্যদের অস্ত্রহীন করতেই হবে, কিন্তু দলপতি ও তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী যারা শান্তি সম্মেলনে আসছেন, তাদের অস্ত্র সঙ্গে রাখার অনুমতী থাকবে। আমি নিশ্চিত যে আমার পিতার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের অস্ত্রহীন করে দেওয়া হয়নি। হয়েছে কি?'

'না দেবী।' মেলুহী পররাষ্ট্র বিভাগের আধিকারিক বললেন। 'তারা এখনো অস্ত্র সঙ্গেই রেখেছেন।'

'আমার দেহরক্ষীরাও তেমনই রাখবে।' নন্দী ও তাঁর সঙ্গের সৈনিকদের দিকে দেখিয়ে বললেন সতী।

'কিন্তু হে দেবী . ’

'প্রধানমন্ত্রী কনখলার কাছে আপনি জেনে নেননি কেন? আমি নিশ্চিত যে উনি নিয়মগুলো জানবেন ’

মেলুহী আধিকারিক আর বেশি কথা বললেন না, তিনি জানতেন যে সতীর আইন জ্ঞানও নির্ভুল। তিনি আরোও জানতেন যে প্রধানমন্ত্রী কনখলাকে কোন রকম যাচাই করার জন্য ডাকতে পারা আর যাবে না। ইতিমধ্যে সতী কয়েকশ হাত দূরে বিশাল পশুশালা দেখছিলেন, তার সৈন্যদের ঘোড়াগুলোকে অস্থায়ীভাবে চোখের আড়ালে রাখার জন্য ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

'হে দেবী, এছাড়া।' আধিকারিক বললেন 'সম্রাট দক্ষ ওনার প্রাসাদে দুপুরে ভোজনে আপনার উপস্থিতি কামনা করেছেন।

সতী নন্দীর দিকে ঘুরে বললেন 'আমি এগিয়ে যাবো, তুমি পশুশালায় তালা পরীক্ষা করে নেবে তারপর আমার সঙ্গে যোগ দেবে . . '

'হে দেবী,' আধিকারিক বললেন 'পরিস্কার ভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে, উনি চান আপনি একাই যাতে যান।'

সতী ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগলেন, এমনটা তো প্রচলিত নিয়ম নয়। তিনি অনুরোধটা নাকচ করতে যাচ্ছিলেন তখনই আধিকারিক আবার বলে উঠলেন 'হে দেবী, আমার মনে হয় এর সঙ্গে সম্মেলনের কোন যোগ নেই। মহামান্য সম্রাটের কন্যা আপনি। একজন পিতা তার কন্যার সঙ্গে আহার করার আশা করতেই পারেন।'

সতী গভীরভাবে শ্বাস নিলেন। মন থেকে পিতার সঙ্গে খাওয়ার কোন ইচ্ছেই সতীর ছিল না। কিন্তু অন্তর থেকে চাইছিলেন মার সঙ্গে দেখা করতে। যাইহোক না কেন, পরের দিনটা সম্মেলনের জন্য ধার্য্য করা হয়েছিল। আজকে বিশেষ কোন কাজ নেই। 'নন্দী, পশুশালা পরীক্ষা করে নেওয়ার পরই সম্মেলন ভবনে ফিরে যাবে আর আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তাড়াতাড়িই আমি ফিরে আসবো।'

'যেমনটা আদেশ করেন, হে দেবী।' নন্দী বললো। 'কিন্তু আপনি যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা কি বলতে পারি?'

'অবশ্যই।' সতী বললেন।

'আড়ালে বলতে চাই, দেবী' নন্দী বললো।

সতী ভুরু কোঁচকালেন, কিন্তু ঘোড়ার লাগামটা পেছনে থাকা এক সৈন্যর হাতে ধরালেন, আর তারপর একপাশে চলে গেলেন।

তারা যখন অন্যদের শুনতে পাওয়ার সীমার বাইরে এলেন, তখন নন্দী ফিসফিস করে বললো 'পরামর্শ দেওয়ার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। হে দেবী। মনে করবেন না যে পিতার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। বরং ভাবুন যে আপনি একজন সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন যার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার পথ বার

করবেন। দয়া করে আগামী কালের শান্তি সম্মেলনের জন্য আগাম সুযোগ হিসেবে এই দুপুরের ভোজনটাকে ব্যবহার করুন।'

সতী মৃদু হেসে বললেন 'তুমি ঠিক বলেছো, নন্দী।'

— ⅄⓪Ṻ⍏⊛ —
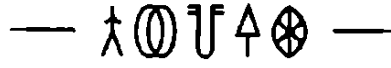
সাহায্য করতে আসা প্রাসাদের সেবকের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে সতী প্রাসাদে ওঠার সিঁড়ির পাশের আস্তাবলে ঘোড়াটাকে নিজেই বাঁধলেন। শান্তি সম্মেলনের নিয়ম মেনে দেবগিরিতে কোন পশু না রাখার কারণে সতীর ঘোড়া ছাড়া সেখানে অন্য কোন পশুই ছিল না। পিতার প্রাসাদের দালানের কাছে এগোতেই সেখানে উপস্থিত রক্ষী সামরিক অভিবাদন জানালো। সতীও নম্রভাবে প্রতি অভিবাদন জানিয়ে হাঁটতে থাকলেন।

সতী এই প্রাসাদেই বড়ো হয়েছেন। সংলগ্ন উদ্যানে অলসভাবে কত বেড়িয়েছেন, লক্ষবার ওপর নিচ করেছেন। খোলা জমিতে অসিবিদ্যার কৌশল অভ্যাস করেছেন। কিন্তু এখন এই প্রাসাদ আর তার নিজের নয়। হয়তো এইজন্য বহুদিন এখানে না থাকার কারণে এমনটা মনে হচ্ছে অথবা যেটার সম্ভাবনা বেশি তা হল পিতার সঙ্গে আর কোনরকম আত্মীয়তা বা টান অনুভব করেন না সেই কারণে এমন মনে হচ্ছে।

প্রাসাদের পথ সতী জানতেন আর সৈনিকদের আবির্ভূত হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহায্যে প্রয়োজন তাঁর ছিল না। তা সত্ত্বেও একজনকেও চিনতে না পেরে আশ্চর্য হচ্ছিলেন। বিদ্যুন্মালী হয়তো পিতার সুরক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার পর রক্ষীবাহিনী পাল্টে ফেলেছে। বারবার তিনি হাত দিয়ে ওদের চলে যেতে ইঙ্গিত করছিলেন। নির্ভুলভাবেই পিতার বাস করার অংশের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

'মাননীয়া সম্রাটকন্যা সতী উপস্থিত হয়েছেন।' প্রধান দ্বাররক্ষী জোরে ঘোষণা করতেই তার একজন সহকারী রাজকীয় কক্ষের দরজা খুলে দিল।

সতী ভেতরে ঢুকে দেখলেন সেখানে রয়েছেন দক্ষ, বীরিনী ও আরেকজন মানুষ যাকে তিনি চিনতে পারলেন না। হাতে বাঁধা সামরিক চিহ্ন দেখে বুঝতে

পারলেন ও সেনাপতির অধস্তন কিন্তু মেলুহী বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

সতী তাঁর অভিভাবকের দিকে ঘুরতেই মেলুহী আধিকারিক জানলার বাইরে তাকালেন আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কাউকে এমন ভাবে ইঙ্গিত করলেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

'প্রভু রাম সহায় হোন। তোর মুখে কি হয়েছে?' দক্ষ বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন।

সতী হাত জোড় করে এবং সামনে ঝুঁকে তার পক্ষে যতটা সম্ভব শ্রদ্ধাসহকারে পিতাকে নমস্কার জানিয়ে বললেন 'এটা এমন কিছু নয় বাবা। কেবল যুদ্ধের চিহ্ন মাত্র।'

'বীর যোদ্ধা তার যুদ্ধের ক্ষতকে গর্বের চিহ্ন হিসেবে বহন করেন।' মেলুহী উচ্চপদস্থ আধিকারিক অমায়িকভাবে বললো। তার হাত জোড় করা ছিল নমস্কারের ভঙ্গিতে।

সতী মেলুহীটিকে প্রতি নমস্কার জানানোর সময় কৌতূহলের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না আধিকারিক মহাশয়?'

'আমি সবে নিয়োজিত হয়েছি, হে দেবী।' মেলুহী সামরিক আধিকারিক বললেন, 'সেনাপতি বিদ্যুন্মালীর পরের পদেই আমি রয়েছি। আমার নাম কমলাক্ষ।'

সতী কোনদিনই বিদ্যুন্মালীকে ভালো চোখে দেখতেন না। কিন্তু সেই কারণে কমলাক্ষকে অপছন্দ করার কোন যুক্তি ছিল না। অল্প করে মাথা ঝুঁকিয়ে মেলুহী আধিকারিকের কথায় সম্মতি জানিয়েই সতী মায়ের দিকে ঘুরে একগাল হেসে বললেন, 'কেমন আছো মাগো?'

বীরিনীকে কোন দিনই এমন আবেগের সঙ্গে 'মা' সম্বোধন করেননি সতী। সাধারণভাবেই তিনি মা বলে ডেকেছেন সব সময়। কিন্তু এইবার ডাক বীরিনীর খুব ভালো লাগলো। তিনি এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার বাছা
'

সতীও তার মাকে শক্ত করে জড়িয়ে দরে থাকলেন। শিবের সঙ্গে থাকার ফলে আড়ষ্টতা কেটে গেছিল। তিনি এখন তাঁর অবরুদ্ধ আবেগকে মন খুলে প্রকাশ করতে পারেন।

'তোর অভাব বড়োই বোধ করি মা আমার।' ফিসফিস করে বীরিনী বললেন।

'আমিও তোমার অভাব বোধ করি মা।' সতী বললেন। তাঁর চোখ জলে ভরে উঠলো।

সতীর গালের ক্ষতর দাগে হাত দিয়ে বীরিনী বেদনায় নিজের ঠোঁট কামড়ালেন।

'ও কিছু নয় মা' একটু হেসে সতী বললেন। 'ব্যথা লাগে না।'

'আয়ুর্বতীর কাছে গিয়ে কেন এটা সারিয়ে ফেলছো না?' বীরিনী জিজ্ঞাসা করলেন।

'করবো মা।' সতী বললেন। কিন্তু আমার মুখের সৌন্দর্যটা গুরুত্বপূর্ণ নয়. গুরুত্বপূর্ণ হল শান্তির পথ খুঁজে বার করা।'

'আশা করি প্রভু রাম তোর পিতা ও নীলকণ্ঠকে তাই করার জন্য সাহায্য করবেন।' বীরিনী বললেন।

দরাজ হাসি হেসে দক্ষ বললেন। 'ইতিমধ্যেই আমি একটা পথ বের করেছি, সতী। আর আমরা আবার একসঙ্গে থাকবো; আগের মতো সুখের সংসার হবে। ও আরেকটা কথা। বাইরে শিবিরে অপেক্ষা করার জন্য নিশ্চয় নীলকণ্ঠ কিছু মনে করেন নি। জানিসই তো শান্তি সম্মেলনের আগে আমাদের দেখা হওয়াটা ভালো চোখে দেখা হবে না।'

তাঁর পিতার অদ্ভুত মন্তব্য যে তারা সকলে আবার 'একই পরিবার' হয়ে বাস করবেন, এটা শুনে সতী ভুরু কোঁচকালেন। তাঁর সঙ্গে শিব দেবগিরিতে আসেননি এই কথাটা তিনি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দক্ষ কমলাক্ষর দিকে ঘুরলেন।

'পরিচারকদের আদেশ দিন মধ্যাহ্নের আহার আনার জন্য। খুব ক্ষুধার্ত আমি। আর নিশ্চিত যে আমার পরিবারের মহিলারাও।' দক্ষ বললেন।

'যথা আজ্ঞা, হে প্রভু।'

বীরিনী তখনো সতীর হাত ধরে রেখেছিলেন, 'খুবই দুঃখের যে গত সপ্তাহে

আয়ুর্বতী এখানে ছিলেন না।'

'কেন?' সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

'যদি তিনি এখানে থাকতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই কনখলাকে বাঁচাতে পারতেন। ওনার মতো চিকিৎসার দক্ষতা কারোরই নেই।'

আড় চোখে সতী দেখতে পেলেন যে দক্ষ আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। তিনি বললেন 'বীরিনী তুমি বড্ড বেশি কথা বলো, আমাদের এখন খাওয়া উচিত আর .।'

'একটু দাঁড়াও।' সতী এই কথা বলে আবার মার দিকে। ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন 'কনখলার কি হয়েছিল?'

'তুই জানিস না?' আশ্চর্য হয়ে বীরিনী বললেন। 'উনি হঠাৎই মারা গেছেন। আমার মনে হয় ওনার বাড়িতে কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল।'

'দুর্ঘটনা?' মনে সন্দেহ নিয়ে ঝট্ করে ঘুরে দক্ষর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সতী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওনার কি হয়েছিল বাবা?'

'একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, সতী।' দক্ষ বললেন। 'এই ব্যাপারটা নিয়ে আর তিলকে তাল করতে হবে না . .।'

সতী প্রশ্নে দক্ষর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা দেখে বীরিনীর মনেও একইভাবে সন্দেহ দেখা দিল। 'ব্যাপারটা কি ঘটেছে ঠিক করে বলো তো?'

'ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা দুজন দয়া করে থামবে? বহুদিন বাদে আমরা একসঙ্গে বসে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তাই, এসো আমরা এই মুহূর্তটা উপভোগ করি।'

'সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে, সম্রাটকন্যা।' কমলাক্ষ শীতল গলায় বললেন।

কমলাক্ষর কথায় তিনি মন দিলেন না। কিন্তু ওর কথার মধ্যে এমন একটা শিরশিরানিভাব ছিল, যেটা সতীর সন্দেহে আরোও ঘা দিল।

'বাবা, তুমি কি লুকোচ্ছো?'

'ওহো, প্রভু রামের দিব্যি।' দক্ষ বললেন। 'তুই যদি তোর স্বামীর জন্য এতোই উতলা হোস, ওর জন্যও না হয় কিছু ভালো খাবার পাঠিয়ে দেবো!'

'শিবের কথা আমি বলিনি।' সতী বললেন 'আমার প্রশ্ন কিন্তু তুমি এড়িয়ে

যাচ্ছো। কনখলার কি হয়েছিল?'

দক্ষ ভীষণ বিরক্ত হয়ে অভিশম্পাত করে সামনের আসবাবের ওপর জোরে কিল মেরে বললেন 'একবার তো নিজের বাবাকে তুই বিশ্বাস কর? তোর ধমনীতে আমার রক্ত বইছে। আমি কি কখনো এমন কাজ করেছি যেটা তোর ভালোর জন্য নয়? যদি বলে থাকি যে দুর্ঘটনায় কনখলার মৃত্যু হয়ে, তাহলে সেটাই হয়েছে।'

পিতার চোখের দিকে তাকিয়ে সতী বললেন 'তুমি মিথ্যে বলছো।'

'কনখলার যা পাওয়ার ছিল তাই তিনি পেয়েছেন, সম্রাটকন্যা।' সতীর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কমলাক্ষ সোজাসুজিভাবে বললো। 'তেমন প্রত্যেকেই পাবে যদি কেউ মেলুহার সত্যিকারের প্রভুর বিরোধিতা করে থাকে। কিন্তু আপনার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি সুরক্ষিতই আছেন কারণ আপনার পিতা আপনাকে খুবই ভালোবাসেন।' স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া সতী পিছন ফিরে এক ঝলক কমলাক্ষর দিকে তাকিয়েই আবার তার পিতার দিকে ঘুরলো।

কোন রকমে হাসিমুখে কথা বলতে গিয়ে দক্ষর চোখ জলে ভরে গেল। 'তুই যদি একটু বুঝতে পারতিস যে আমি কত ভালোভাসি তোকে, সোনা আমার। আমায় একটু বিশ্বাস কর। আবার আমি সব ঠিক করে দেবো।'

প্রায় দৃষ্টির অগোচরে সতী তার সমস্ত মাংসপেশী টানটান করলেন, ডান কনুই দিয়ে কমলাক্ষর বুক ও পেটের মাঝে জোরে মারলেন তাতে কমলাক্ষর পেটের স্নায়ু তন্ত্রীতে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। হতচকিত আধিকারিক ব্যথার চোটে সামনে কুঁকড়ে গিয়ে একপাশে ঘুরে গেল। তাতে তার মাথাটা সতীর নাগালের মধ্যে চলে এল। সময় নষ্ট না করে সতী বাঁ-পায়ে ভর দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন আর ডান-পা সোজা করে তলোয়ারের মতো সাঁই করে চালালেন। এই মারাত্মক আঘাত করার কৌশলটা নাগদের কাছ থেকে শিখেছিলেন তিনি। তাঁর ডান গোড়ালি প্রচণ্ড জোরে কমলাক্ষর কান ও কপালের রগ এর মাঝখানে আছড়ে পড়লো। কানের পর্দা ফেটে গেল এবং তাকে অজ্ঞান করে দিল। আধিকারিকের দৈত্যাকার শরীর মেঝেতে আছড়ে পড়লো। সতী ওই ভঙ্গিতেই একপাক ঘুরে গিয়ে আবার দক্ষর মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গেই

বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার বার করেই পিতার দিকে বাগিয়ে ধরলেন।

পুরে ঘটনাটাই এতো দ্রুত ঘটে গেল যে দক্ষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময়ই পেলেন না।

'তুমি কি করেছো, বাবা?' চিৎকার করে সতী বললেন, তাঁর রাগ সপ্তমে উঠে গেছে তখন।

'যা করেছি তা তোরই ভালোর জন্য!' আর্তনাদ করে বললেন দক্ষ। 'তোর স্বামী আর কখনো আমাদের বিরক্ত করবে না।'

সতী শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, 'হে রাম সহায় হোন নন্দী আর আমার সৈনিকরা . '

'হে ভগবান!' বীরিনী আর্তনাদ করে উঠে দক্ষর দিকে ঘুরে বললেন 'কি করেছো তুমি?'

'চুপ করো।' চিৎকার করে বললেন দক্ষ আর বীরিনীকে ধাক্কা মেরে একধারে সরিয়ে দিয়ে সতীর দিকে দৌড়ে এলেন।

বীরিনী স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বললেন, 'শান্তি সম্মেলনের নিয়ম তুমি কেমন করে ভাঙলে? তোমার আত্মাকে চিরকালের মতো অভিশপ্ত করে দিয়েছো তুমি!'

'বাইরে বেরোতে পারবি না তুই!' চেঁচিয়ে বলে দক্ষ সতীকে ধরার চেষ্টা করলেন।

সতী দক্ষকে জোরে ঠেলা মারতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। সতী ঘুরে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন। হাতে তলোয়ার বাগিয়ে ধরা লড়াইয়ের জন্য।

'ওকে থামাও!' দক্ষ চিৎকার করে বললেন 'রক্ষীরা! থামাও ওকে!' দ্বাররক্ষক দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেল দেখে যে সম্রাটকন্যা তার দিকেই দৌড়ে আসছে। দরজায় দাঁড়ানো রক্ষীরা হতভম্ব হয়ে গিয়ে অচল হয়ে রইল।

'থামাও ওকে!' গর্জন করে আদেশ দিলেন দক্ষ।

রক্ষীরা কিছু করার আগেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সতী। ধাক্কা দিয়ে ওদের সরিয়ে দিয়েই বিদ্যুৎবেগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রধান দালান দিয়ে জোরে ছুটতে লাগলেন। তাঁকে থামানোর জন্য রক্ষীদের প্রতি পিতার বারবার

চিৎকার তখনো সতীর কানে আসছিল। তাঁকে ঘোড়ার কাছে পৌঁছতেই হবে। এই সময় দেবগিরিতে কারুর কাছেই ঘোড়া নেই। যদি তিনি একবার ঘোড়ায় উঠতে পারেন তবে ঘোড়া ছুটিয়ে সব রক্ষীদের পেছনে ফেলে নগরের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবেন।

'সম্রাটকন্যাকে থামাও!' পেছন থেকে একজন রক্ষী চিৎকার করে বললো।

সতী দেখলেন যে সামনের দিকে একটু আগে একদল রক্ষী ঠিকঠাকভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। বর্শা বাগিয়ে ধরেছে পথ অবরোধ করার জন্য। দৌড় না কমিয়েই পেছনে চাইলেন। আরেকদল রক্ষী তাঁর দিকেই দৌড়ে আসছে। তিনি ফাঁদে পড়েছেন *প্রভু রাম, শক্তি দিন!*

দূরে থাকা দক্ষর গলা শুনতে পেলেন 'ওনাকে আঘাত কোর না!' সামনে বাঁদিকে একটা জানলা খোলা ছিল। সতী ছিলেন চার তলায়। ওখান থেকে নিচে লাফানোটা বোকামো। কিন্তু ওই প্রাসাদকে ভালো মতোই জানতেন। এটা তার বাসস্থান ছিল। জানতেন যে বাইরে জানলার মাথার তাকের মতো সরু অংশ বার করা আছে। ওখান থেকে ছোট্ট একটা লাফ দিলেই নিচের খোলা ছাদে পৌঁছতো পারবেন। তারপর ধারের কোন দালান দিয়ে জোরে দৌড়ে প্রাসাদের মূল দরজায় পৌঁছে যেতে পারবেন, কেউ পৌঁছনোর আগেই। নিজের তলোয়ারটা খাপে ঢোকালেন আর দু-হাত ওপরে তুললেন যেন আত্মসমর্থন করবেন। রক্ষীরা ভাবলো তারা তাকে ধরতে পেরেছে, তাই গতি কমিয়ে ধীরে এগোতে থাকলো যাতে সম্রাটকন্যার উত্তেজনা কমে যায়। সতী হঠাৎই লাফ মেরে চকিতে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রক্ষীরা আঁতকে উঠলো। ভাবলো সম্রাটকন্যা নিচের উঠানে লাফ মেরে নিশ্চিতভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু সতী বাড়ানো হাত দিয়ে জানলার বাইরের তাকটাকে ধরে গতিকে কাজে লাগিয়ে উল্টোদিকে ডিগবাজি খেয়ে ওই তাকের ওপর নিরাপদে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। এক মুহূর্ত নিজের ভারসাম্য ঠিক করার জন্য দাঁড়ালেন, এরপর কয়েকশো দৌড়েই নিচের খোলা ছাদে লাফিয়ে পড়ালন।

'উনি ছাদে পৌঁছেছেন!' একজন রক্ষী চেঁচিয়ে বললো।

সতী জানতেন রক্ষীরা কোন পথ ধরবে। তিনি তাড়াতাড়ি অন্য দিকে দৌড়ে

ছাদের শেষে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখান থেকে আরেকটা বেরিয়ে থাকা তাকে লাফালেন ওই তাক দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোতে থাকলেন যতক্ষণ না অন্য একটা খোলা ছাদের কাছে পৌঁছতে পারছেন। সেখানে পৌঁছে ওই ছাদে আবার লাফিয়ে পড়লেন আর জোরে দৌড়লেন দূরের সিঁড়ির দিকে। তিনটে ধাপ এক একবারে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলেন যতক্ষণ না দোতলার আগে সিঁড়ির মাঝখানের চাতালে এসে পৌঁছন। এখান থেকে অন্য ধারে একটা দালান চলে গেছে। যদিও এই দালানে কোন পাহারা থাকে না তবুও তিনি কোন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না।

ওখান থেকে বারান্দা থেকে পাশের একটা ছোট উদ্যানে লাফিয়ে পড়লেন। ওখানে পাঁচিলের পাশেই একটা গাছ ছিল। গাছে উঠে পড়ে একেবারে মগ ডালে পৌঁছলেন। ডালের উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে সীমা-পাঁচিল টপকে একেবারে নিজের ঘোড়ার পাশে এসে পড়লেন। একলাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন। লাগাম খুলে হাতে নিলেন আর পেটে গুঁতো মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

'ওই যে উনি ওখানে!' একজন রক্ষী চেঁচিয়ে উঠলো। কুড়িজন রক্ষী তেড়ে এলো সতীর দিকে। কিন্তু তিনি ঘোড়ার গতি না কমিয়ে রক্ষীদের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। চার পা তুলে দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে তাঁর ঘোড়া প্রাসাদের বাইরে সীমা-প্রাচীরও কয়েক মুহূর্তে পেরিয়ে গেল। তিনি নগরে এসে পড়লেন। পেছনে দূরে রক্ষীদের চিৎকার শুনতে পেলেন।

'ওনাকে থামাও!'

'সম্রাটকন্যাকে আটকাও!'

সতীর তেজী ঘোড়ার নির্দয় খুরের থেকে বাঁচতে চমকে যাওয়া মেলুহীরা তাড়াহুড়ো করে পথ থেকে সরে যাচ্ছিলো। নাগরিকদের বিশাল ভীড় এড়াতে সতী একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন যেটা পৌঁছে গেছে নগরের মূল দ্বারে। সতী খুব জোরে ঘোড়া ছোটালেন, তার ঘোড়াকে ছোটার শেষ সীমায় পৌঁছে দিলেন আর লৌহ দরজা পার হতে কোন সময়ই লাগলো না। যেই তিনি প্রধান দ্বার পেরিয়ে গেলেন, তাঁর ঘোড়া ভয়ানকভাবে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে গেল। দূরে লড়াই হওয়ার জোর শব্দে সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

দেবগিরি নগরের বেদীর মতো সমতল ক্ষেত্রের সুবিধাজনক স্থান থেকে শান্তি সম্মেলনের সভাস্থলের একটা পরিষ্কার দৃশ্য সতী দেখতে পাচ্ছিলেন। সরস্বতী নদীর ডানদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। তাঁর বাহিনী আক্রমণের মধ্যে পড়েছে। বিরাট সংখ্যক শরীর ও মুখ ঢাকা সৈন্য আর নন্দী এবং তার সৈনিকরা যারা দলে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম, তারা লড়াই করছে। নন্দীর সঙ্গীরা অনেকেই ইতিমধ্যে মাটিতে পড়ে রয়েছে। 'হিয়া . .হ্!' সতী তার ঘোড়াকে জোরে ছোটানোর জন্য জোর গুঁতো মারলেন।

দেবগিরির স্বর্ণক্ষেত্রের সমতল বেদী থেকে বেগে নামতে থাকলেন। লড়াই করতে থাকা লোকগুলোর মধ্যে গিয়ে পড়লেন। নীলকণ্ঠর বিশ্বস্ত লোকেদের উত্তেজিত করতে রণহুংকার ছাড়লেন।

'হর হর মহাদেব!'

অধ্যায় ৪৫

অন্তিম বধ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৌড়ানোর সময়েই সতী আন্দাজ করলেন যে প্রায় তিনশো গুপ্তঘাতক সেখানে উপস্থিত। গায়ে তাদের ঢোলা পোষাক। মুখে মুখোস-ঠিক নাগদের মতোই। কিন্তু তাদের যুদ্ধকৌশলের সাথে পঞ্চবটির যোদ্ধাদের যুদ্ধকৌশলের কোনো মিল নেই। এরা নিঃসন্দেহে অন্য কোন গোষ্ঠী থেকে এসেছে। নাগদের মতো করে এদের সাজানো হয়েছে। সতীর একশো দেহরক্ষীর প্রায় অর্ধেক এর মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—গুরুতর আহত বা মৃত।

সতীর সৈন্যরা ও গুপ্তঘাতকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে শত্রুদের আলাদা কোন সীমারেখাই দেখা যাচ্ছে না। ফলে সতীও ঘোড়ায় চড়ে শত্রুদের মধ্যে ঢুকে তাদের ছিন্নভিন্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন না। সতী বুঝলেন তাঁকে ঘোড়া থেকে নেমে যুদ্ধে ঢুকতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি আসার পর তিনি সেই দিকটার দিকে ঘোড়া ছোটালেন যেখানে নন্দী একসাথে তিনজন গুপ্তঘাতকের সাথে লড়ছে।

নন্দীর রণহুঙ্কার সতীর কানে এলো। সে তার তলোয়ার একজন শত্রুর বুকের পুরো ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বেঁটেখাটো শত্রুর দেহে গাঁথা তলোয়ার নিয়ে নন্দী সহজেই বাঁ-দিকে ঘুরলো। তলোয়ারের ঝটকায় গাঁথা দেহ ছিটকে গিয়ে আক্রমণোদ্যত আরেক শত্রুর উপরে গিয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে আরেক গুপ্তঘাতক পেছন থেকে নন্দীকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে নন্দীর কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

সতী ঘোড়ার রেকাব থেকে পা টেনে বার করে লাফিয়ে উঠলেন। ঘোড়ার জিনের উপর গুঁড়ি মেরে বসতে বসতেই তলোয়ার টেনে বার করলেন। নন্দীকে

পাশ থেকে আক্রমনোদ্যত হত্যাকারীর কাছাকাছি আসতেই তিনি তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ঘোড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এক কোপে গুপ্তঘাতকের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। মুণ্ডহীন গুপ্তঘাতকের দেহ কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হৃৎপিণ্ডের ওঠাপড়ার সাথে সাথে তার কাটা গলা থেকে জীবনদায়ী রক্ত দমকে দমকে বেরিয়ে আসছে। সতী ততক্ষণে মাটিতে গড়িয়ে গিয়ে নন্দীর পেছনে দাঁড়ালেন।

নন্দী সামনের এক গুপ্তঘাতকের উপর তলোয়ারের জোরালো আঘাত শানাচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রের হই-হট্টগোল ছাপিয়ে নন্দীর গলা শোনা গেল, 'দেবী। পালিয়ে যান!'

সতী নন্দীর পেছনে প্রতিরক্ষামূলক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে অন্য দিকগুলোতে দৃষ্টি রাখলেন। 'তোমাদের সব্বাইকে ছাড়া নয়!'

পাশ থেকে এক গুপ্তঘাতক সতীর দিকে লাফাতেই তিনি সামনে ঢাল এগিয়ে দিলেন। গুপ্তঘাতক তার ঢোলা পোষাকের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে কি যেন একটা বের করে সতীর চোখের দিকে ছুঁড়লো সহজাত অনুভূতিতে তিনি ঢাল উঁচিয়ে ধরলেন। একটা কালো ডিম ঢালের উপরে আছড়ে পড়তেই সেটার ভেতরে ঠাসা ধাতব কুচিগুলো ঠিকরে সতীর চোখের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গেল। কয়েকটা অবশ্য তাঁর বাঁ হাত চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সতী এই যুদ্ধরীতির কথা আগেই শুনেছেন। এটা মিশরীয় কৌশল। ছোট্ট ফুটোর মাধ্যমে ডিমের ভেতরের পদার্থ বার করে নিয়ে তাতে ধাতুর ছোট ছোট ধারালো কুচি ভরা হয়। শত্রুর চোখের দিকে এগুলো ছুঁড়ে তাকে অন্ধ করা হয়। এগুলো ছোঁড়ার পরেই সাধারণত নীচু করে তলোয়ারের খোঁচা দেওয়া হয়। চোখ ঢালে ঢাকা থাকলেও সতী সহজাত অনুভূতিতেই প্রত্যাশা মতো তলোয়ারের নীচু খোঁচা এড়াতে পাশে সরে গেলেন। তারপরই তিনি ঢালের একটা গুটিতে চাপ দিতে ঢাল থেকে একটা ধারালো ফলা বেরিয়ে এলো। সেটা তিনি শত্রুর গলার নলির মধ্যে দিয়ে নৃশংসভাবে চালালেন। গুপ্তঘাতক নিজের রক্তে খাবি খাওয়ার মধ্যেই সতী তাঁর তলোয়ার গুপ্তঘাতকের বুকের একদম ভেতর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

নন্দী এর মধ্যেই তার সামনের সকলকেই অনায়াসে সাবাড় করে চলছিলেন। তার চেহারা বিশাল। বেঁটেখাটো মিশরীয়দের উপরে সে দৈত্যের মতো জেগে থাকছিল। কোনো গুপ্তঘাতক তার কাছাকাছিই আসতে পারছিল না। মিশরীয় নন্দীর দিকে ছুরি ও সেই ডিমগুলো ছুঁড়ে চলছিল। কিন্তু কোনটাই নন্দীর শরীরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে বিঁধছিল না। ধাতব ফলায় ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত শরীরে নন্দী অক্লান্ত ভাবে শত্রুদের সাথে লড়ে যাচ্ছিল। তার কাঁধে একটা ছুরি বিঁধে আছে। কিন্তু নন্দী ও সতী দুজনেই বুঝতে পারছিলেন যে তাঁদের প্রতিকূলতা ক্রমে বেড়েই চলেছে। অত বেশি সংখ্যায় শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে তাঁর সৈন্যদের অধিকাংশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। পালানোর সুযোগও নেই। কারণ শত্রু তাঁদের সবদিক থেকেই ঘিরে রেখেছে। তাঁদের একমাত্র আশা এটাই যে দক্ষের ষড়যন্ত্রের বাইরে থাকা দেবগিরির সূর্যবংশীরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

সতীর ডান দিকে অনেকটা উঁচু থেকে একজন গুপ্তঘাতক লাফিয়ে পড়ে তলোয়ার চালালো। সতীও একই রকম ক্ষীপ্রতার সাথে তলোয়ার চালিয়ে তার আঘাত আটকালেন। লোকটি এবার ঘুরে বাঁ দিক থেকে আক্রমণ করল—সতীকে পিছু হটানোর আশায়। সতী এ আঘাত একই রকম ক্ষীপ্রতার সাথে আটকালেন। গুপ্তঘাতক এবার নিচু হয়ে সতীর পেটে তলোয়ারের খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু সতীর বিশেষ যুদ্ধকৌশল তার জানা ছিল না।

অধিকাংশ যোদ্ধারাই তাদের শরীর থেকে দূরে স্বাভাবিক দিকে তলোয়ার চালাতে পারে। নিজের শরীরের দিকে তলোয়ার চালানোর মতো শক্তি ও দক্ষতা খুব কমজনেরই থাকে। সতীর ছিল। কাজেই অধিকাংশ তলোয়ারের শুধু বাইরের দিক ধারালো হলেও, সতীর তলোয়ারের দুধারেই শান দেওয়া ছিল। তিনি দক্ষতার সাথে তীব্র গতিতে তলোয়ার ধরা হাত নিজের দিকে টেনে আনলেন। বিস্মিত গুপ্তঘাতক কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গলা কেটে চলে গেল। গভীর আঘাতে লোকটির মাথা প্রায় শরীর থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মিশরীয়ের মাথা পেছন দিকে হেলে পড়েছিল। বাকী দেহের চামড়ায় সামান্য লেগে ছিল সেটা। তার চোখ তখনও ঘুরছে। হেলে পড়া দেহটাকে সতী লাথি মেরে দূরে ঠেলে দিলেন। বাঁদিকের নড়াচড়া চোখে পড়তেই সতী বুঝতে পারলেন যে তিনি ভুল করেছেন। তবে

ততক্ষণে অনেক দেবী হয়ে গেছে। তিনি দ্বিতীয় গুপ্তঘাতকের তলোয়ারের আঘাত ঠেকাতে চেষ্টা করলেও সেই তলোয়ার সতীর তলোয়ার এড়িয়ে তাঁর ক্ষতচিহ্ন থাকা বাঁ গাল, চোখ আর খুলি ছেঁচে বেরিয়ে গেল। বাঁ চোখ তার কোটরে চুপসে যেতেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে অন্য চোখের দৃষ্টিকেও আবছা করে দিল। মুখের রক্ত মুছতে মুছতে তিনি অন্ধভাবে ঢাল সামনে এগোলেন যাতে যেকোন আঘাত এড়ানো যায়। এক মহিলার হাঁফানোর শব্দ তাঁর কানে এল যেটা প্রায় ফোঁপানোই। তিনি বুঝতে পারলেন যে এই মহিলাটি তিনি নিজেই। এদিকে সেই আঘাতকারী আবার দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য সামনে এগিয়ে আসছে। সতী প্রস্তুত হলেন।

ডানদিকের নড়াচড়া সতীর চোখে পড়ল। আবছা দৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেলেন নন্দী তার সেই উচ্চতা থেকে তলোয়ার চালিয়ে গুপ্তঘাতকের মাথা এক কোপে উড়িয়ে দিলে।

'দেবী! দৌড়োন!' নন্দী চেঁচিয়ে উঠে আরেক গুপ্তঘাতকের আঘাত থেকে বাঁচতে সামনে ঢাল এগিয়ে দিলেন।

সতীর চারদিকে পৃথিবী স্থির হয়ে আসছিল। নন্দীর গলা যেন বহু দূর থেকে আসছে বলে তাঁর মনে হল। তিনি নিজের হৃৎপিণ্ডের ওঠাপড়া শুনতে পাচ্ছিলেন। চারদিকের হত্যালীলার দিকে তাকিয়ে নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনছিলেন তিনি। তাঁর পায়ের কাছে তাঁরই দেহরক্ষীরা রক্তাক্ত, আহত হয়ে পড়ে আছে। লুটিয়ে পড়াদের কেউ কেউ তখনও বেঁচে। তারা মরীয়া হয়ে আক্রমণকারীদের পা জাপটে ধরছে। উত্তরে আক্রমণকারীরা বিরক্তির সাথে লাথি মেরে তাদের সরিয়ে দিচ্ছে—অবহেলায় করা তলোয়ারের আঘাতে শেষ হচ্ছে তাদের জীবন। সতীর মনের ভেতর কথা ভেসে উঠলো। *আমার গোঁয়াতুর্মির জন্যেই ওদের নিরাশ করলাম। আবারও।*

চিন্তার চোটে ক্ষতবিক্ষত চোখের দপদপানি তিনি ভুলে গেলেন। মুখের ঝরে পড়া রক্ত ঠোঁটে এসে পড়তে থুতু ফেললেন তিনি। ভালো ডান চোখ সম্বল করে যুদ্ধে ফিরলেন তিনি। আরেক গুপ্তঘাতকের নৃশংস আঘাত এড়াতে তিনি কয়েক পা হটে গিয়ে ডানদিকে তলোয়ার ঘুরিয়ে তার হাতে কোপ বসালেন। মিশরীয় যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠতেই সতী তাঁর ঢাল সজোরে তার মাথায় বসালেন। খুলি

ফেটে ফাঁক হয়ে গেল। টলতে থাকা গুপ্তঘাতকের চোখে তলোয়ার বসিয়ে দিলেন তিনি। তারপর দ্রুত সেই তলোয়ার টেনে নিয়ে আরেকজনের মুখোমুখি হলেন।

গুপ্তঘাতক দূর থেকে ছুরি ছুঁড়লো। সেটা সতীর বাঁ হাতের উপর দিকে চিরে দিয়ে হাতের উপরের দিকের পেশীতে বসে গেল। হাতের আত্মরক্ষামূলক ক্ষমতা কমে গেল তাতে। সতী উন্মত্ত ক্রোধে গর্জে উঠে গুপ্তঘাতকের দেহ বরাবর তলোয়ার চালালেন। তলোয়ার আলখাল্লা ভেদ করে বুকের আরেকটা ভেতর অব্দি চিরে দিয়ে চলে গেল। লোকটি টলতে টলতে পিছু হটতেই সতী মারণ আঘাত হানলেন। বুকের ভেতর সরাসরি তলোয়ার বসিয়ে দিলেন। কিন্তু গুপ্তঘাতকের স্রোত থামবার নয়। আরেকজন দৌড়ে এসে সতীর সাথে যুদ্ধে জড়ালো। শুধুমাত্র মনের শক্তির জোরে ক্লান্ত দেহকে দমিয়ে রেখে সতী আবার তাঁর আবারও রক্তাক্ত তলোয়ার তুললেন।

সোয়াথ্ সামান্য দূর থেকে যুদ্ধের ওপর লক্ষ রাখছিলো। তার নির্দেশ ছিল নীলকণ্ঠ নামের লোকটির মৃত্যু নিশ্চিত করতে হবে। ওই যে লম্বা শক্তসমর্থ যোদ্ধাটি অনায়াসেই তার সমস্ত প্রতিপক্ষকে সাবাড় করে চলেছে। ওই নির্ঘাৎ নীলকণ্ঠ। সোয়াথ্ মঞ্চে প্রবেশ করল। বড়ো বড়ো পা ফেলে যুদ্ধরত নন্দীর দিকে এগোল। নন্দী মুখ তুলে ঘুরে তার এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হল। তলোয়ারের প্রবল আঘাত হানলেন সোয়াথের তলোয়ারের উপর। মিশরীয় পিছু হটলো। নন্দী আঘাতের চোটে তাঁর হাত কাঁপছে। সোয়াথ্ তার তলোয়ার ফেলে দিয়ে দুখানা বাঁকানো তলোয়ার টেনে বার করলো। এগুলো সে বিশেষ পরিস্থিতির জন্য রেখে দিয়েছিল। নন্দী এইরকম তলোয়ার আগে কখনও দেখেনি। সেগুলো ছোট। তার নিজের তলোয়ারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। দুই প্রান্ত তীক্ষ্ণ, বাঁকানো প্রায় আঁকড়ার মতো। তলোয়ারের হাতলগুলোও অদ্ভুত। কেননা সেটাও ধাতু দিয়ে বানানো—কোনো চামড়া বা কাঠের বাঁট নেই তাতে। এই তলোয়ারবাজ নির্ঘাৎ রীতিমতো দক্ষ—নয়তো এই তলোয়ার ধরতে গেলে নিজেরই হাত কাটতো—হাতল যে পালিশ না করা ধারালো ধাতুর তৈরি।

সোয়াথ্ কাঁচা তলোয়ারবাজ নয়। সে দুই তলোয়ার বৃত্তাকারে ভয়ংকর গতিতে ঘোরালো। নন্দী এ ধরনের তলোয়ার বা যুদ্ধকৌশলের কোনটাই আগে দেখেনি। সে স্বাভাবিকভাবেই সতর্কভাবে ঢাল উঁচিয়ে রেখেছিল। সে নিরাপদ দূরত্বে থেকে

মিশরীয়ের এগিয়ে আসার অপেক্ষা করছিল। সোয়াথের উপর নন্দীর সতর্ক দৃষ্টি ও আরেক গুপ্তঘাতকের সাথে অন্যপাশে সতীর লড়াইতে ব্যস্ত থাকাটা কাজে লাগিয়ে এক মিশরীয় হঠাৎ এগিয়ে এসে নন্দীর পিঠে কোপ বসালো। ক্ষতের তীব্র যন্ত্রণায় নন্দী ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়লো।

সোয়াথ্ এই মুহূর্তটাকে কাজে লাগালো। সে হঠাৎ তার বাঁ তলোয়ারকে ডান তলোয়ারের আঁকড়াতে লাগিয়ে সেটাকে দুগুণ বাড়িয়ে তুললো। প্রতিরক্ষায় তুলে ধরা নন্দীর ঢাল এর সামান্য তলায় নিশানা করে নিচু হয়ে সজোরে তলোয়ার ঘোরালো সে। ধাতব হাতলের ধারালো ফলাতে নন্দীর বাঁ হাত কবজির কিছুটা উপর থেকে মসৃণভাবে কেটে পড়লো।

সূর্যবংশী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো। কাটা অঙ্গ থেকে রক্তধারা ছিটকে বেরোল। এই ভয়ংকর আঘাতে তার হৃৎপিণ্ডের ওঠাপড়া ভয়ংকরভাবে বেড়ে গিয়েছিল। অসাড় নন্দীর কাছে এগিয়ে এসে সোয়াথ্ নন্দীর ডান হাতে আঘাত হানলো। কনুইয়ের তলা থেকে তলোয়ার ধরা হাত কেটে ছিটকে পড়লো। বীর সূর্যবংশী মাটিতে ঢলে পড়লো। তার কাটা দুহাত থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। সোয়াথ্ থুতু ফেলে লাথি মেরে নন্দী কাটা হাত দুটোকে দূরে সরিয়ে দিল।

সোয়াথ্ নাগমুখোস পরে থাকায় অভ্যস্ত ছিল না। খানিকটা থুতু মুখোসে লেগে গেল। 'ধুত্তোর', বলে সেটা মুছলো সোয়াথ্। তবে সে সতর্ক ছিল। গালাগালটাও সংস্কৃততেই দিল সে। সে নিজের লোকেদের মাতৃভাষা মিশরীয় ব্যবহার করার উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। নাগ সেজে থাকার ভান কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে।

'নন্দী!' সতী চেঁচিয়ে উঠে একপাক ঘুরে সোয়াথের উপর তলোয়ার চালালেন।

সোয়াথ্ একপাশে সরে গিয়ে সহজেই সে আঘাত এড়াল। এর মধ্যেই সতীর পেছন থেকে আরেক গুপ্তঘাতক তলোয়ার চালিয়ে তাঁর পিঠের উপর দিক ও বাঁ কাঁধের উপর কোপ বসালো।

সোয়াথের লোকেরা সতীর বুকে তলোয়ার বসাতে যেতেই সোয়াথ্ বাধা দিল। 'দাঁড়াও!'

গুপ্তঘাতকেরা তৎক্ষণাৎ সতীর দুহাত ধরে ফেললো। সোয়াথের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল তারা। দলনেতা কোনো মহিলার সাথে কথা বলে জিভের অপব্যবহার করতে চাইছিল না। মেয়ে জাতটাকে তারা পুরুষজাতের অনেক নীচে বলেই বিশ্বাস করতো—জন্তুর থেকে সামান্য উপরে আর কি।

'ওকে জিজ্ঞেস কর নীলকণ্ঠ কে।'

একজন গুপ্তঘাতক সতীর দিকে তাকিয়ে সোয়াথের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

স্তম্ভিত সতী তাদের কথা শুনতে পাননি। তিনি মাটির উপর অসাড়ভাবে পড়ে থাকা নন্দীর দিকে চেয়েছিলেন। তার কাটা অঙ্গপ্রতঙ্গ থেকে বিপজ্জনকভাবে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল। অজ্ঞান সূর্যবংশীর তখনও কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ছে। সতী জানতেন যে ক্ষত যেহেতু শুধু হাতে, তাই এমন কিছু রক্তক্ষরণ হবে না যাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটা সম্ভব। যদি সতী তাকে আর কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তো দক্ষ চিকিৎসাতে তাকে বাঁচানো যেতে পারে।

'এই কি সেই প্রভু নীলকণ্ঠ?' নন্দীকে দেখিয়ে সোয়াথ্ প্রশ্ন করল।

সোয়াথের সহকারী সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। কিন্তু সতী তেরছাভাবে দেবগিরির দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর চোখে পড়েছিল সমতল ক্ষেত্রের উপর থেকে লোকজন তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। তারা হয়তো পঁচিশ বা তিরিশ পলের মধ্যে পৌঁছে যাবে। সেই সময়টুকু তাঁকে নন্দীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সতীর থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে সোয়াথ্ বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকালো। 'এইসব মাথামোটা কাচ্চাবাচ্চার জন্ম দেওয়া যন্ত্রের উপর অ্যাটেনের অভিশাপ নেমে আসুক!'

সতী সোয়াথের দিকে তাকালেন। ভুল করে নিজের দেবতার নামে শপথ করায় সতী শেষপর্যন্ত তার পরিচয় বুঝে ফেলেছেন। এ মিশরীয়। অ্যাটেন গোষ্ঠীর গুপ্তঘাতক। সতী যৌবনে এদের সংস্কৃতির বিষয়ে শুনেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললেন যে তাঁর করণীয় কি।

সোয়াথ্ নন্দীর দিকে দেখিয়ে তার লোকেদের দিকে ঘুরলো। 'এই মোটা দৈত্যটার মাথা কেটে ফেল। এই নিশ্চয়ই সেই নীলকণ্ঠ। বাকী আহতদের জ্যান্ত ছেড়ে দাও। ওরা নাগ আক্রমণের সাক্ষী হয়ে থাকবে। আমাদের লোকেদের মৃতদেহ

তুলে নাও। আমরা এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বো।'

'ও নীলকণ্ঠ নয়, মিশরীয় বুদ্ধু। ওর গলা দেখতে পাচ্ছিস না?' সতী থুতু ফেললেন।

সতীকে ধরে থাকা গুপ্তঘাতক সতীর গালে সজোরে চড় কষালো।

সোয়াথ্ হুঁঃ করলো।

'দৈত্যটাকে জ্যান্ত ছেড়ে দাও,' বলে সোয়াথ্ তার যোদ্ধাদের একজনের দিকে ফিরলো। 'কোয়া, মারার আগে এই কুৎসিত মেয়েটাকে যন্ত্রণা দাও।'

'আনন্দের সাথে, প্রভু' কোয়া হাসলো। যে গুপ্তঘাতকদের মধ্যে সেরা না হলেও, যন্ত্রণা দেওয়ার কৌশলে সুদক্ষ।

সোয়াথ্ তার বাকী লোকদের দিকে ফিরলো। 'উটের গুখেকোর দল, আর কতবার আমাকে বলতে হবে। আমাদের যারা মরে গেছে তাদের দেহ সংগ্রহ করা শুরু কর। আমরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বো।'

সোয়াথের গুপ্তঘাতকেরা সোয়াথের নির্দেশ অনুসারে কাজে লেগে পড়লো। কোয়া তার রক্তমাখা তলোয়ার খাপে ভরে সতীর দিকে এগিয়ে এল। তারপর সে একটা ছুরি বার করলো। ছোট ফলায় যন্ত্রণা দেওয়া সবসময়েই সহজ।

সতী হঠাৎ খাড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'অ্যাটেনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।'

কোয়া স্তম্ভিত হয়ে থমকে গেল। সোয়াথ্ সতীর দিকে তাকালো। সে বিস্ময়ের সীমা পার করে গিয়েছিল। অ্যাটেনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ মিশরীয় গুপ্তঘাতকদের প্রাচীন সংকেত, যার মাধ্যমে যে কেউ তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারে। তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এতে করে একের সাথে একেরই লড়াই হতে পারে; একাধিক গুপ্তঘাতক একসাথে আক্রমণ করতে পারে না—করলে তাদের উপর সূর্যদেবতার ক্রোধ নেমে আসবে—অ্যাটেনের চিরস্থায়ী অভিশাপ বর্ষিত হবে।

কোয়া সোয়াথের দিকে ফিরলো। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না।

সোয়াথ কোয়ার দিকে তাকালো। 'নিয়মতো তোমার জানাই আছে।'

কোয়া মাথা নেড়ে তার ছুরি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে তলোয়ার বের করে

সামনে ঢাল বাগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

তাঁকে ধরে থাকা গুপ্তঘাতকদের হাত থেকে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন সতী। তিনি ঝুঁকে পড়ে এক মৃত গুপ্তঘাতকের ঢোলা পোষাক থেকে কিছুটা কাপড় ছিঁড়ে নিলেন। নিজের ক্ষতবিক্ষত চোখের উপর মুখ বরাবর সেই কাপড়ের ফালিটা বেঁধে নিলেন তিনি—যাতে রক্ত মুখে গড়িয়ে না আসে। তিনি আশা করছিলেন যে এতে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টি পাবেন ও ভালো চোখটার অসুবিধা হবে না। তারপর তিনি ধীরে ধীরে হাতের উপরে বিঁধে থাকা ছুরিটা টেনে বার করে সেই ক্ষতস্থানের উপর দাঁতে চিপে আরেকটা কাপড়ের পট্টি জড়ালেন। এরপর তিনি তলোয়ার বার করে ঢাল উঁচিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

কোয়া হঠাৎ তার ঢাল ফেলে দিল। তার চারপাশে জড়ো গুপ্তঘাতকেরা সকলে হো হো করে হেসে উঠে তালি দিতে শুরু করলো। কোয়া যে সতীকে টিটকিরি দিচ্ছে সেটা স্পষ্ট। সে বোঝাতে চাইছে যে এই মুর্খ মহিলার সাথে লড়াইয়ের জন্য তার ঢালের প্রয়োজন হবে না। কোয়াকে অবাক করে দিয়ে সতীও তার ঢাল ফেলে দিলেন।

কোয়া হুঙ্কার দিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তলোয়ার উঁচু করে ঘোরালো সে। সতী মসৃণভাবে পেছনে হেলে গিয়ে আঘাত এড়িয়ে বাঁ দিকে সরে গেলেন। কোয়া দ্রুত ঘুরে গিয়ে সতীকে অবাক করে দিয়ে আবার উঁচু করে তলোয়ার ঘোরালো। মিশরীর তলোয়ার সতীর বাঁ হাতের উপর দিয়ে চলে গেল। চারখানা আঙুল কেটে পড়ে গেল। সতী যন্ত্রণায় কাতর না হয়ে উপরের থেকে তলোয়ারের কোপ বসালেন। কোয়া অবাক হয়ে গেল। সে সরে গিয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে সতীর আঘাত ঠেকালো।

সতী এর মধ্যে বুঝে ফেলেছিলেন যে ঘুরতে ঘুরতে তলোয়ার চালানোই কোয়ার স্বাভাবিক যুদ্ধকৌশল। তিনিও সেই মতো কোয়ার বিরুদ্ধে উপর থেকে তলোয়ার চালাতে থাকলেন ও কোয়াও ঠেকাতে থাকলো। দুপক্ষই অপরপক্ষকে চমকে দেওয়ার জন্য অবিরত দিক পাল্টাচ্ছিলো। কিন্তু তলোয়ার চালনা যেহেতু একই রকম তাই কোনো গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল না। হঠাৎ সতী হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সজোরে তলোয়ার চালালেন। আঘাত যথাস্থানেই লাগলো। তলোয়ারের

ফলা কোয়ার তলপেটের ভেতরে অনেকটা অব্দি ঢুকে গেল। সে মাটিতে বসে পড়ল। নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়লো মাটিতে।

সতী উঠে তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হাঁটুমুড়ে বসে পড়া কোয়ার উপর ঝুঁকলেন। তলোয়ার খাড়াভাবে তুলে কোয়ার গলা বরাবর নীচে বসিয়ে দিলেন। শরীরের ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ড অব্দি তলোয়ার চলে গেল। তৎক্ষণাৎ মরলো কোয়া।

সোয়াথ্ বিস্ময়ের সাথে সতীর দিকে চেয়েছিল। সে যে শুধু সতীর তলোয়ার চালানোর নৈপুণ্যে বিস্মিত হয়েছিল তা নয়। সতীর চরিত্রও তাকে বিস্মিত করেছিল। সতী সহজেই কোয়ার মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। তিনি কোয়ারে মাথা রেখে দিয়েছিলেন। তাকে সম্মানজনক মৃত্যু দিয়েছেন—যোদ্ধার মৃত্যু। সতী অ্যাটেনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম মেনেছেন—যদিও সে নিয়ম তাঁর নিজের নয়।

সতী তার রক্তাক্ত তলোয়ার টেনে বার করে নরম কর্দমাক্ত মাটিতে বসিয়ে দিলেন। তিনি ঝুঁকে পড়ে বর্তমানে মৃত কোয়ার পোষাক থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে নিলেন। তারপর সেটা বাম চেটোর কাটা আঙুলগুলোর উপর দিয়ে বাঁধলেন।

সতী খাড়া হয়ে উঠে মাটি থেকে তলোয়ার টেনে তুলে নিয়ে উঁচিয়ে ধরলেন। তিনি নন্দীর দিকে তাকালেন না। *আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র।*

'এরপর কে?'

আরেক গুপ্তঘাতক এগিয়ে এল। তলোয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে সে একটু ইতস্তত করল। লম্বা ফলায় সতীর যুদ্ধনৈপুণ্য সে দেখেছে। নিজের কোমরবন্ধ থেকে সে একটা ছুরি টেনে বার করলো।

'আমার তো ছুরি নেই,' বলে সতী তাঁর তলোয়ার খাপে ঢোকালেন। তিনি ধর্মযুদ্ধ চান।

সোয়াথ্ তার ছুরি টেনে বার করে সতীর দিকে উঁচু করে ছুঁড়ে দিল। সতী লাফিয়ে সহজেই চমৎকারভাবে ছুরিটা ধরে নিলেন। এর মধ্যে গুপ্তঘাতক তার মুখোস ও ঢলঢলে খুলে ফেলেছে। দক্ষ যোদ্ধার সঙ্গে বাধাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে লড়াইয়ের অসুবিধার মধ্যে সে পড়তে চায় না।

বাঁ হাতের চারখানা আঙুল খোয়ানোর ফলে, সতী সেইভাবে এই গুপ্তঘাতকের

সাথে লড়তে পারবেন না যেভাবে বহুবছর আগে করচপতে তারকের সাথে তিনি লড়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণের দিক নিয়ে ধ্বন্দে রাখার জন্য ছুরি পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এবার তিনি ডান হাতে সামনে ছুরি ধরে রাখলেন। কিন্তু হাতল ঘুরিয়ে ফলা নিজের দিকে করে রাখলেন। জড়ো হওয়া গুপ্তঘাতকেরা এতে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল।

মিশরীয় তার প্রথামাফিক যুদ্ধভঙ্গীতে ছুরি সরাসরি সতীর দিকে ধরলো। সে সামনে এগিয়ে এসে জোরে ছুরি চালালো। আঘাত এড়ানোর জন্য সতী লাফিয়ে পেছনে সরলেও ছুরির ফলায় তাঁর কাধ চিরে সামান্য রক্ত বেরিয়ে এলো। এতে সাহস পেয়ে গুপ্তঘাতক ডানে-বাঁয়ে ছুরি ঘোরাতে ঘোরাতে আরও এগিয়ে এলো। সতী ক্রমশ পেছোতে পেছোতে গুপ্তঘাতককে জালে টেনে আনছিলেন। গুপ্তঘাতক হঠাৎই পথ বদলে সামনে সজোরে ছুরি এগিয়ে দিলো। আঘাত এড়াতে সতী ডানহাত তুলে ডানদিকে সরে গেলেন। এখন ছুরি তার বাঁ কাঁধের উপরে উঁচিয়ে ধরা। কিন্তু যথেষ্ট পাশে সরতে পারেন নি। গুপ্তঘাতকের ছুরি তাঁর পেটের বাঁদিকে হাতল অব্দি বসে গেল।

তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র কাতর না হয়ে সতী সজোরে উঁচিয়ে ধরা ছোরা নামিয়ে আনলেন। মিশরীয়ের গলা বরাবর ছুরি বসে গেল। আঘাত এমনই মারাত্মক ছিল যে ছুরি হতভাগ্য মিশরীরের গলা এঁফোড় ওঁফোড় করে দিয়ে অন্যপাশে বেরিয়ে গেল। গুপ্তঘাতকের মুখ ও গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। গুপ্তঘাতকের সারা গা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সতী পিছিয়ে গেলেন।

সোয়াথ্ এই অচেনা মহিলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তার মুখ থেকে ব্যাঙ্গের হাসি মুছে গেছে। সতী তাঁর দু-দুজন গুপ্তঘাতককে ধর্মযুদ্ধে একের পর এক মেরে ফেলেছেন। তাঁর শরীর থেকে প্রচুর পরিমানে রক্ত ঝরলেও তিনি গর্বের সাথে খাড়া হয়ে আছেন।

সতী এর মধ্যে আস্তে আস্তে দম ফেলছিলেন। তিনি তাঁর হৃদয়ের দ্রুত ওঠাপড়া শান্ত করতে চাইছিলেন। তাঁর শরীরের বহু জায়গাতে কেটে গেছে। দপদপ করতে থাকা হৃৎপিণ্ড তাঁর শরীর থেকে আরও রক্ত ঝরিয়ে তাঁকে বিপদে ফেলবে।

আগত দ্বন্দ্বযুদ্ধগুলোর জন্য তাঁকে শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তিনি তাঁর পেটে ঢুকে থাকা ছুরির দিকে তাকালেন। সেটা কোন গু রুত্বপূর্ণ অঙ্গে ঢোকেনি। একমাত্র বিপদ হল ক্রমাগত রক্তক্ষরণ। তিনি পা ছড়িয়ে একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর ছুরির হাতল ধরে হাঁচকা টানে সেটাকে বার করলেন। এটা করার সময় যন্ত্রণায় এতটুকু পেছুপা হলেন না তিনি। কোনো যন্ত্রণাকাতর আওয়াজও তাঁর মুখ থেকে বেরোলো না।

'কে এই মহিলা?' সোয়াথের পাশে দাঁড়ানো এক গুপ্তঘাতক অবাক হয়ে জানতে চাইলো। সতী ঝুঁকে তাঁর তখনি হত্যা করা গুপ্তঘাতকের রক্তাক্ত পোষাক থেকে খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের পেটের চারপাশে শক্ত করে বাঁধলেন। এতে রক্তস্রোতে বাধা পড়লো। এটা করার সময় চোখের কোণ দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর দিকে দৌড়ে আসতে থাকা মেলুহীরা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করেছে। সতী জানতেন যে এখন আর তাঁর পক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ থামানো সম্ভব নয়। তিনি ঘাতকদের চিনে ফেলেছেন। ওরা তাঁকে বাঁচতে দিতে পারে না। তাঁর একমাত্র আশা দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালিয়ে গিয়ে মেলুহীদের পৌঁছানো অবধি টিকে থাকা।

সতী তলোয়ার বার করলেন। 'এরপর কে?'

আরেক গুপ্তঘাতক পা বাড়ালো।

'না!' সোয়াথ বলে উঠল।

গুপ্তঘাতক পিছিয়ে গেল।

'ও আমার বধ্য,' সোয়াথ্ বাঁকানো তলোয়ারগুলোর একটা বের করে এগিয়ে এল।

সোয়াথ্ তার বাঁকানো তলোয়ারগুলোর দুটো নিয়েই সতীর দিকে এগোল না। সতীর যেহেতু তলোয়ার ধরার মত হাত একটাই, তাই এটা করলে অ্যাটেনের নীতিতে অন্যায় হবে। সোয়াথ্ তলোয়ার ডান হাতে করে সামনে বাগিয়ে ধরলো। সতীর কাছে আসতে আসতে তিনি চারধারে বৃত্তাকারে তলোয়ার ঘোরাতে শুরু করলেন। এতে করে তার সামনে মরণবৃত্ত তৈরি করে অপ্রতিরোধ্য ও দৃঢ়ভাবে সতীর দিকে এগোতে থাকলো সোয়াথ্। বন্‌বনিয়ে ঘুরতে থাকা সোয়াথের তলোয়ার সতীর কাছে আসতে থাকলেও সতী আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাওয়া থামালেন।

হঠাৎ তিনি সোয়াথের ঘোরাতে থাকা তলোয়ারের বৃত্তের মধ্যে তলোয়ার গুঁজে মিশরীর কাঁধে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলেন। সেইরকমই দ্রুতগতিতে আবার তলোয়ার টেনে নিলেন তিনি—নয়তো সোয়াথের ঘুরতে থাকা তলোয়ারের আঘাত তাঁর তলোয়ারের উপর এসে পড়তো।

এ আঘাতে যন্ত্রণা হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সোয়াথ্ এতটুকুও সিঁটিয়ে গেলো না। সে হাসলো। তার তলোয়ারের মারণবৃত্ত ভেদ করতে সক্ষম এমন কাউকে সে কখনও দেখেনি।

এই মহিলার দক্ষতা আছে বটে!

সোয়াথ্ তলোয়ার ঘোরানো থামিয়ে প্রথামাফিক তলোয়ারবাজদের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। সামনে এগিয়ে এসে ডানদিক থেকে তীব্রগতিতে আঘাত হানলো সে। সতী ঝুঁকে আঘাত এড়ালেন, সোয়াথের হাতের দিকে তলোয়ার বাড়িয়ে উপর উপর সামান্য ক্ষতের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সোয়াথ্ হঠাৎই তলোয়ারের দিক পরিবর্তন করে সতীর কাঁধে জোরালো আঘাত হানলো।

সতী সময়মতো পিছোনোয় মারণ আঘাতের তীব্রতা কমলো। সোয়াথের তলোয়ার তাঁর ডান হাত আর কাঁধ চেঁছে চলে গেল। সতী ক্রোধে হুঙ্কার ছেড়ে তীব্র গতিতে তলোয়ার এগিয়ে দিলেন। সোয়াথ্ চমকে লাফিয়ে পিছোলো।

সোয়াথ্ আরও কিছুটা পিছু হটলো। এই মহিলা রীতিমতো যুদ্ধে পটু। তার সাধারণ কৌশল এখানে খাটবে না। সোয়াথ্ তলোয়ার সামনের দিকে উঁচিয়ে দূরে সরে ভাবতে থাকলো কিভাবে সতীর বিরুদ্ধে এগোনো যায়। সতী কিন্তু নড়লেন না। তিনি শক্তি বাঁচিয়ে রাখছিলেন। তাঁর অজস্র ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণের ভয়ে তিনি বেশি নড়াচড়া করছিলেন না। তা ছাড়া তাঁর লক্ষ্য সময় কাটানো। কয়েক মুহূর্ত বিরতি পেলে তাঁর কিছু এসে যায় না।

সোয়াথের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সতীর আঘাত মূলত বাঁ দিকে। এতে তাঁর সেইদিকে নড়াচড়া করা অসুবিধা। সে দ্রুত একটা বিশাল লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে ডানদিক থেকে তীব্র আঘাত হানলো। সতী বাঁয়ে ঘুরে গিয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে সোয়াথের আঘাত সামলালেন। মিশরীয়র চোখে পড়লো এই নড়াচড়ায় তাঁর পেটের ক্ষত থেকে রক্ত ছিটকে বেরোলো। সতী আবার সামান্য

বাঁয়ে সরে গিয়ে সোয়াথের দিকে কোণাকুণি তলোয়ার চালালেন। সোয়াথ্ এই আক্রমণ আশা করেই ছিল। সে আরও ডাঁয়ে সরে গিয়ে অস্বাভাবিকভাবে কোণ থেকে তলোয়ারের আঘাত করেই চললো।

ক্রমাগত বাঁদিকে ঘুরবার তীব্র যন্ত্রণায় সতী বাধ্য হয়ে একটা মস্ত ঝুঁকি নিলেন। তিনি হঠাৎ পাক খেয়ে ডান দিক থেকে অনেকটা তলোয়ার ঘুরিয়ে এনে সোয়াথের উপর চালালেন—সোয়াথকে দ্বিখণ্ডিত করার আশায়। কিন্তু সোয়াথ্ ঠিক এই আঘাতের প্রত্যাশাতেই ছিল। সে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দ্রুত এগিয়ে এসে সহজেই সতীর আঘাত এড়ালো। একই সাথে নৃশংসভাবে নীচু থেকে উপরের দিকে তলোয়ার এগিয়ে দিল সে। তার বাঁকানো তলোয়ারের খরখরে ধারওলা ফলা সতীর পেট বরাবর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মধ্য দিয়ে চলে গেল। অন্ত্র, পাকস্থলী, বৃক্ক ও যকৃত কাটা পড়লো তাতে। চলৎশক্তিহীন সতী সোয়াথের বাঁকানো তলোয়ারে ফোঁড়া অবস্থায় পড়ে গেলেন। তাঁর মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। সোয়াথ্ ঝুঁকে একটা বোতাম চিপে তলোয়ারটা ঠেসে আরও এগিয়ে দিল। সতীর শরীর ফুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফলা।

'মন্দ নয়,' বলে সোয়াথ্ তলোয়ার মুচড়ে সতীর দেহ থেকে বের করে আনলো। সতীর দেহের ভেতরের প্রত্যঙ্গগুলো তাতে ফালি ফালি হয়ে গেল। 'একজন মেয়ের পক্ষে মন্দ নয়।'

সতী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর কাঁপতে থাকা দেহের চারপাশে রক্ত জমা হচ্ছে। তিনি যে মরতে চলেছেন তা সতী বুঝতে পেরেছেন। এ শুধু সময়ের অপেক্ষা। রক্তস্রোত এখন আর থামানো যাবে না। তাঁর শরীরের ভেতরে প্রত্যঙ্গগুলো আর রক্তধারক অঙ্গগুলো মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। কিন্তু সতী আরও একটা বিষয় স্পষ্টভাবে জানতেন। তিনি মাটিতে শুয়ে শুয়ে রক্তপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করবেন না।

তিনি একজন মেলুহীর মতো মরবেন। তিনি মাথা তুলে মরবেন।

তিনি তাঁর কাঁপতে থাকা ডান হাত তুলে তলোয়ারের দিকে বাড়ালেন। সোয়াথ্ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁর তলোয়ার ধরার চেষ্টা দেখছিল। সতী তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে যে নিশ্চিত তা সোয়াথ্ জানতো। তবু তার যোদ্ধা স্বত্ত্বা ভেঙে পড়ে নি।

উনিই কি অন্তিম বধ্য?

অ্যাটেনের গোষ্ঠীর একটা বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক গুপ্তঘাতক একদিন এমন এক মহৎ ও সম্মানীয় বধ্য মানুষের মুখোমুখি হবে যে সে আর কোনোদিন কোন মানুষকে হত্যা করতে পারবে না। তখন সেই গুপ্তঘাতকের কর্তব্য হবে তার বধ্যকে সম্মানজনকভাবে হত্যা করে পেশা ত্যাগ করে বাকী জীবনটা সেই হত ব্যক্তির পূজা করে কাটানো। তলোয়ার ধরার আরেকটা বৃথা চেষ্টার পর সতীর হাত তাঁর পাশে নেতিয়ে পড়লো। সোয়াথ্ মাথা ঝাঁকালো। *তিনি মহিলা হতে পারেন না সেই সময় এখনো আসেনি। অন্তিম বধ্য মহিলা হতে পারেন না।*

সোয়াথ্ ঘুরে তার লোকেদের চেঁচিয়ে বললো, 'আরশোলার বাচ্চা। এবার অন্তত নড়। আমাদের বেরোতে হবে!'

সোয়াথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি সোয়াথের নির্দেশ মানলো না। তার দৃষ্টি রয়েছে সোয়াথ্‌কে ছাড়িয়ে। সম্ভ্রম জাগানো সেই দৃশ্যে সে চলৎশক্তিরহিত হয়ে গেছে।

সোয়াথ্ ঘুরেই চমকে গেল। সতী হাঁটু মুড়ে উঠে বসেছেন। দ্রুত নিঃশ্বাস নিয়ে তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহে জোর করে খানিকটা শক্তির সঞ্চার করছেন। তলোয়ার মাটিতে গেঁথে সেটার হাতলে ডান হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ঠেলে উঠতে চাইছেন। প্রথমবার পারলেন না। কয়েকটা দ্রুত শ্বাস নিয়ে শরীরে আরেকটু শক্তি এনে তিনি আবার চেষ্টা করলেন। তিনি আবারও ব্যর্থ হলেন। তারপর তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন অনেকগুলো চোখ তাঁর উপরে আটকে আছে। মুখ তুলে সোয়াথের চোখে চোখ রাখলেন তিনি।

সোয়াথ্ হতবাক হয়ে সতীর দিকে চেয়েছিলেন। সতী নিজের রক্তে ভেসে যাচ্ছেন। সারা শরীরে অজস্র বড় বড় গভীর ক্ষত হাঁ করে রয়েছে। তীব্র যন্ত্রণায় দুহাত কাঁপছে। তিনি জানেন যে মৃত্যু আর পল খানেক দূরে মাত্র। কিন্তু এখন তাঁর চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। তিনি সোয়াথের চোখে চোখ রেখেছেন। সে চোখের দৃষ্টিতে একটাই অনুভূতি। তীব্র, বিশুদ্ধ, অনাবৃত অদম্য প্রতিরোধের অনুভূতি।

সোয়াথের হৃদয় হঠাৎই ভারী হয়ে গেল। চোখে জল এসে গেল তার। সে

তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়ের কথা বুঝতে পারলো। নিঃসন্দেহে ইনিই অন্তিম জন। সে আর কখনোই হত্যালীলায় মাতবে না।

সোয়াথ্ তার কর্তব্য কি তা জানতো। সে তার দুখানা বাঁকানো তলোয়ার টেনে বার করলো। তারপর সেগুলোর হাতল ধরে ওঠানোর পর তীব্র গতিতে নীচে নামিয়ে এনে মাটিতে গেঁথে দিল। বিদ্যুৎচমকের মতো মাটিতে ঢুকে গেল সেগুলো। শেষবারের মতো সে মাটিতে অর্ধেক ঢুকে থাকা রক্তমাখা তলোয়ারগুলোর দিকে চাইলো। এগুলো তার অনেক কাজে এসেছে। আর কখনই ওগুলো ব্যবহার করবে না। সে হাঁটুমুড়ে বসলো। তারপর কাঁধ মুড়ে হঠাৎ হাতলগুলো ধরে উল্টোদিকে মুচড়ে ফলাগুলোকে ভেঙে ফেললো।

তারপর সে উঠে নিজের মুখোস আর ঢলঢলে শরীর ঢাকা পোষাক সরিয়ে রাখলো। সতী তার নাকের উপর আঁকা অগ্নিগোলকের উল্কি দেখতে পেলেন। সেটার রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সোয়াথ্ পেছনে হাত দিয়ে পেছনে বাঁধা একটা খাপ থেকে একটা তলোয়ার টেনে বার করলো। এই তলোয়ার নামাঙ্কিত। অন্য কোন তলোয়ার এরকম নয়। এতে তাদের দেবতা অ্যাটেনের নাম লেখা। তার তলায় অ্যাটেনের ভক্তের নাম—সোয়াথ্। এই তলোয়ার আগে কখনও ব্যবহার করা হয়নি। এর উদ্দেশ্য একটাই—অন্তিম বধ্যের রক্তের স্বাদ আস্বাদন করা। তারপরে এই তলোয়ার আর কখনও ব্যবহার করা হবে না। সোয়াথ ও তার উত্তরসূরীরা এর পূজা করে যাবে।

সোয়াথ্ সতীর সামনে মাথা ঝোঁকালো। নাকের উপরের কালো উল্কিটাকে দেখিয়ে একটা প্রাচীন শপথ আওড়ালো সে।

'অ্যাটেনের আগুন আপনাকে গ্রহণ করবে। আর আপনার আগুন নেভানোর সম্মান আমাকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে।'

সতী নড়লেন না। কাঁপলেনও না। তিনি শুধু চুপচাপ একদৃষ্টে সোয়াথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সোয়াথ্ হাঁটু মুড়ে বসলো। সে সতীকে সম্মানজনক মৃত্যু দেবে। শিরচ্ছেদ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। সে সতীর হৃৎপিণ্ডের দিকে তাক করে মুখ তুলে তলোয়ারের হাতল ধরলো। বেশি চাপ দেওয়ার জন্য অন্য হাতও হাতলের পেছনে আনলো সে।

সবরকম ভাবে প্রস্তুত হয়ে সতীর দিকে তাকালো সোয়াথ্। এই মুখ যে তার বাকী জীবনটা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে তা সোয়াথ জানতো। সে ফিসফিস করে বললো, 'হে দেবী, আপনাকে হত্যা করার সৌভাগ্য আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি।'

'না আ-আ-আ!'

দূর থেকে একটা তীব্র চিৎকার ভেসে এলো।

একটা তীর উড়ে এসে সোয়াথের হাতে বিঁধে গেল। তার তলোয়ার হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। বিস্মিত সোয়াথ্ ঘুরতেই আরেকটা তীর উড়ে এসে সোজা তার কাঁধে বিঁধে গেল।

'পালাও,' গুপ্তঘাতকেরা চেঁচিয়ে উঠলো।

তাদের একজন সোয়াথ্‌কে তুলে নিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকলো।

'না-আ-আ!' হুঙ্কার ছেড়ে সোয়াথ্ নিজের লোকেদের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল। তারা কিন্তু তাকে জোর করেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। অন্তিম বধ্যকে হত্যা না করাটা অ্যাটেনের অনুগামীদের কাছে সবচাইতে ভয়ানক অপরাধগুলোর মধ্যে একটা। কিন্তু তার লোকেরা তো আর তাকে পেছনে ফেলে রেখে যাবে না।

প্রায় এক সহস্র মেলুহী সতীর কাছে এসে পৌঁছালো। তাদের সামনে বিপর্যস্ত দক্ষ ও বীরিনি।

'সতী-ই-ই-ই!' যন্ত্রণাকাতর মুখে দক্ষ আর্তনাদ করে উঠলেন।

'আমাকে ছুঁয়ো না!' মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে সতী চেঁচিয়ে উঠলেন।

দক্ষ খাবি খাচ্ছিলেন। নখ দিয়ে মুখ আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলেন।

'সতী!' বীরিনি আর্তনাদ করে তাঁর মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন।'

'মা ', সতী ফিসফিস করে বললেন।

'কথা বলিস না, শান্ত হ,' বলেই বীরিনি পাগলের মতো পেছনে ডাকলেন। 'চিকিৎসক আনো! এখুনি!'

'মা . '

'চুপ কর, খুকি,'

'মা, আমার অন্তিম সময় এসে গিয়েছে . '

'না! না! আমরা তোকে বাঁচিয়ে তুলবো! বাঁচাবো তোকে!'

'মা! আমার কথা শোনো!' সতী বললেন।

'খুকী . '

'আমার দেহ শিবের হাতে তুলে দিও।'

'তোর কিছু হবে না,' বীরিনি ফোঁপাচ্ছিলেন। মেলুহী সাম্রাজ্ঞী আবার ঘুরলেন। 'কেউ কি চিকিৎসক নিয়ে আসবে? এক্ষুণি।'

সতী বিস্ময়কর শক্তির সাথে মায়ের মুখ ধরলেন। 'কথা দাও! শুধুমাত্র শিবের হাতে!'

'সতী . '

'কথা দাও!'

'হ্যাঁ রে খুকি, কথা দিচ্ছি।'

'আর গণেশ ও কার্তিক দুজনেই আমার চিতায় আগুন দেবে।'

'তুই মরছিস না!'

'গণেশ আর কার্তিক দুজনেই। কথা দাও!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কথা দিচ্ছি।'

সতীর নিঃশ্বাসের গতি আসে আস্তে কমে এল। তাঁর যা শোনা দরকার ছিল তা তিনি শুনে ফেলেছেন। তিনি মায়ের কোলে মাথা রেখে শান্তি সম্মেলন ভবনের দিকে তাকালেন। দরজাগুলো খোলা। প্রভু রাম ও দেবী সীতার মূর্তি পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের চোখে দয়ালু, অভ্যর্থনা জাগানো দৃষ্টি অনুভব করলেন সতী। শীঘ্রই তিনি তাঁদের কাছেই ফিরে যাচ্ছেন।

হঠাৎ জোরে বাতাস উঠল। তাঁর চারপাশের পথে পড়ে থাকা ধুলো আর ঝরা পাতা উড়তে শুরু করলো। সতী ঘূর্ণির দিকে চেয়ে থাকলেন। ধুলোগুলোতে যেন একটা শরীর ফুটে উঠছে। সতী প্রাণপণে দেখতে শিবের চেহারা ফুটে উঠলো।

শিবকে দেওয়া তাঁর কথা সতীর মনে হল—শিব ফিরলে তাঁর সাথে সতীর দেখা হবে।

আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত।

হঠাৎ বাতাস থেমে গেল। সতী বুঝলেন তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসছে। তাঁর দৃষ্টি ক্রমশই বৃত্তাকারে সংকুচিত হয়ে আসছে আর তার চারধারে আঁধার বেড়ে উঠছে। আবার বাতাস উঠলো। ধুলো ও পাতা জেগে ওঠে সেই দৃশ্যের সৃষ্টি করল যা নিয়ে সতী মরতে চান—তাঁর জীবনের ভালোবাসা—তাঁর শিব।

আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো প্রিয়তম।

তাঁর শিবের কথা ভাবতে ভাবতে সতীর শেষ নিঃশ্বাস দেহ ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায় ৪৬

প্রভু নীলকণ্ঠর পরিতাপ

মেলুহার রাজধানীতে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায়, সেজন্য একটা বাণিজ্যতরী অধিগ্রহণ করেছিলেন শিব। যেটা এক সপ্তাহের একটু পরে দেবগিরিতে এসে ভিড়লো।

'ওইটা নিশ্চয় সতীর অধিগ্রহণ করা জলযান।' নোঙর করে থাকা খালি জলযানটার দিকে দেখিয়ে শিব বললেন।

'তার মানে মা এখনো দেবগিরিতেই আছেন।' গণেশ বললেন। 'ভূমি দেবীর জয় হোক।'

কালী হাতের মুঠো পাকিয়ে বললেন, 'যদি ওরা দিদিকে বন্দী করে রাখে আর মীমাংসা করার আশা করে, এই নগরে যত কিছু চলাফেরা করছে সব আমি নিজে ধ্বংস করে ফেলব।'

'সবচেয়ে খারাপটা সব সময়ে ধরে নেওয়া উচিৎ নয়, কালী।' শিব বললেন।

'আমরা সকলেই জানি যে ওনার যাই ত্রুটি থাকুক না কেন, সম্রাট সতীর ক্ষতি করবেন না।'

'আমি সেটা মানি।' কার্তিক বললেন।

'আর ভুলে গেলে চলবে না রাণী কালী।' গোপাল বললেন। 'আমাদের ভয়ংকর পশুপতিঅস্ত্র রয়েছে, কেউই তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কেউ নয়। এই ভয়ানক অস্ত্র দিয়ে নিছক ভীতি প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।'

ঘাট থেকে কাঠের পাটা তরীতে লাগানোর শব্দে এনাদের আলোচনা থেমে গেল।

'সবাই গেল কোথায়? কাঠের পাটায় পা দিয়ে ভুরু কুঁচকে শিব জিজ্ঞাসা করলেন।'

'কেমন করে বন্দরটা এমন পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে?' আশ্চর্য হয়ে আয়ুর্বতী জিজ্ঞাসা করলেন। মেলুহাতে যতদিন তিনি বাস করেছেন এমন ব্যাপার দেখেন নি কখনোও।

'চলুন যাওয়া যাক।' শিব বললেন, অস্বস্তির একটা স্রোত তাঁর শিড়দাঁড়া দিয়ে বয়ে গেল।

শিবের সঙ্গে তাঁর পুরো দলবলও বাণিজ্য তরী থেকে বেরিয়ে এল। বন্দরে পা রাখতেই বিশাল শান্তি সম্মেলনের ভবন তাদের চোখে পড়লো। ওই ভবনের বাইরে প্রচুর শিবিরের সমাবেশ তাদের চোখে পড়লো যার কারণ তারা বুঝতে পারলো না।

'এই অঞ্চলটা কিছুদিন আগেই আগাপাশতলা ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে।' গোপাল বললেন। 'এমনকি ঘাসও উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

'ঠিকই, তাই হয়ে থাকবে।' শিব নিজের আশংকা চেপে রেখে বললেন 'শান্তি সম্মেলন করার জন্য ওনাদের এই রকম পরিষ্কার স্থানের প্রয়োজন হবে।'

একদল পুরোহিত দরজা বন্ধ করা সম্মেলন ভবনের ভেতরে পুজো করছিলেন।

ওনারা কিসের প্রার্থনা করছেন পণ্ডিতজী?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওনারা শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন।' গোপাল বললেন।

এতে কোন ভুল কিছু দেখলেন না শিব।

'কিন্তু . ওনারা শান্তি প্রার্থনা করছেন আত্মার জন্য।' আশ্চর্য হয়ে যাওয়া গোপাল বললেন। 'মৃতের আত্মার জন্য '

আপনা থেকে শিবের হাত কোমরের পাশে চলে গেল আর খাপ থেকে তলোয়ারটা টেনে বার করলেন। পুরো বাহিনীও তাই করলো।

তাঁরা শিবিরের ঝাঁকের কাছাকাছি আসতেই একটা শিবির থেকে পর্বতেশ্বর

ও আনন্দময়ী বেরিয়ে এলেন। তাদের পিছনে পিছনে একজন খাটো মানুষ। পরণে সাধারণ ধুতি আর অঙ্গবস্ত্র। মাথা পরিষ্কার করে কামানো, কেবল পেছন দিকে টিকি রয়েছে। যা তার ব্রাহ্মণত্বর পরিচয় দিচ্ছে। আর একমুখ লম্বা ঘন সাদা দাড়ি।

'মহর্ষি ভৃগু' অস্ফুটে গোপাল বললেন, সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন।

'নমস্কার, মহান বাসুদেব।' গোপালের কাছে এগিয়ে এসে নম্রভাবে ভৃগু বললেন।

তাঁর আসল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকিয়ে শিব দম বন্ধ করে রেখেছিলেন। মানুষটির সঙ্গে এই প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ হল।

'মহান নীলকণ্ঠ,' ভৃগু বললেন।

'মহান মহর্ষি ভৃগু,' প্রত্যুত্তরে শিবও বললেন। তলোয়াড় ধরা হাতের মুঠি শক্ত করলেন।

কিছু বলার জন্য ভৃগু মুখ খুললেন, ইতস্তত করলেন তারপর পর্বতেশ্বরের দিকে তাকালেন, যিনি এখন এগিয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ী তাদের জীবন্ত দেবতাকে ঝুঁকে প্রণাম জানালেন। পর্বতেশ্বর সোজা হতে শিব তার শত্রু হয়ে যাওয়া বন্ধুর মুখ কাছ থেকে প্রথম দেখতে পেলেন। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মেলুহী প্রধান সেনাপতির চোখ লাল হয়ে ফুলে রয়েছে, যেন এক সপ্তাহ ধরে তিনি ঘুমোননি।

'সম্রাট কি আপনাদের নগরে থাকার অনুমতি দিচ্ছেন না?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমরা স্থির করেছি যে নগরে ঢুকবো না, হে প্রভু।' পর্বতেশ্বর বললেন।

'কেন?'

'ওনাকে আর আমরা সম্রাট বলে মানি না।'

'সম্মেলনটা সফল হোক তাতে আপনাদের মত নেই এটা কি সেই কারণে? সেই কারণে কি আপনারা আমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন, আর ব্রাহ্মনেরা

অন্ত্যেষ্টির মন্ত্র পড়ছে?'

পর্বতেশ্বর কোন কথা বলতে পারলেন না।

'যদি আপনি যুদ্ধ করতে চান, করুন তা হলে।' শিব ঘোষণা করার মতো বললেন।

'লড়াই আর হবে না প্রভু।'

'পুরো যুদ্ধটাই শেষ, মহান নীলকণ্ঠ।' ভৃগু বললেন।

শিব বিস্মিত হয়ে ভুরু কোঁচকালেন, গোপালের দিকে ঘুরে তাকালেন।

'সম্রাটকন্যা সতী কি সম্রাটের মত পাল্টাতে সক্ষম হয়েছেন?' গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমরা সোমরসকে ধ্বংস করে দিতে চাই, আর কিছুই চাই না। মেলুহা এই চুক্তিতে সহমত হলে তাহলে নীলকণ্ঠ শান্তি ঘোষণা করে আনন্দিত হবেন।'

'হে প্রভু? পর্বতেশ্বর শিবের কনুই-এর কাছটা ধরে বললেন। জলেতে কানায় কানায় পূর্ণ তার চোখ, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

'কোথায়?'

শিবের দিকে এক মুহূর্ত দেখে পর্বতেশ্বর আবার মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'দয়া করে আসুন।'

শিব তাঁর তলোয়ার খাপে ঢোকালেন আর পর্বতেশ্বরকে অনুসরণ করলেন, পর্বতেশ্বর শান্তি সম্মেলন ভবনের দিকে হাঁটতে থাকলেন। অন্যেরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন: ভৃগু, কালী, গণেশ, কার্তিক, গোপাল, বীরভদ্র, কৃত্তিকা, আয়ুর্বতী, বৃহস্পতি ও তারা। আনন্দময়ী তার শিবিরের বাইরেই রয়ে গেলেন। যা ঘটবে সেটা দেখে তিনি সহ্য করতে পারবেন না। যখন পর্বতেশ্বর ভবনের প্রবেশ পথে উপস্থিত হলেন তখনো পুরোহিতরা গুনগুন করে সংস্কৃত শ্লোক পড়ে যাচ্ছিলেন। প্রধান সেনাপতি গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে বিশাল দরজা ঠেলে খুললেন। শিব ভেতরে প্রবেশ করে যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বিশাল সভাকক্ষে কুড়িটা খাট রাখা রয়েছে। প্রত্যেক বিছানাতেই একজন করে আহত সৈনিক শুয়ে আছে। একজন করে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক প্রত্যেকের শুশ্রূষা করছেন। প্রথম বিছানাতে শুয়ে আছে শিবের সবচেয়ে অনুগত ভক্ত,

যাকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তিব্বতে।

'নন্দী!' লম্বা লম্বা কয়েকটা পদক্ষেপে জোরে দৌড়ে শিব বিছানার কাছে উপস্থিত হলেন।

হাঁটু গেড়ে বসে শিব নন্দীর মুখ স্পর্শ করলেন। সে অজ্ঞান হয়ে আছে। তার দুটো হাতই কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাঁ-হাত কব্জির কাছ থেকে আর ডান হাত কনুই-এর কাছ থেকে, সারা শরীরে অসংখ্য ছোট ছোট ক্ষত, হয়তো ছোট ছোট ক্ষেপনাস্ত্রর আঘাতের ফল। মুখ ক্ষতবিক্ষত, বিছানাটা এমন করে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে নন্দীর পিঠের দিকটা বিছানায় লেগে না থাকে। সম্ভবত পিঠে গুরুতর কোন আঘাত লেগেছে। শিব দেখলেন যে ক্ষতগুলো সেরে আসছে কিন্তু একই সঙ্গে এটাও ঠিক যে সেগুলো গভীর তাই সেরে উঠতে অনেক সময় লাগবে।

'ক্ষতগুলো খুলে রাখা হয়েছে যাতে বাতাস লাগতে পারে, হে নীলকণ্ঠ।' শিবের দিকে না তাকিয়েই চিকিৎসক বললেন।

শিব একদৃষ্টে নন্দীর দিকে তাকিয়েছিলেন আলতো করে তার মুখে হাত বোলাচ্ছেন। ক্রোধ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, তলোয়ার বার করে সোজা পর্বতেশ্বরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

'এর জন্য সম্রাটকে হত্যা করবো আমি।' গর্জে উঠলেন শিব।

পর্বতেশ্বর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, দৃষ্টি মাটির দিকে।

'সম্রাট যদি মনে করে থাকেন এইসব করে আর সতীকে বন্দী করে রেখে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে কাজ করিয়ে নেবেন।' শিব বললেন, 'তাহলে মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন উনি।'

'একবার দিদি জানতে পারুক আমরা এখানে।' শাসানির সুরে পর্বতেশ্বরকে বললেন কালী। 'ও পালিয়ে আসবে। আর বিশ্বাস করুন আমাদের ক্রোধ তখন ভয়ংকর হয়ে উঠবে। আপনাদের সাম্রাজ্য শাসন করে যে ছাগলটা তাকে বলুন আমার দিদিকে ছেড়ে দিতে, **এখনই!**'

কিন্তু পর্বতেশ্বর স্থির, নিশ্চুপ। এরপর তিনি থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন।

'প্রধান সেনাপতি?' গোপাল স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে বললেন 'কোন ঝামেলা বা গণ্ডোগোল করতে চাই না। শুধু সম্রাট কন্যাকে মুক্তি দিন।'

ভৃগু গোপালকে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যা বলতে চান তা বলার শক্তি খুঁজে পেলেন না।

'মহর্ষি ভৃগু।' স্বর যতটা সম্ভব নিচু কিন্তু দৃঢ় রেখে গোপাল বললেন, 'আমাদের কাছে পশুপতিঅস্ত্র রয়েছে, আমাদের দাবী যদি মেটানো না হয় তাহলে সেটা ব্যবহার করতে আমরা দ্বিধা করবো না। এই মুহূর্তে সম্রাটকন্যা সতীকে মুক্ত করে দিন। দেবগিরির সোমরস উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস করুন। এখনি এগুলো করে ফেলুন তাহলে আমরাও চলে যাবো।'

পশুপতিঅস্ত্রের সংবাদ পেয়ে মনে হল ভৃগু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি পর্বতেশ্বরের দিকে ঘুরে চাইলেন। কিন্তু প্রলয়ংকর দৈবী অস্ত্রের সংবাদও প্রধান সেনাপতির ওপর কোনই প্রভাব ফেললো না। তিনি কাঁদছিলেন, দারুণ কষ্টে সারা শরীর কাঁপছিল। যাকে তিনি নিজের মেয়ের মতো ভালো বাসতেন, যাকে আর কোনদিনও পাবেন না, তাকে হারানোর জন্য কাঁদছিলেন।

'পর্বতেশ্বর,' দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠলেন শিব। তলোয়ারটা আরো এগিয়ে ধরে বললেন 'আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেবেন না, কোথায় সতী?'

পর্বতেশ্বর শেষে শিবের দিকে তাকালেন, চোখের জলের ধারা তার মুখ বেয়ে নামছিল।

শিব তার দিকে তাকালেন, একটা আতঙ্কজনক অমঙ্গলের আশঙ্কা হৃদয়ে প্রবেশ করলো। দুই ভুরুর মধ্যিখানটা ভীষণভাবে দপদপ করতে শুরু করলো।

'হে প্রভু,' ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পর্বতেশ্বর বললেন।

'আমি খুবই দুঃখিত . '

নিদারুণ যন্ত্রণাময় এক চিন্তা মনে আঘাত করায় শিবের শিথিল মুঠি থেকে তলোয়ার পিছলে পড়ে গেল। ভয়ানক আতঙ্কের দৃষ্টি নিয়ে শিব পর্বতেশ্বরের কাছে এগিয়ে গেলেন, 'পর্বতেশ্বর, সতী কোথায়?'

'হে প্রভু আমি ঠিক সময় এসে পৌছতো পারিনি . '

পর্বতেশ্বরের অঙ্গবস্ত্র ধরে তাকে কাছে টেনে আনলেন আর জোরে গলা টিপে ধরে বললেন।

'পর্বতেশ্বর! সতী কোথায়?'

কিন্তু পর্বতেশ্বর কথাই বলতে পারলেন না। অসহায় ভাবে কেঁদে চলেছিলেন তিনি।

শিব লক্ষ করলেন যে ভৃগু এক মুহূর্তের জন্য তাঁর পিছনে একটা কিছুর দিকে দেখলেন। পর্বতেশ্বরকে ছেড়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় পেছনে ঘুরলেন তিনি। দেখলেন যে সভাকক্ষের শেষ প্রান্তে একটা কাঠের দরজা রয়েছে।

'সতী-ই-ই-ই।' আর্তনাদ করে ওই দরজার দিকে দৌড়লেন। দারুণ রোষে দৌড়নো শিবের সামনে থেকে ব্রাহ্মণ চিকিৎসকরা তাড়াতাড়ি সরে গেলেন।

শিব সশব্দে দরজায় জোরে আঘাত করলেন। দরজা বন্ধ ছিল। তিনি পেছিয়ে এসে অবস্থান ঠিক করে নিলেন তারপর দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে দরজাতে সজোরে ধাক্কা মারলেন। দরজার পাল্লা নিজের স্থান থেকে একটু সরলো আর শক্ত কুলুপ আবার আটকে যাওয়ার আগে। ওইটুকু সময়ের মধ্যে দরজার পাল্লার মধ্যিখানের সরু অংশ দিয়ে শিব যতটুকু দেখতে পেলেন, তাতে দেখলেন যে বিশাল বিশাল তুষার খণ্ড দিয়ে একটা বেদীর মতো করা রয়েছে। তাঁর দুই ভুরুর মাঝের অংশে এখন জ্বলে যাওয়া অনুভূতি হচ্ছিল। খুব কম জীবিতই এই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে।

একজন মেলুহী ছুটে গেল চাবি আনার জন্য।

'সতী!' বলে চিৎকার করে আবার দরজায় ধাক্কা মারলেন শিব। দরজার কাঠের কুচি ভেঙে কাঁধে বিঁধে গেল, রক্ত বেরোতে লাগলো। দরজা অটলই রইলো।

শিব এবার পিছিয়ে এসে জোরে লাথি মারলেন। শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

নীলকণ্ঠের বুক থেকে সমস্ত বাতাস যেন কেউ শুষে নিল। ঘরের মধ্যিখানে তুষার সৌধের মধ্যে সারাজীবনে সবচেয়ে ভালো বলে যাকে জানতেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে সে: তার সতী।

'সতী-ই-ই-ই-ই।'

ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন নীলকণ্ঠ। কপালের মধিখানটার ভেতরে মনে হচ্ছে ফেটে যাবে। দুই চোখের মধিখানটা যেন পুড়ে যাচ্ছিলো।

সতীর দেহ যে তুষারের বড় চাঙড় দিয়ে ঢাকা তার ওপর তিনি অনবরত কিল মারতে লাগলেন, পাগলের মতো ঠেলে সরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন সেটাকে। অনড় তুষারের খণ্ডের ওপর কিল মারার জন্য আঙুলের গাঁট থেঁতলে গিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো ভীষণভাবে, তুষার খণ্ডে মারতে থাকায় কুঁচো কুঁচো হয়ে সেগুলো ভাঙতে থাকলো। হাত দিয়ে সেগুলো সরিয়ে পৌঁছতে চেষ্টা করলেন সতীর কাছে। জমে যাওয়া জলের ওপর দিয়ে তাঁর রক্ত চুঁইয়ে পড়তে শুরু করলো।

'সতী-ই-ই-ই!'

কয়েকজন মেলুহী ঘরের অন্যদিক থেকে দৌড়ে এসে তুষার খণ্ডটার গায়ে আংটা আটকে সেটা টানতে শুরু করলো। খণ্ডটা পিছলে ধীরে ধীরে সরতে লাগলো। শিব সমানে সেটার ওপর মার ছিলেন, জোরে ঠেলছিলেন।

খণ্ডটা অর্ধেক সরেছে কি সরেনি, শিব লাফিয়ে তুষার বেদীর ওপর উঠে পড়লেন। তুষারের মধ্যে কুঁদে শবাধারের মতো করা হয়েছিল। সেই শবাধারে শায়িত ছিল সতীর দেহ। হাত দুটো ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখা।

লাফিয়ে গিয়ে শিব শবাধার থেকে সতীর দেহটা তুলে নিলেন, দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। দেহটা জমে শক্ত হয়ে গেছিলো, গায়ের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে নীলচে ধূসর হয়ে গেছিলো। পুরো মুখ জুড়ে একটা গভীর কাটা দাগ। বাঁ-চোখ উপড়ে বেরিয়ে এসেছিল। বাঁ-হাত প্রায় ফালা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তলপেটে দুটো বড় বড় গর্ত। সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য ক্ষত থেকে বেরোনো রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহে। সতীকে কাছে টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন, উন্মত্তের মতো কাঁদতে থাকলেন, বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন। তাঁর হৃদয় দুঃখের সাগরে ডুবে গেল। আত্মা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

'সতী-ই-ই-ই-ই!'

এটা ছিল এমন হাহাকার যা সমগ্র জগতকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাড়না করে যাবে।

অধ্যায় ৪৭

মায়ের উপদেশ

সূর্যাস্তের আলোয় আকাশে নানা রঙের খেলা। শান্তি সম্মেলন ভবনের সভাঘরের উপর মলিন আলো পড়েছে। পর্বতেশ্বরের শিবির খুলে ফেলা হয়েছে। ক্ষিপ্ত কার্তিক প্রতিটি উপস্থিত ব্যক্তিকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিলেন। নীলকণ্ঠের ছেলের স্বাভাবিক ক্রোধে ঘৃতাহুতি দেওয়ার চেষ্টা না করে ভৃগু পর্বতেশ্বর, আনন্দময়ী ও তাঁর লোকেদের দেবগিরিতে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—যদিও তাঁরা এখনও সেই নগরে ঢুকতে চাইছিলেন না।

শান্তি-সম্মেলন ভবনের বাইরে শিবের বাহিনীর জন্য তৈরি করা অস্থায়ী শিবিরে গোপাল ছিলেন। বাসুদেব প্রধান তখন সেনানায়কদের সাথে এখন কি করলে সবচাইতে ভালো হয় তাই নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। প্রত্যেকেই প্রতিশোধ চায়। কিন্তু একমাত্র বাহিনী নিয়ে দেবগিরি আক্রমণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদিও মূল মেলুহী নাগরিকদের হাতে আটকা পড়েছে, তা সত্ত্বেও দেবগিরি রক্ষার মতো যথেষ্ট সৈন্য দেবগিরিতে রয়েছে। তাছাড়া রাজধানীর যে ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে শিবের অধীনে থাকা অত ছোট বাহিনীর পক্ষে রাজধানী দখল সম্ভব নয়। কেউ কেউ পশুপতিঅস্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিল বটে। কিন্তু গোপাল তৎক্ষণাৎ তা নাকচ করেছিলেন। ওই অস্ত্র ব্যবহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। শিব ও তিনি কথা দিয়েছেন যে।

আয়ুর্বতী শান্তি সম্মেলন ভবনের বাইরের কক্ষে নিজেকে ব্যস্ত করে রেখেছিলেন। তিনি সতীর আহত দেহরক্ষীদের সেবা সুশ্রূষা করছিলেন। রোগী চিকিৎসার পথ্য দেওয়ার মাঝে মাঝেই তাঁর চোখ ভেতরের ঘরের তালাবন্ধ দরজাটার দিকে চলে যাচ্ছিল। সতীর মৃতদেহ সেখানেই রয়েছে আর বন্ধ দরজার

এ পাশে নিঃশব্দে রয়েছে তাঁর শোকাতুর পরিবার। আয়ুর্বতী চোখের জল মুছে কাজে মন দিলেন। শোক সামলানোর একমাত্র পথ এখন নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

ভেতরের সেই ঘরটা যেটায় সতীর দেহ অস্থায়ী ভাবে রাখা হয়েছিল, সেটা মেলুহীরা তাঁদের সম্রাটকন্যার শেষ ইচ্ছাপূরণের জন্য বানিয়েছিল। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল শিব পৌঁছানো অব্দি তাঁর দেহ সংরক্ষিত করে রাখা। ভেতরের ঘরের দেওয়ালের উপরের দিকে সরু সরু ফুটো করে তাতে বিশাল বিশাল অনেকগুলো কামারশালার হাপর বসানো হয়েছে। এতে করে নিয়মিতভাবে বাতাস ঘরে ঢোকানো যায়। শান্তি সম্মেলন ভবনের বাইরে একটা বিশাল গোলাকার কাঠের পরস্পর সংযুক্ত দাঁতওয়ালা চাকার সারি বসানো হয়েছে ও তাতে জোতা হয়েছে কুড়ি খানা ষাঁড়। ষাঁড়গুলোর ক্রমাগত বৃত্তাকারে ঘোরার ফলে চাকাগুলোয় চলছে। এর ফলে আবার হাপরগুলো দ্রুত সংকুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে বিভিন্ন ছোট ছোট চাকা ও পুলির মাধ্যমে। ফলে ভেতরের ঘরে যেখানে সতীর দেহ সংরক্ষিত আছে সেখানে নিয়মিত হাওয়া চলাচল করছে। হাপরগুলোর সামনে পাট, তুলো ও ঠাণ্ডা করার বিশেষ জিনিষ দিয়ে তৈরি চাদর ঝোলানো হয়েছে। মোটা নল ও সরু সরু নালির সাহায্যে সেই চাদর থেকে অবিরাম জল ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে। হাপরের মধ্যে থেকে বেরোনো বাতাস সেই চাদরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ফলে তা ভেতরের ঘরের ঢোকার আগেই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মেলুহী প্রযুক্তিবিদ্যার এই চমৎকারিত্বের ফলে তুষারের স্তম্ভ ঠিক থাকছে। কিন্তু এখন শিবের দেহ থেকে বেরোনো তাপ ও দ্রুত নিঃশ্বাসের ফলে স্তম্ভের ভেতরের তুষার আস্তে আস্তে গলতে শুরু করেছে। এর ফলে সতীর ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মৃতদেহ নরম হয়ে পড়ছে—গলছে জমে যাওয়া রক্ত। একটা ফ্যাকাশে, রঙহীন তরল পদার্থ চুঁইয়ে পড়ছে দেহ থেকে—যেন দেহের ক্ষতের কোমল বিলাপ।

শিব সেখানেই নিশ্চলভাবে বসেছিলেন। ঠাণ্ডা ও শোকে ঠকঠক করে কাঁপছেন তিনি। একেবারে নিশ্চুপ। চোখ শূন্যতার দিকে। কোলে সতীর মৃতদেহ। ঠাণ্ডার উপরে বসে থাকা সত্ত্বেও শিবের ভুরু এমনভাবে দপদপ করছে যেন তার মধ্যে আগুনের উন্মত্ততা চলছে। তাঁর দুই ভুরুর মাঝে একটা ক্রুদ্ধ কালচে লাল চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় এইভাবে বসেছিলেন। নড়েন নি। খান

নি। কান্না থেমে গেছে। ঠিক যেন তার ভালোবাসার মতোই প্রাণহীন হয়ে যেতে চেয়েছেন।

কালী ভেতরের ঘরের দরজার কাছে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। সতীর সঙ্গে তাঁর দেখার সময় নিজের ব্যবহারের জন্যে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। এই অপরাধবোধ তাঁকে সারা জীবন বয়ে চলতে হবে। তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে উন্মত্ত ক্রোধ জেগে উঠছিল। তবে এই মুহূর্তে তিনি শোকের সাগরে ডুবে আছেন।

কৃত্তিকা তুষারের স্তম্ভের পাশেই বসে প্রচণ্ডভাবে কাঁপছেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখের জল শেষ হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পরপরই তিনি তুষারের স্তম্ভে হাত রাখছেন। বীরভদ্র চুপচাপ তাঁর পাশেই বসে। চোখ ফুলে টকটকে লাল। তাঁর এক হাত পত্নী কৃত্তিকাকে জড়িয়ে। সান্ত্বনা দিচ্ছেন যেমন, নিচ্ছেনও বটে। অন্য হাত কিন্তু শক্ত, মুষ্টিবদ্ধ। তিনি প্রতিরোধ চান? সতীর প্রতি, তাঁর বন্ধু শিবের প্রতি করা এই কাজে যুক্ত প্রতিটি লোককে তিনি নৃসংশভাবে হত্যা করতে চান।

বৃহস্পতি ও তারা চুপচাপ ঘরের অন্য কোণে বসা। প্রাক্তন মেলুহী বৈজ্ঞানিক প্রধানের মুখ চোখের জলে ভেসে গেছে। তিনি সতীকে মেলুহী জীবন-যাপনের আদর্শ প্রতিমূর্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি এও জানতেন যে শিব আর কখনও আগের মতো হতে পারবেন না। তারা শিবের দিকে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগা নীলকণ্ঠের জন্যে তাঁর হৃদয় কাতর হয়ে পড়েছিল। পরিহার যে বন্ধুসুলভ আত্মনির্ভর লোকটিকে তিনি দেখেছিলেন ইনি এখন তার ছায়ামাত্র।

কার্তিক ও গণেশ তুষার শীতল মেঝের উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। চোখে মুখে আবেগের লেশমাত্র নেই। দুজনেরই চোখ তুষার স্তম্ভে আটকে আছে যেখানে তাদের বাবার নিশ্চল দেহের কোলে তাদের মায়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ শুয়ে আছে। চোখের জলে তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে গেছে। শোকের সাগরে হৃদয় স্তব্ধ হয়েছে। তাঁরা চুপচাপ পরস্পরের হাত ধরে বসে। কি যে ঘটে গেল সেটা ঠিকঠাক বোঝার চেষ্টায় আছেন তাঁরা।

গণেশের মনে হল তুষার স্তম্ভের উপর যেন একটা নড়াচড়া তাঁর চোখে

পড়লো। তিনি মুখ তুলতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো। তাঁর মা যেন দেহ ছেড়ে উঁচুতে বাতাসে ভেসে আছেন। গণেশ তাঁর দৃষ্টি বাবার দিকে ঘোরাতে তাঁর কোলেতে মায়ের আর এক দেহ স্থিরভাবে শুয়ে থাকতে দেখলেন। গণেশ আবার মুখ তুলে মায়ের ছায়ার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

সতী বৃত্তাকারে ঘুরে আস্তে আস্তে গণেশের সামনে এলেন। তাঁর পা মাটি ছোঁয়নি—শূন্যে ঝুলে আছে। ঠিক অলৌকিক দেবীদের মতো। অলৌকিক দেবীদের মতোই তাঁর গলায় টাটকা ফুলের মালা। কিন্তু অলৌকিক দেবতাদের থেকে রক্ত ঝরে না। সতীর দেহ থেকে কিন্তু ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। সতী সামনে দাঁড়াতে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ গণেশের চোখে পুরোপুরি ধরা পড়লো। বাঁ চোখ উপড়ে এসেছে। মুখ বরাবর একটা বড়ো কাটা। সেখান থেকে আস্তে আস্তে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। মুখের পোড়া অংশ এমনভাবে লাল হয়ে আছে যেন এখনও জ্বলছে। তাঁর বাঁ হাত নৃশংসভাবে ফালাফালা হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডের ওঠাপড়ার সাথে সাথে যে ঝাঁকুনি হচ্ছে তাতে করে ক্ষতস্থানটা থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোচ্ছে। পেটের দুখানা প্রকাণ্ড ক্ষতস্থান থেকে পাহাড়ী সদ্যজাত ঝরণার মতো গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। সারা শরীরের অসংখ্য ক্ষত থেকেও আরো রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। সতীর ডান মুঠি শক্তভাবে বন্ধ। তাঁর সারা শরীর ক্রোধে কাঁপছে। ডান রক্তচক্ষু সরাসরি গণেশের উপর নিবদ্ধ। রক্তে ভেজা চুল গুলো খোলা, দমকা হাওয়ায় দুলছে।

ভয়ংকর দৃশ্য।

মা.

মা.

'আমার হত্যার প্রতিশোধ নিও!' সতী হিস্‌হিস্‌ করে বলে উঠলেন।

মা.

'প্রতিশোধ নাও!'

গণেশ কার্তিকের হাত থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করলেন। দাঁত কিড়মিড় করে মনের ঘেরাটোপে বললেন, *নেব, মা!*

'কিভাবে মরেছি তা মনে রেখো!' সতী হুঙ্কার ছাড়লেন।

রাখবো মা! রাখবো!

'প্রতিজ্ঞা কর। সবসময় মনে রাখবে কিভাবে আমার মৃত্যু হয়েছে!'

প্রতিজ্ঞা করছি মা! আমি সবসময় মনে রাখবো!

সতী হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন। গণেশ হাত বাড়িয়ে ব্যাকুলভাবে কেঁদে উঠলেন। 'মা!'

গণেশ যে সময় মায়ের প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন ঠিক সেই সময়ে তাঁদের মায়ের প্রতিমূর্তি কার্তিকেরও চোখে পড়েছিল।

সতীর আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসে কার্তিকের সামনে আসার আগে কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসেছিল। তাঁর পা মাটির সামান্য উপরে ঝুলে ছিল আর গলায় ছিল টাটকা ফুলের মালা। কিন্তু গণেশ যে দৃশ্য দেখেছিলেন, কার্তিকের সামনের প্রতিমূর্তি কিন্তু সেরকম নয়। এ মূর্তি সম্পূর্ণ।

সেখানে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। কার্তিক তাঁকে যেরূপে শেষবার দেখেছিলেন ঠিক সেরকম। লম্বা, ব্রোঞ্জ রঙের চামড়া, মুখের মিষ্টি হাসিতে দুগালে টোল পড়েছে। উজ্জ্বল নীল চোখে কোমল ছটা আর মাথার চুল খোঁপায় বাঁধা। তাঁর দৃপ্ত দেহ ভঙ্গী ও মুখের শান্ত ভাবে কার্তিকের মনে পড়লো সতীর কিসের প্রতীক ছিলেন—অনমনীয় অবিচল একজন মেলুহী যিনি সবসময় নীতিবোধ ও অন্যের কল্যাণকে নিজের সামনে রেখেছিলেন।

কার্তিক হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

মা.

'খোকা,' সতী ফিসফিস করে বললেন।

'মা, আমি সব্বাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করবো। ওদের প্রত্যেকটাকে মারবো! ওদের রক্ত চুষে খাব। এই পুরো নগর জ্বালিয়ে খাক করে দেব। তোমার হত্যার প্রতিশোধ আমি নেব!

'না,' সতী কোমলভাবে বললেন।

হতভম্ব কার্তিকের মুখে কথা সরছিল না।

'তোমার কি কিচ্ছু মনে নেই?'

আমি সবসময় তোমায় মনে রাখবো, মা। আর দেবগিরি তোমার সাথে যা করেছে তার মূল্য ওদের দিয়েই চোকাবো।

সতীর মুখ কঠোর হয়ে উঠলো।

'তোমাকে আমি যা শিখিয়েছি, তা মনে পড়ে না?'

কার্তিক চুপ করে রইলেন।

'প্রতিশোধ হল সময়ের অপচয়,' সতী বললেন। 'আমি নিজে গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। যেটা মূল বিষয় সেটা হল ধর্ম। আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রমাণ করতে চাও? তাহলে সঠিক কর্মের দ্বারা সেটা কর। রাগের কাছে আত্মসমর্পণ কোরো না। একমাত্র ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ কোরো।'

মা.

'কিভাবে মরেছি ভুলে যাও। কিভাবে জীবনযাপন করেছি সেটা মনে রেখো।' সতী বললেন।

মা

'প্রতিজ্ঞা কর। কিভাবে আমি জীবনযাপন করেছি তা সবসময় মনে রাখবে'।

'প্রতিজ্ঞা করছি, মা. আমি সবসময় মনে রাখবো.

অধ্যায় ৪৮

বিরাট বিতর্ক

শিবের বাহিনীর মধ্যে যারা প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছুক ছিল, পরদিন সকালবেলায় তাদের মধ্যে নতুন উদ্যমের জোয়ার এল। সকল প্রত্যাশা ছাপিয়ে দু-লক্ষ পঞ্চাশ সহস্রজন সৈন্যের পুরো বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে জলপথে নিয়ে এলেন ভগীরথ। অযোধ্যার সম্রাটপুত্র উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন দেবগিরিন্দ্রেত যদি মেলুহীরা প্রভুর সঙ্গে চাতুরী করার চেষ্টা করে তবে কি হবে। লোথাল থেকে সরস্বতী পর্যন্ত কোথাও না থেমে, কেবল খাবার ও বিশ্রামের জন্য অল্প সময়ের জন্য থেমেছিলেন। সরস্বতী নদীতে যতগুলো সম্ভব বাণিজ্যতরী অধিগ্রহণ করে, মহান নদী বেয়ে দ্রুতবেগে দেবগিরিতে এসে পৌঁছেছিলেন।

'হে প্রভু রাম!' স্তম্ভিত ভগীরথ অস্ফুটে বলে উঠলেন। সবেমাত্র গোপাল ভগীরথকে বলেছিলেন যে দেবগিরিতে কি ঘটেছিল আর কেমন বর্বরোচিত ভাবে সতীকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

'সম্রাটকন্যার দেহ কোথায়?' চেনরধ্বজ জানতে চাইলেন। তাঁর চোখ ছাপিয়ে জল এল।

'শান্তি সম্মেলন ভবনের ভেতর।' গোপাল বললেন। প্রভু নীলকণ্ঠ ওনার কাছে রয়েছেন। বিগত চব্বিশ ঘন্টা উনি ওখান থেকে নড়েন নি। উনি খান নি, কথা বলেন নি। কেবল বসে আছেন সম্রাট কন্যা সতীর দেহটাকে নিয়ে।

চন্দ্রকেতু আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর অন্য দিকে ঘুরে চোখের জল মুছলেন। ভাবাবেগের এই মুক্তবিন্দুগুলো হল ক্ষত্রিয়ের দুর্বলতার লক্ষণ।

'ওই নিষ্ঠুর বাচ্ছাগুলোর প্রত্যেককে আমরা মেরে ফেলবো!' গর্জে উঠলেন

ভগীরথ। জোরে মুঠি করা হাতের গাঁটগুলো শক্ত হয়ে উঠলো। ‘পুরো নগরটা আমরা নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো। এই স্থানের কোন চিহ্ন থাকবে না। ওরা আমাদের জীবন্ত দেবতাকে আঘাত দিয়েছে।’

‘সম্রাটপুত্র ভগীরথ।’ গোপাল বললেন, দুহাত দিয়ে থামানোর ভঙ্গি করে বললেন, ‘পুরো নগরকে আমরা দণ্ড দিতে পারি না। অবশ্যই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে আমাদের। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী কেবল তাদেরই দণ্ড দেওয়া উচিৎ আমাদের। আমাদের উচিৎ সোমরস উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস করা। বাকিদের অবশ্যই অক্ষতভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। সেটাই হবে উচিৎ কাজ ’

‘ক্ষমা করবেন মহান বাসুদেব।’ মাঝপথে চন্দ্রকেতু বলে উঠলেন, ‘কিন্তু কিছু অপরাধ এমনই মারাত্মক যে তার জন্য পুরো সমাজ মূল্য চোকাতে বাধ্য। ওরা সতীদেবীকে হত্যা করেছে আর সেটা অমন পাশবিক ভাবে।’

‘কিন্তু সবাই বেরিয়ে এসে ওনাকে হত্যা করে নি। বেশির ভাগরা তো অবহিতই ছিল না যে তাদের সম্রাট কি করছিলেন।’ গোপাল যুক্তি দেখালেন।

‘যখন এই হত্যাকাণ্ডটা শুরু হয়েছিল তখন তারা বেরিয়ে এসে থামাতে তো পারতো, পারতো না তারা?’ চন্দ্রকেতু জিজ্ঞাসা করলেন। ‘পাশে থেকে নীরবে কোন পাপকর্ম দেখা হল সেই পাপ করার সমান অপরাধ। বাসুদেবরা এই নীতিবাক্য বলেন না?’

‘এই ঘটনা হল একেবারেই ভিন্ন, রাজা চন্দ্রকেতু।’ গোপাল বললেন।

‘আমি মানতে পারছি না, পণ্ডিতজী।’ বৈশালীর রাজা মাতালী বললেন, ‘দেবগিরিকে অবশ্যই এর মূল্য দিতে হবে।’

‘আমার মনে হয় গোপালজী ঠিক বলছেন, রাজা মাতালী।’ লোথালের নগর অধ্যক্ষ চেনরধ্বজ বললেন, ‘কয়েকজনের পাপ করার জন্য দেবগিরির প্রত্যেককে আমরা দণ্ড দিতে পারি না।’

‘আমার এটা শুনে অবাক লাগছে না কেন জানেন?’ মাতালী জিজ্ঞাসা করলেন।

‘এর মানে কি?’ চেনরধ্বজ জিজ্ঞাসা করলেন। তার খুবই অদ্ভুত লাগলো এটা শুনে।

'আপনি একজন মেলুহী,' মাতলী বললেন 'আপনার লোকেদের পক্ষ নিয়েই তো আপনি বলবেন। আমরা হলাম চন্দ্রবংশী। প্রভু নীলকণ্ঠের সত্যিকারের অনুগত।'

চেনরধ্বজ মাতলীর দিকে তেড়ে গিয়ে হুমকির সুরে বললেন, 'আমি বিরুদ্ধাচরণ করেছি নিজের জাতির প্রতি। আমার দেশের আইনের প্রতি। মেলুহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার যে ব্রত তার প্রতি। কারণ আমি নীলকণ্ঠের অনুগামী। প্রভু শিবের প্রতি আমি বিশ্বস্ত, আর আপনার কাছে এসব প্রমাণ করার প্রয়োজন আমার নেই।'

'সবাই শান্ত হন।' ব্রঙ্গরাজ চন্দ্রকেতু বলে উঠলেন 'ভুলে যাবেন না যে আসল শত্রু কে?'

আসল শত্রু হল দেবগিরি।' মাতলী বললেন। 'সতীদেবীকে ওরা এমন করলো। ওদের শাস্তি দেওয়া অবশ্যই উচিৎ। এটা সবচেয়ে সহজ পথ।'

'আমিও এটাই সমর্থন করছি।' ভগীরথ বললেন। 'আমাদের পশুপতিঅস্ত্র ব্যবহার করা উচিৎ।'

গোপাল রাগে জ্বলে উঠলেন। 'পশুপতিঅস্ত্র একটা সামান্য তির নয় যে তাকে না ভেবেচিন্তেই অনবরত ছোঁড়া যাবে। সম্রাটপুত্র ভগীরথ। এই অস্ত্র এই অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সর্বাত্মক মৃত্যু ও ধ্বংসকে রেখে যাবে।'
'হয়তো এটাই এই অঞ্চলের উপযুক্ত প্রাপ্য।' চন্দ্রকেতু বললেন।

'এগুলো দৈবী অস্ত্র।' উত্তেজিত গোপাল বললেন। 'শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে কলহর মীমাংসার জন্য একে ব্যবহার করা যায় না'।

'প্রভু শিব সাধারণ একজন মানুষ নন।' ভগীরথ বললেন 'তিনি দেবোপম পবিত্র। আমরা অবশ্যই এই অস্ত্র ব্যবহার ...'

'আমরা পশুপতিঅস্ত্র প্রয়োগ করবো না, সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত,' গোপাল বললেন।

'আমি সেটা মনে করি না, পণ্ডিতজী।' চন্দ্রকেতু বললেন। 'সতী দেবী ছিলেন সর্বোচ্চস্তরের নৈতিকমান সম্পন্না মহান নেত্রী আর বীর যোদ্ধা। আমি যতজনকে দেখেছি তাদের স্ত্রীকে ভালোবাসতে, তাদের সবার চেয়ে প্রভু নীলকণ্ঠ সতীদেবীকে

ভালোবাসতেন। আমি নিশ্চিত প্রভু শিব প্রতিশোধ চান। আর খোলাখুলিভাবে আমরাও তাই চাই।'

'আমরা যেটা চাই সেটা প্রতিশোধ নয়, রাজা চন্দ্রকেতু' গোপাল বললেন। 'সেটা হল বিচার। যারা সতীদেবীকে এমন করেছে বিচারের মুখোমুখি তাদের অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু কেবল তারাই যারা এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়ী। অন্য কেউ শাস্তি পাবে না। কারণ তাহলে সেটা হবে আরোও বড়ো অবিচার।'

'আপনার বক্তব্যগুলি যুক্তিযুক্ত, পণ্ডিতজী,' মাতলী বললেন। 'কিন্তু এখন যুক্তি দেখানোর সময় নয়। এখন সময়টা হল ক্রোধের।'

'আমি মনে করি না যে নীলকণ্ঠ ক্রোধের বশে সিদ্ধান্ত নেবেন।' গোপাল বললেন।

'তাহলে আমরা কেন প্রভু শিবকে জিজ্ঞাসা করছি না?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন। 'ওনাকেই সিদ্ধান্তটা নিতে দেওয়া হোক।'

'ওদের সবাইকে হত্যা করা হোক!' কালী গর্জে উঠলেন। 'আমি চাই পুরো নাগরিকসহ সমগ্র নগরটাকে জ্বালিয়ে দিতে।'

শান্তি সম্মেলন ভবনের বাইরে মঞ্চের ওপর লোকচক্ষুর আড়ালে শিবের দলবলের সকল নেতা তাদের পরিবারসহ বসেছিলেন। বৃহস্পতি আর তারাও সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই চুপ করে ছিলেন তারা। স্থানটা সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। যাতে বাইরের কেউ আলোচনায় কথাবার্তা শুনতে না পায়। গোপাল চেষ্টা করেছিলেন শিব যাতে এখানে থাকেন, কিন্তু নীলকণ্ঠ কোন আবেদনেই সাড়া দেননি। তিনি একাই রইলেন তুষার শীতল কক্ষের ভেতর, সতীকে আগলে ধরে।

'রানী কালী,' তর্ক জুড়লেন 'আপনার কথায় সহমত না হওয়ায় ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমরা এটা করতে পারি না, এটা নৈতিকভাবে ভুল।'

'মেলুহীরা কি এটাকে শান্তি সম্মেলন বলে কথা দেয়নি? শান্তি সম্মেলনে

কেউই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না, ঠিক তো? ওরা নৈতিকভাবে খুবই অসৎ কাজ করেছে। কি করে এমন হয় যে আপনি এটা লক্ষ করেন নি, পণ্ডিতজী?'

'দুটো ভুলকে জুড়লে কখনোই ঠিক কিছু হয় না।'

'আমি তা গ্রাহ্যই করি না।' হাতের ইঙ্গিতে দেখিয়ে কালী বললেন। 'দেবগিরিকে ধ্বংস করে ফেলা হবে। আমার দিদিকে ওরা যা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি পেতে হবে।'

'রাণী কালী,' সতর্কভাবে বললেন চেনরধ্বজ, 'আমি আপনাকে দারুণভাবে শ্রদ্ধা করি। আপনি একজন মহান নারী। আপনি চিরকাল ন্যায়ের জন্য লড়াই করেছেন, কিন্তু কয়েকজনের অপরাধের কারণে পুরো নগরকে শাস্তি দেওয়া কি ন্যায় বিচার?'

কালী চেনরধ্বজের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। 'আমি আপনার জীবন রক্ষা করেছিলাম চেনরধ্বজ।'

'জানি মাননীয়া রাণী, কেমন করে তা ভুলতে পারি? সেটাই তো কারণ . '

'যে আমি আপনাকে যা করতে বলবো, আপনি তাই করবেন।' মাঝখান থেকে কালী বলে উঠলেন। 'আমার দিদির জন্য প্রতিশোধ নিতে হবে।'

চেনরধ্বজ যুক্তি দেখাতে গেলেন 'কিন্তু . '

'আমার দিদির জন্য প্রতিশোধ চাই!'

চেনরধ্বজ চুপ করে গেলেন।

ভগীরথ সতর্কভাবে এই আলোচনা থেকে সরে আসছিলেন, যখন শান্তি সম্মেলন ভবনের দিকে আসছিলেন তখন জেনেছিলেন যে তার বোন আনন্দময়ী দেবগিরিতেই রয়েছেন। নগরটা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমে তাকে তার বোনকে বাঁচাতেই হবে।

'রাণী কালীর সঙ্গে আমি একমত।' চন্দ্রকেতু বললেন।

'দেবগিরিকে অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। পশুপতিঅস্ত্র ব্যবহার করতেই হবে।'

বিধ্বংসী পশুপতিঅস্ত্রের উল্লেখ হতে এই প্রথম কার্তিক মুখ খুললো। 'এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না।'

গোপাল কার্তিকের দিকে তাকালেন, নীলকণ্ঠর পরিবারের অন্তত একজন তার পক্ষে আছেন জেনে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন।

'ন্যায় বিচার করা হবে।' কার্তিক বললেন 'মায়ের রক্তের প্রতিশোধ নিতে হবে, কিন্তু পশুপতিঅস্ত্র দিয়ে নয়। সেটা কখনোই ওই ভয়ঙ্কর অস্ত্র দিয়ে হতে পারে না।'

'অবশ্যই সেটা নয়।' গোপাল সঙ্গে সঙ্গে সহমত জানালেন।

'নীলকণ্ঠ বায়ুপুত্রদের কথা দিয়েছেন যে তিনি পশুপতিঅস্ত্র ব্যবহার করবেন না।'

'যদি তাই হয়, তাহলে আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারবো না।' ভগীরথ বললেন।

গোপাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। স্বস্তি পেলেন যে দু-একজনকে অন্তত উগ্রপন্থার কিনারা থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছেন। 'প্রশ্ন যেটা এসে দাঁড়ালো যে, সম্রাটকন্যা সতীর মৃত্যুর অপরাধের কি ন্যায় বিচার আমরা করবো?'

'ওদের প্রত্যেককে হত্যা করে!' কালী গর্জে উঠলেন।

'কিন্তু যাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই সেই শিশুদের মেরে ফেলাটা কি ন্যায়সঙ্গত?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ, আপনি ধারণা করে নিচ্ছেন 'কালী বললেন,' যে মেলুহীরা তাদের সন্তানদের প্রতি যত্নবান।'

'মাননীয়া রাণী' ভগীরথ বললেন 'দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন, যে শিশুরা এই অপরাধের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয় তাদের শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়।'

'খুব ভালো।' কালী বললেন 'আমরা ওদের সন্তানদের ছেড়ে দেবো।'

'আর একই সঙ্গে অসামরিক ব্যক্তিদেরও।' কার্তিক বললো।

'বিশেষ করে মহিলাদের।' ভগীরথ বললেন। 'তাদের অবশ্যই চলে যেতে দেওয়া উচিৎ, কিন্তু একবার যখন ওনারা চলে যাবেন, আমরা পুরো নগরটাকে

ধ্বংস করে ফেলবো।'

'আপনাদের কারোর কিছু আর রক্ষা করার মতো আছে?' ব্যঙ্গ করে কালী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবগিরির কুকুরদের কি হবে? তাদেরও আমরা কি বার করে দেবো? আর হয়তো একই সঙ্গে আরশোলাদের?'

ভগীরথ এই কথার কোন সাড়া দিলেন না, কোন কিছু তিনি বললে কেবল সেটা কালীকে আরোও রাগিয়ে দেবে।

কালী অভিসম্পাত করে বললেন 'ঠিক আছে! শিশু এবং অসামরিক ব্যক্তিদের বাইরে বেরিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হবে। বাকি প্রত্যেককে নগরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হবে আর তাদের হত্যা করা হবে।'

'আমি মেনে নিচ্ছি।' ভগীরথ বললেন 'আর শুধু বলছি যে আমাদের ন্যায় সঙ্গত হতে হবে।'

'এখানে তো সব প্রসঙ্গ তোলা হল না, সম্রাটপুত্র ভগীরথ।' হঠাৎ কার্তিক বলে উঠলেন। 'সোমরসকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে না, আমার পিতা এ ব্যাপারে খুবই পরিষ্কার যে এটা কেবল নিস্ক্রিয় করে ফেলা হবে। আমরা সোমরস উৎপাদন স্থল ধ্বংস করে ফেলবো। কিন্তু আমাদের আর একটা ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে যে সোমরস তৈরি করার জ্ঞান ও পদ্ধতি যাতে না হারিয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের আমরা রক্ষা করে কোন গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে রাখবো। আমার পিতার রেখে যাওয়া গোষ্ঠীর মধ্যে তারা থেকে যাবেন। সোমরসকে সক্রিয় করে তোলার জ্ঞান এই গোষ্ঠীর লোকেরা বাঁচিয়ে রাখবেন। আজ সোমরস হল অশুভ শক্তি, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে যখন সোমরস আবার শুভ শক্তি হয়ে উঠবে।'

গোপাল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন 'কার্তিক জ্ঞানীর মতো কথা বলেছে'।

'এর মানে, যদি এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ আমার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত থাকেন,' কার্তিক বললেন 'আমাদের মনের দুঃখ একপাশে সরিয়ে রাখতেই হবে আর তাদের রক্ষা করতেই হবে। ভারতের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের রক্ষা করতেই হবে।'

গণেশ বিষ দৃষ্টিতে কার্তিকের দিকে দেখলেন।

'আমাদের মনের দুঃখ সরিয়ে রেখে?'

কার্তিক চুপ করে রইলেন।

গণেশ জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন। নিজের আবেগকে ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছিলো তার। 'মায়ের মৃত্যুর জন্য তোমার রাগ হয় না? প্রচণ্ড রোষ? কোন রকম ক্রোধের উন্মত্ততা অনুভব করো না?'

'দাদা আমি যেটা বলতে চাইছিলাম . '

'তুমি সবসময়ই হাতের কাছে মায়ের ভালোবাসা পেয়ে এসেছো, জন্মানোর পর থেকেই। সেই কারণে এর মূল্যটা বোঝ না!' মায়ের ভালোবাসার মূল্যটা কি সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমাকে জিজ্ঞাসা করো যখন তোমার কাছে তা থাকে না তখন কতখানি তীব্র আকাংক্ষিত হও তুমি!

'দাদা, আমিও তাঁকে ভালোবাসি, তুমি জানো যে আমি . '

'তুমি তাঁর শরীরটা দেখেছিলে, কার্তিক?'

'দাদা . '

দেখেছিলে কি? তার দেহটার দিকে চেয়ে দেখেছো কি?'

'দাদা, অবশ্যই আমি দেখেছি . '

একান্নটা ক্ষত রয়েছে তাঁর শরীরে! আমি গুনেছি ওগুলো। কার্তিক! একান্ন!'

'জানি '

গণেশের গাল বেয়ে ঝরঝর করে চোখের জল নামছিল। ওই জঘন্য লোকগুলো মা মারা যাওয়ার পরেও এমনকি সম্মানে ওনার শরীর ফালাফালা করছিল!'

'দাদা, শোনো . . .'

গণেশের শরীর এবার প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছিল।

'মার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা যখন দেখলে, তোমার প্রচণ্ড রাগ হয়নি?'

'অবশ্যই হল, দাদা কিন্তু . '

'কিন্তু? এখানে কোন কিন্তু থাকতে পারে কি করে?' অনেকগুলো সোমরস অনুরাগী দানবদের দ্বারা উনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। মার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের কর্তব্য! কর্তব্য আমাদের! জগতের সবচেয়ে ভালো মায়ের জন্য এইটুকু আমরা করতে পারি।'

'দাদা, উনি ছিলেন সবচেয়ে ভালো একজন মা কিন্তু উনি আমাদের শিখিয়েছেন যে সবসময় নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়ের চেয়ে জগৎকে প্রাধান্য দেবে।'

গণেশ কিছু বললেন না। তার লম্বা দুলতে থাকা শুঁড়ের মতো নাক শক্ত হয়ে গেছিল। যেমন কিছু বিরল ক্ষেত্রে যখন সে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে তেমন।

কার্তিক নরম ভাবে বললেন, 'দাদা, আমরা যদি অন্য কোন পরিবার হতাম তাহলে ক্রোধের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতাম কিন্তু আমরা তো আর তা নই।'

গণেশ অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন, এতই ক্রুদ্ধ যে সাড়া পর্যন্ত দিলেন না।

'আমরা নীলকণ্ঠের পরিবার। কার্তিক বললেন, 'জগতের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে।'

'জগতের প্রতি দায়িত্ব? আমার পিতামাতাই আমার জগৎ!'

কার্তিক চুপ করে রইলেন।

কার্তিকের দিকে আঙুল তুলে শাসিয়ে গণেশ বললেন, 'ওই সোমরস অনুরাগী রাক্ষসগুলোর কেউই এখান থেকে বেঁচে বেরোতে পারবে না।'

'দাদা .

'ওদের প্রত্যেককে হত্যা করা হবে। আমাকে নিজের হাতেও যদি তা করতে হয় তাও।'

কার্তিক চুপ করে রইলেন।

কালী, গণেশ আর কার্তিকের দিকে তাকিয়ে গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এখানে এতো বেশি ক্রোধের পরিবেশ, গণেশ আর কালীর রোষের থেকে সোমরস বিজ্ঞানীদের রক্ষা করার কোন উপায় তিনি বার করতে পারছিলেন না। কিন্তু এই আলোচনার মধ্যে থেকে অন্তত পশুপতিঅস্ত্রর প্রসঙ্গটা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আর হয়তো এখনো একটা আশা রয়েছে যে পরবর্তী কয়েক ঘন্টার মধ্যে সোমরস বিজ্ঞানীদের রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা নীলকণ্ঠের পরিবারের লোকদের মনে ঢোকাতে পারবেন।

— ⸻ —

সতীর দেহটা ধরে তুষার বেদীতে চুপ করে বসেছিলেন শিব। তাঁর দৃষ্টি নির্জীব, অভিব্যক্তিহীন, কোন আশার আলো তাতে ছিল না। এমনকি বেঁচে থাকার ইচ্ছেও তাতে ছিল না। দুই ভুরুর মধ্যিখানের কালচে লাল রঙের স্থানটা স্পষ্টতই দপদপ করছিল; ঠাণ্ডার জন্য তিনি কাঁপছিলেন, সতীর অক্ষত চোখের থেকে বেরোনো এক ফোঁটা তরল অশ্রুর মতো গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। ঘরেতে এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। কেবল নিয়মিত ব্যবধানে শীতল বাতাস যন্ত্রের মাধ্যমে ঢোকানোয় একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা শব্দ শিবকে চমকে দিল। হয়তো মেলুহীদের তুষারকে শীতল করার যন্ত্রে নিযুক্ত বলদদের সাজের থেকে হওয়া এই শব্দ।

অনুভূতিহীন, শীতল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালেন। কক্ষে কেউ ছিল না, মৃতী স্ত্রীর দিকে দেখলেন। তাঁর দেহটা কাছে টেনে নিয়ে মৃদুভাবে চুমু খেলেন তাঁর কপালে। তারপর সাবধানে তুষারের ওপর দেহটা আবার শুইয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে সতীর গালে হাত বোলাতে বোলাতে শিব ফিসফিস করে বললেন, 'এখানেই থাকো সতী। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো আমি।'

তুষারের বেদী থেকে লাফিয়ে নামলেন শিব এবং দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজাটা যেই খুললেন, আয়ুর্বতী উঠে দাঁড়ালেন তাঁর চিকিৎসক দল নিয়ে তিনি গত চব্বিশ ঘন্টা ধরে নন্দী ও অন্যান্য সৈনিকদের শুশ্রূষা করে চলেছিলেন।

'হে প্রভু' আয়ুর্বতী বললেন। মনের দুঃখ ও ঘুমোতে না পারার কারণে তাঁর চোখ লাল ও ফোলা ছিল। শিব ওনাকে উপেক্ষা করে হাঁটতে থাকলেন। আশংকা ও আতংকের দৃষ্টিতে আয়ুর্বতী শিবের দিকে দেখলেন। শিবের চোখে কঠিন এবং অনেক দূরে থাকা এমন দৃষ্টি কখনো তিনি দেখেন নি। শিবকে দেখে মনে হচ্ছিলো

যে তিনি ক্রোধের উর্দ্ধে, নির্মমতার উর্দ্ধে, অপ্রকৃতিস্থতার উর্দ্ধে চলে গেছেন।

শিব ভবনের প্রধান দরজা খুললেন। ডানদিকে কথার শব্দ শুনতে পেলেন। ঘুরে দেখতে পেলেন যে তাঁর দলের মাথারা গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। প্রথম তাঁকে লক্ষ করলেন তারা।

'প্রভু নীলকণ্ঠ।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তারা।

শিব কয়েক মুহূর্ত অনুভূতিহীন দৃষ্টিতে তারার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর গভীর শ্বাস নিলেন ও শান্তভাবে বললেন 'তারা পশুপতিঅস্ত্রের পেটিটা আমার জলযানে রাখা আছে, ওটা এখানে নিয়ে আসুন।'

গোপাল আতঙ্কিত হয়ে শিবের দিকে ছুটে গেলেন। তিনি জানতেন যে শিব গত চব্বিশ ঘন্টা কিছু খান নি, ঘুমোনও নি, অমানুষিক শীতল বেদীতে বসে কাটিয়েছেন। গভীর শোক ওনাকে অপ্রকৃতিস্থ করে দিয়েছে। তিনি জানতেন নীলকণ্ঠ নিজের মধ্যে নেই। 'হে বন্ধু আমার কথা শুনুন, তাড়াহুড়ো করে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত নেবেন না।'

গোপালের দিকে তাকালেন শিব, অনুভূতিহীন তাঁর মুখ।

'জানি যে রেগে আছেন, নীলকণ্ঠ। কিন্তু এটা করবেন না, আমি আপনার মহান হৃদয়কে জানি, পরে অনুতাপ করবেন।'

শিব ঘুরে আবার সম্মেলন ভবনের দিকে হাঁটছিলেন। কাছে গিয়ে গোপাল শিবের হাত ধরলেন। চেষ্টা করলেন তাকে ধরে রাখতে।

'শিব।' গোপাল অনুনয় করলেন। 'বায়ুপুত্রদের আপনি কথা দিয়েছেন। আপনার মামা মিত্রজীকে আপনি কথা দিয়েছেন।'

গোপালের হাতটা শিব জোরে চেপে ধরে নিজের হাত থেকে ছাড়িয়ে সরিয়ে দিলেন।

'শিব, এই অস্ত্রের শক্তি প্রলয়ংকর এবং এর ধ্বংসলীলা সম্পর্কে আগে থেকে কিছু বলা অসম্ভব।' এই ধ্বংসলীলা বন্ধ করার জন্য তিনি যে কোন উপায়কে আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন।

পশুপতিঅস্ত্রের ধ্বংসকার্য্য যদি এর ভেতরের সীমায় সীমাবদ্ধ থাকে, দেবগিরির

এই পুরো তিনটে ক্ষেত্রকে ধ্বংস করতে গেলে এর ধ্বংসের পরিধি আরো বেড়ে যাবে। শুধুমাত্র দেবগিরিকে নয়, আমাদের সবাইকেই এই অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলবে ও আপনি কি সত্যি করে নিজের পুরো সৈন্যবাহিনী, পরিবার এবং বন্ধুদের মেরে ফেলতে চান?'

'ওদের বলুন চলে যেতে।'

শিবের কথা এতই আস্তে ছিল যে প্রায় শোনাই গেল না। তাঁর দৃষ্টি বহুদূরে লক্ষ্যহীন মহাশূন্যে চলে গেছে। গোপাল একটু থামলেন, যদি কোন শিবের থেকে আশার আলো দেখতে পান, আমাদের লোকদের কি চলে যেতে বলবো? পশুপতিঅস্ত্র নিয়ে?'

শিব নড়লেন না, তাঁর মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

'না, এই নগরের লোকদের বলুন চলে যেতে, কেবল যারা সোমরসকে রক্ষা করে এবং তৈরি করে এবং সতীর মৃত্যুর জন্য যারা সরাসরি দায়ী তাদের ছাড়া। যখন আমার সবকিছু করা হয়ে যাবে, আর কোন দক্ষও থাকবে না। কোন সোমরসও থাকবে না, কোন অশুভ শক্তিও থাকবে না, এমন মনে হবে যেন এই স্থান এই অশুভ শক্তির কোন অস্তিত্বই ছিল না। এইখানে কোন কিছুই বেঁচে থাকবে না। এখানে কোন রকম গাছপালা জন্মাবে না এবং একটার ওপর একটা পাথর সাজানো থাকবে না কোথাও, যাতে মনে হতে পারে এখানে দেবগিরি ছিল। এবার সব শেষ হয়ে যাবে।'

গোপাল কৃতজ্ঞ হলেন যে অন্তত দেবগিরির নিরীহ বাসিন্দারা রক্ষা পাবে। কিন্তু প্রভু রুদ্রের দৈবী অস্ত্রের নিষেধাজ্ঞার কি হবে?

'শিব এই পশুপতিঅস্ত্র . ' আশা নিয়ে অস্ফুটে বলতে গেলেন গোপাল।

গোপালের দিকে তাকালেন শিব আবেগহীন দৃষ্টিতে এবং খুব শীতল গলায় বললেন 'এই পুরো জগৎটাকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবো।'

শিবের দিকে আশংকার দৃষ্টিতে তাকালেন গোপাল। শিব ঘুরে ভবনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, সতীর কাছে।

তারা উঠে দাঁড়ালেন।

'কোথায় চললে তুমি?' ফিসফিস করে বৃহস্পতি বললেন।

'পশুপতিঅস্ত্র আনার জন্য' নরমভাবে উত্তর দিলেন তারা।

'তা তুমি পারো না, এটা আমাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

'না এটা তা করবে না। এই অস্ত্রকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যে নগরের মধ্যেই ধ্বংসলীলা সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি একক্রোশের বেশি দূরে থাকি তবে আমাদের ওপর এর কোন প্রভাব পড়বে না।'

তারা যেতে গেলেন।

বৃহস্পতি তাকে টেনে ধরে ফেরালেন এবং মৃদুস্বরে তাড়াতাড়ি বললেন 'কি করছো কি তুমি? জানো যে এটা করা ভুল। শিবের ব্যথা আমিও বুঝি কিন্তু পশুপতিঅস্ত্র . '

তারা বৃহস্পতির দিকে তাকালেন, সেই দৃষ্টিতে কোন দ্বিধার চিহ্নও ছিল না। 'প্রভু রামের পবিত্র নীতি নির্লজ্জের মতো ভাঙা হয়েছে। নীলকণ্ঠর অধিকার আছে প্রতিশোধ নেওয়ার।'

'অবশ্যই তা আছে,' তারার চোখে চোখ রেখে বৃহস্পতি বললেন, 'কিন্তু পশুপতিঅস্ত্র প্রয়োগ করে নয়।'

ওনার দুঃখটা তুমি অনুভব করতে পারছো না? কি রকম বন্ধু তুমি?'

'তারা একসময় একটা অসৎ কাজ করতে যাচ্ছিলাম, যে একজন লোক যে সতীর মুখোমুখি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে যাচ্ছিল, আমি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। শিব আমাকে থামিয়ে ছিল আমার আত্মার পাপ হবে বলে। যদি আমি সত্যিকারের বন্ধু হই তাহলে তার আত্মা কালিমালিপ্ত যাতে না হয় সেই কারণে তাকে থামাতেই হবে। তাকে পশুপতিঅস্ত্র কখনোই ব্যবহার করতে দেবো না।'

'ওনার আত্মা ইতিমধ্যেই মৃত। ওই শীতল বেদীর ওপর সে শায়িতা।' তারা বললেন।

'আমি জানি কিন্তু . '

বৃহস্পতির থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন তারা।

'তুমি আশা করো যে উনি যুদ্ধ করবেন নিয়ম মেনে যখন তার শত্রুরা তা করেনি। ওরা আর সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, ওনার জীবন, ওনার আত্মা, ওনার সমগ্র অস্তিত্বের কারণ। প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার ওনার রয়েছে।'

অধ্যায় ৪৯

নীলকণ্ঠের কাছে ঋণ

শিবের সেনাবাহিনী ভগীরথ, চন্দ্রকেতু ও মাতালির নেতৃত্বে তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। প্রত্যেক দলকে দেবগিরির তিনখানি ক্ষেত্রের দরজার বাইরে নিযুক্ত করা হয়েছে। মাতালির সেনারা যেখানে স্বর্ণক্ষেত্র অবরোধ করেছে, চন্দ্রকেতুর বাহিনী রজতক্ষেত্র থেকে বেরোনোর পথ পাহারা দিচ্ছে। ভগীরথের সেনাদের তাম্র ক্ষেত্র থেকে নামার ধাপগুলোতে নিযুক্ত করা হয়েছে। শিবের নির্দেশগুলো পালন করা হচ্ছে। কালীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে শিবের বাহিনী সোমরস রক্ষার জন্য যে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা লড়াই করেছে ও যেসব ব্রাহ্মণেরা তাকে বানিয়েছে তাদের বাদ দিয়ে নগরের বাকি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা নগর ছেড়ে যেতে পারে। বিদ্যুন্মালী সমেত দক্ষ ও তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের এক সর্বজনীন মার্জনার আওতা থেকে বিশেষভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছে। অপসারণ শুরু হয়ে গেছে। তবে বিশাল সংখ্যক নাগরিকের দেবগিরিতেই থেকে গিয়ে তার সাথেই মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা শিবের বাহিনীতে থাকা চন্দ্রবংশীদের অবাক করে দিয়েছে।

অনেকেই সার বেঁধে শৃঙ্খলা মেনে নগরদ্বারের কাছে এসে নিজেদের পরিবারকে নম্রভাবে বিদায় জানিয়ে আমার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল—মৃত্যুর অপেক্ষায়। কোনো তিক্ততা নেই। নগরদ্বারে না আছে কোন ঠেলাঠেলি বা মারামারি আর না আছে নগররক্ষার কোনো প্রচেষ্টা। এমনকী নাটকীয় বিদায়-সম্ভাষণও নেই।

গোপাল ও কার্তিক ভগীরথের সেনাদের সাথে তাম্র ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন। এই দলের সৈন্যদের অধিকাংশই ব্রঙ্গীয়। ভগীরথ চারধারে বেড়া বানানোর কাজ দেখাশুনো সেরে ক্লান্ত হয়ে সবেমাত্র ফিরেছেন ও তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন।

নগরদ্বারে চলতে থাকা নাগরিকদের এই অদ্ভুত চলাফেরা দেখে ভগীরথ মাথা ঝাঁকালেন। অর্ধেক নাগরিক নগর ছেড়ে যাচ্ছে আর বাকীরা আবার নগরেই ফিরে যাচ্ছে। 'এখানে এসব কি হচ্ছে?'

কার্তিক কিছু না বলে মাথা নামালেন। গোপালের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

'এটা মেলুহীদের একটা প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে,' বাসুদেব প্রধান জানালেন। 'সম্মান রক্ষার কর্ম। যে উদ্দেশ্য প্রাণের বলিদান দাবী করে। নগরেই থাকো ও মৃত্যুবরণ করো। নীলকণ্ঠের হাতে নিজেকে বলি দিয়ে আত্মার বিশুদ্ধিকরণ . ' আবেগে গোপাল থেমে গেলেন।

ভগীরথ ভুরু কোঁচকালেন। 'মানে?'

গোপালের ভিড়ের দিকে দেখালেন। সেখানে আরও একজন মহিলা কে দম্পতিকে বিদায় জানিয়ে নগরে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরেছে। 'নিজেই দেখুন না,' গোপাল বললেন।

ভগীরথ মুহূর্তখানেক ভুরু কুঁচকে গোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মহিলার দিকে ঘুরলেন।

'দেবী, ক্ষমা করবেন,' ভগীরথ ডাকতে মহিলাটি থেমে ভগীরথের দিকে ঘুরলেন। 'আপনি নগরে ফিরে যাচ্ছেন কেন? বাকীদের সাথে নগর ছাড়ছেন না কেন?'

মৃদু বাতাস মহিলাটির অঙ্গবস্ত্রে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। তার মুখ কোমল, কালো। চোখ শান্ত, স্বর মৃদু ও নম্র। সে এমন শান্তভাবে কথা বললো যেন আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করছে। 'আমি মেলুহী। মেলুহী হওয়ার মানে মেলুহায় থাকা নয়—এর মানে রয়েছে তোমার জীবন-যাপনের মধ্যে, তোমার বিশ্বাসের মধ্যে। যদি মহান কিছু অর্জনের জন্য চেষ্টা নাই থাকে তাহলে আর সুদীর্ঘ জীবনে কি লাভ? প্রভু রামের পবিত্র আইন ভাঙা হয়েছে। আমাদের অবনমন হয়েছে। আমরা যা ছিলাম তাতো ধ্বংস হয়েই গেছে। যদি আমাদেরই কর্ম শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ জীবনে আর কিসের আশাতেই বা বেঁচে থাকবো?'

ভগীরথ যা শুনছিলেন তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

মহিলাটি বলে চলেছিল, 'আমি নীলকণ্ঠকে বিশ্বাস করি। ওনার জন্য এতগুলো

বছর ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। এতকাল ধরে ওনার পূজা করে গেছি। আর মেলুহা কিনা ওনার সাথে এই আচরণ করল। যিনি আমাদের সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—যাঁর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস পড়েছে প্রভু রামের নিয়ম মেনে—আমাদের সেই সম্রাটকন্যার সাথে এই আচরণ করল মেলুহা। যে নীতিবোধ আমাদের তৈরি করেছে এমন করল মেলুহা তার সাথে।' মহিলাটি এক মুহূর্ত চুপ করে ভগীরথের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বললো, 'আমি অপরাধী। আমি সোমরস গ্রহণ করেছি। সম্রাটকে অনুসরণ করেছি। নিজের নিরবতা ও আত্মসন্তুষ্টির মাধ্যমে সেই সবকিছুর সাথে যুক্ত ছিলাম যে সব ষড়যন্ত্রের ফলে এই পরিণতি। এটা যদি মেলুহার পাপ করা হয় তো এটা আমারও বটে। আমারও কর্মফল এটা। নীলকণ্ঠের প্রতি আমার যে ঋণ তাই আজকে শোধ করবো আর এই প্রার্থনা করবো যেন পুনর্জন্মে আমার আত্মা যেন কম পাপের ভাগীদার হয়।'

ভগীরথ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। এ আবার কেমনধারা যুক্তি রে বাবা? মহিলাটি তাঁর দিকে সামান্য মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে নগরে ফিরে যাওয়ার জন্য স্বচ্ছন্দে হাঁটা লাগালো।

পেছন থেকে গোপালের গলা শোনা গেল। 'জানি। ওরা সব্বাই এই একই কথা বলবে। আমি মেলুহী। আইন ভাঙা হয়েছে। এটা আমার কর্মফল।'

তাঁরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মহিলার চলে যাওয়া দেখলেন।

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ,' এই ডাকে হঠাৎ তাঁরা সামান্য চমকে উঠে নিজেদের নিঃশব্দ মগ্নতার ঘোর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

'বলুন, কার্তিক,' ভগীরথ তাঁর দিকে ফিরলেন।

'আমি চাই আপনি সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বরকে ডেকে পাঠান।'

'আনন্দময়ীকে নিয়ে আসার জন্য ইতিমধ্যেই একজন বার্তাবাহককে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ও বা ওর স্বামী কেউই এখনও আসেনি। পর্বতেশ্বরকে ছেড়ে ও আসবে না। আমি এখনও ওদের রাজী করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।' ভগীরথ জানালেন।

'ওঁদের বলুন, আমি এবং প্রভু কার্তিক ওঁদেরকে এখানে আহ্বান জানিয়েছি। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-এর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই।' গোপাল বললেন।

ভগীরথ ভুরু কোঁচকালেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, গোপাল ও কার্তিক যে পরামর্শ দিচ্ছেন সেটা কষ্টসাধ্য হলেও তাঁর দিদি ও জামাইবাবুকে দেবগিরি থেকে বের করার একমাত্র উপায়।

'আমি নিজেই নগরে ঢুকছি,' ভগীরথ বললেন।

'আর, সম্রাটপুত্র ভগীরথ . ' গোপাল ইতস্তত করছিলেন।

'আমি বুঝি, পণ্ডিতজী। এ নিয়ে একটা কথাও কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলবো না।'

তাঁরা দুজনে চুপচাপ নগরটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এ নগর কালকে আর থাকবে না।

'ক্ষমা করবেন,' একটা গলা শোনা গেল। তাঁরা ঘুরে মেলুহীদের একটা ছোট দলকে দেখতে পেলেন।

'বলুন?' কার্তিক বললেন।

'আমরা আজ সকালেই নগর ছেড়েছিলাম। কিন্তু এখন আমরা মত পালটেছি। আমরা নগরেই থাকতে চাই। আমরা কি আবার ঢুকতে পারি?'

গোপাল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। নিজের বোনকে যেন রাজী করাতে পারেন, এই প্রার্থনা করতে করতে চোখ নামালেন ভগীরথ।
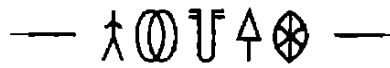
তখন তৃতীয় প্রহরের শেষ। সূর্য ডোবার মুখে। দেবগিরির আকাশে এই শেষবারের মত সূর্য অস্ত যাবেন। বীরিনি দেবগিরির রাজপ্রাসাদ থেকে বেরোতে বেরোতে আকাশের দিকে চাইলেন।

'দেবী,' প্রহরী অভিবাদন জানিয়ে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালো।

বীরিনি বিমনাভাবে হাত নেড়ে দরজার দিকে হাঁটা দিলেন।

'দেবী? আপনি চলে যাচ্ছেন?' বিস্মিত প্রহরী বলে উঠলো।

মেলুহী সাম্রাজ্ঞী তাদের ছেড়ে নীলকণ্ঠের সর্বজনীন মার্জনার প্রস্তাব গ্রহণ করাতে রক্ষক সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিল।

বীরিনি কোনরকম উত্তর না দিয়েই সড়ক ধরে হাঁটা দিলেন। তাঁর লক্ষ্য স্বর্ণ ক্ষেত্রের দ্বার।

— ⅄ⵁՍ⇡⊛ —

'এটা কি নীলকণ্ঠের আদেশ?' স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে আনন্দময়ী জানতে চাইলেন।

তাম্রক্ষেত্রের বাইরের একটা ঘেরা জায়গায় গোপাল, কার্তিক ও ভগীরথের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ী।

'উনিও এটাই চাইতেন,' গোপাল জানালেন। 'এই মুহূর্তে উনি এটা জানেন না এই যা।'

পর্বতেশ্বর ভুরু কোঁচকালেন। নীলকণ্ঠ যদি না বলে থাকেন তাহলে সেটা নাই হবে।

'সেনাপ্রধান, আমি আপনার আনুগত্যকে শ্রদ্ধা করি,' গোপাল বললেন। 'কিন্তু একটা বড় ছবিও তো আছে। সোমরস এখন অশুভ শক্তি। কিন্তু তা বলে তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলার দরকার তো নেই। আপনি আর আমি দুজনেই জানি যে প্রয়োজন শুধু ওটাকে সমীকরণ থেকে বের করে আনা। সোমরসের জ্ঞানকে আমাদের টিকিয়ে রাখতে হবে। কারণ এটা আবার দরকার হতে পারে। আমরা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছি।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন যে নীলকণ্ঠ ভারতবর্ষকে নিয়ে ভাবেন না?' পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন।

গোপাল বললেন, 'আমি সেরকম কিছু বলছি না সেনাপ্রধান। কিন্তু . '

কার্তিক হঠাৎ আলোচনায় ঢুকে পড়লেন। 'আমার বাবার প্রতি আপনার আনুগত্যকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর আমি নিশ্চিত যে আপনি নিশ্চয়ই আমার বাবার প্রতি আমার ভালোবাসাটাও জানেন।'

পর্বতেশ্বর চুপচাপ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'বাবা এই মুহূর্তে বিচলিত অবস্থায় আছেন,' কার্তিক বললেন। 'আমার মায়ের

প্রতি ওনার যে কিরকম টান ছিল তা তো আপনি জানেনই। ওঁর মৃত্যুর শোক বাবার মনকে ঢেকে রেখেছে। উনি ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন—আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি তো জানেন—ওঁর হৃদয় বিশুদ্ধ। নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কাজই উনি করতে চাইবেন না। আমি শুধু চাইছি যে আমার বাবার রাগ পড়া পর্যন্ত সোমরসের প্রযুক্তিবিদ্যা বেঁচে থাকুক। ঠাণ্ডা হওয়ার পর উনি যদি ভেবেচিন্তে সোমরসের সঙ্গে যুক্ত সবকিছুকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্তই নেন তো আমি নিজেই সেটা করবো।'

পর্বতেশ্বর দূরের দিকে তাকালেন। চোখ কালো চিন্তাচ্ছন্ন।

'সেটা করতে গেলে আপনাকে ব্রাহ্মণদের রক্ষার সাথে সাথে তাদের সোমরস গ্রন্থভাণ্ডারকেও রক্ষা করতে হবে।' তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

'সোমরস উপাসক ওইসব বিদ্বজ্জনদের মধ্যে অধিকাংশই বাঁচার সুযোগকে আঁকড়ে ধরলেও ওদের মধ্যেই কেউ কেউ সম্মান রক্ষার ডাক শুনতে পেয়েছেন। কার্তিক, আপনি কাউকে তাঁর সম্মান বিসর্জনে বাধ্য করতে পারেন না। যেখানে স্বয়ং নীলকণ্ঠ সোমরসকে অশুভ শক্তি বলে ঘোষণা করেছেন আর যে সোমরস তাঁর মাতৃভূমিকে ধ্বংস করছে সেই সোমরসকে টিকিয়ে রাখবার জন্য আপনি তো আর কাউকে বাধ্য করতে পারেন না।'

কার্তিক পর্বতেশ্বরের হাত ধরে ফেললেন। 'সেনাপ্রধান, মা আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। তিনি আমাকে উচিত কাজ করতে বলেছেন। বলেছেন তিনি কিভাবে বেঁচেছিলেন তা মনে রাখতে। কিভাবে মরেছেন তা নয়। আপনি নিজেও জানেন যে আমি যেটা করার চেষ্টা করছি সেটা উনি হলে ঠিক তাই করতেন।'

পর্বতেশ্বর আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ চোখের জল মুছলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বললেন, 'ঠিক আছে, কার্তিক। আমি ওনাদের বের করে আনবো। যেখানে পারবো কথা বলে রাজী করাবো আর যেখানে পারবো না জোর করবো। কিন্তু মনে রেখো যে ওদের সামলানো কিন্তু তোমার দায়িত্ব। ওদের আর অশুভ শক্তি ছড়াতে দেওয়া যায় না। সোমরসের ভাগ্যনির্ধারণ শুধুমাত্র প্রভু নীলকণ্ঠই করবেন। তুমি নও, প্রভু গোপাল নন—আর কেউই নয়'।
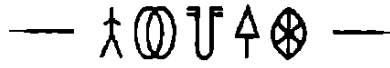
জড়ো হওয়া লোকেরা তাদের সাম্রাজ্ঞী বীরিনির দ্রুত স্বর্ণচত্বর থেকে নামবার জন্য সিঁড়ি ছেড়ে পথ করে দিচ্ছিল। সেখানকার দায়িত্বে ছিল মাতালির বাহিনী। তারা নগর ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক লোকেদের কাগজপত্র ও কাজকর্মের বিবরণ খতিয়ে দেখছিল। সৈনিকরা বীরিনিকে অভিবাদন জানালো। তিনি বিমনাভাবে প্রত্যুত্তরে সায় দিয়ে নগর থেকে এক ক্রোশ দূরে নির্মীয়মান বিশাল কাঠের স্তম্ভটার দিকে হাঁটা দিলেন। ওই উৎক্ষেপণভূমি থেকে পশুপতিঅস্ত্র নিক্ষেপ করা হবে।

স্তম্ভের কাছাকাছি আসতে বীরিনির চোখে পড়ল শিব নির্দেশ দিচ্ছেন। শিবের পাশে দাঁড়ানো বৃহস্পতির প্রেমিকা তারাকে তিনি দেখামাত্রই চিনতে পারলেন। গণেশ তারার সাথে কাজ করছিলো। গণেশের চমৎকার প্রযুক্তিগত কুশলতা নিরেট স্তম্ভ বানানোর কাজে আসছিল। কালী খানিকটা দূরে একটা পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে কি যেন ভাবছিলেন।

কালীই প্রথম বীরিনিকে দেখতে পেলেন। *'মা!'*

বীরিনি এগিয়ে গিয়ে শিবের কাছে দাঁড়াতে কালী আর গণেশও এগিয়ে এলেন। শিব ঝাপসা চোখে বীরিনির দিকে তাকালেন। ভুরুতে দপদপ করাতে যন্ত্রণার চোটে তিনি দৃষ্টি স্থির করতে পারছিলেন না। শিবের চোখ বীরিনিকে সবসময়ই আকর্ষণ করতো; সেই বুদ্ধিদীপ্ততা, স্থিরতা আর কৌতুক। বীরিনির মতে যে শিবের ব্যক্তিত্বের পেছনে তাঁর নীল গলার চেয়ে চোখের ভূমিকা বেশি। কিন্তু এখন সে চোখে শোক-যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নেই। তাতে ধরা পড়ছে সেই আত্মার রূপ যে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে ফেলেছে।

বীরিনি যে কোনভাবে সতীর হত্যার সাথে যুক্ত—সে সন্দেহ শিব মুহূর্তের জন্যেও করেননি। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জড়ো করে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন।

বীরিনি শিবের হাত ধরে ফেললেন। তাঁর চোখ শিবের ভুরুর উপরে দপদপ করতে থাকা কালচে লাল চিহ্নটার দিকে চলে গেল। 'পুত্র, তুমি যে রকম সাংঘাতিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ তা আমি ভাবতেও পারি না।'

শিব চুপচাপ বিমনাভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ভেঙে পড়েছিলেন।

'আমি সতীকে কথা দিয়েছি। মরার ঠিক আগে ও আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল। সেটার পালনেই এসেছি।'

শিবের দৃষ্টি হঠাৎ যেন লক্ষ্য খুঁজে পেল। তিনি বীরিনির দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

'ও জোর দিয়েছিল যে ওর চিতায় আগুন যেন দুই ছেলে মিলে দেয়।'

গণেশ বীরিনির পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো জল। প্রথা রয়েছে যে বড় ছেলে বাবার চিতায় আগুন দেয় ও ছোট ছেলে মায়ের শেষ কৃত্য পালন করে। আর এটাও রয়েছে যে কোন শেষকৃত্যে নাগদের উপস্থিত অশুভ। কাজেই মায়ের চিতায় আগুন দিতে পারার সৌভাগ্য গণেশ আশা করেন নি।

কালী ঘুরে গণেশকে জড়িয়ে ধরলেন।

'কিন্তু ঐতিহ্য মানলে মায়ের শেষকৃত্য শুধুমাত্র ছোট ছেলেই করতে পারে,' বীরিনি জানালেন। 'সে ঐতিহ্য ভাঙতে যদি কেউ পারে তো সে তুমিই।'

'ঐতিহ্য চুলোয় যাক। সতী যদি এটাই চেয়ে তাকে তাহলে এটাই হবে।' শিব জানিয়ে দিলেন।

'আমি কার্তিককেও জানিয়ে দেব। শুনলাম ও তাম্রক্ষেত্রে রয়েছে।' বীরিনি বললেন।

শিব চুপচাপ মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর ঘুরে সেই ঘরটার দিকে তাকালেন যেখানে তুষার স্তম্ভের ভেতরে সতীর দেহ রয়েছে।

বীরিনি শিবকে আলিঙ্গণ করতে এগিয়ে এলেন। শিব হাল্কাভাবে শাশুড়িকে আলিঙ্গণ করলেন।

'শিব, শান্তি পাওয়ার চেষ্টা কর,' বীরিনি বললেন। 'সতী এটাই চাইতো।'

'আপনি শান্তি খুঁজে পেয়েছেন?'

'বীরিনি ফ্যাকাশে ভাবে হাসলেন।

'আবার যখন আমাদের সতীর সাথে দেখা হবে, তখনই শান্তি পাব।' শিব বললেন।

'ও মহান মেয়ে ছিল। যে কোনো মা অমন মেয়ে পেলে ধন্য হয়ে যেতো।'

শিব চুপচাপ চোখের কোণ থেকে জল মুছলেন।

বীরিনি শিবের হাত ধরে বললেন, 'তোমাকে না বলে পারছি না—ও বেঁচে থাকতে পারতো। ও যখন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে, তখন ও দেবগিরিতে—আমাদের রাজপ্রাসাদে। ও চাইলে এসবের বাইরে থাকতে পারতো। কিন্তু ও জোর করে নগর ছেড়ে বেরিয়ে নন্দী ও ওর দেহরক্ষীদের বাঁচাতে লড়াইতে ঢুকে পড়ে। আর ও বাঁচিয়েছেও অনেককে। বীরের সম্মানজনক মৃত্যু—যোদ্ধার মত মৃত্যুবরণ করেছে ও—শেষ নিঃশ্বাস অব্দি প্রতিপক্ষের সাথে লড়ে গেছে। ও সবসময় নিজের জন্য এইরকম মৃত্যু কামনাই করতো—যেকোন যোদ্ধাই যা করে।'

শিবের চোখ আবার জলে ভরে উঠলো। 'সতী নিজের জন্য বড়ো উঁচু স্থান বেছে নিয়েছিল।'

বীরিনি দুঃখের সাথে হাসলেন।

শিব একটা বড়ো করে শ্বাস নিলেন। এবার তাঁকে পশুপতিঅস্ত্রের দিকে মন দিতে হবে। তিনি নম্রভাবে নমস্কার জানিয়ে হাত জড়ো করলেন। 'আমাকে একটু . ’

'নিশ্চয়ই, আমি বুঝি,' ভিরীনি বলে উঠলেন।

শিব ঝুঁকে শাশুড়ির পা ছুঁলেন। বীরিনি তাঁর মাথায় মৃদু হাত ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। শিব ঘুরে অস্ত্রের কাজ দেখাশোনা করতে ফিরে গেলেন। তাঁর আত্মাকে অর্ন্তবিস্ফোরণের হাত থেকে থামিয়ে রাখার এটাই একমাত্র পথ।

বীরিনি ঘুরে তাঁর মেয়ে কালী আর নাতি গণেশকে জড়িয়ে ধরলেন।

'তোদের দুজনের সাথেই অনেক অবিচার করেছি,' বীরিনি বললেন।

'না, মা, তুমি করোনি । দোষটা বাবার। তোমার নয়।' কালী বলে উঠলেন।

'কিন্তু আমি তো মায়ের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি। যখন ও তোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন তখনই আমার স্বামীকে ছেড়ে আসা উচিত ছিল।'

কালী মাথা ঝাঁকালেন। 'স্ত্রী হিসাবেও তো তোমার একটা কর্তব্য ছিল।'

'অন্যায়ে স্বামীকে সাহায্য করা স্ত্রীর কর্তব্য নয়। আসলে তো, ভালো স্ত্রীরা স্বামী ভুল করলে তা সংশোধন করে তা সে যত কঠিনই হোক না কেন।'

'দিদিমা আমার মনে হয় না উনি সেটা শুনতেন। তা সে আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। ওই লোকটা তো . ' গণেশ তার দিদিমাকে বলছিলেন।

বীরিনি তাঁর নাতির দিকে তাকাতে গণেশ দিদিমার সামনে দাদুর অপমান করা থেকে বিরত হলেন। বীরিনি গণেশের চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দেখলেন। শেষবার যখন গণেশকে দেখেছিলেন তখন গণেশের চোখ ছিল শান্ত ও নির্লিপ্ত। এখন আর তা নেই। সেগুলোতে ক্রোধ ফুটছে—মায়ের মৃত্যুর চাপা ক্রোধ।

'দিদিমা, ক্ষমা করবেন। আমাকে ওই স্তম্ভের কাজে যেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, সোনা।'

গণেশ ঝুঁকে দিদিমার পা ছুঁয়ে তারার দিকে ফিরে গেলেন।

'মা, একটু অপেক্ষা কর। গণেশ তোমায় আমাদের রণতরীতে নিয়ে যাবে,' কালী বললেন। 'এ কাজটা শেষ না হওয়া অব্দি ওখানে অপেক্ষা কোরো আর তারপরে আমাদের সাথে পঞ্চবটিতে ফিরে যাবে। তোমাকে আমার ঘরে পেলে ভারী আনন্দ পাবো যদিও একশ বছর আগেই পাওয়া উচিত ছিল। সতীর চলে যাওয়ায় যে শোক আর শূণ্যতা তৈরি হয়েছে, তুমি সাথে থাকলে তা সামাল দিতে সুবিধা হবে।'

বীরিনি হেসে কালীকে জড়িয়ে ধরলেন। 'মারে, তোর ঘরে থাকার জন্য আমাকে আরেকটা জন্ম অপেক্ষা করতে হবে যে।'

কালী চমকে উঠলেন। 'মা! ওই বুড়ো পাঁঠাটার অপরাধের জন্য তুমি শাস্তি পেতে যাবে কেন? তুমি আর দেবগিরিতে ফিরছো না!'

'হাস্যকর কথা বলিস না, কালী। আমি মেলুহার সাম্রাজ্ঞী। দেবগিরি যখন মরবে, তাই আমিও মরবো।'

'হতেই পারে না।' কালী চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কোনো কারণ নেই . '

'পঞ্চবটী ধ্বংস হওয়ার দিনে তুই কি পঞ্চবটী ছেড়ে যেতিস?'

কালী থম্ মেরে গেলেন। কিন্তু নাগরাণী অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন।

'ওটাতো একটা সম্ভাবনার প্রশ্ন, মা। যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল . '

বীরিনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাছা, যেটা গুরুত্বপূর্ণ হল সেটা হল ওই লোকটির পরিচয় জানা প্রয়োজন। যে তোমার বাবার এই ষড়যন্ত্রের রূপায়ণে সাহায্য করেছে। ষড়যন্ত্রীদের অনেকেই পালিয়েছে। ঘাতকরাও পালিয়েছে। তারা কাল এখানে মরবে। তোমায় ওদেরকে খুঁজে বের করা দরকার। ওদের শাস্তি দেওয়া দরকার'।

অধ্যায় ৫০

জ্ঞান ও সম্পদ রক্ষণ

পশ্চিমদিগন্তে অনেকক্ষণ হল সূর্য্যদেব অস্ত গিয়েছেন। তাম্রক্ষেত্রের এককোণে উঁচু সমতল ক্ষেত্রের পায়ের কাছের জমিতে কার্তিক, গোপাল ও ভগীরথ জড়ো হয়েছিলেন। দেবগিরির অন্য দুই ক্ষেত্র এবং শিবের সৈন্য শিবির কোন স্থান থেকেই এই স্থানটা দেখা যাচ্ছিলো না। কার্তিকের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পক্ষে স্থানটি ছিল সবচেয়ে ভালো।

দিবোদাসের অধীনস্থ জনা কুড়ি সৈন্য বল-অতিবল যুদ্ধের পর যারা কার্তিকের অন্ধ ভক্ত হয়ে গিয়েছিল তারা কার্তিকের সঙ্গে ছিল। এই সৈন্যরা একটা মোটা দড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিল। ধীরে ধীরে তারা মোটা দড়িটাকে ছাড়ছিল, দিবোদাসও তাদের সঙ্গে কাজ করছিল। দড়িটা একটা কপিকলের মধ্যে দিয়ে তাম্রক্ষেত্রের সীমা প্রাচীর টপকে অপর দিকে চলে গেছিল। দড়ির অপর প্রান্তে একটা কাঠের বড়ো খাঁচা বাঁধা ছিল। এই খাঁচার দ্বারা দশজন ব্রাহ্মণকে বহন করা হচ্ছিল। ওই দশজন তাদের পুঁথিপত্র এবং প্রয়োজনীয় জিনিসসহ খাঁচায় চেপে কার্তিকের কাছে নেমে আসছিল। এই বিষয়ে গোপনীয়তাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ নগর থেকে সোমরস তৈরির জ্ঞান বের করা নিষিদ্ধ ছিল, আর তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। সাবধানতার জন্য কাঠের খাঁচার সঙ্গে আরেকটা মোটা দড়ি বাঁধা ছিল। এই দড়িটা আবার দূর্গ প্রাচীরের মাথায় লাগানো আরেকটা কপিকলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দড়ির শেষ প্রান্তটা সূর্য্যবংশী সৈনিকদের হাতে ছিল যারা ছিল তাম্রক্ষেত্রের বেদীর ওপরে। তাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন পর্বতেশ্বর। দু দল সৈন্যই একই ছন্দে ও গতিতে দড়ি ছাড়ছিল যাতে খাঁচাটা ভালোভাবে মাটিতে এসে নামতে পারে। দুর্গ-প্রাচীরের কারণে পর্বতেশ্বরের পক্ষে খাঁচার গতি এবং

মাটি থেকে সেটা কত দূরে আছে দুটোই পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব ছিল। যদি ওপরে দড়ি ধরে থাকা সূর্য্যবংশী সৈন্যরা নিচে থাকা দিবোদাসের দলের সঙ্গে একই ছন্দে ও গতিতে কাজ না করে খাঁচার ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আর ফলত দুর্ঘটনা নিশ্চিত।

সেটা যাতে না ঘটে সেই কারণে অনেকটা দূরে ভগীরথ দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখান থেকে একই সাথে দিবোদাসের দল এবং ওপরে থাকা সূর্য্যবংশী দেখতে পাওয়া যায়। শুক্লপক্ষে চাঁদ তাকে এই কাজে সাহায্য করছিল। তার কাজ ছিল একটা নির্দিষ্ট ছন্দে পাখির মতো শীস্ দিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না কাঠের খাঁচাটা মাটি স্পর্শ করে। সৈনিকদের কাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি ছন্দ রক্ষকের ভূমিকা পালন করছিলেন।

ভগীরথের শিসের শব্দ থেমে যেতেই কার্তিক তাড়াতাড়ি জানতে পেল ব্যাপার কি?

দিবোদাস আর তার দল থামলো না বরং একই গতিতে দড়ি ছেড়ে চললো। দুর্গ প্রাচীরের ওপরে থাকা আদেশ মানতে অভ্যস্থ সূর্য্যবংশীরা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ভগীরথ শিস্ দেওয়া থামাতেই। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের খাঁচাটা ভারসাম্য হারিয়ে একপাশে ভীষণভাবে হেলে গেল।

'থামো!' ফিসফিস করে কার্তিক বললো।

দিবোদাস ও তার দল থামলো। সোমরস উৎপাদন স্থলের দশজন ব্রাহ্মণশুদ্ধ খাঁচা বিপজ্জনকভাবে বাতাসে দুলতে লাগলো। পড়ে গিয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণরা শান্ত থাকলেন গোপালের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে। কোন জোর শব্দই অন্য কারোকে সজাগ করে দিয়ে পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারতো।

কার্তিক জোরে দৌড়ে গেলেন ভগীরথের কাছে, যিনি নিজের ভাবনার জগতে মনে হয় হারিয়ে গিয়েছিলেন।

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ?'

ভগীরথ সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন ও শিস্ দিতে শুরু করলেন। সূর্য্যবংশীরা ধীরে ধীরে সমান গতিতে দড়ি ছাড়তে শুরু করলো আর কাঠের খাঁচা ভালোভাবে মাটি স্পর্শ করলো। খাঁচায় থাকা ব্রাহ্মণরা তাড়াতাড়ি

সুশৃঙ্খলভাবে বেরিয়ে এলেন।

এরপর দুটো দল যখন খালি খাঁচাকে দড়ি টেনে ওপরে তুলতে শুরু করলো, তখন আর শিসের প্রয়োজন হল না। ওপরে তোলার জন্য যা প্রয়োজন সেটা হল গতি। স্থিরতার প্রয়োজন ছিল না।

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ দয়া করে মন দিন, বহু মানুষের জীবন বিপন্ন।'

ভগীরথের মানসিক উদ্বেগের কারণ সম্পর্কে কার্তিক অবহিত ছিলেন। পর্বতেশ্বর দেবগিরি ছেড়ে যেতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মেলুহী প্রধান সেনাপতি তাঁর প্রিয় নগরের সঙ্গে নিজেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর ভগীরথের চরম হতাশা যে আনন্দময়ী তার স্বামীর সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আনন্দময়ীর এই সিদ্ধান্তে ভগীরথ আবেগ সহকারে মনপ্রাণ দিয়ে বাধা দিয়েছেন। তর্কবিতর্ক করে মিনতি করেছেন যাতে আনন্দময়ী পুর্নবিবেচনা করেন।

'তোমার কি মনে হয় যে পর্বতেশ্বর চান তুমি মরে যাও? আর আমার কি হবে? আমাকে এমন আঘাত দেওয়ার চেষ্টা কেন করছো তুমি? এতোটাই ঘৃণা করো আমাকে? তোমার ভাই আমি। আমি কি করেছি যে তুমি আমায় এমন করলে।'

আনন্দময়ী কেবল মৃদু হেসেছিলেন, ভালোবাসায় আর অশ্রুতে তার চোখ চিকচিক করে উঠেছিল। 'ভগীরথ তোর আত্মার প্রত্যেক তন্তু দিয়ে তুই আমায় ভালোবাসিস আর চাস যে আমি বেঁচে থাকি। তাই আমায় বাঁচতে দে। আমার জীবনের শেষ মুহূর্তের প্রত্যেক ক্ষণটা আমায় বাঁচার স্বাদ নিতে দে। যেভাবে আমি জীবনে বেঁচে থাকাকে বিশ্বাস করি। আমায় যেতে দে।'

ভগীরথ মাথাটা ঝাঁকালেন যেন মনে হল মনটা পরিষ্কার করে নিলেন, 'ক্ষমা করো, কার্তিক।'

কার্তিক এগিয়ে এসে ভগীরথের হাত ধরলেন 'সম্রাটপুত্র আপনার দিদি আপনার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করেছেন। আপনার পিতার চেয়ে অনেক ভালো সম্রাট হবেন আপনি।'

ভগীরথ বিরক্তিতে ফোঁস করে উঠলেন, তিনি আগেই জানতেন যে মেলুহী সেনাপতি ব্রকর অধীনস্থ-এর চন্দ্রবংশী সৈন্যবাহিনীকে দেবগিরির দিকে অগ্রসর

হতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তাঁর পিতা সম্রাট দিলীপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই সৈন্যরা বিশ্বাস করেছিল যে অযোধ্যার সম্রাট তাদের এক অনৈতিক কাজে যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিলেন, যেখানে তাদের পূর্বতন শত্রু মেলুহীদের পক্ষ নিয়ে তাদের নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হতো। ভগীরথ ইতিমধ্যে জেনেছিলেন ওই বাহিনীর একটা অংশ দেবগিরির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণের জন্য তার মত নেওয়ায় ব্যাপারে কিন্তু তিনি এসব গ্রাহ্যই করছেন না। তাঁর প্রিয় দিদিকে হারানোর আশঙ্কায় তিনি দারুণ বেদনায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন।

'কিন্তু আপনি জানেন একজন মহান সম্রাটের বৈশিষ্ট কি?' কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন।

ভগীরথ কার্তিকের দিকে তাকালেন।

'সেটা হল ব্যক্তিগত শোককে পাত্তা না দিয়ে নিজের কর্তব্যলক্ষে অটল থাকা। আপনার ভগ্নী ও ভগ্নীপতির জন্য শোক করার সময় আপনি পাবেন সম্রাটপুত্র ভগীরথ, কিন্তু এখন নয়। এখানে আপনিই একমাত্র যিনি নিশাচর পাখির মতো শিস দিতে পারেন এবং একদম আসলের মতো। আপনার বিফল হলে চলবে না।'

'হ্যাঁ, কার্তিকজী।' তার চেয়ে বয়সে ছোট কাউকে তিনি প্রথমবার জী সম্বোধন করলেন ভগীরথ।

কার্তিক অন্যদিকে ঘুরে বললেন 'এখানে এসো।'

একজন ব্রঙ্গ সৈন্য এসে দাঁড়ালো।

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ' কার্তিক বললো 'এই লোকটি এখানে থাকবে আর আপনার কাজে সাহায্য করবে।'

ভগীরথ আপত্তি করলেন না, কার্তিক তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে গোপালের কাছে গেলেন।

বাসুদেব প্রধানকে চিন্তিত দেখে কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন 'কি হলো পণ্ডিতজী?'

গোপাল একজন সূর্য্যবংশী সৈনিককে দেখিয়ে বললেন 'প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বর একটা বার্তা পাঠিয়েছেন, মহর্ষি ভৃগু নগর ছেড়ে যেতে প্রত্যাখ্যান করছেন।'

কার্তিক মাথা নেড়ে বললো 'মেলুহীরা মরার জন্য এতো বেশিরকম আগ্রহী কেন?'

'আমি কি করবো, মাননীয় কার্তিক?' সূর্য্যবংশী সৈনিক জিজ্ঞাসা করলো।

'আমাকে মহর্ষি ভৃগুর কাছে নিয়ে চলো।'

— ⋆ —
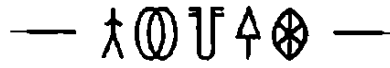
হোমের আগুন জ্বলছিল, তার শিখা রাতের অন্ধকারে যতটা আলো ছড়াতে পারে ততটা ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। সরস্বতী নদীতে এর প্রতিফলন আলো ছড়াতে সাহায্য করছিল। একটা জলচৌকিতে বাবু হয়ে চুপ করে বসেছিলেন গণেশ, মাংসল হাত দুটো হাঁটুর ওপর রেখে। আঙুলগুলো আহুতি দেওয়ার ভঙ্গিতে ছিল। সাদা ধুতি পরেছিলেন।

একজন নাপিত গণেশের মাথার চুল কামিয়ে দিচ্ছিলো। আর গণেশ মৃদু স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিল আর হোমের আগুনে একটু একটু করে ঘি ঢালছিলেন।

মাথার চুল পুরো কামানো হয়ে গেলে নাপিত তার সরঞ্জাম নামিয়ে রাখলো আর একটা কাপড় দিয়ে গণেশের মাথাটা মুছে দিল। তারপর একটা ছোট শিশি নিল যেটা আয়ুর্বতীর থেকে এনেছিল। ওই শিশিতে থাকা জীবাণুনাশক তরল হাতে খানিকটা ঢেলে নিয়ে গণেশের মাথায় ভালো করে লাগিয়ে দিল।

'হয়ে গেছে, প্রভু।'

গণেশ কোন সাড়া দিলেন না। হোমের আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বললেন 'উনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র, হে ভগবান অগ্নি। মনে রাখবেন যে আপনি ওনাকে গ্রহণ করেছেন, ওনার প্রতি ধ্যান দেবেন আর একদম সরাসরি স্বর্গে নিয়ে যাবেন, যেখান থেকে উনি এসেছিলেন। তিনি একজন দেবী ছিলেন, দেবী হয়েই আছেন এবং দেবী হয়েই থাকবেন, উনি দেবী মাতৃকা হয়ে থাকবেন।'

এটা ছিল শেষ রাত্রি যখন ক্লান্ত শিব কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে তাঁর সতীর কাছে ফিরে এলেন। পশুপতিঅস্ত্র প্রস্তুত। আর কয়েকটা মাত্র পরীক্ষার প্রয়োজন। তারা তাতে নিযুক্ত। শান্তি সম্মেলন স্থানটা পশুপতিঅস্ত্রের বিস্ফোরণের বহির্সীমার আওতার মধ্যেই পড়ছে, তাই পরদিন সকালেই সতীর দেহ তুষার বেদী থেকে সরানো হবে। কেউই যেটা সাহস করে বলতে চাইছিল না যে তুষার শীতল রাখবার মেলুহী পদ্ধতি ছাড়া সতীর দেহে পচন ধরতে শুরু করবে, আর তাই ওনাকে দাহ করা প্রয়োজন। এটা এমন একটা ব্যাপার যেটা শিব কল্পনাতেও আনতে চাইছিলেন না।

ভবনের ভেতরের কক্ষের দরজাটা খুললেন শিব, শীতল বাতাসের হঠাৎ ঝটকায় শরীর কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। দেখতে পেলেন যে তাঁর সন্তান, গণেশ তুষার বেদীর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তার মৃত মায়ের হাত ধরে। তার মাথা পরিষ্কারভাবে কামানো। নাগদের মানবপ্রভু পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মুখটা মায়ের কানের কাছে। সে মায়ের কানে ঋক বেদের মন্ত্র ফিসফিস করে পড়ছিল।

শিব গণেশের কাছে গিয়ে আলতো করে কাঁধে হাত দিলেন। পিতার দিকে ঘোরার আগে গণেশ অঙ্গবস্ত্র দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিল।

'মায়ের অভাব খুবই বোধ করছি বাবা।' শিবকে জড়িয়ে ধরে গণেশ বললো।

'আমিও . '

গণেশ কাঁদতে শুরু করলো 'প্রয়োজনের সঙ্গে থাকতে পারলাম না।'

'একা তুমিই নও, বাছা। আমিও তো সেখানে ছিলাম না। কিন্তু তার জন্য আমরা প্রতিশোধ নেবো।'

গণেশ অসহায়ভাবে ফোঁপাতে লাগলো।

'আমি ওদের প্রত্যেককে হত্যা করতে চাই। ওই নিষ্ঠুরগুলোর প্রত্যেককে এক এক করে মারতে চাই।'

'যে অশুভ শক্তি ওর জীবন কেড়ে নিয়েছে, আমরা তাকে শেষ করে ফেলবো।'

শিব ফোঁপাতে থাকা গণেশকে আলতো করে ধরেছিলেন। তিনি গণেশকে কাছে টেনে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে ফিসফিস করে কর্কশ স্বরে বললেন 'তা যে কোন মূল্যেই হোক না কেন।'

* * *

বীরভদ্র ও কৃত্তিকা রজত ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কৃত্তিকা বহুদিন দেবগিরিতে বাস করেছিল। আর সেখানকার বেশিরভাগ মানুষকেই সে চিনতো। তাই যারা নগরে থেকে যেতে চাইছিল তাদের সঙ্গে কথা বলে মত পাল্টানোর চেষ্টা করছিল, যাতে তারা নগর ছেড়ে চলে যায়।

'বীরভদ্র আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

বীরভদ্র ঘুরে দেখতে পেল যে পাশেই কালী আর পরশুরাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'বলুন, মহামাননীয়া রাণী।' বীরভদ্র বললো।

'গোপনে,' কালী বললো।

'অবশ্যই।' বীরভদ্র বললো। ওনাদের সঙ্গে যাওয়ার আগে সে আলতো করে কৃত্তিকাকে স্পর্শ করে গেল।

* * *

'বিদ্যুন্মালী?' থুতু ফেলে বীরভদ্র বললো। রাগে ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠলো।

'সেই মূল ষড়যন্ত্রকারী।' কালী বললেন। 'নগরে সে লুকিয়ে আছে। সাম্প্রতিক কোন মারামারিতে বাজে ভাবে আহত হয়েছে।'

পরশুরাম বীরভদ্রর কাঁধ স্পর্শ করে বললো, 'আমাদের নগরে প্রবেশ করতেই হবে ছোট দলে ভাগ হয়ে। আর ওকে খুঁজে বার করতে হবে।'

কালী নিজে ছুরিটা স্পর্শ করলেন। যেটা আঁকা বাঁকা করে খাঁজ কাটা। তাতে বিশেষ করে খুব যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতর সৃষ্টি হয়।

'আমাদের প্রয়োজন ওর মুখ দিয়ে কথা বার করা। যে হত্যাকারীরা পালিয়ে গেছে তাদের পরিচয় আমাদের জানতে হবে।'

'ওই কুত্তার বাচ্ছাটাকে খুব কষ্টদায়ক মৃত্যু বরণ করতে হবে।' বলে উঠলো বীরভদ্র।

'হ্যাঁ, ওর তাই হবে।' কালী বললেন। 'কিন্তু কথা বার করে নেওয়ার আগে নয়।'

পরশুরাম শপথ নেওয়ার ভঙ্গিতে ডান হাত সামনে বাড়িয়ে ধরলো, তালু মাটির দিকে। 'নীলকণ্ঠর নামে শপথ করলাম পরশুরামের হাতের ওপর হাত রেখে বীরভদ্র বললো 'শিবের নামে,' কালী সবার ওপরে তার হাত রেখে বললেন 'সতীর নামে।'

অধ্যায় ৫১

বেঁচে থাকুন, নিজের কর্ম করুন

'দেবগিরিতে ঢুকতে চাও? পাগল হলে নাকি?' কৃত্তিকা চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমি শিগ্‌গীর ফিরে আসবো, কৃত্তিকা। নগরে আইনকানুন ঠিকই চালু রয়েছে। মেলুহীদের ব্যবহার তো তুমি দেখেছোই।' বীরভদ্র যুক্তি দেখালেন।

'হতে পারে। কিন্তু বিদ্যুন্মালীর লোকেরা নির্ঘাৎ সড়কে সড়কে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওরা কি করতে পারে বলে তোমার মনে হয়? ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে?'

'ওরা আমায় দেখতে পাবে না, কৃত্তিকা।'

'যত্তসব বাজে কথা। দেবগিরির অধিকাংশই তোমায় প্রভু নীলকণ্ঠের বন্ধু হিসাবে চেনে।'

'আরে বাবা, দেখলে তো চিনবে। এতো গভীর রাত্রের ব্যাপার। জনসমক্ষের আড়ালেই থাকবো। কেউ দেখতে পাবে না।'

'অন্য কাউকে পাঠাচ্ছো না কেন?'

কেননা আমি আমার বন্ধুর জন্য এইটুকু যা করতে পারি। সম্রাটকন্যা সতীর প্রকৃত হত্যাকারী কারা তা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। বিদ্যুন্মালী সেটা জানে। এই শাস্তি নাটকটার আয়োজন ওই কার্যকর করেছে।'

'কিন্তু আমরা তো পুরো নগরটাই ধ্বংস করে দিচ্ছি। ষড়যন্ত্রীদের সবাই তো এমনিতেই মারা পড়বে।'

'কৃত্তিকা, হত্যাকারীর বেশিরভাগই পালিয়ে গেছে,' বীরভদ্র জানালেন। 'শুধুমাত্র

বিদ্যুন্মালী ছাড়া আর কেউ জানে না তারা কারা। আমরা এখন যদি ওদের পরিচয় না জানতে পারি তাহলে আর কখনোই জানতে পারবো না।'

কৃত্তিকা যুক্তি না খুঁজে পেয়ে অন্যদিকে তাকালেও গভীরভাবে বিচলিত বোধ করছিলেন। 'সম্রাটকন্যা সতীর মৃত্যুর জন্য আমিও তোমার মতোই ক্রুদ্ধ। কিন্তু ওই মারামারি কখনও না কখনও থামাতে তো হবে।'

'কৃত্তিকা, আমায় যেতে হবে।'

বীরভদ্র তাঁকে বিদায়চুম্বন দিতে গেলে কৃত্তিকা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বীরভদ্র তাঁর রাগের কারণ বুঝতে পারছিলেন। তাঁর সারা জীবনের আদর্শ মহিলাকে কৃত্তিকা হারিয়েছেন। তাঁর জন্মভূমি দেবগিরি ধ্বংস হতে চলেছে। তিনি আর স্বামীকেও হারানোর ঝুঁকি নিতে পারেন না। কিন্তু বীরভদ্রকে এটা করতেই হবে। সতীর হত্যাকারীদের শাস্তি পেতেই হবে।
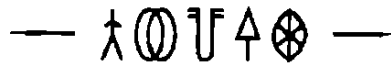
'পণ্ডিতজী,' কার্তিক হাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়ে মাথা নোয়ালো।

ভৃগু চোখ খুললেন। মহর্ষি তখন জনস্নানাগারের পাশের জমকালো ইন্দ্রমন্দিরে ধ্যান করছিলেন।

'প্রভু কার্তিক,' ভৃগু এত রাত্রে কার্তিককে দেবগিরিতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

'মহান মহর্ষি, আমাকে 'প্রভু' সম্বোধন করলেন আপনি! সে বয়স আমার হয়নি।' কার্তিক বললেন।

'মহান কাজ মানুষকে প্রভু বানায়—শুধুমাত্র তার বয়স নয়। সোমরস যাতে পুরোপুরি ধ্বংস না হয় সে ব্যাপারে তোমার চেষ্টার কথা আমি শুনেছি। ইতিহাস এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে। তোমার খ্যাতি যুগ যুগ ধরে মনে রাখা হবে।'

'আমি নিজের খ্যাতির জন্য কাজ করছি না, পণ্ডিতজী। আমার কর্তব্য বাবার উদ্দেশ্যের প্রতি সৎ থাকা। মা আমায় যে কাজ করাতে চাইতেন সেটা করাই আমার কর্তব্য।'

ভৃগু হাসলেন। 'আমার মনে হয় না এখানে আসাটা তোমার মা চাইতেন। আমার মনে হয় না যে তোমার মা চাইতেন যে তুমি আমায় বাঁচাও।'

'মানতে পারছি না,' কার্তিক বলে উঠলেন। 'আপনি মানুষ ভালো। শুধু ভুল পক্ষ বেছে নিয়েছেন এই যা।'

'আমি শুধু যে এই পক্ষ বেছে নিয়েছি তা নয়। নেতৃত্ব দিয়ে এদের যুদ্ধেও লিপ্ত করেছি। আর আমার ধর্ম এর সাথে আমার ধ্বংস হওয়াটা দাবী করে।'

'কেন?'

আমার নেতৃত্বে থাকা পক্ষ যদি অপরাধ করে, তবে তার মূল্য তো আমাকে চোকাতেই হবে। যদি নিয়তি এটাই নির্ধারণ করে যে যারা সোমরসকে সমর্থন করেছে তারা পাপী, তাহলে সোমরসও অবশ্যই অশুভ শক্তি। আমিই ভুল করেছিলাম। আর আমার শাস্তি হল মৃত্যু।'

'এটা কি একটা সহজ পথ বাছা হয়ে যাচ্ছে না?'

ভৃগু অপমানজনক ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ হয়ে কার্তিকের দিকে চাইলেন।

'পণ্ডিতজী, তাহলে আপনি মনে করেন যে আপনি একটা ভুল করেছেন।' কার্তিক বললেন। 'নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় তাহলে কি? মৃত্যুর মাধ্যমে নিষ্কৃতি পাওয়া? না কি ভুল কাজকে সংশোধন করে কর্মের ভারসাম্য রক্ষা করা?'

'আমি আর কি করতে পারি? সোমরস যে অশুভ শক্তি তা আমি মেনে নিয়েছি। এখন তো আমার আর কিছু করার নেই।'

'পণ্ডিতজী, আপনার মধ্যে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে।' কার্তিক বললেন। 'সোমরস আপনার উৎকর্ষের একমাত্র বিষয় নয়। জগতের কি প্রভু ভৃগুর সংহিতা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত?'

'আমার জ্ঞানে কেউ আগ্রহী বলে আমার মনে হয় না।'

'সেটা ঠিক করার দায় তো ভবিষ্যৎ-এর। আপনার শুধু নিজের কর্তব্য করা উচিত।'

ভৃগু চুপ করে গেলেন।

'পণ্ডিতজী, আপনার জ্ঞান বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়াই আপনার কর্ম,' কার্তিক বললেন। 'অন্যেরা শুনবে কি শুনবে না সেটা তাদের কর্ম।'

ভৃগু মাথা নাড়লেন। একটা বিমর্ষ হাসি তাঁর মুখভঙ্গীকে কোমল করে তুললো। 'নীলকণ্ঠপুত্র, তুমি বলো বেশ ভালোই। কিন্তু আমি এমন একটা পক্ষকে সমর্থন করেছি যেটা অশুভ শক্তি হয়ে উঠেছে। সেই অপরাধের জন্য আমার মরাই উচিত। এই জীবনে আমার আর কোনো কর্ম বাকী নেই। আমাকে পুনর্জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেউ কুকাজ করে কর্মচক্র আটকে রাখতে পারে না। নিজের অপরাধের শাস্তি হিসাবে এই জগৎ থেকে নিজেকে নির্বাসিত করবেন না। তার বদলে এখানে থেকে কিছু ভালো কাজ করুন যাতে আপনার কর্মকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন।'

ভৃগু চুপচাপ কার্তিকের দিকে চেয়েছিলেন।

'যা হয়ে গেছে তা তো আর কেউ খণ্ডাতে পারে না। কিন্তু সময়ের অবিরাম অগ্রগতিতে নিজের প্রায়শ্চিত্তের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, পালিয়ে যাবেন না। এ জগতে থেকে নিজের কর্ম করুন।'

ভৃগু হাসলেন। 'তোমার বয়সের তুলনায় তুমি খুবই বুদ্ধিমান।'

'আমি শিব ও সতীর ছেলে,' কার্তিক হাসলেন। 'গণেশের ছোট ভাই আমি। মালী ভালো হলে ফুল তো ফুটবেই।'

গর্ভগৃহের ভেতরে থাকা প্রভু ইন্দ্রের মূর্তির দিকে ফিরলেন ভৃগু। অসুর রাজ বৃত্তের হত্যাকারী মহান দেবতা বজ্র হাতে দ্যুতিমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভৃগু হাত জড়ো করে প্রণাম জানিয়ে মাথা ঝোঁকালেন। ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন তিনি।

তারপর মহর্ষি কার্তিকের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললেন, 'সংহিতা . '।

'ভৃগুসংহিতা। পণ্ডিতজী, জগৎ আপনার বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে লাভবান হবে। আমার সাথে আসুন। এখানে বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করবেন না।' কার্তিক বললো।

— ⳩ —

সূর্য শেষবারের মতো দেবগিরির আকাশে উঠলো। পশুপতিঅস্ত্র প্রস্তুত। নগরের প্রধান দ্বার বন্ধ করার পর শিবের সেনাদের বলা হয়েছে সুরক্ষা রেখার বাইরে যেতে যাতে বিকীরণের আওতা থেকে দূরে থাকা যায়। দেবগিরির ভেতরে যারা থেকে গিয়েছে তাদের আত্মীয়রাও দূরে চন্দ্রকেতুর ব্রঙ্গদের তত্ত্বাবধানে দূরে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। নিজেদের যেসব প্রিয়জনদের নগরে ফেলে এসেছে তাদের আত্মার জন্য তারা ক্রমাগত প্রার্থনা করে চলেছে।

মহর্ষি ভৃগু ও অন্য আরো তিনশো লোক যারা সোমরসের রহস্য জানতো, তাদের সাফল্যের সাথে আগের দিন রাত্রে দেবগিরি থেকে বের করে আনা হয়েছে। তাদের এখন দেবগিরির আড়াই ক্রোশ উত্তরে দিবোদাস ও তার সৈন্যদের সতর্ক প্রহরায় একটা অস্থায়ী পণ্য ভাণ্ডারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কার্তিকের ইচ্ছা তাঁর বাবার রাগ পড়লে তখন তাঁকে ভৃগু ও অন্যদের ব্যাপারে জানাবেন।

শান্তি সম্মেলন ভবন খালি পড়ে আছে। নন্দী ও অন্যান্য জীবিত দেহরক্ষীদের সাবধানে শিবের রণতরীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তারা সর্বক্ষণ আয়ুর্বতীর অধীনে থাকা চিকিৎসকদলের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

শিবের ভুরুর উপরের কালচে লাল চিহ্নটা নিয়ে আয়ুর্বতী চিন্তায় আছেন। আগেও, বিশেষত শিব যখন রেগে যেতেন, তখন এই চিহ্ন অনেকবারই ফুটে উঠেছে। কিন্তু এতদিন ধরে থেকে যাওয়াটা আগে প্রায় হয়নি বললেই চলে। শিব অবশ্য আয়ুর্বতীর চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন।

শিব, কালী, গণেশ ও কার্তিক সতীর দেহকে আস্তে আস্তে রণতরীর একটা বিশেষভাবে প্রস্তুত কক্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আরেকটা তুষার খণ্ডের ওপরে অতি সাবধানে তাঁর মৃতদেহ রাখা হয়েছে।

শিব আলতো করে সতীর মুখে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'সোনা, দেবগিরি তার অপরাধের শাস্তি পাবে। তোমার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।'

শিব পিছিয়ে আসতে সৈন্যরা উপরে আরেকটা তুষারের চারকোণা খণ্ড চাপিয়ে সতীর দেহকে পুরোপুরি ঢেকে দিল।

শিব, কালী, গণেশ ও কার্তিক শেষবারের মতো সতীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঘুরে রণতরী থেকে বেরিয়ে এলেন। গোপাল ও শিবের সেনাবাহিনীর রাজারা

বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন।

শিব ঘুরে রণতরীর আধিকারিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। সৈন্যেরা রণতরীর দাঁড় টানার জায়গায় গিয়ে উঠলো। সেটাকে সরস্বতী নদীর অনেকটা ভেতরে বেয়ে নিয়ে যাওয়া হবে—পশুপতিঅস্ত্রের বিস্ফোরণের বাইরে পরিধির থেকে বহু দূরে।

'অস্ত্র প্রস্তুত, প্রভু নীলকণ্ঠ,' তারা বললেন।

শিব অনুভূতিহীন চোখ তুলে বিষণ্ণ গোপালের দিকে তাকালেন। তারপর তারার দিকে ফিরে বললেন, 'যাওয়া যাক।'

— ⚹ —

তখন দ্বিতীয় প্রহরের চতুর্থ ঘন্টা। দেবগিরি ধ্বংসের ঘন্টাখানেক বাকী। বীরিনি পর্বতেশ্বরের দরজায় টোকা দিলেন। কোনো সাড়া নেই। পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ী হয়তো ঘরে একাই আছেন।

বীরিনি দরজা ঠেলে খুলে ঘরের ভেতরে পা বাড়ালেন। বাইরের বারান্দা পার হয়ে মূল বারান্দার ভেতরে এলেন তিনি।

'সেনাপ্রধান!' বীরিনি ডাক দিলেন। কোনো সাড়া নেই।

'সেনাপ্রধান!' বীরিনি এবার আরেকটু জোরে ডাক দিলেন। 'আমি, মেলুহার সাম্রাজ্ঞী।'

'মাননীয়া সাম্রাজ্ঞী!'

বীরিনি উপরে তাকিয়ে দেখলেন বিস্মিত পর্বতেশ্বর উপরতলার বারান্দা থেকে অবাক হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন। চুল এলোমেলো। অঙ্গবস্ত্র দ্রুত কাঁধে চাপানো।'

'ভুল সময়ে এসে থাকলে দুঃখিত, সেনাপ্রধান।'

'না না দেবী,' পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন।

'আসলে আমাদের হাতে তো আর বেশি সময় নেই। আপনাকে কিছু বলার ছিল আর কি।' বীরিনি বললেন।

'এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন দেবী। আমি নেমে আসছি।'

'নিশ্চয়ই,' বীরিনি সায় দিলেন।

বীরিনি বারান্দার বাইরের বিশাল প্রতিক্ষালয়ে গিয়ে একটা সুখাশনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই পর্বতেশ্বর নিষ্কলঙ্ক সাদা ধুতি আর অঙ্গবস্ত্র পরে ঘরে ঢুকলেন। চুল তার ঠিকঠাক ভাবে আঁচড়ানো। তাঁর পেছনে আনন্দময়ীর দেহেও বিশুদ্ধতার প্রতীক শ্বেতবস্ত্র।

বীরিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'না, না দেবী, আপনি বসুন,' পর্বতেশ্বর বললেন।

বীরিনি আবার আসন গ্রহণ করতে, পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ীও তাঁর পাশে বসলেন।

'দেবী, আপনি কি নিয়ে কথা বলতে চান?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

বীরিনি যেন সামান্য ইতস্তত করছিলেন। তারপর তিনি আনন্দময়ী ও পর্বতেশ্বরের দিকে হেসে তাকালেন। 'আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিতে চাই।'

'আমাদের ধন্যবাদ?' বিস্মিত পর্বতেশ্বর আনন্দময়ীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বীরিনির দিকে তাকালেন। 'কিসের জন্য ধন্যবাদ, দেবী?'

'দেবগিরির উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য,' বীরিনি বললেন।

পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ী চুপ করে রইলেন। তাঁদের মুখভঙ্গীতে হ্যাবাচ্যাকা ভাবে ফুটে উঠেছিল।

'দেবগিরি শুধুমাত্র একটা বাহ্যিক গড়ন নয়,' বীরিনি চারদিকে হাত দেখিয়ে বললেন। দেবগিরি বেঁচে থাকে তার জ্ঞান, দর্শন ও আদর্শের মধ্যে। আমাদের বিদ্বজ্জনদের রক্ষা করে আপনি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন।'

পর্বতেশ্বর অস্বস্তিতে পড়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি যে আইন ভেঙে সোমরস উৎপাদনশালায় কাজ করা বৈজ্ঞানিকদের বাঁচিয়েছেন তা তিনি কিভাবে খোলাখুলি স্বীকার করবেন? 'দেবী, আমি কিন্তু . '

বীরিনি হাত তুললেন। 'প্রভু পর্বতেশ্বর, আপনার ব্যবহার সারা জীবন

উল্লেখযোগ্য থেকেছে। জীবনের শেষ দিনে মিথ্যা বলে সেটা আর নষ্ট করবেন না।'

পর্বতেশ্বর হাসলেন।

'আপনি যাদের বাঁচিয়েছেন তারা যে শুধু সোমরস জ্ঞানের ভাণ্ডার তাই নয়, তারা আমাদের এই মহানভূমির জ্ঞানের মিলিত ভাণ্ডারও বটে। তাঁরাই আমাদের দর্শন ও আদর্শের রক্ষক। তারাই আমাদের উত্তরাধিকার বাঁচিয়ে রাখবে। এর জন্য দেবগিরি ও মেলুহা চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।'

'ধন্যবাদ, দেবী,' অস্বস্তিতে পড়া স্বামীর হয়ে আনন্দময়ীও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন।

'আমার স্বামীর অপরাধের জন্য আপনারা দুজনেই মৃত্যুবরণ করছেন এটা খুবই খারাপ লাগছে,' বীরিনি বললেন। 'মহর্ষি ভৃগু ও আমাদের বিদ্বজ্জনদেরও এর জন্য ভুগতে হলে খুবই শোচনীয় ব্যাপার হতো।'

'দেবী, আমার মনে হয় আসলে আপনার স্বামীর অপরাধের জন্য আপনার ভোগাটাই প্রকৃত 'অন্যায় হচ্ছে,' আনন্দময়ী বললেন। 'আপনার স্বামী ভালো সম্রাট না হতে পারেন, কিন্তু আপনি চমৎকার সাম্রাজ্ঞী ছিলেন।'

'না, ওটা ঠিক নয়। তাই যদি হতো তাহলে আমি স্বামীর পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁর বিরোধিতা করতাম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ একসাথে বসে থাকার পর, বীরিনি কাঁধ সোজা করে চলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। 'সময় কমে আসছে,' তিনি বললেন। 'অন্তিম যাত্রার ব্যবস্থাপনা করা এখনো বাকী। আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ। আসুন, পরস্পরকে বিদায় জানাই। শেষবারের মতো।'

অধ্যায় ৫২

বটবৃক্ষ

দক্ষ নিজের কক্ষে শান্ত হয়ে বসেছিলেন। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন মৃত্যুর জন্য। দরজার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলেন এত সকালে বীরিনি কোথায় গেল।

সেও কি আমাকে ফেলে চলে গেল।

মৃত্যু এগিয়ে আসছে, তিনি অন্তত নিজের কাছে সর্বান্তকরণে সৎ ছিলেন। বীরিনিকে দোষ দেবেন না, যদি সে চলেও যায়।

দক্ষ গভীর একটা শ্বাস নিলেন, চোখের জল মুছলেন আর জানলার দিকে আবার দৃষ্টি ফেরালেন, দূরে থাকা বটগাছটার দিকে তাকালেন। অসাধারণ গাছ এটা। কয়েকশ বছর বয়স হবে, এমনকি দক্ষর চেয়ে বয়সে বড়ো। যতদিনের স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে ততদিন থেকেই এই গাছের স্মৃতি মনে আঁকা আছে। এর তখনকার আকারের কথা মনে করলেন, যখন তিনি নিজেও তরুণ ছিলেন। আর বাস্তবে যে ব্যাপারে তিনি সবসময় বিস্মিত হয়ে থাকেন যে, এই গাছের বেড়ে ওঠা কখনো বন্ধ হয় না। শাখা প্রশাখাও বহূদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, আর যখন তারা খুব বেশি দূরে বিস্তার লাভ করে তখন সরু নলখাগড়ার মতো শেকড় নামায় মাটিতে, মাটিতে নেমে আসা শেকড় তারপর পরিণত হয়ে ওঠে। মাটির গভীরে নিজেদের আটকে নেয়। মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং গুচ্ছভাবে বেড়ে ওঠে। এবং আরেকটা কাণ্ড সদৃশ আকার নেয়। এরপর তারা আবারও শাখাপ্রশাখা বিস্তারে সাহায্য করে তাদের জনককে. কয়েক দশক পরে সেখানে এত বেশি নতুন কাণ্ডের সৃষ্টি হয় যে তখন বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় কোনটা মূল কাণ্ড ছিল। দক্ষর জন্মের সময় এটা একটাই গাছ ছিল। এখনও এটা তাই আছে কিন্তু

এতো বিশাল আকার ধারণ করেছে যে জঙ্গল বলে মনে হবে।

দক্ষ জানতেন বিশাল বটগাছকে সব ভারতীয়ই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। ভারতে এই গাছকে পবিত্র বলে মানা হয়। একটা গাছ, যে নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সব কিছুই অপরের জন্য ব্যয় করে। একটা পরিবেশতন্ত্র তৈরি করে। যাতে বহু পশু ও পাখী প্রতিপালিত হয়। এর সুরক্ষিত ছায়ায় অসংখ্য গুল্ম ও ঝোপঝাড় বেড়ে উঠে। সবচেয়ে ভয়ংকর ঝড়ের মুখেও এ অটল থাকে। ভারতীয়রা বিশ্বাস করেন যে পূর্বপুরুষের আত্মা এমনকি দেবতারাও এই বটগাছে বাস করেন।

দেবগিরির বেশিরভাগ নাগরিকদের কাছে এই বিশাল গাছটা আদর্শ জীবনের প্রতিভু। তারা একে পুজো করে।

যদিও এই বিষয়ে দক্ষর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন।

খুব কম বয়সে তিনি লক্ষ করেছিলেন যে বটগাছের কোনো চারা তার জনক গাছের আশেপাশে বেড়ে ওঠে না এমনকি জন্মায়ও না। এই গাছের শেকড় খুবই শক্ত; অন্য বটগাছের কোন চারা তার চৌহদ্দির মধ্যে শেকড় বিস্তার করার কোনরকম চেষ্টা করতে গেলেই সে মুচড়ে ঠেলে তাকে সরিয়ে দেয়। নতুন চারার পক্ষে বেঁচে থাকতে হলে তার জনকের থেকে বহূদূরে চলে যেতে হবে।

আমার পালানো উচিৎ ছিল।

এক বিশেষ ধরনের বোলতার সাহায্যে বটগাছের পরাগ সংযোগ হয়। কিন্তু বটগাছ ওই ছোট্ট পোকাকে চরম মূল্য প্রদান করে, যে পোকা তার প্রজননে সহায়তা করে, সে বোলতাটাকে মেরে ফেলে; নির্মমভাবে মারে। পোকাটাকে কুঁচিকুঁচি করে ফেলে। এই বিষয়ে দক্ষর ব্যাখ্যা হল: বটগাছ তার বংশধরের প্রতি এতোই ঘৃণা পোষণ করে তাই যে দয়ালু বোলতা তার চারাকে জীবনদান করেছে তাকে সে হত্যা করে।

একজন অবহেলিত শিশুর কল্পনা হল; বটগাছের দানশীলতা অন্যের জন্য রাখা থাকে। সে নিজের সন্তানের প্রতি মনোযোগ দেয় না। যেকোন ভাবেই হোক নিজের সন্তানের ক্ষতি করে। সেই কারণে বটগাছের দিকে প্রত্যেক ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেও দক্ষ বটগাছকে ভীতি ও ঘৃণার চোখে দেখেন। নিজের জীবনে কেবল একটাই বটগাছ ছিল না যার জন্য তিনি সন্ত্রস্ত ছিলেন, তাঁর জীবনে বটগাছের

মতো আরেকজন ছিল: তাঁর পিতা।

বিষের তীব্রতার মতো তিনি নিজের পিতাকে ঘৃণা করতেন; কিন্তু মনের গভীরতর স্তরে হয়তো ভালোবাসা ও তার পিতার ক্ষমতার জন্য শ্রদ্ধাও রাখা ছিল। বটগাছের সাহসী চারাগাছের মতো তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে পিতার মতো তিনিও মহান হতে পারেন। এই চাপের বোঝা তিনি সারাজীবন বয়েছেন। কিন্তু একবারের জন্য তিনি পিতার মুঠির বাঁধন থেকে নিজেকে শৃংখলামুক্ত করতে পেরেছিলেন। যখন অসাধারণ সুন্দর কিছু মুহূর্ত মুক্তভাবে থাকতে পেরেছিলেন। সেই দিনটার কথা খুব পরিষ্কার ভাবে মনে আছে। সে বহুদিন আগের ঘটনা; একশ বছরেরও আগেকার।

সতী মাইকা গুরুকুল থেকে সবে ফিরে এসেছে; একগুঁয়ে আদর্শবাদী ষোলো বছরের এক কিশোরী। নিজের চরিত্র অনুযায়ী একজন অভিবাসী মহিলাকে একদল হিংস্র বুনো কুকুরের দলের আক্রমণের থেকে বাঁচাতে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দক্ষ ভালোভাবেই মনে করতে পারেন যে পর্বতেশ্বর ও তিনি সতীকে উদ্ধার করার জন্য দৌড়ে গেছিলেন। তার আরোও মনে আছে কুশলী যোদ্ধা না হওয়া সত্ত্বেও পর্বতেশ্বরের সহায়তায় বীরের মতো লড়াই করে কুকুরদের হটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যেগুলো তার কন্যাকে মেরেই ফেলত। সেই সাংঘাতিক লড়াইতে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ চিকিৎসকের দল তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছিল। পর্বতেশ্বর ও সতীর আঘাত ওপর ওপর ছিল তাই তাড়াতাড়ি তাদের শুশ্রূষা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দক্ষ জানতেন যেহেতু লড়াইয়ের একেবারে মাঝখানে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। তার আঘাত ছিল সবচেয়ে গুরুতর। চিকিৎসক আধিকারীক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাকে আউরালয়ে নিয়ে যেতে যাতে আরো বড়ো চিকিৎসকরা তাকে দেখতে পারেন। যদিও প্রচুর রক্তপাতের কারণে পথেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ছিলেন।

যখন সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছিলেন নিজেকে আউরালয়ে আবিষ্কার করেছিলেন। মনে পড়ে যে নগণ্য একজন অভিবাসী মহিলাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য সতীকে তিরস্কার করেছিলেন। পরে যখন নিজের

ঘরে আরোগ্য লাভ করছিলেন, বীরিনিকে বলেছিলেন সতীকে আনতে। ওর সঙ্গে ভাব করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চান এখনি। কিন্তু সতীকে আনতে পারার আগেই দক্ষর পিতা ব্রহ্মনায়ক ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন চিকিৎসক, যিনি দক্ষের চিকিৎসা করছিলেন।

ব্রহ্মনায়ক, মেলুহার একজন শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা, দক্ষকে বিদ্রূপ করেছিলেন যে কয়েকটা মাত্র কুকুরের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সে নিজেকে এতো বাজেভাবে আহত করে ফেলল কিভাবে। চিকিৎসক গোপনে কথা বলার অছিলায় ব্রহ্মনায়ককে বার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দক্ষকে অতিরিক্ত মানসিক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। যেই ব্রহ্মনায়ক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অমনি বীরিনি বারবার অনুরোধ করতে থাকলেন, আগেও যা বহুবার করেছেন। সেটা হল মেলুহা থেকে পালিয়ে পঞ্চবটিতে গিয়ে দুই মেয়ে কালী আর সতীকে নিয়ে বাস করা

'দক্ষ আমায় বিশ্বাস করো,' বীরিনি বললেন। 'পঞ্চবটিতে আমরা সুখে থাকবো। যদি অন্য কোন স্থান থাকতো যেখানে কালী ও সতী দুজনকেই নিয়ে থাকতে পারতাম। আমি তাহলে তার কথাই বলতাম কিন্তু তেমন কোন অন্য স্থান নেই।'

হয়তো বীরিনি ঠিক, আমি এই বুড়োর কবল থেকে বেরোতে পারি। আমরা সুখীও হতে পারবো। এছাড়াও সতীই আমার একমাত্র সঠিক বংশধর। বীরিনির দুষিত আত্মা কালীর জন্ম দিয়েছে। ওদের রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু তার পিতা প্রতিদিন অপমানিত হচ্ছে সেটা দেখার দূর্ভাগ্য থেকে সতীকে আমি রক্ষা করতে পারবো। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাই আমার ভালোবাসার যোগ্যা।

গভীর শ্বাস নিয়ে দক্ষ বললেন, 'কিন্তু কেমন করে? '

'সেটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি সব ব্যবস্থা করবো। কেবল বলো হ্যাঁ, আগামীকাল তোমার পিতা করচপতে যাচ্ছেন। তুমি এতটা আহত নও যে দূরে যাত্রা যে পারবে না, উনি টের পাওয়ার আগেই আমরা পঞ্চবটি পৌঁছে যাবো।

দক্ষ বীরিনির দিকে তাকিয়ে রইলেন 'কিন্তু . '

'বিশ্বাস রাখো, দয়া করে বিশ্বাস রাখো। এটা আমাদের ভালোর জন্যই করা।

জানি তুমি আমায় ভালোবাসো। জানি নিজের মেয়েকে তুমি ভালোবাসো, জানি যে মনের গভীরে তুমি আর কোন কিছুকেই গুরুত্ব দাও না। শুধু বিশ্বাস রাখো।'

হয়তো এটাই আমাদের প্রয়োজন।

দক্ষ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

বীরিনি হাসলেন, ঝুঁকে স্বামীকে চুমু খেলেন। 'আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলবো'।

বীরিনি ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একার এই মুহূর্তটায় দক্ষ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নিজেকে হালকা, দুর্ভাবনাহীন লাগলো। নিজেকে মনে হল একেবারে মুক্ত।

সবকিছু ঘটছে কোন কারণের জন্য, হয়তো কুকুরদের সঙ্গে এই লড়াইটাও। পঞ্চবটিতে আমরা সুখে থাকবো। পিতার থেকে দূরে চলে যাবো আমরা। ওই দানবটার কবল থেকে আমরা মুক্ত হবো। নিকুচি করেছে মেলুহার। চুলোয় যাক সিংহাসন। এগুলোর কোনটাই চাইনা। আমি কেবল আনন্দ চাই। আমার সতীর সঙ্গে থাকতে চাই আর তার যত্ন ও দেখাশোনা করতে চাই। এছাড়া বীরিনি ও কালীর প্রতিও ধ্যান দিতে চাই। আমি ছাড়া আর কে আছে ওদের।

লক্ষ্য করলেন কাঠের তৈরি বসার আসনে বীরিনির জপে মালা রয়েছে। আর সেখানে ছিল বাঘ নখ, যেটা সতী হারের ঝুলন্তক করে পরতো। ওটা নিশ্চয় কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় পড়ে গেছিল আর বীরিনি সেটা উদ্ধার করে রেখেছে ছোট মেয়েকে দেবে বলে। বাঘের নখেতে রক্তের দাগ দেখলেন, নিজের মেয়ের রক্ত, আবার তার চোখ জলে ভরে গেল।

আমি কখনোই আমার পিতার মতো হবো না। সতীর প্রতি যত্নবান হবো। প্রত্যেক পিতা যেমন তার সন্তানকে ভালোবাসে ওকে তেমনই ভালোবাসবো। লোকসমক্ষে ওকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবো না। যে সব গুণ ওর মধ্যে নেই, তার জন্য উপহাস করবো না কখনো। বরং ওর মধ্যে যে সব গুণপনা রয়েছে প্রাণপনে সেগুলো আগলে রাখবো। নিজের স্বপ্ন অনুযায়ী মুক্তভাবে ও জীবনযাপন করবে। আমার স্বপ্ন ওর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবো না। ও যে রকমের তার জন্যই ওকে ভালোবাসবো; আমার চাওয়া অনুযায়ী ওর যেমন হওয়া উচিত তার জন্য নয়।

নিজের আহত দেহের দিকে তাকিয়ে দক্ষ মাথা নাড়লেন।

এক অভিবাসী মহিলাকে রক্ষা করার জন্যই এসব! সময়ে সময়ে সতী খুবই ছেলেমানুষী করে ফেলে। কিন্তু ওতো ছেলেমানুষই, ওর প্রতি চিৎকার করা উচিৎ হয়নি। উচিৎ ছিল শান্তভাবে বোঝানো। আমায় ছাড়া ও আর কাকেই বা শ্রদ্ধার চোখে দেখবে।

ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল আর সতী ঢুকলেন দেখে অসন্তুষ্ট মনে হল; হয়তো রেগেই আছেন।

দক্ষ মৃদু হাসলেন।

একেবারেই ছেলেমানুষ।

'এখানে আয়, মা আমার' দক্ষ বললেন।

ইতস্তত ভাবে সতী কাছে এগিয়ে এলেন।

'আরো কাছে আয় সতী।' হেসে বললেন দক্ষ। 'আমি তোর বাবা, খেয়ে ফেলবো না তোকে।'

সতী আরো কাছে এগিয়ে এলেন। কিন্তু তার মুখে সঙ্গত কারণে হওয়া রাগের প্রতিফলন তখনও দেখা যাচ্ছিলো।

প্রভু রাম সদয় হন! মেয়েটা এখনো ভাবছে আমাদের সবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন নগণ্য অভিবাসী মহিলাকে রক্ষা করে ঠিকই করেছে।

দক্ষ এগিয়ে গিয়ে সতীর হাত ধরলেন, শান্তভাবে বলতে লাগলেন, 'সোনা আমার, আমার কথা শোন। আমি তোকে গুরুত্ব দিই, আমার বুকের মাঝে তোর জন্য সবচেয়ে ভালোটাই রাখা আছে। ওই অভিবাসীর জন্য তোর জীবনের ঝুঁকি নেওয়াটা বোকামো ছিল। কিন্তু মানছি যে আমার বকুনি দেওয়া উচিৎ হয়নি . ’

যেই দরজা খুলে গেল হঠাৎ করে, আর ব্রহ্মনায়ক ভেতরে ঢুকে পড়লেন, দক্ষ চুপ করে গেলেন। সতী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিলেন আর ঘুরে ব্রহ্মনায়কের দিকে তাকালেন, বাবার দিকে পেছন ফিরে।

'আহ!' ব্রহ্মনায়ক বললেন, তাঁর মুখের গাম্ভীর্য ভেঙে সুন্দর হাসি খেলে গেল মুখে। তিনি এগিয়ে গিয়ে সতীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'অবশেষে আমার

একজন বংশধরের ধমনীতে আমার রক্ত বইছে!'

ব্রহ্মনায়কের দিকে সতী সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়েছিল। তার চোখের দৃষ্টিতে বীর-বন্দনা। দক্ষ পিতার দিকে তাকিয়েছিলেন একজন অক্ষমের রাগের দৃষ্টি নিয়ে।

'আমি শুনেছি যে তুমি কি কাণ্ড করেছো।' ব্রহ্মনায়ক সতীকে বললেন। 'যাকে এমনকি চেনো না তেমন একজন মহিলাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছো। সে কেবল নীচুজাতের একজন অভিবাসী।'

সতী লজ্জিত হয়ে হেসে বললেন 'ওটা তেমন কিছু নয়, মহামান্য।'

ব্রহ্মনায়ক মৃদু হেসে সতীর গাল থাবড়ে দিয়ে বললেন 'তোমার কাছে আমি ''মহামান্য'' নই। সতী আমি তোমার ঠাকুরদাদা।' সতী হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'তোমার জন্য আমি গর্বিত সোনা মা।' ব্রহ্মনায়ক বললেন।

'তোমায় মেলুহী বলতে পেরে আমি গর্বিত। তোমায় আমার পৌত্রী বলতে সম্মানিত বোধ করছি।'

এতে সতীর মনটা হালকা হতে তার মুখের হাসি বাড়লো। সতী ভাবলেন যে আসলে তিনি ঠিক কাজই করেছিলেন। নিজের ঠাকুর্দাকে আরেকবার তিনি জড়িয়ে ধরলেন।

ব্রহ্মনায়ক ঝুঁকে তাঁর কিশোরী হয়ে ওঠা নাতনীর কপালে চুমু খেলেন। তারপর দক্ষর দিকে ঘুরলেন। মুখের হাসি সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল। গোপন না করা অবজ্ঞার সুরে তিনি পুত্রকে বললেন 'কাল ভোরে আমি করচপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। আর অনেকদিনের জন্যই যাচ্ছি। তুমি যেগুলোকে বলছো আঘাত, মনে হয় সেগুলো থেকে সেরে উঠতে যথেষ্ট সময়ই পাবে। যখন ফিরে আসবো তখন তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে কথা বলবো।'

রাগে ফুটতে থাকা দক্ষ ব্রহ্মনায়ককে উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ব্যাপারটা কি ঘটলো ভেবে ব্রহ্মনায়ক মাথা নাড়লেন আর চোখ ঘুরিয়ে বিস্ময়

প্রকাশ করলেন। এরপর সতীর মাথায় হালকা চাপড় মেরে বললেন, 'ফিরে এসে দেখা হবে, সোনা মা'।

'হ্যাঁ দাদু।'

এরপর ব্রহ্মনায়ক দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন.

দক্ষ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাঁচা গেল। আপনার থেকে এবার নিস্তার পাবো, পশু একটা! আমার আদরের মেয়ের সামনেই আমাকে অপমান করা। এত স্পর্ধা! সাম্রাজ্য নিয়ে নিন, ধনসম্পদ সব নিয়ে নিন, যদি চান তো জগৎটাই নিয়ে নিন। কিন্তু আমার প্রিয় কন্যাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার স্পর্ধা দেখাবেন না! ও আমার!

সতীর পেছনটা দেখছিলেন, ও তখনো দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, শরীরটা কাঁপছে।

ও কি কাঁদছে?

দক্ষ ভাবলেন ওর নিজের পিতাকে অপমান করেছেন বলে হয়তো সতী ব্রহ্মনায়কের ওপর রেগে গেছে আসলে তো ও তারই কন্যা।

দক্ষ মৃদু হেসে বললেন 'ঠিক আছে, মা আমার। রাগ করিনি আমি। তোর ঠাকুর্দাকে আর গুরুত্ব দিতে হবে না, কেননা . '

'পিতা' মাঝপথে সতী বলে উঠলেন। দক্ষর দিকে ঘুরলেন, তাঁর গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামছে। 'আপনি কেন ঠাকুর্দার মতো হতে পারেন না?'

হতভম্ব হয়ে দক্ষ নিজের কন্যার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি কেন ঠাকুর্দার মতো হতে পারেন না?' ফিসফিস করে আবার সতী বললেন।

দক্ষ দারুণ মানসিক আঘাত পেলেন।

সতী হঠাৎ ঘুরেই দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সতীর পেছনে ধড়াম্ করে বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজার দিকে দক্ষ দেখতে লাগলেন। ঝরঝর করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

ঠাকুর্দার মতো?

ওই পাষণ্ড শয়তানটার মতো?

আমি তার চেয়ে ভালো!

ভগবানেরা সব জানেন! তাঁরা জানেন আমি অনেক ভালো সম্রাট হতে পারি। আমি তোকে দেখিয়ে দেবো!

তুই আমাকে ভালোবাসবি! আমি তোর স্রষ্টা!

আমাকে ভালোবাসবি তুই! ওই দানবটাকে নয়।

দরজা খোলার শব্দে দক্ষের চিন্তার ধারা কেটে গেল। পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন। দেখলেন বীরিনি শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। এক ঝলক দক্ষের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। নিজের ব্যক্তিগত জিনিস রাখার আসবাবের কাছে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে অবশেষে সেটা পেলেন, যা খুঁজছিলেন:—জপের মালা। খুব ভক্তি সহকারে সেটা কপালে ছোওয়ালেন তারপর দুচোখে, শেষে ঠোঁটে। শক্ত করে মালাটা ধরে বীরিনি শেষবারের মতো নিজের স্বামীর দিকে একবার তাকালেন। যে বিরক্তি তিনি বোধ করছিলেন তা বলার দরকার হলো না। স্বামীর কথা শুনে নিজের কানকে অপবিত্র করার কোন ইচ্ছেও তার ছিল না। সতীর মৃত্যুর পর থেকে দক্ষর সঙ্গে তিনি আর কথা বলেন নি।

বীরিনির চলে যাওয়াকে দক্ষের দৃষ্টি অনুসরণ করলো। দক্ষ কথা বলার মতো মনোবল সংগ্রহ করতেও পারেননি, সেটা যদি শুধুমাত্র নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়াও হয় তাও।

বীরিনি ওনার শোওয়ার ঘরের পাশেই ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়লেন আর দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেখানে প্রভু রামের মূর্তির সামনে ঝুঁকে প্রণাম করলেন। সচরাচর যেমন তাকে তেমনভাবেই প্রভু রামের মূর্তির পাশেই ছিলেন তাঁর স্ত্রী সীতা দেবী, ভাই প্রভু লক্ষণ, বিশ্বস্ত ভক্ত পবনপুত্র প্রভু হনুমান।

বীরিনি বাবু হয়ে বসলেন। জপের মালা চোখের সামনে তুলে ধরলেন আর মৃত্যুর অপেক্ষায় জপ করতে শুরু করলেন। 'শ্রীরাম জয়রাম জয়জয় রাম; শ্রীরাম জয়রাম জয়জয় রাম ' এই জপ করার মৃদু প্রতিধ্বনি দক্ষর কানেও

পৌঁছলো। সংলগ্ন কক্ষের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেটা তাঁর রেগে যাওয়া স্ত্রী বন্ধ করেছেন।

ওর কথা আমার শোনা উচিৎ ছিল। চিরকাল ধরে ওর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।

'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম; শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম . '

ঠাকুর ঘরে তার স্ত্রীর মৃদু জপের শব্দ সমানে শুনতে লাগলেন। ওই পবিত্র শব্দগুলো শুনে তাঁর শান্তি পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে তেমন কোন সুযোগই ছিল না। তিনি হতাশাগ্রস্থ ও ক্রুদ্ধ হয়ে মারা যাবেন।

চোয়াল শক্ত করে দক্ষ জানলা দিয়ে বাইরে দেখলেন। দূরের ওই বটগাছটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখ বেয়ে চোখের জলের ধারা নামলো।

গোল্লায় যাও!

বটগাছটা একটু দুলে উঠলো আর জোরালো বাতাসে তার পাতাগুলো আন্দোলিত হল। দেখে মনে হল যে দৈত্যাকার ওই গাছ তার দিকে চেয়ে হাসছে।

গোল্লায় যাও!

অধ্যায় ৫৩

অশুভের বিনাশকর্তা

'বাতাসটা খুবই জোরালো,' উদ্বিগ্ন তারা বিড়বিড় করে বললো। পশুপতিঅস্ত্র উৎক্ষেপক স্তম্ভের কাছে যে বাতাস পরিমাপক যন্ত্র বসানো হয়েছে তার দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

পশুপতিঅস্ত্র উৎক্ষেপক স্তম্ভের অনেকটা দূরে তারা ও শিব ঘোড়ায় চড়লেন। দ্বিতীয় প্রহর তখন প্রায় শেষ। আর সূর্য্য পুরোপুরি মাথার উপরে উঠতে আর কয়েক মুহূর্ত বাকী। পশুপতিঅস্ত্রের বিস্ফোরণের আওতার বাইরে শিবের সমগ্র বাহিনী ও দেবগিরির শরণার্থীরা উৎক্ষেপক স্তম্ভের প্রায় চার ক্রোশ দূরে নিরাপদে রয়েছে।

শিব তারার দিকে তাকিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। ধুলোকণার গতি-প্রকৃতি দেখে বাতাস বুঝতে চাইলেন। 'কোনো অসুবিধা নেই।'

এটা বলেই শিব ধনুকে ছিলা পরানোয় মন দিলেন। পরশুরাম কয়েক মাস ধরে নানা রকম পদার্থের সংমিশ্রণে এই ধনুক গড়ে তুলেছেন। এর মূল কাঠামোটা কাঠের তৈরি। ভেতরে সিং ও বাইরে পেশীতন্তু। এটা সাধারণ ধনুকের চাইতে বেশি বাঁকানো হয়েছে। দুই প্রান্তের বাঁক বাইরের দিকে—তীরন্দাজের উল্টোদিকে। বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ ও প্রান্ত ব্যাঁকা হওয়ার জন্য ছোট হলেও ধনুকটা ব্যতিক্রমীভাবে শক্তিশালী। ঘোড়ায় বা রথে চড়ে সেখান থেকে তীরন্দাজের তীর ছোঁড়ার পক্ষে এটা আদর্শ। পরশুরাম ধনুকটার নাম দিয়েছেন পিণাক—প্রভু রুদ্রের প্রাচীন বিখ্যাত লম্বা ধনুকের নামে।

যদিও এই ধনুকের নকশা করার সময় পরশুরামের জানা ছিল না যে পিণাক

শিবের উদ্দেশ্যের পক্ষে আদর্শ হয়ে উঠবে, এবং সেটাই হয়েছিল। পশুপতিঅস্ত্র ছোঁড়া সহজ কম্ম নয়।

ব্রহ্মাস্ত্র ও বৈষ্ণবাস্ত্র আণবিক অস্ত্র হলেও পশুপতিঅস্ত্র কিন্তু পুরোপুরি পারমাণবিক অস্ত্র। এতে দুখানা পরমাণুকে একত্রে জুড়ে প্রবল ধ্বংসকারী শক্তির সৃষ্টি করা হয়। আনবিক অস্ত্রে অণু ভেঙে পরমাণুর মুক্তি ঘটানো হয় যাতে করে ধ্বংসকারী শক্তির দানবিক মুক্তি ঘটে।

আনবিক অস্ত্রে ব্যাপক অনিয়ন্ত্রিত ধ্বংসকার্য সংঘটিত হয়। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যাপক স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, পারমাণবিক অস্ত্র অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। এতে করে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যটাই ধ্বংস হয়। তেজস্ক্রিয়তার বিকিরণও খুব কমই হয়।

ফলে অস্ত্রোপোচারকারীর মতো নিখুঁতভাবে কেউ যদি একটা বিশেষ লক্ষ্য ধ্বংস করতে চায় তার অবশ্যই পশুপতিঅস্ত্র পছন্দ হবে। যদিও সেটার উৎক্ষেপন করাটা একটা সমস্যা বটে।

সাধারণত দৈবী অস্ত্রকে নিক্ষেপক স্তম্ভে রাখা হয়। গন্ধক, কাঠকয়লা, সোরা আর আরও কিছু পদার্থ এগুলোতে ঠাসা থাকে যাতে আগুন ধরে প্রাথমিক বিস্ফোরণটা হয়। এতে করেই অস্ত্র লক্ষ্যে চালিত হয়। একবার অস্ত্র লক্ষ্যের কাছে পৌঁছালে আরেকটা বিস্ফোরণে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়।

স্তম্ভের ভেতরের দাহ্য পদার্থে নিরাপদ দূরত্ব থেকে আগুন ধরানো প্রয়োজন নয়তো যে লোক অস্ত্রে আগুন দিচ্ছে সে নিজেও উৎক্ষেপনের প্রাথমিক বিস্ফোরণের আগুনের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। একথা মাথায় রেখে তীরন্দাজদের ডাকা হয়েছে যারা দূর থেকে অগ্নিবান ছুঁড়ে নিক্ষেপণ বিস্ফোরণ ঘটাবে। এইসব তীরন্দাজরা সাধারণত লম্বা ধনুক ব্যবহার করে যার পাল্লা চারশো হাতেরও বেশি। কিন্তু এতখানি দূরত্ব থেকে নিখুঁত আঘাত হানতে গেলে সুদক্ষ তীরন্দাজ চাই।

ব্রহ্মাস্ত্র ও বৈষ্ণবাস্ত্রকে এতটা নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত করানোর প্রয়োজন হয় না। কারণ তাদের ধ্বংসকার্য ব্যাপকভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিখুঁত হওয়ার প্রয়োজন যেহেতু নেই, তাই এইসব অস্ত্রের উৎক্ষেপন স্তম্ভে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ থাকে আগুন ধরানোর জন্যে।

কিন্তু পশুপতিঅস্ত্র হল ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপনাস্ত্র যাকে নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত করার জন্য ছুঁড়তে হয়। বিষয়টা আরও যেটা জটিল হয়ে উঠেছে সেটা হল একটা নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে তিনটে ক্ষেপনাস্ত্রেই আগুন ধরানোর প্রয়োজন। তিনটে ক্ষেপনাস্ত্রের গতিপথ এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে করে তারা একসাথে দেবগিরির স্বর্ণ, রজত ও তাম্র ক্ষেত্রের উপরে একই সাথে বিস্ফোরিত হতে পারে। এতে করে একই সাথে পুরো নগরের সম্পূর্ণ ধ্বংস সুনিশ্চিত করা যাবে। একসাথে তিনটে ক্ষেত্র ধ্বংস করার বিপদ হল এতে অস্ত্রগুলো অনেকটা উঁচু থেকে নামার ফলে বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলের ধ্বংসের পরিধির বিস্তার অনেকটা বেড়ে যাবে। তারা ক্ষেপনাস্ত্র তিনটে এমনভাবে কোণাকুণি নামানোর পরিকল্পনা করেছেন যাতে তাদের একসাথে বিস্ফোরণে দেবগিরির ধ্বংস যেমন সুনিশ্চিত করা যায় তেমনই তাদের বাড়তি শক্তিকে পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ধ্বংসের কেন্দ্রস্থলের মূল পরিধির বাইরে ক্ষতি ঠেকানো যায়।

অস্ত্রের নিখুঁতভাবে নেমে আসাটা নিখুঁত উৎক্ষেপনের উপরে নির্ভর করছে। কাজেই পশুপতিঅস্ত্র ক্ষেপনাস্ত্রগুলো স্তম্ভের ভেতরে নির্দিষ্ট কোণে বসানো হয়েছে। স্তম্ভের উপরে যে লক্ষ্যে অগ্নিবান ছুঁড়ে লাগাতে হবে সেটা ছোটো। শিবকে প্রায় ষোলো শত হাত দূর থেকে অগ্নিবান ছুঁড়ে লক্ষ্যে লাগাতে হবে। তার উপরে আবার বান ছোঁড়ার সময়ে তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে থাকতে হবে, যাতে বান ছোঁড়ার সাথে সাথেই তিনি দৌড়ে পালাতে পারেন।

তারা বললেন, 'মহান নীলকণ্ঠ, মনে রাখবেন, যে মুহূর্তে আপনি লক্ষ্যে আঘাত হানবেন, তখনই আপনাকে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে হবে। দেবগিরিতে পশুপতিঅস্ত্র বিস্ফোরণের আগে বারো পলেরও কম সময় পাবেন আপনি। এই সময়ের মধ্যেই আপনাকে প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে হবে। একমাত্র তাহলেই আপনি পশুপতিঅস্ত্র থেকে বেরোনো অসংখ্য তেজস্ক্রিয় পরমাণু কণার আওতা থেকে দূরে যেতে পারবেন। ওগুলো অতখানি দূরে যেতে পারে।'

শিব ধনুকের ছিলার শক্তি পরীক্ষা করতে করতে বিমনাভাবে মাথা নাড়লেন।

'নীলকণ্ঠ! যতদ্রুত সম্ভব আপনাকে ঘোড়ায় করে দৌড়াতে হবে। বিস্ফোরণটা মারক।'

শিব সাড়া দিলেন না। তিনি তূণ থেকে কতকগুলো তির বার করলেন। সেগুলো শুঁকে তার একটার ফলা ঘোড়ার জিনের সামনের উঁচু অংশের খরখরে চামড়ায় ঘষলেন। ফলায় তৎক্ষণাৎ আগুন ধরে গেল। চমৎকার। শিব জ্বলন্ত তিরটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাকীগুলো আবার তূণে ঢুকিয়ে রাখলেন।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ? আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে আসতে হবে'।

শিব ধুতিতে হাত মুছে তারার দিকে ফিরলেন। 'এক্ষুণি ঘোড়ায় চড়ে নিরাপত্তাসীমার ওপারে যান।'

'শিব ! আপনি অগ্নিবান ছুঁড়েই দৌড়োবেন।'

শিব তারার দিকে চাইলেন। দৃষ্টি পরিষ্কার। তারা দেখলেন তাঁর ভুরুর উপর কালচে লাল চিহ্নটা প্রবলভাবে দপদপ করছে।

'আপনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে দৌড়োবেন। কথা দিন !' তারা জোর দিয়ে বললেন।

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'কথা দিন !'

'আমি ইতিমধ্যেই তোমায় কথা দিয়েছি। এবার যান তো।'

তারা শিবের দিকে চেয়েই ছিল। 'নীলকণ্ঠ . ’

'এবার চলে যান তারা। সূর্য মধ্যগগনে পৌঁছালো বলে। আমাকে ক্ষেপনাস্ত্রগুলোয় আগুন ধরাতে হবে।'

তারা লাগাম টেনে তার ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন।

'আর তারা . ’

তারা ঘোড়া টেনে ধরে কাঁধের উপর দিয়ে পেছনদিকে তাকালো।

'ধন্যবাদ', শিব বললেন।

তারা চুপচাপ নীলকণ্ঠের মুখ দেখলেন। নীলকণ্ঠের চোখে মেঘ ঘনিয়েছে। 'দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে নিরাপত্তা রেখার এপারে চলে আসবেন। মনে রাখবেন আপনাকে যারা ভালোবাসে তারা সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শিব নিঃশ্বাস বন্ধ করলেন।

হ্যাঁ, আমার ভালোবাসা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

তারা ঘোড়ায় লাথি মেরে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

শিব তাঁর কপালে লালচে কালো চিহ্নটার উপরে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। চাপ দিতে প্রচণ্ড জ্বালাময়ী যন্ত্রণা কিছুটা কমলো বলে মনে হল। সতীর মৃত দেহ দেখার পর থেকে এই যন্ত্রণা প্রচণ্ডভাবে ক্রমাগত হয়ে চলেছে।

শিব মাথা ঝাঁকিয়ে স্তম্ভে মনস্থির করলেন। তিনি দূরে লক্ষবস্তু দেখতে পাচ্ছিলেন। সেটাকে টকটকে লাল রঙে রাঙানো হয়েছে।

তিনি একটা বড়ো করে শ্বাস টেনে মাটির দিকে তাকালেন।

পবিত্র হ্রদ, আমায় শক্তি দিন।

শিব আবার দম নিয়ে উপরের দিকে তাকালেন।

প্রভু রাম, করুণা করুন!

তার সামনে সার বেঁধে একই রকম দেখতে সৈন্যের সারি। তাতে পশুপতিঅস্ত্র উৎক্ষেপন স্তম্ভ ঢাকা পড়েছে। সৈন্যরা সেইসব লোমশ দানবের প্রতিরূপ যারা ছোটবেলা থেকে দুঃস্বপ্নে তাঁকে যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে। শিব ভালো করে চাইতে দেখলেন একজনেরও মুখ নেই। যেখানে মুখ থাকার কথা সেখানে মসৃণ সাদা পর্দা। প্রত্যেকের হাতে তলোয়ার উঁচানো—সেগুলো থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। তিনি তাদের বীভৎস হুঙ্কার পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন। মুহূর্তের জন্য শিবের মনে হল তিনি আবার সেই আতঙ্কিত ছোট্ট শিশুতে পরিণত হয়েছেন।

শিব আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। যেন সেটাকে পরিষ্কার করতে চাইলেন।

সাহায্য করুন!

বহুদূর থেকে খুড়ো মনোভূর ডাক শুনতে পেলেন শিব। 'ওদের ক্ষমা করো ভুলে যাও! অশুভই তোমার একমাত্র প্রকৃত শত্রু!'

শিব চোখ নামিয়ে আবার উৎক্ষেপন স্তম্ভের দিকে তাকালেন। দানবগুলো

উধাও হয়ে গেছে। তিনি সরাসরি স্তম্ভের ঠিক মাঝখানের লাল চিহ্নটার দিকে তাকালেন।

শিব ঘোড়ার লাগাম টেনে তাকে ঠিক দিকে ঘোরালেন। ঘোড়ার কানে গুনগুনিয়ে গেয়ে শান্ত করলেন তাকে। ঘোড়া স্তব্ধ হল। শিব স্থির হতে পারলেন যাতে তিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারেন। মাথা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে একটা স্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করলেন যাতে করে একজন ডানহাতি তীরন্দাজ সোজা তীর ছুঁড়তে পারে। ধনুক টেনে নিয়ে সেটার ছিলা আবার পরীক্ষা করলেন তিনি। ছিলায় টান দিয়ে যে টংকার উঠল সেটা শিবের পছন্দ হল। আওয়াজ যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ হয়েছে। তিনি সামনে ঝুঁকে তূণ থেকে তীর নিলেন। তিনি সেটা পাশে ধরে মুখ তুলে বাতাসের গতিপ্রকৃতি বুঝতে চাইলেন।

বিশাল দূরত্ব থেকে তীর ছোঁড়ার শিল্পের পুরোটাই ধৈর্য্য আর বিচারশক্তির উপর নির্ভরশীল। এতে বাতাসের সঠিক অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হয়—তীর অধিবৃত্তাকার চলার পথ—তীর ছোঁড়ার আদর্শ কোণ—ছোঁড়ার সময় তীরের গতির নিয়ন্ত্রণ—ছিলা কতটা টানতে হবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ—সবকিছুর উপর নির্ভর করে। শিব বাতাস-নির্ণায়ক যন্ত্রের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন। দুচোখের মাঝখানের জ্বালাময়ী যন্ত্রণা উপেক্ষা করে নিঃশ্বাস-প্রঃশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন।

বাতাসের মুখ ঘুরছে।

মাটির দিকে ধনুক করে শিব ধনুকে তীর জুড়লেন। তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে চেপে ধরলেন তীরটাকে।

বাতাস থামছে।

তিনি জিনের চামড়ার সামনে ঘষে তীরের ফলায় আগুন ধরালেন। টানটান পেশীতে ধনুক তুলে ছিলায় একটান দিলেন। টান দিতে তার যোদ্ধামন স্বাভাবিক ভাবে তীরের কোণ বিচার করে চলছিল। তিনি নিজে সুদক্ষ তীরন্দাজ। লক্ষের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। বাঁ হাতে ধরা ধনুক এতটুকু নড়ছে না। তীরের ফলার তীব্র আগুন উপেক্ষা করছেন তিনি।

এইবার বাতাস ঠিক হয়েছে।

শিব কোনোরকম দ্বিধা না করে তীর ছুঁড়লেন।

তীরকে অধিবৃত্তীয় পথে যেতে দেখলেন তিনি। তীব্র গতিতে সেটা যতক্ষণ না লাল লক্ষ্যে আঘাত করলো ততক্ষণ সেটার গতিপথের দিকে শিব চেয়ে থাকলেন। মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্যের পেছনের অপেক্ষমান অগ্নিধারকে আগুন ছড়িয়ে গেল। পশুপতিঅস্ত্রের উৎক্ষেপনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

'চলে আসুন!' দূর থেকে তারা চেঁচিয়ে উঠলেন।

'বাবা, ঘোড়া ঘোরাও!' কার্তিক চিৎকার করলেন।

কিন্তু তাঁদের কারোর চিৎকারই শিবের কানে এল না। ওরা অনেকটা দূরে আছে।

শিব লক্ষ্যের পেছনে দ্রুতগতিতে আগুনের ছড়িয়ে যাওয়া দেখতে থাকলেন। তাঁর দুই ভুরুর মাঝের যন্ত্রণাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তাঁর মনে হল উৎক্ষেপন স্তম্ভের মতো তাঁর কপালের ভেতরেও যেন আগুন লেগেছে। তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে সেটার মুখ ঘোরালেন।

তিনি দূরে তার সৈন্যদের দেখতে পাচ্ছিলেন। তাদের ছাড়িয়ে সরস্বতীতে নোঙর ফেলা তাঁর রণতরী দেখতে পাচ্ছিলেন। সতীর দেহ সেখানেই রাখা রয়েছে।

ও আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

তিনি ঘোড়ায় লাথি কষালেন। ঘোড়াকে আর চালনা করার দরকার ছিল না। সে লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করলো।

উৎক্ষেপন স্তম্ভের ভেতরে আগুনে অবশেষে প্রাথমিক বিস্ফোরণ ঘটলো। তিনখানা পশুপতিঅস্ত্র তাদের উৎক্ষেপন স্থল থেকে নিক্ষিপ্ত হল। তৃতীয়টা উড়ে যাওয়ার পর অন্য দুটোও তাম্র ও স্বর্ণক্ষেত্র লক্ষ্য করে উড়ে গেল। এর কারণ তৃতীয়টার লক্ষ্য রজতক্ষেত্র যেটা আরও খানিকটা দূরে অবস্থিত।

শিব ঘোড়ায় ক্রমাগত লাথি কষিয়ে সেটাকে আরও দ্রুতগতিতে ছোটাচ্ছিলেন। তিনি নিরাপত্তা রেখার থেকে আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত দূরে। ক্ষেপনাস্ত্রগুলো বিশাল অর্ধবৃত্তাকারে আগুন ছড়িয়ে উড়ে গেল। মুহূর্তখানেক পরেই তারা একসাথে নগরে নামতে শুরু করলো। ঠিক যেন চরম ধ্বংসের দানবদূত নামছে।

'শি-ব!'

শিব তাঁর সবচাইতে প্রিয় সমস্ত যুক্তি-তর্কের উর্দ্ধে থাকা তার ভালোবাসার ডাক শুনতে পেলেন। কিন্তু এতো আর বাস্তব হতে পারে না। তিনি ঘোড়া ছুটিয়েই চললেন।

পশুপতিঅস্ত্র ক্ষেপনাস্ত্রগুলো তখন তীব্র গতিতে নামছে।

'শি-ব! শি-ব!'

শিব পেছনে তাকালেন।

রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত সতী তাঁর পেছনে দৌড়ে আসছেন। সতীর হৃৎপিণ্ডের ওঠাপড়ার সাথে সাথে বাঁ হাত থেকে রক্ত দমকে দমকে বেরিয়ে আসছে। পেটের দুখানা বিশাল ক্ষত হাঁ করে আছে। সেগুলো থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। বাঁ চোখ উপড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। পোড়া ক্ষতচিহ্নটা যেন আবার জ্বলে উঠেছে। তিনি প্রাণপনে হাঁপালেও শিবের দিকে দৌড়ে আসছেন।

'শি-ব! সাহায্য কর! আমায় ছেড়ে যেওনা!'

সতীর পেছনে একদল সৈন্য। তাদের হাতে খোলা তলোয়ার। প্রত্যেক যোদ্ধাই ঠিক দক্ষের মতো দেখতে। শিবের দুই ভুরুর মাঝখানটা আরও তীব্রভাবে দপদপ করতে শুরু করলো। ভেতরে আগুন যেন বাইরে বেরোনোর জন্য দাপাদাপি করছে।

'সতী!' বলে চেঁচিয়ে উঠে শিব ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। তিনি আর সতীকে হারাতে চান না।

কিন্তু ঘোড়া উদ্বিগ্ন হওয়া শিবের নির্দেশ উপেক্ষা করল। থামতে চাইলো না সে।

সতী!

শিব প্রাণপণে লাগামে টান দিলেন। কিন্তু ঘোড়ারও তো নিজের মন বলে একটা কিছু আছে। সে থামলোও না, আর মুখও ঘোরালো না। জন্তুটা তার পেছনে ধেয়ে আসা মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছিল।

শিব দুপা রেকাব থেকে বার করে ঝাঁপিয়ে মাটিতে নামলেন। পতনের তীব্র

গতির জন্য বিপজ্জনকভাবে খানিক গড়িয়ে গেলেন। তারপর দ্রুত নিজের পায়ে খাড়া হলেন।

'সতী!'

ঘোড়া নিরাপত্তা রেখার দিকে দৌড়ে গেলেও শিব ঘুরে তলোয়ার বার করে তার স্ত্রীর মায়ারূপকে রক্ষা করতে দৌড়োলেন।

'বাবা,' গণেশ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ফিরে আসুন।'

শিবের কপালের মাঝখানের কালচে লাল চিহ্নটা ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। তিনি মরীয়া হয়ে স্ত্রীর দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। সতীর পেছনে ধাবমান দক্ষের সেনাদের প্রতি হুঙ্কার ছাড়ছিলেন।

ওকে ছেড়ে দে বেজন্মার দল! আমার সাথে লড়!

পরিকল্পনা মতোই তিনটে ক্ষেত্রের প্রায় একশ হাত উপরে তিনখানা পশুপতিঅস্ত্র একসাথে বিস্ফোরিত হল। তীব্র চোখ ধাঁধানো আলোর বিস্ফোরণ ঘটলো। শিবের সেনা ও দেবগিরির শরণার্থীরা নিজেদের চোখ ঢাকলো। নিজেদের দেহ দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল—জ্বলন্ত আর স্বচ্ছ। রক্ত, পেশী এমনকী হাড় অবধি দেখা গেল—দেবগিরির মারণ বিস্ফোরণের প্রতিরূপ নিজেদের শরীরের মধ্যে দেখতে পেলো। সকলে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।

ঠিক তার পরপরই যেখানে পশুপতিঅস্ত্রগুলোর বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেখান থেকে নারকীয় আগুনের ধারা নেমে এল। ভয়ংকরভাবে তিনটে চত্বরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে খাক করে দিল সেগুলোকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সযত্নে গড়ে তোলা দেবগিরি এক মুহূর্তের ভগ্নাংশেরও কম সময়ের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

'প্রভু রাম করুণা করুন!' আতঙ্কে ফিসফিস করে বলে উঠলেন আয়ুর্বতী। তিনি সতীকে রাখা রণতরী থেকে এই ভয়ানক বিস্ফোরণ দেখতে পেয়েছিলেন।

আগুন দেবগিরিকে ফালা ফালা করে দেওয়ার মাঝেই, বিস্ফোরণের স্থান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে স্তম্ভের মত সোজা উপরে উঠে গেল। তারার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী, তিনটে ক্ষেপনাস্ত্রের শক্তিচ্ছটা যেন পরস্পরকে আকর্ষিত করছিল। তিনটে ধোঁয়ার স্তম্ভই তীব্র ক্রোধে পরস্পরের উপরে আছড়ে

পড়লো। ধ্বংসভূমিতে ঝড় আর বজ্রপাত হতে থাকলো। এবার সম্মিলিত ধোঁয়ার স্তম্ভ আরও উপরে উঠে গেল—কোন জীবিত প্রাণী আজ অবধি কোনো বিস্ফোরণে এত উঁচু কিছু দেখেনি। ধোঁয়ার স্তম্ভ দৈত্যের মতো উঠে ক্রমশ পিরামিডের রূপ ধারণ করে বাতাসের উপর প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে মেঘের আকৃতি ধারণ করলো। আর ঠিক সাথে সাথেই ধোঁয়ার পিরামিড দেবগিরির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভেঙে পড়লো।

তাঁর সামনে ঘটে চলা এই ভয়ংকর ধ্বংসলীলার দিকে একেবারেই শিবের লক্ষ্য নেই। তিনি তলোয়ার বাগিয়ে সামনে দৌড়েই চলছিলেন। তাঁর কপাল থেকে গলগলিয়ে রক্ত পড়ছে তখন।

ধোঁয়ার পিরামিড ভেঙে পড়তেই, নিঃশব্দে আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটলো। পরমাণুর বিচ্ছুরণের বন্যা চারদিকে ছুটে বেরোল। প্রাথমিক বিস্ফোরণের শব্দ নিরাপত্তাসীমার ওপারে গুটিয়ে থাকা শিবের সেনাবাহিনীর কানে পৌঁছালো।

'বাবা!' গণেশ আর্তনাদ করে চত্বর থেকে লাফিয়ে উঠে তাঁর ঘোড়ার দিকে দৌড় দিলেন।

পরমাণুর বিচ্ছুরণের বিস্ফোরণ অদৃশ্য হওয়ায় শিব তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তিনি অনুভব করতে পারছিলেন যে একটা দৈত্যাকার স্রোত তাঁর দিকে ধেঁয়ে আসছে। কিন্তু তাঁকে তাঁর স্ত্রীকে বাঁচাতে হবে। তিনি উন্মত্তের মতো চিৎকার করে সামনে দৌড়েই চললেন।

'সতী!'

পরমাণুর বিচ্ছুরণের ঢেউতে তাঁর দেহ শূন্যে উঠে গেল। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর নিজেকে ভারশূন্য বলে মনে হল। আর তারপরই সেই ঢেউ তাঁকে নৃশংসভাবে পেছনে ঠেলে নিয়ে চললো। তাঁর কপাল ও গলায় যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। তাঁর মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। তিনি সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। চিৎ হয়ে পড়লেন। মাথায় ঝাঁকুনি লাগায় ব্রহ্মতালুতে তীব্র অনুভূতি অনুভব করলেন।

কিন্তু এখনও তাঁর কোন যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে না। তিনি চেঁচিয়েই যাচ্ছিলেন।

'স-তী!'

'স-তী!'

হঠাৎ তিনি দেখলেন সতী তাঁর উপরে ঝুঁকে রয়েছেন। তাঁর দেহে রক্ত লেগে নেই। নেই কোন ক্ষতচিহ্নও। বহু বছর আগে ব্রহ্মা মন্দির সেই প্রথমবার তাঁকে যেরকম দেখেছিলেন ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছে তাঁকে। সতী ঝুঁকে পড়ে শিবের মুখে হাত বোলালেন। তাঁর মুখে প্রেম ও আনন্দের হাসি খেলে যাচ্ছে। এ হাসিতে শিবের কাছে জগৎ তুচ্ছ হয়ে যায়।

সতী শিবের মাথার ব্রহ্মতালুতে যেখানটায় তীব্র অনুভূতি হচ্ছিল সেখানটায় হাত দিলেন। একটা শান্তি নেমে এল—ব্যাখ্যার বাইরে। শিবের মনে হল তিনি মুক্ত হয়েছেন। বিস্ময়করভাবে তাঁর নীল গলায় আর ঠাণ্ডা লাগছে না। একই রকম বিস্ময়করভাবে তাঁর ভুরুর মাঝখানের দপদপানিও থেমে গেছে।

শিব মুখ খুললেন। কিন্তু কোন আওয়াজ বেরোলো না। তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা মনে মনে আওড়ালেন।

সতী, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চল। আমার আর কিছু করার নেই। আমার কাজ শেষ।

সতী ঝুঁকে শিবের ঠোঁটে মৃদু চুম্বন করলেন। তারপর হেসে ফিসফিস করে বললেন, 'না, তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। এখনও নয়।'

শিব তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকলেন। *'তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না. '*

'বাঁচতেই হবে,' সতীর ছায়া কাঁপতে থাকলো।

শিব আর তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। সতীর শান্ত সুন্দর দেহ আবছা হতে শুরু করলো। তিনি শান্ত স্বপ্নের দেশে ঢুকে পড়লেন। চেতনার গভীরে নামতে নামতে একটা কণ্ঠ প্রায় নির্দেশের সুরে তার কানে প্রবেশ করলো।

'এখন থেকে আর কোনো হত্যা নয়। প্রাণের বিস্তার কর। জীবন ছড়িয়ে দাও।'

অধ্যায় ৫৪

পবিত্র সরোবরের কাছে

তিরিশ বছর পর, মানস সরোবর (কৈলাস পর্বতের পায়ের কাছে, তিব্বত)

মানস সরোবরের জলের ওপরে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের ওপর শিব উবু হয়ে বসেছিলেন। পেছনে বিরাজ করছিল কৈলাশ পর্বত। যার চারটে চূড়ো একেবারে সঠিকভাবে চারটে প্রধান দিকের সঙ্গে সমান কোণে অবস্থিত ছিল। মহান মহাদেবের পেছনে তারা প্রহরীর মতো অবস্থান করছিল, যিনি ভারতবর্ষকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

কালের প্রভাব এবং রুক্ষ তিব্বতের ভূখণ্ড শরীর থেকে শুল্ক আদায় করে নিয়ে তার ছাপ ফেলেছিল শিবের শরীরে তাঁর চুলের জটা অনেকটাই ধূসর রঙে পরিণত হয়েছিল, যদিও তা পুঁতি লাগিয়ে মাথায় চুড়ো করে বাঁধার পক্ষে যথেষ্ট লম্বা ও নমনীয় ছিল। প্রত্যেক দিন ব্যায়াম ও যোগাসনের মাধ্যমে শরীরে শান দেওয়ার ফলে তাঁর শরীর এখনও সুগঠিত ও পেশীবহুল। কিন্তু গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে এবং তাঁর উজ্জ্বল্য হারিয়েছে। তাঁর নীল গলা এত বছরেও বর্ণ হারিয়ে ফেলেনি। কিন্তু সেখানে আর শীতল অনুভুতি হয় না। সেই দিন থেকে হয়না, যেদিন পশুপতিঅস্ত্রে দেবগিরি ধ্বংস হয়েছিল। সেই সময় বিস্ফোরণের ফলে পরমাণু কণার বিচ্ছুরণের ঢেউ এর আঘাতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। দুই ভুরুর মাঝখানটাও আর জ্বালা করে না বা দপদপ করে না, হয়তো সেটাও পরমাণু বিচ্ছুরণের কারণে। কিন্তু ওইখানটার রং আরো গাঢ় হয়ে গেছিল। প্রায় কালো, যেটা তাঁর পরিষ্কার গায়ের রঙের বিপরীত হওয়ার কারণে খুবই প্রকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। দাগটা অস্পষ্ট বা না বোঝার মতো ছিল না। এটা ছিল যেন একটা উল্কি

করা চোখ; বন্ধ করা একটা চোখ। কালী এটার নাম দিয়েছিলেন শিবের তৃতীয় নয়ন। যেটা কপালের ওপর দুচোখের মধ্যিখানে লম্বালম্বি ভাবে ছিল।

সরোবরের অপর দিকে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শিব তাকালেন। দূরে দেখতে পেলেন একজোড়া রাজহাঁস . . থিরথির জলেতে ভেসে চলেছে। শিবের মনে হল এই পাখি দুটিই এই দৃশ্যপটকে পূর্ণতা দিয়েছে। আর অস্তগামী সূর্য্যসমেত এই সমগ্র দৃশ্যপট ভালোবাসার মানুষটিকে ছাড়া অসম্পূর্ণ।

গভীর শ্বাস নিয়ে তিনি একটা নুড়ি তুলে নিলেন। যখন কম বয়সি ছিলেন তখন এরকম নুড়ি এমনভাবে ছুড়তে পারতেন যে সরোবরের জলের ওপর দিয়ে পিছলে লাফাতে লাফাতে চলে যেত সেটা। তাঁর সবচেয়ে বেশি লাফ খাওয়ানোর নৈপুণ্য ছিল, সতেরো বারের। তিনি তেমনভাবে নুড়িটা ছুড়লেন কিন্তু বিফল হলেন।

টুপ করে শব্দ তুলে নুড়িটা তক্ষুণি সরোবরে ডুবে গেল।

তোমায় পাচ্ছি না

স্ত্রীর কথা চিন্তা না করে জীবনের একটা দিনও কাটাননি। তার গ্রামের বাইরের খোলা স্থানে বহ্যুৎসবের জন্য জ্বালানো আগুনের দিকে দেখার আগে চোখের জল মুছলেন। বহু মানুষ আগুনের চারপাশে জড়ো হয়েছিল, খাচ্ছিল, পান করছিল, আমোদ করছিল।

বহু বছর আগে যখন কৈলাশে ফিরে আসেন তখন তাঁর গুনজাতির কিছু মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে চলে এসেছিল। এছাড়া সারা ভারতের প্রায় দশ সহস্র মানুষ নিজের দেশ ছেড়ে তাদের মহাদেবের দেশে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাদের মধ্যে মুখ্যরা হল নন্দী, বৃহস্পতি, তারা, পরশুরাম ও আয়ুর্বতী। সাম্রাজ্যচ্যুত অযোধ্যার শাসক দিলীপ। যিনি আয়ুর্বতীর ওষুধের গুনে এখনো জীবিত ও মাইকা-লোথালের ভূতপূর্ব নগরপাল চেনরধ্বজ আর পূর্বতন নাগ প্রধানমন্ত্রী কর্কোতক। এরা দেশান্তরী হয়ে মানস সরোবরের তীরে চলে এসেছিলেন। শিবের অনুগামীরা তাঁর সান্নিধ্যে নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিল। শিবের অধীনে এতো বিশাল মানুষজন দেখে এমনকি প্রাক্রাতিরা যারা গুনদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের শত্রুতা বজায় রেখেছিল,

তারাও নীলকণ্ঠের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছিল।

উৎসবের জন্য জ্বালানো ওই আগুন দেখে শিবের মনে পড়ে গেল তাঁর জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিনের কথা, যেদিন তিনি দেবগিরি ধ্বংস করেছিলেন। একইদিনে সন্ধেবেলার শেষের দিকে সতীকে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার কোন স্মৃতি শিবের ছিল না। পশুপতিঅস্ত্র থেকে নির্গত পরমাণু কণার বিচ্ছুরণের বার বার আঘাতের ফলে তিনি অচেতন হয়েছিলেন। আয়ুর্বতীর শুশ্রূষায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন। সতীর দাহ সম্পর্কে কালী, গণেশ আর কার্তিক যা বলেছিলেন সেটাই তিনি জেনেছিলেন।

তাঁকে বলা হয়েছিল যে ওই স্থানে সুন্দর বাতাস বইছিল, ওই বাতাস দেবগিরির ধ্বংসাবশেষের ছাই উড়িয়ে নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল ধীরে ধীরে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওই ছাইগুলো সরস্বতী নদীতে পৌঁছতে চেষ্টা করছিল, প্রয়াতদের আত্মাকে শান্তি পাওয়ানোর জন্য। সরস্বতীর আশপাশের পুরো অঞ্চলটা আবছা কণায় ছেয়ে গিয়ে অনুজ্জ্বল ধূসর বর্ণ ধারণ করেছিল।

চন্দন কাঠের চিতায়, গণেশ ও কার্তিক দুজনেই আগুন ধরিয়েছিলেন। আগুন ধরতে কিছু সময় নিয়েছিল। কিন্তু একবার যখন ধরে গেল একেবারে দাউ দাউ করে দারুণভাবে জ্বলে উঠলো। মনে হল যেন মেলুহার পূর্বতন সম্রাটকন্যার দেহকে গ্রাস করার জন্য প্রথমে অগ্নিদেবকে তুষ্ট করার প্রয়োজন। কিন্তু যখন একবার সেই কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল তখন অগ্নিদেবের কাছে তা এতই বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়ালো যে, যত তাড়াতাড়ি পারেন কাজটা শেষ করতে চাইলেন।

তিনদিন পর শিব জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পেলেন কালী, গণেশ আর কার্তিক উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর পাশে বসে আছেন। শিব নড়াচড়া করার শক্তি ফিরে পাওয়ার পর চোখ ভরা জল নিয়ে গণেশ তাঁর হাতে একটা কলস তুলে দিলেন, যাতে সতীর দেহের অবশেষরূপে চিতাভস্ম ছিল।

কয়েক ফোঁটা জল শিবের চোখেমুখে ছিটকে লাগলো হয়তো কোন মাছের জলের তলায় জোরে সাঁতার কাটার ফলে। এই জলের ছিটে তিরিশ বছর আগের স্মৃতি রোমন্থন করা থেকে তাঁকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনলো।

আরোও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইলেন। তাঁর দৃষ্টিকে সরোবরের জলে বিস্তারিতভাবে চালনা করতে দিলেন। প্রায়ই তিনি শপথ করে বলতেন যে সতীর চিতাভস্ম সরোবরের জলে ঘুরপাক খেতে দেখেছেন। নিশ্চিৎভাবেই যা ছিল মরিচিকা। সতীর চিতাভস্ম পবিত্র সরস্বতীর জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল শিবের জ্ঞান ফিরে আসার পরের দিনে।

মনে করলেন, তিরিশ বছর আগে দুর্বলভাবে নোকায় উঠেছিলেন গণেশ আর কার্তিকের সাহায্যে। মাঝনদীতে নৌকা বেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নীলকণ্ঠ, যেখানে তিনি আর কালী একসঙ্গে খানিকটা সতীর ছাই নদীর জলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সমস্তটা বিসর্জন দিতে চাননি শিব। সংস্কার যাই থাকুক, তিনি সতীর চিতাভস্ম খানিকটা নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন।

ভারতীয়রা বিশ্বাস করেন যে শরীর হল অস্থায়ী, যা মাতা ধরিত্রীর দান। তিনি জীবিতকে তা দান করেন যাতে একজনের আত্মা দেহকে আধার রূপে পেয়ে তার কর্ম করে যেতে পারে। যখন আত্মার কর্ম শেষ হয়ে যাবে, তখন দেহকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে পবিত্র রূপে। যাতে ধরিত্রীমাতা তাকে অন্য ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। দেহভস্মকে মানব শরীরের চিহ্ন হিসেবে দেখা হয়, যা চিরকালের সবচেয়ে বড়ো শুদ্ধকর্তা অগ্নিদেবের দ্বারা পরিশোধিত। পবিত্র জলে ওই ভস্মকে বিসর্জন দেওয়ার মানে হল ভক্তি সহকারে দেহকে ধরিত্রীমাতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

মনে পড়ছিল এই পুরো আচার অনুষ্ঠান চলাকালীন পাশের নৌকাতে ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করার কথা।

এর একটা বিশেষ মন্ত্র শিবের মনকে আকৃষ্ট করেছিল আর মনে গাঁথাও হয়ে গেছিল।

বায়ুর অনিলোম অমৃতম; অদেদম্ ভস্মনতম্ শরীরম।

মানে হল; এই নশ্বর শরীর ভস্মীভূত হউক, আর সর্বত্র ব্যপ্ত এই প্রাণবায়ু উপগত হউক সেই অবিনাষী বায়ুতে।

'হে প্রভু!' নন্দী জোরে চেঁচিয়ে ডাকলো।

শিব ঘুরে দেখলেন দূরে নন্দী দাঁড়িয়ে আছে। যেখাতে তার হাত থাকার কথা সেখানে দুটো আংটা লাগানো।

'প্রভু! সকলে অপেক্ষা করছেন।' নন্দী ততটাই জোরে বললো যাতে শিবের কানে তা পৌঁছয়।

শিব হাত তুলে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিলেন। স্মৃতিচারণের জন্য তাঁর আরো কিছু সময় প্রয়োজন। ওরা নন্দীকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছে কারণ ওরা জানে যে নন্দী তাঁর প্রিয়; ও বীরত্বের সঙ্গে সতীর পাশে থেকে তিরিশ বছর আগে লড়াই করেছিল। শিবের স্ত্রীকে রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টায় সে তার দুটো হাতই হারিয়েছে।

নন্দীর পেছনে তাকিয়ে দেখলেন দূরে মহর্ষি ভৃগু এক পাশে বসে আছেন। গণেশ আর কার্তিকের সঙ্গে কথা বলছেন। মনে হল মহর্ষি একটা তালপাতার পুঁথি নিয়ে তার থেকে কোন বিষয় ব্যাখ্যা করছেন, তাঁর দুই পুত্রই একমনে শুনছেন। ব্রঙ্গরাজ চন্দ্রকেতু আর বৈশালীরাজ মাতলীও মহর্ষি ভৃগুর কথা মন দিয়ে শুনছিলেন।

সরোবরের দিকে আবার তিনি তাকালেন আর গভীর শ্বাস ফেললেন।

কার্তিক আমার সম্মান রক্ষা করেছিল।

কার্তিক শিবকে বলেছিলেন যে সেই মুহূর্তে বিচক্ষণের মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে কেমন করে সে দেবগিরির বিজ্ঞানীদের রক্ষা করেছিল, যারা সোমরস উৎপাদন প্রণালী জানতেন। স্থিরভাবে নীলকণ্ঠ এই সংবাদ গ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি ভৃগু রক্ষা পেয়েছিলেন বলেও শিব আনন্দিত হয়েছিলেন, কেননা সতীর মৃত্যুর ঘটনায় মহর্ষির কোন ভূমিকা ছিল না। এছাড়াও ভারতের ভবিষ্যতের উত্তরসুরীরা তাঁর বিশাল জ্ঞানের গর্বিত উত্তরাধিকারী হবে।

শিব আদেশ দিয়েছিলেন যে সোমরস বিজ্ঞানীদের মধ্য তিব্বতে রাখা হবে। ভারতীয় সাম্রাজ্যের থেকে অনেক দূরে। বাস্তবে যে কোন সাম্রাজ্যেরই নাগালের বাইরে। সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশী সেনার সাহায্যে ওই বিজ্ঞানীরা নিজেদের বসতি স্থাপন করেছিল।

লোকগুলি তাদের নতুন বাসস্থানের নাম নিজের পুরোনো মূল নগরের নামে

রেখেছিল; দেবগিরি, মানে দেবতাদের বাসস্থল। যদিও সেটা আঞ্চলিক তিব্বতীয় ভাষায় দাঁড়ায় লাসা।

সোমরস নামক সঞ্জীবনী সুধা তৈরির প্রণালী লাসার নাগরিকদের কাছে পবিত্র গুহ্য জ্ঞান হয়ে রইলো, যতদিন না সেই জ্ঞান ভারতবর্ষের আবার প্রয়োজন হয়।

শিব আরো আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর দুই পুত্র একটা গোষ্ঠী তৈরি করবে যারা লাসাকে সুরক্ষিত রাখবে। গণেশ আর কার্তিক যে গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন তা বাছাই করা চন্দ্রবংশী, সূর্য্যবংশী ও নাগদের থেকে নেওয়া লোকদের দিয়ে গঠিত। এছাড়াও তারা শিবের নিজের উপজাতি গুনদের প্রায় সকলকেই তাতে অন্তর্ভুক্ত করলেন। আর অন্য সব আঞ্চলিক তিব্বতী উপজাতিদের নিলেন। শিবের বন্ধু ও বিশ্বস্ত অনুগামী বীরভদ্রকে এই গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হল। তাকে লামা উপাধিতে ভূষিত করা হল; এটা তিব্বতী শব্দ যার মানে গুরু। লাসার নাগরিকরা এবং লামার অনুগামীরা ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানসম্পদ রক্ষা করবে। তারা শপথ নিল যে তাদের মুখ্য কর্তব্য হবে যখনই আবার ভারতবর্ষ অশুভ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হবে তখনই নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে তাকে রক্ষা করতে হবে।

তিব্বতে সাংপো নদীর ধারে সোমরস বর্জ্য ফেলার যে স্থান ছিল, সেটা খুঁড়ে ফেলা হল এবং সেখানকার বর্জ্যপদার্থগুলো তুলে ফেলা হল। এই বর্জ্যপদার্থ তিব্বত মালভূমির আরো উত্তর দিকে অনেক দূরে বসবাসের অযোগ্য নির্জন স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। সেগুলো মোটা সিসে দিয়ে বানানো তোরঙ্গর ভেতরে ঢুকিয়ে বেলপাতা ও ভিজে মাটি দিয়ে মুড়ে মাটির অনেক গভীরে পুঁতে দেওয়া হল। এই তোরঙ্গগুলো গভীরে প্রচুর পরিমাণ মাটি, তুষার ও চিরহিমায়িত অর্ন্তমৃত্তিকার তলায় চাপা পড়ে রইলো। আশা করা হল যে এই বিষাক্ত পদার্থ চিরকাল একইভাবে ক্ষতি না করে অন্তরালেই থাকবে। সৌভাগ্যবশত, দেবগিরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে সোমরস উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছিল তাই নতুন করে বিষাক্ত বর্জ্যপদার্থর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার দরকার হয়নি।

শিব আরোও উপলব্ধি করেছিলেন যে সোমরস উৎপাদন প্রণালীর জ্ঞান সরিয়ে ফেলাটা দেবতাদের পাণীয়কে বন্ধ করার যথেষ্ট উপায় নয়, যদি ভারত

থেকে একে মুছে ফেলতে হয় তবে এর ভিত্তিটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। সেই বিষয়ে পরশুরাম যে পরিকল্পনাটা বলেছিল সেটা যুক্তিযুক্ত। সরস্বতী ছাড়া সোমরস উৎপাদন করা সম্ভব নয়, এছাড়াও বর্তমানে এই নদী দেবগিরির তেজস্ক্রিয় বর্জ্য গ্রহণ করে নদী পথের নিচের দিকের অঞ্চলকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। শতদ্রু ও যমুনা নদীর মিলিত ধারায় সরস্বতী নদীর উদ্ভব। যদি এই দুই স্রোতধারাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তবে সোমরস উৎপাদন অথবা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বয়ে নিয়ে আসার জন্য সরস্বতী নদীর জল আর স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হবে না।

সেই কারণে শিব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের মঙ্গলের কথা ভেবে শতদ্রু ও যমুনাকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। আদেশ দেওয়া হল যে দেবগিরি ধ্বংস হওয়ার একশ বছর আগে যে অস্থায়ী পথে নদীকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত করা হয়েছিল, আবার তেমনভাবেই যমুনার গতিপথকে পাল্টে ওই পথে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু এটা বলা যতোটা সহজ করা ততো সহজ নয়। যদি যমুনার মতো বিশাল নদীর গতিপথকে হঠাৎ পাল্টে ফেলা হয় তবে তার ফলে বন্যা হয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। এই গতিপথ পাল্টানোটা খুব নিয়ন্ত্রিত ভাবে করতে হবে।

ভগীরথ, মেলুহী প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায় এক অসাধারণ পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। যমুনার দুই ধার খুঁড়ে ফেলা হল এবং সেখানে বিশাল দৈত্যকার জলকপাট তৈরি করা হল। এই কপাটগুলো জল আটকানোর ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করবে, ধীরে ধীরে অল্প করে খুলে যমুনার জলধারাকে বহমান ধরে নতুন পথে জোর করে নিয়ন্ত্রিত ভাবে চালনা করা হবে। ভগীরথ এই জলকপাট গুলোর নাম রেখেছিলেন 'শিবের কপাট'। যমুনা তখন ধীরে ধীরে তার নতুন গতিপথে প্রবাহিত হয়ে প্রয়াগের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। শিব কপাট তখন গঙ্গাকে নতুন আকারে প্রবাহিত হতে দিল। আর কোনরকম অনিয়ন্ত্রিত বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই।

আগে থেকেই থাকা বিশাল ব্রহ্মপুত্রনদের যোগ্য উপস্থিতির সাথে আবার বিরাট যমুনা নদী গঙ্গার সাথে যুক্ত হওয়ায় বিপুল গঙ্গানদী বৃদ্ধি লাভ করে ভারতের সবচেয়ে বড়ো নদীপথ হয়ে দাঁড়ালো। এছাড়া আরো বিশ্বাস করা হতে

লাগলো যে যমুনা নদী সরস্বতীর আত্মাকে গঙ্গায় এনে মেশালো, তাই এটা ভারতের পবিত্রতম নদী বলে পরিগণিত হল। পবিত্র বলে গণ্য করা সরস্বতীকে ঘিরে থাকা ভক্তি গঙ্গার সাথে যুক্ত হল, এছাড়াও যমুনার থেকে আসা পরিস্রুত জলের বিপুল স্রোত ব্রঙ্গদেশের বিষাক্ত জলকে পরিশুদ্ধ করে দিল, সোমরসের বর্জ্যের কারথে থাকা বিষ থেকে মহান নদীকে মুক্ত করলো। বিষ থেকে মুক্ত হয়ে পুনরুত্থিত গঙ্গা যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হল, সেই গঙ্গাসাগরে বসবাসকারী ব্রঙ্গরা একটা মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করতে শুরু করলো; যে গঙ্গা তাদের দেশকে পরিশোধিত করেছেন। এটা এমন একটা কল্পনা যা সত্যের থেকে দূরে নয়।

দেবগিরির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বাঁধন না থাকায়, মেলুহার বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন রাজ্য হয়ে উঠেছিল। দক্ষর অযোগ্য শাসন ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এবং নতুন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে সেইসব দেশে সৃষ্টিশীলতার জোয়ার এল আর সুন্দর সব সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো।

শিব জোর হাসির শব্দ শুনতে পেলেন, জানতেন যে সেটা একমাত্র একজনের কাছ থেকেই আসা সম্ভব। তার দিকে ঘুরে দেখলেন যে ভগীরথ বহ্নুৎসবের আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে খুব উৎসাহের সাথে গোপাল আর কালীর সঙ্গে কথা বলছেন। দিলীপ তাঁর সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পদচ্যুত হয়েছিলেন দেবগিরি ধ্বংস হওয়ার আগেই। তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে আসেন ভগীরথ, যিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে অযোধ্যা শাসন করেছিলেন আর শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। ভগীরথের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দিলীপের মুখের ভাব দেখলে বোঝা যায় যে তিনি তাঁর ভাগ্যকে শান্তির সঙ্গে মেনে নিয়েছেন।

শিব এরপর লম্বা রোগা চেহারার মানুষটির দিকে মনোযোগ দিলেন যিনি ভগীরথ ও কালীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। মহান বাসুদেব বুঝতে পারলেন যে কেউ একজন তাঁর দিকে দেখছে, তিনি ঘুরে শিবকে দেখে দু-হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানালেন। শিবও প্রতি নমস্কার জানালেন। গোপাল শিবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

দেবগিরির যা পরিণতি হয়েছিল নিশ্চিৎভাবে বাসুদেব প্রধান তা চাননি। কিন্তু

যা উপলব্ধি করে শান্তি পেয়েছিলেন তা হল অশুভ শক্তির বিনাশ করা হয়েছিল আর সোমরস তৈরির জ্ঞান সুরক্ষিত করা হয়েছিল।

অশুভ শক্তির অনিষ্টকারী প্রভাব অপসারিত হতেই ভারতবর্ষ পূর্নজীবন লাভ করেছিল। নীলকণ্ঠ তাঁর লক্ষ পূর্ণ করেছিলেন আর তাতেই নিহিত ছিল বাসুদেবদের সফলতা। মহাদেবের করা নতুন গোষ্ঠীর বীরভদ্র ও লাসার নাগরিকদের সঙ্গে গোপাল একটা বিধিসম্মত সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। বাসুদেবরা এবং লাসাবাসীরা একই সঙ্গে ভারতবর্ষের ওপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছিলেন যাতে এই পবিত্রভূমি নিশ্চিতভাবে তার সমৃদ্ধি বজায় রাখতে পারে আর ভারসাম্যের সাথে বিকাশলাভ করে।

বন্ধু গোপালকে দেখে শিবের মনে পড়ে গেল বায়ুপুত্রদের কথা। পশুপতিঅস্ত্র ব্যবহার করার জন্য তারা শিবকে কখনোই ক্ষমা করেননি। তীব্র বিরোধিতার মধ্যেও নিজের দায়িত্বে মিত্র ঘোষণা করেছিলেন যে শিবই নীলকণ্ঠ। তাই পশুপতিঅস্ত্র প্রয়োগ করার ফলে তিনি খুবই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছিলেন। অননুমোদিত ভাবে দৈবী অস্ত্র ব্যবহার করার শাস্তি হল চোদ্দ বছরের নির্বাসন। বায়ুপুত্রদের কাছে করা শপথ ভঙ্গ করার জন্য এবং শাশুড়ি বীরিনী, বন্ধু পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ীকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে শিব ভারত থেকেই নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন। কেবলমাত্র চোদ্দ বছরের জন্য নয় বরং বাকি জীবনের জন্য।

'বাবা '

গণেশ, কার্তিক ও কালী যে তাঁর কাছে চলে এসেছেন সেটা শিব লক্ষ করেন নি।

'বলো গণেশ।'

'বাবা, এটা শিবরাত্রির ভোজ,' গণেশ বললেন। 'আর এই উৎসবে মহাদেবের উপস্থিতি হল প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সরোবরের ধারে গভীর চিন্তা করা নয়।'

শিব ধীরে মাথা নাড়লেন, তাঁর ঘাড়টা একটু টনটন করে উঠলো, বুড়ো বয়সের বিড়ম্বনা।

'আমায় ওঠাও।' শিব বললেন, তিনি ওঠার চেষ্টা করছিলেন। কার্তিক ও গণেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাদের পিতাকে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন।'

'গণেশ প্রত্যেক বারেই দেখছি যে তুমি আরো মোটা হচ্ছো।'

গণেশ হো হো করে হাসলেন। তাঁর মার মৃত্যুতে গণেশ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর ভুগেছিলেন। সেরে উঠতে অনেক সময় নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন, আর মার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। শিব ও সতীর উপদেশ বাণী সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়াকে নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। নিজের জীবনের এই উদ্দেশ্যর জন্য তাঁর শান্ত স্বভাব ফিরে এসেছিল। মাঝে মাঝে হাসিখুশি থাকতে ভালোবাসতেন।

'তোমার সুকার্য্যর জন্য ধন্যবাদ, সেই সুকার্য্যের কারণে সারা ভারত জুড়ে শান্তি বিরাজ করছে।' গণেশ বললেন, 'আর কোন যুদ্ধ নেই কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাই আমি কায়িক পরিশ্রম করি খুবই অল্প আর খাই বেশি, তাই শেষ পর্যন্ত যা দেখছি। তোমার দোষেই আমি এতো মোটা হয়ে যাচ্ছি।'

কালী ও কার্তিক জোরে হেসে উঠলেন, শিব কেবল একটু মাথা নাড়লেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে বিমর্ষতার ছাপ সরলো না।

'একটু তো হাসতে পারো বাবা,' কার্তিক বললেন 'আমরা তাহলে আনন্দ পাবো।'

শিব কার্তিকের দিকে তাকালেন, সতীর মৃত্যুর পর অনেক বছর কেটে গেছে তাই এমনকি একদা তরুণ কার্তিকের মাথাতেও এখন চুল পাকতে শুরু করেছে। শিব জানতেন যে বহুদূরের দেশ পরিক্রমা করে সে কৈলাশে এসে পৌছেছে। প্রায় সব কাজ শেষ করার পর শিব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কৈলাশ-মানস সরোবরে ফিরে যাবেন। কার্তিক নর্মদার দক্ষিণে পরিভ্রমণ করেছিলেন, প্রাচীন ভারতের কেন্দ্রস্থলের গভীরে গিয়েছিলেন, প্রভু মনুর দেশে।

ইতিহাস বলে যে প্রভু মনু ছিলেন পাণ্ড রাজবংশের রাজপুত্র। এই রাজবংশ প্রাগৈতিহাসিক দেশ সঙ্গমতামিলে রাজত্ব করতো। ওই দেশ এবং তাঁর সঙ্গম সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছিল শেষ তুষার যুগের শেষে সমুদ্র জলস্তর বেড়ে যাওয়ার

কারণে। কার্তিক আবিষ্কার করেছিলেন যে বহু মানুষ ভারতের এই পিতৃভূমিতে বাস করে চলেছে। নর্মদার দক্ষিণে কোন মানুষ গেলে তাকে বর্জন করার প্রভু মনুর এই নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে, ভারতের দক্ষিণের সবচেয়ে বড়ো নদী কাবেরীর তীরে কার্তিক এক নতুন সঙ্গম সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

'আমি তখনই হাসবো যখন তোমরা তিনজন তোমাদের গোপন বিষয়টা আমার কাছে প্রকাশ করবে।' শিব বললেন।

'কি গোপন?' কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি যা বলছি তা তোমরা ঠিকই জানো।'

শিব পরবর্তীকালে আবিষ্কার করেছিলেন যে দেবগিরি ধ্বংস হওয়ার আগের রাতে কালী, পরশুরাম আর বীরভদ্র বিদ্যুন্মালীকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল। অকথ্য অত্যাচারের যন্ত্রণায় বিদ্যুন্মালী সতীর ঘাতকদের নাম বলতে বাধ্য হয়েছিল। তাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে ধীরে ধীরে পাশবিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

দেবগিরি ধ্বংসের কয়েক বছর পরে কালী, গণেশ, কার্তিক, পরশুরাম আর বীরভদ্র ভারতের বাইরে চুপচাপ চলে গেছিল। কেউই সত্যি করে জানতে পারেনি তারা কোথায় গেছিল। তারা ইচ্ছে করেই শিবকে কিছু বলতে অস্বীকার করেছিল। হয়তো তার কারণ। তিনি সতীর মৃত্যুর আর কোন প্রতিশোধ নেওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু শিবের সন্দেহ ছিল

সেই সন্দেহগুলো ভিত্তিহীন ছিল না। কারণ একই সময়ে মিশরে গুজব রটেছিল যে অমিশুকে অ্যাটেন উপজাতি প্রায় পুরোটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল। জানা গেছিল ওই উপজাতির প্রত্যেক নেতারই ধীরে খুব যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটেছিল। তাদের রক্ত হিম করে দেওয়া আর্তনাদের প্রতিধ্বনি তাদের অনুগামীদের শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। কালী এবং অন্যরা যেটা জানতো না, তা হল কয়েকমাস আগে সোয়াথ্ নিজেকে নির্বাসিত করেছিল। দক্ষিণ দিকে নীলনদের উৎসস্থলে সে চলে গেছিল। বাকী জীবনটা আক্ষেপ করে কাটিয়েছিল যে, মৃত্যু ঘটানোর জন্য অন্তিম আঘাত করার পবিত্র কর্তব্যটা সে শেষ করতে পারেনি। কিন্তু সতীর বীরত্ব-বৈভব তার আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ওই রণরঙ্গিণীর নাম সোয়াথ্ জানতো

না। তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সতীকে সে নামহীন দেবীরূপে পুজো করে গেছিল। তার উত্তরসূরীরাও এই ধারা বজায় রেখেছিল। অ্যাটেন গোষ্ঠীর বেঁচে থাকা অল্প কয়েকজন বংশপরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে থেকেছিল। যতদিন না একজন বিপ্লবী ফারাও বা মিশরের সম্রাট এই ধর্মবিশ্বাসকে সংস্কার করে পূনঃপ্রবর্তিত করেছিলেন। ওই ফারাও মহান আখেন্ অ্যাটেন্ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এর মানে হল অ্যাটেন এর জীবিত আত্মা। কিন্তু সেটা অন্য কাহিনী।

'বাবা আমরা গেছিলাম .   '

কালী কার্তিকের ঠোঁটের ওপর হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'শিব, কোনরকম গোপনীয়তা প্রকাশ করার ব্যাপার নেই। একমাত্র যেটা, সেটা হল খাবারগুলো খুবই সুস্বাদু, আপনার খাওয়ার দরকার। তাই আমার পেছনে পেছনে চলে আসুন'।

শিব মাথা নেড়ে বললেন, 'এখনো তুমি তোমার রাজসিক ভাবভঙ্গি ছাড়তে পারোনি।'

কালীর আর রাজত্ব নেই, মিশর থেকে ফেরবার কয়েক বছরের মধ্যে নিজের সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন আর সুপর্ণাকে নাগদের নতুন রাণী হওয়ায় নির্বাচনে সমর্থন করেছিলেন। নিজের রাজ্য যোগ্য হাতে ছেড়ে দিয়ে শিব, গণেশ আর কার্তিকের সঙ্গ নিয়ে ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। নীলকণ্ঠের পরিবার সারা দেশের দৈর্ঘ্য প্রস্থে একান্নটা শক্তিপীঠ স্থাপন করেছিলেন, এছাড়াও কালী শিবের নিজের কাছে রেখে দেওয়া সতীর চিতাভস্মের কিছুটা অংশ দিয়ে দেওয়ার জন্য শিবের মত পাল্টাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সতী কেবল শিবের একার নয়। সতী সমগ্র ভারতের, তার ফলে এই একান্ন পীঠের প্রত্যেক মন্দিরে সামান্য পরিমাণ করে সতীর চিতাভস্ম উৎসর্গ করা হয়েছিল। যাতে করে ভারতবাসী তাদের মহান দেবী সতীকে চিরকাল মনে রাখে।

শেষ পর্যন্ত ব্রঙ্গদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে কামাক্ষ্যা মন্দিরের কাছে কালী স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রার্থনায় তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর পবিত্র উপস্থিতির কারণে কামাক্ষ্যা মন্দির ভারতের সবচেয়ে

বিখ্যাত শক্তিপীঠের মধ্যে একটা বলে পরিগণিত হতে লাগলো। নাগরাণীর অনুপ্রেরণায় বহু সূর্য্যবংশী, চন্দ্রবংশী আর নাগ তাঁর অনুগামী হয়ে তাঁর নতুন বাসভূমিতে অনুসরণ করে চলে এসেছিল। পরবর্তীকালে তারা নিজেদের পৃথক পৃথক রাজ্য স্থাপন করেছিল। সূর্য্যবংশীরা তাদের রাজ্যের নাম রেখেছিল ত্রিপুরা, মানে তিন নগরীর দেশ। তাদের পুরনো রাজধানীর তিনটি ক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ার কারণে। বিষ্ণুর সপ্তম অবতার প্রভু রামের ভক্ত চন্দ্রবংশীরা তাদের নতুন বাসভূমির নাম দিল মণিপুর, মানে মণিরত্নের দেশ: যে দেশটা সপ্তম বিষ্ণু অবতারের ক্ষেত্রে ভারতের যে মুকুটমণি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কালীর অনুগামী বহু নাগেরা তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করলো আরো পূর্বদিকে। অন্য ধরনের এই মানুষগুলো কালীর মতবাদকে অনুসরণ করতো; ভারতমাতার গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া এরা হলেন মহান বীর। সেইকারণে এদের যদি সম্মান করো তাহলে এরা তোমার সবচেয়ে শক্তিমান সহায়ক হবেন। যদি অসম্মান করো তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

'আমার রাজত্ব না থাকতে পারে, শিব।' আনন্দোচ্ছলভাবে চোখ ঘুরিয়ে কালী বললেন 'কিন্তু সবসময়ই আমি রাণী!' গণেশ আর কার্তিক খুব হাসলেন। শিব কেবল কালীর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন; সতীর মুখের ক্ষণিক আভাস সেখানে; এতে তাকে মনে করালো একসময়ে জীবনে কত আনন্দই না ছিল।

'এসো, চলো খেতে যাওয়া যাক।' শিব বললেন। বহ্যুৎসবের আগুনের দিকে মহাদেবের পরিবার ফিরে যেতে শুরু করতেই গণেশ, কার্তিক ও শিবকে বলতে শুরু করলেন যে মহর্ষি ভৃগু তাদের কি অসাধারণ এক রচনা দেখিয়েছেন; এটা যুগ যুগ ধরে প্রাচীন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের এক বিখ্যাত রচনা 'ভৃগু সংহিতা' নামে অমর হয়ে থাকবে।

পরবর্তীকালীন কয়েক বছর ধরে শিব ক্রমশ তপস্যাব্রতী হয়ে উঠছিলেন। তিনি সতন্ত্রভাবে পাহাড়ের গুহায় নিজেকে আবদ্ধ রেখে দিনের পর দিন এমনকি বহুমাস কঠোরভাবে প্রায়শ্চিত্ত করা শুরু করেছিলেন। সেই সময় শুধু একজনেরই তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মিলতো যে হল নন্দী। প্রবাদ চালু হল যে শিবের কাছে পৌঁছতে হলে একমাত্র পথ নন্দীর মাধ্যমে যাওয়া।

এছাড়াও শিব নিবেদিত প্রাণে বহু ঘন্টা যোগ সাধনা করে কাটাতেন। এর ফলে প্রাপ্ত জ্ঞানের ক্রমোন্নয়ন তাঁকে সাহায্য করেছিল এক শক্তিময় পদ্ধতির উদ্বাবনের মধ্যে দিয়ে কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শান্তির পথে সচ্চিদানন্দের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে।

এছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ও চেতনার বিশাল ভাণ্ডারে তিনি অনেক নতুন নতুন চিন্তাধারা ও দর্শন যুক্ত করেছিলেন। তাঁর বহু ধ্যানধারণা বেদ, উপনিষদ আর পুরানের মতো পবিত্র গ্রন্থে নিহিত রয়েছে, যেগুলো যুগ যুগ ধরে মানবতায় হিত সাধন করে চলেছে।

তথাপি শিবের মনের বিস্ময়কর সৃজনশীলতা সত্ত্বেও তাঁর হৃদয় কোনদিন আর আনন্দলাভ করতে পারেনি। লোকশ্রুতি যে তাঁর পরিবারের বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও দেবগিরির সেই ভয়ংকর দিনের পর থেকে শিবকে আর কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। কেউই আর কোনদিন তাঁর স্বর্গীয় নৃত্য দেখেনি, উচ্চস্তরের আবেগপূর্ণ গান আর সঙ্গীত শোনেনি। যে সমস্ত বিষয় থেকে কণামাত্র আনন্দ পাওয়া সম্ভব সে সমস্ত কিছুই তিনি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু লোকশ্রুতি এও বলে যে শিব একবার হেসেছিলেন, মাত্র একবার। যে মুহূর্তে তিনি তাঁর পার্থিব শরীর ত্যাগ করে আবার ঈশ্বরের সাথে লীন হয়েছিলেন; যাঁর থেকে তাঁর আবির্ভাব, তখন হেসেছিলেন। তিনি হেসেছিলেন, কারণ জানতেন তাঁর জীবনের ভালোবাসা, তাঁর সতী আর মাত্র একটা অন্তিম শ্বাসের দূরত্বে অপেক্ষা করে আছে।

কার্তিকের জ্ঞান আর পরাক্রমের সহায়তায় নিশ্চিৎ হয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গম সংস্কৃতি তার শ্রীবৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রেখেছিল। আর চতুর্দিকে তার শক্তি ছড়িয়ে পড়লো। যেখানে উত্তর ভারতে ক্রমাগত কার্তিকের আরাধনা করা হত। বিশেষ করে কাশীতে যেখানে তিনি জন্মেছিলেন। সেখানে দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রভাব ছিল তুলনাহীন। এখনকার দিনেও তাঁকে যুদ্ধের দেবতারূপে পুজো করা হয়, যিনি যেকোন সমস্যার সমাধান করেন আর যেকোন শত্রুকে পরাজিত করেন।

ইতিমধ্যে কার্তিকের বড়ো ভাই জ্ঞানী ও দয়ালু গণেশের প্রতি ভক্তির মাত্রা সারা ভারতে বেড়ে আকাশ ছুঁয়েছিল। লোকেরা তাঁকে জীবন্ত দেবতা হিসেবে দেখতো। সারা দেশ জুড়েই একটা বিশ্বাস ছড়িয়ে গেছিল যে সবরকম অনুষ্ঠানের

শুরুতে অন্য দেবদেবীর আগে তাকেই প্রথম দেবতা হিসেবে পুজো করা হবে। গণেশ পুজো করলে জীবনপথের সকল বিঘ্ন নাশ হবে। এছাড়া গণেশের প্রগাঢ় প্রজ্ঞা তাঁকে সাহিত্যিক ও লেখকদের দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো; তাই কাহিনীকার, কবি ও অন্যান্য পীড়িত মানুষদের কাছে তাঁর নাম বিশাল তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে উঠলো।

সোমরস গণেশের শরীরে বিশেষ রকম প্রভাব ফেলেছিল, তাই তিনি অনেক শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সমসাময়িক সকলের চেয়ে বেশিদিন। আর গণেশ তাতে কিছু মনে করতেন না। সারা ভারতের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তিনি ভালোবাসতেন। তাদের সাহায্য করতেন, সঠিক পথ দেখাতেন। কিন্তু তারপর একটা সময় এল যখন বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে গিয়ে গণেশ ভাবতে শুরু করলেন যে, হয়তো তিনি এই পার্থিব শরীর নিয়ে বড়ো বেশিদিন বেঁচে আছেন।

যা দেখে গণেশকে মনস্তাপে ভুগতে হল তা হল বৈদিক যুগের ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে সর্বনাশা এক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। অকেজো রাজপরিবারের সামান্য বিতর্ক ক্রমে ক্রমে বেড়ে গিয়ে বিশাল এক সংঘাতে পরিণত হল। যা সেই সময়ের সকল বড়ো ও শক্তিশালী রাজ্যকে তাতে টেনে আনলো। বিধ্বংসী যুদ্ধের সেই নিদারুণ রক্তপাত সব বড়ো বড়ো রাজ্যকে কেবল ধ্বংসই করে ফেললো না বরং বৈদিক ভারতের জীবনধারাকেই ধ্বংস করে ফেললো। ফলে যেটা পড়ে রইলো সেটা হল চরম বিধ্বংস। তারপর যা সচরাচর হয়ে থাকে, এই ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার সভ্যতার উদয় হল। কিন্তু এই নতুন সভ্যতায় পুরোন ঐতিহ্যর বড়ো বেশি অভাব ছিল। তারা কেবল তাদের পূর্বসূরীদের মহান ঐতিহ্যের সামান্য ছিটেফোঁটাই জানতো। এই উত্তরসূরীরা অনেকদিক থেকেই ছিল অযোগ্য। এরা তাদের মহান পূর্বসূরীদের দেবতা ভাবতো। কারণ তারা ভাবতো এরকম মহান ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ বাস্তবে থাকতে পারে না। এরা বিজ্ঞানের অসাধারণ উৎকর্ষকে অলৌকিক বলে ভাবতো কারণ এদের বুদ্ধি আগের মহান জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বুঝতেই পারতো না। এই উত্তরসূরীরা গভীর দর্শনের কেবল আচার-অনুষ্ঠানগুলোই অনুকরণ করতো কারণ বিতর্ক বা প্রশ্নের উদয় হওয়ার জন্য সমতুল্য মনোবল ও প্রত্যয়ের প্রয়োজন। এই উত্তরসূরীরা বাস্তব ইতিহাসকে

পৌরাণিক কাহিনী বলে ধরে নিত। কারণ ওই মহাযুদ্ধে প্রচুর দৈবী অস্ত্র ব্যবহারের ফলস্বরূপ বিধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশে আসল ইতিহাসের চিহ্ন ও স্মৃতি প্রায় সমস্তই হারিয়ে গেছিল। ভারতের পক্ষে তার পুরনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্যম ও গভীর উপলব্ধির জ্ঞান ফিরে পেতে সহস্র সহস্র বছর লাগলো।

যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্মৃতি ও চিহ্ন জোগাড় করে ওই মহাযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হল, তখন প্রথমদিকে ওই মহাগ্রন্থকে বলা হত 'জয়'। কিন্তু এমনকি সাদাসিধে ওই উত্তরসুরীরাও শীঘ্রই বুঝতে পারলো যে ওই নাম অনুপযুক্ত। ওই ভয়ংকর মহাযুদ্ধ কাউকেই বিজয় এনে দেয়নি। প্রত্যেকেই যারা যুদ্ধে লড়াই করেছিল, হেরে গিয়েছিল। বাস্তবক্ষেত্রে সমগ্র ভারতই হেরে গিয়েছিল ওই যুদ্ধে। আজকে আমরা জানি যে ওই মহাযুদ্ধের পরম্পরাগত কাহিনী হল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এক মহাকাব্য: মহাভারত। যদি প্রভু নীলকণ্ঠ অনুমতি দেন, তবে ওই সাংঘাতিক মহাযুদ্ধের বিশুদ্ধ কাহিনী একদিন অবশ্যই বলা হবে।

ওঁ নমঃ শিবায়
হে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রণম্য।
আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

পরিভাষা

অক্সিজেন/অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট: প্রাণবায়ু জারণরোধক তত্ত্ব। আধুনিক গবেষণা এই তত্ত্বের সমর্থক। আগ্রহী পাঠকেরা সায়েন্টিফিক আমেরিকান বইয়ের ক্যাথরিন ব্রাউন-এর 'র‍্যাডিক্যাল প্রপোজাল' পড়ে দেখতে পারেন।

অগ্নি: আগুনের দেবতা।

অগ্নিগীত: এটা একটা গান যা গুণ যোদ্ধারা অগ্নির উদ্দেশ্যে গাইতো। অন্যান্য উপাদানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত গানও ছিল তাদের। যেমন ভূমি (পৃথিবী), জল, বায়ু, ব্যোম্ বা মহাশূন্য বা আকাশ।

অগ্নিপরীক্ষা: আগুনের দ্বারা পরীক্ষা।

অঙ্কুশ: বঁড়শির আকারের ছুঁচলো দণ্ড যা দিয়ে হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

অঙ্গরস: নৃত্যের অঙ্গচালনা বা পদচালনা।

অন্নপূর্ণা: খাদ্য, পুষ্টি ও প্রাচুর্যের হিন্দু দেবী। এনাকে দেবী পার্বতীর আরেক রূপ বলেও বিশ্বাস করা হয়।

অনশন: অনাহার। এটি সেচ্ছায় অভুক্ত থাকাকেও সুচিত করে। এই বইতে অনশন হল এলম্ দেশের রাজধানী।

অপ্সরা: স্বর্গের রাজা ইন্দ্র অথবা জিউস্ বা জুপিটারের রাজসভার সুন্দরী রমনী।

অশ্বমেধ যজ্ঞ: আক্ষরিক অর্থে ঘোড়ার বলিদান। প্রাচীনকালে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক তাঁর রাজ্যের সীমা বাড়াতে চাইলে এবং সামরিক শক্তি দেখাতে চাইলে যজ্ঞের একটি পবিত্র ঘোড়াকে ছেড়ে দিতেন। সেই ঘোড়া ভারতবর্ষের চারদিকের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে দিয়ে মুক্তভাবে ঘুরতো। যদি কোন রাজা ওই ঘোড়াকে থামাতেন ও অধিকার করে নিতেন তখন ঐ শাসক এই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। এরপর এই রাজাকে পরাজিত করে তার রাজ্য অধিকার করে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতেন। যদি অন্য পক্ষের কোন রাজা এই ঘোড়াকে না থামাতেন তাহলে তাঁর রাজ্য ওই শাসকের সামন্ত রাজ্য হয়ে যেত।

অসুর: দানব।

আর্য্য: মহাশয়।

আয়ুরালয়: হাসপাতাল।

আয়ুর্বেদিক: প্রাচীন ভারতীয় ভেষজবিদ্যা। আয়ুর্বেদ থেকে নেওয়া।

আয়ুষ্মান ভবঃ: দীর্ঘজীবী হও।

ইন্দ্র: আকাশের দেবতা; বিশ্বাস করা হয় ইনি দেবতাদের রাজা।

ঋষি: জ্ঞানী মানুষ।

কত্থক: এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় নৃত্য।

কর্ম: স্বেচ্ছাকৃত কাজ ও কর্তব্য; এবং একজন মানুষের এই জন্মের ও পূর্বজন্মের সমগ্র কাজ। যা ভবিষ্যতের কাজের সীমা বেঁধে দেয়।

কর্মসাথী: কর্ম অথবা কর্তব্যের পথের সহযাত্রী।

কাজল: কালো রঙের চোখে লাগানোর প্রসাধন দ্রব্য।

কাশী: আধুনিক বারাণসীর প্রাচীন নাম। কাশী শব্দের অর্থ যে নগরে পরম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়।

কুলহাড়: মাটির পেয়ালা।

ক্রিয়া: কাজ।

গণেশ-কার্তিক সম্পর্ক: উত্তর ভারতে পৌরাণিক ধারা অনুযায়ী প্রভু গণেশের থেকে প্রভু কার্তিক বয়েসে বড়ো; দক্ষিণ ভারতে বেশিরভাগ অংশেই প্রভু গণেশকেই বয়সে বড়ো বলে ধরা হয়। আমার রচিত কাহিনীতে গণেশ কার্তিকের চেয়ে বয়সে বড়ো। কোনটা সত্যি? তা কেবল শিব ঠাকুরই জানেন।

গুরুকুল: গুরু পরিবার বা শিক্ষক পরিবার। প্রাচীনকালে বিদ্যালয়কে সূচিত করতেও শব্দটি ব্যবহৃত হতো।

গুরুজি: শিক্ষক। 'জি' হল সম্মানজনক শব্দ যা কোন নাম বা উপাধির সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

চতুরঙ্গ: প্রাচীন ভারতীয় খেলা, যা বিবর্তিত হয়ে আধুনিক দাবাখেলা হয়েছে।

চন্দ্রবংশী: চাঁদের অনুগামী।

চিলম্: পোড়ামাটির সরু নল। সাধারণত গাঁজা খেতে যা ব্যবহার করা হয়।

চোটি: চুলের বিনুনি।

জয়গুরু বশিষ্ঠ: গুরু বশিষ্ঠের গৌরব কামনাসূচক জয়ধ্বনি।

জয়গুরু বিশ্বামিত্র: গুরু বিশ্বামিত্রের গৌরব কামনাসূচক জয়ধ্বনি।

জয় শ্রীব্রহ্মা: ভগবান ব্রহ্মার গৌরব কামনাসূচক জয়ধ্বনি।

জয় শ্রীরাম: প্রভু রামের গৌরব কামনাসূচক জয়ধ্বনি।

জানেউ: পৈতে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানমূলক পরিধেয় একগাছি সুতো যা কাঁধ থেকে দেহের কোমর পর্যন্ত বেষ্টন করে থাকে। প্রাচীন ভারতে এটা জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে দূর্নীতির ফলে যারা ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছেন তারাই এটা কেবলমাত্র ধারণ করতেন। কিন্তু কর্ম ও প্রচেষ্টার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করেন যারা তারা নয়।

জী: কোন নাম বা উপাধির শেষে যুক্ত হওয়া সম্মানসূচকার্থক।

ডমরু: বালিঘড়ির আকারের ছোট এক প্রকার আনদ্ধ বাদ্য যা হাতে ধরে বাজানো হয়।

তাম্র: ব্রোঞ্জ।

থালি: থালা।

দণ্ডকারণ্য: অরণ্য—বন-জঙ্গল। বর্তমান মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, ছত্রিশগড় আর মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশের প্রাচীন নাম ছিল দণ্ডক। তাই দণ্ডকারণ্য মানে দণ্ডক অঞ্চলের অরণ্য।

দাদা: বড়ভাই।

দিব্যদৃষ্টি: ঐশ্বরিক বোধ।

দেব: দেবতা।

দেবগিরির রাজসভার বেদীর গঠন: এই বইতে রাজসভার বেদীর বর্ণনা রয়েছে, সেই সাপেক্ষে যুক্তি হল সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত হওয়া পোড়া ইটের তৈরি বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট ভবন। যা সাধারণত জনসাধারণের ব্যবহারের স্নানাগারের পাশেই ছিল। যা শস্যাগার বলে বহু ঐতিহাসিক অনুমান করেন।

দৈবী অস্ত্র: দৈবী—ঐশ্বরিক; অস্ত্র—আয়ুধ। প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্যে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে গণসংহারক অস্ত্রের বর্ণনা দিতে।

ধর্ম: আক্ষরিক অর্থে সৎ কর্মপদ্ধতি। কিন্তু চিরাচরিত হিন্দু মতে এর মানে আরো অনেক কিছু। শব্দটিকে পরিবেষ্টন করে থাকে পবিত্রতা, শুদ্ধ জ্ঞান, সৎ-জীবন,

ঐতিহ্য, বিশ্বের প্রকৃতিগত ধারা ও কর্তব্য। এক কথায় এর মানে হল জীবনবিধি।

ধর্মযুদ্ধ: ধর্ম রক্ষা করার যুদ্ধ।

ধোবি: ধোপা।

নমস্তে: প্রাচীন ভারতীয় সম্ভাষন। বলার সাথে সাথে দুহাতের তালু জড়ো করা হয়। এটি তিনটি শব্দের মিলিত রূপ—'নমঃ', 'অস্তু' ও 'তে'—যার অর্থ তোমার শুভকামনায় হাত জড়ো করছি। নমস্তে 'হ্যালো' এবং 'গুডবাই' অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে।

নাগ: নাগ মানুষেরা।

নির্বাণ: জ্ঞানালোকিত অবস্থা: পূর্ণজন্মের চক্র থেকে মুক্তি।

পঞ্চবটী: পাঁচ বট গাছের স্থান।

পণ্ডিত: পুজারী।

প্যারাডাইজা: প্রাচীন পার্শী শব্দ যার অর্থ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ 'নন্দনকানন' ইংরেজী শব্দ 'প্যারাডাইস'-এর শব্দমূল।

পবনদেব: বাতাসের দেবতা।

পরমাত্মা: পরম আত্মা বা সকল আত্মার সমষ্টি।

পরিহা: পরীদের স্থান। বর্তমান পার্শিয়া/ইরান-কে বোঝানো হয়। আমার বিশ্বাস প্রভু রুদ্র এখান থেকেই এসেছিলেন।

পশুপতিঅস্ত্র: আক্ষরিক অর্থে, পশুদের প্রভুর অস্ত্র। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত পশুপতি অস্ত্রের প্রভাব

অনেকটাই পারমানবিক অস্ত্রের প্রভাবের সাথে মিলে যায়। আধুনিক পারমানবিক প্রযুক্তিতে মূলত পরমাণু বিদারণের ধারণার উপর ভিত্তি করে অস্ত্র তৈরি করা হয়। কেন্দ্রকীয় সংযোজন নির্ভর বিদারণ অস্ত্র আবিষ্কৃত হলেও সম্পূর্ণ বিদারণ নির্ভর অস্ত্র আজ অবধি আবিষ্কৃত হয় নি। বিজ্ঞানীদের মতে বিশুদ্ধ বিদারণ-নির্ভর অস্ত্রের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অনেক কম ও তত্ত্বগতভাবে দেখলে এই অস্ত্রের লক্ষ আরও সঙ্কুচিত ও নিখুঁত। এই ত্রয়ী কাহিনীতে, আমি পশুপতিঅস্ত্রকে এই রকমেরই একটি অস্ত্র বলে ধরে নিয়েছি।

পাতাললোক: ভুগর্ভ।

পিতৃতূল্য: 'পিতার সমান' কোন লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

পূজা: প্রার্থনা।

পুজা থালি: পূজার নৈবেদ্যের থালা।

পৃথিবী: ধরণী।

প্রকৃতি: নিসর্গ।

প্রহর: প্রাচীন হিন্দুরা দিনকে ছয় ঘন্টার যে চারটি ভাগে ভাগ করতেন; প্রথম প্রহর মধ্যরাত্রে বারোটায় শুরু হয়।

ফ্রবশী: ফ্রবশী হল এক রক্ষক-শক্তি স্বরূপ আত্মা, যার উল্লেখ রয়েছে জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আবেস্তায়। যদিও বেশির ভাগ

	গবেষকের মতে ফ্রবশীর রূপের কোন রকম বর্ণনা নেই। আবেস্তার ব্যাকরণ পরিষ্কার ভাবেই একে স্ত্রী রূপেই ব্যক্ত করেছে। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও জরথুস্ত্রীয় ধর্মে আগুনের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি ফ্রবশীকে আগুনের রূপেই গ্রহণ করেছি। এটা অবশ্যই কাল্পনিক।
বরুণ:	জল ও সমুদ্রের দেবতা।
বর্জিস গৃহ:	অনুশীলন কক্ষ।
বাবা:	পিতা।
বিকর্ম:	দুর্ভাগ্যের বাহক।
বিজয়ীভব:	তোমার জয় হোক।
বিশ্বনাথ:	আক্ষরিক অর্থে, জগতের প্রভু। সাধারণত প্রভু শিবকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয় যিনি তাঁর ক্রুদ্ধ অবতারের রূপে প্রভু রুদ্র নামেও পরিচিত। আমার বিশ্বাস প্রভু রুদ্র ও প্রভু শিব একই ব্যক্তি নন। এই ত্রয়ী কাহিনীতে আমি প্রভু রুদ্রের উদ্দেশ্যেই 'বিশ্বনাথ' নামটি ব্যবহার করেছি।
বিষ্ণু:	বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও শুভশক্তির বিস্তারকর্তা। আমার ধারণা এই প্রাচীন হিন্দু উপাধিটা সেইসব মহান নেতাদেরই দেওয়া হত যারা দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসাবে বিবেচিত হতেন।
ব্রহ্মচর্য্য:	চিরকুমার থাকার ব্রত।
ব্রহ্মাস্ত্র:	আক্ষরিক অর্থে ব্রহ্মের অস্ত্র। প্রাচীন

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে যা বলা হয়েছে। বহু বিশেষজ্ঞ দাবী করেন যে ব্রহ্মাস্ত্রের এবং এর প্রয়োগের পরিণামের বর্ণনা পারমানবিক অস্ত্রের অনুরূপ। আমি আমার বইয়ের প্রসঙ্গে একে সত্যি বলেই গ্রহণ করেছি।

ব্রঙ্গ: বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশের মিলিত প্রাচীন নাম। এই দেশের নদী ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা এই দুটিকে সংযুক্ত করে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

ব্রঙ্গহৃদয়: আক্ষরিক অর্থে ব্রঙ্গের হৃদয়। ব্রঙ্গরাজ্যের রাজধানী।

ভাঙ: ভারতীয় মাদক দ্রব্য। গাঁজা মেশানো দুধ।

ভারতে পার্শী অভিবাসন: জরথুষ্ট্রীয় উদ্বাস্তুদের দল ধর্মীয় নিপীড়ন এড়াতে সম্ভবত অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে অভিবাসী হিসাবে চলে আসে। তারা গুজরাটে পদার্পণ করলে আঞ্চলিক শাসক যাদব রাণা তাদের আশ্রয় দেন।

ভিক্ষা: দান।

ভোজন গৃহম্: খাওয়ার ঘর।

মনুর কাহিনী: দক্ষিণ ভারতের জন্ম সম্পর্কিত মনুর যে তত্ত্ব তার ঐতিহাসিক বৈধতা সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহীদের গ্রাহাম হ্যাংকক্ এর অসামান্য বই 'আন্ডার্ওয়র্ল্ড্' পড়ে দেখা উচিত।

মণ্ডল: এই সংস্কৃত শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বৃত্ত। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে মণ্ডল তৈরির মাধ্যমে পবিত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় ও এর ফলে ভক্তদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সুবিধা হয়।

মহাদেব: 'মহা' অর্থে মহান ও 'দেব' অর্থে ঈশ্বর। কাজেই, মহাদেব শব্দের অর্থ মহত্তম ঈশ্বর বা মহেশ্বর। আমার বিশ্বাস যে অনেকেই 'দুষ্টের বিনাশকারী' হলেও 'মহাদেব' নামে ডাকার মতো মহান মাত্র কয়েকজনই ছিলেন। প্রভু রুদ্র ও প্রভু শিব 'মহাদেব'-দের মধ্যে ছিলেন।

মহাসাগর: সুবিশাল সাগর; হিন্দ মহাসাগর হল ভারত মহাসাগর।

মহেন্দ্র: এই প্রাচীন ভারতীয় নামের অর্থ জগৎ-বিজেতা।

মা: জননী।

মায়া: চিত্তবিভ্রম।

মাসী: মায়ের বোন; আক্ষরিক অর্থে মায়ের মতন।

মাহুত: হাতির চালক।

মিশরীয় নারী: ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন ভারতীয়দের মতো প্রাচীন মিশরীয়রাও তাদের নারীদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। সোয়াথ্ এবং অ্যাটেন্ গোষ্ঠীর ঘাতকদের ওপর যে নারী-বিরোধী মনোভাব আরোপ করা হয়েছে, তা কল্পনাপ্রসূত।

একথা বলেও বলছি যে বেশির ভাগ সমাজের মতো প্রাচীন মিশরের সমাজেও কিছুটা পুরুষশাসিত সমাজসুলভ বিভাজন ছিল। তার ফলে দুঃখজনকভাবেই নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই খারাপ।

মুদ্রা: অঙ্গভঙ্গী।

মেলুহা: পবিত্র জীবনযাত্রার ভূমি। সূর্যবংশী রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। এই সেই জায়গা যাকে বর্তমান পৃথিবীতে আমরা সিন্ধু সভ্যতা বলে জানি।

মেলুহী: মেলুহার অধিবাসী।

মেহেরগড়: আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে মেহেরগড় সিন্ধুসভ্যতার পূর্বসূরী। মেহেরগড় সভ্য জীবনযাপন-এর আকস্মিক আত্মপ্রকাশ এর প্রতীক। সেই সভ্য জীবনযাপন-এ আমার যে ক্রমপরিণতির পথ তার কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই যারা মেহেরগড়-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারা হয় অভিবাসী নয় উদ্বাস্তু ছিলেন।

যজ্ঞ: অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

রক্ষাবন্ধন: 'রক্ষা' অর্থে 'নিরাপত্তা' ও 'বন্ধন' অর্থে 'সুতো দিয়ে বাঁধা'। এটি একটি প্রাচীন ভারতীয় অনুষ্ঠান যেখানে বোন ভাইয়ের কবজিতে তার নিরাপত্তার প্রার্থনা জানিয়ে পবিত্র সূতা বেঁধে দেয়।

রঙ্গভূমি: আক্ষরিক অর্থে 'রঙের স্থান। প্রাচীনকালের

	স্টেডিয়াম। যেখানে খেলাধূলা, প্রদর্শনী সঞ্চারিত হয়।
রঙ্গোলি:	রঙিন চূর্ণ বা ফুল দিয়ে তৈরি ঐতিহ্যবাহী রঙিন জ্যামিতিক নকশা বা অভিনন্দন জানানোর চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
রজত:	রূপো।
রাজগুরু:	রাজার ইষ্টমন্ত্র দাতা।
রাজধর্ম:	আক্ষরিক অর্থে একজন রাজার বা শাসকের রাজকীয় কর্তব্য। প্রাচীন ভারতে এই শব্দের মাধ্যমে রাজার রাজকীয় কর্তব্যের যথার্থ প্রয়োগ বোঝানো হত।
রাজ্যসভা:	রাজকীয় পরিষদ।
রামচন্দ্র:	'রাম' অর্থে 'মুখ' ও 'চন্দ্র' অর্থে 'চাঁদ'। কাজেই 'রামচন্দ্র' অর্থ 'চাঁদের মুখ'।
রামরাজ্য:	রামের শাসন।
শক্তি দেবী:	দেবীমাতা; শক্তি ও উদ্যমের দেবীও বলা চলে।
শামিয়ানা:	চাঁদোয়া।
শ্লোক:	দ্বিপদী কবিতা বিশেষ।
শুদ্ধিকরণ:	বিশুদ্ধিকরণের অনুষ্ঠান।
সংকটমোচন:	আক্ষরিক অর্থে, যিনি সংকটের থেকে মুক্তি দেন; প্রভু হনুমান এমনই একজন।
সংগম:	দুই নদীর মিলনস্থল।
সন্ন্যাসী:	যিনি তার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি ত্যাগ করে দূরে কোথাও গিয়ে ঈশ্বর ও দৈবের

সন্ধানে তাঁর বাকী জীবন ব্যয় করতে মনস্থির করেন। প্রাচীন ভারতে, জীবনের সমস্ত কর্তব্যসাধনের পর বুড়ো বয়সে লোকেরা সাধারণত সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন।

সপ্তর্ষি: 'সাত ঋষির' একজন।

সপ্তর্ষি উত্তরাধিকারী: সপ্তর্ষিদের উত্তরাধিকারী।

সপ্তসিন্ধু: সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, সরযূ, ব্রহ্মপুত্র এবং নর্মদা—এই সাতটি নদীর দেশ। এটি উত্তর ভারতের প্রাচীন নাম।

সিন্ধু: প্রথম নদী।

সুন্দরবন: 'সুন্দর' অর্থে অপরূপ ও বন অর্থে জঙ্গল। কাজেই সুন্দরবন অর্থে অপরূপ জঙ্গল।

সোমরস: দেবতাদের পানীয়।

স্বদ্বীপ: স্বাতন্ত্রের দ্বীপ। এখানে চন্দ্রবংশী রাজারা রাজত্ব করতেন।

স্বদ্বীপবাসী: স্বদ্বীপের অধিবাসী।

হর হর মহাদেব: এটা হল প্রভু শিবের ভক্ত-সমাবেশের জয়ধ্বনি। আমার বিশ্বাস এর মানে হল 'আমরা সকলেই মহাদেব।'

স্বর্ণ: সোনা।

স্বাহা: পৌরাণিক কাহিনীতে আছে প্রভু অগ্নির স্ত্রীর নাম ছিল স্বাহা। কাজেই কোনো ভক্ত পবিত্র অগ্নিকে পূজা করার সময় অগ্নিদেবের স্ত্রীর নাম নিলে আগুনের দেবতা প্রভু অগ্নি প্রসন্ন হতেন। স্বাহার আরেক অর্থ নিজেকে সমর্পণ করা।

হরিয়ুপা: বর্তমানে এই নগর হরপ্পা নামে পরিচিত। মেলুহা দেশের নগরগুলি সম্পর্কে টিকা (বর্তমানকালে যাকে আমরা বলি সিন্ধুসভ্যতা): সিন্ধু সভ্যতায় জল ও স্বাস্থ্যের প্রতি আসক্তির বোধ ঐতিহাসিক ও গবেষকদের বার বার বিস্মিত করেছে। ভৌত ও প্রতীকী দৃষ্টিকোণ থেকে জলের প্রতি যে দর্শনীয় আবেশ লক্ষ করা যায় তার বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এম্ জ্যান্‌সেন্ 'ওয়াসারলাক্সাস' (জলের প্রতি আচ্ছন্নতা) এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। এই পরিভাষাটি আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন গ্রেগরী পশেল্ তার অসাধারণ বই *'ইন্ডাস্ সিভিলাইজেশন এ কন্টেম্‌পোরারি পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্'* এতে *'মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ'* এই বইতে সোমরস গ্রহণ করার প্রভাবে বর্জ্যপদার্থ হিসাবে ঘাম ও মুত্রকে পরিষ্কার করার কারণে এই জলের প্রতি আসক্তির বিষয়টা উঠে এসেছে। সিন্ধু সভ্যতার উচ্চস্তরের রুচিসম্পন্ন মান দেখে ও ঐতিহাসিকরা বিস্মিত হয়েছেন। তার এমনই একটি উদাহরণ হল ইট যা সমস্ত সভ্যতা জুড়ে একই রকম নির্দিষ্ট মানের, ও আকারে নির্দিষ্ট অনুপাতের।

হাওদা: হাতির পিঠে লাগানো বসার আসন।

হোলি: রঙের উৎসব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে লেখক হয়ে উঠবো। এখন যে ভাবে জীবনযাপন করছি; লিখছি, প্রার্থনা করছি, পড়ছি, তর্কবিতর্ক করছি, ভ্রমণ করছি মাঝে মাঝে এগুলোকে স্বপ্নের মতো মনে হয়। অনেকেই আছেন যাঁরা এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন, আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

প্রভু শিবকে, আমার ঈশ্বরকে, আমায় এক আধ্যাত্মিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য। এটা সবচেয়ে বড় উত্তরণ।

নীল আমার পুত্রকে, আমার পুনরুজ্জীবনী সুধা। আমি যখন ঘোরের মধ্যে এই বই লিখেছি সে নিয়মিত এসে জিজ্ঞাসা করেছে 'বাবা, তোমার হয়ে গেছে কি?'

প্রীতি, আমার স্ত্রীকে, ভাবনা, আমার বোনকে; হিমাংশু, আমার ভগ্নীপতিকে; অনীশ ও আশীষ আমার ভাইদের; দোনেট্রা আমার ভাইয়ের স্ত্রীকে। এরা আমায় এতই আন্তরিকভাবে বই লেখার কাজে সাহায্য করেছে যে অনেক সময়ই মনে হয়েছে এটা কেবলমাত্র আমার বই নয়, বরং যৌথ কাজ যাতে আমার নামটাই কেবল আছে।

পরিবারের বাকি সবাই: উষা, বিনয়, মিতা, শেয়নাজ, স্মীতা, অনুজ, রুতাদের আমার পাশে সব সময় থাকার জন্য।

সর্বাণী পণ্ডিত আমার বইয়ের সম্পাদিকাকে, তিনি গুরুতর রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন। সেই জন্য আমার কাছে কোনরকম সমবেদনা চাননি। ওই রকম খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েও তিনি আমার কর্মে সর্বান্তকরণে সাহায্য

করেছেন। আমার সৌভাগ্য যে ওনাকে পেয়েছি।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদশিল্পী রশ্মি পুশল্করকে, আমার প্রথম গ্রন্থ থেকেই তিনি আমার সাথী। আমার বিনীত মত যে ভারতের প্রকাশনার জগতে তিনি সবচেয়ে ভালো প্রচ্ছদ শিল্পীদের মধ্যে একজন।

গৌতম পদ্মনাভন্, সতীশ সুন্দরম, অনুশ্রী ব্যানার্জী, পল বিনয় কুমার, বিপিন বিজয়, রেনুকা চ্যাটার্জী, দীপ্তি তলোয়ার, কৃষ্ণ কুমার নারায় এবং আমার প্রকাশক ওয়েষ্টল্যান্ডের অসাধারণ দলটিকে। এনারা আমার প্রতি যেমন দায়িত্ববোধ ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন খুব কম প্রকাশন সংস্থাই লেখকদের প্রতি তেমন করেন।

আমার এজেন্ট্ অনুজ বাহরিকে, যিনি বিরাট হৃদয়ের আমুদে এক পাঞ্জাবী। ভাগ্যই এমন মানুষকে আমার কাছে এনে দিয়েছে আমার স্বপ্নকে সফল করার জন্য।

সংগ্রাম সর্বেকে, শালিনী আইয়ারকে এবং 'থিংক হোয়াই নট্' এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ও ডিজিটাল বাণিজ্যিক সংস্থার সকল সদস্যদের। আমার কর্মজীবনে বহু বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছি, যাদের মধ্যে অনেকগুলিই বিরাট বহুজাতিক সংস্থা। 'থিংক হোয়াই নট্' সংস্থাটি তাদেরই মতোন একটি।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদের চিত্রগ্রাহক চন্দন কৌলিকে। তিনি প্রতিবারের মতোই অসাধারণ কাজ করেছেন এছাড়াও অতুল পরগাঁওকরকে, প্রভু শিবের তীর ধনুক বানানোর জন্য। বিনয় সালুংখেকে প্রসাধনীর জন্য। মডেল কেতন কারান্ডেকে। জাফেট্ বাতিস্তাকে প্রেক্ষাপটের চিত্রকল্পের জন্য। 'লিট্ল রেড্ জস্বিস্' এই সংস্থার সদস্যদের এবং শিংলেই চুয়াকে প্রেক্ষাপটের ত্রিমাত্রিক ধারণা ও কারিগরির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য, সাগর পুশল্কর ও তাঁর সাথীদের চিত্র গ্রহণের পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য। জুলিয়েন ডুবোয়াকে, সমগ্র কাজটি প্রযোজনার জন্য। আশা করি এনাদের সৃষ্টিকর্তা প্রচ্ছদটা আপনাদের ভালো লাগবে, আমার খুবই ভালো লেগেছে।

ওমেন্দু প্রকাশ, বিজু গোপাল ও স্বপ্নীল পাটিলকে আমার আলোকচিত্র তোলার জন্য, যেটি এই গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। ওনাদের সৃষ্টি শৈলী অসাধারণ, দুঃখিত যে মডেলটি সেই স্তরের নয়।

বেনারসের চন্দ্রশৌলি উপাধ্যায়, শকুন্তলা উপাধ্যায় ও বেদশ্রী উপাধ্যায়কে; সিংগাপুরের শান্তনু ঘোষরায় ও শ্বেতা বসু ঘোষরায়কে; যখন আমি এই গ্রন্থরচনা করছিলাম সেই সময় আতিথ্যের জন্য।

একজন বন্ধু মোহন বিজয়নকে, যাঁর মিডিয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সর্বদাই মূল্যবান হিসেবে সঞ্চিত করি।

রাজেশ লালওয়ানি এবং ডিজিটাল এজেন্সী 'ব্লগওয়ার্কস্' এর পুরো দলকে, যারা আমার প্রকাশনের সঙ্গে কাজ করেছেন। যে ক্ষেত্রটা আমি ভালো বুঝি না সেখানে এনাদের দৃঢ় সমর্থনের জন্য।

অনুজা চৌধুরী এবং আমার প্রকাশকের জনসংযোগ সংস্থা 'উইজপিক্' দলকে। তাদের কার্য্যকরী বিজ্ঞাপনের প্রচার অভিযানের জন্য।

ডঃ রাখিয়ার করনজিয়াকে, জরথুষ্ট্রিয়ান্ দর্শন বোঝার ক্ষেত্রে দারুণভাবে সাহায্য জন্য। অনেকদিনের বন্ধু পূর্ণিমাকে, আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ওনার নিখুঁত পরামর্শের ব্যাপারে।

ক্যালেবকে, আমার চলচিত্র সংক্রান্ত চুক্তির ব্যাপারে কাজ করার জন্য। রাজীবকে, শিব-ত্রয়ী-কাহিনীর সঙ্গীত অ্যালবাম্ সৃষ্টি করার ব্যাপারে কাজ করার জন্য।

সবশেষে, যদিও তার গুরুত্ব কিছু কম নয়, আপনাদেরকে, আমার পাঠকদেরকে। শিব-ত্রয়ী-কাহিনীর আগের দুটি গ্রন্থকে সমর্থন করার জন্য আমার অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এই শেষ গ্রন্থটিতে সমাপ্তির একটা আভাস দিতে পারলাম।